শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম হইতে নবম স্কন্ধের পদ্যে তাৎপর্য্যানুবাদ এবং ১০ম, ১১শ ও ১২শ স্কন্ধের প্রত্যেক অধ্যায়ের সরল বঙ্গানুবাদ

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর বিশেষ কৃপাভাজন এবং শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর অনুকম্পিত
শ্রীগৌরপার্ষদ প্রবর শ্রীল-রঘুনাথ-ভাগবতাচার্য্য-রচিত

নিখিলভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের অধস্তন—প্রতিষ্ঠানের
বর্ত্তমান আচার্য্য **ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ**-
কর্ত্তৃক সম্পাদিত

প্রথম সংস্করণ

শ্রীগৌরাব্দ—৫১৮

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজ-কর্ত্তৃক নদীয়া, শ্রীধাম মায়াপুর
ঈশোদ্যানস্থ "**শ্রীচৈতন্যবাণী**" প্রেস হইতে
মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীকৃষ্ণ-জয়ন্তী

৮ হৃষীকেশ, ৫১৮ শ্রীগৌরাব্দ
২১ ভাদ্র, ১৪১১ বঙ্গাব্দ
৭ সেপ্টেম্বর, ২০০৪ খৃষ্টাব্দ

প্রাপ্তিস্থান ঃ—

১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
ঈশোদ্যান
পোঃ-শ্রীমায়াপুর, জেলা-নদীয়া
পিন্-৭৪১৩১৩

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড
কোলকাতা-৭০০০২৬

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
মথুরা রোড
পোঃ-বৃন্দাবন, মথুরা (উত্তরপ্রদেশ)
পিন্-২৮১১২১

৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
গ্র্যাণ্ড রোড
পোঃ-পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা)

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
শ্রীজগন্নাথ মন্দির
পোঃ-আগরতলা-৭৯৯০০১
(ত্রিপুরা)

৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
পল্টন বাজার
পোঃ-গুয়াহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম)

৭। শ্রীগৌড়ীয় মঠ
পোঃ-তেজপুর ৭৮৪০০১ (আসাম)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌরাঙ্গের অত্যন্ত প্রিয় শ্রীভাগবতাচার্য্যের কৃপা প্রার্থনা

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর পার্ষদ শ্রীশিবানন্দ সেনের পুত্র পুরীদাস—কবিকর্ণপুর শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকায় লিখিয়াছেন;—

নির্ম্মিতা পুস্তিকা যেন 'কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী'।
শ্রীমদ্ভাগবতাচার্য্যো গৌরাঙ্গাত্যন্তবল্লভঃ।। —(গৌরগণোদ্দেশ দীপিকা ২০৩ শ্লোক)
'সর্ব্বজ্ঞ মুনির বাক্য—শাস্ত্র 'প্রমাণ'।
আমা-সবা জীবের হয় শাস্ত্রদ্বারা 'জ্ঞান'।।' —(চৈঃ চঃ মধ্য ২০শ পরিচ্ছেদ)

"শাস্ত্রালোকেই ভগবজ্জ্ঞান ও ভগবদ্ভক্তের মহিমা বোধের বিষয় হয়। 'বদ্ধজীবের ইন্দ্রিয়সকল 'ভ্রম', 'প্রমাদ', 'বিপ্রলিপ্সা' ও 'করণাপাটব' এই চারি দোষে সর্ব্বদা দূষিত। বিষয়জ্ঞান সম্বন্ধে অসম্পূর্ণ ইন্দ্রিয়ের যে ভুল হয় তাহার নাম 'ভ্রম', যথা—দৃষ্টিভ্রমে মরীচিকায় জলবোধ ইত্যাদি। জীবের প্রাকৃত বুদ্ধি স্বভাবতঃ সীমাবিশিষ্ট; অসীমতত্ত্বে যাহা সিদ্ধান্ত করা যায় তাহাতে কাজে-কাজেই ভুল থাকে, তাহার নাম 'প্রমাদ'; যথা দেশ ও কালের সীমা, বুদ্ধি এবং ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব-জিজ্ঞাসা ইত্যাদি। সন্দেহের নাম 'বিপ্রলিপ্সা'। ঘটনাক্রমে কর্ম্মেন্দ্রিয়-সকলের অপটুতা অপরিহার্য্য; অনেক সময় তন্নিবন্ধন ভুল সিদ্ধান্ত হইয়া পড়ে; তাহার নাম করণাপাটব।")

—(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত জৈবধর্ম্মগ্রন্থ)

(প্রমাদ—অনধানতা, এককথা অন্যপ্রকারে উপলব্ধি করা বা শ্রবণ করা বা বলা। বিপ্রলিপ্সা—বঞ্চনেচ্ছা)

প্রত্যক্ষাদি দশবিধ প্রমাণ বর্ত্তমান থাকিলেও ভ্রমাদিদোষ-চতুষ্টয় শূন্য বচনাত্মক 'শব্দ' বা শ্রুতিই মূল প্রমাণ; অপর প্রমাণগুলির বিষয়ে মানুষের বাক্যাদি প্রায়ই ভ্রমাদি দোষযুক্ত বলিয়া তদ্দ্বারা অন্য প্রকার প্রতীতি দেখা যায়। কিন্তু বাস্তবদর্শন মূলক বলিয়া শব্দ প্রমাণে ঐ আশঙ্কার অভাব।

জড়বস্তুবাদিগণ প্রত্যক্ষের অনুভূত হইলেই বাস্তব মনে করেন। তাঁহারা অন্য যাবতীয় অনুভূতিকে কাল্পনিক বলেন। কিন্তু বহু ক্ষেত্রে দেখা যায় প্রত্যক্ষানুভূত না হইলেও তাহার বাস্তব অস্তিত্ব বিশ্বাস করিয়া চলিতে হয় যথা—কোনও ব্যক্তিই পিতাকে সাক্ষাৎ দেখেন নাই, কিন্তু মাতার নির্দ্দেশিত ব্যক্তিকে, অথবা জ্যেষ্ঠা ভগিনী ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সমর্থন বাক্যকে বিশ্বাস করতঃ নির্দ্ধেশিত ব্যক্তিই যে পিতা তাহার বাস্তবতা স্বীকার করেন।

মুনিবাক্য—

শ্রুতির্মাতা পৃষ্টা দিশতি ভবদারাধনবিধিং
যথা মাতুর্ব্বাণী স্মৃতিরপি তথা বক্তি ভগিনী।
পুরাণদ্যা যে বা সহজনিবহাস্তে তদনুগা
অতঃ সত্যং জ্ঞাতং মুরহর ভবানেব শরণম্।। —(চৈঃ চঃ মধ্য ২২। ৬)

'মাতৃস্বরূপ শ্রুতি জিজ্ঞাসিত হইয়া আপনার আরাধনবিধি উপদেশ করেন, স্মৃতি সেইরূপ ভগিনী স্বরূপ হইয়া উপদেশ করেন; পুরাণাদি ভ্রাতৃরূপে শ্রুতিমাতার অনুগত হইয়া তাহাই বলিতেছেন। অতএব হে মুরহর! আপনিই যে একমাত্র শরণ, ইহা আমি সত্যরূপে জানিলাম।'

'জীবের অস্থি-বিষ্ঠা-দুই,—শঙ্খ-গোময়।
শ্রুতি-বাক্যে সেই দুই মহাপবিত্র হয়।।' —(চৈঃ চঃ মধ্য ৬। ১৩৬)

শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী রচয়িতা শ্রীভাগবতাচার্য্য সম্বন্ধে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের আদিলীলা দশমপরিচ্ছেদের ১১৩ পয়ারের অনুভাষ্যে লিখিয়াছেন,—চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৫ম অঃ— "তবে প্রভু আইলেন বরাহনগরে। মহাভাগ্যবন্ত এক ব্রাহ্মণের ঘরে।। সেই বিপ্র বড় সুশিক্ষিত ভাগবতে। প্রভু দেখি' ভাগবত লাগিলা পড়িতে।। শুনিয়া তাহার ভক্তিযোগের পঠন। আবিষ্ট হইলা গৌরচন্দ্র নারায়ণ।। প্রভু বলে,—'ভাগবত এমত পড়িতে। কভু নাহি শুনি আর কাহারো মুখেতে। এতেকে তোমার নাম 'ভাগবতাচার্য্য'। ইহা বই আর কোন না করিহ কার্য্য।।" ইঁহার নাম 'রঘুনাথ' বলা হয়—ইঁহার পাটবাটী—বরাহনগর মালিপাড়ায় (কোলকাতা হইতে প্রায় ৩½ মাইল উত্তরে) গঙ্গাতীরে।"

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর উপদিষ্ট পাঁচটী মুখ্য ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে একটী 'ভাগবত' শ্রবণ। মূল ভাগবত শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস মুনি লিখিত। শ্রীল রঘুনাথ-ভাগবতাচার্য্য সংস্কৃত ভাগবতের অনুবাদ বাংলা পয়ারে লিখিয়াছেন। উক্ত বাংলা পয়ারে লিখিত ভাগবতের সরল অনুবাদ শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী শ্রবণে মহাপ্রভুর পরম সন্তোষ। 'যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে। একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্যচরণে'।।—(চৈঃ চঃ অঃ ৫। ১৩১)। ভাগবতে অচিন্ত্য ঈশ্বর বুদ্ধি যার। সে জানয়ে ভাগবত অর্থ ভক্তি সার।।—(চৈঃ ভাঃ মধ্য ২১। ২৫)। এক ভাগবত হয় ভাগবত শাস্ত্র। আর এক ভাগবত ভক্তিরসপাত্র।। দুই ভাগবত দ্বারা দিয়া ভক্তিরস। তাহার হৃদয়ে তাঁর প্রেমে হয় বশ।।—(চৈঃ চঃ আঃ ৯৯-১০০)। 'ভক্তিবিনু ভাগবত যে আর বাখানে। প্রভু বলে সে অধম কিছুই না জানে।।' —(চৈঃ ভাঃ ম ২১। ২০)। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর ইহার ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন,—

'ভগবৎসেবাবঞ্চিত জনগণ যে কালে আত্মস্বরূপ বিস্মৃত হইয়া ভগবৎসেবায় উদাসীন হন এবং তাহাই পুরুষার্থ বলিয়া জ্ঞান করেন, সেইকালে পরম দয়াময় শ্রীগৌরসুন্দর অভক্তের তাদৃশ কার্য্যে বিরক্তি, এমন কি ক্রোধ প্রকাশ করেন। এই ক্রোধ দর্শনে বৈষ্ণবগণ পরমানন্দ লাভ করেন।'

শ্রীচৈতন্যভাগবত রচয়িতা ব্যাসভিন্ন বিগ্রহ শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর অন্তখণ্ড পঞ্চম অধ্যায়ে শ্রীভাগবতাচার্য্যের লিখিত শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী শুনিয়া শ্রীমহাপ্রভুর যে প্রকার অত্যদ্ভুত উল্লাস ও ভাবাবেশ তাহাও বিশেষ প্রণিধান যোগ্য।

'বল বল' বলে প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গরায়।　হুঙ্কার গর্জ্জন প্রভু করয়ে সদায়।।
সেই বিপ্র পড়ে পরানন্দে মগ্ন হইয়া।　প্রভুও করেন নৃত্য বাহ্য পাসরিয়া।।
ভক্তির মহিমা-শ্লোক শুনিতে শুনিতে।　পুনঃ পুনঃ আছাড় পড়েন পৃথিবীতে।।
হেন সে করেন প্রভু প্রেমের প্রকাশ।　আছাড় দেখিতে সর্ব্বলোক পায় ত্রাস।।
এই মত রাত্রি তিন প্রহর-অবধি।　ভাগবত শুনিয়া নাচিলা গুণনিধি।।
বাহ্য পাই বসিলেন শ্রীশচীনন্দন।　সন্তোষে দ্বিজেরে করিলেন আলিঙ্গন।।
প্রভু বলে,— ভাগবত এমত পড়িতে।　কভু নাহি শুনি আর কাহারো মুখেতে।।

—(চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৫ম অধ্যায় ১১৩-১১৯)

এই 'কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী' গ্রন্থ মুদ্রণে ও প্রুফাদি সংশোধনে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌধ জিতেন্দ্রিয় মহারাজের হার্দ্দী সেবা প্রচেষ্টা বিশেষভাবে প্রশংসার্হ।

বৈষ্ণবদাসানুদাস
শ্রীভক্তিবল্লভ তীর্থ

মহাচিন্ত্য ভাগবত সর্ব্বশাস্ত্রে গায়।
ইহা না বুঝিয়া বিদ্যা, তপ, প্রতিষ্ঠায়।।
'ভাগবত বুঝি' হেন যার আছে জ্ঞান।
সে না জানে কভু ভাগবতের প্রমাণ।।
ভাগবতে অচিন্ত্য-ঈশ্বরবুদ্ধি যাঁর।
সে জানয়ে ভাগবত-অর্থ ভক্তিসার।।

—শ্রীচৈতন্যভাগবত মধ্য, ২৩, ২৪,২৫

সবে পুরুষার্থ 'ভক্তি' ভাগবতে হয়।
'প্রেম-রূপ ভাগবত' চারিবেদে কয়।।
চারি বেদ—'দধি', ভাগবত— 'নবনীত'।
মথিলেন শুকে, খাইলেন পরীক্ষিত।।

—শ্রীচৈতন্যভাগবত, মধ্য, ২১।১৫, ১৬

প্রেমময় ভাগবত—শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ।
তাহাতে কহেন যত গোপ্য কৃষ্ণ-রঙ্গ।।
ভাগবত-পুস্তকো থাকয়ে য'ার ঘরে।
কোন অমঙ্গল নাহি যায় তথাকারে।।
ভাগবত পূজিলে কৃষ্ণের পূজা হয়।
ভাগবত-পঠন-শ্রবণ ভক্তিময়।।

—শ্রীচতন্যভাগবত, অন্ত, ৩।৫১৬, ৫৩০-৫৩১

অহং বেদ্মি শুকো বেত্তি ব্যাসো বেত্তি ন বেত্তি বা।
ভক্ত্যা ভাগবতং গ্রাহ্যং ন বুদ্ধ্যা ন চ টীকয়া।।

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতোদ্ধৃত প্রাচীন শ্লোক

'কৃষ্ণভক্তিরসস্বরূপ' শ্রীভাগবত।
তাতে বেদশাস্ত্র হৈতে পরম মহত্ত্ব।।

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য ২৫।১৪৩

সূচীপত্র

প্রথম স্কন্ধ

প্রথম অধ্যায় ১-২

মঙ্গলাচরণে গুরুদেবের বন্দনা, গ্রন্থরাজ শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমতরঙ্গিণীর মাহাত্ম্য, ভুবনমঙ্গল-শ্রীকৃষ্ণনাম-মাহাত্ম্য, গ্রন্থকারের গুরুদেব শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর মাহাত্ম্য, শ্রীগণেশ ও শ্রীব্যাসদেবের প্রণাম, দশ অবতার ও অবতারী শ্রীকৃষ্ণের এবং সপরিকর শ্রীগৌরহরির স্তুতি।

দ্বিতীয় অধ্যায় ৩-৪

শ্রীশুকদেবের করুণা, শ্রীমদ্ভাগবতমাহাত্ম্য, শ্রীকৃষ্ণের বন্দনা, সর্ব্বধর্ম্মসার শ্রীকৃষ্ণারাধনা।

তৃতীয় অধ্যায় ৪-৭

শ্রীউগ্রশ্রবা সূতের নৈমিষ্যারণ্যে গমন, শৌনকের প্রার্থনায় ষষ্টি সহস্র মুনির নিকটে শ্রীমদ্ভাগবত-বর্ণনারম্ভ, শ্রীশুকদেব-বন্দনা, জীবের পরম ধর্ম্ম, অবতারী ও অবতারসমূহ, বিষাদগ্রস্ত শ্রীব্যাসের প্রতি গুরু শ্রীনারদের হরিকীর্ত্তন করিতে ও অপরকে করাইতে আদেশ, শ্রীনারদের পূর্ব্বজীবনবৃত্তান্ত, শ্রীব্যাসদেবের ভক্তিযোগ-সমাধি।

চতুর্থ অধ্যায় ৭-৮

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রাকট্য ও শিষ্য-পরম্পরায় বিস্তার।

পঞ্চম অধ্যায় ৮-১০

কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ-সমক্ষে শ্রীভীষ্মের দেহত্যাগ, শ্রীকৃষ্ণেচ্ছায় শ্রীযুধিষ্ঠিরের সসাগরা পৃথিবীর শাসনভার গ্রহণ ও তিনবার অশ্বমেধ যজ্ঞ-সম্পাদন, শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক ব্রহ্মাস্ত্র বিনাশপূর্ব্বক মাতৃগর্ভস্থ পরীক্ষিৎকে সংরক্ষণ, ব্রহ্মশাপছলে শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক যদুকুল-ধ্বংস, সমগ্র পৃথিবীর একচ্ছত্র সম্রাটের পদে শ্রীপরীক্ষিতের প্রতি মুনি কুমারের অভিশাপ, শ্রীপরীক্ষিতের প্রায়োপবেশন ও শ্রীশুকদেব-সমীপে পরিপ্রশ্ন।

দ্বিতীয় স্কন্ধ

প্রথম অধ্যায় ১০-১৪

শ্রীশুকদেবকর্ত্তৃক হরিভক্তির সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব, শ্রীহরি-নাম মুক্তকুলেরও উপাস্য, হরিভজনেই মনুষ্য-জীবনের সার্থকতা, কৃষ্ণানুশীলনব্যতীত ইন্দ্রিয় বিফল, সৃষ্ট্যাদি-বিষয়ে পরিপ্রশ্নের উত্তরে ব্রহ্ম-নারদ-সংবাদ উল্লেখ-পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে সৃষ্টির আদি-কারণ-রূপে বর্ণন, লীলাবতার-কথন, শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা, অসুরবধ ও বিভিন্ন অবতার, সাধুসঙ্গে মায়াজয় প্রভৃতি কীর্ত্তন।

দ্বিতীয় অধ্যায় ১৪-১৭

শ্রীব্রহ্মার ভগবৎকৃপালাভ, শ্রীহরি হইতে ব্রহ্মার এবং ব্রহ্মা হইতে শ্রীনারদের ভাগবতোপদেশ-প্রাপ্তি, মহাপুরাণের দশবিধ লক্ষণ, প্রাকৃত সর্গ।

তৃতীয় স্কন্ধ

প্রথম অধ্যায় ১৭-২২

পাণ্ডবগণের প্রতি কৌরবগণের অত্যাচার, ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি বিদুরের সদুপদেশ, দুর্য্যোধনকর্ত্তৃক বিদুরের অপমান, শ্রীবিদুরের প্রব্রজ্যাগ্রহণ ও তীর্থভ্রমণ, প্রয়াগে শ্রীউদ্ধবের সহিত শ্রীবিদুরের মিলন, শ্রীউদ্ধবকর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধান, অসীমকারুণ্য ও বিচিত্র-লীলা, পাণ্ডবগণের প্রতি কৃপা, অন্তর্দ্ধান-কালে শ্রীউদ্ধবের প্রতি আদেশ প্রভৃতি বর্ণন, শ্রীকৃষ্ণাদেশক্রমে শ্রীমৈত্রেয় ঋষির নিকটে শ্রীবিদুরের তত্ত্বকথা শ্রবণ। শ্রীনারায়ণ হইতে নিখিল বিশ্বের প্রকাশ, বর্ণাশ্রমাদির উৎপত্তি।

দ্বিতীয় অধ্যায় ২২-২৪

চতুঃসনের শ্রীসহস্রশীর্ষ পুরুষের নিকটে উপদেশ-প্রাপ্তি, বিষ্ণুর নাভিপদ্ম হইতে ব্রহ্মার জন্ম এবং শরণাগতি সহ ধ্যানফলে বিষ্ণু হইতে ভাগবত-তত্ত্ব-জ্ঞান-লাভ,

ব্রহ্মার মানস ও কায়িকাদি সৃষ্টি, ধরণী-উদ্ধারার্থ ব্রহ্মার চিন্তা, শ্রীবরাহদেবের আবির্ভাব, শ্রীবরাহদেবের হিরণ্যাক্ষবধ ও পৃথিবী-উদ্ধার।

তৃতীয় অধ্যায় ২৪-২৫

দিতির গর্ভে অসুরোৎপত্তির কারণ।

চতুর্থ অধ্যায় ২৫-২৬

চতুঃসনের বৈকুণ্ঠে গমন, গমনে বাধাপ্রদানাত্মক অপরাধ-হেতু জয়-বিজয় চতুঃসনকর্ত্তৃক অভিশপ্ত, মুনিগণ সমীপে শ্রীনারায়ণের বিজয়।

পঞ্চম অধ্যায় ২৬-২৯

জয়-বিজয়ের দিতির গর্ভে হিরণ্যাক্ষ-হিরণ্যকশিপুরূপে জন্ম, স্বায়ম্ভুব মনুর বৈষ্ণব-চরিত্র, মনুকর্ত্তৃক মহর্ষি কর্দ্দমের হস্তে স্বীয় কন্যা দেবহূতিকে সম্প্রদান, কর্দ্দম ও দেবহূতির তনয়রূপে শ্রীকপিলদেবের আবির্ভাব, কর্দ্দম মুনিকর্ত্তৃক মরীচিপ্রমুখ নব ঋষিকে নব কন্যাদান, শ্রীকর্দ্দমকর্ত্তৃক শ্রীকপিল-স্তব, শ্রীকপিলের পিতামাতাকে যোগোপদেশ, শ্রীকর্দ্দমের প্রবজ্যাপূর্ব্বক একান্তভাবে শ্রীহরির আরাধনা।

ষষ্ঠ অধ্যায় ৩০-৩৪

শ্রীকপিলদেবকর্ত্তৃক মাতা দেবহূতির প্রতি ভক্তি-যোগোপদেশ—সাধুসঙ্গে হরিভজনের প্রয়োজনীয়তা, শুদ্ধভক্তিলাভের উপায়, অকিঞ্চনা ভক্তির লক্ষণ, ঐকান্তিকী ভক্তির সর্ব্বত্র জয়, সাংখ্যযোগ-রহস্য। মায়াবন্ধনের কারণ, হরিভক্তিতে বন্ধন-মোচন, গুণভেদে ত্রিবিধ অধিকার, নির্গুণা ভক্তির লক্ষণ, স্বরূপবিস্মৃত জীবের দুর্গতি, জরাগ্রস্তের দুর্দ্দশা, মৃত্যুকালে যমযাতনা, নরক-যন্ত্রণা প্রভৃতি বর্ণন।

সপ্তম অধ্যায় ৩৪-৩৬

গর্ভবাসের অবস্থা, গর্ভস্থ শিশুর স্তব, বদ্ধজীবের শৈশব-যাতনা, যৌবনের তাড়না ও কুসঙ্গে দুর্গতি, অসৎসঙ্গে দুর্ভোগ, সৎসঙ্গের সুফল।

অষ্টম অধ্যায় ৩৬-৩৭

কর্ম্মে ভববন্ধ দূর হয় না, শ্রীকৃষ্ণে শরণাগতিতেই সর্ব্বমঙ্গল-লাভ, জ্ঞানযোগে ভববন্ধ-ছেদ, ভক্তিতে শ্রীকৃষ্ণ ভক্তাধীন। ভক্তদ্বেষী ভক্তিতত্ত্ব-শ্রবণে অযোগ্য, ভক্তিতত্ত্ব-শ্রবণের যোগ্য ব্যক্তির লক্ষণ।

নবম অধ্যায় ৩৭

শ্রীদেবহূতির মোহনাশ ও বিষ্ণু-বৈষ্ণব-মাহাত্ম্যোপলব্ধি, শ্রীকপিলদেবের সাগরতীর্থে গমন, শ্রীদেবহূতির ভক্তিযোগবলে বিষ্ণুপদ-প্রাপ্তি, শ্রীকপিলোপদেশ-শ্রবণের ফল।

চতুর্থ স্কন্ধ

প্রথম অধ্যায় ৩৮-৪৫

মনুর কন্যাগণের বংশ-বিবরণ, দক্ষের শিববিদ্বেষ, দক্ষের প্রতি নন্দীশ্বরের অভিশাপ, শিবকিঙ্করের প্রতি শ্রীভৃগুমুনির অভিশাপ, দক্ষযজ্ঞে সতীর দেহত্যাগ, ভৃগুমুনি-সৃষ্ট ঋভুগণকর্ত্তৃক শিবানুচরগণ আক্রান্ত, শিবের ক্রোধ, দক্ষপুরে শৈবজ্বরের উৎপাত, দক্ষাদির দুর্দ্দশা, শ্রীশিব-সমীপে ব্রহ্মা, দক্ষের স্তবে তুষ্ট আশুতোষের বরদান, ছাগমুণ্ডধারী দক্ষের পুনঃ শিব-স্তুতি, পুনরায় দক্ষ যজ্ঞ করিলে শ্রীনারায়ণের আবির্ভাব ও দেবগণের স্তুতি।

দ্বিতীয় অধ্যায় ৪৬-৫২

ধ্রুব চরিত্র—ধ্রুবের জন্ম, বিমাতার ভর্ৎসনা, মাতা হইতে হরিভজনার্থ উপদেশ-প্রাপ্তি, পঞ্চবৎসর-বয়স্ক বালক ধ্রুবের হরিভজনার্থ বনে গমন, হরিভজনে ঐকান্তিকতা, শ্রীনারদের কৃপালাভ, ধ্রুবের জন্য আক্ষিপ্তচিত্ত তৎপিতা উত্তানপাদকে শ্রীনারদের প্রবোধপ্রদান, শ্রীধ্রুবের মধুবনে কঠোর তপস্যা, ভগবদ্দর্শন-লাভ ও ভগবৎস্তুতি, শ্রীনারায়ণের বরদান, পিতা উত্তানপাদকর্ত্তৃক ধ্রুবের সম্বর্দ্ধনা, ধ্রুবকর্ত্তৃক গুরুজনগণের চরণবন্দন, ধ্রুবের বিবাহ ও রাজ্যপালন, গন্ধর্ব্বগণকর্ত্তৃক ধ্রুবের প্রচণ্ড যুদ্ধ, মনু ও কুবেরকর্ত্তৃক ধ্রুবের প্রতি উপদেশ, যুদ্ধবিরতি, শ্রীধ্রুবের বৈষ্ণব-গৃহস্থ-লীলা, ধ্রুবের বানপ্রস্থ অবলম্বন ও দিব্যবিমানে সশরীরে বৈকুণ্ঠারোহণ, ধ্রুবলোকে ধ্রুবের সম্বর্দ্ধনা, ধ্রুবচরিত্র-শ্রবণের ফল।

তৃতীয় অধ্যায় ৫২-৫৮

শ্রীধ্রুবের বংশ, দুষ্ট বেণ রাজার চরিত্র, মুনিগণের অভিশাপে বেণের মৃত্যু, বৈষ্ণবরাজ পৃথুর চরিত্র।

চতুর্থ অধ্যায় ৫৮-৬০

মহারাজ পৃথুর যজ্ঞীয়-অশ্ব-অপহরণে তৎপুত্রহস্তে ইন্দ্রের লাঞ্ছনা, পৃথুর যজ্ঞ-সাফল্য ও হরিভজন, পৃথুকর্ত্তৃক চতুঃসনের স্তুতি এবং চতুঃসনের তত্ত্বোপদেশ-প্রদান, পৃথু ও অর্চ্চিরাদেবীর বৈকুণ্ঠে গমন।

পঞ্চম অধ্যায় ৬০-৬৩

প্রাচীনবর্হির কাহিনী, প্রচেতোগণের হরিভক্তি লাভ, পুরঞ্জন-পুরঞ্জনী-কাহিনী।

ষষ্ঠ অধ্যায় ৬৩-৬৬

মৃগয়ায় পুরঞ্জনের জীবহিংসা, পুরঞ্জনীর মান ভঞ্জন, বংশবিস্তার, কালকন্যা-কাহিনী, পুরঞ্জনের মৃত্যুচিন্তা ও নৈরাশ্য, স্ত্রৈণ পুরঞ্জনের স্ত্রীজন্ম-লাভ, মলয়ধ্বজ রাজার পুত্রগণকে রাজ্যপ্রদানপূর্ব্বক হরিভজন, পুরঞ্জন-পুরঞ্জনীর প্রকৃত পরিচয়।

সপ্তম অধ্যায় ৬৭-৬৯

পুরঞ্জনপুরের তাত্ত্বিক পরিচয়, মায়ামূঢ় জীবের সংসার-গতি, কর্ম্মে নহে—হরিভজনেই সংসার-বন্ধন-মুক্তি, ভগবৎকৃপাতেই মাত্র জীবের ভগবত্তত্ত্ব-জ্ঞানোদয় সম্ভব, শ্রীনারদের উপদেশে প্রাচীনবর্হির বিষ্ণুভক্তি লাভ।

অষ্টম অধ্যায় ৭০

প্রচেতোগণের শ্রীহরির স্তুতি এবং প্রচেতোগণের প্রতি শ্রীহরির উপদেশ, ব্রহ্মার আদেশে প্রচেতোগণের বৃক্ষকন্যা 'মারিষা'-গ্রহণ।

পঞ্চম স্কন্ধ

প্রথম অধ্যায় ৭১-৭৪

শ্রীপ্রিয়ব্রত-চরিত্র, শ্রীঋষভদেবের চরিত ও একশত পুত্র লাভ, জ্যেষ্ঠপুত্র ভরতকে রাজ্য প্রদান করিয়া প্রব্রজ্যা-গ্রহণ।

দ্বিতীয় অধ্যায় ৭৫-৭৬

মহারাজ ভরতের চরিত, তাঁহার মৃগদেহ প্রাপ্তি, মৃগদেহান্তে দ্বিজগৃহে জন্ম ও জড়বৎ ব্যবহার, শ্রীভরতকে দেবীস্থানে বলি প্রদানে উদ্যত দস্যুদলকে নিহত করিয়া দেবীর ভরতকে সংরক্ষণ।

তৃতীয় অধ্যায় ৭৬-৭৯

নৃপতি রহুগণকর্ত্তৃক দোলাবাহকরূপে নিযুক্ত ও ভর্ৎসিত ভরতের অচঞ্চলচিত্তে নৃপতিকে তত্ত্বোপদেশ-প্রদান, তৎশ্রবণে রহুগণের বিস্ময় ও ক্ষমাপ্রার্থনা, গ্রন্থকারের চৈতন্যভক্তি-নিষ্ঠা।

চতুর্থ অধ্যায় ৭৯-৮১

শ্রীভরতের উপদেশ—মনই বন্ধ ও মোক্ষের কারণ, স্বরূপোপলব্ধিব্যতীত ভবক্ষয় হয় না, শ্রীভরতের চরণে রহুগণের শরণগ্রহণ, রহুগণের প্রশ্নোত্তরে ভরতকর্ত্তৃক দেহতত্ত্ব-বর্ণন, হরিভজনে মহতের কৃপার অত্যাবশ্যাকতা, পরমহংস শ্রীভরতের পূর্ব্ব পরিচয়।

পঞ্চম অধ্যায় ৮২-৮৪

শ্রীভরতকর্ত্তৃক রহুগণের নিকটে ভবাটবী-বর্ণন, মহতের সঙ্গফলে রহুগণের দিব্য-জ্ঞান ও হরিভক্তি-লাভ।

ষষ্ঠ অধ্যায় ৮৪-৮৮

ভবাটবীতে মায়াবদ্ধ জীবগণের দুর্ভোগ, মহাপুরুষ শ্রীভরতের মাহাত্ম্য।

সপ্তম অধ্যায় ৮৯

শ্রীভরতবংশ-বর্ণন, ধরণী-সংস্থান ও শ্রীধরণীধরের লীলা-কথন।

অষ্টম অধ্যায় ৯০-৯১

বিভিন্ন-নরক-বর্ণন।

ষষ্ঠ স্কন্ধ

প্রথম অধ্যায় ৯২-৯৮

পাপ-বিনাশার্থ প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা, প্রায়শ্চিত্ত অন্তঃকরণ-শুদ্ধির গৌণ-পথ, শ্রীকৃষ্ণনামগ্রহণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত, উদাহরণ—শ্রীঅজামিল-চরিত, অজামিলের মৃত্যুকালে যমদূত ও বিষ্ণুদূতগণের আগমন, যমদূতগণের ধর্ম্মাধর্ম্মবর্ণনান্তে অজামিলের পাপ-কথন,

বিষ্ণুদূতগণকর্ত্তৃক যথার্থ প্রায়শ্চিত্ত, আত্মধর্ম্ম ও শ্রীনাম-মাহাত্ম্য-বর্ণন, নামাভাসে শ্রীঅজামিলের বৈকুণ্ঠ-প্রাপ্তি, দূতগণের অভিযোগের উত্তরে শ্রীযমরাজের শ্রীহরিনাম ও বৈষ্ণব-মাহাত্ম্য, ভাগবতধর্ম্মের সুগোপ্যত্ব ও শ্রীহরি-সঙ্কীর্ত্তনের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণন।

দ্বিতীয় অধ্যায় ৯৮-১০৪

দক্ষ-সৃষ্টি-বর্ণন, প্রাচেতস দক্ষের শ্রীবিষ্ণুপূজন, শ্রীনারদের উপদেশে দক্ষকুমারগণের শ্রীহরিভজনার্থ গৃহকর্ম্ম-ত্যাগ, শ্রীনারদের প্রতি প্রাচেতস দক্ষের অভিশাপ, প্রাচেতস দক্ষের কন্যাগণের বৃত্তান্ত, গুর্ববজ্ঞায় দেবরাজের দুর্গতি, ইন্দ্রের নৃশংসতা, ইন্দ্রের ব্রহ্মবধ খণ্ডন-প্রকার, বৃত্রাসুরার্দ্দিত দেবগণের শ্রীহরির নিকটে শরণাপত্তি, দেবগণের প্রতি শ্রীহরির উপদেশ, দধীচি মুনির উদারতা, ইন্দ্র ও বৃত্রাসুরের সংগ্রাম, বৃত্রাসুরের ভক্তিকামনা, হরি-গতচিত্ততা ও ভক্তি-মহিমা, বৃত্তের হস্তে ইন্দ্রের লাঞ্ছনা, ইন্দ্রকর্ত্তৃক বৃত্রবধ, ব্রহ্মবধ-পাপ হইতে ইন্দ্রের নিস্তার।

তৃতীয় অধ্যায় ১০৪-১০৮

শ্রীপরীক্ষিতের প্রশ্ন—কোটিমুক্তমধ্যে দুর্ল্লভ এক কৃষ্ণভক্ত; এহেন সুদুর্লভ কৃষ্ণভক্তি বৃত্রাসুরের কি প্রকারে হইল তৎসম্পর্কে পরিপ্রশ্ন, চিত্রকেতু-রাজার নিকটে শ্রীঅঙ্গিরা মুনি, চিত্রকেতুর পুত্রের মৃত্যু-বৃত্তান্ত, রাজ-দম্পতীর পুত্রশোক, শ্রীঅঙ্গিরামুনিকর্ত্তৃক সান্ত্বনাদান, মৃত-পুত্রের তত্ত্বকথন, চিত্রকেতুর প্রতি শ্রীঅনন্তদেবের কৃপা, শ্রীমহাদেবের চরণে চিত্রকেতুর অপরাধ, চিত্রকেতুর প্রতি শ্রীপার্ব্বতীর অভিশাপ। চিত্রকেতুর বৈষ্ণবতা, তাহাতে শ্রীশিবের সন্তোষ।

সপ্তম স্কন্ধ

প্রথম অধ্যায় ১০৯-১১৬

অসুরবৃত্তি-বিবরণ, অসুর-বিনাশ-কারণ, শিশু-পালের সদ্‌গতি-বিষয়ে শ্রীযুধিষ্ঠিরের সংশয়, শ্রীদেবর্ষি-কর্ত্তৃক সংশয়-ছেদন এবং কৃষ্ণস্মৃতিমাত্রেই কৃষ্ণকৃপালাভ-কথন, চতুঃসনের জয়-বিজয়-প্রতি অভিশাপের কারণ, অভিশপ্ত জয়-বিজয়ের তিন জন্মে উদ্ধার, মহাভাগবত প্রহ্লাদের গুণাবলী, বিষ্ণুভক্তি পরিত্যাগ না করায় প্রহ্লাদের প্রতি তৎপিতা হিরণ্যকশিপুর অমানুষিক অত্যাচার, হিরণ্যকশিপুর বিষ্ণু-বৈষ্ণব-বিদ্বেষ হিরণ্যাক্ষের মৃত্যুতে শোকসন্তপ্ত জনগণের প্রতি হিরণ্যকশিপুর শোক শাতন বর্ণন। বালকরূপী যমরাজ কর্ত্তৃক মৃত নৃপতি সুযজ্ঞের বন্ধুগণকে সান্ত্বনা-প্রদান, কুলিঙ্গ দম্পতীর জড়াসক্তির পরিণাম, অমর হইবার জন্য হিরণ্যকশিপুর সুতীব্র তপস্যা, পীড়িত দেবগণের প্রার্থনায় ব্রহ্মার হিরণ্যকশিপু-সমীপে গমন ও বরপ্রদান, বরলাভে দৈত্যপতি হিরণ্য-কশিপুর প্রচণ্ড প্রতাপ ও দেবগণের প্রতি অত্যাচার, পীড়িত দেবগণের প্রতি দৈববাণীতে শ্রীহরির আশ্বাস-প্রদান, ভক্তরাজ প্রহ্লাদের গুণাবলী।

দ্বিতীয় অধ্যায় ১১৬-১২৭

হিরণ্যকশিপুকর্ত্তৃক পুত্র প্রহ্লাদকে অধ্যয়নার্থ ষণ্ডা-মর্কের হস্তে অর্পণ, ‘কি অধ্যয়ন হইল?’—পিতার এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীপ্রহ্লাদের নির্ভীক উক্তি—‘গৃহান্ধকূপ পরিত্যাগ করিয়া গোবিন্দ-ভজনই সর্ব্বোত্তম অধ্যয়ন’। হিরণ্যকশিপুর ষণ্ডামর্কের প্রতি ক্রোধ, জিজ্ঞাসার উত্তরে প্রহ্লাদের হিতবাণীতে ষণ্ডামর্কের ক্রোধ, ষণ্ডামর্কের প্রহ্লাদকে অর্থশাস্ত্রাদি অধ্যাপন, হিরণ্যকশিপুর প্রশ্নের উত্তরে প্রহ্লাদের নির্ভীক উত্তর—‘বিষ্ণুতে নবধা ভক্তিই উত্তম অধ্যয়ন’, হিরণ্যকশিপুর নিষ্ঠুর আদেশে প্রহ্লাদকে হত্যা করিবার জন্য বিবিধ চেষ্টা, প্রহ্লাদ নির্ভীক ও নির্বিকার, পুনরায় প্রহ্লাদকে শিক্ষার্থ ষণ্ডামর্কের হস্তে অর্পণ, এবার প্রহ্লাদের অসুরবালকগণকে হরিভজনার্থ যুক্তিযুক্ত উপদেশ, তাহাতে হিরণ্যকশিপুর ভীষণ ক্রোধ, তৎসত্ত্বেও প্রহ্লাদের হরিভজনার্থ পিতা হিরণ্যকশিপুকে উপদেশ, হিরণ্যকশিপু ক্রোধে অগ্নি মূর্ত্তি, ‘সর্ব্বত্র বিষ্ণু আছেন’ শুনিয়া তৎকর্ত্তৃক স্ফটিক স্তম্ভে মুষ্ট্যাঘাত, শ্রীনৃসিংহদেবের ভীষণ মূর্ত্তিতে আবির্ভাব ও হিরণকশিপু-বধ, ব্রহ্মাদি দেবগণ কর্ত্তৃক

শ্রীনৃসিংহস্তব, বিনীত প্রহলাদের শিরে শ্রীনৃসিংহদেবের স্নেহভরে হস্তার্পণ, শ্রীপ্রহ্লাদকর্তৃক শ্রীনৃসিংহস্তুতি, প্রহ্লাদের ভক্তিতে তাঁহার ত্রিসপ্ত কুলো-দ্ধার, ব্রহ্মাদি দেবগণ কর্তৃক প্রহ্লাদকে রাজসিংহাসনে স্থাপন, শ্রীনৃসিংহাবতার ও শ্রীপ্রহ্লাদচরিত্র-শ্রবণের ফল।

তৃতীয় অধ্যায় ১২৮

ত্রিপুরাসুর-বধ, শিবের ত্রিপুরারিনামের হেতু, দেবগণের দুন্দুভিবাদ্য ও পুষ্পবর্ষণ এবং ত্রিপুরারি-স্তুতি।

চতুর্থ অধ্যায় ১২৯-১৩২

শ্রীযুধিষ্ঠিরের বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা, শ্রীনারদের শ্রীনর-নারায়ণ-সমীপে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-শ্রবণ ও যুধিষ্ঠিরের নিকটে তদ্বিষয় বর্ণন, ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণের কৃত্য এবং তত্তদ্বর্ণের লক্ষণ, স্ত্রীলোকগণের ও অন্ত্যজাদির কৃত্য, ব্রহ্মচারী প্রভৃতি চারিঃআশ্রমের কৃত্য এবং সন্ন্যাসগ্রহণের যোগ্যতা, আজগরমুনির ইতিহাস, শ্রীপ্রহ্লাদের প্রশ্ন, আজগর মুনির উত্তর, মহাসর্প হইতে শিক্ষা—যথালাভে সন্তুষ্টি।

পঞ্চম অধ্যায় ১৩৩-১৩৪

গৃহস্থের কৃত্য-সম্বন্ধে শ্রীযুধিষ্ঠিরের প্রশ্ন, শ্রীনারদের উত্তর, শ্রীগুরু-মাহাত্ম্য, শ্রীনারদের পূর্ব্বজন্ম-কাহিনী, শ্রীব্রহ্মার অভিশাপে নারদের শূদ্রকুলে জন্ম, বৈষ্ণবকৃপায় শ্রীনারদের ভগবদ্ভজনলাভ, শ্রীযুধিষ্ঠির-মাহাত্ম্য।

অষ্টম স্কন্ধ

প্রথম অধ্যায় ১৩৫-১৩৮

মন্বন্তরাবতার, ক্ষীর-সমুদ্রবেষ্টিত ত্রিকূট পর্ব্বত ও তত্রস্থ সরোবরে গজরাজের বিহার, সহস্র বৎসরব্যাপী গজকুম্ভীর-যুদ্ধ, গজরাজের শ্রীহরিচরণে শরণ-গ্রহণ ও শ্রীনারায়ণের গজরাজ-সমীপে দর্শন দান, গজরাজের ভগবৎস্তুতি ও পূজা, শ্রীবিষ্ণুকর্তৃক নক্রকবল হইতে গজোদ্ধার, কুম্ভীরের উদ্ধার ও পূর্ব্বজন্মকাহিনী, হরিভক্ত রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের গজরাজরূপে জন্মের কারণ।

দ্বিতীয় অধ্যায় ১৩৮-১৪৪

পঞ্চম ও ষষ্ঠ মন্বন্তর, শ্রীব্রহ্মা-কর্তৃক শ্রীনারায়ণ-স্তুতি, শ্রীহরির দেবগণকে দর্শন দান, শ্রীহরির অঙ্গশোভা-বর্ণন, দেবগণকর্ত্তৃক শ্রীনারায়ণ-স্তুতি, অসুরগণের সহিত সন্ধিস্থাপনপূর্ব্বক সমুদ্র-মন্থনার্থ দেবগণের প্রতি শ্রীহরির আদেশ উক্ত আদেশের কারণ, অসুরগণের সহিত দেবগণের সন্ধিস্থাপন, সমুদ্রমন্থনার্থ মন্দরপর্ব্বত আনয়ন, বাসুকি— মন্থনরজ্জু, ক্ষীরসমুদ্র মন্থনারম্ভ, শ্রীহরির কূর্ম্মরূপে পৃষ্ঠে মন্দরপর্ব্বত ধারণ, দেবগণকর্ত্তৃক কূর্ম্মবিষ্ণুর স্তুতি, জয়গান ও তদুপরি পুষ্পবৃষ্টি, বিষ্ণুকর্ত্তৃক অসুরদহন ও দেবরক্ষা, সমুদ্রমন্থনে সর্ব্বাগ্রে হলাহলোদ্ভব, বিষ্ণুসেবক শিব বৈষ্ণববান্ধব ও পরোপকারক, বিষপান হেতু শিবের নীলকণ্ঠ নাম, সর্প-পিপীলিকাদির বিষের কারণ, সুরভী, উচ্চৈঃশ্রবা, ঐরাবত, কৌস্তুভ ও পারি-জাতের উদ্ভব, লক্ষ্মীদেবীর আবির্ভাব, অভিষেক ও বিবিধ উপঢৌকন-প্রাপ্তি, লক্ষ্মীদেবীকর্ত্তৃক যোগ্য পতির সন্ধান, শ্রীলক্ষ্মীর শ্রীনারায়ণকে পতিত্বে বরণ, মদিরা উদ্ভূত এবং দৈত্যগণকর্ত্তৃক অপহৃত, অমৃতকলসহস্তে ধন্বন্তরির আবির্ভাব, অমৃতের জন্য দেবাসুরের কলহ, শ্রীহরির মোহিনীরূপে আবির্ভাব এবং দৈত্যগণকে বঞ্চনাপূর্ব্বক দেবগণমধ্যে অমৃতবণ্টন, অসুরগণের বঞ্চিত হইবার কারণ।

তৃতীয় অধ্যায় ১৪৫-১৪৮

দেবাসুরের প্রবল যুদ্ধ।

চতুর্থ অধ্যায় ১৪৮-১৫০

শিবের পার্ব্বতী সহ বৃষারোহণে শ্রীবিষ্ণু-সমীপে গমন ও স্তুতি, শ্রীবিষ্ণুর মোহিনীরূপ-দর্শনার্থ শিবের প্রার্থনা, শ্রীবিষ্ণুর স্বীকৃতি, শিবসন্নিধানে বসন্তকালীন রম্য উপবনে শ্রীবিষ্ণুর মোহিনীমূর্ত্তি প্রকাশ, মোহিনীরূপে বিমোহিত শ্রীশঙ্কর, শ্রীশঙ্করের চৈতন্যোদয় এবং বিষ্ণুর উপদেশপ্রাপ্তি, পার্ব্বতীর নিকটে শিবের মায়াপ্রভাব ও বিষ্ণুমাহাত্ম্য কথন।

পঞ্চম অধ্যায় ১৫০-১৫৭

শ্রীকৃষ্ণের বামনাবতার প্রসঙ্গ, শ্রীবলিরাজের স্বর্গ-

অবরোধ, দেবগণের স্বর্গ হইতে পলায়ন, শ্রীবলির স্বর্গাধিকার ও শত অশ্বমেধযজ্ঞানুষ্ঠান, পুত্রগণের দুঃখে দেবমাতা, শ্রীকশ্যপকর্ত্তৃক অদিতির দুঃখকারণ-জিজ্ঞাসা ও হরিভজনে উপদেশ, পয়োব্রত পালনবিধি। অদিতির ব্রতপালন এবং শ্রীহরির বরলাভ, বরলাভে সন্তুষ্ট অদিতির পতিসেবা, অদিতির গর্ভে শ্রীহরির আবির্ভাব এবং ব্রহ্মার গর্ভস্তুতি, আবির্ভাবকালে শ্রীবামনদেবের রূপ, মুনিগণ ও দেববৃন্দকর্ত্তৃক শ্রীবামনস্তুতি ও বিবিধ দ্রব্য প্রদান, শ্রীবামনদেবের দৈত্যরাজ বলির অশ্বমেধ-যজ্ঞ-স্থানে শুভবিজয়, দৈত্যরাজ বলিকর্ত্তৃক শ্রীবামন-দেবের অভ্যর্থনা ও স্তুতি, শ্রীবামনদেবের নিকটে দান-গ্রহণার্থ বলির প্রার্থনা, শ্রীবামনদেবকর্ত্তৃক বলিরাজের প্রশংসন, বলির পিতা বিরোচনের স্বীয় প্রাণদানে ব্রাহ্মণ-তোষণ, শ্রীবামনদেবের বলির নিকটে ত্রিপাদভূমি-যাচ্ঞা, বিস্মিত বলির উত্তর, শ্রীবামনদেবকর্ত্তৃক তিনপাদের অধিক ভূমি না লইবার যুক্তি প্রদর্শন, শ্রীবামনদেবের প্রার্থিত তিনপাদভূমিপ্রদানে বলির উদ্যোগ।

ষষ্ঠ অধ্যায় ১৫৭-১৬২

শুক্রাচার্য্যকর্ত্তৃক বলিকে প্রতিশ্রুত দান দিতে নিষেধ, বলির প্রতিজ্ঞা, আদেশ অমান্য হওয়ায় ক্রোধে শুক্রাচার্য্যের অভিশাপ; তৎসত্ত্বেও বলির বামনদেবকে সর্ব্বস্বদান, শ্রীবামনদেবের শ্রীবিশ্বম্ভরমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক দুইপদে বলির সর্ব্বস্ব-গ্রহণ, শ্রীবামনদেবকর্ত্তৃক বলির বন্ধন ও তৃতীয়পাদভূমি-যাচ্ঞা, শ্রীবামনদেবের তৃতীয়-পদের জন্য শ্রীবলির স্বীয় মস্তক অর্পণ এবং তৎপ্রদত্ত দণ্ডকেই কৃপারূপে বরণ, বলির প্রতি কৃপা-দর্শনে শ্রীপ্রহ্লা-দের শ্রীবিষ্ণুস্তুতি, বিন্ধ্যাবলির শ্রীহরিচরণে সবিনয়নিবেদন, ব্রহ্মাকর্ত্তৃক শ্রীহরির চরণে বলির প্রতি দণ্ডবিধানের কারণ-জিজ্ঞাসা, শ্রীহরির উত্তর, শ্রীহরিকর্ত্তৃকবলির পরীক্ষা ও তাঁহার সত্যনিষ্ঠার প্রশংসা, শ্রীহরিকর্ত্তৃক বলিকে পরবর্ত্তী মন্বন্তরে পুরন্দরপদ এবং বর্ত্তমানে সুতলে বাসপ্রদানপূর্ব্বক তাঁহার দ্বাররক্ষণ-অঙ্গীকার, ভগবৎকরুণার্দ্র বলির সগণ সুতলে প্রবেশ, শ্রীপ্রহ্লাদকর্ত্তৃক ভগবৎকৃপা-প্রশস্তি-কীর্ত্তন। শ্রীহরির আদেশে শুক্রকর্ত্তৃক বলিযজ্ঞ-সমাপন, শ্রীবামনের 'উপেন্দ্র'-নাম ও তদীয় মহাভিষেক।

সপ্তম অধ্যায় ১৬২-১৬৪

শ্রীপরীক্ষিৎকর্ত্তৃক মৎস্যাবতারকারণ জিজ্ঞাসা, নৃপতি শ্রীসত্যব্রতের হস্তে শ্রীমৎস্যদেবের আবির্ভাব ও তৎপ্রতি আদেশ, মৎস্যাবতারের স্বরূপ বুঝিয়া রাজা সত্যব্রতের তৎস্তুতি, মৎস্য-বিষ্ণুকর্ত্তৃক সপ্তর্ষিসহ প্রলয়ে রাজা সত্যব্রতের সংরক্ষণ, সত্যব্রতের নিকটে শ্রীমৎস্য-দেবের পুরাণ-সংহিতা, সাংখ্যযোগ ও তত্ত্বকথা কথন, শ্রীহরিকর্ত্তৃক হয়গ্রীব-দৈত্য-সংহারপূর্ব্বক বেদোদ্ধার, রাজা সত্যব্রতই পরে বৈবস্বত-মনু, মৎস্যাবতার কাহিনী-শ্রবণ-মাহাত্ম্য।

নবম স্কন্ধ

প্রথম অধ্যায় ১৬৪-১৭৩

শ্রীপরীক্ষিৎকর্ত্তৃক সূর্য্যবংশ-বিবরণ-জিজ্ঞাসা, বশিষ্ঠের বরে ইলার 'সুদ্যুম্ন'-নামে পুরুষত্ব-প্রাপ্তি, সুদ্যুম্নের মৃগয়ায় গমন, কার্ত্তিকেয়-বনে সুদ্যুম্নের সগণ স্ত্রীত্ব-প্রাপ্তি, স্ত্রীত্ব-প্রাপ্তির কারণ, পৃথিবী শাসনান্তে কনিষ্ঠ পুত্রত্রয়কে দক্ষিণ ভারতের শাসনভার ও পুরূরবাকে অবশিষ্ট রাজ্য প্রদান করিয়া সুদ্যুম্নের তপোবনে গমন, বৈবস্বত মনুর তপস্যা ও দশপুত্র-লাভ, পৃষধ্রের কাহিনী, করুষ ও ধৃষ্টের বংশ, দিষ্টের বংশ, তৃণবিন্দু-বংশ, শর্যাতি, সুকন্যা, চ্যবনমুনি, অশ্বিনীকুমারদ্বয় ও শর্যাতির বংশ, শর্যাতির বংশে জাত নৃপতি রেবতের কাহিনী, ব্রহ্মার আদেশে রেবতকর্ত্তৃক শ্রীবলরামের হস্তে কন্যা রেবতীকে সম্প্রদান, রেবতের বদরিকাশ্রমে তপস্যা ও বৈকুণ্ঠে গমন, বৈষ্ণব-রাজ শ্রীঅম্বরীষের কাহিনী, শ্রীঅম্বরীষকর্ত্তৃক সর্ব্বেন্দ্রিয়-দ্বারা বিষ্ণু বৈষ্ণব-সেবা, শ্রীঅম্বরীষের একচ্ছত্র-রাজত্ব ও বিবিধ যজ্ঞে শ্রীহরির আরাধনা, বিষ্ণুর সুদর্শনচক্র

বৈষ্ণবরাজ অম্বরীষের রক্ষক, শ্রীঅম্বরীষের সস্ত্রীক শ্রীহরিবাসর পালন, দুর্ব্বাসা ঋষির রাজাতিথ্যস্বীকার ও যমুনায় স্নানে গমন, দুর্ব্বাসার প্রত্যাবর্ত্তনে বিলম্ব এবং পারণের সময় অতিক্রান্তপ্রায় দেখিয়া অম্বরীষকর্ত্তৃক ব্রাহ্মণাদেশে জলবিন্দুগ্রহণ, প্রত্যাবর্ত্তনান্তে রাজাকর্ত্তৃক বন্দিতচরণ হইয়াও দুর্ব্বাসার মহাক্রোধ, দুর্ব্বাসার প্রলয়াগ্নি-সদৃশ কৃত্যা-দর্শনেও অম্বরীষ নিশ্চিন্ত এবং সুদর্শনচক্রকর্ত্তৃক কৃত্যা দগ্ধীভূত, ভয়ঙ্কর-সুদর্শনচক্র-দর্শনে দুর্ব্বাসার পলায়ন এবং চক্রের তৎপশ্চাদ্ধাবন, ব্রহ্মাকর্ত্তৃক আশ্রয়প্রার্থী দুর্ব্বাসার নিকটে বিষ্ণুতত্ত্ব-কথন, শিবকর্ত্তৃক দুর্ব্বাসাকে গোবিন্দশরণ লইতে উপদেশ, দুর্ব্বাসার শ্রীনারায়ণচরণে শরণগ্রহণ, শ্রীনারায়ণের নিজতত্ত্ব ও ভক্তাধীনত্ব-কথন, শ্রীঅম্বরীষের নিকটে যাইয়া ক্ষমা-প্রার্থনার্থ দুর্ব্বাসার প্রতি শ্রীহরির আদেশ, শ্রীঅম্বরীষের চরণে দুর্ব্বাসার ক্ষমা-প্রার্থনা, শ্রীঅম্বরীষের স্তুতিতে সুদর্শন শান্ত এবং দুর্ব্বাসার পরিত্রাণ, দুর্ব্বাসা-কর্ত্তৃক বৈষ্ণবরাজ অম্বরীষের স্তুতি, অম্বরীষকর্ত্তৃক সদৈন্যে দুর্ব্বাসাকে পারণা করান এবং দুর্ব্বাসার পুনরায় অম্বরীষ-স্তুতি, শ্রীঅম্বরীষের এক বৎসরকাল জলমাত্রপানান্তে পারণ, অম্বরীষ-চরিত-শ্রবণের ফল।

দ্বিতীয় অধ্যায় ১৭৪-১৭৬

অম্বরীষ-তনয় বিরূপের বংশ, ইক্ষাকু-বিবরণ, শশ-ভক্ষণ-হেতু ইক্ষাকু-পুত্র বিকুক্ষির শশাদ-নাম, ইক্ষাকুর বৈকুণ্ঠ গমনান্তে শশাদের রাজত্ব, শশাদতনয় পুরঞ্জয়ের 'ককুৎস্থ' ও 'ইন্দ্রবাহ' নাম হইবার কারণ, পুরঞ্জয়বংশ, যুবনাশ্বের উদরে পুত্র মান্ধাতার জন্ম, ইন্দ্রকর্ত্তৃক মান্ধাতার নাম প্রদান, নৃপতি মান্ধাতা দেবগণকর্ত্তৃকও পূজিত।

তৃতীয় অধ্যায় ১৭৬-১৭৮

মান্ধাতার তিন পুত্র ও পঞ্চাশটী কন্যা, মীনরাজের বিহারদর্শনে সৌভরি মুনির সংসার-বাসনা, মান্ধাতার নিকটে সৌভরির বিবাহার্থ কন্যা-প্রার্থনা, মান্ধাতার উত্তর, যোগবলে সৌভরি ঋষির দিব্যরূপধারণ এবং বিবাহান্তে দিব্য পুরী নির্ম্মাণ ও মান্ধাতার পঞ্চাশ কন্যার জন্য পঞ্চাশ মূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশপূর্ব্বক বিহার, মুনির ঐশ্বর্য্যদর্শনে রাজার বিস্ময়, সৌভরি মুনির বিবেকোদয়ে স্ত্রীসঙ্গি-সঙ্গরূপ অসৎসঙ্গে পতনে অনুশোচনা এবং বনে যাইয়া হরিভজনদ্বারা দিব্যগতি-লাভ।

চতুর্থ অধ্যায় ১৭৯-১৮০

মান্ধাতার বংশাবলী, পুরুকুৎসচরিত, পিতৃশাপে ত্রিশঙ্কুর চণ্ডালত্বপ্রাপ্তি, হরিশ্চন্দ্র-চরিত, হরিশ্চন্দ্র-বংশাবলী, সগর ও অংশুমান্ চরিত।

পঞ্চম অধ্যায় ১৮০-১৮৪

অংশুমান-তনয় দিলীপ, দিলীপ-তনয় ভগীরথ, ভগীরথকর্ত্তৃক মর্ত্তে গঙ্গাআনয়নপূর্ব্বক পিতৃপুরুষগণের উদ্ধার, ভগীরথের বংশাবলী, সৌদাস-কাহিনী, শ্রীখট্বাঙ্গ-চরিত, শ্রীরামচরিত, শ্রীরামকর্ত্তৃক বিশ্বামিত্রের যজ্ঞ-রক্ষণ, হরধনু ভঙ্গ করিয়া শ্রীরামকর্ত্তৃক শ্রীসীতাদেবীর পাণিগ্রহণ, পরশুরামের দর্পহরণ, সীতা-অন্বেষণে, নারীসঙ্গে দুঃখপ্রাপ্তির শিক্ষা-প্রদান, বীরশ্রেষ্ঠ হনুমান্-কর্ত্তৃক শ্রীসীতাদেবীর লঙ্কায় অবস্থান-সংবাদ শ্রীরামচন্দ্রের নিকটে আনয়ন, শ্রীরামচন্দ্রকর্ত্তৃক সেতুবন্ধন, সিন্ধুকর্ত্তৃক শ্রীরামচন্দ্রের পূজা ও স্তুতি, শ্রীরামাজ্ঞায় বানরগণের পাথরদ্বারা 'সমুদ্র-বন্ধন', বিভীষণের শ্রীরামপাদপদ্মে শরণগ্রহণ, রাবণের সহিত শ্রীরামচন্দ্রের যুদ্ধ, শ্রীরামচন্দ্রের রাবণবধ-লীলা, শ্রীরামচন্দ্রকর্ত্তৃক বিভীষণকে লঙ্কা-রাজ্য-প্রদান এবং সীতা-রাম মিলন, শ্রীসীতাদেবীসহ শ্রীরামচন্দ্রের অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন, অযোধ্যায় মহারাজরূপে শ্রীরামচন্দ্রের অভিষেক, প্রজাবৎসল শ্রীরামচন্দ্রের ধর্ম্মে রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন, লোক-অপবাদে শ্রীরামচন্দ্র-কর্ত্তৃক শ্রীসীতাদেবী বনবাসে প্রেরিত, বনে বাল্মীকি আশ্রমে লব কুশের জন্ম, শ্রীসীতাদেবীর পাতালে প্রবেশ, শ্রীরামচন্দ্রের সীতাবিরহ-কাতরতা, শিক্ষা, প্রজাবৎসল শ্রীরামচন্দ্রের ১৩০০০ বৎসর রাজত্বান্তে অযোধ্যা-বাসিগণসহ বৈকুণ্ঠবিজয়, শ্রীরামদর্শন ও তাঁহার চরিত্র শ্রবণফল।

ষষ্ঠ অধ্যায় ১৮৫-১৮৭

কুশবংশ, মহারাজ নিমির যজ্ঞানুষ্ঠান, নিমির প্রতি বশিষ্ঠের অভিশাপ, নিমির মৃত্যু ও পরে পুনর্জীবন-প্রাপ্তি,

নিমিপুত্রের 'মিথিল', 'বৈদেহী' বা 'জনক'-নামের কারণ, মহারাজ জনকের বংশাবলী, 'সীরধ্বজ'-নামের কারণ, সীরধ্বজের বংশাবলী।

সপ্তম অধ্যায় ১৮৭-১৯১

ব্রহ্মা ও অত্রির জন্ম, চন্দ্র ও তৎপুত্র বুধের জন্ম-বৃত্তান্ত, পুরূরবার জন্ম ও বংশাবলী, গাধির ঋচীকমুনিকে কন্যাদান, অপুত্রক গাধিরাজার জন্য এবং নিজের জন্য ঋচীক মুনির পুত্রযজ্ঞানুষ্ঠান, যজ্ঞীয়-চরু-ভক্ষণে ঋচীক-পত্নীর হঠকারিতার কুফল, পত্নীর কাতরতায় মুনির তাঁহাকে দান্ত ব্রাহ্মণপুত্র ও ভয়ঙ্কর-পৌত্রলাভের বর-দান, ঋচীকপুত্র জমদগ্নি ও তৎপুত্র পরশুরাম, বীর কার্ত্তবীর্যার্জুনের কাহিনী, কার্ত্তবীর্যার্জুনকর্ত্তৃক জমদগ্নির ধেনু অপহৃত, শ্রীপরশু-রামকর্ত্তৃক সসৈন্য কার্ত্তবীর্যার্জুন নিহত, শ্রীপরশুরামের প্রতি তৎপিতা জমদগ্নির উপদেশ, পিতার আদেশে শ্রীপরশু-রামের তীর্থভ্রমণ, পত্নী রেণুকার পাপদৃষ্টিতে জমদগ্নির ক্রোধ এবং তাঁহাকে হত্যার জন্য পুত্রগণের প্রতি আদেশ, পিতৃ-আজ্ঞায় পরশুরামের ভ্রাতৃগণসহ মাতৃহত্যা, পরশু-রামের ভ্রাতৃগণসহ মাতৃ-দেবীর পুনর্জীবন বর প্রার্থনায় জমদগ্নি-কর্ত্তৃক তাঁহাদের জীবনদান, কার্ত্তবীর্যার্জুনের পুত্রগণকর্ত্তৃক জমদগ্নির শিরশ্ছেদ, শ্রীপরশুরামের পৃথিবীকে একুশ বার নিঃ-ক্ষত্রিয়করণ, শ্রীপরশুরামের পরবর্ত্তী চরিত, শ্রীপরশু-রামকর্ত্তৃক 'স্যমন্তপঞ্চক'-তীর্থ-প্রকাশ ও মৃত পিতার জীবনদান।

অষ্টম অধ্যায় ১৯২-১৯৮

গাধিতনয় মহাতেজা বিশ্বামিত্রের একশত পুত্র, বুধপুত্র পুরূরবার জ্যেষ্ঠআয়ুর বংশাবলী, বীরত্বে মহারাজ রজির ইন্দ্রত্ব লাভ, রজিবংশ বিনাশ, নহুষের ছয় পুত্র, যযাতি রাজ্যপ্রাপ্তির এবং ক্ষত্রিয় হইয়াও ব্রাহ্মণকন্যা-বিবাহের কারণ, নৃপতি যযাতিকর্ত্তৃক কূপে পতিতা দেবযানীর উদ্ধার, পাণিগ্রহণার্থ যযাতির নিকটে দেবযানীর প্রার্থনা, দেবযানীর স্বগৃহে গমন, পিতার নিকট সকল বৃত্তান্ত কথন, তৎপিতা শুক্রাচার্য্যের ক্রোধ, রাজা বৃষ-পর্ব্বার আচার্য্যকে প্রশমিত করিবার চেষ্টা এবং দেবযানীর চরণধারণ, দেবযানীর অভিযোগে শুক্রাচার্য্য-কর্ত্তৃক যযাতির প্রতি জরাগ্রস্ত হইবার অভিশাপ, শুক্রাচার্য্য হইতে যযাতির জরা-বিনিময়ের বরলাভ, যযাতির জরা-গ্রহণে পুত্রচতুষ্টয়ের অসম্মতি, যযাতির কনিষ্ঠ পুত্র পুরুকর্ত্তৃক চতুর্বিধ কর্ম্মবিশ্লেষণ ও পিতার জরা গ্রহণ, যযাতির অভিজ্ঞতা, দেবযানীর নিকটে যযাতির ছাগ-ছাগী-উপাখ্যান কথন, উপভোগে কামের শান্তি হয় না, অগ্নিতে ঘৃতাহুতির ন্যায় কেবল বৃদ্ধিই প্রাপ্ত হয়, কৃষ্ণপাদপদ্মে রতিব্যতীত কামের উপরতি হয় না, বিবেকোদয়ে যযাতির শ্রীকৃষ্ণভজনে অভিলাষ, পুত্রদিগকে রাজ্য প্রদান করিয়া যযাতির বনে গমন ও আরাধনাদ্বারা সস্ত্রীক কৃষ্ণ-পাদপদ্মলাভ, পুরুবংশপ্রদীপ রাজা ভরতের মাহাত্ম্য, দাতাশিরোমণি নৃপতি রন্তিদেবের চরিত, দেবগণকর্ত্তৃক রন্তিদেবের পরীক্ষা, সর্ব্বলোকসুখার্থ রন্তিদেবের শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে প্রার্থনা, পুরুবংশীয় রাজগণের ইতিবৃত্ত, ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর কাহিনী, পাণ্ডবগণের বিবরণ, অর্জ্জুন-তনয় অভিমন্যুর পুত্র পরীক্ষিৎ, পরীক্ষিৎপুত্র জন্মেজয়ের সর্পযজ্ঞ।

নবম অধ্যায় ১৯৯-২০০

যযাতির পুত্রত্রয়ের বংশ, যদুবংশ বিবরণ, যাদবেন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের মহিমা।

দশম স্কন্ধ

প্রথম অধ্যায় ২০০-২০৬

কৃষ্ণাবতারচরিতামৃতশ্রবণাতৃপ্ত মহারাজ পরী-ক্ষিতের শ্রীশুকসমীপে পুনঃ প্রশ্ন এবং দেবকীসুত হইতে স্বীয় মৃত্যুর সম্ভাবনা শ্রবণপূর্ব্বক ভীতচিত্ত কংসকর্ত্তৃক দেবকীর ষষ্ঠ শিশু-বিনাশ।

দ্বিতীয় অধ্যায় ২০৬-২১০

কংস-বিনাশার্থ দেবকী-গর্ভে শ্রীহরির প্রবেশ, ব্রহ্মাদি দেবগণের দেবকীগর্ভগত শ্রীহরির স্তব ও দেবকীকে সান্ত্বনা-প্রদান।

তৃতীয় অধ্যায় ২১০-২১৩

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীহরির স্ব-স্বরূপে আবির্ভাব, পিতা-মাতার পুত্রকে ভগবজ্জ্ঞানে স্তুতি, কংসভয়ে-ভীত পিতার পুত্রকে গোকুলে আনয়ন।

চতুর্থ অধ্যায় ২১৩-২১৬

চণ্ডিকাবাক্য-শ্রবণে অতি ভয়াকুল কংসের দুষ্ট মন্ত্রিগণের বালাদি-হিংসনরূপ অহিত পরামর্শকে হিত বলিয়া বহুমানন।

পঞ্চম অধ্যায় ২১৬-২১৮

শ্রীনন্দমহারাজের পুত্র-জন্মোৎসব সম্পাদন করিয়া মথুরায় গমন ও তথায় বসুদেব সহ মিলনোৎসব।

ষষ্ঠ অধ্যায় ২১৮-২২১

সখা বসুদেবের বাক্যানুসারে নন্দের প্রত্যাগমন-কালীন পথিমধ্যে মৃত রাক্ষসী-দর্শন এবং তাহার মৃত্যু-বিবরণ।

সপ্তম অধ্যায় ২২১-২২৪

শিশুরূপী শ্রীকৃষ্ণের শকট-ভঞ্জন, তৃণাবর্ত্ত বধ এবং মুখগহ্বরে বিশ্বরূপ।

অষ্টম অধ্যায় ২২৪-২২৮

শ্রীকৃষ্ণের নামকরণ, রিঙ্গন, গব্যাপহরণ, মৃদ্ভক্ষণ ও বিশ্বরূপ প্রদর্শন।

নবম অধ্যায় ২২৮-২৩০

মা যশোদা কৃষ্ণকে স্তন্য-পান করাইতে করাইতে ক্রোড়দেশ হইতে ভূমিতলে অবতারণ করাইয়া চুল্লীস্থ দুগ্ধরক্ষার্থ গমন করিলে, কৃষ্ণের ক্রুদ্ধ হইয়া দধিভাণ্ড ভঞ্জন ও মা যশোদার কৃষ্ণকে রজ্জুদ্বারা বন্ধন।

দশম অধ্যায় ২৩০-২৩৩

কৃষ্ণের যমলার্জ্জুনভঞ্জন-রহস্য ও যমলার্জ্জুনবৃক্ষ হইতে নির্গত কুবেরাত্মজদ্বয়ের দিব্যদেহ ধারণপূর্ব্বক কৃষ্ণস্তুতি।

একাদশ অধ্যায় ২৩৩-২৩৭

কৃষ্ণের দাম-বন্ধন-মোচন, এক ফলবিক্রেত্রীর প্রতি কৃপা-প্রদর্শন, শ্রীনন্দাদি গোপবৃন্দের সগোষ্ঠী বৃন্দাবন যাত্রা ও কৃষ্ণের বৎসাসুর ও বকাসুর-বধ।

দ্বাদশ অধ্যায় ২৩৭-২৪০

কৃষ্ণের গোপবালকগণসহ বনবিহার এবং অঘাসুর-বধলীলা।

ত্রয়োদশ অধ্যায় ২৪০-২৪৫

ব্রহ্মার গোবৎস, বৎসপাল হরণ, কৃষ্ণের ব্রহ্ম-বিমোহন ও অবশেষে মোহনাশ।

চতুর্দ্দশ অধ্যায় ২৪৫-২৫১

শ্রীব্রহ্মাকর্ত্তৃক নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের স্তব এবং তৎপ্রীতির নিমিত্ত অগ্রে তাঁহার শ্রীঅঙ্গের শোভা বর্ণন করিয়া তদীয় ঐশ্বর্য্য অপেক্ষা মাধুর্য্য স্বরূপের দুর্জ্জেয়ত্ব কীর্ত্তন।

পঞ্চদশ অধ্যায় ২৫১-২৫৫

শ্রীরামকৃষ্ণের ধেনুপালন করিতে করিতে ধেনুকা-সুর বধ, কালিয়-বিষ হইতে বালকগণের রক্ষণ এবং তালফল ভক্ষণ।

ষোড়শ অধ্যায় ২৫৫-২৫৯

যমুনা-হ্রদে শ্রীকৃষ্ণের কালিয়-দমনলীলা ও নাগ-পত্নীগণের স্তবে কালিয় প্রতি কৃষ্ণের করুণা।

সপ্তদশ অধ্যায় ২৬০-২৬১

নাগালয় হইতে কালিয়ের নির্গমন ও দাবানল হইতে সুপ্তব্রজবাসিগণের পরিত্রাণ।

অষ্টাদশ অধ্যায় ২৬১-২৬৩

প্রলম্বাসুর বধ। শত্রুনিসূদন শ্রীবলদেবকর্ত্তৃক গ্রীষ্মকালের ও বসন্তকালের গুণলক্ষিত বৃন্দাবনে কৌতুক সহকারে প্রলম্বাসুরের স্কন্ধে আরোহণপূর্ব্বক উহার মস্তকে মুষ্ট্যাঘাত দ্বারা প্রলম্বের বিনাশ।

উনবিংশ অধ্যায় ২৬৩-২৬৪

শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক মুঞ্জারণ্য-প্রবিষ্ট গোপ ও গোধন সকলকে দাবাগ্নি হইতে সংরক্ষণ।

বিংশ অধ্যায় ২৬৪-২৬৬

বৃন্দাবনের বর্ষা ও শরৎঋতুর শোভা।

একবিংশ অধ্যায় ২৬৭-২৬৮

শরদাগমে শ্রীকৃষ্ণের রম্যবৃন্দাবনে প্রবেশ ও তদীয় বংশীধ্বনী শ্রবণে আনন্দিতা গোপীগণের গীত।

দ্বাবিংশ অধ্যায় ২৬৯-২৭১

শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে প্রাপ্তির জন্য গোপকন্যাগণের

কাত্যায়নী অর্চ্চন, শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক গোপীগণের বস্ত্রহরণ।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় ২৭১-২৭৪

গোপবালকগণের দ্বারা অন্ন প্রার্থনা করাইয়া শ্রীকৃষ্ণের যাজ্ঞিক-বিপ্রপত্নীগণকে অনুগ্রহ ও বিপ্রগণের অনুতাপ।

চতুর্বিংশ অধ্যায় ২৭৫-২৭৭

ইন্দ্রগর্ব্ব চূর্ণ করিবার মানসে শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রযাগ নিষেধ পূর্ব্বক গোবর্দ্ধন যজ্ঞ প্রবর্ত্তন।

পঞ্চবিংশ অধ্যায় ২৭৭-২৭৯

যজ্ঞভঙ্গহেতু ক্রোধপরবশ ইন্দ্রের ব্রজনাশার্থ বারি-বর্ষণ ও তন্নিবারণার্থ শ্রীকৃষ্ণের গিরি উত্তোলনপূর্ব্বক গোকুল রক্ষা।

ষড়্বিংশ অধ্যায় ২৭৯-২৮০

নন্দ মহারাজের শ্রীকৃষ্ণের অদ্ভুতকর্ম্ম-দর্শনে বিস্মিত গোপগণসমীপে গর্গকথিত শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য বর্ণন।

সপ্তবিংশ অধ্যায় ২৮১-২৮২

শ্রীকৃষ্ণের অদ্ভুত প্রভাবদর্শনে সুরভি ও ইন্দ্রের শ্রীকৃষ্ণ-অভিষেক।

অষ্টাবিংশ অধ্যায় ২৮২-২৮৪

বরুণালয় হইতে নন্দানয়ন ও গোপগণের বৈকুণ্ঠ-দর্শন।

একোনত্রিংশ অধ্যায় ২৮৪-২৮৮

রাসবিহারার্থ শ্রীকৃষ্ণের গোপীগণসহ উক্তি-প্রত্যুক্তি এবং রাসারম্ভে তাঁহার অন্তর্দ্ধানরূপ কৌতুক-বর্ণন।

ত্রিংশ অধ্যায় ২৮৯-২৯২

বিরহসন্তপ্ত গোপীগণের অতি দীর্ঘ নিশায় উন্মত্তবৎ বনে বনে ভ্রমণপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণ।

একত্রিংশ অধ্যায় ২৯২-২৯৪

কৃষ্ণবিরহ-কাতরা গোপীবৃন্দের কৃষ্ণ অন্বেষণ করিতে করিতে যমুনা পুলিনে আগমনপূর্ব্বক কৃষ্ণগীতি সহকারে কৃষ্ণদর্শন।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায় ২৯৪-২৯৬

গোপীগণ কৃষ্ণবিরহে অত্যন্ত কাতরা হইয়া পড়িলে তাঁহাদের মধ্যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব, গোপীগণকে সান্ত্বনা প্রদান ও কৃষ্ণপ্রেমে গোপীগণের আনন্দোচ্ছ্বাস।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায় ২৯৬-২৯৯

গোপীমণ্ডলমধ্যগত শ্রীকৃষ্ণের যমুনাবন সম্বন্ধিনী ক্রীড়া দ্বারা প্রেয়সীগণের সহিত বিহার।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায় ২৯৯-৩০০

শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক সর্পগ্রস্ত নন্দের এবং অঙ্গিরার শাপ হইতে সুদর্শন নামক বিদ্যাধরের মোচন।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় ৩০১-৩০২

কৃষ্ণ বনগমন করিলে গোপীদিগের কৃষ্ণবিরহ-সূচক গীতি অবলম্বনপূর্ব্বক দিবস যাপন।

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায় ৩০২-৩০৫

অরিষ্টাসুর বধ, নারদবাক্যে রামকৃষ্ণকে বসুদেব-তনয় জানিয়া কংসের তদুভয়ের বিনাশ-চিন্তা এবং তাহাদিগকে আনয়নের নিমিত্ত অক্রূরের প্রতি আদেশ।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায় ৩০৫-৩০৭

অশ্বরূপধারী কেশীদানব বধ, শ্রীকৃষ্ণের ভাবি-কর্ম্মসমূহ কীর্ত্তনের দ্বারা নারদের শ্রীকৃষ্ণ স্তব এবং শ্রীকৃষ্ণের ব্যোমাসুর বিনাশ।

অষ্টত্রিংশ অধ্যায় ৩০৭-৩০৯

অক্রূরের গোকুলে গমন এবং রামকৃষ্ণের দ্বারা তাঁহার সৎকার।

একোনচত্বারিংশ অধ্যায় ৩১০-৩১৩

শ্রীকৃষ্ণের মথুরা যাত্রাকালে গোপীগণের খেদোক্তি এবং কালিন্দী-জলমধ্যে অক্রূরের বিষ্ণুলোক-দর্শন।

চত্বারিংশ অধ্যায় ৩১৩-৩১৪

অক্রূরের ভগবৎ-স্তব।

একচত্বারিংশ অধ্যায় ৩১৫-৩১৮

মথুরাপুরী প্রবেশপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের রজক বধ এবং সুদামা মালাকার ও বায়ককে বরদান।

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায় ৩১৮-৩২০

কুব্জার উন্নমন, ধনুর্ভঙ্গ, কংসরক্ষিগণের বিনাশ, কংসের অরিষ্টদর্শন ও রঙ্গোৎসবাদি বর্ণন।

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায় ৩২১-৩২৩

রামকৃষ্ণের গজেন্দ্র-বিনাশপূর্ব্বক রঙ্গ প্রবেশ ও চানুর সহ আলাপ।

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায় ৩২৩-৩২৭

রামকৃষ্ণকর্ত্তৃক মল্লগণ ও কংসের সংহার, কংস-পত্নীগণকে আশ্বাসপ্রদান এবং নিজ জনক-জননীর সন্দর্শন।

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায় ৩২৭-৩৩০

শ্রীকৃষ্ণের জনক-জননী ও নন্দকে সান্ত্বনা দান, উগ্রসেনের রাজ্যাভিষেক ও বিদ্যাধ্যয়নানন্তর রামকৃষ্ণের গুরুগৃহ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন।

ষট্ চত্বারিংশ অধ্যায় ৩৩১-৩৩৪

শ্রীকৃষ্ণের উদ্ধবকে ব্রজে প্রেরণপূর্ব্বক নন্দ-যশোদার শোকাপনোদন।

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায় ৩৩৪-৩৩৯

শ্রীকৃষ্ণাদেশে গোপীগণকে শ্রীকৃষ্ণসন্দেশ প্রদান দ্বারা সানন্ত্বনাপূর্ব্বক উদ্ধবের মধুপুরী প্রত্যাবর্ত্তন।

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায় ৩৩৯-৩৪২

কুব্জার মনোভিলাষ-পুরণার্থ শ্রীকৃষ্ণের কুব্জার সহিত বিহার, তৎপরে অক্রুরের গৃহে গমন করিয়া তাঁহাকে হস্তিনাপুরে প্রেরণপূর্ব্বক তদ্দ্বারা পাণ্ডবদিগকে সান্ত্বনা প্রদানের ব্যবস্থা।

একোনপঞ্চাশত্তম অধ্যায় ৩৪২-৩৪৪

অক্রুরের হস্তিনাপুরে গমন এবং পাণ্ডবগণের প্রতি ধৃতরাষ্ট্রের বৈষম্য-ব্যবহার দর্শন।

পঞ্চাশত্তম অধ্যায় ৩৪৪-৩৪৯

জামাতা কংস শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে শ্রবণে ক্রুদ্ধ জরাসন্ধকর্ত্তৃক সপ্তদশ বার মথুরা আক্রমণ এবং সপ্তদশ বারই তাহার পরাজয়, অতঃপর কালযবনের মথুরা-আক্রমণ, শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক সমুদ্রমধ্যে দুর্গ নির্ম্মাণ-পূর্ব্বক যাদবগণকে তথায় আনয়ন এবং নিরস্ত্র হইয়া মথুরার পুরদ্বার হইতে বহির্গমন।

একপঞ্চাশত্তম অধ্যায় ৩৪৯-৩৫৩

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক মুচুকুন্দের প্রখর দৃষ্টিদ্বারা কালযবন সংহার ও মুচকুন্দের শ্রীকৃষ্ণস্তুতি ও শ্রীকৃষ্ণ-কৃপা লাভ।

দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায় ৩৫৩-৩৫৬

মুচুকুন্দের শ্রীকৃষ্ণারাধনা, শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক যবনসৈন্য বিনাশ-সাধনপূর্ব্বক ধনরত্নাদিসহ দ্বারকায় গমনকালে জরাসন্ধের অষ্টাদশবার মথুরাবরোধ, ভীতবৎ ধাবমান হইয়া রাম-কৃষ্ণের দ্বারকা-গমন এবং ব্রাহ্মণের হস্তে-প্রাপ্ত-পত্রে রুক্মিণীর শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে বরণের অভিলাষ-শ্রবণে শ্রীকৃষ্ণের তদনুমোদন।

ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায় ৩৫৭-৩৬০

শ্রীকৃষ্ণের বিদর্ভনগরে গমন এবং জরাসন্ধ প্রমুখ প্রবল শত্রুগণের সমক্ষে রুক্মিণী-হরণ।

চতুষ্পঞ্চাশত্তম অধ্যায় ৩৬০-৩৬৪

বিপক্ষরাজগণকে পরাভব ও আক্রমণকারী রুক্মিণীভ্রাতা রুক্মীকে বিরূপ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিজ-পুরীতে গমন পূর্ব্বক রুক্মিণীর পাণিগ্রহণ, পরাজিত রুক্মীর ভোজকট নগর নির্ম্মাণপূর্ব্বক তথায় বাস।

পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায় ৩৬৪-৩৬৭

শ্রীকৃষ্ণ হইতে প্রদ্যুম্নের জন্ম, শম্বরাসুর কর্ত্তৃক প্রদ্যুম্নের অপহরণ এবং শম্বরকে বধ করিয়া পত্নী রতিদেবীর সহিত প্রদ্যুম্নের দ্বারকায় প্রত্যাগমন।

ষট্ পঞ্চাশত্তম অধ্যায় ৩৬৭-৩৭০

সূর্য্য হইতে সত্রাজিতের স্যমন্তকমণি-প্রাপ্তি, নৃপতি উগ্রসেনের জন্য তাহা প্রার্থনা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যাখ্যাত মণিসহ মৃগয়ায় যাইয়া সত্রাজিত ভ্রাতা প্রসেন সিংহ কর্ত্তৃক নিহত, সিংহকে বধ করিয়া জাম্ববানের মণিসহ গুহায় গমন, প্রসেনকে হত্যা করিয়া মণি লইয়াছেন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সত্রাজিতের মিথ্যাপবাদ-অপনোদনের জন্য শ্রীকৃষ্ণের জাম্ববানের সহিত তদীয় গুহায় যুদ্ধ এবং মণিসহ জাম্ববতী-প্রাপ্তি, সত্রাজিতের শ্রীকৃষ্ণকরে কন্যা

সত্যভামাকে সম্প্রদান, স্যমন্তক-হরণ-প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃক অর্থের অনর্থতা কথন।

সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায় ৩৭০-৩৭৩

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের হস্তিনায় গমন, সত্রাজিৎকে বধ করিয়া শতধন্বার স্যমন্তক অপহরণ, রামকৃষ্ণের দ্বারকায় প্রত্যাবর্ত্তন, অক্রূরের নিকটে মণি রাখিয়া শতধন্বার পলায়ন, অক্রূর ও কৃতবর্মারও পলায়ন শ্রীকৃষ্ণের শতধন্বাবধ, তাহাতে পুনরায় তাঁহার অপযশ, অক্রূরের মণিসহ আনাইয়া স্বীয়-অপযশ-অপনোদন।

অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায় ৩৭৩-৩৭৭

শ্রীকৃষ্ণের কালিন্দী প্রভৃতি পঞ্চকন্যার পাণিগ্রহণ এবং পাণ্ডবগণের দর্শনার্থ ইন্দ্রপ্রস্থে গমন।

একোনষষ্টিতম অধ্যায় ৩৭৭-৩৮০

শ্রীকৃষ্ণের ভূমিনন্দন নরকাসুরকে বিনাশ পূর্ব্বক তদাহৃত ষোড়শ সহস্র কন্যার পাণিগ্রহণ, স্বর্গ হইতে পারিজাত-হরণ, তাহাতে ইন্দ্রের দুর্ব্বুদ্ধি।

ষষ্টিতম অধ্যায় ৩৮০-৩৮৪

শ্রীকৃষ্ণের পরিহাসবাক্যে রুক্মিণীর ভয়-বিহ্বলতা, শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদান এবং উভয়ের মধ্যে প্রেম-কলহ।

একষষ্টিতম অধ্যায় ৩৮৫-৩৮৭

শ্রীকৃষ্ণের পুত্র-পৌত্রাদি সন্ততি, অনিরুদ্ধ-বিবাহে বলরাম-কর্ত্তৃক রুক্মিবধ এবং শ্রীকৃষ্ণের পুত্রাদির বিবাহ।

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায় ৩৮৭-৩৮৯

যদুশ্রেষ্ঠ অনিরুদ্ধের সহিত বাণাসুরের কন্যা উষার বিহার এবং অনিরুদ্ধ ও বাণাসুরের সংগ্রাম।

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায় ৩৯০-৩৯৩

বাণের পক্ষাবলম্বী শম্ভুর সহিত শ্রীকৃষ্ণের সংগ্রাম, পরাজিত শম্ভুকর্ত্তৃক বাণবাহুচ্ছেত্তা শ্রীকৃষ্ণের স্তব।

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায় ৩৯৩-৩৯৬

শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃক নৃগ-নরপতির শাপবিমোচন, ব্রহ্ম-স্বাপহরণ-দোষের পরিণাম বর্ণনা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের রাজগণকে শিক্ষাদান এবং নৃগোদ্ধার-প্রসঙ্গে বিভূতি-মদোন্মত্ত যাদবগণের অনুশাসন।

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায় ৩৯৬-৩৯৮

বলরামের গোকুলে আগমন, গোপীগণের সহিত বিহার এবং যমুনাকর্ষণ।

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায় ৩৯৮-৪০০

কাশী গমনপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের পৌণ্ড্রক, তন্মিত্র কাশী-রাজ এবং সুদক্ষিণাদির বধ।

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায় ৪০০-৪০২

রৈবতক পর্ব্বতে ললনা যূথসহ ক্রীড়ারত শ্রীবল-দেবকর্ত্তৃক অতি খল দ্বিবিধ বানরের বিনাশ সাধন।

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায় ৪০২-৪০৫

কৌরবগণের সহিত যুদ্ধে সাম্ব অবরুদ্ধ হইলে তদ্বিমোচনার্থ শ্রীবলদেবের লাঙ্গলদ্বারা হস্তিনাকর্ষণ, দুর্য্যোধনাদির বলদেব-স্তুতি এবং দুর্যোধনকন্যা লক্ষণা ও সাম্বসহ শ্রীবলদেবের দ্বারকায় প্রত্যাবর্ত্তন।

একোনসপ্ততিতম অধ্যায় ৪০৫-৪০৮

শ্রীকৃষ্ণের গার্হস্থ্যলীলা-দর্শনে শ্রীনারদের বিস্ময় ও কৃষ্ণস্তব।

সপ্ততিতম অধ্যায় ৪০৮-৪১১

শ্রীকৃষ্ণের আহ্নিক কর্ম্ম এবং পাণ্ডবগণের রাজসূয় যজ্ঞে গমন ও জরাসন্ধ বিজয়ের মধ্যে কোন্‌টি অগ্রে কর্ত্তব্য, তৎসম্বন্ধে উদ্ধবের বিচারাপেক্ষা।

একসপ্ততিতম অধ্যায় ৪১১-৪১৪

উদ্ধবের মন্ত্রণানুসারে শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রপ্রস্থ যাত্রা, দূতমুখে জরাসন্ধকর্ত্তৃক অবরুদ্ধ রাজগণকে সান্ত্বনা প্রদান, শ্রীকৃষ্ণের উপস্থিতিতে পাণ্ডবগণের মহোল্লাস।

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায় ৪১৪-৪১৭

শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞানুষ্ঠানের প্রস্তাবের অনুমোদন, শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শে ভীমসেনকর্ত্তৃক যুদ্ধে দুর্জ্জয় জরাসন্ধের নিধন, শ্রীকৃষ্ণের জরাসন্ধপুত্র সহদেবকে মগধের রাজপদে অভিষেক এবং কারারুদ্ধ রাজগণকে মুক্তিদান।

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায় ৪১৭-৪১৯

অবরুদ্ধ রাজগণকে মুক্তিদানের পরে শ্রীকৃষ্ণের তাঁহাদিগকে রাজযোগ্য ভোগাদি প্রদান এবং কৃপাপূর্ব্বক নিজরূপ প্রদর্শন।

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায় ৪১৯-৪২২

যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়ারম্ভে অগ্রপূজা-প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক চেদিরাজ শিশুপালকে বিনাশ করিয়া সারূপ্যমুক্তি-প্রদান, রাজসূয়সমপনান্তে মহিষীগণসহ শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকায় প্রস্থান, দুর্য্যোধনের মাৎসর্য্য।

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায় ৪২২-৪২৪

যজ্ঞসমাপনান্তে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের গণসহ দীক্ষান্ত স্নানাদি উৎসব এবং ময়দানবনির্ম্মিত তদীয় সভায় দৃষ্টিভ্রমহেতু মৎসর দুর্য্যোধনের মানভঙ্গ।

ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায় ৪২৫-৪২৬

বৃষ্ণিপক্ষ বীরগণের সহিত শাল্বপক্ষীয়গণের মহাযুদ্ধে দ্যুমানের পদাঘাতে অচেতন প্রদ্যুম্নকে সারথীর রণস্থল হইতে অন্যত্র অপসারণ, সংজ্ঞালাভান্তে প্রদ্যুম্নের বীরোচিত ক্ষোভপ্রকাশ, তচ্ছ্রবণে সারথীর নিজ ধর্ম্ম কথন।

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায় ৪২৭-৪২৯

প্রদ্যুম্নের পুনরায় শাল্বসহ যুদ্ধ, শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রপ্রস্থ হইতে দ্বারকায় প্রত্যাবর্ত্তন এবং কপট শাল্বের বিনাশসাধন ও তদীয় ‘সৌভ’-যান-ভঞ্জন।

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায় ৪২৯-৪৩১

দন্তবক্র ও বিদূরথকে বিনাশপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের নিজপুরীতে বিহার এবং বলদেবকর্ত্তৃক তীর্থপর্য্যটন-ব্যপদেশে নৈমিষারণ্যে রোমহর্ষণ সূতের প্রাণবিনাশ ও তৎপুত্র উগ্রশ্রবা সূতকে ভাগবত কথকরূপে বিনিয়োগ।

একোনাশীতিতম অধ্যায় ৪৩২-৪৩৪

দ্বিজগণের তুষ্ট্যর্থে লোকশিক্ষাকল্পে সূতহত্যাজনিত অপরাধ-মোচন-ব্যপদেশে বলদেবের নানাতীর্থে অবগাহন এবং ‘বল্বল’-নামক অসুর-বিনাশ। ভীম দুর্য্যোধন যুদ্ধে ঔদাসীন্য প্রদর্শন, দ্বারকায় প্রত্যাবর্ত্তন, পুনরায় নৈমিষ্যারণ্যে যাইয়া ঋষিগণকে স্বরূপজ্ঞানপ্রদান এবং অবভৃত স্নানান্তে শ্রীরেবতীসহ মিলন।

অশীতিতম অধ্যায় ৪৩৪-৪৩৭

শ্রীকৃষ্ণের নিজগৃহাগত অর্থেপ্সু সখা শ্রীদামা বিপ্রকে অর্চ্চনপূর্ব্বক উভয়ের একত্রে গুরুকুলে বাস-কালীন লীলাসমূহের আলোচনা-প্রসঙ্গে শ্রীগুরুসেবার মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন।

একাশীতিতম অধ্যায় ৪৩৭-৪৩৯

সখা সুদামাসহ শ্রীকৃষ্ণের প্রেমালাপ, সুহৃদুপহৃত তণ্ডুলের ক্ষুদভাজা ভক্ষণ এবং সখার আশ্রমে ইন্দ্রদুর্লভ অট্টালিকা নির্ম্মাণ; সুদামার গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন, ঐশ্বর্য্যদর্শনে বিস্ময়, শ্রীকৃষ্ণের ভক্তবাৎসল্য-প্রশংসা এবং অনাসক্ত-ভাবে বিষয় স্বীকার পূর্ব্বক যথাসময়ে বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তি।

দ্ব্যশীতিতম অধ্যায় ৪৩৯-৪৪২

সূর্য্যগ্রহণোপলক্ষে কুরুক্ষেত্রে সমাগত যাদবগণ ও অন্যান্য নৃপতিগণের পরস্পর কৃষ্ণকথা আলাপন এবং নন্দাদি সুহৃদ্‌গণের আনন্দবিধানকারী শ্রীকৃষ্ণের কুরু-ক্ষেত্রে আগমন।

ত্র্যশীতিতম অধ্যায় ৪৪৩-৪৪৫

স্ত্রীগণমধ্যে শ্রীকৃষ্ণকথাপ্রসঙ্গে কৃষ্ণপত্নীগণ-কর্ত্তৃক দ্রৌপদীর নিকট শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক স্ব-স্ব পাণিগ্রহণ বৃত্তান্ত-কথন।

চতুরশীতিতম অধ্যায় ৪৪৬-৪৪৯

শ্রীকৃষ্ণের দর্শননিমিত্ত মুনিগণের কুরুক্ষেত্রে আগ-মন ও তদীয়-মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন, শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক সাধু মহিমা-বর্ণন, মুনি-সমাগমে বসুদেবের যজ্ঞোৎসাহ এবং যজ্ঞান্তে বন্ধুগণের প্রস্থান।

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায় ৪৫০-৪৫২

মাতাপিতা কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া রাম-কৃষ্ণের পিতাকে জ্ঞান ও মাতাকে মৃতপুত্র প্রদান এবং কৃষ্ণকৃপায় দেবকীর ষট্‌পুত্রের মুক্তি।

ষড়শীতিতম অধ্যায় ৪৫৩-৪৫৬

শ্রীঅর্জ্জুনের সুভদ্রা হরণ এবং ভক্ত ভক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণের মিথিলায় গমনপূর্ব্বক বহুলাশ্ব ও শ্রুতদেবকে উপদেশ প্রদান।

সপ্তাশীতিতম অধ্যায় ৪৫৬-৪৬৪

বেদস্তুতি অর্থাৎ নারায়ণ নারদ-সংবাদে বেদসমূহ-কর্ত্তৃক নারায়ণের সগুণ-নির্গুণ-স্তুতি-বর্ণন।

অষ্টাশীতিতম অধ্যায় ৪৬৪-৪৬৬

বিষ্ণুভক্তের মুক্তি এবং অন্য-দেবভক্তের বিভূতি-প্রাপ্তির কারণ বর্ণন এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের মধ্যে শ্রীবিষ্ণুই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কথন।

একোননবতিতম অধ্যায় ৪৬৬-৪৭০

কোন দেবতা শ্রেষ্ঠ—এতদ্বিষয়ে সংশয়চিত্ত মুনি-গণের নিকট ভৃগুকর্ত্তৃক (পরীক্ষাদ্বারা) বিষ্ণুর সর্ব্বোৎ-কর্ষবর্ণন।

নবতিতম অধ্যায় ৪৭১-৪৭৩

পুনর্বার সংক্ষেপে কৃষ্ণলীলা, মহিষীগীতি ও যদুবংশের সকারণ আনন্ত্যবর্ণন।

একাদশ স্কন্ধ

প্রথম অধ্যায় ৪৭৪-৪৭৫

কৃষ্ণেচ্ছায় মৌষলোৎপত্তিছলে যদুবংশ ধ্বংসের সূচনা।

দ্বিতীয় অধ্যায় ৪৭৬-৪৭৯

নিমি-জায়ন্তেয় সংবাদের উল্লেখ পূর্ব্বক জিজ্ঞাসু বসুদেবের নিকট নারদের ভাগবত-ধর্ম্মোপদেশ; আত্যন্তিক ক্ষেম ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের স্বরূপ বর্ণন।

তৃতীয় অধ্যায় ৪৮০-৪৮৩

বহিরঙ্গা মায়ার স্বরূপ, তন্নিবৃত্তির উপায়, ব্রহ্মের স্বরূপ ও কর্ম্ম-নৈষ্কর্ম্মের বিষয় বর্ণন।

চতুর্থ অধ্যায় ৪৮৩-৪৮৫

ভগবদবতারগণের লীলাদি-বর্ণন।

পঞ্চম অধ্যায় ৪৮৬-৪৮৯

ভক্তিহীনজনগণের স্থিতি ও প্রতি যুগের পূজাবিধি-বর্ণন এবং নিমিজায়ন্তেয় সংবাদের সমাপ্তি।

ষষ্ঠ অধ্যায় ৪৯০-৪৯৩

ব্রহ্মাদিদেবগণকর্ত্তৃক স্তবসহকারে স্বধাম-গমন-বিষয়ে প্রার্থিত শ্রীভগবানের নিকট শ্রীউদ্ধবের তদ্ধামগমন-বিষয়ক প্রার্থনা।

সপ্তম অধ্যায় ৪৯৩-৪৯৭

শ্রীউদ্ধবের আত্মজ্ঞান সিদ্ধির জন্য শ্রীহরিকর্ত্তৃক ইতিহাসোক্ত অবধূত বিষয়ক চতুর্বিংশ গুরুর মধ্যে অষ্ট গুরুর শিক্ষাবর্ণন।

অষ্টম অধ্যায় ৪৯৭-৪৯৮

অজগর প্রভৃতি নব সংখ্যক গুরুর নিকট শিক্ষিত বিষয়ের কথন।

নবম অধ্যায় ৪৯৯-৫০১

কুরর প্রভৃতির নিকট হইতে লব্ধ শিক্ষা।

দশম অধ্যায় ৫০১-৫০২

স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহসম্বন্ধ-বশতঃই আত্মার সংসারদশা লাভ হয়, স্বরূপতঃ নহে—মতান্তর নিরাসপূর্ব্বক উক্ত সিদ্ধান্ত বর্ণন।

একাদশ অধ্যায় ৫০৩-৫০৫

বদ্ধ, মুক্ত, সাধু ও ভক্তির লক্ষণ কথন।

দ্বাদশ অধ্যায় ৫০৫-৫০৭

সাধুসঙ্গের মহিমা ও ব্রজবাসিগণের প্রেমের সর্ব্বমহোৎকর্ষ-বর্ণন।

ত্রয়োদশ অধ্যায় ৫০৮-৫১০

সত্ত্বগুণের উদ্রেকহেতু বিদ্যার উদয়ক্রম এবং হংসদেবের ইতিহাস হইতে চিত্তের গুণবিশ্লেষ-বর্ণন।

চতুর্দ্দশ অধ্যায় ৫১১-৫১৩

ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব এবং সাধন-সহিত ধ্যানযোগ বর্ণন।

পঞ্চদশ অধ্যায় ৫১৪

ধারণানুগতসিদ্ধি-কথন।

ষোড়শ অধ্যায় ৫১৪-৫১৬

হরির আবির্ভাবযুক্তবিভূতি-বর্ণন।

সপ্তদশ অধ্যায় ৫১৭-৫১৯

ভক্তিরূপ স্বধর্ম্মবিষয়ে জিজ্ঞাসার উত্তরে ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থগণের সম্বন্ধে হংসোক্তধর্ম্ম বর্ণন।

অষ্টাদশ অধ্যায় ৫২০-৫২২

বাণপ্রস্থ ও যতিগণের ধর্ম্ম এবং অধিকারীভেদে তদ্‌গত-বৈশিষ্ট্য বর্ণন।

ঊনবিংশ অধ্যায় ৫২২-৫২৫

জ্ঞানাদির ত্যাগ কথন।

বিংশ অধ্যায় ৫২৫-৫২৭

অধিকারীভেদে ভক্তি, জ্ঞান ও কর্ম্মযোগ নির্দ্দেশ।

একবিংশ অধ্যায় ৫২৮-৫৩০

কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তিযোগে অনধিকারী কামিগণের সম্বন্ধে দ্রব্য ও দেশাদিবিষয়ক গুণ-দোষ-নিরূপণ।

দ্বাবিংশ অধ্যায় ৫৩০-৫৩২

তত্ত্বসংখ্যার অবিরোধপ্রণালী এবং প্রকৃতি-পুরুষের বিবেক ও জন্মমৃত্যুর প্রকার-বর্ণন।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় ৫৩৩-৫৩৫

ভিক্ষুগীতোক্ত প্রণালীক্রমে বুদ্ধির সাহায্যে মনঃ-সংযমদ্বারা দুর্জ্জনকৃত তিরস্কারের সহনোপায়-বর্ণন।

চতুর্বিংশ অধ্যায় ৫৩৬-৫৩৭

সাংখ্যযোগদ্বারা মনোমোহ-নিবারণ বর্ণন।

পঞ্চবিংশ অধ্যায় ৫৩৭-৫৩৮

গুণবৃত্তি নিরূপণ।

ষড়্বিংশ অধ্যায় ৫৩৮-৫৪০

দুষ্টসঙ্গবশতঃ যোগনিষ্ঠার বিঘাত ও সৎসঙ্গবশতঃ তদ্বিষয়ক উৎকর্ষ নিরূপণ।

সপ্তবিংশ অধ্যায় ৫৪০-৫৪৩

সংক্ষেপে অঙ্গসমন্বিত ভগবদারাধনরূপ ক্রিয়াযোগ-বর্ণন।

অষ্টাবিংশ অধ্যায় ৫৪৩-৫৪৪

পূর্ব্বে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত জ্ঞানযোগের পুনঃ সংক্ষেপে কথন।

একোনত্রিংশ অধ্যায় ৫৪৫-৫৪৮

পূর্ব্বে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত ভক্তিযোগের পুনঃ সংক্ষেপে কথন।

ত্রিংশ অধ্যায় ৫৪৮-৫৫১

নিজধামগমনের পূর্ব্বে ভগবৎকর্ত্তৃক নিজকুল-সংহার।

একত্রিংশ অধ্যায় ৫৫১-৫৫৩

ভগবানের স্বধামবিজয় ও বসুদেবাদির তদনুগমন।

দ্বাদশ স্কন্ধ

প্রথম অধ্যায় ৫৫৪-৫৫৬

কলিপ্রভাবে সাঙ্কর্য্যদোষে মলিনতাপ্রাপ্ত মাগধ-বংশীয় প্রভৃতি ভাবী রাজগণের সংক্ষেপে-ক্রম-বর্ণন।

দ্বিতীয় অধ্যায় ৫৫৬-৫৫৮

কলির দোষসমূহের বৃদ্ধিতে ভগবানের কল্কি অবতার, তৎফলে অধর্ম্মনিষ্ঠগণের বিনাশে পুনরায় সত্যযুগারম্ভ।

তৃতীয় অধ্যায় ৫৫৮-৫৬০

পৃথিবীকর্ত্তৃক পৃথিবী-জয়ে ব্যগ্র নৃপতিগণের নির্বুদ্ধিতা প্রদর্শন এবং কলির বহুদোষ-সত্ত্বেও কলিযুগে সর্ব্বদোষাপহারক শ্রীহরি-সঙ্কীর্ত্তন-মাহাত্ম্য-বর্ণন।

চতুর্থ অধ্যায় ৫৬১-৫৬২

চতুর্বিধ লয়ের বিবরণ ও হরিসঙ্কীর্ত্তনে সংসার নিস্তারোক্তি।

পঞ্চম অধ্যায় ৫৬২-৫৬৩

সংক্ষেপে পরব্রহ্মের উপদেশদ্বারা রাজা পরীক্ষিতের তক্ষক দংশন-জনিত মৃত্যুভয় নিবারণ।

ষষ্ঠ অধ্যায় ৫৬৩-৫৬৬

পরীক্ষিতের মোক্ষপ্রাপ্তি, তৎপুত্র জন্মেজয়কর্ত্তৃক সর্প-বিনাশার্থ যজ্ঞের অনুষ্ঠান, বেদোৎপত্তি ও বেদব্যাস-কর্ত্তৃক বেদ-বিভাগ।

সপ্তম অধ্যায় ৫৬৬

অথর্ববেদ-বিস্তার, পুরাণ-বিভাগ, পুরাণলক্ষণ ও ভাগবত শ্রবণের ফল।

অষ্টম অধ্যায় ৫৬৭-৫৬৯

মার্কণ্ডেয় ঋষির তপশ্চর্য্যা, তাঁহার প্রভাবে সানুচর কামদেবের পরাভব ও তৎকর্ত্তৃক নরনারায়ণ রূপী ভগবান্ শ্রীহরির স্তব।

নবম অধ্যায় ৫৬৯-৫৭০

মার্কণ্ডেয় ঋষির ভগবন্মায়া প্রভাব-দর্শন।

দশম অধ্যায় ৫৭১-৫৭২

শ্রীশঙ্কর হইতে শ্রীমার্কণ্ডেয়ের বরপ্রাপ্তি।

একাদশ অধ্যায় ৫৭৩

অর্চ্চনার্থ মহাপুরুষ ও প্রতিমাসের রবিব্যূহ-কথন।

দ্বাদশ অধ্যায় ৫৭৪-৫৭৭

শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত বিষয়সমূহের সংক্ষেপ-বর্ণন।

ত্রয়োদশ অধ্যায় ৫৭৭-৫৭৮

পুরাণসংহিতা-সমূহের সংখ্যা-সমষ্টি, শ্রীমদ্ভাগবতের বিষয়, প্রয়োজন এবং দান ও পাঠাদি-মাহাত্ম্য।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী

প্রথম স্কন্ধ

প্রথম অধ্যায়

নমো ভগবতে বাসুদেবায়

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ।।

মঙ্গলাচরণ

বন্দে নিত্যমনন্তভক্তিনিরতং ভক্তপ্রিয়ং সদ্গুরুং
মদীশ্বর গদাধরং দ্বিজবরং ভৃত্যৈককরুণাকৃতিম্।
শ্রীমদ্ভাগবতং বিলোক্য রুচিরাং ভক্তিপ্রদাং শ্রীহরৌ
কর্ত্তুং কৃষ্ণচরিত্রপুণ্যরচনাং ধীরেতরাণাং মুদে।। ১।।

এষা ভাগবতী গদাধরপদাম্ভোজৈকসম্ভাবিতা, সর্বেষামঘনাশিনী শ্রুতিবন-শ্রান্তামৃতস্যন্দিনী।
নানাবর্ণলয়াঙ্কিতাতিমধুরাকৃত্যা গভীরাশয়া, কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী হরতু বঃ সন্তাপমন্তর্বহিঃ।। ২।।
শ্রীমদ্ভাগবতাদহর্নিশময়িং পীযূষসংবাহিনী, স্বর্গঙ্গেব বিনির্গতা যদুপতেঃ শ্রীমৎপদাম্ভোরুহাৎ।
শ্রোত্রৈঃ কৃষ্ণগুণানুকীর্ত্তনপয়ঃপানান্মনোমজ্জনাৎ, কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী বিজয়তে তাপত্রয়োন্মূলনী।। ৩।।
শ্রীমদ্ভাগবতাচার্য্যৈঃ প্রেমভক্তিবিবৃদ্ধয়ে। গীয়তে পরমানন্দং শ্রীগোবিন্দকথামৃতম্।। ৪।।

ভুবনমঙ্গল শ্রীকৃষ্ণনাম (মল্লার-রাগ)

কৃষ্ণ কৃষ্ণ, গোপীনাথ, গোকুলনন্দন।
বৃন্দাবনচন্দ্র, ব্রজরমণীজীবন।। ৫।।
'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' সার নাম—এ দুই অক্ষর।
এক কৃষ্ণনামে হয় কোটি-গ্রন্থফল।। ৬।।
মুখে বাণী থাকিতে না লয় কৃষ্ণনাম।
তেঞি লোক ভ্রময়ে সংসার অবিরাম।। ৭।।
সুখে ভব তরিতে যাহার চিত্ত ধরে।
সে জন কেবলমাত্র কৃষ্ণনাম করে।। ৮।।
কৃষ্ণনাম বিনে, ভাই, গতি নাহি আন।
কৃষ্ণ না ভজিলে নাহি হয় পরিত্রাণ।। ৯।।
কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণগুণ, শ্রবণ-কীর্ত্তন।
কৃষ্ণধ্যান, কৃষ্ণসেবা, চরণবন্দন।। ১০।।
কৃষ্ণ-বৈষ্ণবের হেতু সর্ব্ব-ধর্ম্ম ত্যাজে।
কৃষ্ণপদ-ভজন, বৈষ্ণবপদ পূজে।। ১১।।
ভক্তিযোগ হয় কৃষ্ণচরণে তাহার।
তবে সুখে হয় ঘোর সংসারের পার।। ১২।।
এ বোল বুঝিয়া ভাই, কৃষ্ণে ধর মন।
সুখে ভব তরি' যাহ, টুটুক বন্ধন।। ১৩।।

গ্রন্থাকারের শ্রীগুরুপাদপদ্ম—শ্রীল গদাধর

পণ্ডিত-গোসাঞী শ্রীল-গদাধর নামে।
যাঁহার মহিমা ঘোষে এ তিন ভুবনে।। ১৪।।

ক্ষিতিতলে কৃপায় করিলা অবতার।
অশেষ পাতকী জীব করিতে উদ্ধার।। ১৫।।
বৈকুণ্ঠনায়ক কৃষ্ণ, চৈতন্য-মূরতি।
তাঁহার অভিন্ন তেঁহ, সহজে শকতি।। ১৬।।
মোর ইষ্টদেব গুরু সে দুই চরণ।
দেহ-মন-বাক্যে মোর সেই সে শরণ।। ১৭।।
তাঁহার চরণে রহু সতত প্রণতি।
কৃষ্ণগুণ ভাষাতে বর্ণিব যথামতি।। ১৮।।

নিত্যবৈকুণ্ঠ-পার্ষদ অপ্রাকৃত সিদ্ধিদাতা শ্রীগণেশের প্রমাণ

দ্বিতীয়ে প্রণাম করোঁ গণেশ প্রবীর।
দিব্য-করিমুণ্ডধর, স্থূল শ্রীশরীর।। ১৯।।
যাঁহার প্রসাদে সর্ব্বসিদ্ধি অব্যাহতি।
সে দেব-চরণে রহু সতত প্রণতি।। ২০।।

শ্রীশ্রীবেদব্যাস-প্রণাম

বেদব্যাসচরণে করিয়ে নমস্কার।
যাঁহার কৃপায় ভাগবত-পরচার।। ২১।।
সর্ব্বধর্ম্মসার বেদ-পুরাণ-গোপিত।
হেন ভক্তিযোগ ভাগবতে প্রকাশিত।। ২২।।
যাঁহা হৈতে হৈল ভাগবত-উপাদান।
তাঁহার চরণে রহু সতত-প্রণাম।। ২৩।।
দেব দ্বিজ-চরণ বন্দিয়া গুরুজনে।
কথাচ্ছলে ভাগবত করিব রচনে।। ২৪।।
ভাষায় রচিব 'কৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গিণী।'
শুনিলে গোবিন্দ-প্রেম হয়, হেন জানি।। ২৫।।

অবতারি-সহ অবতারের স্তব

জয় মহামৎস্য আদি অবতার।
জয় কূর্ম্মরূপ, ক্ষীরজলধি-বিহার।। ২৬।।
জয় যজ্ঞকলেবর বরাহ-মূরতি।
জয় দিব্য নরসিংহ অনন্তশকতি।। ২৭।।
জয় জয় অদভুত বামন-বিহার।
জয় জয় ভৃগুপতি রাম-অবতার।। ২৮।।
জয় রঘুকুলপতি রাবণ-সংহার।
জয় হলধর বলরাম-অবতার।। ২৯।।
জয় বুদ্ধ-অবতার অসুরমোহন।
জয় কল্কিরূপ ম্লেচ্ছকুল-বিনাশন।। ৩০।।
জয় নন্দসুত পূর্ণব্রহ্ম-অবতার।
শ্রুতিগণ-অগোচর বিচিত্রবিহার।। ৩১।।
জয় জয় জগত-পাবন-গুণ-নাম।
জয় জয় অখিলমঙ্গলগুণধাম।। ৩২।।
জয় জগন্নাথ নীলাচল-অবতার।
বিবিধমঙ্গলধাম, বিচিত্র-বিহার।। ৩৩।।

সপার্ষদ শ্রীকলিযুগপাবন
অবতারীর স্তব

জয় জয় গৌরচন্দ্র চৈতন্য-বিহার।
ভক্তকুল-প্রাণধন, ভক্ত-অবতার।। ৩৪।।
শ্রীঅদ্বৈত-শ্রীনিবাস-হরিদাস-সঙ্গ।
নিত্যানন্দ-বলরাম-সহ নিত্য রঙ্গ।। ৩৫।।
গদাধর-প্রাণনাথ, ভক্তকুলপতি।
ভক্তরূপ-অবতার ত্রিজগৎগতি।। ৩৬।।
তবে শুন, কহি, ভাই, হরিগুণ গাথা।
কথাচ্ছলে কহিব শ্রীভাগবত-কথা।। ৩৭।।
ধীরশিরোমণি শ্রীল-গদাধর জান।
ভাগবত আচার্য্যের মধুরস-গান।। ৩৮।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং প্রথমস্কন্ধে প্রেমতরঙ্গিণী-প্রথমোঽধ্যায়ঃ।। ১।।

দ্বিতীয় অধ্যায়

গ্রন্থারম্ভ

যঃ স্বানুভাবমখিলশ্রুতিসারমেক, মধ্যাত্মদীপমতি-তিতীর্ষ্যতাং তমোহন্ধম্।
সংসারিণাং করুণয়াহ পুরাণগুহ্যং তং ব্যাসসূনুমুপযামি গুরুং মুনীনাম্।। ১।।

(শ্রীভা ১।২।৩)

শ্রীমদ্ভাগবতং পুরাণমমলং যদ্বৈষ্ণবানাং প্রিয়ং, যস্মিন্ পারমহংস্যমেকমমলং জ্ঞানং পরং গীয়তে।
যত্র জ্ঞানবিরাগভক্তি-সহিতং নৈষ্কর্ম্ম্যমাবিষ্কৃতং, তচ্ছৃণ্বন্ সুপঠন বিচারণপরো ভক্ত্যা বিমুচ্যেন্নরঃ।। ২।।

(শ্রীভা ১২।১৩।১৮)

পরমসত্য সপরিকর শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান
(সিন্ধুড়া রাগ)

বন্দোঁ প্রভু নারায়ণ সর্ব্ব-সুখদাতা।
নরাবতার বন্দোঁ অখিল-পরিত্রাতা।। ৩।।
সত্য, পর, নিত্য ব্রহ্ম করিব চিন্তন।
যাঁহা হৈতে উতপতি-প্রলয়-পালন।। ৪।।
চরাচর জগতে যাঁহার পরবেশ।
জগতের ভিন্ন নাহি, নাহি সঙ্গলেশ।। ৫।।
পুরুষ-প্রকৃতি-পর, নিত্য-পরকাশ।
সহজে করুণানিধি, আনন্দবিলাস।। ৬।।
ব্রহ্মার আননে কৈলা বেদ সমর্পণ।
যে বেদে মোহিত হয় মহামুনিগণ।। ৭।।
ত্রিগুণজনিত যত এ ভব সংসার।
মিছা হেন জানি সব কৃপায় যাঁহার।। ৮।।
নিজ তেজে কৈলা সব কপট খণ্ডন।
হেন সত্য পরানন্দ করিব চিন্তন।। ৯।।

ভাগবত-ধর্ম্মের অনুশীলনে শ্রীকৃষ্ণের অবরোধ

নারায়ণ-মুখে ভাগবত উপাদান।
স্থাপিলা ব্রহ্মার মুখে প্রভু ভগবান্।। ১০।।
কহিল পরমধর্ম্ম শ্রীমদ্ভাগবতে।
মুক্তিপদ-পর্য্যন্ত কপট নাহি যা'থে।। ১১।।
নির্ম্মৎসর শান্ত জন যাঁরা, অধিকারী।
হেন মহাভাগবত ধর্ম্ম-অবতারী।। ১২।।
পরমার্থ-তত্ত্ববস্তু জানি ভাগবতে।
তাপত্রয়-বিমোচন হয় যাহা হৈতে।। ১৩।।
আর নানা শাস্ত্র যদি করিয়ে শ্রবণ।
তবু কি বান্ধিতে পারি চিত্তে নারায়ণ? ১৪
শুনিবার ইচ্ছা-মাত্র ভাগবত করি।
সেইক্ষণে চিত্তে কৃষ্ণ বান্ধিবারে পারি।। ১৫।।

সাধক ও সিদ্ধের নিরন্তর ভাগবত
অনুশীলনই ধর্ম্ম

নিগম-কল্পতরু-বিগলিত-ফল।
শুকমুখে পতিত অমৃত মধুতর।। ১৬।।
ক্ষিতিতলে নিপতিত ভাগবত-নাম।
পিয়, রে ভাবুক ভাই, রসিক সুজান।। ১৭।।
সর্ব্বধর্ম্মসার ধর্ম্ম মহাভাগবতে।
ব্যাস-মুনি কহিলা চিন্তিয়া-লোকহিতে।। ১৮।।
শ্রুতি-স্মৃতি-ইতিহাস-পুরাণের সার।
বেদব্যাস বিচারিয়া করিলা উদ্ধার।। ১৯।।
একত্র করিয়া সার রচিলা ভাগবতে।
সর্ব্বলোক সুখে পার হৈব ইহা হৈতে।। ২০।।
ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ— চারি ধর্ম্ম এহি।
নানামতে সর্ব্ব শাস্ত্রে, আন নাহি কহি।। ২১।।
সকল ধর্ম্মের সার কৃষ্ণ-আরাধন।
মহাভাগবত বলি, এই সে কারণ।। ২২।।

কেবল বৈষ্ণব-ধর্ম্ম, কৃষ্ণগুণ-গাথা।
মহাভাগবতে না কহিব অন্য-কথা।। ২৩।।
কৃষ্ণগুণকর্ম্ম, ভাই, শুন সাবধানে।
কৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গিণী রঘুনাথ গানে।। ২৪।।

ইতি শ্রীভাগবতে প্রথমস্কন্ধে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।। ২।।

তৃতীয় অধ্যায়

নৈমিষারণ্যে শ্রীসূতের প্রতি শ্রীশৌনকের উক্তি
(কেদার রাগ)

উগ্রশ্রবা সূত গেলা নৈমিষ-অরণ্যে।
ষাটি সহস্র তথা বৈসে মুনিগণে।। ১।।
শৌনক প্রধান তা'থে বৃদ্ধকুলপতি।
সূতকে জিজ্ঞাসা তিঁহ কৈলা মহামতি।। ২।।
"শুন শুন সূত, মহাঘোর কলিকাল।
হরি বিনে না দেখিয়ে জীবের নিস্তার।। ৩।।
ধর্ম্মশাস্ত্র, যত যত পুরাণ বিদিত।
তোমা' ভালে জানি সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত।। ৪।।
সর্ব্বশাস্ত্রসার ধর্ম্ম করিয়া উদ্ধার।
যাহা হৈতে তরে জীব এ ঘোর সংসার।। ৫।।
হরিনাম, হরিকথা, হরিসংকীর্ত্তন।
যত যত অবতার কৈলা নারায়ণ।। ৬।।
কহিবে সকল তুমি একত্র করিয়া।
সুখে যেন তরে জীব গোবিন্দ ভজিয়া।।" ৭।।
সূত মহামুনি শুনি' মুনির বচনে।
বাহ্য পাসরিলা হরি-গুণ-সঙরণে।। ৮।।
ক্ষণে বাহ্য পাঞা চিত্তে কৈলা অবগতি।
গুরুর চরণে কৈলা প্রথমে প্রণতি।। ৯।।

শ্রীশুকদেব-প্রণাম
(নট-রাগ)

অখিল বেদের সার পুরাণে গোপিত।
যাহা হৈতে হৈল ভাগবত প্রকাশিত।। ১০।।
শুক মহাযোগেশ্বর মুনির প্রধান।
তাঁহার চরণে রহু সতত প্রণাম।। ১১।।
জন্মিয়া হইলা শুক মহাযোগেশ্বর।
সেইক্ষণে অরণ্যে চলিলা একেশ্বর।। ১২।।
পুত্রশোকে বেদব্যাস পাছে চলি' যায়।
'পুত্র পুত্র' করি' মোহে ডাকে ঘন রায়।। ১৩।।
যোগবলে বৃক্ষগণে পরবেশ করি'।
বাপে প্রবোধিলা শুক বৃক্ষরূপ ধরি'।। ১৪।।
বৃক্ষরূপে কৈলা ব্যাসের মোহ নিবারণ।
তাহার চরণ সূত করিয়া বন্দন।। ১৫।।

জীবের পরমধর্ম্ম

কহিতে লাগিলা সূত সর্ব্বধর্ম্মসার।
যাহা হৈতে হৈব সর্ব্ব জীবের নিস্তার।। ১৬।।
"সেই সে পরম ধর্ম্ম সর্ব্ব বেদে কহে।
যাহা হৈতে হরির চরণে ভক্তি রহে।। ১৭।।
হরিভক্তি হৈলে তত্ত্বজ্ঞান-পরকাশ।
ছিণ্ডয়ে সংসার-পাশ, অবিদ্যা-বিনাশ।।" ১৮।।
এইমত কৈলা কিছু ভকতি-বিস্তার।
কহিতে লাগিলা তবে যত অবতার।। ১৯।।

অবতারীর অবতার-বর্ণন
(সুহই-রাগ)

"প্রলয়ে না ছিল কিছু এ লোকরচনা।
ন চন্দ্রতারকা-জ্যোতি, ব্রহ্মাদি-কল্পনা।। ২০।।
নিরাধার, নিরালম্ব এক ভগবান্।
তাহা বিনে বলিতে না ছিল কিছু আন।। ২১।।

তবে বিহরিতে প্রভু যখনে ইচ্ছিলা।
তখনে পুরুষরূপ প্রকাশ হইলা।। ২২।।
আদি-নারায়ণ তিঁহ, পুরুষ পুরাণ।
তাঁহা হৈতে সব অবতার-উপাদান।। ২৩।।
প্রথমে সনকাদি চারি ব্রহ্মার কুমার।
ব্রহ্মচর্য্য কৈল ব্রহ্মচারি-অবতার।। ২৪।।
দ্বিতীয়ে বরাহরূপে কৈল অবতার।
দশনে তুলিয়া কৈল পৃথিবী উদ্ধার।। ২৫।।
আদি-দৈত্য হিরণ্যাক্ষ তথাই বধিল।
জলের উপরে প্রভু পৃথিবী স্থাপিল।। ২৬।।
তৃতীয়ে নারদরূপ হৈলা হৃষীকেশ।
লওয়াইলা কৃষ্ণভক্তি দিয়া উপদেশ।। ২৭।।
চতুর্থে ধর্ম্মের ঘরে কৈলা অবতার।
নরনারায়ণ-নাম বিদিত সংসার।। ২৮।।
বদরিকাশ্রম-তীর্থে রহি' নিরন্তর।
আকল্প-পর্য্যন্ত তপ করেন দুষ্কর।। ২৯।।
পঞ্চমে কপিলদেব হই' মুনিবেশ।
মায়ে বুঝাইলা ভক্তিযোগ-উপদেশ।। ৩০।।
দত্তাত্রেয়রূপে অত্রিমুনির কুমার।
যোগধর্ম্ম লওয়াইলা ষষ্ঠ অবতার।। ৩১।।
সপ্তমে রুচির সুত হ'য়ে নারায়ণ।
যজ্ঞরূপে বৈবস্বতমনুর রক্ষণ।। ৩২।।
অষ্টমে ঋষভদেব নাভির তনয়।
জড়ধর্ম্ম জগতে লওয়াইলা মহাশয়।। ৩৩।।
নবমে ধরিলা প্রভু পৃথু-কলেবর।
পৃথিবী দুহিয়া লৈল ওষধিসকল।। ৩৪।।
ধনু-অগ্র দিয়া কৈলা পৃথিবী সমানা।
পৃথুর পৃথুল যশ জগতে ঘোষণা।। ৩৫।।
মৎস্য-অবতার প্রভু দশমে হইলা।
পৃথিবী করিয়া নৌকা বেদ উদ্ধারিলা।। ৩৬।।
মনু-বৈবস্বত, আর মহর্ষির গণে।
নৌকাতে তুলিয়া কৈল প্রলয়-রক্ষণে।। ৩৭।।
একাদশে হৈলা প্রভু-কূর্ম্ম-কলেবর।
অমৃত-মথনে পৃষ্ঠে ধরিল মন্দর।। ৩৮।।
দ্বাদশে উদয় কৈল ধন্বন্তরি-বেশে।
দেব উদ্ধারিতে লৈলা অমৃতকলসে।। ৩৯।।
ত্রয়োদশ অবতারে হইলা মোহিনী।
নারীবেশে অসুর মোহিলা চক্রপাণি।। ৪০।।
চতুর্দ্দশে হৈলা নরসিংহ-অবতার।
হিরণ্যকশিপু-দৈত্য করিলা সংহার।। ৪১।।
পঞ্চদশ অবতারে কপট বামন।
ছলিয়া পাতালে বলি লৈলা নারায়ণ।। ৪২।।
ষোড়শে পরশুরাম দ্বিজ-অবতার।
নিঃক্ষত্রিয়া কৈলা পৃথ্বী তিন সাতবার।। ৪৩।।
সপ্তদশে সত্যবতীসুত বেদব্যাস।
বেদ বিভজিয়া কৈল ধর্ম্ম পরকাশ।। ৪৪।।
অষ্টাদশে হৈলা রঘুনাথ-অবতার।
সীতা উদ্ধারিয়া কৈলা রাবণ সংহার।। ৪৫।।
ঊনবিংশে, বিংশে রাম-কৃষ্ণ-অবতার।
অসুর বধিয়া সব খণ্ডিলা ভু-ভার।। ৪৬।।
একবিংশে প্রভু বুদ্ধ-শরীর ধরিল।
লওয়াই' পাষণ্ডধর্ম্ম' অসুর মোহিল।। ৪৭।।
দ্বাবিংশেতে কল্কিরূপে হৈব অবতার।
ম্লেচ্ছ বধি' সত্য প্রচারিব আর বার।। ৪৮।।
এইমত কতেক অনন্ত অবতার।
কহিতে উদ্দেশ জানে, শকতি কাহার ? ৪৯

"কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্"

যত যত অবতার করেন মুরারি।
কেহ অংশে কেহ কলা বুঝহ বিচারি'।। ৫০।।
পূর্ণব্রহ্ম কৃষ্ণ অবতার-শিরোমণি।
অন্য-অবতার-অবতারী যদুমণি।।" ৫১।।

(বেলোয়ারী-রাগ)

কৃপা কর প্রভু, ঠাকুর যদুরায়।
দারুণ যমের দূত লগে লগে ধায়।। ৫২।।
তবে আর কথা সূত কহিতে লাগিলা।
যে মতে নারদ-ব্যাস-সমাগম হৈলা।। ৫৩।।

নানা বর্ণধর্ম্ম ব্যাস কহিলা পুরাণে।
সকল বেদের অর্থ ভারত-আখ্যানে।। ৫৪।।
এক বেদ, চারি ভাগ, বহু শাখা করি'।
পঢ়াইলা বহু শিষ্যে বেদ-অধিকারী।। ৫৫।।
লোক উদ্ধারিতে কৈলা এতেক আয়াস।
তবু ব্যাসের না হৈল হৃদয়ে প্রকাশ।। ৫৬।।
সরস্বতীতীরে ব্যাস চিন্তিয়া বসিলা।
হেনকালে তথা আসি নারদ মিলিলা।। ৫৭।।
শিষ্যগণ সনে ব্যাস উঠিল সত্বরে।
আতিথ্য-বিধানে পূজি' আনিলা মন্দিরে।। ৫৮।।
প্রণাম-স্তবন কৈল পাদসম্বাহন।
তবে তাঁ'রে পুছিলা নারদ-তপোধন।। ৫৯।।
"কেন ব্যাস, দেখি তোমা' চিন্তিতহৃদয়?
তোমা' হৈতে জগতের ঘুচিল সংশয়।। ৬০।।
নানাভেদে নানাধর্ম্ম নানা-উপাখ্যানে।
বেদ বিভাজিলে, লোক বুঝিব কারণে।। ৬১।।
জগতের হিতে কৈলে ধর্ম্ম-সংস্থাপন।
তোমার হৃদয়ে শোক, এ কোন কারণ? ৬২
দান, ব্রত, তপ, যজ্ঞ, বিবিধ আচার।
লোক উদ্ধারিতে কৈলে এ সব প্রচার।। ৬৩।।
তবে কেন ব্যাস, তুমি হৃদয়ে চিন্তিত?
কহ ত কারণ, তুমি জ্ঞানে সুপণ্ডিত।।" ৬৪।।

শ্রীব্যাসের নিবেদন
(বরাড়ী-রাগ)

উত্তর দিলেন তবে ব্যাস মহাশয়।
"তুমি যত কহিলে, সকল সত্য হয়।। ৬৫।।
তথাপি হৃদয় মোর না হয় প্রসন্ন।
আপনে কহিবে তুমি ইহার কারণ।। ৬৬।।
মহাভাগবত তুমি ব্রহ্মার কুমার।
তিন লোকে অগোচর নাহিক তোমার।। ৬৭।।
ভূত-ভব্য-বর্ত্তমান—তিনে সুপণ্ডিত।
বাহ্য-অভ্যন্তর সব তোমাতে বিদিত।। ৬৮।।
তোমার হৃদয়ে বৈসে প্রভু নারায়ণ।
আমার সংশয়-হেতু কহ, তপোধন।।" ৬৯।।

শ্রীনারদ-কর্ত্তৃক শ্রীব্যাসের বিষাদের নিদান-নির্ণয়

হাসিয়া নারদ তবে দিলেন উত্তর।
"সকল পাসর হঞা আপনে ঈশ্বর।। ৭০।।
দান-ব্রত-তপ-যজ্ঞ কহিলে বিচারি'।
হরি-সংকীর্ত্তন তুমি না কৈলে বিস্তারি'।। ৭১।।
তে-কারণে নহে তোমার প্রসন্ন হৃদয়।
আপনে বিচারি' তুমি বুঝ মহাশয়।। ৭২।।
তুমি বোল পশুধর্ম্ম, লোকের আচার।
আহার, শৃঙ্গার, নিদ্রা, ভয়, ব্যবহার।। ৭৩।।
'নিয়ম করিব তা'তে ধর্ম্ম-উপদেশে।
আমার বচন লোক ধরিব সন্তোষে।। ৭৪।।
স্বধর্ম্ম করিতে লোক শুদ্ধমতি হৈব।
ক্ষুদ্র সুখ তেজি' তবে মহাসুখ পাইব।। ৭৫।।
আপনে বিচার করি' ভজিব শ্রীহরি।
পাছে তবে যা'বে লোক ভবসিন্ধু তরি'।। ৭৬।।

কর্ম্ম-যোগাদি-উপদেশের অপকারিতা

যে তুমি চিন্তিলে হিত, হৈল অপকার।
নিভাইতে প্রদীপ বাঢ়াইলে আরবার।। ৭৭।।
পশুবুদ্ধি জীব তা'থে না কৈল বিচার।
মানিল পরমধর্ম্ম—আহার শৃঙ্গার।। ৭৮।।
সুখভোগ, স্বর্গবাস শুভকর্ম্মফল।
এই বলি' ধর্ম্মকর্ম্ম করে নিরন্তর।। ৭৯।।
দান-ব্রত-তপ-যজ্ঞ—এই সভে জানে।
আপনে কহিলা ব্যাস ভারত-পুরাণে।। ৮০।।
আহার শৃঙ্গার সভে জীবের ভজনা।
ইহার কারণে করে নানা উপাসনা।। ৮১।।
তুমি যে নিয়ম কৈলে, সে হইল বিধি।
তে কারণে সংসারে ভ্রময়ে পশুবুদ্ধি।। ৮২।।
হরি না ভজিয়া জীব সংসারে ভ্রময়ে।
তে-কারণে নহে তোমার প্রসন্ন হৃদয়ে।। ৮৩।।

শ্রীহরি-ভজনোপদেশার্থ শ্রীব্যাসের প্রতি নির্দেশ

শুন শুন ব্যাস, সত্যবতীর নন্দন।
হরিনাম, হরিকথা, হরিসংকীর্ত্তন।। ৮৪।।

হরির চরিত্র বিনে না কহিবে আন।
জগতে করাহ তুমি হরিগুণ-গান।। ৮৫।।
হরিনাম-শ্রবণ, প্রণাম, স্তুতিবাদ।
বৈষ্ণব-মহিমা কহ বৈষ্ণবপ্রসাদ।। ৮৬।।
হরিভক্তি বিনে আন না কহিবে ধর্ম্ম।
সর্ব্বধর্ম্মফল হরি আরাধন-কর্ম্ম।।" ৮৭।।

শ্রীনারদের পূর্ব্বজন্ম-বিবরণ

এতেক বলিয়া তবে ব্রহ্মার নন্দন।
আপনার কহে পূর্ব্বজন্ম-বিবরণ।। ৮৮।।
"দাসীসুত হয়্যা কৃষ্ণ দেখিলুঁ সাক্ষাতে।
হরির কিঙ্কর হৈলুঁ বৈষ্ণবকৃপাতে।। ৮৯।।
দাসীসুত হয়্যা পাইলুঁ কৃষ্ণ-দরশন।
তত্ত্বজ্ঞান-উপদেশ কৈলা নারায়ণ।।" ৯০।।
এত বাণী বলিয়া নারদ তপোধন।
তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ দিলা সেইক্ষণ।। ৯১।।
আপনে সাক্ষাৎ হই' প্রভু হৃষীকেশ।
ব্রহ্মাকে দিলেন ভাগবত-উপদেশ।। ৯২।।
ব্রহ্মা নারদের মুখে কৈলা সমর্পণ।
নারদ ব্যাসের মুখে কৈলা আরোপণ।। ৯৩।।
"সংক্ষেপে কহিল ভাগবত-উপদেশ।
বেদব্যাস হই' তুমি পঢ়াহ বিশেষ।।" ৯৪।।
এতেক বলিয়া তবে নারদ তপোধন।
অন্তরীক্ষ হয়্যা গেলা ব্রহ্মার নন্দন।। ৯৫।।

শ্রীব্যাসের ভক্তিযোগ-সমাধি
(নট-রাগ)

জ্ঞান পায়্যা ধ্যান কৈলা ব্যাস মহামুনি।
হৃদয়ে প্রকাশ দিল প্রভু চক্রপাণি।। ৯৬।।
হৃদয়কমলে ব্যাস দেখি' গদাধর।
প্রেমভাবে পুলকে পূরিল কলেবর।। ৯৭।।
নয়নে আনন্দজল, গদ-গদ বাণী।
কৃষ্ণভাবে বাহ্যে পাসরিল মহামুনি।। ৯৮।।
ক্ষণে চিত্ত সমাধিল ব্যাস মহাশয়।
নারদকৃপায় হৈল ভক্তির উদয়।। ৯৯।।
"সত্য, ধর্ম্ম-কর্ম্মে আমি জগৎ বান্ধিল।
বিষয়-লম্পট করি' লোক বিনাশিল।। ১০০।।
বিনে কৃষ্ণ ভজিলে সংসার নাহি ছুটে।
বেদ গূঢ় করি' ভক্তি রাখিল কপটে।। ১০১।।
ভক্তিরসগুরু শ্রীল-গদাধর জান।
ভাগবত আচার্য্যের মধুরস-গান।। ১০২।।

ইতি শ্রীভাগবতে প্রথমস্কন্ধে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।। ৩।।

চতুর্থ অধ্যায়

পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতের প্রাকট্য
(শ্রী-রাগ)
দীর্ঘ ত্রিপদী

তবে সত্যবতীসুত, হইয়া প্রেমভক্তিযুত,
লোকহিতে চিন্তি' পরকার।
পরমহংসের মত, ভক্তিশাস্ত্র ভাগবত,
রচিল সকল বেদসার।। ১।।

শিষ্যপরম্পরায় শ্রীমদ্ভাগবত-বিস্তার

শুকদেব তাঁর সুত, মহাযোগী যোগে রত,
চলি' গেলা তা'র বাসস্থানে।
পঢ়াইয়া ভাগবত, বেদব্যাস সত্যব্রত,
পুন আইলা আপন ভবনে।। ২।।
ব্যাসের নন্দন যাই', রাজা-পরীক্ষিত ঠাঞি,
গঙ্গাতীরে মুনির মণ্ডলে।
সভার ভিতরে বসি', গ্রহমধ্যে যেন শশী,
ভাগবত কহিলা সকলে।। ৩।।
শুকদেব কৃপা কৈল, তথা বসিবারে পাইল,
পড়িল সকল ভাগবত।
কহিলুঁ তোমার স্থানে, তুমি মহামুনিগণে,
তবে সূত হৈলা নিশবদ।। ৪।।

শুনিঞা শৌনকমুনি, সূতের অমৃতবাণী,
'সাধু সাধু' সূতকে বাখানে।
পুছিলা বিস্ময়-পর, "শুক মহাযোগেশ্বর,
কেন গেলা রাজসন্নিধানে? ৫
তাঁ'র নাহি দেহধর্ম্ম, কেহ নহে ভিন্ন-মর্ম্ম,
কোন্ কার্য্য রাজসম্ভাষণে?
দিব্যজ্ঞান মহাশুদ্ধি, পড়িলে কি তা'র সিদ্ধি,
কেন তেঁহ পুরাণ বাখানে? ৬
ইহার কারণ সূত, কহ অতি অদভূত,
আর কথা পুছিব তোমারে।
মহাভাগবত রাজা, জগতে যাহার পূজা,
ব্রহ্মশাপ কে দিল তাহারে? ৭
কহ তাঁর জন্মকর্ম্ম, শুনিলে বৈষ্ণবধর্ম্ম,
গোবিন্দচরণে হয় মতি।
বিস্তারিয়া ভাগবত, কহিবে সকল তত্ত্ব,
শুনি' লোক তরিব দুর্গতি।।" ৮।।
সূত বলে—"শুন শুন, হেনঞি অনন্ত গুণ,
মুক্তগণে প্রভু-গুণ গায়।
কৃষ্ণের মহিমা গাই, অতুল আনন্দ পাই,
মুক্তিপদে সে সুখ না পায়।।" ৯।।
তবে সূত শুদ্ধচিত্তে, ভাগবত আদি হৈতে,
কহিল সকল মুনি-স্থানে।
মুনিগণে হরষিত, শুনি' হৈলা আনন্দিত,
ভাগবত-আচার্য্য সুগানে।। ১০।।

ইতি শ্রীভাগবতে প্রথমস্কন্ধে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।। ৪।।

পঞ্চম অধ্যায়

শ্রীশৌনক-সূত সংবাদে শ্রীপরীক্ষিত প্রসঙ্গ
(ভাটিয়ারী-রাগ)

যত যত প্রসঙ্গ পুছিলা শৌনকে।
তবে সূত সকল কহিল একে একে।। ১।।
সেই ভাগবত হৈল বিস্তার কথনে।
সূত্রবন্ধে কহিল করিয়া সমাধানে।। ২।।
প্রথমে ভারতযুদ্ধ সংক্ষেপে কহিল।
যেমতে উত্তরাগর্ভ গোবিন্দ রাখিল।। ৩।।
কুরুক্ষেত্রে শরশয্যা ভীষ্মের শয়নে।
নানা-ধর্ম্ম বুঝাইলা যুধিষ্ঠির-স্থানে।। ৪।।
সাক্ষাতে দেখিয়া কৃষ্ণে হৈল অনুরাগ।
কৃষ্ণে প্রাণ প্রবেশিয়া কৈলা দেহত্যাগ।। ৫।।
মহারাজ-অভিষেক করি' রাজাসনে।
যুধিষ্ঠির রাজা করি' স্থাপিলা আপনে।। ৬।।
সাগর-পর্য্যন্ত দিল পৃথিবী শাসিয়া।
পৃথিবীর রাজা দিল সেবক করিয়া।। ৭।।
অশ্বমেধ-যজ্ঞ করাইল তিনবার।
ব্রহ্ম-অস্ত্র কাটি' পরীক্ষিৎ-প্রতিকার।। ৮।।
সত্যব্রত প্রভু কৈলা সত্যের পালন।
দ্বারকা-বিজয় তবে কৈলা নারায়ণ।। ৯।।
ভাইগণ-সঙ্গে রাজা সত্যে রাজ্য পালে।
পরীক্ষিৎ-জনম হইল শুভকালে।। ১০।।
তীর্থযাত্রা করিয়া বিদুর-আগমন।
হতশেষ বন্ধুগণ কৈলা সম্ভাষণ।। ১১।।
ধৃতরাষ্ট্র বুঝাইলা ধর্ম্ম-উপদেশে।
তিন জনে উঠিয়া চলিলা রাত্রিশেষে।। ১২।।
গঙ্গাদ্বারে ধৃতরাষ্ট্র মহাযোগবলে।
জ্বালিয়া আগুনি পোড়াইল কলেবরে।। ১৩।।

তা'র পাছে গান্ধারী পশিল হুতাশনে।
বিদুর চলিল তবে তীর্থ-পর্যটনে।। ১৪।।
তবে যুধিষ্ঠির হৈলা শোকে অচেতনে।
নারদ আসিয়া তবে বুঝাইল যতনে।। ১৫।।
ছলে কৃষ্ণবিজয় কহিল তপোধন।
নারদ চলিলা, রাজা চিন্তে মনে মন।। ১৬।।
ব্রহ্মশাপ ছলে করি' যদুকুল ক্ষয়।
বৈকুণ্ঠনাথের হৈল বৈকুণ্ঠ-বিজয়।। ১৭।।
ভার্য্যাগণ আনিতে অর্জ্জুন-মানভঙ্গ।
আইলা হস্তিনাপুর হৈয়া নিরানন্দ।। ১৮।।
অর্জ্জুনের মুখে শুনি' শ্রীহরি-বিজয়।
স্বর্গ-আরোহণ কৈল পঞ্চ মহাশয়।। ১৯।।
নবখণ্ড জম্বুদ্বীপ পৃথিবীমণ্ডল।
পরীক্ষিৎ রাজা হৈয়া শাসিল সকল।। ২০।।
ধরণীমণ্ডলে যত আছিলা নৃপতি।
দাস হয়্যা করে তাঁ'র চরণে প্রণতি।। ২১।।
চতুষ্পাদ ধর্ম্ম করি' নিজ অধিকারে।
নিগ্রহ করিয়া কলি স্থাপিল সংসারে।। ২২।।
পরম বৈষ্ণব রাজা ধর্ম্ম-অবতার।
তাঁ'র গুণ কহে হেন শকতি কাহার? ২৩
দৈবযোগে শাপ দিল মুনির কুমারে।
স্বীকার করিয়া রাজা লইল আদরে।। ২৪।।
সে-হেন সম্পদে তাঁ'র নৈল বস্তুজ্ঞান।
তিলেকে সকল ত্যজি' গেলা মতিমান্।। ২৫।।

শ্রীপরীক্ষিতের প্রায়োপবেশন ও শ্রীশুকদেবের আগমন

গঙ্গার ভিতরে ব্রত-উপবাস করি'।
রহিল নৃপতিসিংহ ভয় পরিহরি'।। ২৬।।
যতেক আছিল মহা-মহামুনি গণ।
কৌতুকে দেখিতে গেলা রাজার মরণ।। ২৭।।
তা-সভা পূজিল রাজা করিয়া প্রণতি।
বিনয়ে পুছিলা তবে পরলোকগতি।। ২৮।।
হেনকালে শুকদেব ব্যাসের নন্দন।
আসিয়া মিলিলা, যেন দীপ্ত হুতাশন।। ২৯।।
সভাসদে নরপতি উঠিলা সত্বরে।
আতিথ্য-বিধানে শুকে পূজিল বিস্তরে।। ৩০।।
আসনে বসিলা তবে শুক যোগেশ্বর।
চৌদিকে সকল মুনি রচিল মণ্ডল।। ৩১।।
শিরে কর যুড়ি' রাজা কৈলা স্তুতিবাদ।
বিনয়-ভকতি বহু কৈলা দণ্ডপাত।। ৩২।।

শ্রীপরীক্ষিতের পরিপ্রশ্ন
(বসন্ত-রাগ)

তবে রাজা জিজ্ঞাসিলা শুকের চরণে।
"এ ঘোর সংসারে প্রজা তরিব কেমনে? ৩৩
দেবমায়া-রচিত অনাদি ভববন্ধ।
কেমনে ছুটিব, গোসাঞি, পুন নহে সঙ্গ।। ৩৪।।
কি জপিয়া, কি চিন্তিয়া কি দেব ভজিয়া।
এ ঘোর সংসারে জীব যাইবে তরিয়া? ৩৫
বেদ-বেদান্তের সার করিয়া উদ্ধার।
যাহা হৈতে হয় সব জীবের নিস্তার।। ৩৬।।
কৃপা যদি কর এই নিবেদি চরণে।
সে ধর্ম্ম কহিবে গোসাঞি, জীবের কারণে।। ৩৭।।
ভূত-ভব্য-বর্ত্তমানে তুমি সুপণ্ডিত।
বাহ্য-অভ্যন্তর গোসাঞি, তোমাতে বিদিত।। ৩৮।।
তুমি শুক মহামুনি মহা-গুণনিধি।
গর্ভবাসে হৈল যা'র মহাযোগসিদ্ধি।। ৩৯।।
কহিবে পরম ধর্ম্ম মহাযোগেশ্বর।
সুখে যেন তরে জীব এ ভবসাগর।।" ৪০।।

গ্রন্থকারের দৈন্য ও উপদেশ

সূত্রবন্ধে কহিল প্রথমস্কন্ধ-কথা।
সুখে যেন শুনে লোক কৃষ্ণগুণগাথা।। ৪১।।
বধুজনে সভে মোর এই পরিহার।
দোষ ক্ষমা করি' গুণ করিবে বিচার।। ৪২।।
কৃষ্ণকথা-সুধা-পানে কে করে বিরোধ?
সেই সে ভরসা মোর, চিত্তের প্রবোধ।। ৪৩।।
কৃষ্ণ-কথামৃত-মহোদধি-জল-পানে।
তৃপ্তি বা কাহার হয়, এ তিন ভুবনে? ৪৪

ভাগবত-আচার্য্যের এ সব ভরসা।
সুখে ভাগবত শুন ছাড়িয়া দুরাশা।। ৪৫।।
ভক্তিরসগুরু শ্রীগদাধর জান।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস-গান।। ৪৬।।

ইতি শ্রীভাগবতে প্রথমস্কন্ধে কৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গিণী-পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।। ৫।।

সমাপ্তশ্চায়ং প্রথমস্কন্ধঃ।। ১।।

দ্বিতীয় স্কন্ধ

প্রথম অধ্যায়

ইদং সভাসদঃ সর্ব্বে দ্বিতীয়স্কন্ধবর্ণনম্।
ভবন্তু সুখিনঃ শ্রুত্বা যত্রানন্দামৃতাম্বুধিঃ।। ১।।

শ্রীশুকদেবের হরিকথা-কীর্ত্তন

(সিন্ধুড়া-রাগ)

রাজার বচন শুনি' ব্যাসের নন্দন।
কৃষ্ণের মহিমা হৈল হৃদয়ে স্মরণ।। ২।।
নয়নে আনন্দজল, পুলকিত-অঙ্গে।
মজিল ব্যাসের সুত আনন্দ তরঙ্গে।। ৩।।
বাহ্য পাসরিল, চিত্তে নাহি অবধান।
অলপ অলপ কৈল চিত্ত সমাধান।। ৪।।
যোগসন করিয়া বসিলা মহাশয়।
'হরি হরি'-শব্দ উঠিল 'জয় জয়'।। ৫।।
মুনিগণ-বদন কটাক্ষে নিরখিয়া।
কহিতে লাগিলা শুক সভাতে বসিয়া।। ৬।।
"ধন্য ধন্য রাজা তুমি, ধন্য মতিমান্।
মরণ-সময়ে তোমার হেন দিব্যজ্ঞান।। ৭।।

হরিভক্তির শ্রেষ্ঠতা

(তুড়ি-রাগ)

শুন শুন মহারাজ, শুন সাবধানে।
কহিব পরম ধর্ম্ম হরিগুণ-গানে।। ৮।।
যোগ, যজ্ঞ, তপ, জ্ঞান, দান, ব্রত কহি।
তবহুঁ নিস্তার নহে হরিভক্তি-বহি।। ৯।।
সর্ব্বভাবে কর যদি গোবিন্দ-ভজন।
তবে সে সংসার-দুঃখ হয় বিমোচন।। ১০।।
সকল ধর্ম্মের ফল হরি-আরাধন।
হরিভক্তি মহাধর্ম্ম কহি তে-কারণ।। ১১।।
তত্ত্বজ্ঞান, বৈরাগ্য-ভক্তির পরিকর।
হরিভক্তি হৈলে তা'রা মিলয়ে সত্বর।। ১২।।
হরিনাম, হরিগুণ, হরি-সংকীর্ত্তন।
গোবিন্দ ভজিলে হয় ভববিমোচন।। ১৩।।

অদ্বয়-জ্ঞান তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ

কেহ কৃষ্ণ বলে, কেহ বলে ব্রহ্ম-ময়।
কেহ স্থূল, কেহ সূক্ষ্ম করয়ে নির্ণয়।। ১৪।।
এক কৃষ্ণ নানামতে নানা-শাস্ত্রে কহে।
সে কৃষ্ণ-ভজন-বিনে পরিত্রাণ নহে।। ১৫।।
সাংখ্য-যোগ-ধর্ম্ম-শাস্ত্রে এই অবধারী।
অখিল জন্মের লাভ, যদি বোলে হরি।। ১৬।।

মুক্তকুলেরও উপাস্য শ্রীহরিনাম

2.1.7 মুক্ত মুনিগণ বিধি-নিষেধ-রহিত।
কৃষ্ণগুণ গায় তাঁ'রা হৈয়া আনন্দিত।। ১৭।।
2.1.8-9 এমত প্রভুর গুণ শুন নৃপবর।
মুক্তগণ যাঁ'র গুণ গায় নিরন্তর।। ১৮।।
আমি জ্ঞানে সুপণ্ডিত, নাহি কর্ম্মলেশ।
বাপের নিকটে তবু লৈলুঁ উপদেশ।। ১৯।।

ভাগবত পঢ়িলুঁ বাপের সন্নিধানে।
হরিল আমার চিত্ত কৃষ্ণগুণগানে।। ২০।।
সেই ভাগবত রাজা কহিব তোমারে।
পরম বৈষ্ণব তুমি পুণ্যকলেবরে।। ২১।।
জ্ঞানযোগী, কর্ম্মযোগী, কর্ম্মপরায়ণ।
সভার সুখের হেতু-হরি-সংকীর্ত্তন।। ২২।।
তবে শুন, ভাগবত কহিব বিস্তারি'।
সাবধানে শুন রাজা, কৃষ্ণে মন ধরি'।। ২৩।।

মনুষ্যজীবনে শ্রীহরিভজনই সার
(দেশাগ-রাগ)

জয় জয় নারায়ণ পরম কারণ।
অসার সংসার লয়্যা যায় অকারণ।। ২৪।।
প্রথমে ধারণা, ধ্যান কহি মহাশয়।
ব্রহ্মাণ্ড-বিগ্রহ পাছে বিরাট-নির্ণয়।। ২৫।।
যেমতে শরীর তেজে যোগী যোগবলে।
যেমতে পরম পদ পায় অবহেলে।। ২৬।।
নানা লোকে নানা কামে নানা দেব ভজে।
হরিভক্তি-মহিমা কহিব মুনিরাজে।। ২৭।।
শৌনক পুছিলা তবে সূত-সন্নিধানে।
"কি কি জিজ্ঞাসিলা রাজা শুকদেব-স্থানে? ২৮
সে রাজা পরম ভাগবত মহামতি।
হরিকথা ছাড়ি' আন নাহি অবগতি।। ২৯।।
বালক্রীড়া-কালে কৈল কৃষ্ণলীলা-কেলি।
সে কেন পুছিব আন কৃষ্ণকথা ছাড়ি'? ৩০

কৃষ্ণকথা-বিহীনের সকলই নিরর্থক

কৃষ্ণকথা বিনে যা'র যত যায় কাল।
দিননাথ বৃথা আয়ু হরয়ে তাহার।। ৩১।।
যদি বল, সভে জীয়ে নির্ব্বন্ধ-অবধি।
তৃণ-গাছ জীয়ে তার আছে কোন সিদ্ধি।। ৩২।।
যদি বল, তৃণ-গাছে নাহিক চেতনা।
পশু জাতি খায় ধায় কি গুণকল্পনা? ৩৩
কুক্কুর-শূকর-উষ্ট্র-গদর্ভ-সমান।
যা'র কর্ণে নাহি যায় হরিগুণগান।। ৩৪।।

শ্রীকৃষ্ণানুশীলন-ব্যতীত ইন্দ্রিয়ের বৈফল্য

গর্ত্ততুল্য তা'র দুই শ্রবণ-বিবর।
কেশবচরিত্র যা'র নহিল গোচর।। ৩৫।
যে জিহ্বায় গোবিন্দ-মহিমা নাহি গায়।
ভেকজিহ্বা-সদৃশ সে, কিবা গুণ তায়? ৩৬
বিচিত্র মুকুট-পাগ যেবা শিরে ধরে।
ভার বহে যদি কৃষ্ণে প্রণাম না করে।। ৩৭।।
কঙ্কণ-ভূষণ ভুজে, সেবা নাহি করে।
কেবল মড়ার হাথ আছয়ে বিফলে।। ৩৮।।
বৈষ্ণব-বিষ্ণুর মূর্ত্তি না দেখে নয়নে।
ময়ূর-পাখার চক্ষু জানিহ সমানে।। ৩৯।।
যে চরণে হরিক্ষেত্র না গেল চলিয়া।
বৃক্ষমূল আছে যেন ভূমিতে পড়িয়া।। ৪০।।
বৈষ্ণব-চরণধূলি যে না নিল মাথে।
জীয়ন্তেই মরা সেই, জানিহ সাক্ষাতে।। ৪১।।

নামাপরাধ-লক্ষণ

শিলাতে অধিক তা'র কঠিন হৃদয়।
হরিনামে নহে যদি বিকার-উদয়।। ৪২।।
তবে শুকে কি পুছিল রাজা পরীক্ষিৎ।
কি তা'র উত্তর দিলা শুক সুপণ্ডিত? ৪৩
বৈষ্ণবসভায় কৃষ্ণ-কথার প্রচার।
তে-কারণে সূত তোমা' পুছি বারেবার।।" ৪৪।।
তবে সূত কহিতে করিল অনুবন্ধ।
শুকদেব-পরীক্ষিতে যে হৈল প্রসঙ্গ।। ৪৫।।

সৃষ্ট্যাদি-কারণ বিষয়ে শ্রীপরীক্ষিতের প্রশ্ন

"তবে রাজা জিজ্ঞাসিলা শুকের চরণে।
"কিরূপে ভকতি গোসাঞি, হয় নারায়ণে? ৪৬
জগতের উতপতি, কে করে পালন?
কে করে প্রলয়, হেন বিবিধ রচন? ৪৭
এ সব কহিবে গুরু, হিত উপদেশ।
তোমার প্রসাদে যেন জানিঞে বিশেষ।। ৪৮।।

নানা মূর্ত্তি ধরি' প্রভু করে নানা কেলি।
কিমতে বিবিধ লীলা করে বনমালী? ৪৯
আপনে নির্গুণ হই' সগুণ-বিহার।
এক হ'য়ে নানারূপে করে অবতার।। ৫০।।
কহ শুক, এ সব তোমাতে সুগোচর।
তোমার প্রসাদে যেন জানিঞে সকল।।" ৫১।।

মহাপুরুষ-প্রসঙ্গ-কীর্ত্তন

রাজার বচন শুনি' শুক মহাশয়।
কৃষ্ণভাবে পুলকিত, চকিত-হৃদয়।। ৫২।।
পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিয়া নারায়ণে।
পুরুষ-সংবাদ শুক কহে আদি হনে।। ৫৩।।

শ্রীব্রহ্মার তপস্যার-হেতু
(গৌড়-মল্লার-রাগ)

'পুরবে নারদ গেলা ব্রহ্মার সদনে।
ব্রহ্মা তপ করেন—দেখিল তপোধনে।। ৫৪।।
বিস্ময় পাইল মুনি দেখি' প্রজাপতি।
কি তপ করেন ব্রহ্মা, কাহার ভকতি? ৫৫
প্রণাম করিয়া মুনি ব্রহ্মাকে পুছিল।
'এরূপ তোমারে দেখি' বড় ভয় পাইল।। ৫৬।।
তুমি আদিদেব, তুমি জগত-কারণ।
তোমা' হৈতে উতপতি-প্রলয়-পালন।। ৫৭।।
তুমি তপ কর কিবা, দেব-আরাধন।
এ সব সংশয় মোর কর বিমোচন।।' ৫৮।।
নারদের বচন শুনিঞা প্রজাপতি।
চিন্তিতে লাগিলা ব্রহ্মা জগতের পতি।। ৫৯।।

ব্রহ্মাকর্ত্তৃক শ্রীবিষ্ণুকে আদি-কারণরূপে নিরূপণ
(মল্লার-রাগ)

'সত্য সত্য দেবমায়া মহাবলবতী।
মহাযোগী মোহে যা'র-বলের শকতি।। ৬০।।
আপনে নারদ হঞা মহাযোগেশ্বর।
তত্ত্ব না জানিয়া বলে আমারে ঈশ্বর।। ৬১।।
যাঁহার সৃজিত আমি সৃজিয়ে সংসার।
যাঁহার আজ্ঞাতে করি এ লোক বিস্তার।। ৬২।।
সেই সে সভার মূল, বিশ্বের আধার।
প্রলয়ে যাহাতে হয় সকল সংহার।। ৬৩।।
নারায়ণপর লোক, নারায়ণ গতি।
নারায়ণপর বেদ, নারায়ণ শ্রুতি।। ৬৪।।
নারায়ণপর যজ্ঞ, নারায়ণ ধর্ম্ম।
নারায়ণপর তপ, নারায়ণ কর্ম্ম।। ৬৫।।
যাঁ'র অংশ-তেজ পাঞা উয়ে দিনকর।
যাঁ'র জ্যোতিবল পাঞা দীপ্ত শশধর।। ৬৬।।
দহনশকতি-লেশ পাঞা হুতাশন।
যাঁহার প্রসাদে করে ত্রৈলোক্য দাহন।। ৬৭।।
যাঁ'র অধিকার পাঞা যমে দণ্ড ধরে।
দেবের উপরে বজ্র ধরে পুরন্দরে।। ৬৮।।
হেন প্রভু থাকিতে অখিল-লোকনাথ।
আমারে বলয়ে লোক প্রভু-পরিবাদ।।' ৬৯।।
এতেক বলিয়া ব্রহ্মার দেবের দেবতা।
আদি হৈতে কহিল সকল সৃষ্টিকথা।। ৭০।।
কহিল সংক্ষেপে কিছু তত্ত্ব-উপদেশ।
কাহার শকতি কৃষ্ণে জানিতে উদ্দেশ।। ৭১।।
কৃষ্ণের চরণে মোর আছে দৃঢ়মতি।
সেই সে কারণে সৃষ্টি করিতে শকতি।। ৭২।।
মোহর হৃদয়ে বৈসে প্রভু নারায়ণ।
কুপথে না চলে চিত্ত, এই সে-কারণ।। ৭৩।।
অসত্য বচন আমি না কহি বদনে।
বিকর্ম্মে না ধায় মন হরিসেবা বিনে।। ৭৪।।
কহিল তোমারে মুনি, শুন যোগেশ্বর।
হরি সে সভার প্রভু, সভার ঈশ্বর।। ৭৫।।
কহিব তোমারে বৎস, নারদ কুমার।
যে যে কর্ম্ম করে প্রভু, যে যে অবতার।। ৭৬।।

লীলাবতারাদি-বর্ণন
(শ্রীরাগ)

তোমার সেবক করি', রাখ মোরে প্রভু হরি,
এবার উদ্ধার' যদুনাথ।

দারুণ যমের ভয়, প্রাণ মোর স্থির নয়,
তোমা' বহি নিবেদিমু কা'ত।। ৭৭।।
ধরিয়া বরাহরূপ প্রভু চক্রপাণি।
পাতাল ভেদিয়া তুলে দশনে মেদিনী।। ৭৮।।
হিরণ্যাক্ষ্যনামে দৈত্য তথাই বধিল।
জলের উপরে ক্ষিতিমণ্ডল স্থাপিল।। ৭৯।।
আকূতি উদরে জন্ম লৈল গদাধর।
রুচির তনয় হৈলা যজ্ঞ-কলেবর।। ৮০।।
স্বায়ম্ভুব মনু তা'র দক্ষিণা বনিতা।
হরি অবতার কৈল সর্ব্বলোকপিতা।। ৮১।।
কর্দ্দমতনয় হৈলা কপিল মূরতি।
তাঁহা হৈতে তত্ত্বজ্ঞান পাইলা দেবহূতি।। ৮২।।
অত্রির তনয় হই' দত্ত-অবতার।
যোগধর্ম্ম জগতে করাইল পরচার।। ৮৩।।
সনক, সনন্দ আর সনৎকুমার।
সনাতন নাম—চারি মুনি-অবতার।। ৮৪।।
সুমূর্ত্তি-উদরে হই' ধর্ম্মের কুমার।
নর নারায়ণরূপে কৈল অবতার।। ৮৫।।
করিলা দুষ্কর তপ বদরিকাশ্রমে।
লোকহিতে হৈলা নর-নারায়ণ-নামে।। ৮৬।।
আদি রাজা হৈলা আর পৃথ্যু অবতার।
ধনু অগ্র দিয়া কৈলা পৃথিবী সোসর।। ৮৭।।
নানা অদভুত কর্ম্ম কৈলা মহারাজে।
যাঁহার নির্ম্মল যশ দেবতাসমাজে।। ৮৮।।
ঋষভ-মূরতি হৈলা নাভির তনয়।
জড়ধর্ম্ম জগতে করিলা পরিচয়।। ৮৯।।
হয়গ্রীব-রূপ হই' নাসিকা বিবরে।
কহিয়া সকল বেদ বুঝাইলা মোরে।। ৯০।।
কৌতুকে ধরিলা প্রভু মৎস্যকলেবর।
করিয়া বিচিত্র নৌকা মেদিনীমণ্ডল।। ৯১।।
চারি বেদ, মুনিগণ, সত্যব্রত মনু।
প্রলয়ে রাখিলা প্রভু ধরি' মৎস্যতনু।। ৯২।।
অমৃতমথনে তনু করিয়া বিস্তার।
মন্দর ধরিল পৃষ্ঠে কূর্ম্ম-অবতার।। ৯৩।।
নরসিংহ রূপে আর দিব্য অবতার।
অসুর বধিয়া কৈলা দেবের উদ্ধার।। ৯৪।।
হরিরূপে অবতার কৈলা নারায়ণ।
চক্রে নক্র কাটি' কৈলা গজেন্দ্র মোক্ষণ।। ৯৫।।
ধরিয়া বামন বেশ প্রভু দামোদর।
বলি ছলি' স্বর্গেতে স্থাপিলা পুরন্দর।। ৯৬।।
ধন্বন্তরিরূপ ধরি' অমৃতমথনে।
যাঁ'র নামে সর্ব্বরোগ হয় নিবারণে।। ৯৭।।
ভৃগুপতি রামরূপে মুনির কুমার।
নিঃক্ষত্রি করিলা পৃথ্বী তিন সাত বার।। ৯৮।।
রাম অবতারে প্রভু রাবণ বধিলা।
দেবের কুশল করি' সীতা উদ্ধারিলা।। ৯৯।।
রামকৃষ্ণরূপে হই' পূর্ণ অবতার।
করিয়া অদ্ভুত কর্ম্ম থুইলা চমৎকার।। ১০০।।

(শ্রী-রাগ)

দু'টি ভাই কানাঞি বলাই গোয়ালা ছাওয়ালের প্রাণধন।
যমুনার কূলে কূলে চরায় গোধন।। ধ্রু।। ১০১।।

শ্রীকৃষ্ণের বাল্য-লীলাদি

বিষস্তন পান করি' পূতনা বধিল।
এক মাসে পায়ে ঠেলি' শকট ভাঙ্গিল।। ১০২।।
যমল অর্জ্জুন দুই মহাতরুবর।
ভাঙ্গিল উখলি ঠেলি' প্রভু দামোদর।। ১০৩।।
অঘ, বক, তৃণাবর্ত্ত মারিল অসুর।
কালিনাগ দমিঞা করিল অতি দূর।। ১০৪।।
দাবাগ্নি করিয়া পান প্রভু কুতূহলী।
গোপ, গোপী, গোকুল রাখিলা বনমালী।। ১০৫।।
চৌদ্দ ভুবন প্রভু দেখাইল উদরে।
মায়ে ভয় পাঞা মনে মানিল ঈশ্বরে।। ১০৬।।
নন্দকে হরিয়া নিল বরুণের চরে।
আপনে উদ্ধার করি' আনিলা সত্বরে।। ১০৭।।
গোপগণে দেখাইল বৈকুণ্ঠ নিজধাম।
যজ্ঞ ভাঙ্গি' ইন্দ্রের করিল অপমান।। ১০৮।।

সাতদিন গোবর্দ্ধন ধরি' বামকরে।
ভাঙ্গিল ইন্দ্রের দর্প, রাখিল গোকুলে।। ১০৯।।
দিব্য রাস রসময় রচি' বনমালী।
ব্রজবধূ-সমাজে করিল রাসকেলি।। ১১০।।

অসুর-বধলীলা

প্রলম্ব, ধেনুক, কেশী, অরিষ্ট-অসুর।
কুবলয়াপীড়-গজ, মুষ্টিক-চাণুর।। ১১১।।
কংস, কালযবন বধিয়া শিশুপাল।
কাশীপুরী পোড়াইল, মারিল শৃগাল।। ১১২।।
জরাসন্ধ আদি করি' দুষ্ট নৃপবর।
দন্তবক্র, বিদূরথ, দ্বিবিদ-বানর।। ১১৩।।
শাম্ব, শম্বর, কুরু, রুক্মী-আদি করি'।
একে একে সকল মারিলা রাম-হরি।। ১১৪।।
করাঞা ভারতযুদ্ধ প্রভু যদুবর।
পৃথিবীর ভার যত হরিলা সকল।। ১১৫।।

শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন অবতার

বেদব্যাসরূপে তবে হই' অবতার।
ভারত-পুরাণ-বেদ করিলা প্রচার।। ১১৬।।
করিয়া পাষণ্ড ধর্ম্ম বুদ্ধ-অবতারে।
অসুর মোহিব হরি, দেব দামোদরে।। ১১৭।।
কল্কি-অবতারে ম্লেচ্ছ করিয়া সংহার।
অধর্ম্ম করিব নাশ, সত্য পরচার।। ১১৮।।

এইরূপে কত কত অনন্ত মূরতি।
কে জানে কিরূপে ধরে অনন্ত শকতি।। ১১৯।।

ভক্তিবলে দুর্জ্ঞেয় শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব লভ্য

আমি যাঁ'রে না জানি, না জানে মুনিগণ।
হর-আদি সুরে যাঁ'র না জানে মরম।। ১২০।।
দশ-শত বদনে অনন্ত গুণ গায়।
তবহু গুণের যাঁ'র অন্ত নাহি পায়।। ১২১।।
সে প্রভুচরণে যা'র একান্ত ভকতি।
তবে তা'রে দয়া যদি করে প্রাণপতি।। ১২২।।
সেই সে তরিতে পারে সে প্রভুর মায়া।
শ্ব-ভক্ষ্য শরীরে তা'র নাহি দয়ামায়া।। ১২৩।।
শবর, চণ্ডাল, হীন পাপজীবিগণে।
যদি সেবা করে তাঁর ভকত-চরণে।। ১২৪।।

সাধুসঙ্গে মায়া-জয়

কৃষ্ণগুণ-মহিমা বৈষ্ণবমুখে শুনে।
সেই তরে দেবমায়া, কি কহিব আনে? ১২৫
কহিলুঁ তোমারে বৎস, নারদ কুমার।
কে জানে কৃষ্ণের গুণ-মহিমা-বিস্তার?" ১২৬
ভাগবত-নাম এই তত্ত্ব-উপদেশ।
"আপনে বাঢ়াহ তুমি জানিয়া বিশেষ।। ১২৭।।
সুখে যেন তরে লোক এ ভব-সংসার।
হরিগুণ গাঞা যেন ভবে হয় পার।। ১২৮।।
এই ভাগবত তুমি বাঢ়াহ যতনে।"
ভাগবত আচার্য্য কহিল সাবধানে।। ১২৯।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে দ্বিতীয়স্কন্ধে প্রেমতরঙ্গিণী-প্রথমোঽধ্যায়ঃ।। ১।।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সৃষ্টাদিকারণ-জিজ্ঞাসা
(পঠমঞ্জরী-রাগ)

তবে রাজা পরীক্ষিৎ করিয়া বিনয়।
শুকদেবচরণে পুছিলা মহাশয়।। ১।।
"নারদ কাহারে তবে কৈলা উপদেশ।
বাঢ়াইল ভাগবত জানিঞা বিশেষ।।২।।
কৃষ্ণকথা বিনে তুমি না কহিবে আন।
কৃষ্ণের চরণে যেন রহে মন-প্রাণ।। ৩।।

কৃষ্ণে মন নিবেশিয়া ছাড়িমু জীবন।
কহ হেন উপদেশ শুক-তপোধন।। ৪।।
হেন শুনি, নারায়ণ-নাভি-পদ্ম' পরে।
ব্রহ্মা উৎপন্ন হৈলা ভুবন-আধারে।। ৫।।
তথা রহি' চিরকাল ব্রহ্মা স্তুতি কৈল।
দেখিতে না পাঞা রূপ ব্যাকুল হইল।। ৬।।
হেন অদভুত কথা কহ মুনিবর।
কল্প-বিকল্প আর কহিবে সকল।। ৭।।
সত্ত্ব-রজ-তম—এই ত্রিগুণ-জনিত।
কিরূপে জন্মিল বিশ্ব মায়া-বিরচিত।। ৮।।
নদ-নদী, পাতাল, সাগর, দিগন্তর।
ব্রহ্মাণ্ড-মণ্ডল—যত বাহ্য-অভ্যন্তর।। ৯।।
মহাজন-চরিত্র, ভকত-গুণগাথা।
একে একে কহ, কৃষ্ণ-অবতার-কথা।। ১০।।
চারি যুগ, যুগধর্ম্ম, যুগ-পরিমাণ।
সকল জীবের ধর্ম্ম, কহ গুণগ্রাম।। ১১।।
কৃষ্ণ-আরাধন-বিধি ভকতি-লক্ষণ।
যোগপথ-ধর্ম্ম কহ, মুকতি-কারণ।। ১২।।
কিরূপে করয়ে প্রভু প্রলয়-পালন।
কিরূপে করয়ে সৃষ্টি দেব নারায়ণ।। ১৩।।
এই সব কথা মোরে কহ মহাশয়।
যেমতে ঘুচয়ে মোর চিত্তের সংশয়।। ১৪।।
তোমার বচন-হরিকথা-সুধাময়।
শ্রবণে করিয়া পান জুড়ায় হৃদয়।। ১৫।।

শুশ্রূষু পরীক্ষিতের নিকট শ্রীশুককর্ত্তৃক শ্রীব্রহ্মার
শ্রীনারায়ণকৃপালাভ-কথন

সাত দিন উপবাস—নাহি অবধানে।
তৃপ্তি নাহি হয় হরিকথা-রস-পানে।।" ১৬।।
রাজার বচন শুনি' মুনি যোগেশ্বর।
'সাধু, সাধু' বলি' তা'রে দিলেন উত্তর।। ১৭।।
এই ভাগবত-নাম চারিবেদসার।
যাহার প্রসাদে পায় জগৎ নিস্তার।। ১৮।।
শুন শুন মহারাজ, কহিব তোমারে।
প্রভুর মহিমা কহি বুদ্ধি-অনুসারে।। ১৯।।

বিহার করিতে হরি ইচ্ছিলা যখনে।
ব্রহ্মা উতপন্ন হৈলা নাভি-পদ্ম হ'নে।। ২০।।
সৃষ্টি করিবারে ব্রহ্মা কৈল অবধানে।
'না জানি কেমনে হৈব সৃষ্টি-নিরমাণে?' ২১
ধ্যান করি' ব্রহ্মা মনে চিন্তিতে লাগিলা।
হেনকালে 'তপ তপ'-শব্দ শুনিলা।। ২২।।
কোথা হৈতে উপজিল 'তপ তপ'-বাণী।
দেখিতে না পাইল তাহা ব্রহ্মা পদ্মযোনি।। ২৩।।
তবে তপ কৈল দিব্য সহস্র বৎসর।
বৈকুণ্ঠ দেখাইলা তা'রে প্রভু সুরেশ্বর।। ২৪।।

(বেলোয়ারী-রাগ)

আজুরে শ্রীচান্দমুখ দরশন ভেল।
জনমে জনমে সব দুঃখ দূরে গেল।। ধ্রু।। ২৫।।
নাহি শোক-মোহ যথা, নাহি জরা-ভয়।
নাহি কালগতি যথা, মায়া পরিচয়।। ২৬।।
কোটি কোটি বৈসে বিষ্ণু-পারিষদগণ।
শ্যাম-কলেবর ধরে, সুপীত বসন।। ২৭।।
চতুর্ভুজ, মহাবাহু, শঙ্খচক্রধারী।
রাজীবলোচন তাঁ'রা দিব্য বনমালী।। ২৮।।
মহামণিময় দিব্য রতনভূষিত।
মুকুট-কুণ্ডল-মণিগণ-বিরাজিত।। ২৯।।
তা'র মাঝে দেবদেব মহারাজেশ্বর।
কমলা করয়ে পদসেবা নিরন্তর।। ৩০।।
মহাধন-মণিগণ-ভূষণ-ভূষিত।
মুকুট-কুণ্ডল, মণিহার বিরাজিত।। ৩১।।
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম শোভে চারি ভুজে।
পীতবাস কিঙ্কিণি, কেয়ুর সুবিরাজে।। ৩২।।
অষ্টনিধি, চারিবেদ ধরিয়া মুরতি।
তত্ত্বগণ রূপ ধরি' করে নানা স্তুতি।। ৩৩।।
এরূপ দেখিল ব্রহ্মা প্রভু-জগন্নাথ।
চরণপঙ্কজে কৈলা বহু দণ্ডপাত।। ৩৪।।
প্রেমভরে পুলকিত পূরিল অন্তর।
প্রেমজলে পূরিল ব্রহ্মার কলেবর।। ৩৫।।

প্রেমে গদগদ বাণী, বাহ্য নাহি জানে।
শিরে কর যুড়িয়া রহিলা বিদ্যমানে।। ৩৬।।

শ্রীহরিকর্ত্তৃক শ্রীব্রহ্মার প্রতি শ্রীভাগবতোপদেশ

হাসিয়া উত্তর তবে দিলা চক্রপাণি।
'বর মাগ প্রজাপতি, শুন তত্ত্ববাণী।। ৩৭।।
বড় দুঃখে তপ তুমি কৈলে চিরকালে।
তুষ্ট হৈয়া দিব্যরূপ দেখাইলুঁ তোরে।। ৩৮।।
আমার এ রূপ যাঁ'র হয়ে দরশন।
সেইক্ষণে হয় ভববন্ধ-বিমোচন।। ৩৯।।
গতাগত-শ্রম আর নহিব তোমার।
আজ্ঞা লৈয়া চল তুমি সৃষ্টি করিবার।। ৪০।।
চারি শ্লোকে ভাগবত কহিলুঁ সংক্ষেপে।
এই তত্ত্বজ্ঞান ব্রহ্মা জানিহ স্বরূপে।। ৪১।।
সৃষ্টি-কার্য্যে চল তুমি, চিন্তা নাহি কর।
তত্ত্বজ্ঞান করি' এই ভাগবত ধর।। ৪২।।
তুমি সৃষ্টি কর ব্রহ্মা, এক মন-চিতে।
তবে ত' তোমার চিত্ত না যাবে বিপথে।।' ৪৩।।
এতেক বলিয়া দেবদেব নারায়ণ।
অন্তর্দ্ধান করি' প্রভু চলিলা তখন।। ৪৪।।

সৃষ্টিকার্য্যে শ্রীব্রহ্মার শ্রীকৃষ্ণশক্তি-প্রেরণাপ্রাপ্তি
(কানাড়া-রাগ)

দেখরে দেখরে সুন্দর যদুনন্দনা।
ইন্দ্রনীলমণি কিয়ে এ শ্যাম-বরণা।। ধ্রু।। ৪৫
কৃষ্ণের চরণে ব্রহ্মা করিয়া প্রণাম।
সৃষ্টি করিবার তরে গেলা নিজ স্থান।। ৪৬।।
পূরবে যেরূপে ছিল কল্প-বিকল্পনা।
সেইরূপে কৈল ব্রহ্মা জগত-রচনা।। ৪৭।।
তবে মহাযোগেশ্বর নারদ কুমার।
ব্রহ্মার সদনে গেলা তত্ত্ব জানিবার।। ৪৮।।
তবে ভাগবত ব্রহ্মা কহিল তাঁহারে।
আপনে কহিল যাহা দেব-দেবেশ্বরে।। ৪৯।।
দশবিধ-লক্ষণ পুরাণ-বেদসার।
ব্রহ্মামুখে জানিলেন নারদ-কুমার।। ৫০।।
নারদ ব্যাসেরে তবে কৈলা উপদেশ।
ব্যাসে আমা' পঢ়াইল করিয়া বিশেষ।। ৫১।।
সেই ভাগবত আমি কহিব তোমারে।
সাবধান হঞা তুমি শুন নৃপবরে।। ৫২।।

মহাপুরাণের দশ-লক্ষণ

সর্গ, বিসর্গ, স্থান, পোষণ, ধারণ।
কর্ম্ম বাসনা, মন্বন্তর-বিবরণ।। ৫৩।।
ঈশ্বরচরিত, মুক্তি, প্রলয়, আশ্রয়।
দশবিধ কহিল লক্ষণ-পরিচয়।। ৫৪।।
জীবের স্বরূপ গতি, বন্ধ-বিমোচন।
যেরূপে তত্ত্বের গতি, মায়ার জনম।। ৫৫।।

প্রাকৃতসর্গ-বিস্তার

সত্ত্ব-রজ-তম—তিন গুণ-উতপতি।
যেরূপে বিরাট্‌রূপ হৈল সুরপতি।। ৫৬।।
যেরূপে সৃজিলা জল, এ মহীমণ্ডল।
নদ-নদী, স্থাবর-জঙ্গম, চরাচর।। ৫৭।।
যেরূপে সাগর, গিরি, পাতাল-কল্পনা।
যেরূপে উপরে সাত লোকের রচনা।। ৫৮।।
দেবতা, দানব, নর, কিন্নর, বানর।
সুর, সিদ্ধ, মুনি, মনু, যক্ষ, বিদ্যাধর।। ৫৯।।
নগ, নাগ, কিম্পুরুষ, গুহ্যক, চারণ।
ভূত-প্রেত, পিশাচ, রাক্ষস, দুষ্টগণ।। ৬০।।
পশু, পক্ষী, খগ, মৃগ, কীটাদি, পতঙ্গ।
চতুর্বিধ জীবজাতি, সিংহ ও মাতঙ্গ।। ৬১।।
জল-স্থল-পাতাল সকল-লোকবাসী।
একে একে সৃজিল যতেক জীবরাশি।। ৬২।।
এইরূপে সৃজে হরি সকল সংসার।
প্রলয়-সময়ে করে জগত সংহার।। ৬৩।।
নানারূপ ধরি' হরি করয়ে পালনে।
তবে পাদ্মকল্প কহি শুন সাবধানে।।" ৬৪।।

শ্রীমৈত্রেয়-বিদুর-সংবাদের মূল-কারণ

পুছিল শৌনক তবে সূত-সন্নিধানে।
কেনে ঘর ছাড়িয়া বিদুর গেলা বনে? ৬৫

সে-হেন সম্পদ কেনে ছাড়িল বিদুরে?
কিরূপে চলিলা তিঁহ তীর্থ করিবারে? ৬৬
মৈত্রেয় মুনির সনে কোথা দরশন?
কি কাজে একত্র হৈলা দুহার মিলন? ৬৭
কি কথা কহিল মুনি বিদুরের স্থানে?
এ সব কহিবে সূত, শুনে মুনিগণে।।" ৬৮।।
তবে সূত কহিতে করিল অনুবন্ধ।
যেরূপে মৈত্রেয়-সনে বিদুর-প্রসঙ্গ।। ৬৯।।
এই কথা জিজ্ঞাসিলা রাজা পরীক্ষিৎ।
শুক মুনি কহিলা করিয়া বিস্তারিত।। ৭০।।

দ্বিতীয়-স্কন্ধ কথামর্ম্ম

"কহিব তোমারে রাজা, শুন সাবধানে।
বিদুর-মৈত্রেয়-কথা বিদিত ভুবনে।। ৭১।।
কহিল দ্বিতীয়-স্কন্ধ-কথা সমাধানে।
ভক্তিযোগ কহি, যাথে নানা উপাখ্যানে।। ৭২।।
ধন্য পুণ্য-পাপহর পরম পবিত্র।
ভব-বন্ধ-বিদারণ গোবিন্দচরিত্র।।" ৭৩।।
সুখে ভাগবত লোক বুঝিব কারণে।
গীতবন্ধে ভাগবত কহি সাবধানে।। ৭৪।।
ধীরশিরোমণি শ্রীল-গদাধর জান।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস-গান।। ৭৫।।

ইতি শ্রীভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে প্রেমতরঙ্গিণী-দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।। ২।।
সমাপ্তশ্চায়ং দ্বিতীয়ঃ স্কন্ধঃ।। ২।।

তৃতীয় স্কন্ধ

প্রথম অধ্যায়

ভক্তিশ্চতুর্বিধা জ্ঞানং বিজ্ঞান তত্ত্বনির্ণয়ম্।
তৃতীয়স্কন্ধচরিতং শৃণুধ্বং যত্র বর্ণ্যতে।। ১।।

কৌরবগণের অত্যাচার
(সিন্ধুড়া-রাগ)

ধৃতরাষ্ট্র রাজা ছিল কুপুত্র-অধীন।
সে যেই ইচ্ছয়ে, তাই করে অক্ষিহীন।। ২।।
পঞ্চটী পাণ্ডব শুদ্ধধর্ম্ম-কলেবরে।
তা সভা পোড়া'তে রাজা থুইল জৌঘরে।। ৩।।
ছলে রাজ্য হারাইল দ্যূতক্রীড়া করি'।
দ্রৌপদী সভাতে আনে কেশপাশ ধরি'।। ৪।।
বিষলাড়ু দিলা ভীমে মারিবার তরে।
এইরূপে কত কত কৈল পরকারে।। ৫।।
ধৃতরাষ্ট্র মহারাজ মন্ত্রণা করিতে।
ডাক দিয়া বিদুরে আনিলা সভাতে।। ৬।।

শ্রীবিদুরের সদুপদেশ-দান

কহিতে লাগিলা তবে বিদুর সুমতি।
"কহিব তোমারে রাজা কর অবগতি।। ৭।।
যুধিষ্ঠিরে দেহ তুমি অর্ধ রাজ্যখণ্ড।
দু'ভাই অর্জ্জুন ভীম মহাপরচণ্ড।। ৮।।
কৃষ্ণ তা'র সহায় অখিল-লোকপতি।
তা'র সঙ্গে ছাড় রাজা বিবাদ-যুকতি।। ৯।।
কুলাঙ্গার দুর্যোধন আছে নিজ পুরে।
এ বড় বিষম দোষ দেখিয়ে তোমারে।।" ১০।।

দুর্যোধন কর্ত্তৃক শ্রীবিদুরের অপমান

এ বোল শুনিয়া দুর্যোধন দুরাচার।
বিদুরকে দিলা গালি ভর্ৎসিয়া অপার।। ১১।।
"কে আনিল হেন দুষ্ট সভার ভিতরে?
যা'র অন্ন খাঞা জীয়ে, মন্দ বোলে তা'রে।। ১২।।

সহজে অলপ-জাতি দাসীর কুমার।
আনিতে উচিত নহে সভার মাঝার।। ১৩।।
সভা হৈতে দূর কর কুমন্ত্রভাজন।
পরপক্ষ হৈয়া বলে অসত্য বচন।।" ১৪।।

শ্রীবিদুরের প্রব্রজ্যা-গ্রহণ ও তীর্থাটন

এ বোল শুনিয়া ধীর ব্যাসের নন্দন।
দ্বারে ধনু থুইয়া বনে চলিলা তখন।। ১৫।।
অবধূত বেশ ধরি' শিরে জটাভার।
দণ্ড-কমণ্ডলু করে, পরে বাঘছাল।। ১৬।।
নানা তীর্থ যত যত আছে ক্ষিতিতলে।
পুণ্য নদ-নদী, যত পুণ্য সরোবরে।। ১৭।।
যে যে রূপ ধরি' হরি যথা যথা বৈসে।
করিয়া সকল তীর্থ চলিলা প্রভাসে।। ১৮।।
যখনে বিদুর আসি' প্রভাসে মিলিলা।
লোকমুখে বন্ধুগণ-নিধন শুনিলা।। ১৯।।
জানিলা বিদুর—ভার হরিলা শ্রীহরি।
ক্ষণেক বসিলা তবে চিত্ত স্থির করি'।। ২০।।
যুধিষ্ঠিরে রাজা করি' প্রভু যদুবর।
শাসিয়া সকল দিল ধরণীমণ্ডল।। ২১।।
এ সব শুনিয়া সরস্বতীতীরে আসি'।
তথা রহি' নানা তীর্থ কৈল তীর্থবাসী।। ২২।।
তবে আসি' বিদুর প্রয়াগে উত্তরিলা।
উদ্ধবের সঙ্গে তথা দরশন হৈলা।। ২৩।।

শ্রীবিদুর-উদ্ধব-মিলন
(মোরহাটী-রাগ)

দ্বারকার কথা জিজ্ঞাসিলা একে একে।
সঙরিয়া উদ্ধব আকুল হৈলা শোকে।। ২৪।।
সেই মহাভক্তজন কৃষ্ণের কিঙ্কর।
এ' জন পরাণে জীয়ে বড় চমৎকার।। ২৫।।
সঙরি' বিচ্ছেদ তাঁ'র জীয়ে হেন জন।
এই ত' অল্প নহে শকতি-কারণ।। ২৬।।
পাঁচ বরষের শিশু যখনে আছিল।
ভাত খাইবার তরে মায়ে ডাক দিল।। ২৭।।
না ছাড়িল কৃষ্ণকেলি না কৈল ভোজন।
হেন সে উদ্ধব মহাভাগবত জন।। ২৮।।
ভূমিতে পড়িলা সে যে হঞা মূরছিত।
ক্ষণেক থাকিয়া তবে স্থির কৈল চিত।। ২৯।।
পুলকে পূরিল অঙ্গ সজলনয়নে।
চিত্ত নিবারিয়া কথা কহে মতিমানে।। ৩০।।

শ্রীউদ্ধবের করুণোক্তি

কি কহিব কুশল, বিদুর মহামতি।
হতভাগ্য সব লোক, হত বসুমতী।। ৩১।।
হতভাগ্য যদুকুল জান ভালমতে।
একত্রে বসিয়া কৃষ্ণের না জানিল তত্ত্বে।। ৩২।।
ইঙ্গিতজ্ঞ এক মহামতি অনুভাব।
হেন হঞা না জানিল প্রভুর স্বভাব।। ৩৩।।
দেবমায়া বলবতী কি কহিব তা'রে?
হরয়ে সভার মতি ভ্রম করিবারে।। ৩৪।।

শ্রীউদ্ধব-কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের অপরূপলীলা-স্মরণ

ব্রহ্মশাপ-ছলে হরি যদুকুল হরে।
বৈকুণ্ঠবিজয় তবে কৈলা যদুবরে।। ৩৫।।
উদ্দেশ না জানে যা'র ভব-আদি সুরে।
কে জানে কিরূপে হরি কোন্ কর্ম্ম করে? ৩৬
কর্ত্তা নহে—কর্ম্ম করে, অজ হঞা—জন্ম।
কে জানে কিরূপে হরি করে কোন্ কর্ম্ম? ৩৬
অসুর বধিতে জন্ম বসুদেবঘরে।
পলাঞা গোকুল যায় কংসাসুর ডরে।। ৩৮।।
আর এক দুঃখ মোর শুন মহামতি।
বাপের চরণ ধরি' করয়ে কাকুতি।। ৩৯।।
বসুদেব-দেবকীর ধরিয়া চরণ।
আপনার অপরাধ করায় খণ্ডন।। ৪০।।
শরণ পশিয়া তাঁ'র চরণ-কমলে।
কেবা দুঃখ নাহি তরে এ ভব-সংসারে? ৪১
সাক্ষাতে দেখিলে তুমি আর অদভুত।
কি কাজে কিঙ্কর হৈলা, অর্জ্জুনের দূত? ৪৩

শিশুপাল করিয়া অশেষ অপরাধ।
চরণে প্রবেশ কৈলা দেখিলা সাক্ষাৎ।। ৪৪।।
ভারতে যতেক দৈত্য পড়িল সমরে।
মুখচন্দ্র দেখি' গেলা বৈকুণ্ঠ-নগরে।। ৪৫।।

শ্রীকৃষ্ণের অসীম কারুণ্য

উগ্রসেন-সাক্ষাতে দাণ্ডাঞা বনমালী।
ভৃত্য যেন আজ্ঞা মাগে, করযোড় করি'।। ৪৬।।
কালকূটস্তন পান পূতনা করায়।
সে-হেন রাক্ষসী হঞা মাতৃপদ পায়।। ৪৭।।
যত দৈত্যগণ মৈল সমর-ভিতরে।
তারা সে বৈষ্ণব বড় মোর চিত্তে ধরে।। ৪৮।।
গরুড়বাহন হরি দেখিয়া সাক্ষাতে।
সবংশে বৈকুণ্ঠে চলি' গেলা সেই পথে।। ৪৯।।
সে-সব কহিতে মোর মনে দুঃখ উঠে।
সঙরি' প্রভুর গুণ মোর প্রাণ ফাটে।। ৪৯।।
আর কি কহিব কথা, শুন হে বিদুর।
প্রাণ হরি' লৈয়া প্রভু গেলা নিজপুর।। ৫০।।

শ্রীহরির বিচিত্র-লীলা

গোধন চরায় হরি গোপবেশ ধরি'।
গোপশিশু সঙ্গে করি' করে নানা কেলি।। ৫১।।
বিবিধ দানব মারে বিবিধ প্রকারে।
দাবাগ্নি করিয়া পান গোকুল উদ্ধারে।। ৫২।।
দুষ্ট নাগ দমিয়া পাঠাইল আন স্থান।
যমুনার জল কৈল অমৃতসমান।। ৫৩।।
যজ্ঞ ভঙ্গ করিয়া ইন্দ্রের ভাঙ্গে পূজা।
করে গিরি ধরি' রাখে গোকুলের প্রজা।। ৫৪।।
রাসকেলি করে ব্রজ-রমণীমণ্ডলে।
অখিল ভুবনে অনুপাম রূপ ধরে।। ৫৫।।
কংসে মারি' উগ্রসেনে অভিষেক করে।
গুরুসেবা বালকের জানান গুরু ঘরে।। ৫৬।।

শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকেশ-লীলা

রাজচক্র জিনিঞা রুক্মিণীদেবী হরে।
সাত বৃষ বান্ধি' নাগ্নজিতী বিভা করে।। ৫৭।।
এইমতে অষ্টদেবী বিবাহ করিয়া।
ষোল-সহস্র কন্যা আনে নরক জিনিয়া।। ৫৮।।
নরকে মারিয়া তা'র পুত্রে কৈল রাজা।
স্বর্গে গেলা, ইন্দ্রাদি দেবেতে কৈল পূজা।। ৫৯।।
পারিজাত আনিলা জিনিঞা দেবগণে।
কল্পতরু আরোপিলা দ্বারকাভবনে।। ৬০।।
ষোড়শ-সহস্ররূপ ধরি' এককালে।
ষোড়শ-সহস্র বিভা কৈলা যদুবরে।। ৬১।।

ভূভার হরণার্থ অসুরমারণ-লীলা

যত যত পরচণ্ড দৈত্য-অধিকারী।
জরাসন্ধ-আদি সব মারিল মুরারি।। ৬২।।
যুধিষ্ঠির-আদি পঞ্চ পাণ্ডবের সঙ্গে।
দুর্যোধন-সঙ্গে কৈলা বৈর-অনুবন্ধে।। ৬৩।।
হরিলা সকল ভার এই লক্ষ্য করি'।
সত্যের পালন তবে করিলা শ্রীহরি।। ৬৪।।

পাণ্ডবগণের প্রতি কৃপা

যুধিষ্ঠিরে রাজা করি' নিজ অধিকারে।
অশ্বমেধ-যজ্ঞ করাইল তিন বারে।। ৬৫।।
শাসিয়া সকল দিল মেদিনীমণ্ডল।
পৃথিবীর রাজা দিল করিয়া কিঙ্কর।। ৬৬।।
উত্তরার গর্ভরক্ষা, সত্যের পালন।
দ্বারকা চলিয়া তবে আইলা নারায়ণ।। ৬৭।।

দ্বারকায় বৈভব-প্রকটন ও সঙ্গোপন

রাজরাজ্যেশ্বর হই' দ্বারকামণ্ডলে।
গৃহসুখ মিথ্যা জানাইলা এ-সংসারে।। ৬৮।।
প্রকৃতি-পুরুষপর পুরুষ পুরাণ।
গৃহধর্ম্ম কৈলা যেন জীবের সমান।। ৬৯।।
কত কোটি সুত-দার কে কহিতে পারে?
কত কত যজ্ঞ-দান কৈলা ঘরে ঘরে! ৭০
কত কর্ম্ম, কত রূপ কৈলা একবারে!
দ্বারকায় সম্পদ শ্রুতির অগোচরে।। ৭১।।

তিলেকে সকল নাশ কৈলা যদুবর।
সাগরে মজ্জিলা তবে দ্বারকা-নগর।। ৭২।।
ব্রহ্মশাপ ছল করি' তেজি' নিজ-পুরে।
প্রভাসে আসিয়া প্রভু কুলক্ষয় করে।। ৭৩।।
যদুকুল সংহার করিয়া যোগেশ্বরে।
বীরাসন করিয়া বসিলা তরুমূলে।। ৭৪।।
বৈকুণ্ঠনাথের হৈল বৈকুণ্ঠ-বিজয়।
সুরগণে জানিলেন প্রভুর হৃদয়।। ৭৫।।

যদুকুল বিনাশান্তে শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধান
(পঠমঞ্জরী-রাগ)

ব্রহ্মা, ভব, সুরপতি, শশী, দিনকর।
সুর, সিদ্ধ, মুনিগণ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর।। ৭৬।।
তাঁ'রা সব সভাই রহিলা সাবহিতে।
সভেই বলেন—'প্রভু যাইবা এ-পথে'।। ৭৭।।
নরবেশ ছাড়ি' প্রভু নিজ বেশ ধরে।
সূর্য্যকোটি জিনিঞা প্রকাশ কলেবরে।। ৭৮।।
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম ধরে চারি ভুজে।
ধ্বজ-ব্রজ বিরাজিত চরণ-পঙ্কজে।। ৭৯।।
মুকুট-কুণ্ডল-হার-কটক বিরাজে।
সুপীবর বক্ষেতে কৌস্তুভমণি সাজে।। ৮০।।
দিব্যগন্ধ তুলসী, কুসুম, দিব্য মালা।
দিব্যমণিময় হার চমকে চপলা।। ৮১।।
চরণে নূপুর, করে কেয়ূর-কঙ্কণ।
পীতবাস পরিধান, বিচিত্র ভূষণ।। ৮২।।
বৈকুণ্ঠের পারিষদ অষ্ট মহানিধি।
নিজ-রূপ ধরি' সব আইলা যোগসিদ্ধি।। ৮৩।।
স্বর্গে যেন তারা ছুটে, বিজুরি সঞ্চারে।
হেন অলক্ষিত-গতি চলিলা সত্বরে।। ৮৪।।
যে দেব আসিল যথা, রহিলা সেমতে।
কেহ না জানিলা—প্রভু গেলা কোন্ পথে।। ৮৫।।
তখনে আছিলুঁ মুঞি অধম বঞ্চিত।
না জানিলুঁ কিরূপে চলিলা আচম্বিত।। ৮৬।।

অন্তর্দ্ধানকালে শ্রীউদ্ধবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণ-কৃপা

কহিলা মোহর তরে দিব্য যোগ-জ্ঞান।
বৈকুণ্ঠ চলিলা তবে পুরুষ-পুরাণ।। ৮৭।।
আজ্ঞা হৈল মোরে যাইতে বদরিকাশ্রম।
ভাগ্যে তোমা' সনে হৈল পথে দরশন।। ৮৮।।
নর-নারায়ণ তথা পুরুষ-পুরাণ।
ভক্তিযোগ সাধিব তাঁহার সন্নিধান।।" ৮৯।।

শ্রীবিদুর-উদ্ধব-মিলন

এত মর্ম্ম শুনিঞা বিদুর মহাশয়।
করযোড়ে বলে কিছু করিয়া বিনয়।। ৯০।।
"কৃপা করি' যদি মোরে, কহ তত্ত্বজ্ঞান।
তোমার প্রসাদে মোর হয় পরিত্রাণ।। ৯১।।
লোকহিত করিতে বৈষ্ণব-অবতার।
সর্ব্বত্র বেড়াঞা করে জীবের উদ্ধার।।" ৯২।।

(ভাটিয়ারী-রাগ)

কহিলা উদ্ধব তবে জ্ঞানে সুপণ্ডিত।
"আমি উপদেশ দিতে না হয় উচিত।। ৯৩।।
মৈত্রেয় মুনিকে আজ্ঞা দিলেন আপনে।
'এই জ্ঞান দিহ তুমি বিদুরের স্থানে।। ৯৪।।
বিদুর আমার সখা, শুন মহামুনি'।
মোর বিদ্যমানে কহিলেন চক্রপানি।। ৯৫।।
মৈত্রেয় তোমারে কহিবেন তত্ত্বজ্ঞান।
শীঘ্র চলি' যাহ তুমি মুনি সন্নিধান।।" ৯৬।।
এতেক বলিয়া তবে হরির কিঙ্কর।
চলিলা উত্তরমুখে ভকতশেখর।। ৯৭।।

শ্রীহরির আজ্ঞানুসারে শ্রীমৈত্রেয় ঋষির নিকট
শ্রীবিদুরের তত্ত্বকথা-শ্রবণ।

বিদুর অজ্ঞান হই' পড়িলা ভূমিতলে।
'হা কৃষ্ণ, হা কৃষ্ণ' বলি' কান্দে উচ্চৈঃস্বরে।। ৯৮।।
ক্ষণে চিত্ত স্থির করি' চলিলা তখন।
গঙ্গাদ্বারে গিয়া পাইল মুনির দর্শন।। ৯৯।।

দেখিলা মৈত্রেয়মুনি মহাগুণনিধি।
কর যোড়ি' প্রণাম করিলা মহাবুদ্ধি।। ১০০।।
প্রণত-কন্ধর হই' বলে স্তুতিবাণী।
'জিজ্ঞাসা করিব কিছু, শুন মহামুনি।। ১০১।।
আমি দীন হীন জনে যদি দয়া হয়।
সে-সব কহিলে মোর খণ্ডয়ে সংশয়।। ১০২।।

শ্রীবিদুরের পরিপ্রশ্ন
(বেলোয়ারী-রাগ)

সুখ-হেতু করে লোক নানা পুণ্য-কর্ম্ম।
তাহাতে না দেখি সুখ, না ঘুচে অধর্ম্ম।। ১০৩।।
পরিণামে দুঃখ সভে দেখিয়ে তাহার।
কহ মুনি তপোধন, কি হয় বিচার? ১০৪
কিরূপে করয়ে প্রভু সৃষ্টি, পরলয়?
কিরূপে পালন করে প্রভু দয়াময়? ১০৫
প্রলয়সাগরে করি' অনন্ত-শয়ন।
যোগনিদ্রা কিরূপে করয়ে নারায়ণ।। ১০৬।।
দান, পুণ্য, যজ্ঞ, ব্রত শুনিল ভারতে।
ব্যাসমুখে শুনিয়া সন্তোষ নৈল চিতে।। ১০৭।।
হরিকথা-সুধা পান করিতে শ্রবণে।
তৃপ্তি মানয়ে, হেন আছে কোন্ জনে? ১০৮
সর্ব্বধর্ম্মসার হরি-কথাসুধা-পান।
তাহা বিনে মুনি তুমি না কহিবে আন।। ১০৯।।

শ্রীবিদুরের প্রতি ঋষির স্নেহ-প্রকাশ

বিদুরের বচন শুনিঞা মহামুনি।
'সাধু সাধু'-বাদ করি' বিদুরে বাখানি।। ১১০।।
ব্যাসের নন্দন তুমি যম ধর্ম্মরাজ।
তুমি যে বৈষ্ণব হ'বে, কত বড় কাজ।। ১১১।।
মুনি মাণ্ডব্যের শাপে তুমি শূদ্র-জাতি।
শুদ্ধভাবে ভজিলে গোবিন্দ প্রাণপতি।। ১১২।।
তোমার কারণে হরি বলিলা আমারে।
'তত্ত্ব উপদেশ তুমি কহিও বিদুরে।।' ১১৩।।
যে কহিলা কৃষ্ণ, তাহা কহিব তোমারে।
অনন্ত তাঁহার গুণ, কে বর্ণিতে পারে? ১১৪

শ্রীমৈত্রেয়মুনি-কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণকথিত জ্ঞানোপদেশ

এতেক বলিয়া তবে মুনি যোগেশ্বর।
সৃষ্টি-স্থিতি-উতপতি কহিলা পূর্ব্বাপর।। ১১৫।।
সৃষ্টি করিবারে যবে প্রভুর ইচ্ছা হৈল।
প্রকৃতি, পুরুষ, কাল, মহৎ জন্মিল।। ১১৬।।
অহঙ্কার, পঞ্চতত্ত্ব, পঞ্চভূতগণ।
দশবিধ ইন্দ্রিয়, দেবতা দশজন।। ১১৭।।
এ-সব একত্র হই' করিব সৃজন।
অহঙ্কারে একত্র নহিল কোন জন।। ১১৮।।
তা'রা যদি না পারিল সৃষ্টি করিবারে।
কৃষ্ণেরে প্রণাম কৈল কর যুড়ি শিরে।। ১১৯।।
ভকতি-প্রণতি-স্তুতি কৈল নানাভাবে।
সর্ব্বভাবে করিয়া ভজিলা দেব-দেবে।। ১২০।।
কালরূপ ধরিয়া অনন্ত হৃষীকেশ।
সভার হৃদয়-মাঝে কৈল পরবেশ।। ১২১।।
তবে তা'রা সভে মেলি' হৈল একমতি।
সৃজিল ব্রহ্মাণ্ড নানা বিচিত্র-শকতি।। ১২২।।

শ্রীনারায়ণ হইতে নিখিল বিশ্বের প্রকাশ

ব্রহ্মাণ্ড মজিল তবে প্রলয়সাগরে।
সহস্র বৎসর হৈল জলের ভিতরে।। ১২৩।।
তবে প্রভু ধরিয়া বিরাট কলেবর।
ব্রহ্মাণ্ড স্থাপিলা তুলি' জলের উপর।। ১২৪।।
আপনে প্রবেশ কৈলা বাহ্য-অভ্যন্তরে।
সুদৃঢ় ব্রহ্মাণ্ড হৈল কৃষ্ণশক্তি-বলে।। ১২৫।।
তাহার ভিতরে হৈল ব্রহ্মাদি-কল্পনা।
এ চৌদ্দ ভুবন, আর বিবিধ রচনা।। ১২৬।।
চন্দ্র, সূর্য্য, পুরন্দর, যম, হুতাশন।
কুবের, ঈশান, বসু, বরুণ পবন।। ১২৭।।
সুর, সিদ্ধ, নর, নাগ, যক্ষাদি, কিন্নর।
নক্ষত্র-সকল, আর সাধ্য, বিদ্যাধর।। ১২৮।।
সুরাসুর, মুনিগণ, গন্ধর্ব, খেচর।
পশু-পক্ষী, খগ-মৃগ, জল-স্থলচর।। ১২৯।।

অশেষ-বিশেষ জন্তু, নানা চরাচর।
সকল সৃজিল প্রভু ব্রহ্মাণ্ড-ভিতর।। ১৩০।।

বর্ণাশ্রমাচারাদির উৎপত্তি

মুখ হৈতে ব্রাহ্মণে সৃজিলা সুরপতি।
বাহুমূলে ক্ষত্রিয়ের করিলা উতপতি।। ১৩১।।
বৈশ্যজাতি উরুস্থলে কৈলা উতপন্ন।
পদযুগে শূদ্রজাতি করয়ে সৃজন।। ১৩২।।
সর্ব্ববর্ণ-সর্ব্বধর্ম্ম-আশ্রম-আচার।
সৃজিলা সবার বৃত্তি, আহার-বিহার।। ১৩৩।।
শস্ত্র-শাস্ত্র, নানা-বিদ্যা, শিল্প-ব্যবহার।
সর্ব্বজীব-জীবন-উপায়-পরকার।। ১৩৪।।
কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড সৃজয়ে এইরূপে।
কে জানে, কেমন কর্ম্ম, করে কোন্ রূপে? ১৩৫
কহিল তোমারে কিছু বুদ্ধি অনুসারে।
সকল কহিব, হেন শক্তি কেবা ধরে?" ১৩৬
ভাগবত-আচার্য্যের মধুর বচন।
উদ্দেশে কহিলুঁ কিছু সৃষ্টি-নিরূপণ।। ১৩৭।।
শুনিলে দুরিত হরে' পুণ্য-উপচয়।
বিষ্ণুলোকে বাসে তা'র, ঘুচে ভবভয়।। ১৩৮।।
ধীরশিরোমণি শ্রীল গদাধর জান।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস-গান।। ১৩৯।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে তৃতীয়স্কন্ধে প্রেমতরঙ্গিণী-প্রথমোঽধ্যায়ঃ।। ১।।

দ্বিতীয় অধ্যায়

(বরাড়ী-রাগ)

এতেক শুনিঞা তবে বিদুর সুধীর।
নয়নে আনন্দজল, পুলক শরীর।। ১।।
তবে আর জিজ্ঞাসিল মুনি-সন্নিধানে।
প্রণত-কন্ধর হই' পুছিলা বিধানে।। ২।।

শ্রীভগবদবতার ও তৎপ্রসন্নতা-কারণ-সম্বন্ধে প্রশ্ন

'অজ, নিরঞ্জন, হরি নির্গুণ-বিহার।
সে কেন শরীর ধরি' করে অবতার? ৩
দান-যজ্ঞ-ব্রতবিধি, নানাবর্ণ-ধর্ম্ম।
জীবগতি কহিবে সকল গুণ-কর্ম্ম।। ৪।।
কোন্ কর্ম্মে দেবদেব হয় পরসন্ন?
কোন্ কর্ম্মে করিব গোবিন্দ-আরাধন? ৫
ভক্তি-জ্ঞান-বৈরাগ্য কহিবে যোগ গতি।
জ্ঞান-দান দিঞা মোর ঘুচাহ দুর্ম্মতি।।" ৬।।

শ্রীব্রহ্মা ও শ্রীসনকাদির শ্রীভাগবত-শ্রবণ

কহিতে লাগিলা তবে মুনির প্রধান।
"ধন্য পুরুবংশে, যাথে তুমি উপাদান।। ৭।।
হরিকথামৃত পান কর মহাভাগ।
পদে পদে নব নব বাঢ়ে অনুরাগ।। ৮।।
ব্রহ্মার আননে যে কহিল সুরেশ্বরে।
সেই ভাগবত আমি কহিব বিস্তারে।।" ৯।।
অনন্ত ধরণীধর সহস্র-বয়ান।
সনকাদি চারি মুনি গেলা তাঁ'র স্থান।। ১০।।
যেরূপে তাঁহার স্তুতি কৈলা আরাধন।
যেরূপে ধরণীধর হৈলা পরসন্ন।। ১১।।
সনক-সনন্দ আর মুনি সনাতন।
সনৎকুমার—চারি ব্রহ্মার নন্দন।। ১২।।
ধরণীধরের স্থানে পাইলা উপদেশ।
মৈত্রেয় কহিলা সেই করিয়া বিশেষ।। ১৩।।

শ্রীব্রহ্মার নিজ-জন্মকারণানুসন্ধানে ব্যর্থতা ও তাঁহার শরণাগতি-দর্শনে শ্রীহরি কর্ত্তৃক শ্রীভাগবতোপদেশ

"প্রলয়-সময়ে বিশ্ব করিয়া উদরে।
অনন্ত শয়নে ছিলা প্রভু বিশ্বম্ভরে।। ১৪।।
তাঁ'র নাভিকমলে ব্রহ্মার উতপতি।
চিরকাল ধ্যান করি' রহে প্রজাপতি।। ১৫।।
কত বড় নাভিপদ্ম, কি তাঁ'র আধার।
ব্রহ্মা হঞা না পারিল তত্ত্ব জানিবার।। ১৬।।
পদ্মনাল-বিবরে করিয়া পরবেশ।
'কোথা হৈতে হৈল পদ্ম?'—না পাইল উদ্দেশ।। ১৭
চিরকাল ভ্রমিঞা উঠিল আরবার।
এইরূপে ভ্রমিতে রহিলা চিরকাল।। ১৮।।
চিরপরিশ্রমে ব্রহ্মা হৈলা অবসন্ন।
তবে হরি সাক্ষাতে দিলেন দরশন।। ১৯।।
অনন্ত-শয়নে হরি দিব্যরূপ ধরে।
নানা-স্তুতি কৈলা ব্রহ্মা প্রণতকন্ধরে।। ২০।।
প্রসন্ন হইয়া প্রভু পুরুষ-পুরাণ।
ব্রহ্মাকে কহিলা ভাগবত-তত্ত্বজ্ঞান।। ২১।।
বিশ্ব সৃজিলেন ব্রহ্মা পাঞা উপদেশ।
কহিল মৈত্রেয় মুনি করিয়া বিশেষ।। ২২।।
যত যত পুছিলা বিদুর মহাশয়।
সকল কহিলা মুনি প্রসন্নহৃদয়।। ২৩।।

শ্রীব্রহ্মার মানস ও কায়িকাদি-সৃষ্টি

যতেক মানস-সৃষ্টি কৈলা পিতামহে।
তবে আর যতেক সৃজিলা নিজদেহে।। ২৪।।
সনকাদি চারিমুনি মানস-কুমার।
রুদ্র সৃষ্টি কৈলা ব্রহ্মা হর-অবতার।। ২৫।।
মনে উপজিল মুনি মরীচি-তনয়।
নয়নে জন্মিল অত্রি-মুনি মহাশয়।। ২৬।।
জন্মিলা অঙ্গিরামুনি ব্রহ্মার বদনে।
জন্মিলা পুলস্ত্যমুনি ব্রহ্মার শ্রবণে।। ২৭।।
জন্মিলা পুলহমুনি নাভির বিবরে।
ক্রতুমুনি জন্মিলা ব্রহ্মার দুই করে।। ২৮।।
চর্ম্মে উপজিল ভৃগু মুনির প্রধান।
প্রাণ হৈতে বশিষ্ঠ জন্মিলা মতিমান্।। ২৯।।
দক্ষিণ অঙ্গুলি হৈতে দক্ষের জনম।
বক্ষঃস্থলে জন্মিলা নারদ-তপোধন।। ৩০।।
স্তন হৈতে জনমিলা ধর্ম্ম-অবতার।
পৃষ্ঠে উপজিলা মৃত্যু অধর্ম্ম দুর্ব্বার।। ৩১।।
হৃদয়ে জন্মিলা কাম, ক্রোধ ভুরুযুগে।
অধরে জন্মিলা লোভ, বাণী হৈলা মুখে।। ৩২।।
ছায়া হৈতে জন্মিলা কর্দ্দম মুনিবর।
চারিমুখে চারিবেদ সৃজে সুরেশ্বর।। ৩৩।।
অর্থ-শাস্ত্র, যজ্ঞ, হোম বিবধ-প্রচার।
আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ, শিল্প-ব্যবহার।। ৩৪।।

মনু-শতরূপারূপে শ্রীব্রহ্মার প্রজাসৃষ্টি-করণ

স্বায়ম্ভুব মনু আর শতরূপা নারী।
দুই মূর্ত্তি ধরে তবে ব্রহ্মা-অধিকারী।। ৩৫।।
করিয়া দম্পতিভাব তা'রা দুইজনে।
বাড়াইল অপত্য-সৃষ্টি ব্রহ্মার বচনে।। ৩৬।।
জ্যেষ্ঠ পুত্র হৈল তা'র প্রিয়ব্রত-নাম।
দ্বিতীয় উত্তানপাদ পুত্রের প্রধান।। ৩৭।।
তিন কন্যা হৈলা তা'র—আকূতি প্রসূতি।
দেবহূতি-নাম আর কন্যা মহাসতী।। ৩৮।।
জনমিঞা জিজ্ঞাসিলা ব্রহ্মার চরণে।
'কি সেবা করিব মুঞি তোমার এখনে?' ৩৯
বিরিঞ্চি দিলেন আজ্ঞা—'ভজ নারায়ণ।
শতরূপা লঞা কর অপত্য সৃজন।। ৪০।।
ধরণী শাসিয়া কর এ লোক পালন।
এই সে আমার সেবা গুরু-আরাধন।।' ৪১।।

ধরণীর উদ্ধারার্থ ব্রহ্মার চিন্তা ও শ্রীবরাহদেবের আবির্ভাব

স্বায়ম্ভুব-মনু নিবেদিল আরবার।
'কোথাতে রহিব লোক, নাহিক আধার? ৪২
পাতালে মজিয়া রহে ধরণীমণ্ডল।
কোথাতে রহিব আমি, এ লোকসকল?' ৪৩

এ বোল শুনিঞা ব্রহ্মা চিন্তিল আপনে।
'না কহিল পুত্র মোর অসত্য-বচনে।।' ৪৪।।
'আপনে রহিলুঁ আমি সৃজিতে সংসার।
পাতালে মজিল পৃথ্বী এ লোক-আধার।। ৪৫।।
কিরূপে এখন তবে উঠয়ে ধরণী ?
প্রকার না দেখি আন বিনে চক্রপাণি।।' ৪৬।।
এইরূপে চিন্তিতে রহিলা প্রজাপতি।
হেনকালে জনমিলা বরাহ-মূরতি।। ৪৭।।
ব্রহ্মার নাসিকারন্ধ্রে হৈলা উপাদান।
শূকর-বালক হৈলা গজ-পরমাণ।। ৪৮।।
মহা-নাদ কৈলা রহি' আকাশমণ্ডলে।
তিলেকে গগন যুড়ি' ধরে কলেবরে।। ৪৯।।
সুর, সিদ্ধ, মুনিগণে করিলা স্তবন।
গন্ধর্ব-কিন্নরে কৈলা পুষ্প-বরিষণ।। ৫০।।

শ্রীবরাহলীলায় হিরণ্যাক্ষবধ ও পৃথিবীর উদ্ধার-সাধন

তখনে প্রবেশ কৈলা পাতাল-বিবরে।
পৃথিবী উদ্ধার কৈলা দশন শিখরে।। ৫১।।
হিরণ্যাক্ষ-নাম দৈত্য মহা-ঘোরতর।
তা'র সনে যুদ্ধ হৈল জলের ভিতর।। ৫২।।
তাহাকে মারিয়া হরি পৃথিবী তুলিল।
জলের উপরে প্রভু লীলায় স্থাপিল।। ৫৩।।
শঙ্কর, বিরিঞ্চি-আদি কৈলা নানা স্তুতি।
অন্তর্দ্ধান কৈলা তবে বরাহ-মূরতি।। ৫৪।।
কহিলুঁ সংক্ষেপে কিছু যজ্ঞ-অবতার।
সকল কহিতে পারে, শকতি কাহার ?" ৫৫
দিব্য যজ্ঞবরাহ-চরিত পুণ্য-কথা।
ভাগবত-আচার্য্য রচিল গুণগাথা।। ৫৬।।
সাবধানে শুন লোক গোবিন্দচরিত।
শুনিলে দুরিত হরে, খণ্ডে ভবতীত।। ৫৭।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে তৃতীয়স্কন্ধে কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী-দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।। ২।।

তৃতীয় অধ্যায়

হিরণ্যাক্ষ-যুদ্ধকারণ-জিজ্ঞাসা
(গোণ্ডকিরী-রাগ)

শুনিলা বিদুর যদি গোবিন্দ-চরিত্র।
পাপহর, পুণ্যকর, পরম পবিত্র।। ১।।
আনন্দে পূরিল তনু, সন্তোষ-হৃদয়।
শিরে কর যুড়ি' কৈল বিস্তর বিনয়।। ২।।
তবে জিজ্ঞাসিল আর মুনির চরণে।
"হিরণ্যাক্ষ-দৈত্য যুদ্ধ কৈল কি কারণে ? ৩
কোথাতে জনম তা'র কোন্ স্থানে বৈসে ?
এই সব কথা মোরে কহিবে বিশেষে।।" ৪।।
'সাধু সাধু'-বাদ করি' বিস্তর বাখান।
কহিতে লাগিলা তবে মুনির প্রধান।। ৫।।

দিতির-গর্ভে অসুরোৎপত্তির কারণ-বর্ণন

"দিতি-নামে কশ্যপের আছিল বনিতা।
দৈত্যের জননী তিঁহ, দক্ষের দুহিতা।। ৬।।
চন্দ্র, সূর্য্য, পুরন্দর অদিতি-তনয়।
তা'-সভা দেখিয়া দুঃখ পাইলা অতিশয়।। ৭।।
সন্ধ্যাকালে গেলা তিঁহ কশ্যপের স্থানে।
পুত্রকামে রতিকেলি মাগিল চরণে।। ৮।।
কশ্যপ বিস্তর তাঁ'রে কৈলা নিবারণ।
'এখনে উচিত নহে, নারী-সম্ভাষণ।। ৯।।
শঙ্করের অনুচর এখনে ভ্রময়ে।
অধর্ম্ম দেখিলে তা'রা কারো নাহি সয়ে।। ১০।।
আসুরী-বেলায় যত করি পুণ্য কর্ম্ম।
অসুরে হরয়ে তাহা, সে হয় অধর্ম্ম।।' ১১।।

এতেক শুনিঞা দিতি দক্ষের দুহিতা।
ধরিতে না পারে চিত্ত কামে বিমোহিতা।। ১২।।
বিস্তর যতন কৈল, বিস্তর বিনতি।
তা'র ইচ্ছা পালিল কশ্যপ প্রজাপতি।। ১৩।।
স্নান করি কৈলা ব্রহ্মমন্ত্র সঙরণে।
অদৃষ্ট মানিয়া মুনি রহিল ধেয়ানে।। ১৪।।
গর্ভযুগ ধরে তবে দিতি দৈত্যমাতা।
সুরগণ জিনিব—শুনিয়া আনন্দিতা।। ১৫।।
তা'র তেজে তিনি লোক দহয়ে সকল।
দেবগণ মিলি' গেলা ব্রহ্মার গোচর।। ১৬।।
স্তুতি করি' কৈলা দেবে দুঃখ নিবেদন।
দেবতা শান্তিয়া ব্রহ্মা কহিলা কারণ।।' ১৭।।
ধীর-শিরোমণি শ্রীল-গদাধর জান।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস-গান।। ১৮।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে তৃতীয়স্কন্ধে কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী-তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।। ৩।।

চতুর্থ অধ্যায়

চতুঃসনের শ্রীবৈকুণ্ঠে গমন
(ভাটিয়ারী-রাগ)

চতুরানন-নন্দন,　　শ্রীসনক, সনাতন,
আর সনৎকুমার, সনন্দ।
তাঁ'রা চারি, কামচারী,　　চলিল বৈকুণ্ঠপুরী,
দিব্যরূপ, সদায় আনন্দ।। ১।।
কহিলা চতুরানন,　　"শুন শুন সুরগণ,
তুমি সব না করিও ভয়।
অসুর-শরীর ধরি',　　দিতিগর্ভে অবতরি',
জনমিলা শ্রীজয়-বিজয়।।" ২।।

শ্রীবৈকুণ্ঠ-বর্ণন

প্রতি-ঘরে স্বর্ণকুম্ভ,　　দিব্যরত্নমণি-স্তম্ভ,
রতনমন্দির থরে-থরে।
স্ফটিক-রচিত স্থল,　　বিদ্রুমেতে ঝলমল,
উজ্জ্বলিত বৈকুণ্ঠনগর।। ৩।।
ললিত-বিতান-জাল,　　বিলোল মুকুতা-মাল
মরকত-রুচির প্রাচীর।
দিব্য বাপী উর্দ্ধতট,　　বিদ্রুমঘটিত তট,
তরলিত বিমল সলিল।। ৪।।
নিঃশ্রেয়স-নাম বন,　　শুক-শারী ভৃঙ্গগণ,
শ্যাম-সুর সুমধুর গান।
যত পারিষদ বৈসে,　　বিষ্ণুসম-রূপবেশে,
সর্ব্বলোক বৈকুণ্ঠ-সমান।। ৫।।
নিজ দোষ পরিহরি',　　লক্ষ্মী যাথে সুকিঙ্করী,
করয়ে মন্দির-মারজনে।
পুরুষ-প্রকৃতি-পর,　　বুদ্ধি-মন-অগোচর,
বৈকুণ্ঠের মহিমা কে জানে? ৬

চতুঃসনের প্রতি জয়-বিজয়ের অপরাধ

চারি মহা-যোগেশ্বর,　　উঠিলা বৈকুণ্ঠ'পর,
যায় পুর পরবেশ করি'।
দুই পারিষদবর,　　বিষ্ণুসম বেশধর,
রাখিল দুয়ারে বেত্র ধরি'।। ৭।।

জয়-বিজয়ের প্রতি অভিশাপ

দীপ্ত হুতাশন জিনি'　　কোপ কৈল চারি মুনি,
তা'-সভাকে শাপিল বচনে।
"বৈকুণ্ঠে বসতি যা'র,　　হেন সে কুবুদ্ধি তা'র,
হেন জন বৈসে হেন স্থানে!! ৮

তোরা এথা হৈতে নড়, শীঘ্র অধো-গতি চল,
হও সে অসুর দুরাচার।"
কহে সেই জয় বিজয়, "জন্ম যথা-তথা হয়,
হরি-স্মৃতি রাখহ আমার।।" ৯।।
চারি ব্রহ্মার কুমার, কৈলা বর অঙ্গীকার,
"অরি-ভাবে করিহ স্মরণ।"

মুনিগণ-সমীপে শ্রীনারায়ণের বিনয়

দিব্য পরিচ্ছদ পরি', বৈকুণ্ঠের অধিকারী,
হেন কালে কৈলা আগমন।। ১০।।
তবে প্রভু ভগবত, ধর্ম্মরত সত্যব্রত,
নানা স্তুতি কৈলা নমস্কার।
"ভৃত্যে করে অপরাধ, প্রভুর উপরে বাদ,
ক্ষম দোষ সকল আমার।।" ১১।।
প্রভুর মহিমা জানি', স্তুতি কৈলা চারি মুনি,
বিমোহিত হৈলা চারি জন।
চলিলা প্রণাম করি', প্রভু গেলা নিজ পুরী,
দুই বীর পড়িল তখন।। ১২।।
জয়-বিজয় দুই জন, দিতিগর্ভে উৎপন্ন,
সুরগণ চলে নিজ স্থানে।
প্রভু করি' অবতার, হরিব অসুর-ভার,
ভাগবত-আচার্য্য সুগানে।। ১৩।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে তৃতীয়স্কন্ধে কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী-চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।। ৪।।

পঞ্চম অধ্যায়

দিতির গর্ভে হিরণ্যাক্ষ-হিরণ্যকশিপুরূপে জয়-বিজয়ের জন্ম
(ভাটিয়ারী-রাগ)

ব্রহ্মার বচন শুনি' যত সুরগণে।
হরিষে চলিলা তবে নিজ-নিজ স্থানে।। ১।।
দিতি যে ধরিল গর্ভ শতেক বৎসর।
প্রসব হইল তবে অপত্য-যুগল।। ২।।
হিরণ্যকশিপু আর হিরণ্যাক্ষ-নাম।
তা'র সম কেহ নৈল করিতে সংগ্রাম।। ৩।।
ধরিয়া বরাহরূপ আপনে শ্রীহরি।
পৃথিবী উদ্ধার কৈলা হিরণ্যাক্ষ মারি'।। ৪।।
হিরণ্যাক্ষ-বধ-কথা, কহিল সকল।
হিরণ্যকশিপু হৈল ত্রৈলোক্য ঈশ্বর।। ৫।।
হিরণ্যাক্ষ-বধ-কথা বরাহচরিত।
শুনিলে মুকতিপদ, খণ্ডয়ে দুরিত।। ৬।।
হরিকথা শুনিঞা বিদুর মহাশয়।
হরিষে পূরিল তনু, প্রসন্ন হৃদয়।। ৭।।
ভকতি করিয়া কৈল মুনিকে প্রণাম।
বিদুর জিজ্ঞাসা কৈল ভকত-প্রধান।। ৮।।

স্বায়ম্ভুব-মনুর বৈষ্ণব-চরিত্র

"স্বায়ম্ভুব-মনু ছিলা ব্রহ্মার কুমার।
সপ্তদ্বীপা পৃথিবী শাসিলা একেশ্বর।। ৯।।
তিলমাত্র না ছাড়িল গোবিন্দ-ভজন।
মহাভাগবত তিঁহো ব্রহ্মার নন্দন।। ১০।।
চারি-বেদ শ্রম করি' পড়ি চিরকাল।
ভকত-চরিত শুনি—এই ফল সার।। ১১।।
হরিকথা শুনি, কিবা ভকত-চরিত।
সর্ব্বশাস্ত্রে সার ধর্ম্ম—এই সুনিশ্চিত।।" ১২।।
'সাধু সাধু' বাখানিঞা মুনি যোগেশ্বর।
প্রসন্নহৃদয়ে তা'রে দিলেন উত্তর।। ১৩।।
"স্বায়ম্ভুব-মনু তিঁহো ব্রহ্মার নন্দন।
ব্রহ্মার বচনে কৈলা অপত্য-সৃজন।। ১৪।।

দুই পুত্র, তিন কন্যা সৃষ্টির কারণ।
শতরূপা-উদরে জন্মিলা পাঁচ জন।। ১৫।।
আকূতি বিবাহ দিল রুচিমুনি-স্থানে।
প্রসূতি দক্ষেরে তবে কৈলা সম্প্রদানে।। ১৬।।
আছিলা কর্দমমুনি ব্রহ্মার তনয়।
পরম যোগেন্দ্র তিঁহো মহাতপোময়।। ১৭।।
ব্রহ্মা আজ্ঞা দিলা যদি সৃষ্টি করিবারে।
সহস্র বৎসর তপ কৈলা নিরন্তরে।। ১৮।।

মহর্ষি কর্দমের প্রতি শ্রীহরির কৃপাদেশ

সাক্ষাতে আসিয়া বর দিলা জগন্নাথ।
'স্বায়ম্ভুব কন্যা লঞা আসিব এথাত।। ১৯।।
বিনয় করিয়া কন্যা দিব দেবহূতি।
তবে নব কন্যা তাথে হইব উতপতি।। ২০।।
আপনে আসিয়া পুত্র হইব তোমার।
ধরিব 'কপিল'-নাম মুনি অবতার।। ২১।।
মায়েরে কহিব 'সাংখ্য-যোগ ভক্তি-জ্ঞান।'
এ বোল বলিয়া প্রভু হৈলা অন্তর্দ্ধান।। ২২।।
যোগেন্দ্র রহিলা যোগ-সমাধি করিয়া।
সন্তোষ পাইলা কৃষ্ণ সাক্ষাতে দেখিয়া।। ২৩।।

স্বায়ম্ভুবমনু-কর্ত্তৃক শ্রীকর্দম ঋষিকে নিজকন্যা দান

স্বায়ম্ভুব-মনু তবে ব্রহ্মার বচনে।
রাজসিংহ চলিল মুনির তপোবনে।। ২৪।।
শতরূপা-মহিষী অলপ-সৈন্য-সাথে।
দেবহূতি-কন্যা তুলি' নিল দিব্য রথে।। ২৫।।
সরস্বতী-নদীতীরে দিব্য সিদ্ধাশ্রম।
সর্ব্বগুণে অলঙ্কৃত দিব্য তপোবন।। ২৬।।
তমাল, হিন্তাল, তাল, শাল, যে পিয়াল।
বকুল, কদম্ব, নীপ, বিল্ব, কোবিদার।। ২৭।।
চম্পক, লবঙ্গ, চূত, নারেঙ্গ, পারিজাত।
ফল-ফুলে লম্বিত বিবিধ তরুজাত।। ২৮।।
বিবিধ বিহঙ্গ ভৃঙ্গ, বিবিধ ঝঙ্কার।
বিবিধ নির্ম্মলস্থল, বিবিধ সঞ্চার।। ২৯।।
যোগীন্দ্র-মুনীন্দ্রবৃন্দ-রচিত মণ্ডল।
যজ্ঞ হোম, বেদধ্বনী, বিবিধ মঙ্গল।। ৩০।।
তথা গিয়া উত্তরিলা মনু মহারাজ।
আনন্দিত হৈল দেখি' মুনির সমাজ।। ৩১।।
দণ্ড-পরণাম করি' ব্রহ্মার নন্দন।
কর্দম-মুনির কৈলা চরণবন্দন।। ৩২।।
বিবিধ-বিধানে স্তুতি কৈলা অতিশয়।
করজোড় করিয়া রহিলা মহাশয়।। ৩৩।।
উঠিয়া কর্দম তবে রাজা সম্ভাষিলা।
বিবিধ বিধানে পূজি' পাদ্য-অর্ঘ দিলা।। ৩৪।।
স্বাগত-বচন কৈলা কুশল জিজ্ঞাসা।
মধুর বচনে কৈলা অতিথি-সম্ভাষা।। ৩৫।।
তবে স্বায়ম্ভুব-মনু ব্রহ্মার নন্দন।
মুনির চরণে কৈলা আত্মনিবেদন।। ৩৬।।
'মোর কন্যা দেবহূতি কুলশীলবতী।
নারদের বচনে বরিল তোমা' পতি।। ৩৭।।
পিতামহ মোরে আজ্ঞা দিলেন আপনে।
কন্যাখানি সমর্পিব তোমার চরণে।।' ৩৮।।
এতেক বলিয়া মনু কৈলা শুভক্ষণ।
কর্দম মুনিরে কৈলা কন্যা সমর্পণ।। ৩৯।।
বিবিধ যৌতুক দিল বহুমূল্য ধন।
শতরূপা-দেবী কিছু কৈলা নিবেদন।। ৪০।।
আজ্ঞা মাগি' দম্পতি চড়িয়া নিজ রথে।
বর্হিষ্মতী নিজ-পুরী গেলা রাজপথে।। ৪১।।

শ্রীদেবহূতির পাতিব্রত্য

সত্যব্রতী দেবহূতি মনুর দুহিতা।
সর্ব্বভাবে পতিসেবা কৈল পতিব্রতা।। ৪২।।
ছাড়িয়া সকল সুখ, শয়ন-ভোজন।
নিরবধি কৈল কন্যা পতি-আরাধন।। ৪৩।।
এইরূপে সেবিতে রহিলা চিরকাল।
কৃপা কৈল মুনি দুঃখ দেখিয়া তাহার।। ৪৪।।

কর্দম ঋষি নির্ম্মিত দিব্যরথ-বর্ণন

যোগবলে দিব্যরথ আনিল তখনে।
রতনে রচিত রথ, খচিত কাঞ্চনে।। ৪৫।।
রতন-কিঙ্কিনীজাল-বিলোলিত-মাল।
বিবিধ মন্দির, পুর, বিবিধ সঞ্চার।। ৪৬।।
দেবের নাচনী নাচে, গায় বিদ্যাধর।
দেবগণে সেবে, রথ, দিব, কলেবর।। ৪৭।।
যত ইচ্ছা করে, রথ বাঢ়ে তত দূর।
বিচিত্র নির্ম্মিত রথ, যেন সুরপুর।। ৪৮।।
পাটের থোপনা তাথে সুবর্ণ-গাঁথনী।
হেম-মরকত-মাঝে দীপ্ত করে মণি।। ৪৯।।
বহুবিধ ভোগ দিব্য তাথে মনোহর।
সুবর্ণ-ভৃঙ্গার তাথে, সুশীতল জল।। ৫০।।
কর্পূর-তাম্বুল তাথে, মনোহর ভাঁতি।
স্বপনেই যাহা নাহি দেখে শচীপতি।। ৫১।।
ত্রিভুবনে নাহি সেই সব রথের উপমা।
কাহার শকতি তা'র কহিব মহিমা? ৫২
একত্র আছয়ে তাথে অষ্ট-মহানিধি।
মূর্ত্তিমতী হৈল কি মুনির যোগ-সিদ্ধি! ৫৩
হেন রথ মিলিল মুনির যোগবলে।
তাহাতে হইল আর দিব্য সরোবরে।। ৫৪।।
'ইহাতে করিয়া স্নান চঢ় দিব্য রথে।
তবে আমি পূরা'ব তোমার মনোরথে।।' ৫৫।।
আজ্ঞা পেয়ে দেবহূতি জলেতে মজিল।
জলের ভিতরে সুরসুন্দরী দেখিল।। ৫৬।।
অঙ্গ মারজন, কেহ করায় মজ্জন।
বসন পরায়, কেহ বিবিধ ভূষণ।। ৫৭।।
কেহ বেশ করে, কেহ চামর ঢুলায়।
কেহ মাল্য করে, কেহ তাম্বুল যোগায়।। ৫৮।।
ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী, কিবা হরের পার্বতী।
ভুবন জিনিঞা রূপ ধরে দেবহূতি।। ৫৯।।

দিব্যরথে শ্রীকর্দম-দেবহূতি-বিহার

জল হৈতে উঠিল কিঙ্করীগণ-সঙ্গে।
মুনির বচনে রথে চঢ়িলা আনন্দে।। ৬০।।
চলিলা কর্দমমুনি মহাযোগেশ্বর।
কাম-কোটি জিনি' রূপ ধরে মনোহর।। ৬১।।
যতেক বিহার-স্থল আছে ত্রিভুবনে।
যোগবলে বিহার করিল স্থানে স্থানে।। ৬২।।
পরম যোগেন্দ্র মুনি অব্যাহত-গতি।
বিবিধ বিহার করে লৈয়া দেবহূতি।। ৬৩।।
সুর-সিদ্ধ-নর-পুরে করেন বিহার।
এইরূপে বিহরিতে গেল চিরকাল।। ৬৪।।
তবে নিজস্থানে চলি' আইলা মুনিবর।
পূর্ব্বরূপ ছাড়ি' হৈলা মুনি-কলেবর।। ৬৫।।

নব-কন্যালাভান্তে পুত্রার্থ দেবহূতির প্রার্থনা

তবে নব কন্যা প্রসবিলা দেবহূতি।
উতপল-গন্ধ-তনু, মোহন-মূরতি।। ৬৬।।
চলিলা কর্দমমুনি করিয়া সন্ন্যাস।
করযোড়ে দেবহূতি দাণ্ডাইলা পাশ।। ৬৭।।
'পূরবে আছিল আজ্ঞা হইব তনয়।
আপনে জানিয়া কৃপা কর দয়াময়।।' ৬৮।।

শ্রীদেবহূতি-গর্ভে শ্রীকপিলদেবের আবির্ভাব

পত্নীর হৃদয় বুঝি' মুনির প্রধান।
কথো দিন রহিলা করিয়া সমাধান।। ৬৯।।
শুভকালে শুভক্ষণে শুভ-যোগ-তিথি।
আপনে আসিয়া গর্ভে জন্মিলা শ্রীপতি।। ৭০।।
ধরিলা 'কপিল'-নাম মহামুনীশ্বর।
সূর্য্য-কোটিসব তেজ, দীপ্ত কলেবর।। ৭১।।
হেন কালে ব্রহ্মা আইলা' সঙ্গে ঋষিগণ।
কর্দমমুনিরে তবে কৈলা সম্ভাষণ।। ৭২।।

শ্রীকর্দম ঋষির নিকট শ্রীব্রহ্মার প্রস্তাব

'ধন্য তুমি মহাযোগী, সফল জীবন।
আপনে তোমার পুত্র হৈলা নারায়ণ।। ৭৩।।
তোমার আছয়ে কন্যা নব ধৃতব্রতা।
তাঁ-সভার যোগ্যবর এ নব জামাতা।। ৭৪।।

নব ঋষি কুলে-শীলে তোমার সমান।
বুঝিয়া করহ তুমি কন্যা-সম্প্রদান।। ৭৫।।
আমার কুমার বৎস! তোমার জামাতা।'
এ বোল বলিয়া গেলা সর্ব্বলোক পিতা।। ৭৬।।

নব ঋষিকে নব কন্যা-দান

তবে মুনি বিচারিয়া কৈল শুভক্ষণ।
আনিয়া বরিলা নব ঋষি তপোধন।। ৭৭।।
মরীচি-ঋষিকে কন্যা দিলা 'কলা'-নামে।
অত্রিকে করিল 'অনুসূয়া' সম্প্রদানে।। ৭৮।।
'শ্রদ্ধা'-নামে কুমারী অঙ্গিরামুনি পাইল।
'হবির্ভূ' দুহিতা তাঁ'র, পুলস্ত্যে ভজিল।। ৭৯।।
পুলহে পাইল 'গতি', 'ক্রিয়া' ক্রতুমুনি।
'খ্যাতি'-কন্যা পাইল ভৃগু পরম-রূপিণী।। ৮০।।
বশিষ্ঠ পাইল কন্যা নামে 'অরুন্ধতী'।
অথর্বাকে দিলা 'শান্তি'-নামে সত্যবতী।। ৮১।।
কন্যা দিয়া কৈলা মুনি বিনয়-বেভারে।
সাদরে চলিলা তাঁ'রা নিজ-নিজ ঘরে।। ৮২।।

শ্রীকর্দ্দম-কর্তৃক শ্রীকপিল স্তব ও
তৎসমীপে সন্ন্যাসার্থ আজ্ঞা- প্রার্থনা

বিষ্ণু-অবতার দেখি' কপিল কুমার।
আসিয়া কর্দমমুনি কৈল নমস্কার।। ৮৩।।
বহুবিধ স্তুতি কৈল বিবিধবিধানে।
চলিতে মাগিলা আজ্ঞা পুত্রের চরণে।। ৮৪।।
'পুত্রবুদ্ধি না ঘুচিব তোমার সাক্ষাতে।
দূরে থাকি' চরণ ভজিব ধ্যান-পথে।। ৮৫।।
জগত-উদ্ধার-হেতু কৈলে অবতার।
মোর ভববন্ধ যেন নহে আরবার।। ৮৬।।
আজ্ঞা দেহ, পৃথিবী করিব পর্য্যটন।
যথা তথা থাকি, যেন চিন্তিয়ে চরণ।।' ৮৭।।

মাতাপিতার প্রতি কৃপা ও যোগোপদেশ

বাপের বচন শুনি' কপিল কুমার।
কহিল যাহার তরে কৈলা অবতার।। ৮৮।।
'সত্যযুগে সাংখ্য-যোগ পূরবে কহিল।
হেন যোগপথ চিরকালে নষ্ট হৈল।। ৮৯।।
সেই সাংখ্যযোগ আমি কহিব এখনে।
সুখে যেন তরে লোক এই দরশনে।। ৯০।।
চল তুমি মহাযোগী, ভজিহ আমারে।
এ ঘোর সংসার তরি' যাহ বিষ্ণুপুরে।। ৯১।।
মায়েরে কহিব ভক্তিযোগ-উপদেশ।
সুখে যেন ভজে আমা' জানিয়া বিশেষ।। ৯২।।
তরিব দুরন্ত ভয় এ ঘোর-সংসার।
এই সে কারণে আমি কৈলুঁ অবতার।।' ৯৩।।

মহর্ষি কর্দ্দমের প্রব্রজ্যা ও তৎকর্ত্তৃক শ্রীহরির আরাধন

শুনিয়া কর্দমমুনি পুত্রের উত্তর।
প্রদক্ষিণ করিয়া করিল যোড় কর।। ৯৪।।
প্রণাম করিয়া তবে পুত্রের চরণে।
চলিলা কর্দমমুনি হরষিত মনে।। ৯৫।।
ছাড়িয়া সকল কর্ম্ম, আশ্রম-আচার।
নিরালম্ব নিরাশ্রয় হৈলা নিরাধার।। ৯৬।।
একান্ত ভকতি করি' ভজি' নারায়ণ।
পাইল পরমপদ, ছুটিল বন্ধন।।' ৯৭।।
ধীর শিরোমণি শ্রীগদাধর জান।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস-গান।। ৯৮।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে তৃতীয়স্কন্ধে কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।। ৫।।

ষষ্ঠ অধ্যায়

শ্রীদেবহূতির তত্ত্বোপদেশ-প্রার্থনা
(কামোদ-রাগ)

তবে আইলা দেবহূতি কপিল-জননী।
প্রণাম করিয়া দেবী বলে স্তুতি-বাণী।। ১।।
"অজ নিরঞ্জন তুমি নির্গুণ-বিকার।
লোক-পরিত্রাণ-হেতু কৈলে অবতার।। ২।।
স্ত্রীজাতি সহজে না জানে ভাল-মন্দ।
কিরূপে সংসার ছুটে, ছুটে ভববন্ধ? ৩
অজ্ঞানতিমির-অন্ধ মুঞি মূঢ়মতি।
জ্ঞানচক্ষু দিয়া মোর খণ্ডাহ দুর্গতি।। ৪।।
এ ঘোর সংসার পার কর দয়াময়।
মাতৃভাবে কৃপা করি' ঘুচাহ সংশয়।।" ৫।।

শ্রীকপিলদেব-কর্ত্তৃক মাতার প্রতি ভক্তিযোগোপদেশ

মায়ের বচন শুনি' প্রভু হৃষীকেশ।
কহিতে লাগিলা প্রভু ধরি' মুনিবেশ।। ৬।।
"ভক্তিযোগ হয় যদি আমার চরণে।
বিষয়ে বৈরাগ্য-বল বাড়ে অনুক্ষণে।। ৭।।
তবে সে তরিতে পারে এ ঘোর সংসার।
শুন মাতা, কহিব তাহার পরকার।। ৮।।

সাধুসঙ্গে শ্রীহরিভজনার্থোপদেশ

বিষয়-দুর্জ্জয়-পাশে জীবের বন্ধন।
সাধুসঙ্গে হৈলে সেই কৈবল্য-কারণ।। ৯।।
ত্যাগশীল, দয়ালু, সকল-হিতকারী।
জগতে যাহার নাহি উপজয়ে বৈরী।। ১০।।
এ-সব ভকতজন, ভকতভূষণ।
সর্ব্বভাবে করে যেবা গোবিন্দ-ভজন।। ১১।।
সুত, দার, পরিজন, গৃহ, ধন তেজে।
ছাড়িয়া সকল ধর্ম্ম সভে আমা' ভজে।। ১২।।
পুণ্যকথা আমার শুনয়ে' যেবা কহে।
বিবিধ সংসারতাপ কভু তা'র নহে।। ১৩।।

শুদ্ধভক্তিলাভের উপায় বর্ণন

এ সব ভকত সনে কর তুমি সঙ্গ।
সঙ্গদোষ হরিব, হইব ভবভঙ্গ।। ১৪।।
ভকত-জনের সঙ্গ হয় যথা-তথা।
আমার চরিত্রগুণ শুনে পুণ্যকথা।। ১৫।।
নিরবধি হরিকথা শুনে যেই জন।
শ্রদ্ধা-রতি-ভকতি বাড়য়ে অনুক্ষণ।। ১০।।
ভক্তিযোগ হয় যাঁ'র, হয় ভাগ্যোদয়।
বিষয়ে বৈরাগ্য হয়, খণ্ডয়ে সংশয়।। ১৭।।
শুদ্ধভাবে নিরবধি ভজয়ে শ্রীহরি।
তবে সে পরমপদ পায় ভব তরি'।। ১৮।।
পুত্রের বচন শুনি' মনুর দুহিতা।
আর কিছু জিজ্ঞাসিলা হৈয়া হরষিতা।। ১৯।।
"কিরূপ ভকতজন, কিরূপ ভকতি?
কেমন লক্ষণে চিনি?—কহ মহামতি।। ২০।।
মায়ের বচন শুনি' প্রভু দামোদর।
কপট কপিলবেশে দিলেন উত্তর।। ২১।।

অকিঞ্চনা ভক্তির লক্ষণ

"বেদমুখে বুঝায় যাহার যে যে ধর্ম্ম।
সকল ইন্দ্রিয়গণ করে সেই কর্ম্ম।। ২২।।
স্বভাবে যাহার যে যে করয়ে বিষয়।
সে-সব বিষয় যদি কৃষ্ণ-হেতু হয়।। ২৩।।
সেই হরি-ভকতি বলিব 'অকিঞ্চনা'।
কৈবল্য অধিক সেই ভকতি প্রধানা।। ২৪।।
জীবের বাসনা-বন্ধ হরয়ে সকল।
অন্নপান জারে যেন উদর-অনল।। ২৫।।
চরণসেবনে রত যে-জন আমার।
কৈবল্য করিয়া কিবা বস্তুজ্ঞান তাঁ'র? ২৬
ভকত-সমাজে মেলি' হরিগুণ গায়।
কৈবল্য-অধিক সুখ তাহা হৈতে পায়।। ২৭।।
আমার রুচির রূপ দেখে সেই জনে।
অতিশয় নাহি যা'র, নাহিক সমানে।। ২৮।।
প্রসন্নবদন, ফুল্ল-কমললোচন।
মুকতি করিয়া তা'র কোন্ প্রয়োজন? ২৯
আমার অমৃত-কথা কহে নিরন্তর।
শ্যামল-সুন্দর রূপ দেখে মনোহর।। ৩০।।

এই সুখে মন হরে, হরয়ে চেতন।
তথাপি কৈবল্যপদ হয় উপসন্ন।। ৩১।।
অষ্টসিদ্ধি, অষ্টৈশ্বর্য্য, অনন্ত বিভূতি।
মিলয়ে ভকতজনে অষ্ট মহানিধি।। ৩২।।

ঐকান্তিকী ভক্তির সর্ব্বত্র জয়

ভকত-জনের নাহি কবহু বিনাশ।
কালচক্রে নাহি পারে করিতে গরাস।। ৩৩।।
আমি যাঁ'র প্রিয়, সখা, সুত, গুরুজন।
আমি যাঁ'র ইষ্টদেব সুহৃৎ আপন।। ৩৪।।
আমার নিমিত্তে ছাড়ে সুত-গৃহ-দার।
ইহলোক-পরলোক তেজে আপনার।। ৩৫।।
পশু, বিত্ত, সম্পদ্ সকল সুখ তেজে।
একান্ত ভকতি করি, সভে আমা' ভজে।। ৩৬।।
ইহাকে করিয়ে মুক্ত, সংসারের পার।
তাঁহা বিনে আমার বান্ধব নাহি আর।। ৩৭।।

সাংখ্যযোগের রহস্য

আমি সে প্রকৃতিপর পুরুষ-প্রধান।
আমা' হৈতে সকল জীবের উপাদান।। ৩৮।।
মোর ভয়ে বহে বায়ু, উয়ে দিনকর।
মোর ভয়ে বরিষয়ে দেব পুরন্দর।। ৩৯।।
যমে দণ্ড ধরে ধর্ম্ম করিয়া নির্ণয়ে।
মোর ভয়ে সাবধানে হুতাশন দহে।। ৪০।।
এই সে কারণে মহামহা-যোগেশ্বর।
ভকতি করিয়া ভজে পদ নিরন্তর।। ৪১।।
কহিব তোমারে ভক্তিযোগতত্ত্ব কথা।
তত্ত্বভেদ-লক্ষণ কহিব, শুন মাতা।। ৪২।।
তত্ত্বভেদ জানিলে হৃদয়-গ্রন্থি ছুটে।
তত্ত্বজ্ঞান-উদয়ে অজ্ঞান-বন্ধ টুটে।। ৪৩।।
এই সে কারণে করি তত্ত্ব-উপদেশ।
সুখে যেন ভজে হরি জানিয়া বিশেষ।।" ৪৪।।
এতেক বলিয়া মহাযোগী দয়াময়।
কহিল সকল তত্ত্ব করিয়া নির্ণয়।। ৪৫।।

বন্ধনের কারণ

অজ, নিরঞ্জন জীব নির্গুণ-বিকার।
দেহধর্ম্মে আপনাতে করে অহঙ্কার।। ৪৬।।
সুখী, দুঃখী, ভোগী—হেন আপনাকে মানে।
কর্ম্মদোষে বন্দী জীব শরীর-বন্ধনে।। ৪৭।।
দেহধর্ম্ম আপনাতে করে অভিমান।
তে-কারণে নানা যোনি ভ্রমে স্থানে স্থান।। ৪৮।।
অকারণে ভ্রমে জীব এ ঘোর সংসারে।
বিষয়-খেয়ানে দুঃখ পায় বারে বারে।। ৪৯।।
স্বপনে অনর্থ যেন পায় দরশনে।
জাগিলে সকল যেন হয় মিথ্যা ভানে।। ৫০।।
এইরূপ জান তুমি, জীবের সংসার।
কি কারণে বন্দী জীব, অধীন কাহার? ৫১
এই সে কারণে চিত্ত করিব সংযম।
আনিয়া কুপথ হৈতে করিয়া নিয়ম।। ৫২।।

বর্ণাশ্রম-বিধিমার্গ—গৌণপথ

গোবিন্দচরণে চিত্ত ধরিব যতনে।
সত্য, শৌচ, ত্যাগ, তপ সাধিব আপনে।। ৫৩।।
কহিব আমার কথা মহিমা-প্রচার।
চিন্তিব সকল জীব হিত-পরকার।। ৫৪।।
ব্রহ্মচর্য্য, ব্রত, মৌন, আশ্রম আচার।
করিব, ছাড়িব দেহ-গেহ-অহঙ্কার।। ৫৫।।
শান্তি, দয়া, তুষ্টি, ধৈর্য্য করিব সাধনে।
এ সব উপায়ে চিত্ত করি' সমাধানে।। ৫৬।।
কেশবচরণে চিত্ত ধরিব যতনে।
তবে সে জীবের ছুটে এ ভব-বন্ধনে।। ৫৬।।
বিনে হরিভকতি উপায় নাহি আন।
বিনে কৃষ্ণ ভজিলে না হয় পরিত্রাণ।। ৫৮।।
তবে মাতা কহি, শুন যোগের লক্ষণ।
যাহার শ্রবণে চিত্ত হয় পরসন্ন।। ৫৯।।

ভক্তিসহচরী গুণাবলী

শকতি পর্য্যন্ত জীব করিব স্বধর্ম্ম।
পরম যতন করি' তেজিব বিকর্ম্ম।। ৬০।।

যথালাভে সন্তোষ, ভকতপদ পূজে।
গ্রাম্যধর্ম্ম পরিত্যাগ, মোক্ষধর্ম্ম ভজে।। ৬১।।
মিতভোজী, বিরল-কুশল-স্থান-সেবী।
অসত্যভাষণ-পরহিংসা-পরিত্যাগী।। ৬২।।
প্রয়োজন-অবধি ধনের প্রয়োজন।
ব্রহ্মচর্য্য, শৌচ, তপ, বেদ-অধ্যয়ন।। ৬৩।।
পুরুষ-অর্চ্চন, মৌন, জিনিব আসন।
বিষয়-বিমুখ করি' ইন্দ্রিয়-রক্ষণ।। ৬৪।।
সমাধি, ধারণা, ধ্যান, ধৈর্য্যাবলম্বন।
গোপীনাথ-লীলা-ধ্যান-শ্রবণ-কীর্ত্তন।। ৬৫।।
এত রূপে বশ করি' মন দুরাচার।
কেশব চরণে ধরি' করিব নিবার।। ৬৬।।
চিন্তিব প্রভুর দুই চরণকমল।
ধ্বজ-বজ্রাঙ্কুশ-বিরাজিত মনোহর।। ৬৭।।
উন্নত, লোহিত, বিলসিত নখপাঁতি।
ভকত-হৃদয়-তম হরে যাঁ'র জ্যোতি।। ৬৮।।
যাঁ'র পদধৌত জল শিব ধরি' শিরে।
শিবপদ পাই' শিব হৈলা মহেশ্বরে।। ৬৯।।
সে পদপঙ্কজ ধ্যান করিব বিশেষে।
ভকত-দুরিত শেল-খণ্ডন কুলিসে।। ৭০।।
এইরূপ নিরন্তর চিন্তিব শ্রীহরি।
বৈকুণ্ঠে চলিব তবে ভবসিন্ধু তরি'।। ৭১।।
তবে আর কহি কথা, শুন সাবধানে।
বহুবিধ ভক্তিযোগ কহিব বিধানে।। ৭২।।

ত্রিবিধ অধিকার

দম্ভ, মাৎসর্য্য, হিংসা করিয়া সন্ধান।
ক্রোধভাবে যেবা ভজে হঞা হীনজ্ঞান।। ৭৩।।
'তামস'-ভকত তা'রে জানিব বিচারি'।
বৈষ্ণব ছাড়িয়া আন কহিতে না পারি।। ৭৪।।
ধন, পুত্র, সম্পদ বাঞ্ছিয়া ভজে হরি।
সে ভকত জানিহ 'রাজস'-অধিকারী।। ৭৫।।
সর্ব্বকর্ম্ম তেজি' কিবা করে আরোপণ।
যে ভজে কেশব, সে 'সাত্ত্বিক' মহাজন।। ৭৬।।
কৃষ্ণগুণ শুনি' চিত্ত দ্রবয়ে যাঁহারে।
সর্ব্বভাব-উদয়ে করয়ে একি-কালে।। ৭৭।।
কৃষ্ণপদে অবিচ্ছিন্ন যাঁ'র মন ধায়।
শতমুখে গঙ্গা যেন সাগরে মিলায়।। ৭৮।।

নির্গুণা ভক্তির লক্ষণ

নির্গুণ ভকত তা'রে বলি মহাশয়।
চারি-ভেদে কহিল ভকতপরিচয়।। ৭৯।।
সালোক্য-সারূপ্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-মুকতি।
দিলেহো না লয়, যাঁ'র নির্গুণ-ভকতি।। ৮০।।
হেন ভক্তিযোগ মাতা, কহিল তোমারে।
অবিদ্যা বিনাশ করি' কৃষ্ণ দিতে পারে।। ৮১।।
স্বধর্ম্ম করিব জীব তেজি' কর্ম্মফল।
পরিচর্য্যা করিয়া ভজিব গদাধর।। ৮২।।
কৃষ্ণমূর্ত্তি-দরশন, পূজন, বন্দন।
স্তুতি-ভক্তি করিয়া ভজিব নারায়ণ।। ৮৩।।
সর্ব্বভূতে বৈসে হরি—করিব ভাবনা।
সর্ব্বলোক না করি' অসত্য-সম্ভাষণা।। ৮৪।।
দেখিয়া বৈষ্ণব-মূর্ত্তি করিব সম্মান।
দীনহীন দেখিয়া করিব জ্ঞান-দান।। ৮৫।।
সমান জনের সঙ্গে করিব মিতালী।
যোগধর্ম্ম, যোগকথা কহিব বিচারি'।। ৮৬।।
হরিনাম, হরিগুণ, হরিসংকীর্ত্তন।
থাকিব বৈষ্ণবজন-সঙ্গে অনুক্ষণ।। ৮৭।।
কৃষ্ণকর্ম্ম নিরবধি করে সাবধানে।
ভক্তিযোগ হয় তাঁ'র পায় নারায়ণে।। ৮৮।।
চারিভেদে ভক্তিযোগ কহিলুঁ তোমারে।
এক ভক্তি হৈলে জীব হেলে ভব তরে।। ৮৯।।
আর এক কহি, মাতা, শুন তত্ত্বকথা।
না বুঝে প্রভুর লীলা শঙ্কর, বিধাতা।। ৯০।।

স্বরূপবিস্মৃত জীবের দুর্গতি

সর্ব্বসুখ মিলিব খণ্ডিব দুঃখভারে।
এই সে কারণে জীব নানা-কর্ম্ম করে।। ৯১।।

অধ্রুব শরীর, গৃহ, সুত, বিত্ত, দার।
অধ্রুব সকল সুখ, অধ্রুব সংসার।। ৯২।।
এই ধ্রুব মানিঞা করয়ে নানা-কর্ম্ম।
নানা-যোনি ভ্রমে জীব, ভুঞ্জয়ে অধর্ম্ম।। ৯৩।।
দেখিয়া কুমতি তা'র প্রভু নরহরি।
তিলেকে সকল হরে কালমূর্ত্তি ধরি'।। ৯৪।।
নারকী নরক ভুঞ্জে তথি সুখভানে।
কুযোনি-জনম সেই সুখ করি' মানে।। ৯৫।।
সাধুসঙ্গ, সাধুসেবা না কৈল বিচারি'।
কুটুম্বে আসক্তি করি' না ভজিল হরি।। ৯৬।।

সংসার-বন্ধন

গৃহ, দার, সুত, বিত্ত-চিন্তা অতিশয়।
কুটুম্ব-ভরণ হেতু আকুল-হৃদয়।। ৯৭।।
নানা পাপকর্ম্মে ধন করে উপার্জন।
নানা দুঃখতাপে করে কুটুম্ব পোষণ।। ৯৭।।
দুঃখ-নিবারণ-হেতু যে যে কর্ম্ম করে।
সেই সেই সুখ হেন তা'র চিত্তে ধরে।। ৯৯।।
বিচারে দেখয়ে—নহে দুঃখ-প্রতিকার।
মানয়ে কুমতি মূর্খ সুখ আপনার।। ১০০।।
নানা দুঃখ করি' ধন উপার্জন করে।
সে ধন বিনাশ হৈল কোন পরকারে।। ১০১।।
পুনঃ ধন অরজিতে করয়ে সন্ধান।
ধনের কারণে তেজে আপনার প্রাণ।। ১০২।।
দৈবক্রমে নৈল তা'র যদি ধনযোগ।
হেনকালে উপজিল নানা দুঃখ-রোগ।। ১০৩।।
আছুক পুষিব সুত দার-পরিজন।
করিতে না পারে নিজ-উদর-ভরণ।। ১০৪।।

জরাগ্রস্তের দশা

জরা পরবেশ করি' হরয়ে গেয়ান।
কম্পে থর থর অঙ্গ, করে বকধ্যান।। ১০৫।।
দুঃখশোকে, জরা-রোগে পোড়ে কলেবর।
চঞ্চল সকল অঙ্গ, করে টলমল।। ১০৬।।

সন্ধিবন্ধ খসে, সব টুটয়ে বন্ধন।
নিজ অঙ্গে না পারে করিতে সম্বরণ।। ১০৭।।
সুত, দার, পরিজন নিতি বলে মন্দ।
বলিতে না পারে কিছু পড়ি' রহে ধন্দ।। ১০৮।।
আপনার ইচ্ছায় যখন যে জিজ্ঞাসে।
সেইক্ষণে জীয়ে হেন আপনাকে বাসে।। ১০৯।।
সর্ব্বক্ষণ সভাই বলয়ে অপমান।
ভরণ-পোষণ করে কুক্কুর সমান।। ১১০।।
অতিশয় ক্ষুধা-তৃষ্ণা, অলপ আহার।
করিতে না পারে কিছু, করে অহঙ্কার।। ১১১।।
কফ-পিত্ত, শ্বাস-কাশ উঠে ঘনে-ঘন।
ক্ষণে কণ্ঠরোধ, ক্ষণে করয়ে বমন।। ১১২।।
দেখিয়া মরণকাল সব বন্ধুগণ।
চৌদিগে বেড়িয়া সভে করয়ে ক্রন্দন।। ১১৩।।
বোলাইতে কিছুই বলিতে নাহি পারে।
কিরূপে মরিব বলি' কান্দে নিরন্তরে।। ১১৪।।
কোথাতে রহিব মোর সুত-বিত্ত-দার?
মরিলে কোথাতে যা'ব, কি হ'ব প্রকার? ১১৫

মরণকালে যমযাতনা

কুটুম্ব-ভরণ-হেতু এত দুঃখ হয়।
এইরূপে মরয়ে গৃহস্থ দুরাশয়।। ১১৬।।
হেন-কালে দুই যমদূত ঘোরতর।
নিকটে দাণ্ডায় আসি' দেখি ভয়ঙ্কর।। ১১৭।।
তা'-সভা দেখিয়া ভয়ে হরয়ে গেয়ান।
বিষ্ঠা-মূত্র ছাড়ে, তবু নাহি অবধান।। ১১৮।।
যাতনাশরীর বান্ধি' যমের কিঙ্কর।
যমপথে লৈয়া যায় যমের গোচর।। ১১৯।।

যমযতনা-পথ ও নরক-বর্ণন

তর্জন-গর্জন তা'রা করয়ে তাড়ন।
পথের কুক্কুর আসি' করয়ে ভোজন।। ১২০।।
নিজকর্ম্ম সঙরিয়া কান্দে উচ্চস্বরে।
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় মরে উদর অনলে।। ১২১।।

তপ্ত বালুকার পথে নেয় ত বান্ধিয়া।
পিঠেতে চাবুক মারে, না চাহে ফিরিয়া।। ১২২।।
নাহি জল, বৃক্ষ যাহে নাহিক সঞ্চার।
হেন পথে লৈঞা যায় পাপী দুরাচার।। ১২৩।।
ক্ষণে মুরছিত হঞা পড়ে ভূমিতলে।
মারণের ভয়ে পুন উঠয়ে সত্বরে।। ১২৪।।
নিরানৈ-সহস্র-পথ প্রহর-প্রমাণ।
তিন দণ্ডে লয়ে যায় যম-বিদ্যমান।। ১২৫।।
সকল নরক ভোগ করায় তাহারে।
জ্বলন্ত অনল দিঞা পোড়ায় কলেবরে।। ১২৬।।
তাহা হৈতে তা'র মাংস কাটিয়া খাওয়ায়।
শৃগাল-কুক্কুরে আঁত টানিয়া খসায়।। ১২৭।।
মহা-সর্পগণ আসি' দংশে কলেবর।
ডাঁশ, মশা বেড়িয়া খায়য়ে নিরন্তর।। ১২৮।।
কাটয়ে সকল অঙ্গ করি' খণ্ড খণ্ড।
ভূমিতে ফেলায়, গজ প্রবেশায় দন্ত।। ১২৯।।
পর্বতশিখর হৈতে মারেন আছাড়।
গর্ত্তের ভিতরে ধরি' রোধেন দুয়ার।। ১৩০।।
যতেক যাতনা আছে যমের সদনে।
একে একে ভুঞ্জায় সকল পাপিগণে।। ১৩১।।
কুটুম্বের ভরণে ব্যাকুল যে যে জন।
কেবল করয়ে কিংবা উদর ভরণ।। ১৩২।।
ছাড়িয়া কুটুম্ব সব নিজ কলেবর।
যমপথে চলে সভে হঞা একেশ্বর।। ১৩৩।।
পরহিংসা-পরপীড়া-জনিত দুরিত।
পথের সম্বল, সভে জানিহ বিদিত।। ১৩৪।।
এইরূপে করে যেবা কুটুম্ব-ভরণ।
নানা-পাপ করিয়া পোষয়ে পরিজন।। ১৩৫।।
অন্তকালে দেখিয়ে নরকভোগ সার।
তবে মাতা, শুন তুমি, যে কহিব আর।।" ১৩৬।।
ভক্তিরস-গুরু শ্রীল-গদাধর জান।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস-গান।। ১৩৭।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে তৃতীয়স্কন্ধে কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।। ৬।।

সপ্তম অধ্যায়

গর্ভবাস-বর্ণন

(ভাটিয়ারী-রাগ)

তবে কর্ম্মবশে জীব মায়ের উদরে।
বাপের ঔরস-সনে পরবেশ করে।। ১।।
এক রাত্রে কলল, বুদ্বুদ পঞ্চদিনে।
দশরাত্রে হয় যেন বদর-প্রমাণে।। ২।।
তাহার অন্তরে হয় অণ্ড-পরিমাণ।
এক মাসে হয় শির, শ্রবণ, নয়ান।। ৩।।
দুই মাসে হয় কর পদ-উতপতি।
তিন মাসে নখ-লোম-ছিদ্র অবগতি।। ৪।।
চারি মাসে হয় সপ্তধাতু-নিরূপণ।
পঞ্চ মাসে হয় ক্ষুধা-তৃষ্ণার উদগম।। ৫।।
ছয় মাসে ভ্রমে শিশু মায়ের উদরে।
মায়ের ভোজন-রসে নিতি নিতি বাড়ে।। ৬।।
বিষ্ঠা-মূত্র-গর্ত্তে রহে করিয়া শয়ন।
কৃমি-কীট বেড়ি' করে সর্বাঙ্গ ভক্ষণ।। ৭।।
ক্ষণে মূরছিত হয়, ক্ষণে জীঞা উঠে।
দুঃখ-ভয় পাঞা অঙ্গ করে ছটফটে।। ৮।।
কটু-তিক্ত-অম্লাদি মায়ের অন্ন-পান।
তাহার পরশে ক্ষণে তেজয়ে পরাণ।। ৯।।
আঁওলে বেষ্টিত চারিদিগ্ অন্ত্রপাশ।
নড়িতে না পারে শিশু দেখিয়া তরাস।। ১০।।
পৃষ্ঠ-গলা ভগন উদরে শির ধরে।
এইরূপে শিশু নানা দুঃখ ভোগ করে।। ১১।।

দৈবযোগে জ্ঞান যদি হয় সাত মাসে।
শত শত জনম স্মঙরে ভাগ্য-বশে।। ১২।।
এদিগে ওদিগে চালে প্রসব-মারুতে।
ব্যাকুলিত শিশু কিছু না পারে করিতে।। ১৩।।
জানিঞা ভজয়ে তবে প্রভু নরহরি।
নানাস্তুতি করে জীব শিরে কর ধরি'।। ১৪।।

গর্ভস্থ শিশুর স্তব

'নমো নমো দেব-দেব প্রভু নারায়ণ।
জানিঞা পশিলুঁ দুই চরণে শরণ।। ১৫।।
না ভজিয়া প্রভু দুই চরণ তোমার।
এই গর্ভবাস-দুঃখ হয় বার বার।। ১৬।।
সংসারে পতিত জীব স্বকর্ম্ম-বন্ধনে।
মায়াবশে দুঃখ ভোগ করে স্থানে স্থানে।। ১৭।।
সুখ-দুঃখ-রহিত কেবল জ্ঞানময়।
আনন্দে বিহর প্রভু, জীবের হৃদয়।। ১৮।।
প্রণমহোঁ প্রাণনাথ চরণে তোমার।
গর্ভবাসদুঃখ যেন নহে আরবার।। ১৯।।
চরাচর সর্ব্বদেহে বৈস হৃষীকেশ।
নির্গুণ নির্লেপ প্রভু নাহি সঙ্গলেশ।। ২০।।
চরণ-পঙ্কজ তব না ভজিলুঁ হেলে।
তে-কারণে মজি আমি উদরগহ্বরে।। ২১।।
বারেক প্রভুর যদি দয়া হঞা যায়।
দুর্গত পাতকী তবে পরিত্রাণ পায়।। ২২।।
এইবার জানিলাম গর্ভবাস দুঃখ।
জন্মিঞা না দেখি যেন আর মায়ামুখ।। ২৩।।
এথাই থাকিয়া মুঞি করিমু যতন।
ভকতি করিয়া দৃঢ় ভজোঁ নারায়ণ।। ২৪।।
তবে সে করিব হরি দয়া পরকাশ।
গর্ভবাস ছুটিব, খণ্ডিব মায়াপাশ।।' ২৫।।
দশমাস ধরি' স্তুতি এইরূপে করে।
প্রসূতি-মারুত তবে প্রবেশে উদরে।। ২৬।।
বাহিরে ঠেলিয়া পেলে অধোমুখ করি'।
তিলোকে পাসরে সব ভূমিতলে পড়ি'।। ২৭।।

বদ্ধজীবের শৈশব-যাতনা

ভূমিতে পড়িয়া শিশু হয় অচেতনে।
বন্ধুগণ মেলি' শিশু জীয়ায় যতনে।। ২৮।।
ক্ষণে শিশু বিষ্ঠা-মূত্র-শয়নে লোটায়।
ক্ষণে কৃমি-কীট সব অঙ্গ বেড়ি' খায়।। ২৯।।
হস্ত-পদ আছাড়িয়া কান্দে ঘনে-ঘন।
বলিতে করিতে নারে, না জানে মরম।। ৩০।।
বন্ধুগণ জানি' তা'র দুঃখের কারণ।
নানা পরকারে দুঃখ করে বিমোচন।। ৩১।।
ডাকিনী, যোগিনী, হয় ভূত-অধিষ্ঠান।
নানারোগ নিবারিয়া রাখয়ে পরাণ।। ৩২।।
এইরূপে দুঃখ ভোগ করে শিশুকালে।
যৌবন-সময় হৈলে হয় বেয়াকুলে।। ৩৩।।

যৌবনের তাড়না ও কুসঙ্গে দুর্গতি

হরিব পরের বিত্ত, পশু, গৃহ, দার।
দিনে দিনে কাম, লোভ, বাঢ়ে অহঙ্কার।। ৩৪।।
বিরোধ, কোন্দল, যুদ্ধ করে জনে জনে।
পরদুঃখ কা'রে বলে—চিত্তেহ না জানে।। ৩৫।।
পঞ্চভূত রচিত আপন ভিন্ন কায়।
'মোহার শরীর' বলি' কুমতি দঢ়ায়।। ৩৬।।
করিয়া আপন বুদ্ধি অসত্য শরীরে।
হতবুদ্ধ্যে পরহিংসা, পরপীড়া করে।। ৩৭।।
সাধুসঙ্গ নহিল কুসঙ্গ-সঙ্গিদোষে।
আহার-শৃঙ্গার মাত্র জানিল বিশেষে।। ৩৮।।
কর্ম্মদোষে সাধুসঙ্গ না কৈল বিচার।
তে-কারণে ভুঞ্জে জীব এত দুঃখভার।। ৩৯।।
সাধুসঙ্গে চিত্ত যা'র হয় পরসন্ন।
কর্ম্মদোষে হয় যদি কুসঙ্গে মিলন।। ৪০।।
পূরবে যেরূপ ছিল কুমতি তাহার।
সেইরূপে হয় পুনঃ কুমতি-সঞ্চার।। ৪১।।

অসৎসঙ্গের কু-পরিণাম ও সৎসঙ্গের সুফল

সত্য-শৌচ-দয়া-দান-লজ্জা-যশঃ-ক্ষমা।
কুসঙ্গে সকল বুদ্ধি হরয়ে মহিমা।। ৪২।।

স্ত্রীয়ে রত, স্ত্রীর অধীন সেই মূঢ় জনে।
এ-সব অসাধু-সঙ্গ ছাড়িব যতনে।। ৪৩।।
ব্রহ্মা হঞা নারীসঙ্গে হৈল বিমোহিত।
অন্যকে মোহিব তাথে এ কোন বিচিত্র!! ৪৪
সতত যতন করি' কুসঙ্গ ছাড়িব।
ভকত-জনের সঙ্গ যতনে করিব।। ৪৫।।
ভকত-জনের সঙ্গে বাড়য়ে ভকতি।
ভব-বিমোচন হয়, বিষ্ণুপদে গতি।। ৪৬।।
ভক্তিরস-গুরু শ্রীল-গদাধর জান।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস-গান।। ৪৭।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে তৃতীয়স্কন্ধে কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।। ৭।।

অষ্টম অধ্যায়

(শ্রী-রাগ)

পুন শ্রীকপিলদেব কহিছেন মায়।
"দেবপিতৃ যে ভজে, সে দেব-পিতৃ যায়।। ১।।
নানাদুঃখে তপ-যজ্ঞ করে ব্রত-দান।
কর্ম্মফল বিনে কিছু না দেখিয়ে আন।। ২।।
সর্ব্বকর্ম্ম করে, কিবা সর্ব্বদেব পূজে।
সর্ব্বযজ্ঞ করি' যদি সর্ব্বদেব ভজে।। ৩।।

শ্রীকৃষ্ণে শরণাগতিই সর্ব্বমঙ্গলের হেতু

তবু ভব-বন্ধদুঃখ না ঘুচয়ে তা'র।
বিনে কৃষ্ণ ভজিলে সংসার নহে পার।। ৪।।
পুরুষ-পুরাণ ব্রহ্ম অতি সত্যময়।
সভার হৃদয়ে বৈসে প্রভু কৃপাময়।। ৫।।
সর্ব্বভাবে লহ তুমি তাঁহাতে শরণ।
তবে সে দেখিয়ে মাতা, ভব-বিমোচন।। ৬।।
গৃহরসে গৃহে যা'র নিবন্ধ হৃদয়।
পিতৃযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ করে অতিশয়।। ৭।।
মধুরিপুচরিত্র পবিত্র দিব্য-গাথা।
শুনিতে সন্তোষ যা'র নহে হরিকথা।। ৮।।
কুকথা-শ্রবণে যা'র সন্তোষ বাড়য়ে।
শূকর সদৃশ তা'রে জানিহ নিশ্চয়ে।। ৯।।
দেবময়, পিতৃময় হরি সর্ব্বময়।
হরি বিনে বলিতে জগতে কিছু নয়।। ১০।।
সর্ব্বরূপ ধরে হরি সর্ব্বলোকপতি।
হরি সে দিবারে পারে সুখ, মোক্ষগতি।। ১১।।
এতেক জানিঞা ভজ শ্রীহরিচরণ।
সর্ব্বভাবে লহ মাতা, গোবিন্দ-শরণ।। ১২।।
কহিল তোমারে মাতা, এই তত্ত্বকথা।
গোবিন্দ-শরণ লঞা রহ যথা তথা।। ১৩।।
জ্ঞানযোগে ভক্তিযোগে নাহি কিছু ভেদ।
জ্ঞান হৈলে হয় তবে ভববন্ধ ছেদ।। ১৪।।
ভক্তি হৈলে হয় কৃষ্ণ ভকত-অধীন।
জ্ঞানযোগে ভক্তিযোগে এই মাত্র ভিন।। ১৫।।
চারি ভেদে ভক্তিযোগ কহিল জননি।
ভকতি করিয়া তুমি ভজ চক্রপাণি।। ১৬।।

ভক্তিতত্ত্ব শ্রবণে অযোগ্য ও যোগ্য জনের লক্ষণ

উপদেশ না করিহ খলমতি-জনে।
ধর্ম্মধ্বজী যেবা হয় বিনয়-বিহীনে।। ১৭।।
গৃহে যা'র চিত্ত বদ্ধ, দেখ অতিশয়।
ভকত-জনের দ্বেষ যে-জন করয়।। ১৮।।
শ্রদ্ধা-ভক্তি-বিহীন যে জন দুরাচারে।
কদাচিত উপদেশ না করিহ তা'রে।। ১৯।।
সর্ব্বজীব-হিতে রত ভকত সুধীর।
বিষয়ে বৈরাগ্য যা'র, বিমল শরীর।। ২০।।
দম্ভ, মান, মদ, হিংসা না দেখ যাহার।
না দেখ যাহার কাম, ক্রোধ, অহঙ্কার।। ২১।।

উপদেশ করিহ এ সব মহাজনে।
ভক্তিতত্ত্ব-উপদেশ কৈল নিরূপণে।। ২২।।
যেবা শুনে, যেবা কহে এ পুণ্য-কথন।
বৈকুণ্ঠে তাহার বাস, ভববিমোচন।।" ২৩।।
ভক্তিরস-গুরু শ্রীল-গদাধর জান।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস-গান।। ২৪।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে তৃতীয়স্কন্ধে কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।। ৮।।

নবম অধ্যায়

দেবহূতির মোহনাশ ও তৎকর্ত্তৃক শ্রীবিষ্ণুবৈষ্ণবমাহাত্ম্যোপলব্ধি
(গৌরী-রাগ)

পুত্রের বচন শুনি' কপিলের মাতা।
মোহজাল-সকল ছিণ্ডিলা সুপণ্ডিতা।। ১।।
পুনঃ পুনঃ চরণে করিয়া দণ্ড-নতি।
করজোড়ে স্তুতি কিছু করে দেবহূতি।। ২।।
"যাঁ'র নাভিপদ্মে উপজিল প্রজাপতি।
যাঁহা হৈতে চরাচর বিশ্ব-উতপতি।। ৩।।
অখিল-ভুবননাথ হেন নারায়ণ।
জঠরে জনমে মোর, না বুঝি কারণ।। ৪।।
যাঁ'র নাম শ্রবণ, করয়ে স্মঙরণ।
যদি বা চণ্ডাল জনে করয়ে কীর্ত্তন।। ৫।।
চণ্ডাল-জনম-দোষ হরে সেই ক্ষণে।
কি বলিব সাক্ষাৎ তাঁহার দরশনে? ৬
যাহার জিহ্বায় নাম বৈসয়ে তোমার।
জানিবা সভার শ্রেষ্ঠ যদি বা চণ্ডাল।। ৭।।
সর্ব্বতপ, সর্ব্বযজ্ঞ, সর্ব্বতীর্থ-স্থান।
সর্ব্ববেদ পঢ়িল সেই সে মতিমান্।। ৮।।

শ্রীকপিলদেবের সাগর-তীর্থে যাত্রা

মায়ের বচন শুনি' কপিল ঈশ্বর।
চলিলা পরম যোগী মহাযোগেশ্বর।। ৯।।
পূরব-উত্তর-কোণে আছে মুনিবন।
তথা আসি' মিলিলা কপিল তপোধন।। ১০।।
কথো দূর স্থান ছাড়ি' দিলেন সাগর।
তথাই রহিলা তবে মুনি যোগেশ্বর।। ১১।।

ভক্তিযোগবলে শ্রীদেবহূতির শ্রীবিষ্ণুপাদপদ্মপ্রাপ্তি

পুত্রমুখে তত্ত্ব-কথা শুনি' দেবহূতি।
ভজিলা মুকুন্দ-পদ করিয়া ভকতি।। ১২।।
সর্ব্বভাবে লৈল যদি গোবিন্দে শরণ।
চলিলা বৈকুণ্ঠপুরী ছুটিল বন্ধন।। ১৩।।

শ্রীকপিল-যোগকথা-শ্রবণ-মাহাত্ম্য

যেবা কহে, যেবা শুনে কপিলচরিত্র।
পুণ্যকর, পাপহর, পরম পবিত্র।। ১৪।।
হরিপদে হয় তা'র ভকতি-উদয়।
বিষ্ণুপদে বাস তা'র, খণ্ডে ভবভয়।। ১৫।।
কহিল তৃতীয়-স্কন্ধ-চরিত্র অমৃত।
পদে পদে ভক্তিতত্ত্বজ্ঞান সমুদিত।। ১৬।।
যেবা শুনে, শুনায় কপিল-যোগ-কথা।
ভবদাবদহন মুকতি গুণগাথা।। ১৭।।
বৈকুণ্ঠে বসতি তা'র ভববন্ধছেদ।
নহিব সংসারে আর গতাগতি-খেদ।। ১৮।।
গদাধর-পদযুগ এই সে ভরসা।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস-ভাষা।। ১৯।।
চৈতন্য-পদারবিন্দ-মকরন্দ-রসে।
প্রেমতরঙ্গিণী কহি মুদিত-মানসে।। ২০।।

ইতিশ্রীভাগবতে মহাপুরাণে তৃতীয়স্কন্ধে কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী নবমোঽধ্যায়ঃ।। ৯।।
তৃতীয়ঃ স্কন্ধঃ সমাপ্তঃ।। ৩।।

চতুর্থ স্কন্ধ

প্রথম অধ্যায়

চতুর্থস্কন্ধ-চরিতং নানোপাখ্যান-বৃংহিতম্।
বর্ণ্যতে সদসঃ প্রীত্যৈ যতো হরিকথোদয়ম্।। ১।।

মনু-দুহিতৃ-বংশবিস্তার-বিবরণ
(মালসী-রাগ)

'আকূতি' যাহার নাম মনুর দুহিতা।
সত্যবতী, পতিব্রতা রুচির বনিতা।। ২।।
তাহার উদরে হৈল যজ্ঞ-অবতার।
দক্ষিণা লক্ষ্মীর অংশে বিদিত সংসার।। ৩।।
মরীচিমুনির পুত্র—কশ্যপ জন্মিল।
যাহার অপত্য-সৃষ্ট্যে জগৎ পূরিল।। ৪।।
ব্রহ্মার বচনে অত্রিমুনি যোগেশ্বর।
করিল পরম তপ শতেক বৎসর।। ৫।।
এক পায়ে রহে বায়ু করিয়া রোধন।
ব্রহ্মরন্ধ্র ফুটিয়া উঠিল হুতাশন।। ৬।।
হেনকালে আইলা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর।
তিন দেব দিল তা'রে তিন পুত্র বর।। ৭।।
"তিন অংশে তিন পুত্র হইব তোমার।
তোমার নির্ম্মল যশ ঘুষিব সংসার।।" ৮।।
এতেক বলিয়া তাঁ'রা কৈলা অন্তর্দ্ধান।
অনসূয়া-সনে মুনি আইলা নিজস্থান।। ৯।।
বিরিঞ্চির অংশে পুত্র হৈলা শশধর।
শিব-অংশে দুর্বাসা জন্মিলা মুনিবর।। ১০।।
বিষ্ণু-অংশে দত্ত-নামে জন্মিল কুমার।
প্রসঙ্গে কহিল দত্তাত্রেয়-অবতার।। ১১।।
অঙ্গিরা-মুনির দুই জন্মিলা তনয়।
উতথ্য মুনীন্দ্র, বৃহস্পতি মহাশয়।। ১২।।
জন্মিলা অগস্ত্যমুনি পুলস্ত্যকুমার।
কনিষ্ঠ বিশ্রবা-নাম বিদিত সংসার।। ১৩।।
বিশ্রবার তিন পুত্র হৈল মহাবল।
এক পক্ষে জন্মিল কুবের ধনেশ্বর।। ১৪।।
আর পক্ষে জন্মিল রাবণ-কুম্ভকর্ণ।
নিজ ভুজে আচ্ছাদিল তিন লোকধর্ম্ম।। ১৫।।
এইরূপে নবঋষি-অপত্য-বিস্তার।
একে একে কহিল সকল ধর্ম্মসার।। ১৬।।
মূর্ত্তি-নামে দক্ষসুতা ধর্ম্মের ঘরণী।
তা'র ঘরে অবতার কৈলা চক্রপাণি।। ১৭।।
নরনারায়ণ রূপে কৈলা অবতার।
বদরিকাশ্রমে তপ করেন প্রচার।। ১৮।।
যেরূপে জন্মিল দক্ষ-শঙ্কর বিবাদ।
দক্ষযজ্ঞ-ভঙ্গ আর সতী-দেহত্যাগ।। ১৯।।
কহিব বিদুর আর যত বিবরণ।
সাবধানে শুন তুমি কৃষ্ণে ধরি' মন।। ২০।।
"প্রসূতি মনুর কন্যা মহাগুণবতী।
শুভকালে বিভা কৈলা দক্ষ প্রজাপতি।। ২১।।
জন্মিল ষোড়শ কন্যা তাহার উদরে।
ত্রয়োদশ কন্যা দিল ধর্ম্মরাজ-তরে।। ২২।।
এক কন্যা বিভা দিল অগ্নি-সন্নিধান।
পিতৃগণে কৈলা তা'র এক কন্যা দান।। ২৩।।
আর এক কন্যা দিল শঙ্করের তরে।
সতী-নামে গুণবতী বিদিত সংসারে।। ২৪।।
পতিসেবা করে দেবী সতী পতিব্রতা।
বাপের দুর্মতি দেখি' পরম দুঃখিতা।। ২৫।।
শিবদেবে দেখিয়া বাপের অপরাধ।
যোগবলে কৈল সতী নিজদেহত্যাগ।।" ২৬।।
বিদুর জিজ্ঞাসা কৈলা মৈত্রেয়-চরণে।
'শঙ্করের দ্বেষ দক্ষ কৈলা কি কারণে? ২৭

দক্ষের শিববিদ্বেষ-হেতু-বর্ণনা

চরাচরগুরু শিব শান্ত-কলেবর।
আত্মারাম বৈরবিবর্জিত মহেশ্বর।। ২৮।।
কেনে দ্বেষ কৈলা তা'র দক্ষ প্রজাপতি?
জামাতা-শ্বশুরে কেন বিবাদ-যুকতি?" ২৯

শুনিঞা মৈত্রেয়মুনি বিদুরের বাণী।
কহিতে লাগিলা তবে পূরব-কাহিনী।। ৩০।।
"প্রজাপতিগণে কৈলা যজ্ঞ-অনুবন্ধ।
দেবগণ আইলা তাথে করিয়া আনন্দ।। ৩১।।
সিদ্ধ-মহাঋষিগণ, মুনিগণ মেলি'।
সনকাদি মুনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু আদি করি'।। ৩২।।
সগণে শঙ্করদেব চলি' গেলা তা'থে।
সভে মেলি' বসিয়া আছেন সভাসদে।। ৩৩।।
হেনকালে গেলা তথা দক্ষ প্রজাপতি।
দশ দিক্ প্রকাশিত যা'র অঙ্গজ্যোতি।। ৩৪।।
দক্ষ দেখি' সভাসদ উঠিল সম্ভ্রমে।
কুণ্ড হৈতে আগুনি উঠিলা ভয়মনে।। ৩৫।।
সভাসদে মেলি' দক্ষ পূজিল সাদরে।
না উঠিয়া সভে ব্রহ্মা, হর মহেশ্বর।। ৩৬।।
ব্রহ্মাকে প্রণাম করি' দক্ষ প্রজাপতি।
আজ্ঞা পাঞা আসনে বসিলা মহামতি।। ৩৭।।
দেখিয়া শঙ্করদেবে ক্রোধ করি' মনে।
বলিতে লাগিলা দক্ষ ঘূর্ণিত-নয়নে।। ৩৮।।
'শুন শুন, দেব-মুনি, মহাঋষিগণ।
সভাসদে কহি-কিছু সাধু বিবরণ।। ৩৯।।
ক্রোধে নাহি বলি আমি, না বলি অজ্ঞানে।
সাধুজন-ধর্ম্ম কহি সভা-বিদ্যমানে।। ৪০।।
হের দেখ শঙ্কর নির্লজ্জ দুরাচার।
বেদ-বিনিন্দিত-পথে কেবল সঞ্চার।। ৪১।।
ধর্ম্ম পথ-বিনাশন, মর্কটলোচন।
শিষ্য হঞা করে এত গুরু বিলঙ্ঘন।। ৪২।।
অগ্নি, বিপ্র সাক্ষী থুঞা দিল কন্যাদান।
জামাতা হইয়া করে এত অবজ্ঞান।। ৪৩।।
উঠিয়া করিতে হয় যা'রে নমস্কার।
বচনেহ তুষ্ট তা'কে না করয়ে তা'র।। ৪৪।।
প্রেতভূতগণ-যুত উনমত বেশ।
বাঘছাল পরিধান, পিঙ্গ জটাকেশ।। ৪৫।।
ইচ্ছায় না দিলুঁ কন্যা, বিধির ঘটনা।
দৈবযোগে হয় সাধুজন-বিড়ম্বনা।। ৪৬।।
ভস্মবিভূষিত অঙ্গ, অস্থিমালা ধরে।
শ্মশানে বসিয়া রহে হৈয়া দিগম্বরে।। ৪৭।।
নষ্টাচার, পতিত, পিশাচ-সঙ্গে রহে।
দৈবযোগে সম্বন্ধ ঘটিল তা'র সহে'।। ৪৮।।
এতেক বলিয়া দক্ষ জল লঞা করে।
ক্রোধ করি' দিলা শাপ শঙ্করের তরে।। ৪৯।।
'আজি হৈতে যজ্ঞভাগ নহিব ইহার।
দেবাধম হঞা যেন রহে দুরাচার।।' ৫০।।
এ বোল শুনিঞা ক্রোধ কৈলা মহেশ্বর।
উঠিয়া চলিলা শিব না দিলা উত্তর।। ৫১।।
নন্দীশ্বর-আদি যত শঙ্করের গণ।
ক্রোধ করি' তা'রা সব কহয়ে বচন।। ৫২।।

নন্দীশ্বরের অভিশাপ

'মানুষ-শরীর পাঞা এত বড় গর্ব।
ঈশ্বরের দ্রোহ করিবারে এত দর্প!! ৫৩
শঙ্করের অপরাধে দক্ষ প্রজাপতি।
তত্ত্বজ্ঞান দূর হো'ক, বাঢ়ুক কুমতি।। ৫৪।।
গৃহধর্ম্মে চিত্ত বদ্ধ হউ অতিশয়।
গ্রাম্যসুখে হো'ক দক্ষ নিবদ্ধহৃদয়।। ৫৫।।
কর্ম্মপথে দক্ষের বাঢ়ুক, অনুরাগ।
বেদপথ ছাড়ুক বাঢ়ুক দুঃখ-ভাগ।। ৫৬।।
তত্ত্বজ্ঞান খণ্ডুক, বাঢ়ুক পশুমতি।
ছাগমুখ হোক দক্ষ, যাউক অধোগতি।। ৫৭।।
দক্ষপক্ষ হৈয়া যে যে কৈল উপহাস।
শিব-অপরাধে তা'র হো'ক মতি নাশ।। ৫৮।।
সর্ব্বভক্ষ হো'ক, তা'র দেহ গেহ-মতি।
মাঙ্গিতে বেড়ায় যেন ভুঞ্জয়ে দুর্গতি।।' ৫৯।।

শ্রীভৃগুমুনির অভিশাপ

এতেক বচন শুনি' ভৃগু মহামুনি।
শিবের কিঙ্করে তবে বলে এই বাণী।। ৬০।।
'শিবব্রত ধরে যেবা, শিবের কিঙ্কর।
পাষণ্ডী নিন্দিত তা'রা হোক নিরন্তর।। ৬১।।

নষ্টাচার' হোক তা'রা জটাভস্মধারী।
সর্ব্ব ধর্ম্ম তেজে যেন বেদপথ ছাড়ি'।। ৬২।।
শিবের কিঙ্কর যেবা, শিবদেব ভজে।
সে-জন পাষণ্ড হয়, সর্ব্ব ধর্ম্ম তেজে।।' ৬৩।।
এত শাপ দিলা যদি ভৃগু মুনীশ্বর।
নিশবদে গেলা শিব না দিলা উত্তর।। ৬৪।।
যজ্ঞ সমাপিয়া যত দেব-মুনিগণে।
সভেই চলিয়া গেলা নিজ নিজ স্থানে।। ৬৫।।
যজ্ঞ-সমাপন হৈল সহস্র বৎসরে।
পূর্ণা দিয়া গেলা দেব নিজ নিজ পুরে।। ৬৬।।
এইরূপে হর-দক্ষে বাড়িল বিবাদ।
রহিল বিস্তর কাল, নহিল প্রসাদ।। ৬৭।।

দক্ষ-যজ্ঞ

এককালে দক্ষ আনি' ব্রহ্মা, সুরেশ্বরে।
মহা অভিষেক করি' দিলা দিব্য বরে।। ৬৮।।
প্রজাপতিগণ-অধিপতি করি' দিল।
তে-কারণে দক্ষের অধিক দর্প হৈল।। ৬৯।।
'বৃহস্পতি-সব'-নামে কৈলা যজ্ঞরাজ।
তাহাতে মিলিল আসি' দেবের সমাজ।। ৭০।।
ব্রহ্মঋষি, দেবঋষি যত পিতৃগণ।
সভেই দক্ষের যজ্ঞে হৈল উপসন্ন।। ৭১।।
সগণে দেবতাগণ পত্নীগণ-সহে।
দেখিতে দক্ষের যজ্ঞ মিলিলা উৎসাহে।। ৭২।।
সিদ্ধগণ চলি' যায় আকাশমণ্ডলে।
রথে রথে ঠেকাঠেকি বাজে উতরোলে।। ৭৩।।
দেবগণ, সিদ্ধগণ যায় ত্বরাতরি।
দিব্য রথে চড়ি' যায় দেবতা-সুন্দরী।। ৭৪।।
আকাশমণ্ডলে যায় দেবদেবীগণ।
শিব-বিদ্যমানে সতী কি বোলে বচন।। ৭৫।।

দক্ষযজ্ঞে গমনার্থ সতীর তীব্র আকাঙ্ক্ষা

'দক্ষ প্রজাপতি, নাথ, তোমার শ্বশুর।
যজ্ঞ আরম্ভিলা তেঁহ, উৎসব প্রচুর।। ৭৬।।
সাদরে দেবতাগণ রথে চড়ি' যায়।
হের-দেখ আকাশে বিমানগণ ধায়।। ৭৭।।
সকল ভগিনীগণ যায় শূন্যপথে।
নিজপতিগণ সঙ্গে চড়ি' দিব্য রথে।। ৭৮।।
আজ্ঞা দেহ যদি নাথ, ঝাট চলি' যাই।
বাপের উৎসব-যজ্ঞ সভে মেলি' চাই।। ৭৯।।
চিরকালে বাপ-মায়ে হয় দরশন।
ভগিনীগণের সঙ্গে হয় সম্ভাষণ।। ৮০।।
ভগিনী, ভগিনীপতি আসিব উৎসবে।
একত্রে বান্ধবগণ দেখিব যে সভে।। ৮১।।
যদি ইচ্ছা কর, নাথ, চলি' চল যাই।
সকল বান্ধবগণ দেখি এক ঠাঞি।। ৮২।।
তোমার মায়ায় নাথ, নির্ম্মিত সকল।
তুমি সর্ব্বলোকপতি, তুমি মহেশ্বর।। ৮৩।।
স্ত্রিরি-জাতি আমি তত্ত্ব কি জানিতে পারি?
কৃপা যদি কর, নাথ, ঝাট করি' চলি।। ৮৪।।
দেখ, নাথ, সকল ভগিনী যায় রথে।
পতিগণ সঙ্গে চলি' যায় শূন্যপথে।। ৮৫।।
চল, নাথ, দেখি গিয়া আনন্দমঙ্গল।
ঝাট করি' দেখি গিয়া বান্ধব-সকল।। ৮৬।।
যদি বল যাচিয়া না যাই বন্ধুঘরে।
তথাপি বাপের ঘরে দোষ নাহি ধরে।। ৮৭।।
সুপ্রসন্ন হও, নাথ, বিলম্ব না কর।
বাপের উৎসব দেখি, ঝাট করি চল।।' ৮৮।।
এতেক বচন শিব শুনিঞা শ্রবণে।
স্মঙরি' পূরব-কথা হাসে মনে মনে।। ৮৯।।

শিবকর্ত্তৃক সতীকে পিতৃগৃহে গমনার্থ নিষেধদান

'তুমি যে কহিলা, সতি! সে নহে অন্যথা।
যাচিয়া যাইতে হয় উচিত সর্ব্বথা।। ৯০।।
যদি আমা' দেখিয়া দক্ষের নহে ক্রোধ।
যদি বা দক্ষের সঙ্গে না হয় বিরোধ।। ৯১।।
যদি কোনমতে কিছু নহে বিপরীত।
তবে সে আমার হয় যাইতে উচিত।। ৯২।।

তপ-বিত্ত-কুল-শীলে যা'র বাড়ে গর্ব।
অসত্য শরীর ধরি' তা'র হয় দর্প।। ৯৩।।
দেব-দ্বিজ-গুরু করি' নহে তা'র জ্ঞান।
পাসরে সকল ধর্ম্ম বাড়ে অভিমান।। ৯৪।।
তা'র ঘরে যাইতে উচিত নাহি হয়।
যে জন বান্ধব দেখি' ক্রোধদৃষ্ট্যে চায়।। ৯৫।।
রিপুবাণে হয় যদি অঙ্গ জরজর।
তথাপি তাহাতে ব্যথা নহে তত বড়।। ৯৬।।
বন্ধুগণ-কুবচন-বাণ-বরিষণে।
যেরূপে হৃদয়ে তাপ বাড়ে অনুক্ষণে।। ৯৭।।
বাপের প্রধান তুমি কন্যা গুণবতী।
তোমাতে অধিক প্রেম ধরে প্রজাপতি।। ৯৮।।
তবু তথা গেলে তুমি না পাবে সন্তোষ।
আমার বনিতা দেখি' হ'ব তা'র রোষ।। ৯৯।।
পাপে দৃঢ়মতি যা'র কুচ্ছিত হৃদয়।
সম্পদ্-বিষয়ে গর্ব বাড়ে অতিশয়।। ১০০।।
ঈশ্বর না হ'য়ে করে ঈশ্বরের দ্বেষ।
বৃথা যেন অসুরে হিংসয়ে হৃষীকেশ।। ১০১।।
যদি বল—'কেন তুমি না কৈলে প্রণাম?'
তা'র কথা কহি, সতি, তোমা'-বিদ্যমান।। ১০২।।

দেহাত্মবাদীর বৈষ্ণববিদ্বেষ

'দেহ-গেহে দেখিয়ে যাহার অহঙ্কার।
বধুজনে তাহারে না করে নমস্কার।। ১০৩।।
যাঁহার অন্তরে আছে প্রভু ভগবান্।
চিত্তের ভিতরে তাঁ'রে করিয়ে প্রণাম।। ১০৪।।
বসুদেব-নাম সত্ত্ব বিশুদ্ধ-বিজ্ঞান।
তাহাতে পরম-ব্রহ্ম বৈসে ভগবান্।। ১০৫।।
সেই 'বাসুদেব'-নাম করিয়ে চিন্তন।
শরীরে প্রণাম করি' কোন্ প্রয়োজন? ১০৬
প্রণাম না কৈলুঁ আমি এই সে কারণে।
না বুঝিয়া দক্ষ ক্রোধ কৈল অকারণে।। ১০৭।।
তুমি না চলিহ, সতি, দক্ষ-দরশনে।
তা'র দুষ্টগণ না করিবে সম্ভাষণে।। ১০৮।।
কৌতুকে গেলাম মুঞি যজ্ঞ দেখিবারে।
তাহাতে ভর্ৎসিয়া দক্ষ কৈল তিরস্কারে।। ১০৯।।
তুমি যদি আমার বচন পরিহরি'।
বাপের মন্দিরে যাহ চিত্তে কোপ করি'।। ১১০।।
তবে, সতি, ফলিবে বিষম পরমাদ।
এ বোল বুঝিয়া রহ, না কর বিষাদ।।' ১১১।।
এ বোল বলিয়া শিব হৈল নিশবদ।
মনে দুঃখ পাঞা দেবী করে ছট্‌ফট্।। ১১২।।
পুর হইতে বাহির, বাহির হৈতে পুর।
আইসে যায়, মনে দুঃখ পাইয়া প্রচুর।। ১১৩।।
সকম্পশরীরে আঁখি বাহি' পড়ে জলে।
লাজে-ভয়ে সতী দেবী কিছুই না বলে।। ১১৪।।
কা'রে কিছু না বলিঞা ক্রোধ করি' মনে।
চলিলা বাপের ঘরে সজল নয়নে।। ১১৫।।
বুঝিয়া দেবীর মন দেব ত্রিলোচন।
পাঠাঞা দেবীর সঙ্গে দিলা নিজগণ।। ১১৬।।
ধ্বজ, ছত্র, চামর, পতাকা দিব্য বানা।
চলিল দেবীর পাছে শত শত সেনা।। ১১৭।।
শঙ্খ, ভেরী, মৃদঙ্গ, দুন্দুভি-কোলাহল।
চৌদিকে পুরিয়া হৈল আনন্দ মঙ্গল।। ১১৮।।

দেবীর দক্ষগৃহে যাত্রা ও তৎকৃত অনাদর-দর্শন

উত্তরিলা গিয়া দেবী বাপের মন্দিরে।
দ্বিজগণ বেদঘোষে পূরিত অন্তরে।। ১১৯।।
পশুহিংসা, বলিদান, বিবিধ সম্ভার।
বহুবিধ ধাতুপাত্র, কাঞ্চন অপার।। ১২০।।
হেন যজ্ঞঘরে দেবী করিলা প্রবেশ।
কেহ না বোলয়ে তা'রে শিবে ধরি' দ্বেষ।। ১২১।।
কিছুই না বোলে কেহ, না চাহে নয়নে।
সকল ভগিনীগণ পূজিল যতনে।। ১২২।।
মায়ে কোল দিয়া ঘরে আনিল দুহিতা।
আসনে বসাঞা মাতা হৈলা আনন্দিতা।। ১২৩।।
মনে ক্রোধ করি' সতী চৌদিকে নেহালে।
না দেখি' শিবের ভাগ যজ্ঞের ভিতরে।। ১২৪।।

শিবহীন যজ্ঞ ও শিবনিন্দা-শ্রবণে সতীর ক্ষোভ ও দেহত্যাগ-সঙ্কল্প

বাপের দুর্নীত দেখি', শিবে অবজ্ঞান।
অন্তরে জানিলা দেবী পাঞা অপমান।। ১২৫।।
"শিব শিব! এত বড় দেখিলুঁ দুর্নীত!
মুনির সমাঝে হয় হেন বিপরীত!! ১২৬
এ সব ব্রাহ্মণে করে যজ্ঞধূমপান।
এই অহঙ্কারে করে শিবে অবজ্ঞান!! ১২৭
যাঁ'র সম ত্রিভুবনে নাহি অতিশয়।
সকল জগদ্‌গুরু, পিতা, সর্ব্বময়।। ১২৮
যাঁ'র বৈরিভাব নাহি দেখি ত্রিভুবনে।
হেন শঙ্করের দ্বেষ করে দ্বিজগণে!! ১২৯
কোন কোন দুষ্ট জন গুণে দোষ ধরে।
সাধুজনে অল্প গুণ, সেহ বড় করে।। ১৩০।।
অসত্য শরীরে যে আপন করি' মানে।
হিংসাবুদ্ধি হয় তা'র সাধু-মহাজনে।। ১৩১।।
'মহাজন নিন্দিব'—এ কোন্ তা'র কাজ।
কুসঙ্গ-সংযোগে যা'র নাহি ভয়, লাজ? ১৩২
প্রসঙ্গেতে গিরে যা'র 'শিব'—দু'-অক্ষর।
জগতমঙ্গল-নাম সর্ব্বপাপহর।। ১৩৩।।
শিব-নাম-কীর্ত্তনে সংসার দুঃখ হরে।
হেন শঙ্করের দ্বেষ দ্বিজগণ করে।। ১৩৪।।
যাঁ'র পাদপদ্ম যোগী চিন্তয়ে খিয়ানে।
যাঁ'র গুণ কীর্ত্তন করয়ে সুরগণে।। ১৩৫।।
হেন শঙ্করের সনে বাপের বিবাদ।
তাহার দুহিতা আমি—এ বড় বিষাদ।। ১৩৬।।
ব্রহ্মা-আদি দেবে যাঁ'র তত্ত্ব নাহি জানে।
হেন শঙ্করের হিংসা করে দ্বিজগণে!! ১৩৭
জটা-ভস্ম ধরে শিব, বাঘছাল পরে।
প্রেত-ভূত-পিশাচ-যোগিনী-সঙ্গে ফিরে।। ১৩৮।।
এ-সব শিবের দোষ নাহি জানে আনে।
সভে দোষ জানে এই যজ্ঞের ব্রাহ্মণে!! ১৩৯
মহাজননিন্দা যথা শুনি নিজ-কানে।
হাথে কান ঢাকিয়া চলিব তথা হনে।। ১৪০।।
যদি পারি তা'র জিহ্বা কাটিয়া ফেলিব।
নহে বা আপন প্রাণ আপনে ছাড়িব।। ১৪১।।
এথা আসি' শিবনিন্দা শুনিলুঁ শ্রবণে।
যজ্ঞভোগী নহে শিব দেখিলুঁ নয়নে।। ১৪২।।
হেন দক্ষ হইতে মোর উৎপন্ন কায়।
এ দেহ রাখিতে মোর আর না যুয়ায়।। ১৪৩।।
লোভ-মনে গরিষ্ঠ ভোজন যদি করি।
সেই অন্ন পাছে যদি উগারিয়া ফেলি।। ১৪৪।।
তবে পাছে পরিণামে সেই ভাল হয়।
এ-দেহ রাখিতে আর উচিত না হয়।। ১৪৫।।
বেদবাদরত-মতি নহে মহাজন।
নিজ ধর্ম্মে থাকি' করে স্বধর্ম্ম-রক্ষণ।। ১৪৬।।
প্রবৃত্তিলক্ষণ-ধর্ম্ম বেদমুখে শুনি।
নিবৃত্তিলক্ষণ-ধর্ম্ম সেই বেদবাণী।। ১৪৭।।
এক কর্ত্তা দুই কর্ম্মে নহে অধিকারী।
জ্ঞানপথে কর্ম্মযোগে ফল নাহি ধরি।। ১৪৮।।
এ দেহ ধরিয়া কিছু ফল নাহি আর।
ভজিতে শঙ্কর-দেব নাহি অধিকার।। ১৪৯।।
এ দেহ রাখিয়া মোর নাহি প্রয়োজন।
এ বড় কুচ্ছিত মোর কুযোনি-জনম।।" ১৫০।।

সতীর দেহত্যাগ

এ বোল বলিয়া দেবী বসিলা খিয়ানে।
যোগপথে কৈলা দেবী চিত্ত সমাধানে।। ১৫১।।
শিব-চরণারবিন্দ হৃদয়ে ধরিয়া।
যোগপথে নিজ-দেহ আগুনি জ্বালিয়া।। ১৫২।।
শরীর পোড়াঞা দেবী শিবলোকে গেল।
তিনলোকে 'হাহাকার'-শব্দ উঠিল।। ১৫৩।।
'কোন্ জনে সতীদেবী কৈলা অবজ্ঞান?
কোন্ বাণী কে বলিল, পাইল অপমান? ১৫৪
সতীদেবী শরীর ছাড়িল কি কারণে?'
এইরূপ নানা বাণী বলে সর্ব্বজনে।। ১৫৫।।
হেনকালে শঙ্করের পারিষদগণ।
জানিঞা সাক্ষাতে সতীদেবীর মরণ।। ১৫৬।।

অস্ত্র তুলি' ধাইল তা'রা মারিবার তরে।
হেনকালে ভৃগুমুনি কোন যুক্তি করে।। ১৫৭।।

শিবানুচর-বধার্থ ঋভুগণ-সৃষ্টি

যেই মাত্র কুণ্ডে হোম কৈলা মুনিবর।
কুণ্ড হৈতে ঋভুগণ উঠিল সত্বর।। ১৫৮।।
মহাভয়ঙ্কর তা'রা দিব্য অস্ত্র ধরে।
দুইগণে যুদ্ধ হয় পৃথিবী-উপরে।। ১৫৯।।
শিবগণে ব্রহ্মতেজ সহিতে না পারি'।
চৌদিকে পলাঞা গেল ভয়ে রণ ছাড়ি'।। ১৬০।।
শিবদেব শুনিলা—'দক্ষের অবজ্ঞান।
সতীদেবী দেহ ছাড়ি' গেলা নিজ-স্থান।। ১৬১।।
ভয়ে রণ ত্যজিয়া পলায় নিজগণ।'
শুনিলা নারদ-মুখে শিব ভগবান্।। ১৬২।।

সতীর দেহনাশে শিবের ক্রোধ

ক্রোধ করি'-মহাদেব উঠিলা সত্বরে।
দন্তে দন্তে পিষিয়া ছিণ্ডিলা জটাভারে।। ১৬৩।।
তড়িত বরণ জঠা দেখি ভয়ঙ্কর।
তাহা হৈতে পুরুষ উঠিলা ঘোরতর।। ১৬৪।।
শিরে পরশিল বীর গগন-মণ্ডল।
তিন-গোটা অক্ষি যেন তিন দিনকর।। ১৬৫।।
জ্বলন্ত আগুনি যেন, বিকট দশন।
বিশাল সহস্র ভুজ, ঘোর-দরশন।। ১৬৬।।
নানা-অস্ত্র করে ধরে, মুণ্ডমালা গলে।
শিবের অগ্রেতে বলে কর যুড়ি' শিরে।। ১৬৭।।
'আজ্ঞা কর—কি নাথ করিব আরাধন?'
শিব বলে—'শুন শুন, আমার বচন।। ১৬৮।।
সগণে মারিয়া আইস দক্ষ দুরাচার।
যজ্ঞভঙ্গ কর তা'র কুলের সংহার।। ১৬৯।।
গণের প্রধান তুমি, নিজ অংশেধর।
আমার বচনে তুমি শীঘ্র ইহা কর।।' ১৭০।।
আজ্ঞা শিরে ধরিয়া পুরুষ ঘোরতর।
প্রণাম করিয়া বীর চলিলা সত্বর।। ১৭১।।
রুদ্র-পারিষদগণ ধাইল তার' পাছে।
মহারব করিয়া বেড়িলা চারি ভিতে।। ১৭২।।

দক্ষপুরে শৈবজ্বরের উৎপাত

দেখিয়া উত্তর দিগে ধূলা-অন্ধকার।
দক্ষপুরে শবদ উঠিল 'হাহাকার'।। ১৭৩।।
চিন্তিতে লাগিলা দক্ষ, যতেক ব্রাহ্মণ।
'আকাশে উঠিল ধূলা, এ কোন্ কারণ? ১৭৪
নাহি ঝড়, উতপাত, দুষ্টজন-ভয়।
অরাজক রাজ্য নহে, দেখিয়ে প্রলয়!! ১৭৫
কোন্ দোষে কৈলা দক্ষ সতী-অবজ্ঞান?
পরমাদ ফলে—হেন করি অনুমান।। ১৭৬।।
অন্তকালে যে শিব মেলিয়া জটাভার।
দিগ্‌গজ বিন্ধিয়া শূলে করয়ে বিহার।। ১৭৭।।
যাঁ'র ক্রোধানলে ব্রহ্মাণ্ডকোটি দহে।
কেন দক্ষ বিবাদ বাড়াইল তাঁ'র সহে?" ১৭৮
এইরূপে বলাবলি করে সর্ব্বজনে।
হেন-কালে আসিয়া বেড়িল রুদ্রগণে।। ১৭৯।।
কেহ ঘর ভাঙ্গে, কেহ প্রাচীর, দুয়ার।
কেহ সভা ভাঙ্গে কেহ রন্ধনাগার।। ১৮০।।
কেহ যজ্ঞকুণ্ড ভাঙ্গি' আগুনি নিভায়।
কেহ কেহ যজ্ঞপাত্র ভাঙ্গিয়া পেলায়।। ১৮১।।
কুণ্ডের উপরে কেহ ছাড়ে মল-মূত্র।
দ্বিজগণে বান্ধি' কেহ ছিণ্ডে যজ্ঞসূত্র।। ১৮২।।
কেহ নারীগণে ধরি' করে বিড়ম্বন।
কেহ আনি' বান্ধিয়া পেলায় মুনিগণ।। ১৮৩।।

দক্ষ, শ্রীভৃগু, পূষা ও ভগদেবাদির দুর্দ্দশা

দেবগণ পলায়, বান্ধিয়া কেহ আনে।
ভৃগুমুনি বান্ধিয়া আনয়ে মণিমানে।। ১৮৪।।
বীরভদ্র বীর বান্ধে দক্ষ প্রজাপতি।
চণ্ডেশ বান্ধিয়া করে পূষার দুর্গতি।। ১৮৫।।
নন্দীশ্বর ভগদেবে বান্ধি' লঞা আসে।
চৌদিক্ ভরিয়া দেব পলায় তরাসে।। ১৮৬।।

যে দাড়ি দেখাঞা ভৃগু হাসিলা তখনে।
সে দাড়ি মুড়াঞা তাঁ'র কৈলা বিড়ম্বনে।। ১৮৭।।
যে দন্ত দেখাঞা পূষা পূরবে হাসিল।
ভূমেতে পেলাঞা তাঁ'র দন্ত উপাড়িল।। ১৮৮।।
ভগদেব যে আঁখি দেখাঞা দিল ঠার।
ভূমিতে পেলিয়া আঁখি উপাড়িল তা'র।। ১৮৯।।
চাপিয়া ধরিয়া দক্ষে ভূমিতে পেলিয়া।
খরসান খড়গে মাথা পেলিল কাটিয়া।। ১৯০।।
কাটিতে না গেল কাটা, চিন্তে মহেশ্বর।
সংগোপনে যোগ চিন্তে মনের ভিতর।। ১৯১।।
কাটিল দক্ষের মাথা সেই যোগবলে।
'সাধু সাধু'-শবদ উঠিল ক্ষিতিতলে।। ১৯২।।
দক্ষশির তুলিল যজ্ঞের হুতাশনে।
হাহাকার-শবদ উঠিল দক্ষগণে।। ১৯৩।।
দক্ষযজ্ঞ-ভঙ্গ হৈল, দক্ষের মরণ।
প্রাণ লঞা সুরলোকে গেলা সুরগণ।। ১৯৪।।
ত্রিশূল, পট্টিশ, গদা, পরিঘ, মুদগরে।
ছিন্ন-ভিন্ন হঞা দেব পলায় সত্বরে।। ১৯৫।।

শ্রীব্রহ্মাকর্ত্তৃক দেবগণকে সান্ত্বনাদান

ব্রহ্মাকে জানাইলা গিয়া করিয়া প্রণাম।
শুনিয়া বিরিঞ্চি-দেব কৈলা প্রণিধান।। ১৯৬।।
'মহাজন-অপরাধে না হয় কল্যাণ।
তুমি-সব শিব-দেবে কৈলে অবজ্ঞান।। ১৯৭।।
ত্রিজগৎনাথ শিব, লোকমহেশ্বর।
তাঁ'র স্থানে অপরাধে না দেখি কুশল।। ১৯৮।।
সভে মেলি' কর গিয়ে শিব-আরাধন।
ভজিলে তখনে শিব হৈল পরসন্ন।। ১৯৯।।
চরণ ভজিলে-মাত্র করিব প্রসাদ।
ভজিলে শঙ্কর-দেব, খণ্ডিব প্রমাদ।। ২০০।।
মরম ভেদিল তাঁ'র দক্ষ কুবচনে।
প্রিয়াহীন শঙ্করে করহ আরাধনে।।' ২০১।।

শ্রীশঙ্কর-নিকটে সগণ শ্রীব্রহ্মা

এ বোল বলিয়া ব্রহ্মা লৈয়া সুরগণ।
কৈলাসপর্বতে গেলা শিবের সদন।। ২০২।।
কিন্নর-গন্ধর্ব-যক্ষ-অপ্সরা-বেষ্টিত।
নানামণিময় শৃঙ্গ দেখিতে শোভিত।। ২০৩।।
নানাদ্রুম, লতাবলি, ভ্রমর-ঝঙ্কার।
নানামণিময় পথ, বিমল সঞ্চার।। ২০৪।।
সিদ্ধগণ-সহ সিদ্ধবধূ-বিহরণ।
ময়ূর-শবদ, শুক-কোকিল-ভাষণ।। ২০৫।।
বিবিধ বিহগ, মৃগ, খগ-বিরাজিত।
পারিজাত, সরল-মন্দার-সুশোভিত।। ২০৬।।
তাল, তমাল, শাল, আম্র, কোবিদার।
নাগ, পুন্নাগ, নিম্ব, কুন্দাদি, পিয়াল।। ২০৭।।
মালতী-মাধবী-জাতি-মল্লিকা-মণ্ডিত।
রাজপূগ-পূগ-বীজপুর-সুশোভিত।। ২০৮।।
কুন্দ-কুরবক-নীপ-মধূক-বকুল।
ভূর্জ-সর্জ-কুব্জবট-কদম্ব-সঙ্কুল।। ২০৯।।
কুমুদ, কহ্লার, শতপত্র, উৎপল।
বিবিধকমল-যুক্ত দীঘি, সরোবর।। ২১০।।
মৃগ, শাখামৃগ, সিংহ, মত্ত মাতঙ্গ।
শরভ, মহিষ, খর দেখিতে সুরঙ্গ।। ২১১।।
পুণ্য নদী, পুণ্য তরু, পুণ্য উপবন।
দেখিয়া বিস্মিত হৈলা সব সুরগণ।। ২১২।।
শিবের 'অলকাপুরী' কৈলাসপর্বতে।
দেবগণ আসিয়া দেখিলা হরষিতে।। ২১৩।।
সৌগন্ধিক বন তা'থে সুরম্য মধুর।
শুক-পিক-বিহগ-নাদিত ভৃঙ্গকুল।। ২১৪।।
কুসুমিত দ্রুমজাল, পুণ্য লতাবলী।
সুরবধূ কেলি করে হ'য়ে কুতূহলী।। ২১৫।।
বিদ্রুমরচিত তট, দীঘি, সরোবর।
কুসুমে আমোদ বন, পবন শীতল।। ২১৬।।
তা'র মাঝে আছে এক বট মনোহর।
শতেক যোজন গাছ, দীঘল প্রসর।। ২১৭।।

বিবিধ, সন্তাপ, তথা নাহি জরা-ভয়।
পুণ্য-গন্ধ-আমোদিত পবন-সঞ্চয়।। ২১৮।।
তা'র তলে শিবদেব শান্ত কলেবর।
চৌদিকে বেড়িয়া আছে গন্ধর্ব-কিন্নর।। ২১৯।।
উপাসনা করে সিদ্ধ যোগী, মুনিগণে।
সনকাদি, নারদাদি করয়ে স্তবনে।। ২২০।।
দেবগণ দেখিয়া শঙ্কর মহেশ্বর।
ত্বরাত্বরি কর-যুড়ি' শিরের উপর।। ২২১।।
প্রণাম করিয়া মহেশ্বরের চরণে।
স্তুতি করে সুরগণ-হরষিত মনে।। ২২২।।

স্তবে তুষ্ট শ্রীআশুতোষের বরদান

তুষ্ট হঞা মহাদেব কি বোলে বচন।
'বর মাগ, কোন্ বর দিব সুরগণ?' ২২৩
শিবের বচন শুনি' সুরগণ মেলি।
বর মাগে সুরগণ করযোড় করি।। ২২৪।।
'যজ্ঞ রক্ষা কর, দেহ' দক্ষ প্রাণদান।
জীয়াইয়া দেবগণে কর পরিত্রাণ।। ২২৫।।
যজ্ঞভাগ তোমারে না দিল দ্বিজগণে।
যজ্ঞভঙ্গ তুমি, হর, কৈলে তে-কারণে।। ২২৬।।
দ্বিজগণে প্রাণদান দেহ একবার।
দুই আঁখি দিয়া ভগ কর প্রতিকার।। ২২৭।।
ভৃগুর উঠুক দাড়ি, পূষার দশনে।
প্রাণদান দিয়া, দেব, কর বিমোচনে।। ২২৮।।
যজ্ঞভাগ তোমার রহিল সর্ব্বকাল।
যজ্ঞ রক্ষা করি' কর দক্ষের উদ্ধার।।' ২২৯।।
দেবের বচন শুনি হর মহেশ্বর।
তুষ্ট হঞা দেবগণে কি বোলে উত্তর।। ২৩০।।
'দক্ষ-আদি দ্বিজগণ ছাওয়াল-সমান।
দেব-মায়া-বিমোহিত, মূর্খ, অগেয়ান।। ২৩১।।
তা'-সভার অপরাধে ক্রোধ নাহি করি।
দুষ্টদোষ নিবারিতে খল-দণ্ড ধরি।। ২৩২।।
'ছাগ-মুখ হৌক দক্ষ'—দিলুঁ এই বর।
মিত্রের লোচনে ভগ দেখিব সকল।। ২৩৩।।
নহিব পূষার দন্ত, ভক্ষিব পিঠালি।
দেবগণে রহে যে কাটা অঙ্গ ধরি'।। ২৩৪।।
ছাগলের দাড়ি যেন ভৃগুমুনি ধরে।'
এই বর দিলুঁ দেব, চল সুরপুরে।।" ২৩৫।।
শিবের বচন শুনি' যত দেবগণে।
শিব-আজ্ঞা লঞা গেলা সেই যজ্ঞ-স্থানে।। ২৩৬।।

ছাগমুণ্ডধারী দক্ষের পুনঃ শিব-স্তুতি

ছাগলের মুণ্ড দিয়া দক্ষদেহে যুড়ি'।
জীয়া'য়ে তুলিল দক্ষে অভিষেক করি'।। ২৩৭।।
তবে দক্ষ উঠিয়া চিন্তিল মনে মনে।
'শিবেরে সন্তোষ আমি করিব কেমনে?' ২৩৮
শিবের মহিমা দেখি' কম্পিত-অন্তর।
স্তুতি-ভক্তি করিয়া তুষিল মহেশ্বর।। ২৩৯।।
পুনরপি যজ্ঞ কৈল ব্রহ্মার বচনে।
পূর্ণা দিয়া যজ্ঞ সমাপিল দ্বিজগণে।। ২৪০।।

দক্ষের পুনর্যজ্ঞে শ্রীনারায়ণের আবির্ভাব ও দেবগণের স্তুতি

কুণ্ড হইতে আপনে উঠিলা নারায়ণ।
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-শ্রীবৎসলাঞ্ছন।। ২৪১।।
মুকুট, কুণ্ডল, হার, হেম-অহঙ্কার।
আপনে আসিয়া কৃষ্ণ কৈলা অবতার।। ২৪২।।
ব্রহ্মা-আদি দেবগণে কৈলা নানা-স্তুতি।
তুষ্ট হৈয়া বর দিয়া গেলা সুরপতি।। ২৪৩।।
রুদ্রভাগ দিয়া দক্ষ যজ্ঞ সমাপিল।
দক্ষযজ্ঞভঙ্গ-কথা সংক্ষেপে কহিল।। ২৪৪।।
ধন্য, পুণ্য, পাপহর, পরম-পবিত্র।
কৃষ্ণগুণ-সমুদিত শঙ্কর-চরিত্র।। ২৪৫।।
যেবা শুনে, শুনায়, দুরিতরাশি হরে।
অন্তকালে তনু তেজি' যায় বিষ্ণুপুরে।।" ২৪৬।।
ধীরশিরোমণি শ্রীল-গদাধর জান।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস-গান।। ২৪৭।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে চতুর্থস্কন্ধে কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী প্রথমোঽধ্যায়ঃ।। ১।।

দ্বিতীয় অধ্যায়

শ্রীধ্রুবের জন্ম ও শৈশবে বিমাতার ভর্ৎসনা
(সুহই-রাগ)

তবে আর কহিব, বিদুর মতিমান্।
একচিত্তে শুন তুমি হঞা সাবধান।। ১।।
"স্বায়ম্ভুবমনুর আছিল পুত্র শ্রেষ্ঠ।
কনিষ্ঠ উত্তানপাদ, প্রিয়ব্রত জ্যেষ্ঠ।। ২।।
উত্তানপাদের দুই আছিল বনিতা।
সুনীতি-সুরুচি-নাম জগৎ-বিদিতা।। ৩।।
সুরুচি সুন্দরী হয় রাজার বল্লভা।
সুনীতি যাহার নাম, সে হয় দুর্ভগা।। ৪।।
সুরুচিদেবীর হৈল 'উত্তম' কুমার।
সুনীতির পুত্র 'ধ্রুব' বিদিত সংসার।। ৫।।
একদিন রাজসিংহ রাজসিংহাসনে।
উত্তমে করিয়া কোলে বসিলা আপনে।। ৬।।
হেনকালে ধ্রুব গেলা তাঁ'র সন্নিধানে।
ইচ্ছা কৈল উঠিতে বাপের সিংহাসনে।। ৭।।
ভর্ৎসিয়া সুরুচি বলে—'আরে রে ছাওয়াল!
রাজাসনে বসিতে তোমার অহঙ্কার? ৮
নাহি কর যজ্ঞ-তপ, কৃষ্ণ-আরাধন।
আমার উদরে তোমার না হৈল জনম।। ৯।।
তবে কেন ইচ্ছা কর এত বড় পদে?
তেন ভাগ্য নাহি কর, চল নিশবদে।।' ১০।।
এ বোল শুনিঞা রাজা হঞা হেটমাথা।
লাজে কিছু না বলিল, মনে পাইল ব্যথা।। ১১।।
এতেক বচন শুনি' ধ্রুব মতিমান্।
কান্দিতে কান্দিতে গেলা মাতা-বিদ্যমান।। ১২।।
'পুত্র পুত্র' বলিয়া সে আইল জননী।
'কেন পুত্র কান্দিতেছ, চক্ষে পড়ে পানি? ১৩
কি কারণে কান্দ তুমি, কে বলিল মন্দ?
তোমা'-সনে কাহার ছাওয়াল কৈল দ্বন্দ্ব?' ১৪
তবে ধ্রুব কহিল সকল বিবরণ।
যে বলিল সৎমায়ে বিরোধ বচন।। ১৫।।

মাতৃকর্ত্তৃক শ্রীধ্রুবকে সান্ত্বনা দান ও
শ্রীহরিভজনার্থোপদেশ

শুনিঞা দুঃখিত হৈল ধ্রুবের জননী।
পুত্রকে শান্তিয়া তবে বলে কোন বাণী।। ১৬।।
'সত্য সত্য সৎমায়ে বলিল তোমারে।
পুণ্য বিনা নহে, বাপ, কোন অধিকারে।। ১৭।।
ভকতবৎসল হরি সর্ব্বফলদাতা।
অখিলজগদ্গুরু, সর্ব্বলোকপিতা।। ১৮।।
মুক্তগণ চিন্তে যাঁ'র উদ্দেশে চরণ।
সর্ব্বভাবে লহ, বাপ, তাঁহার শরণ।। ১৯।।
লক্ষ্মী যা'র পাদপদ্ম করয়ে ধেয়ান।
কমল ধরিয়া করে পূজে অবিরাম।। ২০।।
ব্রহ্মা-আদি দেবে যাঁ'র চিন্তয়ে চরণ।
হেন লক্ষ্মী করে যাঁ'র চরণ সেবন।। ২১।।
উচ্চপদে যদি বাঞ্ছা আছয়ে তোমার।
যদি বাপ, ইচ্ছ' তুমি বড় অধিকার।। ২২।।
তবে কৃষ্ণ-পাদপদ্ম কর আরাধন।
ত্রৈলোক্য-বন্দিত পদ দিব নারায়ণ।। ২৩।।
যাঁ'র পদ সেবি' ব্রহ্মা পাইল ব্রহ্মপদ।
শিবের শিবত্ব হৈল, সেবি' যাঁ'র পদ।। ২৪।।
সে হরিচরণে, বাপ, করহ ভকতি।
জগৎ-বন্দিত পদ, দিব দিব্যগতি।।' ২৫।।

শ্রীহরিভজনার্থ শ্রীধ্রুবের বন গমন ও
শ্রীনারদের সাক্ষাৎকার-লাভ

ধ্রুব মহামতি শুনি' এতেক বচন।
ধীরে ধীরে কৈলা চিত্তে ক্রোধ নিবারণ।। ২৬।
মাতাকে প্রণাম করি' ধ্রুব গেলা বনে।
নারদ আসিয়া পথে দিলা দরশনে।। ২৭।।
আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলা তপোধন।
'রাজার কুমার বনে চল কি কারণ? ২৮
পঞ্চ বৎসরের তুমি রাজার কুমার।
মান-অপমান কিবা তোমার বিচার? ২৯

খেলার ছাওয়াল তুমি শিশুখেলা খেল।
মায়ের বচনে তুমি ক্রোধ কেনে কর? ৩০
মান-অপমান দিতে পারে নারায়ণ।
না জানিয়া ক্রোধ লোক করে অকারণ।। ৩১।।
মায়ে উপদেশ কৈলা ভজিতে শ্রীহরি।
তোমার শক্তিতে তা'রে ভজিতে না পারি।। ৩২।।
অনেক জনম ধরি' মহামুনিগণে।
চিন্তিয়ে না পায় যাঁ'র চরণ-সন্ধানে।। ৩৩।।
তপ-যোগ-সমাধি করিয়া নিরন্তর।
যোগেন্দ্র না দেখে যাঁ'র চরণ-কমল।। ৩৪।।
একে শিশু, আরে তুমি রাজার কুমার।
সে প্রভু ভজিতে কিবা শকতি তোমার?' ৩৫
এতেক বলিলা যদি মুনি যোগেশ্বর।
প্রণাম করিয়া ধ্রুব দিলেন উত্তর।। ৩৬।।

শ্রীহরিভজনে শ্রীধ্রুবের ঐকান্তিকতা

'নিশ্চয় জানিলুঁ—হরি হৈলা পরসন্ন।
তে-কারণে তোমা' সনে হৈলা দরশন।। ৩৭।।
যে-কিছু কহিলে তুমি মোর হিতবাণী।
না রহে হৃদয়ে মোর, দোষ দেহ জানি'।। ৩৮।।
মরম ভেদিল সৎমায়ের বচনে।
কেমতে করিতে পারি চিত্ত-সমাধানে? ৩৯
জগৎ বন্দিত পদ নাহি দেখি আন।
হেন পদ পাইতে মোর চিত্তে অভিমান।। ৪০।।
কোন্ পুণ্যে, কোন্ তপে সে পদ মিলয়?
হেন উপদেশ মোরে কর মহাশয়।। ৪১।।

শ্রীনারদের সন্তোষ ও শ্রীধ্রুবকে শ্রীহরিভজনবিধি-কথন

ধ্রুবের বচন শুনি' মুনির প্রধান।
'ধন্য ধন্য' করি' কৈল ধ্রুবের বাখান।। ৪২।।
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ মিলয়ে তখনে।
সর্ব্বভাবে লয় যদি গোবিন্দ-শরণে।। ৪৩।।
ভজিলে সে হরি পারে আপনা দিবারে।
উচ্চপদে দিব—কোন্ বস্তুজ্ঞান তাঁ'রে? ৪৪
সত্য উপদেশ কৈল তোমার জননী।
ভকতবৎসল হরি ভজ চক্রপাণি।। ৪৫।।
যমুনাপুলিনে পুণ্য আছে মধুবন।
চল, তথা গিয়া কর শ্রীহরিভজন।। ৪৬।।
ত্রিকাল করিহ স্নান যমুনার জলে।
ত্রিকাল ভজিহ হরি দিব্য ফল-ফুলে।। ৪৭।।
ধূপ, দীপ, বিবিধ নৈবেদ্য-উপহারে।
বিবিধ-বিধানে পূজ দিনে তিনবারে।। ৪৮।।
ভূতশুদ্ধি করি' দেহী করিহ শোধন।
স্থির হঞা বসিহ করিয়া শুদ্ধাসন।। ৪৯।।
পূজিয়া গোবিন্দরূপ করিহ চিন্তন।
'নবঘনশ্যামতনু, রাজীবলোচন।। ৫০।।
ময়ূরচন্দ্রিকা-চারু কুটিল-কুন্তলে।
ললিত অলকাবলী বিলোল কপোলে।। ৫১।।
গণ্ডযুগে বিলোলিত মকর-কুণ্ডল।
ইন্দুকোটি-বিরাজিত বয়ানমণ্ডল।। ৫২।।
হার বিরাজিত গলে, বনমালা উরে।
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম শোভে চারি করে।। ৫৩।।
ত্রিভঙ্গভঙ্গিম, কটিতটে পীতবাস।
নখমণি জিনি' কোটি চান্দ পরকাশ।। ৫৪।।
মঞ্জীর রঞ্জিত চারু চরণপঙ্কজে।
কেয়ূর-কঙ্কণযুগ চারু ভুজে রাজে।। ৫৫।।
সুরেন্দ্র, মুনীন্দ্রবৃন্দ করয়ে স্তবন।
শঙ্কর, বিরিঞ্চ করে চরণবন্দন।।' ৫৬।।

মন্ত্রোপদেশ ও মন্ত্রসিদ্ধি-কথন

এরূপ চিন্তিয়া তুমি পূজ হৃষীকেশ।
কহিব তোমারে আর মন্ত্র-উপদেশ।। ৫৭।।
দ্বাদশ-অক্ষর মন্ত্র—সর্ব্বমন্ত্র-সার।
কহিব তোমারে মন্ত্র করিয়া উদ্ধার।। ৫৮।।
সাত দিন যদি মন্ত্র জপে নিরন্তর।
সর্ব্ব-সিদ্ধি হয় তা'র, সর্ব্বত্র মঙ্গল।। ৫৯।।
সে মন্ত্র জপিয়া কৃষ্ণ পূজ নিরন্তর।
ত্রৈলোক্য-বন্দিত পদ দিব গদাধর।।' ৬০।।

এতেক বচন শুনি' রাজার কুমার।
মুনির চরণে ধ্রুব কৈলা নমস্কার।। ৬১।।
প্রদক্ষিণ করিয়া চলিলা মধুবনে।
নারদ চলিয়া আইলা রাজা-বিদ্যমানে।। ৬২।।

শ্রীনারদ-সমীপে উত্তানপাদের পুত্রার্থ আক্ষেপ

দেখিয়া উত্তানপাদ পূজিল বিধানে।
সাদরে বসায় নিঞা নৃপ দিব্যাসনে।। ৬৩।।
পুছিল রাজারে তবে মুনি যোগেশ্বর।
'বিষাদ করিছ কেনে হঞা নৃপবর? ৬৪
রাজা হঞা কেন তুমি কর বিমরিষ?
কি কারণে না দেখিয়ে হৃদয় হরিষ? ৬৫
অকণ্টক দেখি' তোমার রাজ্য অধিকার।
তোমার প্রচণ্ড দণ্ড ফিরয়ে সংসার।। ৬৬।।
কেহ নাহি আজ্ঞা লঙ্ঘে, না দেখি অধর্ম্ম।
তুমি যদি ইচ্ছা কর, নহে কোন কর্ম্ম? ৬৭
তবে কেনে কর তুমি হৃদয়ে বিষাদ?
রাজা হঞা কর শোক— এ বড় প্রমাদ!' ৬৮
শুনিঞা উত্তানপাদ মুনির বচন।
আপন দুঃখের কথা কৈল নিবেদন।। ৬৯।।
'স্তন্যপ ছাওয়াল মোর গেল বনবাসে।
কেহ না রাখিল ধ্রুবে মোর কর্ম্মদোষে।। ৭০।।
সৎমায়ে ভর্ৎসিল মোহার বিদ্যমানে।
মুঞি তা'থে কিছু না বলিলুঁ মতিহীনে।। ৭১।।
স্ত্রী-জিত হইনু মুঞি, অধম দুরাচার।
স্ত্রীর ভয়ে উপেখিলুঁ স্তন্যপ ছাওয়াল।। ৭২।।
বনে ভয় পাঞা যদি ছাওয়াল ডরায়।
সিংহে যদি মারে, কিংবা বাঘে ধরি' খায়।। ৭৩।।
কোপে যদি ধ্রুব মোর যায় দূর-দেশ।
চাহিতে চাহিতে যদি না পাই উদ্দেশ।। ৭৪।।
তবে কি করিব মুঞি নারদ-গোসাঞি।
স্ত্রী-জিত পুরুষ মোর সম কেহ নাঞি।। ৭৫।।

শ্রীধ্রুবের বার্ত্তা বলিয়া রাজাকে প্রবোধদান

রাজার বচন তবে শুনি' মুনিবর।
শান্তিয়া রাজারে তবে দিলেন উত্তর।। ৭৬।।
'কৃষ্ণ আরাধিব ধ্রুব তোমার তনয়।
সে-পদ সাধিব, যা'থে নাহি কালভয়।। ৭৭।।
জগতে তোমার যশ করিব বিস্তার।
সাধিব সকল সিদ্ধি, হৈব ভবপার।। ৭৮।।
আনে আনে যে পদ পাইতে বাঞ্ছা করে।
ধ্রুব পদ পা'ব যে তাহার উপরে।। ৭৯।।
চিন্তা পরিহর তুমি, শুন মহারাজ।
নিকটে আসিব ধ্রুব সাধি' সব কাজ।।' ৮০।।

মধুবনে শ্রীধ্রুবের শ্রীহরি আরাধনা

এতেক বচন বলি' নারদ চলিলা।
ধ্রুব গিয়া পুণ্য মধুবনে উত্তরিলা।। ৮১।।
তীর্থজলে স্নান করি' কৈলা উপবাস।
পরদিনে কৃষ্ণ-পূজা কৈল পরকাশ।। ৮২।।
নারদের উপদেশ-বিধি-অনুসারে।
কৃষ্ণ-আরাধন ধ্রুব করে নিরন্তরে।। ৮৩।।

শ্রীধ্রুবের কঠোর তপস্যা

তিন দিন পরে ধ্রুব করেন পারণা।
কেবল বদরফল দেহের ধারণা।। ৮৪।।
এক মাস গেল তবে এই পরকারে।
দুই মাসে ষড়রাত্রি উপবাস করে।। ৮৫।।
পারণা-দিবসে পত্র করেন ভোজন।
হেন-কালে তিন মাস দিল দরশন।। ৮৬।।
নব-রাত্রি পরেতে করেন জল-পান।
যোগবলে ধরয়ে কেবল নিজ-প্রাণ।। ৮৭।।
চারিমাসে দুয়াদশ উপবাস করি'।
শরীর রাখয়ে ধ্রুব বায়ু পান করি'।। ৮৮।।
পঞ্চ-মাসে ধ্রুব কৈল পবন-রোধন।
হৃদয়-পঙ্কজে আরোপিলা নারায়ণ।। ৮৯।।

স্তম্ভিয়া রাখিলা বায়ু এ দশ দুয়ার।
নিশ্চলে রহিলা যেন পর্বত-আকার।। ৯০।।
মন নিয়োজিল ধ্রুব কৃষ্ণের চরণে।
বাহ্য পাসরিলা তবে কেশব-ধেয়ানে।। ৯১।।
এক পায়ে পরশিয়া রহে ক্ষিতিতল।
তাঁ'র ভরে পৃথিবী করয়ে টলমল।। ৯২।।
নগ-নাগ, দশ দিক্ কম্পিত সকল।
পাতালে প্রবেশে হেন দেখি ক্ষিতিতল।। ৯৩।।
পবন রুধিল ধ্রুব আপন-শরীরে।
তিনলোক নিরোধ হইল সুরাসুরে।। ৯৪।।

শ্রীধ্রুবের তপস্যায় ইন্দ্রাদি দেবগণের ভয়
ও শ্রীনারায়ণের অভয়দান

তবে তাঁ'র তপোবল দেখিয়া বিদিত।
ইন্দ্র আদি সুরগণ হৈলা চমকিত।। ৯৫।।
ভয়ে গিয়া লৈল কৃষ্ণ-চরণে শরণ।
বিবিধ প্রণাম কৈল, বিবিধ স্তবন।। ৯৬।।
তবে হরি সাক্ষাতে দিলেন দরশন।
দেবগণে আশ্বাসিলা বিবিধ-বচন।। ৯৭।।
'বৈরভাব নাহি তাঁ'র ধ্রুব মহামতি।
পরম-বৈষ্ণব ধ্রুব সাধয়ে ভকতি।। ৯৮।।
ভয় পরিহর, দেব, চল নিজ-স্থানে।
আপনে চলিব আমি ধ্রুব সম্ভাষণে।।' ৯৯।।

শ্রীধ্রুবের শ্রীহরিপাদপদ্ম-লাভ

দেবগণে সন্তোষিয়া পুরুষ-পুরাণ।
সেইক্ষণে আইলা প্রভু ধ্রুব-বিদ্যমান।। ১০০।।
সমাধি করিয়া ধ্রুব আছে ত' ধেয়ানে।
দিব্য কৃষ্ণরূপ ধ্রুব দেখে বিদ্যমানে।। ১০১।।
দিব্য কৃষ্ণরূপ ধ্রুব দেখিল সম্মুখে।
বাহ্য-অভ্যন্তর পাসরিলা প্রেমসুখে।। ১০২।।

শ্রীধ্রুবের স্তব

'নমো নমো নমো নমো নমো জগন্নাথ!'
এ বোল বলিয়া ধ্রুব কৈল দণ্ডপাত।। ১০৩।।
ভূমেতে পড়িলা ধ্রুব হঞা অচেতনে।
তিতিল সকল অঙ্গ নয়নের জলে।। ১০৪।।
দেখিয়া ধ্রুবের ভাব প্রভু দামোদর।
শির পরশিলা প্রভু দিয়া নিজ-কর।। ১০৫।।
তবে ধ্রুব পাইল বল-বুদ্ধি চমৎকার।
উঠিয়া করয়ে স্তুতি রাজার কুমার।। ১০৬।।
কত কত স্তুতি কৈল, কত দণ্ড-নতি।
কত ভাব উপজিল, কতেক ভকতি।। ১০৭।।

শ্রীনারায়ণের বর-প্রদান

তবে তুষ্ট হঞা বর দিলা ভগবান্।
'জগৎ-বন্দিত তুমি, লহ দিব্যস্থান।। ১০৮।।
ধ্রুবলোক যাহ তুমি সভার উপরে।
লক্ষ্মী-সহ তথা আমি বসি নিরন্তরে।। ১০৯।।
চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ-যোগ নক্ষত্র-করণ।
তা'রা সবা তোমা' বেড়ি' করিব ভ্রমণ।। ১১০।।
মুনিগণ বেড়িয়া করিব স্তুতিবাদ।
গন্ধর্ব করিব গান তোমার সাক্ষাৎ।। ১১১।।
ছত্রিশ-সহস্র তুমি বৎসর অবধি।
রাজ্যভোগ্য করহ, মিলিব সর্ব্বসিদ্ধি।। ১১২।।
মহাযজ্ঞ করি' তুমি ভজিহ আমারে।
তবে তুমি ধ্রুবলোক পাইবে অন্তকালে।।' ১১৩।।
এতেক বচন বলি' প্রভু ভগবান্।
ধ্রুবের সাক্ষাতে কৃষ্ণ হৈলা অন্তর্দ্ধান।। ১১৪।।

উত্তানপাদ-কর্ত্তৃক শ্রীধ্রুবের সম্বর্দ্ধনা

তবে ধ্রুব উদ্দেশে করিয়া নমস্কার।
নিজ-পুরে চলে তবে রাজার কুমার।। ১১৫।।
উত্তরিলা ধ্রুব যদি পুর-সন্নিধানে।
এক জনে জানাইল রাজ-বিদ্যমানে।। ১১৬।।
রাজা তাঁ'রে দিল হার—রাজ-আভরণে।
হয় বা না হয় রাজা চিন্তে মনে মনে।। ১১৭।।
নারদে কহিল আসি' নিশ্চয়-বচনে।
আনন্দে পূরিয়া রাজা চলে সেইক্ষণে।। ১১৮।।

—৭

কুলের প্রধান যত আছে বৃদ্ধগণ।
কুলপুরোহিত যত প্রদান ব্রাহ্মণ।। ১১৯।।
পাত্র-মিত্র, সামন্ত, অমাত্য, মন্ত্রিগণ।
চলিলা রাজার সঙ্গে সব পুরজন।। ১২০।।
মদমত্ত গজরাজ করি' আগুয়ান।
লক্ষ লক্ষ হস্তী ঘোড়া করিয়া যোগান।। ১২১।।
অযুত অযুত রথ, শত শত সেনা।
নানা-বর্ণে পতাকা, বিবিধ ছত্রবানা।। ১২২।।
বিবিধ বাজনা বাজে রাজার গমনে।
চলিলা ধ্রুবের মাতা হরষিত-মনে।। ১২৩।।
উত্তমের জননী উত্তম-পুত্র-সঙ্গে।
ধ্রুব আনিবারে দেবী চলিল আনন্দে।। ১২৪।।
বিবিধ সাজনে সেনা সাজিয়া সুসারে।
চলিলা নৃপতিসিংহ পুত্র আগুসারে।। ১২৫।।

শ্রীধ্রুব কর্তৃক গুরুজনদিগের চরণ-বন্দন

কথো দূর গিয়া হৈল পুত্র-দরশনে।
দণ্ডবত হৈলা ধ্রুব বাপের চরণে।। ১২৬।।
মায়ের চরণ তবে করিয়া বন্দনে।
দণ্ডবত কৈলা সৎমায়ের চরণে।। ১২৭।।
উত্তমের সঙ্গে তবে কৈলা কোলাকোলি।
বিনয়বচন তবে সর্ব্বলোকে বলি।। ১২৮।।
তবে রাজা তুলিয়া পুত্রেরে দিল কোল।
ভুবন ভরিয়া হৈল 'জয় জয়'-রোল।। ১২৯।।

গুরুজনের আশীর্ব্বাদ ও নাগরিকগণের অভিনন্দন

পুত্র কোলে করি' রাজা আপনা পাসরে।
তিতিল সকল অঙ্গ নয়নের লোরে।। ১৩০।।
সৎমায়ে কোলে লৈয়া কৈল আশীর্ব্বাদ।
'চিরজীবী হও, বলি, মাথে দিল হাথ।। ১৩১।।
মায়ে আশীর্ব্বাদ দিল করি' আলিঙ্গন।
আশীর্ব্বাদ দিল যত দ্বিজ-গুরুগণ।। ১৩২।।
রথে তুলি' পুত্র লৈয়া আইলা নিজপুরী।
পুষ্প-বরিষণ করে যত পুরনারী।। ১৩৩।।
প্রবাল, তুণ্ডুল, ফল, লাজ-বরিষণ।
পুরে-পুরে কৈলা যত পুরনারীগণ।। ১৩৪।।
বসাই' পুত্রকে রাজা দিব্য রাজঘরে।
বহুবিধ নৃত্য-গীত-বাদ্য মনোহরে।। ১৩৫।।

শ্রীধ্রুবের বিবাহ ও রাজ্যপালন

এইরূপে আনন্দে রহিল কথোকাল।
তবে বিভা কৈলা ধ্রুব রাজার কুমার।। ১৩৬।।
শিশুমার-নামে ছিল এক প্রজাপতি।
তা'র কন্যা বিভা কৈলা 'ভ্রমি'-নামে সতী।। ১৩৭।।
ধ্রুবে রাজা করিয়া স্থাপিল রাজাসনে।
আপনে চলিয়া রাজা গেলা তপোবনে।। ১৩৮।।
যোগে দেহ ছাড়ি' রাজা গেলা স্বর্গবাসে।
সুখে রাজ্য করে ধ্রুব 'কৃষ্ণ' উপদেশে।। ১৩৯।।
মৃগয়া করিতে বনে উত্তম চলিলা।
তথাই গন্ধর্বগণে বেড়িয়া মারিলা।। ১৪০।।
পুত্রশোকে তা'র মাতা গেলা অনুসারে।
অগ্নি পরবেশ করি' তেজে কলেবরে।। ১৪১।।
শুনিয়া ধ্রুবের কোপ হৈলা অতিশয়।
সাজিয়া সকল সৈন্যে চলে মহাশয়।। ১৪২।।

গন্ধর্বগণের সহিত শ্রীধ্রুবের প্রচণ্ডযুদ্ধ; শ্রীমনু
ও কুবের কর্তৃক তৎকোপ-প্রশমন

গন্ধর্বগণের সহে করিয়া সমর।
কোটি কোটি গর্দ্ধব কাটিলা মহাবল।। ১৪৩।।
গন্ধর্বের সৃষ্টিনাশ হয়, হেন-কালে।
স্বায়ম্ভুব-মনু আইলা ধ্রুবের গোচরে।। ১৪৪।।
'পরম বৈষ্ণব, বৎস তুমি মহাশয়।
এত প্রাণী বধ করা উচিত না হয়।। ১৪৫।।
গন্ধর্বের সৃষ্টিনাশ নহে ত উচিত।
ভকত জনের কর্ম্ম নহে বিপরীত।।' ১৪৬।।
এইরূপে নানা স্তুতি কৈলা মনুরাজ।
তবে যুদ্ধ ছাড়ে ধ্রুব মনে পাঞা লাজ।। ১৪৭।।

তবে স্বায়ম্ভুব-মনু গেলা স্বর্গবাসে।
কুবের আসিয়া তথা মিলিলা হরিষে।। ১৪৮।।
করিয়া কুবের নানা তত্ত্বে স্তুতিবাদ।
মাথে হস্ত দিয়া তাঁ'রে দিলা আশীর্ব্বাদ।। ১৪৯।।
'রহিল গন্ধর্ব সৃষ্টি কৃপায় তোমার।
দেবগণ তুষ্ট হৈলা, গন্ধর্ব-নিস্তার।। ১৫০।।
পরম-বৈষ্ণব তুমি', চিত্তে কৃষ্ণ ধর।
নিজপর-বুদ্ধি তুমি কভু নাহি কর।। ১৫১।।
ভকতবৎসল হরি ভক্তিভাবে ভজ।
নিজ-পুরে চল বৎস, বৈরভাব তেজ।।' ১৫২।।
এতেক বচন বলি' কুবের চলিল।
নিজপুরে আসি' তবে ধ্রুব উত্তরিল।। ১৫৩।।

শ্রীধ্রুবের বৈষ্ণব-গৃহস্থ লীলা

জনমিল পুত্র-পৌত্র মহাবলবান্।
পৃথিবী শাসিয়া কৈল মহাযজ্ঞ-দান।। ১৫৪।।
দুষ্টজন খণ্ডিল, দণ্ডিল দুরাচার।
শিষ্ট-পরিপালন করিল সর্ব্বকাল।। ১৫৫।।
হরি-পূজা, হরি-সেবা, হরি-সংকীর্ত্তন।
মুকুন্দ-পবিত্র কথা সতত শ্রবণ।। ১৫৬।।
সাধু-পূজা, সাধু-সেবা, সাধুজন-সঙ্গ।
তবু তাঁ'র না হৈলা প্রচণ্ড দণ্ডভঙ্গ।। ১৫৭।।
চরাচর শরীরে দেখিলা কৃষ্ণরূপ।
কৃষ্ণ বিনে আন কিছু না হয় স্বরূপ।। ১৫৮।।
যদি চিত্ত স্থির হৈল কৃষ্ণের চরণে।
বাহ্য-অভ্যন্তর ধ্রুব কিছুই না জানে।। ১৫৯।।
তবে ধ্রুব পরিহরি' নিজ অধিকার।
প্রধান পুত্রেরে তবে দিলা রাজ্য ভার।। ১৬০।।
ছত্রিশ-সহস্র ধরি' বৎসর-অবধি।
রাজ্যভোগ কৈলা ধ্রুব সর্ব্বগুণনিধি।। ১৬১।।

শ্রীধ্রুবের বানপ্রস্থ অবলম্বন

সে-হেন সম্পদ তেজি' গেলা মুনি-বনে।
বিশালা নদীর তীর নীর সুশোভনে।। ১৬২।।
পুণ্যজলে মজ্জিয়া পূজিলা নারায়ণ।
হেনকালে দিব্য রথ দিল দরশন।। ১৬৩।।
দুই পারিষদ, চারি ভুজ-বিরাজিত।
পীতবস্ত্র, কৃষ্ণবেশ-ভূষণে ভূষিত।। ১৬৪।।
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম চারি মহাভুজে।
রাজীবলোচন, দিব্য বনমালা সাজে।। ১৬৫।।

দিব্যবিমানে সশরীরে বৈকুণ্ঠারোহণ

কহিলা ধ্রুবেরে তবে তাঁ'রা দুই জন।
'দিব্য রথ তোমারে পাঠাইলা নারায়ণ।। ১৬৬।।
এই রথে চড়ি' তুমি ধ্রুবলোকে চল।
আজ্ঞা দিলা জগন্নাথ, বিলম্ব না কর।।' ১৬৭।।
তবে ধ্রুব তাঁ-সভারে কৈলা দণ্ডনতি।
গন্ধ-পুষ্প দিয়া পূজা কৈলা মহামতি।। ১৬৮।।
পূজিল বিমানবর বিবিধ-বিধানে।
প্রণাম করিলা দেব-দ্বিজ-গুরুগণে।। ১৬৯।।
উঠিলা বিমানে ধ্রুব করি' নমস্কার।
সূর্য্যকোটি-সম তেজ ধরেন তৎকাল।। ১৭০।।
আকাশে রহিয়া ধ্রুব বলে কোন বাণী।
'পরম দুঃখিতা মোর রহিলা জননী।। ১৭১।।
কোনমতে হয় যদি মায়ের উদ্ধার।
কহ পারিষদবর' তা'র পরকার।।' ১৭২।।
বুঝিয়া ধ্রুবের মন দুই পারিষদে।
দেখাইল জননী তাঁ'র যায় দিব্য রথে।। ১৭৩।।

ধ্রুবলোকে শ্রীধ্রুবের অভ্যর্থনা

তবে ধ্রুব চলি' যায় হরষিত মনে।
দুন্দুভি-বাজন বাজে, পুষ্প-বরিষণে।। ১৭৪।।
'ধন্য ধ্রুব, ধন্য ধ্রুব' করয়ে বাখান।
সুরপুর লঙ্ঘিয়া চলিলা নিজ স্থান।। ১৭৫।।
নাম্বিয়া বসিল ধ্রুব পরম আসনে।
বায়ুবেগে রথরাজ উড়ায় তখনে।। ১৭৬।।
ধ্রুব প্রদক্ষিণ করি' শশী, দিনকর।
বেড়িয়া ভ্রময়ে যত জ্যোতিষমণ্ডল।। ১৭৭।।

সপ্তঋষি স্তুতি করে, নাচে বিদ্যাধর।
সুরবধূগণ নাচে অতি মনোহর।। ১৭৮।।
পরম বৈষ্ণব ধ্রুব বিষ্ণুপদে বাস।
ধ্রুবের চরিত্র কিছু কৈল পরকাশ।। ১৭৯।।

শ্রীধ্রুবচরিত্র-শ্রবণ ফল

ধন্য পুণ্য পাপহর দারিদ্র-নাশন।
পবিত্র চরিত্র-কথা দুরিত-খণ্ডন।। ১৮০।।
পুণ্যতিথি, পুণ্যকালে যে করে শ্রবণে।
অশ্বমেধ-শত-ফল হয় দিনে দিনে।। ১৮১।।
কৃষ্ণের চরণে ভক্তি হয়, পাপক্ষয়।
বিষ্ণুপদে বাস তাঁ'র খণ্ডে ভবভয়।।" ১৮২।।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস-বাণী।
ধ্রুবের মহিমা শুন পুণ্যফল জানি'।। ১৮৩।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে চতুর্থস্কন্ধে শ্রীধ্রুবচরিত্র কথনে কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী-দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।। ২।।

তৃতীয় অধ্যায়

শ্রীধ্রুববংশ-বর্ণন
(বেলোয়ারী-রাগ)

কহিলা মৈত্রেয় মুনি ধ্রুব-উপাখ্যান।
বিদুর সন্তোষ পাইলা ভকত-প্রধান।। ১।।
তবে আর জিজ্ঞাসিলা মৈত্রেয়-চরণে।
"কা'র পুত্র দশজন 'প্রচেতস'-নামে? ২
কহ, মুনি তাঁ'র জন্ম-কর্ম্ম-গুণ-নাম।
মোর নিবেদনে, গুরু, কর অবধান।।" ৩।।
শুনিয়া মৈত্রেয়মুনি দিলেন উত্তর।
"ধ্রুবের কুমার রাজা আছিল 'উৎকল'।। ৪।।
রাজা হঞা রাজ্যে তাঁ'র নৈল অভিলাষ।
জগৎ দেখিল যেন তড়িৎ-প্রকাশ।। ৫।।
নিরবধি সমাধি, নাহিক ধ্যানভঙ্গ।
কা'র সহে নাহি প্রেম, কা'র সহে সঙ্গ।। ৬।।
যেন জড়, উনমত, বধির-আকার।
তবে তাঁ'র মন্ত্রিগণে করিল বিচার।। ৭।।
'বৎসর' কনিষ্ঠ তাঁ'র করিয়া নৃপতি।
তবে রাজ্য পালিল, শাসিল বসুমতী।। ৮।।
'পুষ্পার্ণ' কুমার তা'র পাইল রাজ্যভার।
'ব্যুষ্ট'-নামে রাজা হৈল তাহার কুমার।। ৯।।
ব্যুষ্টের তনয় রাজা হৈল 'চক্ষু'-নামে।
চক্ষুর কুমার হৈল 'উল্মুক' প্রধানে।। ১০।।
উল্মুকের পুত্র 'অঙ্গ'-নামে নরপতি।
তা'র পুত্র 'বেণ' কেবল কুমতি।। ১১।।

দুষ্ট বেণ-রাজের চরিত্র

দুরন্ত, দুঃশীল বেণ হৈল দুরাচার।
অঙ্গ-রাজা না পারিল করিতে নিবার।। ১২।।
মনে দুঃখ পেয়ে রাজা গেল তপোবনে।
দুষ্ট বেণ বসিল বাপের রাজাসনে।। ১৩।।
রাজা হঞা দুষ্ট বেণ করিলা ঘোষণা।
'মোর রাজ্যে ধর্ম্ম জানি করে কোন্ জনা? ১৪
না করিহ যজ্ঞ, দান, ব্রত, পুণ্য কর্ম্ম।
কেহ জানি, কোন দেব করে আরাধন?' ১৫
এই আজ্ঞা দিল বেণ নিজ অধিকারে।
রাজার আজ্ঞাতে লোক সেই কর্ম্ম করে।। ১৬।।

এতেক দুর্নীতি শুনি' যত মুনিগণ।
আসিয়া বেণের তবে কৈল নিবারণ।। ১৭।।
সাম-দানে স্তুতি করি' বুঝাইল প্রকারে।
তবু ত' কুমতি নাহি ছাড়িল দুরাচারে।। ১৮।।
ভর্ৎসিয়া বলিল বেণ—'আরে মুনিগণ!
এবে সে জানিলুঁ—তোরা কুমতি ভাজন।। ১৯।।
কুপণ্ডিত তোরা সব—হেন মনে বাসি।
মিছা তপ কর, তোরা কপট তপস্বী।। ২০।।
কা'রে বোল বিষ্ণু তোরা, সৃষ্টি-স্থিতিকারী?
কা'রে বোল পুরাণ-পুরুষ ব্রহ্ম করি'? ২১
সর্ব্বদেবময় নৃপ—ইহা নাহি জান।
সাক্ষাতে থাকিতে রাজা, আন দেব মান'।। ২২।।
নিজ-পতি ছাড়ি' যেন নারী ভজে জার।
সেইরূপ তুমি সব কর ব্যবহার।। ২৩।।
ভজ, পূজ, আমারে করহ আরাধন।
আমি তুষ্ট হৈলে, তুষ্ট হয় দেবগণ।।' ২৪।।

মুনিগণের অভিশাপে বেণের বিনাশ

রাজার বচন শুনি' যত মুনিগণ।
ক্রোধেতে জ্বলিল, যেন দীপ্ত হুতাশন।। ২৫।।
'এ দুর্ম্মতি রাজা হ'য়ে থাকিলে লোকের।
জন্ম-জন্ম ভববন্ধ না ঘুচিবে ফের।। ২৬।।
এইক্ষণে এ দুর্ম্মতি ধ্বংস যদি হয়।
তবে সে রাজ্যের দেখি মঙ্গল নিশ্চয়।। ২৭।।
শাপিয়া মারিয়া তাঁ'রা গেল তপোবনে।
শুনিয়া বেণের মাতা যুক্তি কৈল মনে।। ২৮।।
তৈলদ্রোণে ফেলিয়া রাখিল কলেবর।
চোর-দস্যুভয়ে রাজ্য হৈল ভয়ঙ্কর।। ২৯।।
অরাজক, রাজ্য নাশ কৈল দস্যুগণ।
লুটিয়া, পুড়িয়া ছন্ন কৈল দুষ্টজন।। ৩০।।
আনে আন কাটিল, হরিল আনে ধন।
আনে আন খণ্ডিল, দণ্ডিল আন জন।। ৩১।।

এইরূপে ধরণীমণ্ডল ছন্ন হৈল।
মহারণ্যে সকল পৃথিবী বিয়াপিল।। ৩২।।
প্রমাদ দেখিয়া সব মুনিগণে আসি'।
বেণের মাতাকে তবে সভেই জিজ্ঞাসি।। ৩৩।।
'কোন্ মতে হয়, মাতা, সন্ততি-রক্ষণ?
কহ দেখি—কে করিবে পৃথিবী পালন?' ৩৪
শুনিঞা বেণের মাতা দিলেন উত্তর।
'তৈলদ্রোণে রাখিয়াছি পুত্রকলেবর।। ৩৫।।
আনিঞা দিলেন বেণ মুনি-বিদ্যমানে।
বাম উরু মথিল সকল মুনিগণে।। ৩৬।।
ধূম্রবর্ণ, পিঙ্গল-লোচন একজন।
জনমিল মহাকায় ঘোর-দরশন।। ৩৭।।
রহিতে মাগিল স্থান মুনিগণ-স্থানে।
বলিল সকল মুনি 'নিষীদ' বচনে।। ৩৮।।
তে-কারণে হৈল সে যে নিষাদ চণ্ডাল।
বেণ-পাপে তা'র বংশ হৈল দুরাচার।। ৩৯।।

শ্রীপৃথুরাজের আবির্ভাব

মথিল বেণের দুই ভুজ আরবার।
প্রকৃতি-পুরুষ দুই হৈল অবতার।। ৪০।।
অবতার কৈল দেখি' লক্ষ্মী-নারায়ণে।
পরম সন্তোষ পাইলা সব ঋষিগণে।। ৪১।।
'এই সে সাক্ষাৎ বিষ্ণু পুরুষ পুরাণ।
এই লক্ষ্মীদেবী জানি—ধরে অর্চ্চি-নাম।। ৪২।।
'পৃথু' নাম ধরিব এই সে নরপতি।
রিপুদল জিনিব, শাসিব বসুমতী।। ৪৩।।
লক্ষ্মীনারায়ণ অবতার হেন মানি।'
বিবুধ-সদনে হৈল 'জয় জয়' ধ্বনি।। ৪৪।।

শ্রীপৃথুর রাজ্যাভিষেক

গন্ধর্ব-কিন্নরে গায়, পুষ্প-বরিষণ।
দেববাদ্য বাজে, নাচে সুরবধূগণ।। ৪৫।।
ব্রহ্মা-আদি দেবগণ আইলা তৎকাল।
দেখিল সাক্ষাতে নারায়ণ-অবতার।। ৪৬।।

অভিষেক কৈল সর্ব্বদেবগণ মেলি'।
গন্ধর্ব, কিন্নর, সুরবধূ, বিদ্যাধরী।। ৪৭।।
নদ-নদী, স্থাবর, সাগর, বন, গিরি।
অভিষেক কৈল তা'রা নিজ মূর্ত্তি ধরি'।। ৪৮।।
কনক-আসন তাঁ'রে দিলা ধনপতি।
বরুণ বিমল ছত্র দিলা মহামতি।। ৪৯।।
ধর্ম্ম দিব্য-মালা দিল, পবন চামর।
যমে দণ্ড দিল, ইন্দ্রে কিরীট উজ্জ্বল।। ৫০।।
ব্রহ্মায় কবচ দিল, সরস্বতী হার।
নারায়ণ চক্র দিল বিপক্ষ বিদার।। ৫১।।
দশ-চন্দ্র-খড়গ দিল হর মহেশ্বর।
দুর্গাদেবী দিল শতচন্দ্র-চর্মবর।। ৫২।।
চন্দ্র দিব্য ঘোড়া দিল বায়ুবেগগতি।
দিব্য রথ দিল বিশ্বকর্মা প্রজাপতি।। ৫৩।।
সূর্য্য তীক্ষ্ণ বাণ দিল' চাপ হুতাশন।
পৃথিবী পাদুকাযুগ দিল মহাধন।। ৫৪।।
ঋষিগণ মিলিয়া দিলেন আশীর্ব্বাদ।
শঙ্খবর কৈল তাঁ'রে সাগর প্রসাদ।। ৫৫।।
সূত, মাগধ আইলা স্তুতি করিবারে।
তবে তা'রে জিজ্ঞাসিলা পৃথু ক্ষিতীশ্বরে।। ৫৬।।
'কাহাকে স্তবিবে, কেলা স্তব-অধিকারী?
জনমিঞা আমি কোন কর্ম্ম নাহি করি।। ৫৭।।
কি বোল বলিয়া স্তব করিবে আমার?
মানুষ-জাতিতে কিবা স্তবে অধিকার? ৫৮
এক প্রভু থাকিতে সাক্ষাৎ ভগবান্।
মোরে স্তব করে মূর্খ হয়ে অগেয়ান।। ৫৯।।
তুমি সব স্তুতি কর হরিগুণ-গাথা।
সুখে যেন তরে লোক শুনি' কৃষ্ণকথা।।' ৬০।।
সূত-মাগধ শুনি' পৃথুর বচন।
নিশবদ হঞা তা'রা রহিলা দু'জন।। ৬১।।

শ্রীপৃথুর যশোবর্ণন

তবে আজ্ঞা দিলা তা'রে যত মুনিগণে।
'পৃথু-রাজা যত কর্ম্ম করিব আপনে।। ৬২।।
সেই যশ গাহ তোরা, পৃথুর চরিত।
শুনিলে হরব সর্ব্বলোকের দুরিত।।' ৬৩।।
যে যে কর্ম্ম করিব, জানিল সেইক্ষণে।
পৃথুর নির্ম্মল যশ গায় দুইজনে।। ৬৪।।
'পৃথু রাজা জিনিব সকল বসুমতী।
শিষ্টজন পালিব, খণ্ডিব দুষ্টমতি।। ৬৫।।
কেবল নৃপতিরাজ ধর্ম্ম-অবতার।
পৃথুদেহে বসিব সকল লোকপাল।। ৬৬।।
হরিব পৃথ্বীর ধন, দিব শুভকালে।
মহাযজ্ঞ করিব, ভজিব সুরেশ্বরে।। ৬৭।।
চন্দ্র-সমতুল, সর্ব্বজীবে দয়াপর।
প্রচণ্ড প্রতাপ হৈব, যেন দিনকর।। ৬৮।।
ক্ষিতি-সম সর্ব্বলোকে দিব বৃত্তি দান।
তৃপিত করিব লোক ইন্দ্রের সমান।। ৬৯।।
পৃথিবী দুহিব বৎস করি' হিমালয়।
স্থাপিব জগতে যশ পৃথু মহাশয়।। ৭০।।
ধনু অগ্র দিয়া পৃথ্বী করিব সোসর।
সর্ব্বলোক তুষিব, নাশিব দুষ্টবর।। ৭১।।
সসাগরা পৃথিবীর হৈব দণ্ডধর।
যে যে কর্ম্ম করিব, থাকিব চমৎকার।। ৭২।।
সর্ব্বধন ব্রাহ্মণে করিব সমর্পণ।
দাস হঞা পূজিব ভকত মহাজন।। ৭৩।।
এইরূপ করিব কতেক মহাকর্ম্ম।
পৃথু হৈতে জগতে রহিব রাজধর্ম্ম।।' ৭৪।।

শ্রীপৃথুর সৌজন্য ও সুশাসন

এইরূপে স্তুতি করে সে সূত-মাগধ।
না পাই' মহিমা-অন্ত হৈলা নিশবদ।। ৭৫।।
তা'-সভা পূজিলা রাজা দিয়া নানাধন।
একে একে পূজিল সকল মহাজন।। ৭৬।।
বসন-ভূষণ, অন্য মহাধন দিয়া।
সভারে পাঠায় রাজা বিনয় করিয়া।। ৭৭।।

দেবগণে, মুনিগণে পূজিল বিধানে।
চলিল সকল লোক হরষিত মনে।। ৭৮।।
মুনিগণ চলিল করিয়া আশীর্ব্বাদ।
চলিলা বিবধুগণ করিয়া প্রসাদ।। ৭৯।।
তবে রাজা বসিল পরম রাজাসনে।
শিষ্টজন পালিল, দণ্ডিল দুষ্ট জনে।। ৮০।।
যত যত মহিমা কহিল যশো-ভার।
সেই সেই কর্ম্ম করি' থুইল চমৎকার।। ৮১।।

দেবরাজ কর্ত্তৃক শ্রীপৃথু-দ্বেষ
কারণ-সম্বন্ধে শ্রীপরীক্ষিতের প্রশ্ন

তবে রাজা পরীক্ষিৎ শুককে পুছিল।
'কি কারণে পৃথু রাজা পৃথিবী দুহিল? ৮২
কিবা ধর্ম্ম সংস্থাপন করিল সংসারে?
বিস্তার করিয়া গুরু, কহিবে আমারে।। ৮৩।।
জগতে দুর্লভ ভাগবত সেই জন।
তাঁ'রে বিঘ্ন বাধিতে না পারে কদাচন।। ৮৪।।
আপনে কহিলে পূর্ব্বে ব্যাস-মুখরিত।
'ভাগবত জন হয় সংসারে পূজিত।। ৮৫।।
একান্ত ভকতি যাঁ'র দেব জনার্দ্দনে।
তাঁ'রে বিঘ্ন বান্ধিতে না পারে কদাচনে।। ৮৬।।
ন চাগ্নি বাধিতে পারে দুষ্ট-চৌর-ভয়।
ভূত-বেতাল-আদি যত প্রেতচয়।। ৮৭।।
সর্প-ব্যাঘ্র-নক্র-আদি দুষ্ট দস্যুগণ।
ভাগবত-জনেরে না বাধে কদাচন।। ৮৮।।
জগতে পূজিত রাজা মহাভাগবত।
কেন তাঁ'রে বিঘ্ন কৈল অদিতির সুত? ৮৯
ভাগবত-জনে দ্বেষ করয়ে যে-জন।
ব্যর্থ তা'র দেহ-গেহ, বিফল জনম।। ৯০।।
সলিল বিহনে যেন সরিৎ যেমন।
পদ্মহীন সর যেন নহে সুশোভন।। ৯১।।
ফলহীন তরুবর বিফল যেমন।
ভাগবতদ্বেষী ভক্তিবিহীন তেমন।। ৯২।।
কি বুঝিয়া ইন্দ্র দ্বেষ কৈলা নরবরে?
বিস্তার করিয়া গুরু, কহিবে আমারে।। ৯৩।।

শ্রীশুকদেবের উত্তর

রাজার বচন শুনি' শুক যোগেশ্বর।
'সাধু সাধু' বলি প্রশংশিলা বহুতর।। ৯৪।।
'সমাহিত হৈয়া, রাজা, শুন সাবধানে।
যাহা জিজ্ঞাসিলে, কিছু করিমু বাখানে।। ৯৫।।
মহাভাগবত রাজা পৃথু নরপতি।
তাঁহার মহিমা কহে কাহার শকতি? ৯৬
কহিব তোমারে কিছু অপল-বিস্তর।
একচিত্ত হৈয়া তুমি শুন নরবর।। ৯৭।।

বৈষ্ণবরাজ শ্রীপৃথুর ঐশ্বর্য্যদর্শনে ইন্দ্রের মাৎসর্য্য

মহাভাগবত রাজা পৃথু নরেশ্বর।
প্রতাপে মার্ত্তণ্ড, শীতলতায় শশধর।। ৯৮।।
একচ্ছত্র-নরপতি ভারতমণ্ডলে।
বিপুল অতুল ধর্ম্ম স্থাপিল সংসারে।। ৯৯।।
ইন্দ্রের অমরাবতী-সমান বৈভব।
নৃপতির গুণে সুখী সকল মানব।। ১০০।।
পুণ্যকর্ম্ম-ফলভোগ করিল বর্জন।
সকল সংসার হৈল হরি-পরায়ণ।। ১০১।।
ইন্দ্র আদি-উপাসনা সকলে তেজিল।
বিষ্ণুভক্তি-উপাসনা সকল ব্যাপিল।। ১০২।।
উদ্দেশে ভজয়ে সভে প্রভুর চরণ।
দণ্ড-পরণাম, স্তুতি, শ্রবণ-কীর্ত্তন।। ১০৩।।
ইন্দ্রের ইন্দ্রত্বভোগ, ভোগ সমতুল।
নিষ্কণ্টকে পৃথুরাজা ভুঞ্জয়ে বিপুল।। ১০৪।।
রাজার ঐশ্বর্য্যে ভয় পাইল পুরন্দর।
মোর ইন্দ্র পদ নিব এই নরবর।।' ১০৫।।
এত বিমরিষ ইন্দ্র করিয়া হৃদয়।
পৃথিবীর স্থানে গিয়া করিল বিনয়।। ১০৬।।
'আমার বচন তুমি দৃঢ়চিত্তে ধর।
সংসারের যত শস্য সত্বরেতে হর।।' ১০৭।।

এত শুনি' সব শস্য পৃথিবী হরিল।
সংসারের যত জীব মহাকষ্ট হৈল।। ১০৮।।
অনাবৃষ্টি কৈল ইন্দ্র দ্বাদশ বৎসর।
অসংখ্য অপার জীব মরিল বিস্তর।। ১০৯।।
দেখি' পৃথুরাজা হৈলা চিন্তিত-অন্তর।
পুরোহিত লঞা যুক্তি কৈল নরবর।। ১১০।।
পুরোহিত বলে—'রাজ, কর অবধানে।
ইন্দ্র দেবরাজ হঞা তত্ত্ব নাঞি জানে।। ১১১।।
জীবহিংসা মহাপাপ বেদেতে বাখানে।
তথাপি করিল ইন্দ্র হৈয়া হীনজ্ঞানে।। ১১২।।
জীবহিংসা সাধুজনে না করে প্রশংসা।
তবে দ্বেষ ইন্দ্রচিত্তে করিল দুরাশা।।' ১১৩।।

ইন্দ্র দমনার্থ শ্রীপৃথুর চেষ্টা

এতেক শুনিঞা রাজা বন্দি' পুরোহিতে।
'ইন্দ্রেরে মারিব আজি' হেন কৈল চিতে।। ১১৪।।
নানা-অস্ত্রশস্ত্র দিব্য করিল কাছনি।
একরথে সুরপুরে গেলা নৃপমণি।। ১১৫।।
জানি' ইন্দ্র, পৃথুরাজা বিষ্ণু-অবতার।
সঙ্গোপনে রহে সভে তেজি' স্বর্গদ্বার।। ১১৬।।
একে একে স্বর্গ পৃথু সব বিচারিল।
কোথাহ ইন্দ্রের দরশন না পাইল।। ১১৭।।
স্বর্গ হৈতে পৃথিবীতে করিল গমন।
পথে নারদের সঙ্গে হৈল দরশন।। ১১৮।।

ধরিত্রীর শাস্তি-বিধানার্থ তদনুসন্ধান

নারদ বলেন—'রাজা কোন্ কর্ম্ম কর ?
আগে তুমি পৃথিবীরে সত্বরে ত' মার।। ১১৯।।
তবে সে ইন্দ্রের বধ হইবে নিশ্চয়।'
এত বলি' চলিলা নারদ-মহাশয়।। ১২০।।
শুনিয়া নৃপতি বাণ যুড়িয়া সন্ধানে।
সকল পৃথিবী বুলে করিয়া ভ্রমণে।। ১২১।।
দেশ-গিরি-আদি করি' করিলা ভ্রমণ।
কোথাহ পৃথিবী সঙ্গে নৈল দরশন।। ১২২।।
ভ্রমিয়া অনেক শ্রম হৈল কলেবরে।
দুই চক্ষু রক্তবর্ণ, ক্রোধিত অন্তরে।। ১২৩।।
শব্দভেদী বাণ ক্রোধে সন্ধান করিল।
ভয় পাঞা পৃথ্বী আসি' দরশন দিল।। ১২৪।।

পৃথিবীর দর্শনদান ও শ্রীপৃথু যশোগান

গাভীরূপ ধরি' তবে বলয়ে ধরণী।
প্রণতকন্ধর হই' নানা-স্তুতিবাণী।। ১২৫।।
'জয় জয়' অংশ-অবতার নৃপমণি।
জয় মীনকলেবর দেব চক্রপাণি।। ১২৬।।
জয় ধন্বন্তরিরূপ নমো নারায়ণ।
নমো যজ্ঞকায়, হিরণ্যাক্ষ-বিদারণ।। ১২৭।।
নমো কূর্ম্ম-অবতার, মন্দরধারণ।
নমস্তে মোহিনীরূপ অসুরমোহন।। ১২৮।।
নমো ভৃগুপতি রাম ক্ষত্রিকুলান্তক।
নমো রাম-অবতার রাবণনাশক।। ১২৯।।
নমো নরসিংহরূপ দৈত্যবিনাশন।
নমো দিব্য অবতার নমস্তে বামন।। ১৩০।।
নমো রামকৃষ্ণ—বসুদেবের নন্দন।
পূর্ণব্রহ্ম-অবতার, ব্রহ্ম সনাতন।। ১৩১।।
ভবিষ্যৎ-অবতার, নমো বুদ্ধকায়।
নমো কল্কি-অবতার ম্লেচ্ছবিনাশায়।। ১৩২।।
কত কত অবতার করহ আপনে।
তব লীলা বুঝে, হেন কে আছে ভুবনে? ১৩৩
ব্রহ্মা হৈয়া না পারিল অন্ত জানিবারে।
নারদাদি মুনিগণ মহামুনিবরে।। ১৩৪।।
হেন প্রভু আপনে ঈশ্বর নৃপমণি।
কি কারণে সংহারিতে চাহ ত' ধরণী? ১৩৫
ভূতহিংসা মহাপাপ পুরাণে বাখানে।
অহিংসকে হিংসিবারে চাহ কি কারণে?' ১৩৬
এত শুনি' পৃথুরাজা বিস্ময়-বদন।
সাম্যচিত্তে ধরণীরে বলিলা বচন।। ১৩৭।।

ইন্দ্রের দৌরাত্ম্যেই ধরিত্রীর প্রতি শ্রীপৃথুর ক্রোধ কারণ

'যতেক কহিলে, সতি, অসত্য না হয়।
পূর্ব্বাপর আছে—হেন বেদশাস্ত্রে কয়।। ১৩৮।।
প্রজা সুখী না হইলে, রাজা সুখী নয়।
পৃথিবী হরিল শস্য, প্রজার সংশয়।। ১৩৯।।
প্রজা-পালনেতে ধাতা নৃপে নিয়োজিল।
কপট করিয়া ইন্দ্র বৃষ্টি না করিল।। ১৪০।।
এই হেতু মহাক্রোধ হইল আমার।
ইন্দ্রেরে মারিব, হেন যুক্তি কৈল সার।। ১৪১।।
স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতাল ভ্রমিল ত্রিভুবন।
কোথাহ ইন্দ্রের না পাইল দরশন।। ১৪২।।
সংহারিলুঁ এই হেতু আজি ত' ধরণী।
নিজ পরিচয় মোরে কহ ত' আপনি।।' ১৪৩।।

ধরিত্রীর শরণাগতি ও স্বদোহনার্থ-প্রার্থনা

এত শুনি' গাভীরূপা বলয়ে ধরণী।
'আমি ত' পৃথিবী, রাজা, সংসারধারিণী।। ১৪৪।।
সংহারিতে, রাজা, মোরে চাহ অকারণে।
তত্ত্ব উপদেশ কহি,—শুন সাবধানে।। ১৪৫।।
ইন্দ্রের আজ্ঞায় শস্য আমি ত' হরিল।
সদয় হইয়া রাজা তোমারে বলিল।। ১৪৬।।
যতেক পর্ব্বত আছে সংসার-ভিতরে।
ক্রমে ক্রমে বৎস করি' দেহ ত' আমারে।। ১৪৭।।
নানাবিধ শস্য, যত হয় উপজাত।
ইন্দ্র বৃষ্টি করিব, শুনহ নরনাথ।।' ১৪৮।।
পৃথিবীর আজ্ঞা শুনি' রাজা আনন্দিত।
মৌন হৈয়া ক্ষণেক ভাবিল নিজ চিত।। ১৪৯।।
ধনু-শর হাত হৈতে এড়িল রাজন।
অস্ত্রবলে আনিল যতেক গিরিগণ।। ১৫০।।
রাজার প্রতাপে যত আছিল শিখর।
বৎসরূপ ধরি' আইল নৃপতি-গোচর।। ১৫১।।

পৃথিবী দোহন-ফল

তবে আনন্দিতচিত্ত হইয়া রাজন।
আরম্ভ করিল পৃথ্বী করিতে দোহন।। ১৫২।।
হিমালয় বৎস করি' প্রথমে দুহিল।
ধান্য-যব-আদি শস্য উপজাত হৈল।। ১৫৩।।
তদন্তরে ত্রিকূট-নামেতে গিরিবর।
তা'রে বৎস করি' রাজা দুহিলা সত্বর।। ১৫৪।।
সরিষা-মুসুরি-বুট-আদি শস্যগণ।
উপজাত হৈল দেখি' হরিষ রাজন।। ১৫৫।।
শতশৃঙ্গ-গিরি বৎস করি' তদন্তরে।
পুনরপি পৃথিবীরে দোহে নৃপবরে।। ১৫৬।।
গম-তিল-ইক্ষু-আদি হৈল উৎপতি।
দেখি' আনন্দিত-চিত্ত হৈলা নরপতি।। ১৫৭।।
সুমেরু করিয়া বৎস তদন্তে রাজন।
পুনরপি পৃথিবীরে করিল দোহন।। ১৫৮।।
নানাবিধ রত্ন যত হৈল উপজাত।
দেখি' হরষিতচিত্ত হৈল নরনাথ।। ১৫৯।।
গন্ধমাদন বৎস করি' পুনর্বার।
পৃথিবীরে নৃপতি দুহিলা আরবার।। ১৬০।।
অসংখ্য গন্ধর্ব-অস্ত্র হৈল উৎপতি।
লোক দিয়া দেশে পাঠাইলা নরপতি।। ১৬১।।
এইরূপে ক্রমে ক্রমে যত গিরিগণ।
একে একে বৎস করি' করিলা দোহন।। ১৬২।।
নানাবিধ শস্য যত হৈল উপজাত।
হরিষে পূর্ণিত হৈলা পৃথু-নরনাথ।। ১৬৩।।
পূর্ব্বে বেণ-রাজা যত অপকর্ম্ম কৈল।
সেই দোষে দেবরাজ বৃষ্টি না করিল।। ১৬৪।।
বীজহীন হইয়া আছিল শস্যগণ।
এবে পৃথু মহারাজা কৈল উদ্ধারণ।। ১৬৫।।

পৃথ্বীতল সমীকরণ

পৃথুর মহিমা, যশ জগত পূরিল।
স্থানে স্থানে পৃথ্বী যত উচ্চ-নীচ ছিল।। ১৬৬।।

এক রথে সংসার ভ্রমিঞা নরবর।
ধনু-আগ দিয়া সব কৈল সমসর।। ১৬৭।।
ধর্ম্ম-অবতার হঞা দেব ভগবান্।
বুনিলা সকল শস্য হইয়া কৃষাণ।। ১৬৮।।
পৃথিবী পূরিল শস্য, লোকে আনন্দিত।
অনুক্ষণ গায় সভে পৃথুর চরিত।। ১৬৯।।
বিষ্ণু-অবতার রাজা মহা-মতিমান্।
ইন্দ্র-আদি দেব করে যাঁহার বাখান।। ১৭০।।

ইন্দ্রের শরণাগতি; শ্রীপৃথুর
বৈষ্ণবতা ও সুরাজত্ব

লজ্জা পাঞা শেষে ইন্দ্র জল বৃষ্টি কৈল।
রাজার বিক্রমে দেবগণ ভয় পাইল।। ১৭১।।
চন্দ্রের সমান রাজা প্রজার পালনে।
রাজার পালনে প্রজা দুঃখ নাঞি জানে।। ১৭২।।
যজ্ঞ-মহোৎসব রাজা কৈল অনুক্ষণ।
দেবতুল্য কৈল রাজা ব্রাহ্মণ পূজন।। ১৭৩।।
ব্রাহ্মণের সেবা বিনে অন্য নাহি জানে।
অনুক্ষণ করে রাজা ব্রাহ্মণ-ভরণে।। ১৭৪।।
যাহা জিজ্ঞাসিলে তুমি, রাজা পরীক্ষিত।
সংক্ষেপে কহিল কিছু তোমার বিদিত।। ১৭৫।।
বিস্তারিয়া কহি যদি শতেক বৎসরে।
পৃথুর মহিমা-গুণ নারি কহিবারে।। ১৭৬।।
অতঃপর যে কহিয়ে, শুন একমনে।
পৃথুর মহিমা-যশ অতুল ভুবনে।।" ১৭৭।।
ধীরোশিরোমণি শ্রীল-গদাধর জান।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস-গান।। ১৭৮।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে চতুর্থ-স্কন্ধে কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী-তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।। ৩।।

চতুর্থ অধ্যায়

ইন্দ্রকর্ত্তৃক শ্রীপৃথুর যজ্ঞাশ্ব-হরণ
(বেলাবলী-রাগ)

রাজসিংহ বসিলা বিচিত্র রাজাসনে।
পৃথিবীর রাজা পায়ে করয়ে পূজনে।। ১।।
রাজার মহিমা-যশ অতুল ভুবনে।
যত যত কর্ম্ম কৈল, না হয় বর্ণনে।। ২।।
শত যজ্ঞ করিয়া ভজিলা গদাধর।
ব্রহ্মা, বিষ্ণু আইলা, যা'থে হর মহেশ্বর।। ৩।।
দেব-সব আসিয়া সাক্ষাতে লৈল ভাগ।
যজ্ঞ-মহোৎসব দেখি' লোকে অনুরাগ।। ৪।।
এইরূপে শত-যজ্ঞ কৈলা নৃপবর।
অবশেষে যজ্ঞ-অশ্ব নিল পুরন্দর।। ৫।।
ভস্মবিভূষিত-অঙ্গ, রক্ত-বস্ত্র ধরি'।
তপস্বীর বেশে ইন্দ্র নিল অশ্ব হরি'।। ৬।।
অত্রিমুনি চিনাইল পৃথুর কুমারে।
তপস্বীর বেশে অশ্ব হরে পুরন্দরে।। ৭।।
রাজার কুমার তবে জিনি' দেবরাজ।
আনিল বাপের অশ্ব, ইন্দ্র পাইল লাজ।। ৮।।
পুনরপি হঞা ইন্দ্র কপট তপস্বী।
হরিতে রাজার অশ্ব দেখে অত্রি-ঋষি।। ৯।।

শ্রীপৃথুপুত্র হস্তে ইন্দ্রের পরাজয়

"রাজার কুমার তুমি বধি' শচীপতি।
ঘোড়া আনি' যজ্ঞ রক্ষা কর মহামতি।।" ১০।।
রাজার কুমার তবে যুড়ে ধনুর্ব্বাণ।
মুনিগণে রক্ষা কৈল ইন্দ্রের পরাণ।। ১১।।
জিনিঞা আনিল অশ্ব নিজ-ভুজবলে।
'বিজিতাশ্ব'-নাম তা'র থুইলা সকলে।। ১২।।
কপট তপস্বিবেশ হৈলা শচীপতি।
সে বেশ ধরিল যত পাষণ্ড কুমতি।। ১৩।।

শ্রীপৃথুর যজ্ঞসাফল্য ও শ্রীহরিভজন

শত যজ্ঞ পৃথুরাজা কৈল সমাধানে।
'শতক্রতু'-নাম তাঁ'র হৈলা তে-কারণে।। ১৪।।
বসন-ভূষণ, অন্ন দিয়া বহু ধন।
দেবগণ, মুনিগণ পূজিল ব্রাহ্মণ।। ১৫।।
চণ্ডাল-পর্য্যন্ত পূজা কৈল সর্ব্বজনে।
চলিলা সকল জন হরষিত মনে।। ১৬।।
মুনিগণ চলিল করিয়া আশীর্ব্বাদ।
চলিলা দেবতাগণ করিয়া প্রসাদ।। ১৭।।
বহুবিধ বর দিয়া চলিলা শ্রীহরি।
রাজসিংহ রহিল গোবিন্দে চিত্ত ধরি'।। ১৮।।

শ্রীপৃথুমহারাজের বৈষ্ণবতা

উদ্দেশে করিয়া রাজা কৃষ্ণে নমস্কার।
ধর্ম্মে চিত্ত দিয়া কৈল রাজ্য অধিকার।। ১৯।।
মহাযোগে বহু জন্ম কৈল কর্ম্ম নাশ।
দেহ-গেহ-সম্পদে নহিল বিশোয়াস।। ২০।।
হরিভক্তি বিনে লোকে না লওয়ায় আন।
সর্ব্বলোকে করাইল কৃষ্ণগুণ-গান।। ২১।।
ব্রাহ্মণ-চরণ-পূজা, বৈষ্ণব-সেবন।
শরীর-পর্য্যন্ত কৈল দ্বিজে সমর্পণ।। ২২।।
এইরূপে পৃথিবী পালেন পৃথ্বীপাল।
একদিন আইলা চারি ব্রহ্মার কুমার।। ২৩।।

চতুঃসনের শুভাগমন ও তত্ত্বোপদেশ

সনক, সনন্দ আর সনৎকুমার।
সনাতন-নামে চারি মুনি-অবতার।। ২৪।।
তা'-সভা দেখিয়া চারি মহাযোগেশ্বর।
সভাসদে পৃথুরাজা উঠিলা সত্বর।। ২৫।।
ভূমিতে পড়িয়া কৈল দণ্ডপরণামে।
বসাইল আসনে পূজি' আতিথ্য-বিধানে।। ২৬।।
কর যুড়ি' বলে রাজা বিনয়-বচন।
'শুন চারি যোগেশ্বর, ব্রহ্মার নন্দন।। ২৭।।
তোমার চরণে মোর এই নিবেদন।
শরীর-পর্য্যন্ত মোর দ্বিজে সমর্পণ।। ২৮।।
কি দিয়া পূজিমু মুঞি চরণ তোমার?
দ্বিজসেবা বিনে কিছু না ভুঞ্জিয়ে আর।। ২৯।।
সভে প্রণিপাত আছে পূজিতে সম্ভার।
জানিঞা ক্ষমিহ দোষ ব্রহ্মার কুমার।।" ৩০।।
রাজার বচন শুনি' চারি যোগেশ্বর।
তুষ্ট হঞা প্রশংসিল রাজারে বিস্তর।। ৩১।।
তত্ত্ব-উপদেশ কৈল সনৎকুমার।
অন্তরীক্ষে চলে চারি মুনি-অবতার।। ৩২।।

শ্রীপৃথুর ঐকান্তিক শ্রীহরিভজন

তত্ত্ব-উপদেশ পাঞা পৃথু নরপতি।
ভজিল মুকুন্দপদ একান্ত ভকতি।। ৩৩।।
হরিভক্তি বিনে চিত্তে না চিন্তিল আন।
সপ্তদ্বীপ অধিকারে নৈল অবধান।। ৩৪।।
তবু তাঁ'র কোথাহ নহিল দণ্ডভঙ্গ।
সুত দার-শরীরে না হৈল তাঁ'র সঙ্গ।। ৩৫।।
এইরূপে রাজ্যভোগ কৈল কথোকাল।
বৃদ্ধভাব শরীরে দেখিল আপনার।। ৩৬।।

শ্রীপৃথু ও শ্রীঅর্চ্চিদেবীর অন্তর্দ্ধান

পুত্রে রাজ্য দিয়া রাজা গেলা তপোবনে।
যোগবলে তেজে রাজা শরীর-বন্ধনে।। ৩৭।।
অর্চ্চি-মহাদেবী প্রবেশিল হুতাশনে।
পতি-সহে পতিলোকে গেলা সেইক্ষণে।। ৩৮।।

'ধন্য ধন্য' সুরলোক উঠিল বাখান।
বৈকুণ্ঠ চলিল রাজা ভকত-প্রধান।। ৩৯।।
ধন্য পুণ্য, শোকহর, দুঃখবিনাশন।
সকল সম্পদ হয়, দুরিত খণ্ডন।। ৪০।।
পৃথুর চরিত্র, ভাই, শুন সাবধানে।
শুনিলে সম্পদ বাড়ে, পাপ-বিমোচনে।। ৪১।।
ভাগবত-আচার্য্যের প্রেমতরঙ্গিণী।
শুন সাবধানে লোক কৃষ্ণগুণবাণী।। ৪২।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে চতুর্থ-স্কন্ধে কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী-চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।। ৪।।

পঞ্চম অধ্যায়

প্রাচীনবর্হির উপাখ্যান
(গোণ্ডকিরী-রাগ)

বিজিতাশ্ব রাজা হৈলা পৃথুর কুমার।
সাগর-পর্য্যন্ত তা'র রাজ্য-অধিকার।। ১।।
ইন্দ্রকে জিনিয়া অশ্ব আনিল যে-কালে।
অন্তর্দ্ধান-গতি তা'রে দিল পুরন্দরে।। ২।।
অন্তর্দ্ধান-পুত্র হৈল নাম 'হবির্দ্ধান'।
রাজা হঞা নৈল তা'র রাজ্যে অবধান।। ৩।।
নিরন্তর ভক্তি রাজা কৈল দামোদরে।
যোগবলে তনু তেজি' গেল বিষ্ণুপুরে।। ৪।।
ছয় পুত্র হৈল তা'র মহা বলবান্।
'প্রাচীনবর্হি'-নামে পুত্রের প্রধান।। ৫।।
কর্ম্মকাণ্ডে হৈল তা'র দৃঢ়তর মতি।
পূর্ব্ব-অগ্রে কুশে আচ্ছাদিল বসুমতী।। ৬।।
'প্রাচীনবর্হি'-নাম এই সে কারণে।
দান, ব্রত, তপ, যজ্ঞ করে দৃঢ়মনে।। ৭।।

শিবানুগত প্রচেতোগণের শ্রীহরিভক্তি-লাভ

তা'র দশ পুত্র হৈল প্রচেতস-নামে।
বাপে আজ্ঞা দিল—"সৃষ্টি করহ সৃজনে"।। ৮।।
শিরে আজ্ঞা ধরি' গেলা তপ করিবারে।
হর-সনে দরশন হৈল হেনকালে।। ৯।।
শঙ্কর দেখিয়া তা'রা কৈল প্রণিপাত।
হর তুষ্ট হঞা কৈল পরম প্রসাদ।। ১০।।
'আমি জানি তুমি সব কৃষ্ণ-পরায়ণ।
তে-কারণে পথে আসি' দিলুঁ দরশন।। ১১।।
আমার বান্ধব নাহি হরিভক্ত বিনে।
সতত বৈষ্ণব-সঙ্গ করিয়ে যতনে।। ১২।।
শত জন্ম স্বধর্ম্ম করিয়ে নিরন্তর।
তবে ত ব্রহ্মত্ব পায়, শুদ্ধ কলেবর।। ১৩।।
তবে আমা' পাইতে পারে তবে বিষ্ণুপদ।
তে-কারণে জগতে দুর্লভ ভাগবত।। ১৪।।
মন্ত্র-উপদেশ কহি, ধর দৃঢ়মনে।
এই মন্ত্র জপিয়া ভজিহ নারায়ণে।। ১৫।।
এই মন্ত্র জপিয়া করিহ এই ধ্যান।
এই বিধি ধর তুমি, এই অনুষ্ঠান।। ১৬।।
এই স্তব স্তবিয়া স্তবিহ ভগবান্।"
এতেক বলিয়া শিব কৈলা অন্তর্দ্ধান।। ১৭।।
শিবমুখে পাইল যদি তত্ত্ব-উপদেশ।
দশ প্রচেতস কৈল সাগরে প্রবেশ।। ১৮।।

জলের ভিতরে থাকি' অযুত বৎসর।
গোবিন্দ ভজিল তপ করি' নিরন্তর।। ১৯।।
প্রাচীন বরিহি রাজা কর্ম্ম-পরায়ণ।
জানিঞা আইলা তথা নারদ-তপোধন।। ২০।।

শ্রীনারদকর্ত্তৃক শ্রীপ্রাচীনবর্হির প্রতি উপদেশ দান

পুছিলা নারদ তবে—'শুন নৃপবর।
কর্ম্ম হৈতে দেখ তুমি কেমন কুশল? ২১
সুখের বিনাশ হয়, দুঃখ উতপতি।
কর্ম্ম হইতে না দেখি তোমার সুখগতি।।" ২২।।
রাজা বলে—"আমি কিছু না জানি মরম।
'কিরূপে নিস্তার হয়?'—কহ তপোধন।।" ২৩।।
রাজার বচন শুনি' ব্রহ্মার কুমার।
দেখাইল রাজারে তবে মহা-চমৎকার।। ২৪।।
'যজ্ঞে যত পশু বধ কৈল নরেশ্বর।
অস্ত্র ধরি' রহে তা'রা রাজার গোচর।। ২৫।।
'কাটিব, ছেদিব' বলি' করে মহানাদ।
বড় ভয় পাইল রাজা দেখিয়া প্রমাদ।।' ২৬।।
তবে মুনি কহিলা পুরাণ-ইতিহাস।
জীবের শরীরধর্ম্ম যাহাতে প্রকাশ।। ২৭।।

পুরঞ্জনোপাখ্যান

"পুরঞ্জন-উপখ্যান কহিব বিস্তারি'।
বুঝাই তোমারে, শুন চিত্ত স্থির করি'।। ২৮।।
'পুরঞ্জন'-নামে এক আছিল নৃপতি।
'অবিজ্ঞাত'-নামে তা'র সখা মহামতি।। ২৯।।
সে রাজা পৃথিবীতল কৈল পর্য্যটন।
বসিবার তরে স্থল কৈল নিরূপণ।। ৩০।।
একে একে ভ্রমিলা সকল পুরে পুরে।
আপনার যোগ্য স্থান না দেখে সংসারে।। ৩১।।

পুরঞ্জনী পুরী

হিমালয় পর্ব্বতের আসিয়া দক্ষিণে।
একখানি দিব্য-পুরী দেখিল নয়নে।। ৩২।।
নয়খানি দুয়ার পুরীর সুশোভন।
চারি পাশে প্রাচীর, সুন্দর উপবন।। ৩৩।।
ভয়ঙ্কর গড়খাই চৌদিকে বেষ্টিত।
পতাকা, তোরণ, ধ্বজ দেখি সুশোভিত।। ৩৪।।
স্ফটিক, বিদ্রুম, মণি, মরকত-স্থল।
কাঞ্চনমির্মিত ঘর শোভে থরেথর।। ৩৫।।
সভাঘর, ক্রীড়াঘর চত্বরে চত্বরে।
বিবিধ পসার-ঘর শোভে থরে থরে।। ৩৬।।
বিদ্রুমরচিত পথ, রতন-সোপান।
সারি সারি শোভে ঘট কাঞ্চন-নির্ম্মাণ।। ৩৭।।
পুণ্য-জল-দীঘি, সরোবর মনোহর।
অলিকুল-বিহগ-শবদ-কোলাহল।। ৩৮।।
হেন দিব্য-পুরী দেখি' রাজা পুরঞ্জন।
দ্বারেতে দাঁড়ায়ে রাজা চিন্তে মনে-মন।। ৩৯।।

পুরঞ্জনীর কথা

হেনকালে তথা এক আইলা দিব্য নারী।
দিব্যমূর্ত্তি, দশ ভৃত্য নিজ সঙ্গে করি'।। ৪০।।
এক এক জনার শতেক জন সঙ্গ।
'পঞ্চশির'-নামে তা'র প্রহরী ভুজঙ্গ।। ৪১।।
আপনার যোগ্যপতি চাহিয়া বেড়ায়।
হেন দিব্য-নারী গিয়া মিলিল তাহায়।। ৪২।।
সুন্দরী দেখিয়া বীর বোলে কোন বাণী।
'কোথা হৈতে কোথা যাহ, কাহার রমণী? ৪৩
কি নাম তোমার, তুমি কাহার দুহিতা?
দিব্যরূপ-বেশধরা, সর্ব্বগুণযুতা।। ৪৪।।
কে হয় তোমার সঙ্গে এই দশ জন?
দাস-দাসীগণ লৈয়া ভ্রম' কি কারণ? ৪৫
নারীগণ-সঙ্গে দেখি বনিতা কাহার?
আগে আগে যায় সর্প, কি নাম ইহার? ৪৬
হরের পার্ব্বতী, কিবা ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী!
দেখিয়ে সাক্ষাতে, যেন লক্ষ্মী ঠাকুরাণী! ৪৭
কমলচরণে কর পৃথিবী সঞ্চার।
হেন বুঝি, যোগ্যবর চাহ আপনার।। ৪৮।।

এই পুরী ভূষণ করিয়া তুমি রহ।
ইচ্ছা যদি কর তুমি, বোল দুই কহ।।' ৪৯।।
রাজার বচন শুনি' হাসিয়া সুন্দরী।
কহিতে লাগিলা নারী লজ্জা পরিহরি'।। ৫০।।
'কিঙ্কর-কিঙ্করীগণ আমার সংহতি।
'পুরঞ্জনী'-নাম ধরি' জগতে খেয়াতি।। ৫১।।
যে দেখ আমার আগে সর্প ভয়ঙ্কর।
জাগিয়া আমার আগে থাকে নিরন্তর।। ৫২।।

পুরঞ্জনীর প্রলোভনে পুরঞ্জন

ভাগ্যে দরশন আজি ঘটিল তোমার।
আমা লঞা কামভোগ কর চিরকাল।। ৫৩।।
ভজিলুঁ তোমারে আমি, শুন নরেশ্বর।
এই পুরী পরবেশি' রহ নিরন্তর।। ৫৪।।
নবমুখী পুরীখান দেখিতে সুন্দর।
ইহাতে প্রবেশি' থাক শতেক বচ্ছর।। ৫৫।।
তোমা' বিনে আমি বর না বরিব আন।
নিতি নিতি নানাভোগে করিব যোগান।। ৫৬।।
তোমাকে ভজিলে দেখি সর্ব্বত্র কল্যাণ।
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ হৈব উপাদান।। ৫৭।।
পুত্র-পৌত্র, সুখভোগ মিলিব সকল।
জগৎ ভরিয়া যশ রহিব বিস্তার।। ৫৮।।
ইহলোক, পরলোক—সকল সাধিব।
পিতৃদেব-গুরুগণ, ব্রাহ্মণ ভজিব।। ৫৯।।
গৃহস্থ-আশ্রম শ্রেষ্ঠ—বলে সর্ব্বজনে।
না ভজিব আন পতি তোমা পতি বিনে।। ৬০।।
গৃহধর্ম্ম করিব, সাধিব সর্ব্ব-সিদ্ধি।
জানিঞা ভজিলুঁ আমি তোমা' গুণনিধি।।' ৬১।।
এতেক বচন বলি' তাহা দুঁহে মেলি'।
আনন্দে রহিল পুর পরবেশ করি'।। ৬২।।

পুরঞ্জনী পুরীর বর্ণনা

পুরীর উপরে সাত বিচিত্র দুয়ার।
হেঠে আর দুই খান দুয়ার বিশাল।। ৬৩।।
পাঁচখান দ্বার তা'র পুরীর সম্মুখে।
দুইখান দুয়ার দক্ষিণ-বামভাগে।। ৬৪।।
গতায়াত করে রাজা এ নব দুয়ারে।
যা'র যে যে নাম, রাজা, কহিব তোমারে।। ৬৫।।
'আবির্ম্মুখী', 'খদ্যোত' 'এ' দুই যা'র নাম।
সে দুয়ারে যবে রাজা করয়ে পয়াণ।। ৬৬।।
সূর্য্য সখা করিয়া উজ্জ্বলদেশে যায়।
এইরূপে পুরঞ্জন আনন্দে বেড়ায়।। ৬৭।।
'নলিনী', 'নালিনী' দুই সম্মুখে দুয়ার।
সে দুয়ারে যদি রাজা করয়ে সঞ্চার।। ৬৮।।
সুগন্ধি-নগরে যায় বায়ু-সখ্য করি'।
'মুখ্য-মুখ্য' প্রথম দুয়ারে নাম ধরি'।। ৬৯।।
সে দুয়ারে করে রাজা নানা উপভোগ।
বরুণ-মিত্রের সহে করিয়া সংযোগ।। ৭০।।
'পিতৃহূ', 'দেবহূ' নাম এ' দুই দুয়ার।
উত্তর-দক্ষিণে তা'র সঞ্চার-বেভার।। ৭১।।
আকাশ করিয়া সখ্য যায় পুরঞ্জন।
দক্ষিণ-উত্তর-দেশে করয়ে ভ্রমণ।। ৭২।।
পাছে যে দুয়ার নাম 'আসুরী' তাহার।
সে দুয়ারে করে রাজা মৈথুন-আচার।। ৭৩।।
আর এক দুয়ার, 'নির্ঋতি' যা'র নাম।
সে দুয়ারে করে রাজা যদ্যপি পয়াণ।। ৭৪।।
সে দুয়ারে পুরঞ্জন করে মলত্যাগ।
এইরূপে সুখে বৈসে রাজা মহাভাগ।। ৭৫।।
বিষুচীন-সঙ্গে রাজা অন্তঃপুরে বৈসে।
ক্ষণে শোক, মোহ ক্ষণে, থাকয়ে হরিষে।। ৭৬।।
পুত্র-দার-ধন-হেতু নানা উৎপাত।
নিতি নিতি কর্ম্ম করে, না পায় সোয়াস্ত।। ৭৭।।
যে যে ইচ্ছা করে নারী, আনিঞা যোগায়।
অবোধ বঞ্চিত রাজা নানাদুঃখ পায়।। ৭৮।।

কামমত্ত পুরঞ্জনের অবস্থা

পুরঞ্জনী কৈল যদি মজ্জন-ভোজন।
তবে অন্ন-পানি খায় রাজা পুরঞ্জন।। ৭৯।।

সে কান্দিলে কান্দে, সেই হাসিলে হাসয়ে।
সে যদি বোলয়ে কিছু, বিনয়ে বোলয়ে।। ৮০।।
সে যদি চলয়ে, তা'র পাছে চলি' যায়।
সে যথা বৈসয়ে, তা'র সম্মুখে দাণ্ডায়।। ৮১।।
সে যদি শয়ন করে, করয়ে শয়ন।
এইরূপে নিজ পুরে বৈসে পুরঞ্জন।। ৮২।।
ধীরশিরোমণি শ্রীল-গদাধর জান।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস-গান।। ৮৩।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে চতুর্থস্কন্ধে কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী-পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।। ৫।।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ইন্দ্রিয়সুখহেতু জীবহিংসা
(কোড়া-রাগ)

"মৃগয়া করিতে রাজা ইচ্ছিলা যখনে।
দিব্য রথে চড়িয়া নৃপতি যায় বনে।। ১।।
নানা পরিচ্ছদে রথ করিয়া সাজন।
মৃগয়া করিতে চলে রাজা পুরঞ্জন।। ২।।
পঞ্চ ঘোড়া, দুই চক্র—রথের সাজনী।
দুই ঈশ, তিন বাঁশে করিয়া কাছনি।। ৩।।
এক বাগ, এক চাবুক, একখানি ঘর।
পঞ্চ প্রহরণ, পঞ্চ বিক্রম প্রখর।। ৪।।
হেন দিব্যরথে চড়ি' রাজা পুরঞ্জন।
পঞ্চ পরকারে বনে করয়ে ভ্রমণ।। ৫।।
দিব্য অস্ত্র-বাণ-ধনু ধরে নরেশ্বর।
মৃগয়া করিতে বুলে বনের ভিতর।। ৬।।
ধরিয়া আসুরী বুদ্ধি রাজা পুরঞ্জন।
ত্তিরি-ঘর ছাড়িয়া বেড়ায় বনে বন।। ৭।।
নানাপশু বধ রাজা করে তীক্ষ্ণবাণে।
দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ করয়ে বিধানে।। ৮।।
প্রাণিবধ করিয়া করয়ে পুণ্যকর্ম্ম।
প্রাণিবধগত-দোষ না বুঝে অধর্ম্ম।। ৯।।
অহঙ্কারে যে জন করয়ে পরহিংসা।
নরকে গমন তা'র না করি প্রশংসা।। ১০।।
শশক, শল্লক, মৃগ, মহিষ, শূকর।
নানা-অস্ত্রে নানা-পশু বধিল বিস্তর।। ১১।।
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় রাজা শ্রমিত শরীর।
বাহুড়িয়া নিজপুরে গেল মহাবীর।। ১২।।
স্নান-পান করিয়া বসিলা রাজাসনে।
অঙ্গ-বিভূষণ কৈলা বসন-ভূষণে।। ১৩।।
হৃষ্টচিত্ত হৈয়া রাজা বসিলা আসনে।
নিজ মহাদেবী হৈল স্মঙরণ মনে।। ১৪।।
বিচারিয়া চাহিলা, রমণী নাহি ঘরে।
দাসীগণে আনিঞা পুছিলা নরেশ্বরে।। ১৫।।

পুরঞ্জনীর মান-ভঞ্জন

'কোথা গেলা মোর প্রিয়া, কহ উপদেশ।
কহ সব দাসীগণ, কি জান বিশেষ।।' ১৬।।
দাসীগণ বলে, রাজা,—'শুন বিবরণ।
তোমার সুন্দরী আছে করিয়া শয়ন।। ১৭।।
ভূমেতে পড়িয়া আছে, উত্তর না করে।
অন্ন পানি নাহি খায়, বচন না ধরে।।' ১৮।।

তবে রাজা ধীরে ধীরে দাণ্ডাঞা নিয়ড়ে।
বিনয়ে বোলয়ে কিছু প্রবোধ উত্তরে।। ১৯।।
'মু-খানি তুলিয়া চাহ, পরিহর খেদ।
তিলেক সহিতে নারি তোমার বিচ্ছেদ।। ২০।।
বিষাদ ভাবিয়া, দেবি, আছ কি কারণ?
কে তোমার কৈল, দেবি, পীরিতি-লঙ্ঘন? ২১
তা'র দণ্ড করিব ব্রাহ্মণ-মাত্র বিনে।
কভু দণ্ড না করিব ভক্ত সাধুজনে।। ২২।।
কেহ বা করিয়া থাকে যদি আজ্ঞাভঙ্গ।
ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব বিনে করি তা'র দণ্ড।। ২৩।।
মলিন বসন ধর, মলিন বদন।
কহ মহাদেবী, তুমি দুঃখের কারণ।।' ২৪।।

পুরঞ্জনের গৃহসুখ ও বংশবিস্তার

পুরঞ্জন-বচন শুনিঞা পুরঞ্জনী।
সম্ভাষিয়া রাজারে বোলয়ে প্রিয়বাণী।। ২৫।।
এইরূপে দুঁহে মেলি' রতি ভোগ করে।
কত দিন-রাত্রি যায়, চিত্তে নাহি ধরে।। ২৬।।
কামে বিমোহিত রাজা, হরল গেয়ান।
কতকাল বহি যায়, নাহি অবধান।। ২৭।।
মজিয়া রহিল রাজা গৃহ-অন্ধকূপে।
অর্দ্ধেক বয়স বহি' গেল এইরূপে।। ২৮।।
একাদশ-শত-পুত্র হৈল মহাবলী।
ত্রয়োদশ-এক শত জন্মিল কুমারী।। ২৯।।
আনিয়া উত্তম বর কন্যা সমর্পিল।
কন্যাগণ আনিঞা পুত্রকে বিভা দিল।। ৩০।।
একশত পুত্র হৈল এক পুত্র-ঘরে।
পুত্রপৌত্রে পুরঞ্জন বাড়িল কুশলে।। ৩১।।
ধন-রাজ্যে বিভজিয়া দিল পুত্রগণে।
যজ্ঞ করি' কৈল দেব-পিতৃ-আরাধনে।। ৩২।।
পশুবধ করিয়া দেব-পিতৃ আরাধিল।
দান-ব্রত করিয়া বিস্তর কাল গেল।। ৩৩।।
হেনকালে আইল এক 'কাল' বিদ্যমান।
'চণ্ডবেগ' নামে এক গন্ধর্ব-প্রধান।। ৩৪।।
তিনশত-ষাটি গন্ধর্ব সঙ্গে করি'।
তিনশত-ষাটিগন্ধর্বগণ-নারী।। ৩৫।।
শুক্ল-কৃষ্ণ-বরণ গন্ধর্বগণ ধরে।
বেঢ়িয়া গন্ধর্বগণ রাজপুরী লোড়ে।। ৩৬।।

প্রজাগরের পুরঞ্জনপুরী-রক্ষণ চেষ্টা

চণ্ডবেগ-অনুচরে ভাঙ্গে পুরীখান।
যুঝিবারে আইল 'প্রজাগর' বলবান্।। ৩৭।।
সাতশত-কুড়ি জন গন্ধর্বের সঙ্গে।
নিরবধি প্রজাগর যুঝেনানা-রঙ্গে।। ৩৮।।
শতেক বৎসর ধরি' যুঝেএকেশ্বরে।
এইরূপে প্রজাগর পুরী রক্ষা করে।। ৩৯।।
যুঝিতে যুঝিতে তা'র ক্ষীণ হৈল বল।
তবে যুদ্ধে হারিয়া রহিল প্রজাগর।। ৪০।।
তবে পুরঞ্জন রাজা মনে পাঞা ভয়।
পুরীর ভিতরে থাকি' চিন্তে অতিশয়।। ৪১।।
কিছুই করিতে নারে, বকবৎ চায়।
বন্ধুগণ আনি' তার আহার যোগায়।। ৪২।।

কাল-কন্যা-বৃত্তান্ত

আছিল কালের এক কন্যা দুষ্টমতি।
ত্রিভুবন চাহিয়ে বেড়ায় নিজ-পতি।। ৪৩।।
কেহ তা'রে না বরে দেখিয়া দুষ্টচিতা।
চাহিয়া বেড়ায় পতি কামে বিমোহিতা।। ৪৪।।
যযাতি-রাজার পুত্রে নৈল পতি করি'।
তা'র সঙ্গে কথোদিন কৈল রতিকেলি।। ৪৫।।
'ব্রহ্মলোক হৈতে আমি আইলুঁ ক্ষিতিতলে।
আমারে বরিল পতি সেই হেনকালে।। ৪৬।।
আমি যদি না ইচ্ছিলুঁ, শাপিল পাপিনী।
'এক রাত্রি একত্র কোথাহ থাক, জানি।।' ৪৭।।
তবে আমি দিল তা'রে পতি-উপদেশ।
আমার বচনে গেল যবনের দেশ।। ৪৮।।
যবনগণের পতি 'ভয়'-নামে জানি।
বরিল তাহাকে পতি কন্যা দ্বিচারিণী।। ৪৯।।

শুনিঞা যবন-পতি কন্যার বচন।
কহিল কন্যারে তবে গুহ্য-বিবরণ।। ৫০।।
'অলক্ষিতগতি তুমি, কর কাম-ভোগ।
সর্ব্বলোকে হৈব কন্যা তোমার সংযোগ।। ৫১।।
চলুক যবনগণ নিজ সৈন্যসাথে।
প্রজ্বারের সঙ্গে ভ্রম' অলক্ষিত পথে।। ৫২।।
প্রজ্বার আমার ভাই, তুমি সে ভগিনী।
তোমা-সভা লঞা সুখে ভ্রমিব মেদিনী।। ৫৩।।
ভয়-নামে রাজার যবন নামে সেনা।
কালকন্যা লঞা সর্ব্বঠাঞি দেই হানা।। ৫৪।।
কালকন্যা, প্রজ্বারে, যবনগণ বেড়ি'।
লুটিয়া পোড়াঞা-ভাঙ্গে পুরঞ্জনপুরী।। ৫৫।।
পুরী-পরবেশ করি' যবনের গণে।
ভাঙ্গিয়া রাজার পুরী কৈল খানখানে।। ৫৬।।
ভয়ে তেজি' গেল পুরী মিত্র-বন্ধুগণ।
কালকন্যা হরিল রাজার সব ধন।। ৫৭।।
চিন্তিতে লাগিল রাজা মনে পাঞা ভয়।
করিতে না পারে কিছু, পড়িল সংশয়।। ৫৮।।
হতবল হঞা রাজা চিন্তিতে লাগিল।
প্রজ্বার আসিয়া তা'র নিকটে মিলিল।। ৫৯।।
ভয়-নামে রাজা তা'র করিতে পীরিতি।
পুরীখান সকল পুড়িল দুষ্টমতি।। ৬০।।
তবে রাজা পুরঞ্জন বন্ধুগণ লঞা।
দুঃখ-শোক করি' কান্দে ব্যাকুল হঞা।। ৬১।।
যবনে বেড়িয়া পুরী পোড়াইল সকল।
গন্ধর্ব্বে হরিয়া তা'র নৈল বুদ্ধি-বল।। ৬২।।
কান্দে পুরঞ্জন-রাজা কম্পিত-হৃদয়।
গৃহকূপে পড়িয়া মজিল দুরাশয়।। ৬৩।।

পুরঞ্জনের মৃত্যুচিন্তা ও নৈরাশ্য

বকবৎ ধ্যান করি' রহে দুরাচার।
'মরিয়া কোথায় যামু, কি হবে প্রকার? ৬৪
কোথায় রহিব মোর ভার্য্যা গুণবতী।
কুলশীল-সুচরিতা, পতিব্রতা সতী? ৬৫
আমি না খাইলে কিছু না খায় সুন্দরী।
নিরন্তর আমাতে থাকয়ে চিত্ত ধরি'।। ৬৬।।
আমি বিনে কোথায় রহিব সুত-দার?
ধন-জন-পাত্র-মিত্র, এ মহী-ভাণ্ডার?' ৬৭
এইমত চিন্তে রাজা আকুল-শরীর।
হেনকালে ভয়-নামে আইল মহাবীর।। ৬৮।।
ধরিয়া বান্ধিল রাজায় ভয় মহাবলী।
তা' দেখিয়া বন্ধুগণ কান্দয়ে ব্যাকুলী।। ৬৯।।
বলে বান্ধি' নৈল তা'রে ভয় বলবান্।
ভূমিতে পড়িয়া রহে ভাঙ্গা পুরীখান।। ৭০।।
যত পশুবধ রাজা কৈল যজ্ঞকালে।
তা'রা আসি' চৌদিগে বেড়িল কাটিবারে।। ৭১।।
'ধর, মার' করিয়া বেড়িল পশুগণ।
খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিল পুরঞ্জন।। ৭২।।
আর্তনাদ করি' রাজা কান্দে নিরন্তরে।
এইরূপে নিরবধি দুঃখ ভোগ করে।। ৭৩।।
দুঃখময় সাগরে মজিল নরেশ্বর।
চিরকাল দুঃখভোগ করে নিরন্তর।। ৭৪।।
স্ত্রী-সঙ্গে ভুলিয়া সে মজিল নরপতি।
সঙ্গদোষে হৈল এত বড় অধোগতি।। ৭৫।।

স্ত্রৈণ পুরঞ্জনের স্ত্রীজন্ম-লাভ

স্তিরিরূপ চিন্তিতে আছিল অনুক্ষণ।
স্তিরিরূপ ধরি' গিয়া লভিল জনম।। ৭৬।।
বিদর্ভ-রাজার ঘরে স্তিরিরূপ ধরি'।
জনমিল পুরঞ্জন স্তিরি ধ্যান করি'।। ৭৭।।
আছিল 'মলয়ধ্বজ' পাণ্ড্যদেশ-পতি।
বিভা করি' নিল কন্যা সতী গুণবতী।। ৭৮।।

মলয়ধ্বজ বংশ

এক কন্যা জনমিল তাহার উদরে।
কন্যার কনিষ্ঠ আর সাত সহোদরে।। ৭৯।।
দ্রবিড়-দেশের রাজা হৈল সাত ভাই।
সাতখান পুরী তা'র রহে সাত ঠাঞি।। ৮০।।

অর্বুদ তাবুর্দ পুত্র হৈল সাত ঘরে।
যা'র বংশে ব্যাপিল এ মহীমণ্ডলে।। ৮১।।
অগস্ত্য-নৃপতি বিভা কৈল কন্যাখানি।
তা'র গর্ভে পুত্র জনমিল মহামুনি।। ৮২।।
'ইধ্মবাহ'-নামে মুনি বিদিত ভুবনে।
আছিল মলয়ধ্বজ রাজা এই মনে।। ৮৩।।
নিজ-রাজ্য বিভজিয়া দিল পুত্রগণে।
আপনে চলিল রাজা কৃষ্ণ-আরাধনে।। ৮৪।।

নৃপতির শ্রীকৃষ্ণারাধনা

কুলাচল-পর্ব্বতে রহিলা নরপতি।
তাঁ'র সঙ্গে রহিলা মহিষী রূপবতী।। ৮৫।।
চন্দ্ররসা তাম্রপর্ণী-বটোদকা-জলে।
নিতি নিতি জল পান দুঁহে মিলি' করে।। ৮৬।।
পুণ্যজল-মজ্জনে শোধিল কলেবর।
দেহের ধারণ-হেতু কন্দমূল-ফল।। ৮৭।।
শীত-বাত-বরিষণ-ক্ষুধা-তৃষ্ণা সহি'।
দুঁহে মেলি' তপ করে পুণ্যতীর্থে রহি'।। ৮৮।।
সংযম-নিয়ম করি' শরীর শোধিল।
তপ-যোগ করি' রাজা কৃষ্ণ আরাধিল।। ৮৯।।
ব্রহ্মে চিত্ত নিয়োজিয়া স্থির কৈল মন।
ভক্তিভাব করিয়া ভজিল নারায়ণ।। ৯০।।
ঈশ্বর-ইচ্ছায় পাইল গুরু উপদেশ।
জ্ঞানদীপে সাক্ষাতে দেখিল হৃষীকেশ।। ৯১।।
ব্রহ্মে মন নিয়োজিয়া ব্রহ্মে প্রবেশিল।
শুদ্ধভাবে তা'র ভার্য্যা পতিসেবা কৈল।। ৯২।।
স্বামীর মরণ দেখি' ভার্য্যা পতিব্রতা।
বিলাপ করিয়া কান্দে দুঃখ-শোকযুতা।। ৯৩।।
চিতা করি' কাষ্ঠ দিয়া জ্বালিল আগুনি।
তাহার উপরে থুইল পতিদেহ আনি'।। ৯৪।।
তবে দেবী কৈল সেই চিতা-আরোহণ।
হেনকালে পূর্ব্ব-সখা দিল দরশন।। ৯৫।।

পুরঞ্জন-পুরঞ্জনীর প্রকৃত পরিচয়

সখা বলে—'শুন দেবি, কান্দ কি কারণে?
কেবা তুমি, কার তরে কান্দ অনুক্ষণে? ৯৬
তোমার পূরব সখা আমি গুণানিধি।
তুমি-আমি একত্রে ছিলাম নিরবধি।। ৯৭।।
'অবিজ্ঞাত'-নামে আমি, সেহ পাসরিলে।
আমা' পাসরিয়ে তুমি এত দুঃখ পাইলে।। ৯৮।।
তুমি-আমি—দুই হংস থাকি এক গাছে।
বিষয়-ধেয়ানে তুমি পাসরিলে পাছে।। ৯৯।।
আমাকে ছাড়িয়া তুমি অন্ধ হঞাছিলে।
বিষয়লম্পট হঞা সব পাসরিলে।। ১০০।।
স্তিরিসঙ্গে নবমুখী পুরী পরবেশি'।
স্তিরিসঙ্গে পাসরিলে নিজ-গুণরাশি।। ১০১।।
তে-কারণে স্তিরি হঞা জনম তোমার।
তুমি বা কাহার নারী, দুহিতা কাহার? ১০২
পুরঞ্জনী-সঙ্গে তুমি হৈলে বিমোহিত।
নারীসঙ্গে হৈলে তুমি কেবল বঞ্চিত।। ১০৩।।
তোমার-আমার নাহি তিলেক বিচ্ছেদ।
আমা'-সহে তোমার তিলেক নাহি ভেদ।। ১০৪।।

মায়ার খেলা

তুমি পুরঞ্জন নহ, নহে পুরঞ্জনী।
সকল আমার মায়া বিচারিলে জানি।। ১০৫।।
দর্পণে দেখিয়ে যেন আপনার ছায়া।
বিচারিলে সত্য নহে, সব দেখ মায়া।। ১০৬।।
এইরূপে যদি হংসী প্রবোধিল হংস।
সেইক্ষণে হৈল তা'র ভববন্ধ-ধ্বংস।।" ১০৭।।
ধীরশিরোমণি শ্রীল-গদাধর জান।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস-গান।। ১০৮।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে চতুর্থ-স্কন্ধে কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী-ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।। ৬।।

সপ্তম অধ্যায়

'পুরঞ্জনপুরে'র তাত্ত্বিক পরিচয়
(ভাটিয়ারী-রাগ)

প্রাচীনবরিহি রাজা এত বাণী শুনি'।
কহিতে লাগিলা তবে তত্ত্ব নাহি জানি'।। ১।।
"না বুঝি তোমার আমি হিত-উপদেশ।
কর্ম্ম বিনে আমি আর না জানি বিশেষ।।" ২।।
রাজার বচন শুনি' মুনি তপোধন।
প্রকাশিয়া কহিলা সকল বিবরণ।। ৩।।
চরাচর সব দেহে জীবের সঞ্চার।
'পুরঞ্জনী' মায়া, 'পুরঞ্জন'-নাম তা'র।। ৪।।
যে কহিল তা'র সখা 'অবিজ্ঞাত'-নাম।
সে কেবল ঈশ্বর সাক্ষাৎ ভগবান্।। ৫।।
গুণকর্ম্মে যাঁ'র তত্ত্ব জানিতে না পারি।
তে-কারণে 'অবিজ্ঞাত' তাঁ'র নাম ধরি।। ৬।।
যে নারীর সঙ্গে রাজা কৈল গৃহবাস।
'বুদ্ধি' নাম, তা'র সঙ্গে মনের বিলাস।। ৭।।
সখাগণ সকল 'ইন্দ্রিয়গণ' বলি।
সখীগণ 'প্রাণ-মন-বৃত্তি' অবধারী।। ৮।।
পাঁচ বিষয়ের নাম 'পঞ্চ-পঞ্চাল'।
প্রকাশিয়া কহি, শুন এ নব দুয়ার।। ৯।।
দুই আঁখি, দুই নাসা, এ দুই শ্রবণ।
গুহ্য, লিঙ্গ, মুখ—নবদ্বার-নিরূপণ।। ১০।।
দুই আঁখি, দুই নাসা, পুরীর সম্মুখে।
দক্ষিণ-উত্তর দুই কর্ণ দুই ভাগে।। ১১।।
মুখ-নামে আর এক সম্মুখে দুয়ার।
এই সাত দুয়ারে সঞ্চরে সর্ব্বকাল।। ১২।।
'খদ্যোত', আবির্ম্মুখী'—এ দুই নয়ান।
এ দুই দুয়ারে রূপ লয় মতিমান্।। ১৩।।
'নলিনী', 'নালিনী'—দুই নাসিকাবিবর।
এ দুই দুয়ারে গন্ধ লয় পুরীশ্বর।। ১৪।।
'মুখ্য'-নামে দুয়ার মুখের নাম ধরি।
সে দুয়ারে রস লয় রসভেদ ধরি'।। ১৫।।
'পিতৃহূ', 'দেবহূ'—দুই শ্রবণ-বিবর।
সে দুয়ারে শব্দভেদ লয় নিরন্তর।। ১৬।।
প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি-শাস্ত্র—পঞ্চ পঞ্চাল।
পিতৃযান-দেবযান শ্রবণ-সঞ্চার।। ১৭।।
লিঙ্গের 'দুর্ম্মদ'-নাম, অপান—'নিঋতি'।
মল-মূত্র সে দুয়ারে ছাড়ে জীব-জাতি।। ১৮।।
দুই হস্ত, দুই পদ 'অন্ধ'-নাম ধরে।
গতি-কর্ম্ম করে জীব সে দুই দুয়ারে।। ১৯।।
অন্তঃপুর হৃদয় বুঝিব অনুমানে।
'বিষূচি' মনের নাম বিচারিলে জানে।। ২০।।
ইন্দ্রিয়—রথের ঘোড়া, রথ—কলেবর।
কালগতি—রথের গমন নিরন্তর।। ২১।।
তিন গুণ—ধ্বজ, চক্র—শুভাশুভ-কর্ম্ম।
পঞ্চপ্রাণ—বন্ধুর, জানিব তা'র মর্ম্ম।। ২২।।
জানিব ঘোড়ার বাগ শীঘ্রগতি মন।
রথের সারথি—বুদ্ধি, করায় ভ্রমণ।। ২৩।।
একাদশ ইন্দ্রিয় জানিব তা'র সেনা।
পঞ্চবিধ স্থানে গিয়া নিতি দেই হানা।। ২৪।।

মায়ামূঢ় জীবের সংসার-গতি

এইরূপে করে জীব সুখ-দুঃখ-ভোগ।
শতেক বৎসর সভে দেহের সংযোগ।। ২৫।।
অজ্ঞানে মোহিত জীব করে অহঙ্কার।
দেহধর্ম্মে সুখ-দুঃখ বলে আপনার।। ২৬।।
আপনে নির্গুণ হঞা অসত্য ধেয়ায়।
'মুঞি, মোর' বলিয়া সতত দুঃখ পায়।। ২৭।।
কর্ম্ম করি' লয় জীব আপন বন্ধন।
নানা-দেহ ধরে জীব কর্ম্মের কারণ।। ২৮।।
গুরু-রূপ আপনে সাক্ষাৎ ভগবান্।
গুরু না ভজিলে তা'র নাহি পরিত্রাণ।। ২৯।।
প্রকৃতির পর জীব আপনা পাসরে।
কর্ম্ম করি' শুভাশুভ শরীরে সঞ্চরে।। ৩০।।

শুভকর্ম্ম করিয়া উজ্জ্বল-লোকে যায়।
ফলভোগ-অবশেষে পুন দুঃখ পায়।। ৩১।।
কর্ম্মফল-অনুসারে নানা-দেহ ধরে।
কর্ম্মভোগ-কারণে বিবিধ ভোগ করে।। ৩২।।
কখন পুরুষ হয়, কভু হয় নারী।
কোন-কালে রহে নপুংসক-বেশ ধরি'।। ৩৩।।
কোন-কালে হয় দেব, কোন-কালে নর।
পশু-কীট-পতঙ্গ-স্থাবর-কলেবর।। ৩৪।।
কর্ম্ম-অনুরূপে জীব নানা-দেহ ধরে।
কর্ম্ম অনুরূপে সুখ-দুঃখ ভোগ করে।। ৩৫।।
কর্ম্ম অনুরূপে দেহ ধরে দুঃখময়।
কর্ম্মভোগ-কারণে বিবিধ দুঃখ হয়।। ৩৬।।
ক্ষুধায়, তৃষ্ণায় হয় সতত বিকল।
দীন-হীন হৈয়া দুঃখ ভুঞ্জে নিরন্তর।। ৩৭।।
দুয়ারে দুয়ারে গিয়া ভিক্ষা মাগি' খায়।
দৈবযোগে তা'থে মান-অপমান পায়।। ৩৮।।
ঘরে ঘরে ফিরে যেন কুক্কুর-সমান।
কোন ঘরে অন্ন পায়, দণ্ড কোন স্থান।। ৩৯।।
এইরূপে ভ্রমে জীব নানা-কলেবরে।
ক্ষণে অধোগতি, ক্ষণে উপরে সঞ্চরে।। ৪০।।

কর্ম্মদ্বারা একান্ত-কুশল লভ্য নহে

এত কর্ম্ম করি' জীব করে দুঃখ-ভোগ।
কর্ম্মহেতু জীবের না ঘুচে দেহযোগ।। ৪১।।
কোন প্রতীকারে নহে এ দুঃখের ছেদ।
শুভ কর্ম্মে, বিকর্ম্মে কিঞ্চিৎ মাত্র ভেদ।। ৪২।।
মাথার বোঝার ভার সহিতে না পারি'।
ক্ষণেক বিশ্রাম যেন করে কান্ধে ধরি'।। ৪৩।।
এইরূপ জান সব শুভ-কর্ম্মফল।
শুভাশুভ কর্ম্মে সভে কিঞ্চিৎ অন্তর।। ৪৪।।
কর্ম্ম হৈতে কভু নহে একান্ত কুশল।
শয়নে স্বপনে যেন হয় মতি জড়।। ৪৫।।

শ্রীহরির ভজনই বন্ধনমুক্তির কারণ

কোন-মতে জীবের সংসার নাহি ছুটে।
বিনি গুরু ভজিলে অজ্ঞান নাহি টুটে।। ৪৬।।
হরি-গুরু-চরণে ভকতি যদি বাঢ়ে।
তবে সে অজ্ঞান-ধ্বংস, ভববন্ধ ছাড়ে।। ৪৭।।
ভক্তিযোগ হরিকথা-শ্রবণে উদয়।
শ্রদ্ধাযুক্ত না হইলে হরিকথা নয়।। ৪৮।।
যথা কৃষ্ণ-ভক্তজন সাধু মহাভাগ।
হরিগুণ-শ্রবণে তথাতে অনুরাগ।। ৪৯।।
হরিকথা-অমৃত-সরিৎ-জল পান।
শ্রবণ পূরিয়া যে করয়ে অবিরাম।। ৫০।।
শোক-মোহ, জরা-ভয় না হয় তাহার।
সেই জনা হয় ভব-সংসারের পার।। ৫১।।
যদি বল, তবে কেন হরিগুণগাথা।
সব লোকে না শুনে?—কহিয়ে তা'র কথা।। ৫২।।
ব্রহ্মা-ভব-সনকাদি, দক্ষ-আদি করি'।
পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু যোগ-অধিকারী।। ৫৩।।
মরীচি, অঙ্গিরা, ভৃগু, বশিষ্ঠ, কুমার।
এ-সব জানিতে নাহি পারে তত্ত্ব যাঁ'র।। ৫৪।।
এ-আদি পর্য্যন্ত যাঁ'র করিয়া ধেয়ান।
চিন্তিয়া না পায় যোগী চরণ-সন্ধান।। ৫৫।।

শ্রীভগবৎকৃপাতেই তত্ত্ব-জ্ঞানোদয় সম্ভব

অনুগ্রহ করে হরি যখন যাহারে।
সেই সে প্রভুর তত্ত্ব জানিবারে পারে।। ৫৬।।
লোকে বেদে দৃঢ়মতি ছাড়ে সেই জন।
তবে জানি—অনুগ্রহ কৈল নারায়ণ।। ৫৭।।
এ বোল বুঝিয়া, রাজা, কর্ম্মে দৃষ্টি ছাড়'।
মিছা কর্ম্মফলে বস্তুবুদ্ধি পরিহর।। ৫৮।।
শ্রুতিসুখ কর্ম্মফলে নাহি সুখলেশ।
বৃথা কর্ম্ম করি' কেন পাও নানা-ক্লেশ? ৫৯
যজ্ঞধূম পান করি' বৃথা দুঃখ পাও।
তত্ত্ব না জানিঞা কেন কর্ম্মপথে ধাও? ৬০

কর্ম্মকাণ্ড নিত্যমঙ্গলদায়ক নহে

কুশে আচ্ছাদিলে তুমি এ মহীমণ্ডল।
পশুবধ করি' কর্ম্ম কৈলে নিরন্তর।। ৬১।।
বুঝ দেখি'—তাথে গতি কি হৈব তোমার?
জন্ম-মৃত্যু-গর্ভবাস সভে দুঃখ-সার।। ৬২।।
সেই কর্ম্ম, যাহা হৈতে তুষ্ট হয় হরি।
সেই বিদ্যা, যাহা হৈতে কৃষ্ণে মন ধরি।। ৬৩।।
সর্ব্বলোক-আত্মা হরি, সভার ঈশ্বর।
সর্ব্বজীব-গতি-পতি, প্রকৃতির পর।। ৬৪।।
তাঁ'র পদকমল—সকল সিদ্ধিহেতু।
অপার-সংসারসিন্ধু-পরিত্রাণ-সেতু।। ৬৫।।
'সেই প্রিয়, সেই আত্মা, সেই সে শরণ।'
এমত একান্ত-চিত্তে জানে যেবা জন।। ৬৬।।
সেই সে পণ্ডিত, গুরু, সর্ব্বতত্ত্ব জানে।
না জানিঞা অন্যে বিপ্র-গুরু করি' মানে।। ৬৭।।
কহিল তোমারে রাজা এই সুনিশ্চিত।
কর্ম্মপথ তেজি' তুমি কৃষ্ণে ধর চিত।। ৬৮।।
স্ত্রী-ঘরে স্ত্রী-সুখ করে, মধু-সমতুল।
কাম্য-কর্ম্ম করে জীব হইয়া ব্যাকুল।। ৬৯।।
স্ত্রী ঘরে নিষেবিত সতত হৃদয়।
সুখভোগ হেতু কর্ম্ম করে দুরাশয়।। ৭০।।
দিনরাত্রিরূপে কালে পরমায়ু হরে।
যমপাশে নিকট বন্ধন না স্মঙরে।। ৭১।।
না কর, না কর, রাজা, কর্ম্ম-অভিলাষ।
সুখে পার হ'বে যদি, ভজ শ্রীনিবাস।। ৭২।।
শ্রুতিসুখমাত্র পুত্র দার-মধুভাষা।
না কর, না কর, রাজা, ছাড় দুষ্ট আশা।।" ৭৩।।

প্রাচীনবরিহি রাজা শুনি' এত বাণী।
কহিতে লাগিলা কিছু করি' যোড় পাণি।। ৭৪।।
"মোর গুরুগণ সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত।
সর্ব্ব বেদতত্ত্ব জানে, কুল-পুরোহিত।। ৭৫।।
তবে কেন তাঁ'রা মোরে কৈল উপদেশ।
হেন বুঝি—তাঁ'রা কিছু না জানে বিশেষ।। ৭৬।।
হেন বুঝি—বঞ্চিত কেবল ঋষিগণ।
বেদপথে বিমোহিত, কর্ম্মপরায়ণ।।" ৭৭।।
রাজার বচন শুনি' ব্রহ্মার নন্দন।
তত্ত্ব-উপদেশ তা'রে দিলা সেইক্ষণ।। ৭৮।।
জীবগতি দরশিয়া কৈলা অন্তর্দ্ধান।
সত্যলোকে চলিলা নারদ মতিমান্।। ৭৯।।

শ্রীনারদোপদেশে শ্রীপ্রাচীনবর্হির শ্রীবিষ্ণুভক্তি-লাভ

প্রাচীনবরিহি রাজা নারদের স্থানে।
উপদেশ পাঞা কৈলা চিত্ত-সমাধানে।। ৮০।।
পুত্রগণে কৈলা রাজ্যপদ সমর্পণে।
সর্ব্বধর্ম্ম, সর্ব্বকর্ম্ম তেজে সেইক্ষণে।। ৮১।।
কৃষ্ণে মন ধরি' রাজা গেলা তপোবনে।
কৃষ্ণ আরাধিল গিয়া কপিল-আশ্রমে।। ৮২।।
ভক্তিভাব করিয়া ভজিল হৃষীকেশ।
কৃষ্ণময় হঞা কৈল কৃষ্ণে পরবেশ।। ৮৩।।
পুরঞ্জন-উপাখ্যান, মুকুন্দ-চরিত।
ভুবন-পবিত্র-কথা শুক-মুখোদিত।। ৮৪।।
যে-জন কীর্ত্তন করে, ভক্তিভাবে শুনে।
ভববন্ধ নহে তা'র, বৈকুণ্ঠ-গমনে।। ৮৫।।
ভক্তিরস-গুরু শ্রীল-গদাধর জান।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস-গান।। ৮৬।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে চতুর্থ-স্কন্ধে কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী-সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।। ৭।।

অষ্টম অধ্যায়

প্রচেতোগণের শ্রীহরিচরণপদ্ম-লাভ

(ভৈরবী-রাগ)

বিদুর জিজ্ঞাসা কৈল,—"শুন যোগেশ্বর।
দশ প্রচেতস ছিল জলের ভিতর।। ১।।
কৃষ্ণ আরাধিয়া তাঁ'রা কৈল কোন্ সিদ্ধি?
সে সব কহিবে মোরে, গুরু, মহাবুদ্ধি।।"২।।
শুনিয়া মৈত্রেয়মুনি বিদুর-বচনে।
সে পুণ-চরিত কহে আনন্দিত মনে।। ৩।।
"অযুত বৎসর থাকি' জলের ভিতর।
তপ করি, কৃষ্ণ আরাধিল নিরন্তর।। ৪।।
তুষ্ট হঞা দরশন দিলা হৃষীকেশ।
গরুড়বাহনে প্রভু ধরি' দিব্য বেশ।। ৫।।
তবে তাঁরা স্তুতি কৈল গদগদ-বাণী।
পরম সন্তোষে বর দিলা চক্রপাণি।। ৬।।
তবে তাঁ'রা নিবেদিল প্রভুর চরণে।
'আন বর না মাগি ভকত-সঙ্গ বিনে।। ৭।।
কর্ম্ম-নিবন্ধনে জন্ম হয় যথা তথা।
ভকতজনের সঙ্গ ঘটুক সর্ব্বথা।। ৮।।
ক্ষণেক শঙ্কর-সঙ্গে হৈল দরশন।
কৃপায় কহিল কিছু ভক্তি-নিরূপণ।। ৯।।
তোমা' দরশন পাইল শঙ্কর-প্রসাদে।
হেন সে বৈষ্ণব-সঙ্গ কে বুঝিব তত্ত্বে?' ১০
তা'-সভার বচন শুনিঞা গদাধর।
হাসিয়া সন্তোষে হরি দিলেন উত্তর।।১১ ।।

প্রচেতোগণের প্রতি শ্রীহরির উপদেশ

'বাপের বচন তুমি করিলে পালনে।
রহিব নির্ম্মল যশ এ তিন ভুবনে।।১২।।
কণ্ডুমুনি-প্রম্লোচা-অপ্সরা-সমাগমে।
জনমিল তা'থে কন্যা 'মারিষা' যে নামে।।১৩।।
অপ্সরা তেজিয়া তা'রে গেলা মহাবনে।
কন্যা বাস দিয়া তা'রে রাখে বৃক্ষগণে।।১৪।।
সে কন্যা ক্ষুধায় কান্দে বনের ভিতর।
অমৃত-অঙ্গুলি মুখে দিলা শশধর।।১৫।।
অমৃত-ভোজনে তা'র রহিল জীবন।
তা'রে পরিণয় গিয়া কর দশ জন।।১৬।।
জনমিব তাহাতে তনয় মহাবল।
ভুজবলে শাসিব সকল ক্ষিতিতল।।১৭।।
একান্ত-ভকতি করি' আমারে ভজিহ।
অন্তকালে তনু তেজি' বিষ্ণুপুরী যাইহ।।'১৮।।
এতেক বলিয়া হরি কৈলা অন্তর্দ্ধানে।
জল হৈতে উঠে তবে তা'রা দশজনে।।১৯।।
বৃক্ষগণে ব্যাপিত দেখিল এ মেদিনী।
ক্রোধ করি' মুখ হৈতে জ্বালিল আগুনি।।২০।।
পোড়াঞা পৃথ্বীর বৃক্ষ কৈল ভস্মসাৎ।
হেনকালে আইলা ব্রহ্মা ত্রিভুবন-নাথ।।২১।।

শ্রীব্রহ্মার আদেশে প্রচেতোগণের
বৃক্ষকন্যা-'মারিষা'-গ্রহণ

'বৃক্ষসৃষ্টি না পোড়াহ'—এই বাক্য ধর।
বৃক্ষগণে কন্যা দিব, তা'রে বিভা কর।।'২২।।
এ বোল বলিয়া ব্রহ্মা গেলা নিজ-স্থানে।
হেনকালে কন্যা আনি' দিলা বৃক্ষগণে।।২৩।।
সেই কন্যা বিভা কৈল দশ-সহোদর।
রাজ্যভোগ কৈল দশসহস্র বৎসর।।২৪।।
'দক্ষ'-পুত্র জন্মাইল দশ-সহোদরে।
পূর্ব্বজন্মে যা'রে বিড়ম্বিল মহেশ্বরে।।২৫।।
শিবশাপে ছাগমুখ দক্ষের আছিল।
সে তনু ছাড়িয়া আর শরীর ধরিল।।২৬।।
তবে তা'রা দশ-ভাই ভজিল শ্রীহরি।
অন্তকালে তনু তেজি' গেল বিষ্ণুপুরী।।"২৭।।
'উত্তানপাদের বংশ কহিল বিস্তার।
কহ পরীক্ষিত রাজা, কি কহিব আর?২৮।
ধন্য, পুণ্য, পাপহার, পবিত্র আখ্যান।
কহিল চতুর্থ স্কন্ধ, বিচিত্র বাখান।।'২৯।।
ভক্তিরসগুরু শ্রীল গদাধর জান।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস-গান।।৩০।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে চতুর্থস্কন্ধে কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণ্যষ্টমোঽধ্যায়ঃ।।৮।।

সমাপ্তশ্চায়ং চতুর্থস্কন্ধ।।৪।।

পঞ্চম স্কন্ধ

প্রথম অধ্যায়

ক্রিয়তে পঞ্চমস্কন্ধপ্রবন্ধঃ সম্মতঃ সতাম্।
যত্রর্ষভসুতানন্দ-চরিতাম্বুধিরুজ্জ্বলঃ।।১।।

মহারাজ শ্রীপ্রিয়ব্রতের বৈরাগ্যকথন
(দেশাগ-রাগ)

রাজা বোলে,—শুন গুরু, মুনি যোগেশ্বর।
প্রিয়ব্রত রাজা ছিল ধর্ম্মকলেবর।। ২।।
পরম বৈষ্ণব রাজা মহাগুণনিধি।
কামভোগ বিলাসে বৈরাগ্য নিরবধি।। ৩।।
হেন হৈয়া কেন কৈল রাজ্য অধিকার?
ভকতজনের নহে উচিত সংসার।। ৪।।
কহ, মুনি, প্রিয়ব্রত-রাজার আখ্যান।
সার্ব্বভৌম নরপতি ভকত-প্রধান।।" ৫।।
রাজার বচন শুনি' শুক মহামুনি।
'ধন্য, ধন্য, সাধু সাধু' রাজারে বাখানি।। ৬।।
"স্বায়ম্ভুব মনু ছিল ব্রহ্মার তনয়।
তাঁ'র জ্যেষ্ঠপুত্র প্রিয়ব্রত মহাশয়।। ৭।।
বাপে রাজ্য দিল তাঁ'রে, না কৈলা অঙ্গীকার।
দেখিল সংসার-বন্ধ— রাজ্য-অধিকার।। ৮।।
না কৈল সংসার তিঁহো বাপের বচনে।
হেন-কালে ব্রহ্মা আসি' দিলা দরশনে।। ৯।।

গৃহে থাকিয়া শ্রীহরিভজনার্থ শ্রীব্রহ্মার উপদেশ

ব্রহ্মা বলে—'শুন বৎস, কোন্ যুক্তি কর?
কোন্ দোষে বাপের বচন নাহি ধর? ১০
কহিব বৈষ্ণব-ধর্ম্ম, শুন সাবধানে।
মিথ্যা-বুদ্ধি না করিহ আমার বচনে।। ১১।।
আমি ব্রহ্মা, হর, সুর, মহা-ঋষিগণে।
যাঁ'র বশ হঞা আজ্ঞা বহি সর্ব্বজনে।। ১২।।
যদি যোগ, তপ, যজ্ঞ, নানাকর্ম্ম করে।
তবু ত প্রভুর কর্ম্ম খণ্ডিতে না পারে।। ১৩।।
ভয়-শোক, সুখ-দুঃখ প্রভু দিব যা'রে।
খণ্ডিতে না পারি আমি, হর মহেশ্বরে।। ১৪।।
যাঁ'র বেদবাণী-পাশে আছিয়ে বন্ধনে।
যাঁহার ইচ্ছায় কর্ম্ম করি সাবধানে।। ১৫।।
নাকে দড়ি দিয়া যেন বলদ-গাথনি।
আমি-সব বন্দী আছি যাঁ'র বেদবাণী।। ১৬।।
যে কর্ম্মে যাহারে প্রভু করে নিয়োজিত।
সে কর্ম্ম সভেই করি হৈয়া সাবহিত।। ১৭।।
নড়ি ধরি' আনে যেন অন্ধেরে হাঁটায়ে।
সেইরূপ সুখ-দুঃখ জীবেরে ভুঞ্জায়ে।। ১৮।।
ছয় রিপু দেহে বৈসে, করে বনে বাস।
না ঘুচে সংসার-ভয়, নহে ভব-নাশ।। ১৯।।
গৃহে বসি' ছয় রিপু করে নিবারণ।
গোবিন্দ ভজিলে ঘুচে সংসার-বন্ধন।। ২০।।
ছয় রিপু জিনিব—যাহার আছে মনে।
ঘরে থাকি' যুদ্ধ করি' জিনিব যতনে।। ২১।।
পাছে যথা তথা রহে, বনে বা মন্দিরে।
গোবিন্দ চরণ ভজি' হেলে ভব তরে।। ২২।।
ভকত-উত্তম তুমি, পরম পণ্ডিত।
বাপের বচন লঙ্ঘ—এ নহে উচিত।। ২৩।।
রাজা হঞা রাজ্যভোগ মহাসুখে কর।
ছয় শত্রু জিনিঞা গোবিন্দে ভক্তি ধর।। ২৪।।
দেহ-গেহে, রাজ্যপদে তেজি' অহঙ্কার।
ভজিয়া গোবিন্দ-পদ হও ভবে পার।।' ২৫।।
এতেক বলিয়া ব্রহ্মা গেলা নিজ-স্থানে।
প্রিয়ব্রত রাজা হইল ব্রহ্মার বচনে।। ২৬।।
পুত্রে রাজ্য দিয়া মনু গেলা তপোবনে।
তত্ত্ব-উপদেশ পাইলা নারদের স্থানে।। ২৭।।
তপ-যোগ সাধিয়া ভজিল গদাধর।
বিষ্ণুপদে প্রবেশিল তেজি' কলেবর।। ২৮।।

শ্রীপ্রিয়ব্রতের পৃথ্বীশাসন ও সপ্তবার তৎপ্রদক্ষিণ

প্রিয়ব্রত সপ্তদ্বীপে এক নরপতি।
নিজ-ভুজে শাসিলা সকল বসুমতী।। ২৯।।
বিশ্বকর্ম্মা কন্যা বিভা দিলা বর্হিষ্মতী।
দশ পুত্র হৈল তা'থে কন্যা উর্জস্বতী।। ৩০।।
একাদশ অর্বুদ বৎসর পরিমাণ।
প্রিয়ব্রত রাজ্য কৈল নৃপতি-প্রধান।। ৩১।।
অস্তগিরি যাবৎ উঠয়ে দিনকর।
তাবৎ নৃপতি-সিংহ এক-দণ্ডধর।। ৩২।।
কৃষ্ণপদ-ভকতি-প্রভাব-যোগবলে।
সপ্তদ্বীপ-নরপতি অখণ্ড-মণ্ডলে।। ৩৩।।
সমজব-রথে রাজা করি' আরোহণে।
'রজনী করিব দিবা—হেন কৈল মনে।। ৩৪।।
ধরণী বেড়িয়া সপ্ত-প্রদক্ষিণ দিল।
চতুর্ম্মুখ আসিয়া রাজারে নিবারিল।। ৩৫।।
'রাত্রি-দিন করিতে সূর্য্যের অধিকার।
ক্ষিতিতল পালিতে তোমার নিজ-ভার।। ৩৬।।
তবে ব্রহ্মা চলি' গেলা আপন-ভবনে।
নিজ-পুরে রাজা আইল ব্রহ্মার বচনে।। ৩৭।।
একচক্র-রথে দিল সপ্ত-প্রদক্ষিণে।
সপ্ত-সিন্ধু হৈল সপ্তরথরেখা-চিহ্নে।। ৩৮।।

সপ্ত-দ্বীপ ও সপ্ত-সিন্ধু-বিবরণ

জম্বু-প্লক্ষ-শাল্মলি-কুশ-ক্রৌঞ্চ-নামে।
শাক-পুষ্কর-দ্বীপ বিদিত ভুবনে।। ৩৯।।
লবণজলধি, ইক্ষুরস, সুরানিধি।
ঘৃতসিন্ধু, দধিসিন্ধু, ক্ষীর-জলনিধি।। ৪০।।
আর জলনিধি—সাত সিন্ধু সাত নামে।
সাত দ্বীপ, সাত সিন্ধু হৈলা হেনমনে।। ৪১।।
জম্বুদ্বীপ লবণ-সমুদ্র-পরিমাণে।
প্লক্ষদ্বীপ হয় তা'র দ্বিগুণ প্রমাণে।। ৪২।।
দ্বিগুণ দ্বিগুণ সিন্ধু দ্বীপের বিস্তার।
ত্রিভুবনে রহিল বিক্রম চমৎকার।। ৪৩।।

মহা-অনুভাব রাজা, অতুল-শকতি।
সপ্ত-দ্বীপে সপ্ত-পুত্রে কৈল নরপতি।। ৪৪।।
উর্দ্ধরেতা হৈয়া তিন পুত্র গেল বনে।
পরমহংসের গতি পাইল তিন জনে।। ৪৫।।

শ্রীপ্রিয়ব্রতের ভজন-সিদ্ধি

এইমতে কত কত কৈল মহা কর্ম্ম।
সপ্তদ্বীপে স্থাপিল সকল নিজ-ধর্ম্ম।। ৪৬।।
একান্ত ভকতি করি' ভজিল গোপাল।
ভকত-জনের সঙ্গ কৈল সর্ব্বকাল।। ৪৭।।
পরম বৈরাগ্য তবে জন্মিল হৃদয়।
'বিষয়-লম্পট মুঞি হৈলুঁ অতিশয়।। ৪৮।।
স্ত্রীর সঙ্গে রাজ্যভোগ, গেল এতকাল।
না ভজিলুঁ জগন্নাথ, নহিল নিস্তার।।' ৪৯।।
পুত্রে রাজ্য বিভজিয়া তেজিল সংসার।
প্রবেশিলা তপোবনে মনুর কুমার।। ৫০।।
সে-হেন সম্পদ-ভোগ ছাড়িয়া বসতি।
কৃষ্ণগতি পাইল রাজা সাধিয়া ভকতি।। ৫১।।

শ্রীপ্রিয়ব্রত-বংশ

দশ-পুত্র-প্রধান 'অগ্নীধ্র'-নাম যা'র।
জম্বুদ্বীপে হৈল তা'র রাজ্য-অধিকার।। ৫২।।
গুণ-শীল, বল-বীর্য্য বাপের সমান।
নিজ-ভুজে পৃথিবী শাসিল বলবান্।। ৫৩।।
পুত্রকামে তপ কৈল পর্ব্বত-গহ্বরে।
'পূর্ব্বচিত্তি'-অপ্সরা পাঠাইল দামোদরে।। ৫৪।।
তা'র সঙ্গে বিহার করিল নিরবধি।
রাজ্যভোগ কৈল লক্ষ-বৎসর-অবধি।। ৫৫।।
নব পুত্র হৈল তা'র মহাধনুর্দ্ধর।
পূর্ব্বচিত্তি গেল তবে প্রভুর গোচর।। ৫৬।।
অগ্নীধ্র তেজিল তনু অপ্সরা-ধেয়ানে।
চলিল অপ্সরালোকে দেবের ভবনে।। ৫৭।।
নবখণ্ডে জম্বুদ্বীপে নব নরপতি।
নব পুত্রে শাসিল সকল বসুমতী।। ৫৮।।

শ্রীনাভির পুত্ররূপে শ্রীঋষভদেবের আবির্ভাব

জ্যেষ্ঠ পুত্র 'নাভি' নামে তাহাতে প্রধান।
জম্বুদ্বীপে রাজা হৈল মহা বলবান্।। ৫৯।।
পুত্রকামে যজ্ঞ করি' ভজিল শ্রীহরি।
কৃষ্ণ দরশন দিলা-দিব্যরূপ ধরি'।। ৬০।।
সগণে প্রণাম, স্তুতি কৈলা নরেশ্বর।
'জয় জয়, নমো নমো! প্রভু গদাধর।।' ৬১।।
তুষ্ট হঞা বর দিলা প্রভু দামোদর।
'হইব তোমার পুত্র নর-কলেবর।। ৬২।।
জগতে তোমার যশ করিব বিস্তার।
হইব তোমার পুত্র অংশ-অবতার।।' ৬৩।।
এতেক বলিয়া প্রভু হৈলা অন্তর্দ্ধান।
নাভি-রাজা পৃথিবী শাসিল বলবান্।। ৬৪।।
শুভকালে জনমিল নাভির তনয়।
অংশ-অবতার কৈল প্রভু দয়াময়।। ৬৫।।
শৌর্য্য-বীর্য্য-বল-যশোগুণের নিধান।
রাখিল 'ঋষভ'-নাম পিতা মতিমান্।। ৬৬।।
পুণ্যকালে পুত্রে রাজ্য কৈল সমর্পণে।
নাভিরাজা গেলা তবে পুণ্য-তপোবনে।। ৬৭।।
'বিশালা'-নদীর তীরে কৃষ্ণ আরাধিল।
অন্তে তনু তেজি' কৃষ্ণপদে প্রবেশিল।। ৬৮।।

শ্রীঋষভদেবের রাজলীলা ও শতপুত্র-লাভ

বসিলা ঋষভদেব রাজ-সিংহাসনে।
নিজ-ধর্ম্ম স্থাপিয়া পালিলা প্রজাগণে।। ৬৯।।
গুরুভক্তি লওয়াইলা সেবি' গুরুগণ।
দেব, দ্বিজ, বৈষ্ণব সেবিল অনুক্ষণ।। ৭০।।
জন্মিল শতেক পুত্র, ভরত প্রধান।
বৈষ্ণব বলিতে নাহি ভরত-সমান।। ৭১।।
ঊর্দ্ধরেতা নব পুত্র মহা-যোগেশ্বর।
অন্তরীক্ষে নব মুনি চলিলা সত্বর।। ৭২।।
নব খণ্ডে নব পুত্র নব নরপতি।
নিজ ধর্ম্ম স্থাপিয়া শাসিল বসুমতী।। ৭৩।।
একাশী কুমার-হৈল কর্ম্মপরায়ণ।
যজ্ঞশীল, কর্ম্মশীল শ্রোত্রিয়-ব্রাহ্মণ।। ৭৪।।
আপনে ঋষভদেব বিষ্ণু-অবতার।
নিজ-ধর্ম্ম জগতে করিল পরচার।। ৭৫।।
শত যজ্ঞ করিয়া ভজিল নারায়ণে।
সর্ব্বকালে সর্ব্বসুখ দিল সর্ব্বজনে।। ৭৬।।
শিখা'ল সকল লোকে ভক্তি উপদেশ।
ভক্তিযোগ কহি' লোকে বুঝা'ল বিশেষ।। ৭৭।।

শ্রীঋভদেবের শ্রীভক্তিযোগোপদেশ

'নরদেহে কামভোগ উচিত না হয়।
কামভোগী নারকীরে নরক মিলয়।। ৭৮।।
কৃষ্ণভক্তি সাধিব মানুষ দেহ ধরি'।
অন্তর শোধিব, ব্রহ্মসুখ অধিকারী।। ৭৯।।
ভকতজনের সেবা মুকতি-দুয়ার।
স্তিরিসঙ্গি-সঙ্গ হৈলে নরক-সঞ্চার।। ৮০।।
শান্ত, সমচিত্ত, সর্ব্বভূত-হিতকারী।
সেই সে ভকতজন জানিব বিচারি'।। ৮১।।
আমাতে পীরিতি যেবা করে দৃঢ়মনে।
আমি ইষ্ট বন্ধু তা'র, আমি প্রিয়জনে।। ৮২।।
আহার-শৃঙ্গার যা'র সতত বাসনা।
তা'র সঙ্গে পীরিতি না করে যেই জনা।। ৮৩।।
সুত দার রতি, বিত্ত, গৃহে দৃঢ়মতি।
তা'র সঙ্গে যা'র নহে কবহু পীরিতি।। ৮৪।।
প্রয়োজন-অবধি তাহার সঙ্গ করে।
সেই জনে জান সাধু বিষ্ণুকলেবরে।। ৮৫।।
দেহের পীরিতি-হেতু যে যে কর্ম্ম করি।
সেই সেই বিকর্ম্ম বুঝিহ অবধারি'।। ৮৬।।
পুনঃ পুনঃ দেহবন্ধ হয় যাহা হনে।
সেই সেই বিকর্ম্ম—বুঝিব অনুমানে।। ৮৭।।
তত্ত্বজ্ঞান যাবৎ জিজ্ঞাসা নাহি করে।
গতায়াত-দুঃখ তা'র তাবৎ না ছাড়ে।। ৮৮।।
যাবৎ করয়ে জীব কর্ম্ম দৃঢ়মনে।
তাবৎ না ঘুচে তা'র শরীরবন্ধনে।। ৮৯।।

যাবৎ আমার সঙ্গে প্রেম নাহি হয়।
তাবৎ না ঘুচে তারে এ-ঘোর সংশয়।। ৯০।।
প্রকৃতি-পুরুষ-সহে শরীরবন্ধন।
ইহা বুঝি' স্ত্রী-সঙ্গ তেজয়ে বুধজন।। ৯১।।
সুত-বৃত্তি-গৃহ-দারে না করি পীরিতি।
যা'র সঙ্গে ভববন্ধে হয় দৃঢ়-মতি।। ৯২।।
হরিগুরু-চরণে ভকতি হয় যা'র।
বিষয়ে বৈরাগ্য হয়, ভবে হয় পার।। ৯৩।।
সতত ভকত-সঙ্গে হরিকথা কহে।
হরিগুণ-কীর্ত্তনে সাধুর সঙ্গে রহে।। ৯৪।।
দেহ-গেহ নহে যা'র প্রেম অনুবন্ধ।
এ সব জনের কভু নহে ভববন্ধ।। ৯৫।।
গুরু হৈলে শিষ্যে করে তত্ত্ব উপদেশ।
বুঝায় সকল ধর্ম্ম করিয়া বিশেষ।। ৯৬।।
সহজে সকল লোক কর্ম্মপথে চলে।
গুরু হৈলে কর্ম্ম উপদেশ নাহি বলে।। ৯৭।।
সুখলেশ হেতু জন্তু নানাকর্ম্ম করে।
পরিণামে দুঃখ সভে, দেখিয়ে বিচারে।। ৯৮।।
দুঃখময় কর্ম্ম—নাহি মূঢ় জনে জানে।
আপনে জানিঞা গুরু ছাড়ায় যতনে।। ৯৯।।
গুরু নহে, পিতা, নহে, নহে বন্ধুজন।
মাতা নহে, পতি নহে, নহে দেবগণ।। ১০০।।
যদি খণ্ডাইতে নারে মৃত্যু যম-ভয়।
কিবা গুরু' কিবা পতি কেহ কারো নয়।। ১০১।।
চরাচর যতেক, যাহাতে জীব বৈসে।
জানিব তাহারে শ্রেষ্ঠ, যাথেজ্ঞান আছে।। ১০২।।
তাহাতে জানিব শ্রেষ্ঠ মানুষ-জনম।
বুঝিব তাহাতে শ্রেষ্ঠ সুর-সিদ্ধগণ।। ১০৩।।
তাহার প্রধান জান—মুনি যোগেশ্বর।
তাহার প্রধান হয়—হর মহেশ্বর।। ১০৪।।
তাহার প্রধান হয়—ব্রহ্মা প্রজাপতি।
সভার প্রধান—আমি বিষ্ণু সুরপতি।। ১০৫।।
আমার প্রধান হয়—দ্বিজ কলেবর।
ব্রাহ্মণ প্রসাদে—আমি বিষ্ণু সুরেশ্বর।। ১০৬।।
ব্রাহ্মণের মুখে আমি করিয়ে ভোজন।
ব্রাহ্মণ প্রসাদে সৃষ্টি করিয়ে পালন।। ১০৭।।
ব্রাহ্মণ পূজিহ, ভক্তি করিহ ব্রাহ্মণে।
প্রণাম করিহ দ্বিজ-বৈষ্ণব-চরণে।। ১০৮।।
সেই সে আমার পূজা, ভক্তি আরাধন।
বুঝিয়া ভজিব দ্বিজ বৈষ্ণব চরণ।। ১০৯।।

শ্রীভরতকে রাজ্যদান ও অবধূতাচার-প্রকটন

এইরূপে নানাধর্ম্ম লোক শিক্ষা করি'।
স্থাপিল ভরতে রাজ্য অভিষেক করি'।। ১১০।।
শতেক পুত্রের জ্যেষ্ঠ ভরত কুমার।
তা'র তরে দিল রাজা রাজ্য-অধিকার।। ১১১।।
আপনে ঋষভদেব ধরি' মুনিবেশ।
বৃক্ষছাল পরিলা, পিঙ্গল জটা-কেশ।। ১১২।।
যেন উনমত অবধূত, দুরাচার।
লোকধর্ম্ম, বেদপথ তেজিল আচার।। ১১৩।।
শৌচ, আচমন, স্নান তেজিল বসন।
যেন অন্ধ, বধির করয়ে পর্য্যটন।। ১১৪।।
বিষ্ঠামূত্র-লেপিত, ধূসর-কলেবরে।
আপনে ঈশ্বর হৈয়া হেন কর্ম্ম করে।। ১১৫।।
কুসঙ্গ কর্ত্তব্য নহে,—হেন বুঝাবারে।
সর্ব্বদেব-শিরোমণি হেন কর্ম্ম করে।। ১১৬।।
সঙ্গ হৈতে জনম-মরণ দুঃখভার।
সঙ্গদোষ না ঘুচয়ে এ ঘোর সংসার।। ১১৭।।
এ বোল বুঝিয়া জানি, কেহ সঙ্গ করে।
লোক বুঝাইতে প্রভু হেন বেশ ধরে।। ১১৮।।
জড়ধর্ম্ম লওয়াইতে ঋষভ-অবতার।
আপনে করিয়া কর্ম্ম বুঝা'ল সংসার।। ১১৯।।
ঋষভ-চরিত্র লোক, শুন সাবধানে।
শুনিলে দুরিত হরে, ভব-বিমোচনে।।" ১২০।।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস-বাণী।
ভাগবত-কথা কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী।। ১২১।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পঞ্চমস্কন্ধে কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী-প্রথমোঽধ্যায়ঃ।। ১।।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মহারাজ শ্রীভরতের চরিত্রকথা

(ধানসী-রাগ)

মহাভাগবত-রাজে, ভরত বসিল রাজ্যে,
শাসিল সকল ক্ষিতিতলে।
ভারতবরষ করি', নিজ-অধিকারে ধরি',
যশ থুইল ভুবনমণ্ডলে।। ১।।
বহুবিধ যজ্ঞ কৈল, কৃষ্ণপদ আরাধিল,
পঞ্চ পুত্র হৈল মহাবল।
কৃষ্ণনাম-গুণগান, স্তুতি-পূজা-জপ-ধ্যান,
রাজ্য কৈল অযুত বৎসর।। ২।।
রাজ্যখণ্ড বিভজিয়া, পুত্রে রাজ্যভার দিয়া,
ভরত চলিল তপোবনে।
'চক্রনদী'-নাম যথা, 'পুলহ-আশ্রম তথা',
ভরত রহিল হেন স্থানে।। ৩।।
তপ-যোগ-সুসমাধি, ভকতি-প্রণতি-স্তুতি,
কৃষ্ণ আরাধিল নিরন্তরে।
চক্রনদী-জলে মজি', ত্রিকাল কেশব পূজি',
ফল-পত্র করয়ে আহারে।। ৪।।

শ্রীভরতের মৃগদেহ প্রাপ্তির কারণ

এককালে তীর্থজলে, ভরত মজ্জন করে,
জল পিতে আইল হরিণী।
বনে সিংহনাদ কৈল, হরিণী তরাস পাইল,
ঝাঁপ দিল চক্রনদী-পানি।। ৫।।
হরিণীর গর্ভ খসি', যায় জল-মধ্যে ভাসি',
মৃগী মৈল জলের ভিতরে।
ভরত রাজা ধ্যান ছাড়ি', মৃগশিশু কোলে করি',
লঞা গেলা আপন-মন্দিরে।। ৬।।
পালন-পোষণ করি', মৃগশিশু-প্রেম ধরি',
ভরত পাসরে নিজ-ধর্ম্ম।
হরিণে আসক্তি করি', অন্তকালে তনু ছাড়ি',
হরিণ উদরে পাইল জন্ম।। ৭।।
কৃষ্ণ-আরাধন-পুণ্যে, জাতিস্মর হঞা জন্মে,
ভয় পাঞা চিন্তে মনে মনে।
'সকল সংসার ছাড়ি', হরিণে আসক্তি করি',
পশু-জন্ম হৈল তে-কারণে।।' ৮।।
শালগ্রাম-তীর্থে যাই', পুণ্যজলে অবগাই',
তথা রাজা রহে নিরন্তর।
নিরবধি হরিকথা, শ্রবণে শোনয়ে তথা,
তেজিল হরিণ-কলেবর।। ৯।।

মৃগদেহত্যাগান্তে দ্বিজগৃহে জন্মলাভ ও জড়বৎ ব্যবহার

তবে পুণ্য দ্বিজকুলে, জনম লভিল হেলে,
জনমিঞা হৈল জাতিস্মর।
শ্রীকৃষ্ণ-গুণ-শ্রবণ, কীর্ত্তন, পদযুগ-ধ্যান,
মনে মনে করে নিরন্তর।। ১০।।
পিতা দশ-কর্ম্ম কৈল, নিজে বেদ পঢ়াইল,
তা'থে তাঁ'র নহে অবগতি।
অন্ধ, বধির, জড়, যেন রহে নিরন্তর,
বুঝিয়া না বুঝে মহামতি।। ১১।।
অনেক যতনে সুতে, না পারিল বুঝাইতে,
জ্যেষ্ঠ পুত্রে রাজ্য সমর্পিল।
দ্বিজ তনু তেয়াগিল, পরলোক চলি' গেল,
জননী আগুনি প্রবেশিল।। ১২।।
জ্যেষ্ঠ ভাইগণে নানা, বেদধর্ম্ম পঢ়াইলা,
তাহাতে না কৈল অবধান।
মৃগসঙ্গ করি' মৃগ,- শরীর ধরিল দেখি',
রহে—জড়-বধির-সমান।। ১৩।।
শৌচ-আচমন তেজি', অবধূত-বেশ ধরি',
কপটে মলিন বেশ ধরে।
তাঁ'রে দুরাচার-জ্ঞানে, তেজিল বান্ধবগণে,
নিজ-সুখে আনন্দে বিহরে।। ১৪।।
তর্জন, তাড়ন, কেহ, দণ্ড, পরহার কেহ,
কেহ করে কেশ-আকর্ষণে।
সুগন্ধি চন্দন কেহ, দেয়, পূজা করিলেহ,
সুখ-দুঃখ নাহি তাঁ'র মনে।। ১৫।।
ভক্তিযোগ-জ্ঞান-বলে, দীপ্ত কলেবর ধরে,
বাহ্য-অভ্যন্তরে সুখময়।

স্থূল বলবান্ দেখে, বেটায় খাটায় সুখে
যা'র মনে যে যে কর্ম্ম লয়।। ১৬।।

দস্যুপতির শ্রীভরতকে দেবীর
বলি-রূপে নির্ণয়করণ

কোদালে কাটিয়া মাটি, বান্ধিতে খেতের আলি,
ভাইগণে নিয়োজিল তা'রে।
আছিল বৃষল-রাজা, করিব দেবীর পূজা,
বলি পালাইল হেনকালে।। ১৭।।
চাহিতে রজনীযোগে, পাইক ধায় দশদিগে,
নরবলি চাহিয়া বেড়ায়।
বান্ধিয়া আনিয়া তাঁ'রে, দিল রাজার গোচরে।
দেখি' রাজা বড় সুখ পায়।। ১৮।।
পুণ্য-জলে স্নান করি', গন্ধ-চন্দন দেই ভরি',
আনিল চণ্ডীর বিদ্যমানে।
করিয়া পার্ব্বতীপূজা, আসিয়া বৃষল-রাজা,
খড়গ লৈল কাটিবার-মনে।। ১৯।।
ভক্ত-স্থানে অপরাধ, দেখি' বড় পরমাদ,
ক্রোধ কৈল চণ্ডী ভগবতী।

দেবীর শ্রীভরতকে স্বহস্তে-রক্ষণ

ভয়ঙ্করীরূপ ধরি', রাজার খড়গ নিল কাড়ি',
সবংশে কাটিল নরপতি।। ২০।।
মুখের আগুনি জ্বালি', পোড়াইল সব পুরী,
সভে একা ভরত রহিল।
ভরতে প্রসাদ করি', জগৎ-জননী দেবী,
নিজ লোকে আপনে চলিল।। ২১।।
জড়বৎ কর্ম্ম করি', 'জড় ভরত' নাম ধরি',
ধন্য রাজা ভকত-প্রধানে।
ভরত-চরিত্র নরে, শুনিলে দুরিত হরে,
ভাগবত-আচার্য্য-সুগানে।। ২২।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পঞ্চমস্কন্ধে কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী-দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।। ২।।

তৃতীয় অধ্যায়

রহূগণরাজের দোলাবাহকরূপে
শ্রীভরতকে নিয়োজন
(সিন্ধুড়া-রাগ)

সিন্ধু-দেশে রাজা ছিল 'রহূগণ'-নাম।
জন্মিল বৈরাগ্য তাঁ'র ভকতি-গেয়ান।। ১।।
রাজ্য তেজি' চলে রাজা কপিলের স্থানে।
ভরতের সনে হৈল পথে দরশনে।। ২।।
চৌদোলা বহিতে আনে রাজার কিঙ্করে।
বহিতে না পারে দোলা ব্রাহ্মণকুমারে।। ৩।।
ক্রোধ করি' বলে তবে রাজা রহূগণ।
"বিষম করিয়া দোলা বহ কি কারণ? ৪
মরিবারে চাহ তোরা, নাহি বাস ডর?
ভালমতে না যাহ, ভুঞ্জিবে প্রতিফল।।" ৫।।
শুনিঞা বাহকগণ রাজার বচন।
সম্ভ্রমে রাজারে তবে কহে বিবরণ।। ৬।।
"আমি সব মত্ত নহি, বহি সাবধানে।
কিন্তু বেগারিয়া ভার বহিতে না জানে।। ৭।।
সঙ্গদোষে আমি-সব বৃথা দোষ পাই।
অতিশয় সাবধানে দোলা লঞা যাই।।" ৮।।
এতেক বচন শুনি' রাজা রহূগণ।
যদ্যপি ব্রাহ্মণ-গুরু-সেবা-পরায়ণ।। ৯।।

তথাপি কিঞ্চিৎ ক্রোধ উঠিল হৃদয়।
রজোগুণে হৈল কিছু মতি-বিপর্যয়।। ১০।।

রাজভর্ৎসনেও নিঃশব্দে দোলা-বহন

ব্রাহ্মণেরে তবে রাজা বলে কোন বাণী।
"ভাল ভাল, অহো ভাই, আমি ভালে জানি।। ১১।।
না ধর বিস্তর বল, নহ অতি স্থূল।
একেশ্বর দোলা বহি' আন এত দূর।। ১২।।
এত পরিশ্রম পাইলে নহ বক্রকায়।
বৃদ্ধকালে এত দুঃখ করিতে না জুয়ায়!!" ১৩
এত উপালম্ভ যদি কৈল নরেশ্বর।
নিশবদে দোলা বহে, না দিল উত্তর।। ১৪।।
সুখ-দুঃখে নাহি তাঁ'র চিত্তে অবধান।
অসত্য শরীরে তাঁ'র নহে বস্তু-জ্ঞান।। ১৫।।
সেইরূপে দোলা বহে ব্রাহ্মণকুমার।
সুসারে না চলে দোলা, দোলে আরবার।। ১৬।।
ক্রোধ করি' রাজা তবে ভর্চ্ছিল অপার।
"কাটিয়া ফেলিমু, আরে, দুষ্ট দুরাচার!! ১৭
যদ্যপি না দোলে বহিস্ হ'য়ে সাবধানে।
তবে আজি মোর হাথে না জীবি পরাণে।।" ১৮।।
রাজার বচনে তাঁ'র নাহি অবধান।
কা'র দোলা বহে, কেবা করে অপমান? ১৯
রহূগণ রাজা যায় তত্ত্ব সাধিবারে।
যুকতি চিন্তিল মনে ব্রাহ্মণকুমারে।। ২০।।

রাজার প্রতি তত্ত্বোপদেশ-দান

'তত্ত্বপদ সাধিতে রাজার আগমন।
বুঝিয়া করিব আমি কুমতি খণ্ডন।। ২১।।
সাধুজনে কপট উচিত নাহি হয়।
কথাচ্ছলে করিব আপন পরিচয়।।' ২২।।
"সত্য সত্য যে কিছু কহিল নরপতি।
অজ্ঞান জনের হয় এ-সব কুমতি।। ২৩।।
কেবা রাজা, কিবা রাজ্য কা'র অধিকার?
আপনে কে হয়, কেবা করে অহঙ্কার? ২৪
তত্ত্ব না জানিঞা জীব করে অভিমান।
ভ্রমায় সকল জীবে এক ভগবান্।। ২৫।।
তুমি যে কহিলে, রাজা, তবে সত্য মানি।
যদি ভার থাকে, তবে ভারী হেন জানি।। ২৬।।
যদি কেহো যায়, হেন থাকে গম্যদেশ।
তবে-সে তোমার ঘটে বচন-বিশেষ।। ২৭।।
'স্থূল বলবান্' তুমি বলিলে কাহারে?
এ সব বচন, রাজা, পণ্ডিতে না বলে।। ২৮।।
স্থূল, কৃশ, আধি-ব্যাধি, ক্ষুধা-তৃষ্ণা, ভয়।
ক্রোধ, কলি, নিদ্রা, রতি, মদ, মান হয়।। ২৯।।
এ সব শরীর-ধর্ম্ম, দম্ভ-অহঙ্কার।
আমি দেহ নহি, তা'থে কি দায় আমার? ৩০
'জীবন্মৃত' করিয়া বলিলে, নরেশ্বর।
জীবন্মৃত আমি নহি, কিন্তু কলেবর।। ৩১।।
জন্মমৃত্যুযুক্ত, রাজা, সভার শরীর।
জীবন্মৃত কা'রে তুমি বল মহাবীর।। ৩২।।
যে তুমি কহিলে,—'আজ্ঞা লঙ্ঘিস্ আমার'।
তা'র কথা কহি কিছু সাক্ষাতে তোমার।। ৩৩।।
যদি স্বামী, স্বাম্যভাব হয় সুনিশ্চিত।
তবে-সে এ সব বাণী বলিতে উচিত।। ৩৪।।
যদি রাজা-ভৃত্যভাব থাকয়ে বিশেষ।
তবে সে এ-সব বাণী করি উপদেশ।। ৩৫।।
তুমি সত্য রাজা নহ, আমি নহি ভৃত্য।
অভিমানে যত বল, সকল অনিত্য।। ৩৬।।
'দণ্ড করি' শিখাইব', যে তুমি বলিলে।
এই বাক্য নিরর্থক, আমারে না ফলে।। ৩৭।।
আমি জড় উন্মত্ত, অজড়, ব্রহ্মময়।
তুমি শিখাইলে কি শিখিব অতিশয়? ৩৮
যদি আমি মত্ত, স্তব্ধ—এই হয় দড়।
তবে তুমি কে আর ব্যর্থ শিক্ষা কর? ৩৯
পিঠালী পিষিলে তা'থে কো'ন্ প্রয়োজন?"
তবে নিশবদে দোলা বহিল ব্রাহ্মণ।। ৪০।।
ভোগে বিপ্র করে দেহহেতু কর্ম্মক্ষয়।
পুনরপি রাজদোলা বহে মহাশয়।। ৪১।।

তত্ত্বশ্রবণে রাজার বিস্ময় ও শ্রীভরতের প্রতি আদর

তবে সিন্ধুপতি রাজা হরষিত চিত্তে।
শ্রদ্ধাযুক্ত হঞা যায় তত্ত্ব জিজ্ঞাসিতে।। ৪২।।
সর্ব্বযোগ-শাস্ত্রসার—ব্রাহ্মণবচন।
শুনিলে হৃদয়গ্রন্থি-অবিদ্যা-খণ্ডন।। ৪৩।।
ত্বরিতে নামিঞা রাজা পড়িল চরণে।
নিজ-অপরাধ তবে খণ্ডায় ব্রাহ্মণে।। ৪৪।।
রাজ-অভিমান তেজি' বলে কোন বাণী।
"কে তুমি, কিরূপে ভ্রম?—কহ দ্বিজমণি।। ৪৫।।
গূঢ়রূপে ভ্রম' তুমি, ব্রহ্মসূত্র ধর।
অবধূতবেশে কোথা চল, কোথা ঘর? ৪৬
কিবা মোর কুশল কারণে আগমন?
হেন বুঝি সাক্ষাতে কপিল-তপোধন! ৪৭
শঙ্করের ত্রিশূল, যমের যমদণ্ডে।
তেন শঙ্কা নাহি, অর্ক-বহ্নি পরচণ্ডে।। ৪৮।।
তেন শঙ্কা নাহি মোর ইন্দ্রের কুলিশে।
যত বড় বিপ্র-অবজ্ঞান-শঙ্কা বৈসে।। ৪৯।।
কেবা তুমি জড়বৎ' নিগূঢ় চরিত।
অনন্ত-মহিমা, সর্ব্বসঙ্গ-বিবর্জ্জিত? ৫০
যতেক কহিলে তুমি যোগশাস্ত্রসার।
মনেহ না পারি কিছু ভেদ করিবার।। ৫১।।
কিন্তু তুমি যোগেশ্বর তত্ত্ববিদাম্বর।
নারায়ণ-জ্ঞান, অংশে মুনিকলেবর।। ৫২।।

রাজার প্রশ্ন-উত্থাপন

যাঁহার নিকটে যাই তত্ত্ব জিজ্ঞাসিতে।
সেই বা কপিল তুমি মিলিলা সাক্ষাতে? ৫৩
যোগেশ্বর-গতি মুঞি জানিব কেমনে?
গৃহবাসে নিরবধি বিষয়-ধেয়ানে।। ৫৪।।
তেঁই কৃপা করিতে বা আইলা যোগেশ্বর?
তোমার বাক্যের কিছু কহিব উত্তর।। ৫৫।।
তুমি যে বলিলে—শ্রম নাহিক আমার।
অনুমানে তা'র এই বুঝিলুঁ বিচার।। ৫৬।।
যদি ভার বহ তুমি, তবে বলি শ্রম।
কর্ত্তা যদি নহ, শ্রম বলি অকারণ।। ৫৭।।
যত কিছু বলি, মাত্র সব ব্যবহার।
ব্যবহার পথ-মাত্র, না দেখি বিচার।। ৫৮।।
বিনি ঘটে জল যেন না পারি আনিতে।
এইরূপ সত্য সব ব্যবহার-পথে।। ৫৯।।
তুমি যে কহিলে'—স্থূল-কৃশ-আদি-চিহ্ন।
এ সব দেহের ধর্ম্ম, আমি দেহ-ভিন্ন।। ৬০।।
কেবল সংযোগমাত্র যদি দেহে থাকে।
তবে বা এ সব না ঘটিব কোন পাকে।। ৬১।।
যেন স্থালী-তাপে হয় জলের সন্তাপ।
তা'র তাপে তুণ্ডুলের বাহ্য-পরিপাক।। ৬২।।
তবে ত' তুণ্ডুলের হয় অন্তরে রন্ধন।
এইরূপে দেহযোগে জীবের জনম।। ৬৩।।
দেহের সন্তাপে যেন ইন্দ্রিয় তাপিত।
তা'র তাপে হয় প্রাণগণ বিমোহিত।। ৬৪।।
তা'র তাপে হয় তেন মনের সন্তাপ।
তা'র অনুরোধে হয় জীবের বিপাক।। ৬৫।।
এ সব অসত্য নহে ব্যবহার পথে।
তবে আর নিবেদন করিব সাক্ষাতে।। ৬৬।।
যদ্যপি সকল মিথ্যা, কিছু সত্য নয়।
তথাপি সংসার-পথে এই সে নির্ণয়।। ৬৭।।
দণ্ড-অনুগ্রহ করে, যে হয় নৃপতি।
ঈশ্বর-কিঙ্কর করে ঈশ্বর-ভকতি।। ৬৮।।
পিষ্টপেষ না করে অচ্যুতদাস হঞা।
ঈশ্বরের আজ্ঞা পালে কপট বর্জ্জিয়া।। ৬৯।।
স্বধর্ম্ম করিয়া করে ঈশ্বর-ভজন।
অশেষ দুরিতচয় করে বিমোচন।। ৭০।।
কিন্তু 'মুঞি নরদেহ'—হেন অভিমানে।
অবজ্ঞান কৈলুঁ মুঞি হেন মহাজনে।। ৭১।।
কৃপাদৃষ্টি দেহ মোরে, আর্ত্তজনবন্ধু।
যেন তরোঁ সাধু-অবজ্ঞান-পাপ-সিন্ধু।। ৭২।।
যদ্যপি তোমার নাই মান-অপমান।
বিকারবর্জ্জিত তুমি, সর্ব্বত্র সমান।। ৭৩।।

রাজার মহতের চরণে অপরাধাশঙ্কা

আমি সব তথাপি মহান্ত-কৃত-দোষে।
শূলপাণি হই যদি, মজিয়ে সবংশে।।" ৭৪।।
মহৎ-অপরাধ-ভয়ে রাজা রহূগণে।
এইরূপে নানাস্তুতি কৈল ব্যগ্রমনে।। ৭৫।।

গ্রন্থকারের শ্রীচৈতন্যভক্তি-নিষ্ঠা

সর্ব্ব-অবতার-সার চৈতন্য-গোসাঞী।
চৈতন্য-কিঙ্কর-যেই, তাঁ'র গুণ গাই।। ৭৬।।
সর্ব্ব-অবতারে কহি চৈতন্য-মহিমা।
চৈতন্য-ভকত-গুণ-চরিত্র-বর্ণনা।। ৭৭।।
সর্ব্বময় গৌরচন্দ্র পূর্ণ অবতার।
ভক্তি-রস-সুধানিধি, আনন্দ-বিহার।। ৭৮।।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুর-ভারতী।
চৈতন্যপদারবিন্দ-গদাধর গতি।। ৭৯।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পঞ্চমস্কন্ধে কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী-তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।। ৩।।

চতুর্থ অধ্যায়

শ্রীভরতের উপদেশ—'মনই বন্ধ ও মোক্ষের কারণ'
(কামোদা-রাগ)

বিপ্র বলে,—"রাজা তুমি মূর্খ অগেয়ান।
পণ্ডিতের কথা কহ, পণ্ডিত-সমান। ১
ব্যবহার সত্য করি' বল অকারণে।
কিন্তু সত্য, বিচারে না বোলে বধুজনে।। ২।।
কি পুনঃ কহিব, কর্ম্মময় বেদবাণী।
গৃহকর্ম্ম-যজ্ঞ যাথে বিস্তারে বাখানি।। ৩।।
শুদ্ধতত্ত্ববাদ যাথে প্রকাশ না করে।
কি পুনঃ কহিব, রাজা, লোক-ব্যবহারে? ৪
তত্ত্ব লওয়াইতে নারে বেদান্ত-বচনে।
গৃহ-সুখ স্বপন-সমান যে না জানে।। ৫।।
বিচারিয়া অনুমানে না ছাড়ে সংসার।
তা'র বশ নহে কভু মন দুরাচার।। ৬।।
সত্ত্ব-রজস্তমোগুণে বশ করি' রাখে।
শুভাশুভ জীবের সৃজয়ে কর্ম্মপাকে।। ৭।।
সেই মন বিবিধ-বাসনাযুক্ত হয়।
বিচিত্র-বিধানে তনু সৃজে কর্ম্মময়।। ৮।।
অশেষবাসনাযুক্ত, বিষয়-জড়িত।
এদিগে ওদিগে তিন গুণে বিচলিত।। ৯।।
দেব-দানব-ক্রিমি-কীট-রূপ ধরে।
নানা-দেহে নানা-যোনি ভ্রমায় সংসারে।। ১০।।
সুখ-দুঃখ সৃজে মন নানা-কর্ম্মফল।
জীব আলিঙ্গিয়া মন রহে নিরন্তর।। ১১।।
মন-নিবন্ধনে হয় জীবের সংসার।
নহে যদি সত্য, জীব নিত্য নির্ব্বিকার।। ১২।।
সংসারের হেতু মন বলি তে-কারণে।
এ বোল বুঝিয়া মন রোধিব যতনে।। ১৩।।
এই দুষ্ট মন যদি গুণহীন হয়।
মুকতি-কারণ তবে সেই সুনিশ্চিয়।। ১৪।।
গুণযুক্ত হৈয়া সৃজে নানা-দুঃখভার।
গুণহীন হৈলে সেই মুকতি-দুয়ার।। ১৫।।
তৈল-শলিতায় যেন প্রদীপের শিখা।
ধুমময় হৈয়া নানাবর্ণে দেই দেখা।। ১৬।।
তৈল-বাতি না থাকিলে নিজ-রূপ ভজে।
মুকতি-কারণ মন; যদি গুণ তেজে।। ১৭।।
মনের কল্পনা, সব বিবিধ-বাসনা।
শত শত কোটি কোটি, না যায় গণনা।। ১৮।।
অন্যোঽন্যে না হয় কিছু, না হয় আপনে।
অশেষ বাসনাময় মনো-নিবন্ধনে।। ১৯।।

ক্ষেত্রজ্ঞ ঈশ্বর প্রভু অনন্ত-শকতি।
তাথে হৈতে মনের বিভূতি-উৎপতি।। ২০।।
মায়াবিরচিত লিঙ্গদেহ মনোময়।
আবির্ভাব তিরোভাব—সব তথি হয়।। ২১।।

স্বরূপোলব্ধি ব্যতীত ভবক্ষয় হয় না

যে পুনঃ ক্ষেত্রজ্ঞ জীব, সে ভুঞ্জে বিষয়।
ক্ষেত্রজ্ঞ ঈশ্বর তাথে নিত্য শুদ্ধময়।। ২২।।
ক্ষেত্রজ্ঞ ঈশ্বর আত্মা—পুরুষ-পুরাণ।
অজ, নিরঞ্জন, নারায়ণ ভগবান্।। ২৩।।
সুপ্রকাশ বাসুদেব—পরম ঈশ্বর।
নিজমায়াবলে জীব সৃজয়ে সকল।। ২৪।।
যাবৎ জিজ্ঞাসা করি' জ্ঞান নাহি বুঝে।
জ্ঞানে মায়া ছেদিয়া ঈশ্বর নাহি ভজে।। ২৫।।
যাবৎ ঈশ্বর-তত্ত্ব বিচার না করে।
তাবৎ ভ্রময়ে জীব এ-ঘোর সংসারে।। ২৬।।
যাবৎ না জানে—লিঙ্গদেহ মনোময়।
অশেষ সংসারতাপ কর্ম্মক্ষেত্রে হয়।। ২৭।।
শোক-মোহ-রাগ-রোগ লোভ-নিবন্ধন।
তাবৎ ভ্রময়ে জীব, না ঘুচে বন্ধন।। ২৮।।
এ বোল বুঝিয়া, রাজা, করি' বিমরিশ।
মহাবল মহাশত্রু মন দুর্দ্ধরিষ।। ২৯।।
হরিগুরুপাদ-সেবারূপ অস্ত্র ধর।
আত্মবিনাশন মন শীঘ্র নষ্টকর।।" ৩০।।

শ্রীভরতের চরণে শ্রীরহূগণের শরণাগতি

এতেক বচন শুনি' রাজা রহূগণ।
ক্ষিতিতলে পড়ি' করে আত্মনিবেদন।। ৩১।।
"নমো নমো অবধূত দ্বিজকলেবর।
নমো নমো নিগূঢ়-কারণ-তত্ত্বধর।। ৩২।।
নিজানন্দে পূর্ণ, নিত্য-অনুভবানন্দ।
নমো নমো নিরবধি, বন্দোঁ পদদ্বন্দ্ব।। ৩৩।।
রোগীর ঔষধ যেন হিত—রোগহর।
নিদাঘ-সন্তাপে যেন সুশীতল জল।। ৩৪।।
কুচ্ছিত-শরীর-অভিমান-ফণধরে।
দংশিল সকল মোর জ্ঞান অক্ষিবলে।। ৩৫।।

রাজার তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা

তোমার অমৃতময় বচন-বিশেষে।
অজ্ঞান-গরল মোর হরিল অশেষে।। ৩৬।।
পাছে মুঞি জিজ্ঞাসিমু নিজ প্রয়োজন।
যাহা হৈতে হয় মোর এ মায়া-খণ্ডন।। ৩৭।।
যে তুমি কহিলে, বিপ্র, দুর্বোধ বচন।
বেকত করিয়া মোরে বুঝাহ এখন।। ৩৮।।
'কিবা ভার, কিবা ভারী, কা'র পরিশ্রম?
ব্যবহার-মাত্র সভে, কেবল ভরম।।' ৩৯।।
এ সব কহিলে তুমি সব ব্যবহার।
সাক্ষাতে দেখিয়ে, কেন নহে আপনার? ৪০
এই সে মনের মোর ভ্রম অতিশয়।
তত্ত্ব বিচারিয়া মোর খণ্ডাহ সংশয়।।" ৪১।।
রাজার বচন শুনি' ব্রাহ্মণকুমার।
কহিতে লাগিলা তত্ত্ব করিয়া বিস্তার।। ৪২।।

দেহের তত্ত্ব-বর্ণন

"শুন হে, পার্থিব যা'রে বলে কলেবর।
মৃত্তিকার পিণ্ড, তাথে নাঞি বুদ্ধিবল।। ৪৩।।
সেই ভার বহে, সেই ধরে যেন নাম।
কি তা'র কারণ, কোথা হৈতে উপাদান? ৪৪
যদি তা'র শ্রম, তবে সেই ভার বহে।
বিচারিয়া বুঝ যদি, সেহ সত্য নহে।। ৪৫।।
পায়ের উপরে জঙ্ঘা, জানু, কটিদেশ।
তাহার উপরে নাভি, উদর-বিশেষ।। ৪৬।।
তাহার উপরে বক্ষঃস্থল, শিরোবর।
বুঝ দেখি কি কি ভার বহে কলেবর? ৪৭
কাষ্ঠময় দোলা আছে স্কন্ধের উপরে।
তাথে তুমি আছ, রাজা বলাহ কাহারে? ৪৮
মাটিপিণ্ড আছে, যা'র 'সিন্ধুপতি'-নাম।
তাথে তুমি রাজা-হেন কর অভিমান।। ৪৯।।

দেহ-মদে অন্ধ তুমি, আপনা পাসর।
দেহ ভিন্ন, তুমি ভিন্ন, কা'রে রাজা বল? ৫০
বেঠায়ে খাটাহ দীন-হীন জন ধরি'।
অহঙ্কারে আপনারে মান' অধিকারী।। ৫১।।
মিথ্যা গর্ব্ব কর তুমি, লজ্জা নাহি বাস।
কোন্ গুণে আপনাকে আপনি প্রশংস? ৫২
যদি বল চরাচর দেহের জনম।
মাটি হৈতে হয়, তা'র মাটিতে নিধন।। ৫৩।।
নানা-ভেদ কহি, মাত্র মাটির বিকার।
সেহ সত্য নহে, সভে মাটিমাত্র-সার।। ৫৪।।
ব্যবহার বিনে যদি পার নিরূপিতে।
অনুমানে বিচারিয়া দেখ দেখি চিতে? ৫৫
মাটির বিকার দেহ নানা-পরকার।
কত হয়, কত যায়, মাটিমাত্র সার।। ৫৬।।
ক্ষিতি সত্য বল যদি, সেহ সত্য নয়।
অন্তকালে পরমাণু-রূপে পরলয়।। ৫৭।।
'পরমাণু সত্য'—যদি বলিবে নিশ্চিত।
মনের কল্পনা সেহ, মায়া-বিরচিত।। ৫৮।।
পরমাণুগণে করে পৃথিবী রচনা।
এতেক অসত্য সব, মনের কল্পনা।। ৫৯।।
এই হেনরূপ দুই বস্তু যা'রে বলি।
কার্য্য-কারণ-স্থূল-কৃশ-আদি করি'।। ৬০।।
জীব, অজীব, আর যত দেখি শুনি'
মায়া-বিনির্মিত সব বুঝ অনুমানি'।। ৬১।।
সত্য এক পরমার্থ বিশুদ্ধ-বিজ্ঞান।
অন্তরে বাহিরে সেই পরিপূর্ণ-ধাম।। ৬২।।
নিত্য শান্ত ভগবান্ 'বাসুদেব'-নাম।
সভে সত্য-এই মাত্র, কিছু নহে আন।। ৬৩।।

মহতের কৃপা ও শ্রীহরিকথা-শ্রবণের অত্যাবশ্যকতা

শুন, রহূগণ, তত্ত্ব কহিব তোমারে।
তপ, যোগ, যজ্ঞ করি' না পাই তাঁহারে।। ৬৪।।
দান-ব্রত-গৃহত্যাগ-সন্ন্যাস-বিধানে।
অগ্নি-জল-সূর্য্য সেবা, তীর্থ-পর্য্যটনে।। ৬৫।।
সাধুজন-পদরজ-অভিষেক বিনে।
সে কৃষ্ণ না পাই, রাজা বিবিধ-বিধানে।। ৬৬।।
সাধুর সমাজে হয় হরিগুণ গাথা।
যাহার শ্রবণে দূরে যায় গ্রাম্য-কথা।। ৬৭।।
নিরবধি হরিকথা করিতে শ্রবণ।
শ্রীহরিচরণে মতি বাঢ়ে অনুক্ষণ।। ৬৮।।
আমার পূরব-কথা শুন রহূগণ।
কহিব তোমারে কিছু পূর্ব্ব-বিবরণ।। ৬৯।।

পরমহংস শ্রীভরতের পূর্ব্ব-পরিচয়

"ভরত আমার নাম পূরবে আছিল।
চক্রবর্ত্তী রাজা হঞা পৃথিবী শাসিল।। ৭০।।
কৃষ্ণ-আরাধন করি' নানা-যজ্ঞ-দানে।
পুত্রে রাজ্য দিয়া আমি প্রবেশিলুঁ বনে।। ৭১।।
সমাধি-ধারণা-ধ্যান করিয়া বিস্তার।
সর্ব্বভাবে হরি আরাধিলুঁ নিরন্তর।। ৭২।।
মৃগশিশু-সঙ্গে আমি সদা বাস করি'।
জনম লভিলুঁ গিয়া মৃগরূপ ধরি'।। ৭৩।।
জাতিস্মর হৈয়া আমি জনম লভিল।
হরিসেবা-অনুভাবে স্মৃতিভঙ্গ নৈল।। ৭৪।।
চক্রনদী-তীরে তেজি' মৃগ কলেবরে।
জনম লভিল আসি' দ্বিজবর ঘরে।। ৭৫।।
তে-কারণে থাকি সর্ব্বসঙ্গ পরিহরি'।
অবধূত বেশে ভ্রমি মনে শঙ্কা করি'।। ৭৬।।
সর্ব্বসঙ্গ বিবর্জিত সাধুসঙ্গ করি'।
যদি সেই জ্ঞান-খড়গ ভক্তিভাবে ধরি।। ৭৭।।
জ্ঞান-খড়েগ সর্ব্বসঙ্গ পেলিব কাটিয়া।
হরিকথা, হরিলীলা শ্রবণ করিয়া।। ৭৮।।
তবে জ্ঞানযোগে ভবপথে হয় পার।
তবে সে শ্রীহরি লভে, জন্ম নাহি আর।।" ৭৯।।
ভাগবত আচার্য্যের মধুর-ভারতী।
চৈতন্যপদারবিন্দ গদাধর-গতি।। ৮০।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পঞ্চমস্কন্ধে কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী-চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।। ৪।।

পঞ্চম অধ্যায়

ভবাটবী-বর্ণন

(সুহই-রাগ)

"ভবপথ কহি, শুন, রাজা রহূগণ!
দুস্তর সংসার-পথে ভ্রমে সর্ব্বজন।। ১।।
দেবমায়া-নিপতিত ভ্রমে ভবপথে।
গুণ-ভেদে কর্ম্ম করে অদৃষ্টের সাথে।। ২।।
যেন বাণিজ্যের সঙ্গে লঞা সাধুগণ।
এদিগে ওদিগে ধায় ধনের কারণ।। ৩।।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে যেন যায় নানাদেশ।
ধনলোভে করে গিয়া বনে পরবেশ।। ৪।।
সেইরূপে 'ভবাটবী'-নামে মহাবন।
সুখ-হেতু প্রবেশিয়া ভ্রমে সর্ব্বজন।। ৫।।
ছয়গোটা শত্রু তা'থে মহাবলী যা'র।
সর্ব্বধন হরি' তবে মারে বাণিজার।। ৬।।
শৃগাল আসিয়া তা'থে বেড়ি' কামড়ায়।
ভেড়া ধরি' কুক্কুরে বেড়িয়া যেন খায়।। ৭।।
কোন ঠাঞি তৃণ-লতা পূরিতে অন্তরে।
প্রবেশ করয়ে গিয়া কঠোর গহ্বরে।। ৮।।
ডাঁশ মশায় তথি বেড়ি' কামড়ায়।
কোন ঠাঞি গন্ধর্ব নগরে চলি' যায়।। ৯।।
তথা গিয়া বিস্তর সুন্দর ধন দেখে।
ধনের কারণে ধায় এদিগে ওদিগে।। ১০।।
কোন ঠাঞি মহাবাত ঝড়-উৎপাতে।
ধূম্রবর্ণ দশদিগ ধূলায় আচ্ছাদে।। ১১।।
দেখিতে না পায় কিছু, আঁখি মুদি' রহে।
উপায় না দেখি' তাহে নানাদুঃখ সহে।। ১২।।
কোন ঠাঞি দেখিয়া ঝিল্লীর রব উঠে।
সহিতে না পারে ব্যথা, দুই কান ফাটে।। ১৩।।
কোন ঠাঞি ঘু-ঘু পক্ষী ডাকে ঘোরতর।
সহিতে না পারে তাহা দুঃখিত-অন্তর।। ১৪।।
কোন ঠাঞি পাপবৃক্ষ অতি দুঃখময়।
ক্ষুধায় আকুল হঞা করয়ে আশ্রয়।। ১৫।।
কোন ঠাঞি মৃগ-তৃষ্ণা জলবুদ্ধি করি'।
তৃষ্ণায় পীড়িত, ধেঞা যায় ত্বরাত্বরি।। ১৬।।
কোন ঠাঞি নদ-নদী দেখি' ধেঞা যায়।
শুখান দেখিয়া নদী মনে দুঃখ পায়।। ১৭।।
কোন ঠাঞি দাবাগ্নি বেড়িয়া অঙ্গ পোড়ে।
কোন ঠাঞি যক্ষগণে বেড়ি' ধন লোড়ে।। ১৮।।
কোন ঠাঞি বলে ধন হরে বাণিজারে।
শোকে বিমোহিত, কিছু কহিতে না পারে।। ১৯।।
কোন ঠাঞি গন্ধর্ব-নগরে পরবেশে।
ক্ষণ-মাত্র থাকে তথা চিত্তের সন্তোষে।। ২০।।
কোন ঠাঞি দুর্গম কণ্টকপথে যায়।
হাঁটিতে না পারে, বৃক্ষে উঠিবারে চায়।। ২১।।
ক্ষণে ক্ষণে উদর অনলে তনু দহে।
ক্রোধ করি' বন্ধুগণে মারিবারে চাহে।। ২২।।
কোন ঠাঞি আসি' ধরি' গিলে অজগরে।
শব-সম হঞা রহে বনের ভিতরে।। ২৩।।
কোন ঠাঞি সর্পে আসি' দংশে কলেবর।
অচেতন হঞা থাকে বনের ভিতর।। ২৪।।
কোন ঠাঞি অন্ধকূপে পড়ে অন্ধ হঞা।
কোন ঠাঞি সুখে রহে ক্ষুদ্র রস পাঞা।। ২৫।।
তথাই বেড়িয়া মাছি করে উতপাত।
সুখ-হেতু বেয়াকুল' না পায় সোয়াস্ত।। ২৬।।
কেহ গালি দেয়, কেহ করে তিরস্কার।
ভর্চ্ছন-তাড়ন-দণ্ড পায় বারে বার।। ২৭।।
সহিতে না পারে দুঃখ কোন পরকারে।
সেই ধন লঞা গিয়া কোথাহ উত্তরে।। ২৮।।
তথাতে বেড়িয়া ধন লোড়ে আনে আনে।
দৈবযোগে তথা হৈতে গেল অন্য-স্থানে।। ২৯।।
তথাতে আসিয়া আনে বান্ধিয়া পেলায়।
দণ্ড করি' তা'র সব ধন লঞা যায়।। ৩০।।
কোন ঠাঞি শীত-তাপ ঝড়-বরিষণে।
নানাদুঃখ ভোগ করি' রহে সেইখানে।। ৩১।।
কোন ঠাঞি বিরোধ-কন্দল-গালি বাজে।
অন্যোহন্যে বেড়িয়া জড়াজড়ি অল্প কাজে।। ৩২।।
দৈব দুর্বিপাকে যদি যায় ধন-নাশ।
নাহি শয্যা, নাহি ভূষা, নাহি গৃহ বাস।। ৩৩।।

মাগিয়া পরের ঠাঞি যেবা কিছু আনে।
তাই খাঞা তুষ্ট হয়, মনে অনুমানে।। ৩৪।।
যদি কিছু না পায়, অন্তরে পরিতাপ।
পরের সম্পদ্ দেখি' করয়ে বিলাপ।। ৩৫।।
অন্যোঽন্যে করিতে ধন ব্যয়, অপব্যয়।
বন্ধুগণ-সহে বৈর-অনুবন্ধ হয়।। ৩৬।।
তথাপি অন্যোঽন্যে মেলা সকল বান্ধবে।
বিবাহ-মঙ্গল-কর্ম্ম বিবিধ উৎসবে।। ৩৭।।
বিবাহ করিতে রহে' তা'থে বিঘ্ন পড়ে।
রাজভয়, দস্যুভয়, নানাদুঃখ মিলে।। ৩৮।।
সম্পদে বিপদে আসি' মিলে আচম্বিতে।
মৃতবৎ হয়, কিছু না পারে করিতে।। ৩৯।।
এই ভবপথে লোক এত দুঃখে ভ্রমে।
কত কত দুঃখভোগ করে পরিশ্রমে।। ৪০।।
ধন-পুত্র-পরিবার যত যায় নাশ।
সে-সব পাসরে, আর ধনে করে আশ।। ৪১।।
পুনঃ ধন, পুনঃ পুত্র, পুনঃ পরিজন।
ইহার কারণে পুনঃ করে পরিশ্রম।। ৪২।।
এইরূপে সর্ব্বলোক ভ্রমে ভবপথে।
বাহুড়িয়া কেহ না আইসে কোনমতে।। ৪৩।।
নাহি কেহ হৈতে পারে ভবপথে পার।
এইরূপে গতাগতি পরিশ্রম সার।। ৪৪।।
মহাশূর, মহাবীর নৃপতিমণ্ডল।
দিগগজ জিনিঞা যা'রা ধরে মহাবল।। ৪৫।।
'মোর মোর' বলি' তা'রা এই ক্ষিতিতলে।
বৈর-অনুবন্ধে যুদ্ধ কৈল চিরকালে।। ৪৬।।
এথাতে যুঝিয়া সব মৈল বীরগণ।
নাহি ভবপথে পার হৈল কোন-জন।। ৪৭।।
কোন ঠাঞি লতাভুজ করি' আরোহণ।
শুক-পিক-কলরব, মধুর ভাষণ।। ৪৮।।
শুনিতে আনন্দ তবে বাঢ়ে অতিশয়।
সেই সঙ্গে সন্তোষে বিহরে দুরাশয়।। ৪৯।।
কোন ঠাঞি কালচক্র দেখিয়া তরাসে।
কঙ্ক-বক-কাককুল-শরণে প্রবেশে।। ৫০।।
তা'রা সব যদি তা'রে বঞ্চয়ে কপটে।
হংসকুলে প্রবেশয়ে পড়িয়া সঙ্কটে।। ৫১।।
তা'-সভার গুণ-শীল না বুঝি' আচার।
বানরগণের সঙ্গ করে আরবার।। ৫২।।
তা'-সভার জাতি-অনুসার ক্রীড়ারসে।
অন্যোঽন্যে বিহরে সেই সন্তোষ-বিশেষে।। ৫৩।।
মৃত্যুকাল আছে হেন মনেহ না ভায়।
দ্রুম-আরোহণ করি' বিহরিতে চায়।। ৫৪।।
সুত-দার-পরিজন-দয়ারস-বশে।
অতিশয় রতি সুখ সন্তোষ-বিশেষে।। ৫৫।।
আপন বন্ধন জীব ছিণ্ডিতে না পারে।
কোন ঠাঞি পরবেশে পর্ব্বত-গহ্বরে।। ৫৬।।
কন্দরে পড়িয়া হয় ভয়ে অচেতন।
গজভয়ে লতাবলী করে আরোহণ।। ৫৭।।
যদি কদাচিৎ হয় আপদ-নিস্তার।
পুনরপি সেই পথে মিলে আরবার।। ৫৮।।
এইরূপে ভবপথে এ লোকসকল।
দেবমায়া নিপতিত ভ্রমে নিরন্তর।। ৫৯।।
এই ভবপথে লোক এখন ভ্রময়ে।
তা'র মাঝে এক-গুটি পার নাহি হয়ে।। ৬০।।
তুমি—রহূগণ, এই পথে নিপতিত।
এ বোল বুঝিয়া শীঘ্র হও সাবহিত।। ৬১।।
হরিসেবা করি' তুমি জ্ঞানখড়্গ ধর।
বিষয়ে আসক্তি, রাজা, মনে বুঝি' ছাড়।। ৬২।।
সর্ব্বভূতে দয়া-মৈত্রী, দণ্ড পরিহর।
শীঘ্র এই ভবপথে পার হৈয়া চল।।" ৬৩।।

শ্রীরহূগণরাজের মহতের সঙ্গফলে দিব্যজ্ঞান ও হরিভক্তিলাভ

তবে কোন বাণী বলে রাজা রহূগণ।
"অহো ধন্য, অতি ধন্য মানুষ-জনম!! ৬৪
স্বর্গে দেবজন্ম—তাহে কোন্ প্রয়োজন।
তোমা-সব সঙ্গে যাহে নাহি সমাগম? ৬৫

অনন্তর শোধিত যাঁ'র হরিগুণরসে।
তুমি-সব মহান্ত মুদিত কৃষ্ণরসে।। ৬৬।।
তোমা'-সব-সঙ্গে যথা প্রচুর সঙ্গম।
নাহি যদি, স্বর্গবাসে কোন্ প্রয়োজন? ৬৭
তোমার পদারবিন্দ-রজঃ-পরশনে।
সর্ব্বপাপ হরে, ভক্তি হয় নারায়ণে।। ৬৮।।
এই কোন্ অদভুত মহিমা তোমার?
ক্ষণমাত্র সঙ্গ আজি ঘটিল আমার।। ৬৯।।
কুতর্ক-সন্ধানে অতিশয় বদ্ধমূল।
হেন অবিবেক মোর সব গেল দূর।। ৭০।।
নমো নমো মহান্তচরণে-নমস্কার।
নমো নমো দ্বিজবটু-চরণে তোমার।। ৭১।।
অবধূত-বেশে, প্রভু, ভ্রম, ক্ষিতিতলে।
নমো নমো ব্রাহ্মণ-চরণে নিরন্তরে।।" ৭২।।
শুকমুনি বলে,—"রাজা, শুন পরীক্ষিৎ।
তবে অবধূত রাজা জ্ঞানে সুপণ্ডিত।। ৭৩।।
রাজারে বুঝাঞা তত্ত্ব-উপদেশ দিল।
চরণে প্রণাম করি' সে রাজা চলিল।। ৭৪।।
তত্ত্ব-উপদেশ পাঞা রাজা রহূগণ।
জ্ঞানদীপে নিবারিল আত্মগত ভ্রম।। ৭৫।।
অবিদ্যারচিত ভেদ ত্যজি' অহঙ্কার।
ভজিয়া শ্রীহরি হৈব ভবপথে পার।। ৭৬।।
অবধূত দ্বিজ পরিপূর্ণ জ্ঞান-রসে।
জিনিঞা তরঙ্গ-চক্র সিন্ধুজলে ভাসে।। ৭৭।।
নিজ-সুখে ভ্রমে বিপ্র ছাড়িয়া কল্পনা।
কহিল তোমারে, রাজা, ভকত-মহিমা।।" ৭৮।।
রাজা বলে,—"শুন, শুকদেব মহামতি!
তুমি যে কহিলে, মোর নৈল অবগতি।। ৭৯।।
ভবপথ নিরূপিলে পরোক্ষবচনে।
বিচারিলে কদাচিৎ বুঝে বুধজনে।। ৮০।।
মূর্খ লোক বুঝিতে না পারে কি প্রকার।
প্রকাশিয়া কহ কিছু করিয়া বিস্তার।।" ৮১।।
ধীর-শিরোমণি শ্রীল-গদাধর জান।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস-গান।। ৮২।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পঞ্চমস্কন্ধে কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিনী-পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।। ৫।।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ভবাটবী-কথন
(দেশাগ-রাগ)

মুনি বলে,—রাজা, তুমি কর অবধান।
প্রকাশিয়া 'ভবাটবী' করিব ব্যাখ্যান।। ১।।
এই সব জীবলোক বিষ্ণুমায়াবশে।
দুর্গম সংসারপথে ভ্রমে কর্ম্মদোষে।। ২।।
ভবাটবী প্রবেশিয়া ভ্রমে নিরন্তরে।
শ্রীহরিচরণ নাহি ভজে একবারে।। ৩।।
হরিগুরু-চরণারবিন্দ-মধুকরে।
তাঁ'রা-সব ভক্তিযোগ স্থাপিল সংসারে।। ৪।।
হেন ভক্তিযোগ এক-কালে নাহি পায়।
দুর্গম সংসারপথে ভ্রমিয়া বেড়ায়।। ৫।।
শুভাশুভ ত্রিগুণকল্পিত কর্ম্ম করে।
কর্ম্মবশে উত্তম-অধম দেহ ধরে।। ৬।।
দেহ-গেহ, সুত-দার, সংযোগ-বিচ্ছেদ।
নানাকর্ম্ম বিনির্মিত, বহুবিধ খেদ।। ৭।।

বহুবিধ প্রতিকার করে বহুমতে।
সাধিতে না পারে কিছু, ভ্রমে ভবপথে।। ৮।।
যেন বাণিজার গণে অর্থ-উপার্জ্জনে।
ধন-হেতু ব্যাকুলিত পৈশে মহাবনে।। ৯।।
এইরূপে ভবপথে ভ্রমে হতবুদ্ধি।
শুভাশুভ কর্ম্ম করি' মরে নিরবধি।। ১০।।
এই ভবাটবী মাঝে ছয় রিপু বৈসে।
'ইন্দ্রিয়' তাহার নাম, বিষয় প্রবেশে।। ১১।।
বহু জন্ম কষ্ট করি' করে উপার্জ্জন।
সঞ্চয় করিয়া যত রাখে পুণ্যধন।। ১২।।
দস্যুবৎ বেড়িয়া তা'রা সর্ব্ব ধন লুটে।
বুদ্ধি মন হরে করি' বিষয় লম্পটে।। ১৩।।
এ-দিগে ও-দিগে তা'রা বান্ধি' লৈয়া যায়।
পরলোক-ধন তা'রা সব বেড়ি' খায়।। ১৪।।
ধনের বাণিজ্যে যেন চলে সাধুগণে।
কুনায়ক-সঙ্গি-সঙ্গে ফিরে বনে বনে।। ১৫।।
আচম্বিতে বেড়ি' যেন দস্যুগণ লোড়ে।
এইরূপে গ্রাম্যসুখে গৃহবাসী মরে।। ১৬।।
এ বন্ধু-বান্ধব, সুত-দার-পরিবার।
নামে সে কুটুম্ব, কার্য্যে কেবল শৃগাল।। ১৭।।
কামী কুপুরুষ তা'রা বেড়ি' কামড়ায়।
কুক্কুরে বেড়িয়া যেন ভেড়া ধরি' খায়।। ১৮।।
বৎসরে বৎসরে যেন কৃষি করে খেতে।
যদি বীজ পোড়াইতে নারে কোনমতে।। ১৯।।
সেই খেতে শস্য যদি বুনিল কৃষাণে।
তৃণ-গুল্ম-ঘাসে হয় গহ্বর-সমানে।। ২০।।
এইরূপ গৃহাশ্রম বলি কর্ম্ম-খেত।
কতক উঠে তা'র নাহি পরিচ্ছেদ।। ২১।।
করিতে না টুটে কর্ম্ম, বাঢ়ে অতিশয়।
কর্ম্ম করি' মরে গৃহবাসী দুরাশয়।। ২২।।
এ ঘর বসতি সে যে কামের কোদণ্ড।
কত কাম উঠে, তা'র কেবা পায় অন্ত? ২৩
কর্পূরের ভাণ্ডে যেন গন্ধ নহে দূর।
কর্পূর না থাকে, তভু গন্ধ সে প্রচুর।। ২৪।।
এইরূপে শূন্য ঘরে উঠে নানা কাম।
তা'থে দুষ্টলোক ডাঁশ মশার সমান।। ২৫।।
পতঙ্গ-শকুনী চোর মূষা-সমতুল।
তা'রা সব বেড়ি' প্রাণে করয়ে ব্যাকুল।। ২৬।।
এইরূপে ভ্রমে জীব এই মহাবনে।
অবিদ্যারচিত কাম-কর্ম্ম-নিবন্ধনে।। ২৭।।
কদাচিৎ কখন মধুর পুরে যায়।
গন্ধর্ব্বনগর-তুল্য দেখি' সুখ পায়।। ২৮।।
কোন ঠাঞি ফিরয়ে বিষয়-অভিলাষে।
মৃগতৃষ্ণা-সমতুল্য, নাহি সুখলেশে।। ২৯।।
পান-ভোজনাদি-রতিসুখ ভোগলেশ।
এখনে মানয়ে সুখ, অন্তে মাত্র ক্লেশ।। ৩০।।
কোন ঠাঞি বহ্নিমল অঙ্গার-বরণ।
তাহার কারণে ধায় মানিয়া কাঞ্চন।। ৩১।।
উল্কামুখ কেবল পিশাচ-সমতুল।
অগ্নিকামে ধায় তথা হইয়া ব্যাকুল।। ৩২।।
উল্কামুখ পিশাচী ভ্রময়ে বনে বনে।
আগুনি বলিয়া ধায় শীতাতুর জনে।। ৩৩।।
এইরূপ কনক—অনল-সমতুল।
তা' দেখিয়া ধায় জীব হইয়া ব্যাকুল।। ৩৪।।
কনক না পায় যদি, কর্ম্মবশে ধায়।
সেই হেম-কারণে আপনে মরি' যায়।। ৩৫।।
ভাল জল স্থল দেখি' তথা করে বাস।
বিবিধ জীবিকা হেতু বিবিধ প্রয়াস।। ৩৬।।
এ-দিগে ও-দিগে ভ্রমে এই ভব বনে।
তবে আর কহি, রাজা, শুন সাবধানে।। ৩৭।।
কোন ঠাঞি যুবতী করিয়া কোলে রহে।
অসাধু নিন্দিত কথা তা'র সনে কহে।। ৩৮।।
সকল মর্য্যাদা পরিহরে একবারে।
অন্ধবৎ হয় যেন অন্ধকার ঘরে।। ৩৯।।
দেব দ্বিজ, কাল, দেশ পাসরে সকল।
যুবতী করিয়া কোলে অজ্ঞানে বিভোল।। ৪০।।
যেন বায়ুচক্রে করে ধূলায় আন্ধল।
না জানে বিদিক্ দিক্, কিবা নিজ পর।। ৪১।।

এইরূপে ভ্রমে জীব ভব-মহাবনে।
দুঃখ ভোগ করে মাত্র অসত্য-ধেয়ানে।। ৪২।।
ক্ষণমাত্র বিষয় অসত্য করি' জানে।
মতিভ্রষ্ট হয় পুন দেহ-অভিমানে।। ৪৩।।
বিষয়-সন্ধানে পুন হয় ত' ব্যাকুল।
না জানে বিষয়—মৃগতৃষ্ণা-সমতুল।। ৪৪।।
কোন ঠাঞি এইরূপে ভ্রমিয়ে বেড়ায়।
কোন ঠাঞি দুর্জন ভর্ৎসন গালি খায়।। ৪৫।।
রিপুগণে দেই গালি, রাজার কিঙ্করে।
তর্জন গর্জন, নানা-পরিবাদ করে।। ৪৬।।
অসত্য বচন শুনি' মনে দুঃখ উঠে।
সহিতে না পারে ব্যথা, দুই কাণ ফাটে।। ৪৭।।
বনে যেন উলূক-ঝিল্লিকা-ঝন্‌ঝনী।
সহিতে না পারে লোক উতপাত ধ্বনি।। ৪৮।।
কোন ঠাঞি ক্ষীণ-পুণ্য আপনারে দেখি'।
জীয়ন্তেই মরা যেন, মনে হয় দুঃখী।। ৪৯।।
দান ভোগ-বিহীন বণিক্-ঘরে ধায়।
নহে কিছু প্রয়োজন, দুঃখমাত্র পায়।। ৫০।।
বিষদ্রুম লতা যেন করিয়া আশ্রয়।
বিষজল-পানে যেন দুঃখ অতিশয়।। ৫১।।
কোনকালে হয় যদি কুসঙ্গে কুমতি।
পাষণ্ড দুর্জন জনে করয়ে সংহতি।। ৫২।।
শুখান নদীর গর্ভে কেহ যেন পড়ে।
হাত পাও ভাঙ্গি' যেন শির ফুটি' মরে।। ৫৩।।
যদি ধনহীন হৈল, অন্ন নাহি মিলে।
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় মরে উদর-অনলে।। ৫৪।।
বাপের পুত্রের কিছু যা'র ঠাঞি পায়।
তৃণ-মাত্র হয় যদি কাড়ি' ধরি' খায়।। ৫৫।।
কোনকালে দেখে ঘরে নাহি কিছু সুখ।
দাবানল-সমতুল, পরকালে দুঃখ।। ৫৬।।
শোকানলে পুড়িয়া মরয়ে নিরন্তর।
রহিতে না পারে ঘরে, চলে দেশান্তর।। ৫৭।।
কোন ঠাঞি কালদোষে রাজা দুষ্টমতি।
ধন-প্রাণ হরে সব, এ ঘর-বসতি।। ৫৮।।
রাক্ষসে বেড়িয়া যেন প্রজা ধরি' খায়।
এইরূপে প্রাণ-ধন হরি' লঞা যায়।। ৫৯।।
জীবন-উপায় কিছু না দেখে সংসারে।
মৃতবৎ হঞা চিন্তা করে নিরন্তরে।। ৬০।।
কোন ঠাঞি মনোরথ-রচিত সংসার।
পিতা-পুত্র-ধন-জন, এ মহীভাণ্ডার।। ৬১।।
অসত্য মানয়ে সত্য তড়িৎ-চঞ্চল।
প্রবেশিয়া রহে যেন গন্ধর্ব-নগর।। ৬২।।
স্বপন-সমান সুখ ক্ষণমাত্র পায়।
সুখের কারণে নানাদুঃখ অনুভায়।। ৬৩।।
কোন ঠাঞি গৃহকর্ম্ম, বিধি-অনুষ্ঠান।
গুরুতর গিরি—যত বিবিধ বিধান।। ৬৪।।
বুঝিতে কর্ম্মের অন্ত কর্ম্মগিরি চড়ে।
তথি কত কত দুঃখ নানামতে পড়ে।। ৬৫।।
সেই দুঃখ সহি' জীব করে কর্ম্মরাশি।
কণ্টক-পূরিত ক্ষেত্রে যে-হেন প্রবেশি।। ৬৬।।
নিরবধি কর্ম্ম করি' পায় অবসাদ।
সভে দুঃখমাত্র সার, না হয় প্রসাদ।। ৬৭।।
কোনকালে দুর্দ্ধরিষ-উদর-অনলে।
বুদ্ধি-বল হরে সব, আকুল-অন্তরে।। ৬৮।।
ক্রোধ করি' গালি দেয় বন্ধু-পরিজনে।
নিদ্রা-অজগরে ধরি' গিলে কোন ক্ষণে।। ৬৯।।
অন্ধতমে মজিয়া না জানে ভাল-মন্দ।
যেন শূন্য বনে প্রবেশিয়া রহে অন্ধ।। ৭০।।
কোনকালে আসিয়া দুর্জন ফণধরে।
চৌদিকে বেড়িয়া তা'র দংশে কলেবরে।। ৭১।।
ক্ষণেক না যায় নিদ্রা, অন্তরে দুঃখিত।
অন্ধবৎ যেন অন্ধকূপে নিপতিত।। ৭২।।
কোনকালে মধুলব-কাম-অভিলাষে।
পরদার, পরদ্রব্য হরে কর্ম্মবশে।। ৭৩।।
ধরিয়া মারিয়া আনে, অন্যে লঞা যায়।
রাজার কিঙ্কর পাইলে মারিয়া পেলায়।। ৭৪।।
নরকে পড়িয়া পচে, করে দুঃখ ভোগ।
তে-কারণে বলি—ভববীজ কর্ম্মযোগ।। ৭৫।।

পরদার, পরদ্রব্য, হরয়ে যে-জনে।
বান্ধিয়া পেলায়ে তা'রে, আনে ধরি' আনে।। ৭৬।।
সেই সেই বন্ধ ছাড়ি' যায় যথা যথা।
অন্যে অন্যে বান্ধিয়া পেলায় তথা তথা।। ৭৭।।
কেহ মারে, কেহ বান্ধে, ধন লৈয়া যায়।
কাকবৎ মহাপাপী ভ্রমিয়া বেড়ায়।। ৭৮।।
কোনকালে দৈবগত হয় দুঃখ-শোক।
কোনকালে নানাপ্রাণিগত-কর্ম্মভোগ।। ৭৯।।
কোনকালে দেহগত আধি-ব্যাধি-ব্যথা।
খণ্ডিতে না পারে দুঃখ, চিন্তয়ে সর্ব্বথা।। ৮০।।
কোনকালে অন্যোহন্যে মেলিয়া বন্ধুগণে।
ধন উপভোগ করে বিবিধ-বিধানে।। ৮১।।
কেহ যদি পাঁচ গণ্ডা কৈল কা'র ধার।
তবে কেলি-কন্দল সে বাজিল তৎকাল।। ৮২।।
এই ভবপথে হয় প্রত্যহ উৎপাত।
সুখ-দুঃখ, রাগ-দ্বেষ, হরিষ-বিষাদ।। ৮৩।।
শোক, দুঃখ, অভিমান, উনমাদ, ভয়।
ক্ষুধা, তৃষ্ণা, জরা, রোগ, জন্ম পরলয়।। ৮৪।।
মোহ, মাৎসর্য্য, হিংসা, মান, অভিলাষ।
এত উতপাত বেড়ি' করে সর্ব্বনাশ।। ৮৫।।
স্তিরিজাতি দেবমায়া ভুজ-আলিঙ্গনে।
বিবেক-বিজ্ঞান-জ্ঞান হরে সেইক্ষণে।। ৮৬।।
স্তিরিঘর-নিরমানে আকুল হৃদয়।
শয়ন-ভোজন-পানে চিন্তা অতিশয়।। ৮৭।।
তনয়-কলত্র-মৃদু-মধুর-ভাষণে।
চঞ্চল, আলোল, লোল বিলাস-গমনে।। ৮৮।।
চিত্ত হরে, তিলমাত্র ছাড়িতে না পারে।
আপনারে আপনে মজায় অন্ধকারে।। ৮৯।।
কোনকালে কালরূপী ঈশ্বর সাক্ষাৎ।
ব্রহ্মা-পর্য্যন্তের যা'থে ভ্রূ-ভঙ্গে নিপাত।। ৯০।।
সৃষ্টি-স্থিতি-পরলয় কালের বিলাস।
কালভয় চিত্তে যদি উঠিল তরাস।। ৯১।।
সেই কালচক্র যাঁ'র অস্ত্র নিজ-করে।
হেন প্রভু সাক্ষাতে থাকিতে পরিহরে।। ৯২।।
পাষণ্ড-আলাপ করে পাষণ্ড আগমে।
পাষণ্ড-দেবতা সেবে, পাষণ্ড-বচনে।। ৯৩।।
নানাদেবগণ ভজে কঙ্ক-বকপ্রায়।
তে-কারণে কালচক্রে ভ্রমিয়া বেড়ায়।। ৯৪।।
যদি বা পাষণ্ড-সঙ্গ হৈল কদাচিৎ।
কুসঙ্গে আপনা কৈল আপনে বঞ্চিত।। ৯৫।।
কুল-শীল, নিজ-ধর্ম্ম তেজি' আপনার।
নিগম-ব্রাহ্মণ-বিধি-বিধান-আচার।। ৯৬।।
শূদ্রবৎ হঞা শূদ্রকুলধর্ম্ম ভজে।
পাষণ্ড হইয়া নিজ কুলধর্ম্ম তেজে।। ৯৭।।
শূদ্রকুলে নাহি ধর্ম্ম, নিগম-আচার।
কুটুম্ব-ভরণমাত্র, নারীসঙ্গ সার।। ৯৮।।
হেন শূদ্রজাতি, যেন আচারে বানর।
তা'র সহে স্বচ্ছন্দে বিহরে নিরন্তর।। ৯৯।।
লজ্জা-ভয় পরিহরি' কৃপণ বঞ্চিত।
অন্যোহন্যে কুতর্কে কর্ম্ম করে বিনিন্দিত।। ১০০।।
মৃত্যুপথ আছে—হেন মনেহ না জানে।
এইরূপে গ্রাম্যসুখে ভ্রমে ভব-বনে।। ১০১।।
কোন ঠাঞি গৃহবাসে আকুল হৃদয়।
সুত-দার-পরিবারে দয়া অতিশয়।। ১০২।।
আহার-শৃঙ্গারে কাল যায় নিরন্তর।
গাছের উপরে যেন বিহরে বানর।। ১০৩।।
কোন ঠাঞি শীত-বাত নানা-উতপাত।
দৈবগত, দেহগত দুষ্কৃত বিপাক।। ১০৪।।
নিবারিতে নারে, নাহি কিছু বুদ্ধিবল।
বিষাদ ভাবিয়া মনে চিন্তে নিরন্তর।। ১০৫।।
এইরূপে ভবপথে নানাদুঃখ শোকে।
নিরবধি ভ্রমে জীব নিজ-কর্ম্মপাকে।। ১০৬।।
এক-সাথে ভবপথে ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
একজন তা'র মাঝে না পারে চলিতে।। ১০৭।।
শক্তিহীন হৈল, কিবা শুইল সেই ঠাঞি।
সঙ্গিগণ যায় তা'কে তেজিয়া তথাই।। ১০৮।।
ক্ষণে শোক, ক্ষণে মোহ, কান্দে উচ্চস্বরে।
ক্ষণে হাসে, ক্ষণে নাচে হরিষ-অন্তরে।। ১০৯।।

ক্ষণে কেহ ধরি' মারে, করে অপমান।
এইরূপে ভবপথে ভ্রমে অবিরাম।। ১১০।।
যে যায়, সে যায় মাত্র, পালটি' না আইসে।
নাহি কেহ পার হৈতে পারে কর্ম্মদোষে।। ১১১।।
নাহি ভক্তি-জ্ঞান-উপদেশ কেহ লয়।
নহে বা নিস্তারপথ কা'র চিত্তে ভায়।। ১১২।।
ন্যস্তদণ্ড মুনিগণ শান্ত, সমশীল।
যে পদ সাধয়ে তা'রা বিমল-শরীর।। ১১৩।।
সে পদ সাধিতে কা'র মনেহ না লয়।
তে-কারণে ভবপথে ভ্রমে দুরাশয়।। ১১৪।।
দিগ্‌গজ জিনিঞা যা'রা শাসিল মেদিনী।
মহাবল-পরাক্রম নৃপ-শিরোমণি।। ১১৫।।
অন্যোহন্যে যুঝিল তা'রা 'মোর মোর' করি'।
তা'রা সব কোথা গেল রাজ্য পরিহরি'? ১১৬

কর্ম্ম-লতাবলম্বনের কু-ফল

কর্ম্ম-লতা অবলম্ব করি' দুরাচার।
আপদ-সম্পদমাত্র ভুঞ্জে বার বার।। ১১৭।।
কেহ কি করিতে পারে লতা-আরোহণ?
লতা অবলম্ব করি' তরে কোন্ জন? ১১৮
এইরূপে কর্ম্মলতা অবলম্ব করি'।
ভবপথে ভ্রমে, কেহ তরিতে না পারি।। ১১৯।।
স্বর্গ-নরকভোগ গতাগতি সার।
কিন্তু ভবপথে কেহ কভু নহে পার।। ১২০।।
কহিলুঁ তোমারে, রাজা, এই সুনিশ্চিৎ।
কর্ম্ম হৈতে কেহ পার নহে কদাচিৎ।। ১২১।।
হরিভক্তি বিনে, রাজা, গতি নাহি আর।
বিনে কৃষ্ণ-ভজনে সংসার নহে পার।। ১২২।।

মহাভাগবত শ্রীভরতের
চরিত-মাহাত্ম্য

হেন মহাপুরুষ ভরত-নৃপসিংহ।
হরিপদকমল-রসিক মত্তভৃঙ্গ।। ১২৩।।
হেন কোন নৃপ আছে এ মহীমণ্ডলে?
মনেহ ঋষভসুত-পথ অনুসরে? ১২৪
গরুড়ের পথে যেন মাছি না সঞ্চরে।
ভরতের পথ তেন, না বুঝে সংসারে।। ১২৫।।
সে-হেন সম্পদ, রাজ্য, সুত, বিত্ত, দার।
সে-হেন সামন্ত, মন্ত্রী, সে মহীভাণ্ডার।। ১২৬।।
যুবাকালে সকল তেজিয়া গেল বনে।
মলবৎ সব যেন দেখিল নয়নে! ১২৭
কৃষ্ণরস-লালস-মানস-মহাশয়।
তিলেকে তেজিল সব মুদিত-হৃদয়।। ১২৮।।
সে-হেন কলত্র-সুত-বিত্ত পরিজন।
সে-হেন সম্পদ, যাহা বাঞ্ছে সুরগণ।। ১২৯।।
তিলেক তেজিলা সব, নৈল বস্তু-জ্ঞান।
ভকত-জনের এই উচিত বিধান।। ১৩০।।
মধুরিপু-পদযুগ-সেবাগত-মতি।
উদার চরিত্র যাঁ'র, একান্ত-ভকতি।। ১৩১।।
কৈবল্য-মুকুতি সেহ অল্প হেন মানে।
বস্তুবুদ্ধি নাহি তাঁ'র এ তিন ভুবনে।। ১৩২।।
'নমো যজ্ঞরূপ, নমো যজ্ঞফলদাতা!
নমো বিধি-বিধান-কারণ-জন-পিতা! ১৩৩
নমো নমো নারায়ণ, প্রকৃতি-ঈশ্বর!
সাংখ্য-যোগ-ফলদাতা, যোগ-যোগেশ্বর!' ১৩৪
এইরূপে কৈল রাজা হরিসংকীর্ত্তন।
মৃগতনু তেজি' গেল, ছুটিল বন্ধন।। ১৩৫।।
হেন ভরতের কেবা কহিবে মহিমা?
ভরতের সঙ্গে কা'র করিব উপমা? ১৩৬
হেন মহাভাগবত ভরত আছিল।
যাহা হৈতে ভক্তিযোগ প্রচার হইল।। ১৩৭।।
ধন্য পুণ্য চরিত্র, দুরিত-বিনাশন।
কহিলে শুনিলে হয় ভব-বিমোচন।।" ১৩৮।।
কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী শুন সাবধানে।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস-গানে।। ১৩৯।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পঞ্চমস্কন্ধে কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী-ষষ্ঠহধ্যায়ঃ।। ৬।।

সপ্তম অধ্যায়

শ্রীভরতবংশ কীর্ত্তন
(সিন্ধুড়া-রাগ)

"ভরত রাজার হৈল 'সুমতি'-তনয়।
তা'র পুত্র নামে 'দেবজিৎ' মহাশয়।। ১।।
তা'র পুত্র 'দেবদ্যুম্ন' মহাবলবান্।
তা'র পুত্র 'প্রতীহ' জন্মিল মতিমান্।। ২।।
'প্রতিহর্তা' তা'র পুত্র হৈল মহাবল।
জনমিল তা'র পুত্র 'ভুমা'-নরেশ্বর।। ৩।।
ভূমার তনয় হৈল 'উদ্‌গীথ'-নৃপতি।
তা'র পুত্র 'প্রস্তাব' জন্মিল মহামতি।। ৪।।
জনমিল 'পৃথুসেন' তনয় তাহার।
'নক্ত'-নামে জনমিল তাহার কুমার।। ৫।।
নক্ত-মহারাজের বনিতা হৈল—'ঋতি'।
ঋত্তির কুমার 'গয়'-নামে নরপতি।। ৬।।
বিষ্ণু-অংশে জনমিল গয় বলবান্।
নহিল, না হৈব রাজা গয়ের সমান।। ৭।।
যজ্ঞ-দান করিয়া ভজিল নারায়ণ।
গুরু-দ্বিজ পূজিল' ভকত মহাজন।। ৮।।
গয়ের নির্ম্মল যশ জগতে বিস্তার।
গয় মহা-নরপতি বিদিত সংসার।। ৯।।
গয়ের তনয়, 'চিত্ররথ' মহাবল।
তা'র সুত 'সম্রাট্', 'মরীচি' ততঃপর।। ১০।।
তা'র পুত্র জনমিল নামে 'বিন্দুমান্'।
'মধু'-নামে সুত তা'র রাজা বলবান্।। ১১।।
মধুর তনয় 'মন্থু'-নামে নরপতি।
'ভৌবন'-কুমার তা'র হৈল মহামতি।। ১২।।
জনমিল 'ত্বষ্টা'-নামে তাহার তনয়।
ত্বষ্টার 'বিরজ'-নামে পুত্র মহাশয়।। ১৩।।
বিরজের সুত শত হৈল বলবান্।
'শতজিৎ' হৈল শত পুত্রের প্রধান।। ১৪।।
প্রিয়ব্রতবংশ-কথা কহিলুঁ তোমারে।
শতজিৎ-অবধি সন্ততি-পরচারে।। ১৫।।

ধরণী-সংস্থান ও শ্রীধরণীধরের
লীলা-কথন

তবে আর কহিব ভুলোগচক্র-কথা।
সপ্তসিন্ধু, সপ্তদ্বীপ বৈসে যথা যথা।। ১৬।।
দ্বীপে দ্বীপে যত যত প্রমাণ, বিস্তার।
যথাতে যেরূপে হরি করে অবতার।। ১৭।।
নবখণ্ড জম্বুদ্বীপ, সুমেরু সংস্থান।
সপ্তসিন্ধু কহিমু বিস্তার পরিমাণ।। ১৮।।
যত যত নদ-নদী গিরি, তরু, বন।
কহিব ভুগোলচক্র করি' প্রকাশন।। ১৯।।
জ্যোতিষ-মণ্ডল তা'র কহিব বিস্তারি'।
সপ্ত পাতাল আর বর্ণিব বিচারি'।। ২০।।

ধরণীধর অনন্তের মহিমা

অনন্ত ধরণীধর কি ক'ব মহিমা?
ব্রহ্মা-আদি দেব যাঁ'র দিতে নারে সীমা।। ২১।।
সূর্য্যকোটি-সম-তেজ, পাতালবিবরে।
লোকহিতে তথা বৈসে প্রভু হলধরে।। ২২।।
সর্পরাজ-কন্যা করে চরণ-বন্দন।
অহিপতিগণ যাঁ'র করয়ে সেবন।। ২৩।।
পতিত, দুঃখিত, আর্ত হয় যে যে জন।
অকস্মাৎ করে যদি নাম-সঙ্কীর্ত্তন।। ২৪।।
উপহাসে শুনে, কিবা করয়ে স্মরণ।
সেইক্ষণে অশেষ দুরিত-বিমোচন।। ২৫।।
সহস্রশিরের এক শিরের উপরে।
সর্ষপ-সমান রহে ব্রহ্মাণ্ড-মণ্ডলে।। ২৬।।
হেন প্রভু অনন্ত অনন্তশক্তি ধরে।
তাহার মহিমা কেবা কহিবারে পারে? ২৭
বলরাম অনন্ত-মূরতি ভগবান্।
কহিব তাঁহার কিছু মহিমা-ব্যাখ্যান।।" ২৮।।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস-বাণী।
সাবধানে শুন, ভাই, প্রেমতরঙ্গিণী।। ২৯।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পঞ্চমস্কন্ধে কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী-সপ্তমোহধ্যায়ঃ।। ৭।।

অষ্টম অধ্যায়

বিভিন্ন নরক-বর্ণন
(শ্রী-রাগ)

তবে আর জিজ্ঞাসিলা রাজা পরীক্ষিৎ।
"কাহারে নরক বোল, কোথা তা'র স্থিত ? ১
কে বৈসে নরকে, তা'র কেবা অধিকারী ?
এই সব কথা মোরে কহিবে বিস্তারি।।" ২।।
রাজার বচন শুনি' শুক মুনীশ্বর।
রাজারে ব্যাখ্যান করি' দিলেন উত্তর।। ৩।।
"দক্ষিণে নরক-ভূমি পৃথিবীর তলে।
পাতালে নরক-লোক জলের উপরে।। ৪।।
যমরাজ বৈসে তথা হঞা দণ্ডধর।
প্রভুর আজ্ঞায় দণ্ড ধরে নিরন্তর।। ৫।।
অন্ধতামিস্র, আর তামিস্র-নরকে।
মহারৌরব আর রৌরব, কুম্ভীপাকে।। ৬।।
কালসূত্র, অসিপত্র, শূকরবদন।
অন্ধকূপ, তপ্তশূর্ম্মি, ক্রিমির ভোজন।। ৭।।
সন্দংশ-নরক আর যে বজ্রকন্টক।
শাল্মলী নরক যা'থে পরাণসঙ্কট।। ৮।।
নদী 'বৈতরণী-নাম', জীবন-রোধন।
বিশসন, লালাভক্ষ, কুক্কুরভোজন।। ৯।।
তরঙ্গপাতন আর রাক্ষসভোজন।
ক্ষার-কর্দ্দম নরক আর শূলগাথন।। ১০।।
'গর্ত্তনিরোধন'-নাম আর দন্দশূক।
পর্য্যাবর্ত্ত নরক আর নরক সূচীমুখ।। ১১।।
এইরূপ কতেক নরক-ভূমি আছে।
এই সব নরকে পাতকিগণ পচে।। ১২।।
পরবিত্ত, পরনারী হরে যেবা জন।
যমদূতে আনে তা'রে করিয়া বন্ধন।। ১৩।।
তামিস্র-নরকে তা'রে বান্ধিয়া পেলায়।
তর্জ্জন-গর্জ্জন করি' নরক ভুঞ্জায়।। ১৪।।
মহাদণ্ড করে তা'র, নির্ঘাত তাড়ন।
মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে, না হয় মরণ।। ১৫।।
পরহিংসা পরপীড়া করয়ে যে জন।
পরধন হরি' করে কুটুম্ব-পোষণ।। ১৬।।
কুটুম্ব ছাড়িয়া পাছে চলে একেশ্বরে।
রৌরব-নরকে পড়ি' পাপ ভোগ করে।। ১৭।।

কুম্ভীপাকাদি নরক

যত যত প্রাণিবধ কৈল পূর্ব্বকালে।
ঘোর-মূর্ত্তি ধরি' তা'রা করয়ে প্রহারে।। ১৮।।
যে কেবল দম্ভাচার, উগ্র ঘোরতর।
পশু-পক্ষী বধ করি' ভরয়ে উদর।। ১৯।।
কুম্ভীপাক-নরকে তাহারে তবে পেলি'।
যাতনা ভুঞ্জায়ে পাছে তপ্ত তৈল ধরি'।। ২০।।
ব্রহ্মঘাতী যেবা জন কালসূত্রে পড়ে।
অযুত যোজন যা'র দীর্ঘ-পরিসরে।। ২১।।
তবে তপ্ত তাম্রখলে পেলিয়া তাহারে।
তা'র হেটে, উপরে, চৌদিকে অগ্নি জ্বলে।। ২২।।
সকল শরীর পুড়ি' হয় খণ্ড খণ্ড।
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় মরে, তাহে যমদণ্ড।। ২৩।।
কোটি কোটি বৎসর নরক ভোগ করে।
মহাপাতকীর তা'তে না দেখি উদ্ধারে।। ২৪।।
নিজধর্ম্ম পরিহরি' পরধর্ম্ম করে।
করিয়া পাষণ্ডসঙ্গ বেদপথ ছাড়ে।। ২৫।।
চাবুক মারিয়া ফেলে অসিপত্র-বনে।
অসিধার পত্রে অঙ্গ করে খান-খানে।। ২৬।।
তালবন-তীক্ষ্ণধার পত্র ভয়ঙ্কর।
খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটয়ে কলেবর।। ২৭।।
লোকদণ্ড করে রাজা, লঙ্ঘয়ে ব্রাহ্মণ।
শূকরবদনে তা'র হয় নিপাতন।। ২৮।।
পরে দুঃখ দিয়া যেবা পরবৃত্তি হরে।
সে পাতকী অন্ধকূপে পচে নিরন্তরে।। ২৯।।
দংশ-মশা-পশু-পক্ষি যেবা বধ করে।
অন্ধকূপে পড়িয়া নরক ভোগ করে।। ৩০।।

বিভজিয়া না খায়, না করে যজ্ঞ-দানে।
ক্রিমিভক্ষ্য-নরকে তাহার নিপাতনে।। ৩১।।
ক্রিমিকুণ্ড এক লক্ষ যোজন বিস্তারে।
ক্রিমি-কীট বেঢ়ি' খায় তাহার ভিতরে।। ৩২।।
যেবা হরে পরধন বল-ছল করি'।
ব্রাহ্মণের ধন যেবা আনে অপহরি'।। ৩৩।।
তপ্ত সাঁড়াশী দিয়া যমের কিঙ্করে।
খসায় অঙ্গের মাংস, পরাণে না মারে।। ৩৪।।
অগম্য-গমন-কাম করে যেবা নরে।
অগম্য-পুরুষ-সঙ্গে যে নারী বিহরে।। ৩৫।।
লৌহময় নর-নারী তপত করিয়া।
ধরিয়া দেখায় কোল চাবুক মারিয়া।। ৩৬।।
নানা যোনি গমন করয়ে যেবা নরে।
শিমূলীকণ্টক-বনে পেলায় তাহারে।। ৩৭।।
শিমূলী-গাছের কাঁটা বজ্রের সমান।
তাহে আলিঙ্গন দিয়া হরয়ে পরাণ।। ৩৮।।
ধর্ম্মশীল সাধুজনে যেবা নিন্দা করে।
বৈতরণীনদী-জলে পেলায় তাহারে।। ৩৯।।
বিষ্ঠা-মূত্র রক্ত মাংস-তরঙ্গ-কল্লোলে।
তাহাতে মজিয়া পাপী পচে চিরকালে।। ৪০।।
দম্ভে যজ্ঞ-পূজা করি' পিতৃদেব ভজে।
ছাগল-মহিষ-পশু বলি দিয়া পূজে।। ৪১।।
বৈশস-নরক যা'খে বধস্থান বলি।
নরক ভুঞ্জায়ে তা'রে, তথা লৈঞা পেলি।। ৪২।।
ছাগ-মহিষের রূপ ধরি' ভয়ঙ্কর।
খণ্ড খণ্ড করি' তা'র কাটে কলেবর।। ৪৩।।
আর্তনাদ করি' কান্দে হইয়া ফাপর।
মহাশূলে তা'র অঙ্গ বিন্ধে নিরন্তর।। ৪৪।।
পরঘর, পরগ্রাম লুটি' পুড়ি' খায়।
অন্তকালে যমদূতে বান্ধি' লঞা যায়।। ৪৫।।
শত শত কুক্কুর বিকটদন্তধরে।
খসাঞা অঙ্গের মাংস খায় নিরন্তরে।। ৪৬।।
অসত্য বচন বলে সভার ভিতরে।
মিথ্যা সাক্ষী দিয়া যেবা ন্যায়ভঙ্গ করে।। ৪৭।।
শতেক যোজন উচ্চ পর্ব্বতে তুলিয়া।
হেট মাথা করি' তা'রে পেলায় ঠেলিয়া।। ৪৮।।
এইরূপে শত শত মারয়ে আছাড়।
পরাণে না মারে পাপী না হয় উদ্ধার।। ৪৯।।
অতিথি দেখিয়া যেবা ক্রোধ করে মনে।
ভক্ষ্যভয়ে না করয়ে তাঁ'র সম্ভাষণে।। ৫০।।
বজ্রতুণ্ড গৃধ্র-কাকমহা-ভয়ঙ্করে।
টান দিয়া তা'র আঁখি বেঢ়িয়া উপাড়ে।। ৫১।।
এইরূপ আছে শত-সহস্র যাতনা।
কাহার শকতি পারে করিতে গণনা? ৫২
নারকী নরক ভোগ করে একে একে।
সকল নরক ভোগ করে কর্ম্মপাকে।। ৫৩।।
পাতকীর পাপগতি কহিলুঁ সংক্ষেপে।
বুঝিয়া গোবিন্দপদ ভজ সর্ব্বলোকে।। ৫৪।।
যেবা শুন, শুনায় নরক-উপাখ্যান।
পাপবুদ্ধি নহে তা'র, হয় দিব্যজ্ঞান।।" ৫৫।।
ভাগবত-আচার্য্যের বচন-মাধুরী।
সাবধানে শুন ভাই, কৃষ্ণে মন ধরি'।। ৫৬।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পঞ্চমস্কন্ধে কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী-অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।। ৮।।

পঞ্চমস্কন্ধঃ সমাপ্তঃ।। ৫।।

ষষ্ঠ স্কন্ধ

প্রথম অধ্যায়

বেপন্তে দুরিতানি মোহমহিমা সম্মোহমালম্বতে, সাতঙ্কং নখরঞ্জনং কলয়তে শ্রীচিত্রগুপ্তঃ কৃতী।
সানন্দং মধুপর্কসংভৃতবিধৌ বেধাঃ স্বয়ং যত্নবান্, বক্তুং নাম তবেশ্বরাভিলষিতে ক্রমঃ কিমন্যৎ পরম্।। ১।।

—শ্রীপদ্যাবলী—২০, শ্রীনাম-মাহাত্ম্যম্

পাপ-দমনার্থ প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা
(কামোদা-রাগ)

তবে রাজা জিজ্ঞাসিলা ভয় পাঞা মনে।
'সভেই নরকভোগ করে জনে জনে।। ২।।
সুকৃতী দুষ্কৃতী কিবা নাহিক বিচার?
এমতে না দেখি কোন জীবের নিস্তার।। ৩।।
প্রথমে নিবৃত্তি-পথ কহিলে বিস্তার।
প্রবৃত্তিলক্ষণ-ধর্ম্ম কহিলে সকল।। ৪।।
অধর্ম্মলক্ষণ, নানানরক কহিলে।
একে একে পুণ্য-পাপ সকল বর্ণিলে।। ৫।।
কিরূপে নরক-ভোগ জীবের না হয়।
এ সব কহিবে মোরে, খণ্ডুক সংশয়।।" ৬।।
মুনি বলে,—"শুন রাজা, ভয় পরিহর।
আমার বচন তুমি দৃঢ়চিত্তে ধর।। ৭।।
পাপ কৈলে প্রায়শ্চিত্ত না করে যে জন।
অন্তকালে হয় তা'র নরকে গমন।। ৮।।
এ বোল বুঝিয়া জীব যতন করিয়া।
গুরু-লঘু পাপ-পুণ্য বিচার করিয়া।। ৯।।
কায়মনোবাক্যে যেবা প্রায়শ্চিত্ত করে।
সে-জন না যায়, রাজা যমের দুয়ারে।।" ১০।।

অন্তঃকরণ-শুদ্ধির গৌণপথ—প্রায়শ্চিত্ত

রাজা বোলে,—"মোর চিত্তে এ বোল না লয়।
প্রায়শ্চিত্তে কেমতে দুরিত-নাশ হয়? ১১
আপনেহ জানে—পাপে হয় অধোগতি।
জানিঞা করয়ে পাপ—এ কোন্ যুকতি? ১২
প্রায়শ্চিত্তে কেমনে সে পাপ দূর হয়?
মোর মনে, মুনি তুমি, করা'লে সংশয়।। ১৩।।
জানিঞা যে করে পাপ, না করে বিচার।
ব্যর্থ প্রায়শ্চিত্তে তা'র কোন্ প্রতিকার?" ১৪
মুনি বলে,—"শুন রাজা, তুমি সুপণ্ডিতে।
আমি তাহা কহি, তাহা শুন সাবহিতে।। ১৫।।
কর্ম্ম হৈতে কর্ম্ম-নাশ একান্ত না হয়।
মূর্খ দেখি' প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে নির্ণয়।। ১৬।।
পণ্ডিতে করিব পাপ, এ কোন্ বিচার?
প্রায়শ্চিত্ত ধরে মূর্খজনে অধিকার।। ১৭।।
পথ্যযোগে রোগিজনে করয়ে আহার।
কুপথ্য ছাড়িলে রোগ টুটয়ে তাহার।। ১৮।।
এইরূপে প্রায়শ্চিত্ত নিয়ম করিয়া।
পাপ হৈতে পাপিজনে আনে নিবারিয়া।। ১৯।।
শুভকর্ম্ম তাহারে করাই নিরন্তর।
অলপে অলপে পাপ খণ্ডয়ে সকল।। ২০।।
শুভকর্ম্ম করিতে নির্ম্মল হয় চিত্ত।
তত্ত্বজ্ঞান হয় তা'র খণ্ডয়ে দুরিত।। ২১।।
তে-কারণে করি' প্রায়শ্চিত্ত-নিরূপণ।
আর কথা কহি, রাজা স্থির কর মন।। ২২।।

শ্রীকৃষ্ণনাম গ্রহণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত

কেহ কেহ ভকতি করিয়া নারায়ণে।
অশেষ দুরিত-দুঃখ করয়ে খণ্ডনে।। ২৩।।
দান-ব্রত-তপোযজ্ঞ নানাকর্ম্ম করে।
তথাপি তেমতে তা'র দুরিত না হরে।। ২৪।।
বৈষ্ণব-চরণ ভজে, কৃষ্ণে ধরে মন।
তবে ত' তাহার হয় পাপ-বিমোচন।। ২৫।।
এই ত' উত্তম পথ সর্ব্বপাপ-হর।
হরিপরায়ণ যথা রহে নিরন্তর।। ২৬।।

প্রায়শ্চিত্ত শত যত্ন করিয়া করয়।
গোবিন্দবিমুখ-জন পবিত্র না হয়।। ২৭।।
সুরাকুম্ভ শুদ্ধ যেন নহে গঙ্গানীরে।
শ্রীহরিবিমুখ জন পুণ্যে নাহি তরে।। ২৮।।
একবার কৃষ্ণপদে যেবা ধরে মন।
আছুক সকল রূপ করিব চিন্তন।। ২৯।।
সর্ব্বভাবে ভজিব আছুক তা'র কথা।
যে-জন সে জন হউ, রহু যথা তথা।। ৩০।।
অনুরাগে চিত্ত ধরে শ্রীহরি চরণে।
স্বপনেহ নহে তা'র যম-দরশনে।। ৩১।।
কিবা যম, যমদূত না দেখে স্বপনে।
আছুক মরণকালে না হৈব দর্শনে।। ৩২।।
সর্ব্বপাপ-প্রায়শ্চিত্ত হঞা থাকে যা'র।
সেই সে গোবিন্দে পারে চিত্তে ধরিবার।। ৩৩।।
কহিব তোমারে ইতিহাস পুরাতন।
যমদূত-বিষ্ণুদূত-সংবাদ-কথন।। ৩৪।।

শ্রীঅজামিলোপাখ্যান

কান্যকুব্জ-দেশে এক আছিল ব্রাহ্মণে।
দাসীপতি, দুষ্টাচার 'অজামিল'-নামে।। ৩৫।।
পরপীড়া করিয়া হরয়ে পরধন।
কপট-কৈতব করি' ভাণ্ডে সর্ব্বজন।। ৩৬।।
নানাপাপ-কর্ম্ম করি' পুষে সুত-দার।
সর্ব্ব-লোকে পীড়য়ে পাতকী দুরাচার।। ৩৭।।
আটাশী বৎসর তা'র গেল এই মনে।
মরণ-সময় আসি' দিল দরশনে।। ৩৮।।
দাসীর উদরে পুত্র হৈল দশ জন।
কনিষ্ঠ পুত্রের নাম থুইল 'নারায়ণ'।। ৩৯।।
শিশুভাব হৈতে তা'র বান্ধিল হৃদয়।
পুত্রস্নেহে তা'র মনে আন নাহি লয়।। ৪০।।
শয়ন, ভোজন, পান করয়ে যখনে।
ডাক দিয়া শিশুপুত্র আনয়ে তখনে।। ৪১।।
শয়ন-ভোজন-পান করাই' তনয়ে।
পাছে অজামিল পান-ভোজন করয়ে।। ৪২।।

মৃত্যুকালে যমদূত ও বিষ্ণুদূতগণের আগমন

এইরূপে থাকিতে মরণকাল হৈল।
তিন যমদূত আসি' দরশন দিল।। ৪৩।।
মহা-ঘোরতর তা'রা বিকট-দর্শনে।
অজামিলে বলে ধরি' বান্ধিল যতনে।। ৪৪।।
দূরে খেলা খেলে শিশুপুত্র নারায়ণে।
আকুল-হৃদয়ে পুত্রে ডাকিল ব্রাহ্মণে।। ৪৫।।
ঘর্ঘর-শবদে বোলে—'আয় নারায়ণ।'
হেনকালে বিষ্ণুদূত আইল চারিজন।। ৪৬।।
তাঁ'রা বোলে—'ছাড় ছাড়, আরে দুরাচার।
কেন বা বান্ধিস্ বিপ্রে করিস্ প্রহার? ৪৭
ব্রাহ্মণের মুখে উচ্চারিল হরিনাম।
তমু তোরা লঞা যাবি—এত বড় প্রাণ?' ৪৮
তা'-সভার বচন শুনিঞা যমদূতে।
মনে ভয় পাঞা তবে লাগিলা বলিতে।। ৪৯।।
'তুমি-সব কেবা হও, দূত বা কাহার?
কোথা হৈতে কোথা যাহ, কি নাম তোমার? ৫০
নবঘন শ্যাম-তনু, মধুর-মূরতি।
সূর্য্যসম তেজ ধর, নিরমল-কান্তি।। ৫১।।
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম ধর চারি ভুজে।
হেন-মণি-অলঙ্কার শরীরে বিরাজে।। ৫২।।
তোমা'-সভা দেখি মহাপুরুষ-লক্ষণ।
তবে কেনে কর ধর্ম্মমর্য্যাদা লঙ্ঘন? ৫৩
আমি-সব হই ধর্ম্মরাজ-অনুচর।
কেন তাঁ'র আজ্ঞা-ভঙ্গ কর এত বড়?' ৫৪
এতেক বচন শুনি' পারিষদগণ।
হাসিয়া উত্তর তাঁরা দিল চারি জন।। ৫৫।।
'যদি তোরা হও ধর্ম্মরাজের কিঙ্কর।
কি ধর্ম্ম জানিস্—কহ আমার গোচর।।" ৫৬।।
এ বোল শুনিয়া যমদূত তিনজনে।
ধর্ম্ম কহে কৃষ্ণ-পারিষদ-বিদ্যমানে।। ৫৭।।

যমদূতগণ-কর্ত্তৃক ধর্ম্মাধর্ম্ম ও
অজামিলের পাপ-কথন

'বেদমুখে শুনি ধর্ম্ম-বেদ নারায়ণ।
বেদ বুঝাইলে ধর্ম্ম করে সর্ব্বজন।। ৫৮।।
বেদ-বিনিন্দিত পথ অধর্ম্ম জানিব।
ত্রিগুণজনিত বেদ মুখে বিচারিব।। ৫৯।।
শশী, সূর্য্য, দিবস, রজনী, হুতাশন।
পৃথিবী, আকাশ, দিক্, আপ্ যে পবন।। ৬০।।
এ সব ধর্ম্মের সাক্ষী, ধর্ম্মতত্ত্ব জানে।
ধর্ম্মাধর্ম্ম-নির্ণয় বুঝায় দশ জনে।। ৬১।।
শুভকর্ম্ম করে যদি শুভ-ফল পায়।
পাপকর্ম্ম করিয়া নরক অনুভায়।। ৬২।।
পাপ-পুণ্য-ভোগ পাপ-পুণ্য-অনুসারে।
এক জীব নানা-মতে কর্ম্ম ভোগ করে।। ৬৩।।
যা'র যেন স্বভাব বুঝিয়া অনুমানে।
পূর্ব্বজন্ম পাপ-পুণ্য করি নিরূপণে।। ৬৪।।
যদি বলে,—মুঞি কর্ম্ম না করিব আর।'
স্বভাবে করায় কর্ম্ম, কি দোষ তাহার? ৬৫
কর্ম্মে জীব আপনা' বান্ধিয়া বিমোহিত।
কর্ম্মবন্ধে অনাদি সংসার নিয়োজিত।। ৬৬।।
অবিদ্যা-প্রসঙ্গ করি' জীবের বন্ধন।
ভজিলে গোবিন্দ-পদ ছিণ্ডয়ে তখন।। ৬৭।।
সর্ব্বধর্ম্মযুক্ত ছিল এই অজামিল।
শান্ত, দান্ত, ধৃতব্রত, সত্যদয়াশীল।। ৬৮।।
দেব-দ্বিজ-গুরুগণে করিয়া সেবন।
সর্ব্বভূত-হিত-রত আছিল ব্রাহ্মণ।। ৬৯।।
সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, ধর্ম্মপরায়ণে।
একদিন বনে গেল বাপের বচনে।। ৭০।।
ফুল, ফল, কুশ, কাষ্ঠ লঞা দ্বিজবর।
বন হৈতে ঘরে আইসে বাপের নিয়ড়।। ৭১।।
পথে এক শূদ্র সহে হৈল দরশন।
করিয়া মদিরা পান কামে অচেতন।। ৭২।।
দাসীসঙ্গে ক্রীড়া করে, নাচয়ে খেলয়ে।
বৃষলী করিয়া কোলে হাসয়ে, ঢুলয়ে।। ৭৩।।
দুহার বসন নাহি, দুহে নাহি জানে।
দেখিয়া ব্রাহ্মণ হৈল কামে অচেতনে।। ৭৪।।
যতন করিয়া কৈল চিত্ত-সমাধান।
চিত্ত নিবারিতে না পারিল মতিমান্।। ৭৫।।
কামে বিমোহিত হৈল দাসী-দরশনে।
কুল-শীল লজ্জা-ভয় তেজিল ব্রাহ্মণে।। ৭৬।।
যতেক আছিল ধন বাপের সঞ্চিত।
তাহা দিয়া সন্তোষিল বৃষলীর চিত্ত।। ৭৭।।
চুরি করি', মিথ্যা বলি' কৈতব-প্রবন্ধে।
পরদ্রব্য, পরবিত্ত, আনে নানাছন্দে।। ৭৮।।
পরপীড়া করিয়া আনয়ে পরধন।
এত মতে করে তা'র কুটুম্ব-ভরণ।। ৭৯।।
কুলবতী সতী নারী তেজে আপনার।
কুলটার সঙ্গে তেজে আশ্রম আচার।। ৮০।।
নিরবধি মদ্যপান করয়ে ব্রাহ্মণ।
বৃষলীর সঙ্গে রহে কামে অচেতন।। ৮১।।
তে-কারণে লঞা যাই যম-বিদ্যমানে।
যমদণ্ড হৈলে দ্বিজ পা'বে পরিত্রাণে।। ৮২।।
এতেক বচন শুনি' শ্রীহরিকিঙ্কর।
যমদূতে তবে তাঁ'রা দিলেন উত্তর।। ৮৩।।

শ্রীবিষ্ণুদূতগণ-কর্ত্তৃক যথার্থ প্রায়শ্চিত্ত,
আত্মধর্ম্ম ও শ্রীনামমাহাত্ম্য বর্ণন

'হরি হরি, এত বড় দেখিল প্রমাদ।
ধর্ম্মরাজ হঞা করে এত অপরাধ! ৮৪
অদণ্ড্যে দণ্ডয়ে, পুণ্যলোকে পাপ ধরে।
ধর্ম্মরাজ হঞা হেন দুষ্ট কর্ম্ম করে! ৮৫
সকল লোকের পিতা, গুরু, হিতকারী।
সে যদি বিরূপ করে, কা'রে ভাল বলি? ৮৬
কাহাতে শরণ পশি' এ লোক তরিব?
কাহা হৈতে ধর্ম্মাধর্ম্ম সংসারে জানিব? ৮৭

মহাজনে যে যে কর্ম্ম করয়ে আচার।
সেই অনুসারে অন্যে করয়ে বেভার।। ৮৮।।
পশুমতি আপনে না জানে ভাল মন্দ।
দেখিয়া শ্রেষ্ঠের কর্ম্ম করে অনুবন্ধ।। ৮৯।।
পাপ-পুণ্যে যদি নাহি যমের বিচার।
সর্ব্বলোকে তবে এই রহিল আচার।। ৯০।।
এ ব্রাহ্মণে কৈল কোটিজন্ম-পাপ-ক্ষয়।
হরি-নাম মুখে হৈল যখনে উদয়।। ৯১।।
সর্ব্বপাপ-প্রায়শ্চিত্ত হৈল সেইক্ষণে।
'নারায়ণ আয়'—বলি' বলিল যখনে।। ৯২।।
মিত্রদ্রোহী, গুরুদ্রোহী, স্বর্ণ-অপহারী।
নারী-রাজা-পিতৃঘাতী, হরে গুরুনারী।। ৯৩।।
সুরাপান, গোবধ যতেক পাপ করে।
হরিনাম-উচ্চারিলে সর্ব্বপাপ হরে।। ৯৪।।
সর্ব্বপাপ প্রায়শ্চিত্ত বেদে যত কহে।
কৃচ্ছ্র-চান্দ্রায়ণ-আদি যত দুঃখ সহে।। ৯৫।।
তমু তা'র তেনরূপ নহে পাপক্ষয়।
হরিনামে যেরূপে পাতক-নাশ হয়।। ৯৬।।
প্রায়শ্চিত্তে পাপ হরে, শুদ্ধ নহে মন।
পুনরপি পাপে চিত্ত ধায় তে-কারণ।। ৯৭।।
সর্ব্বপাপ খণ্ডা'তে যাহার মনে লয়।
হরিগুণ গান করি' শুধিব আশয়।। ৯৮।।
এ ব্রাহ্মণ সর্ব্বপাপ-প্রায়শ্চিত্ত কৈল।
মরণ সময়ে হরিনাম উচ্চারিল।। ৯৯।।
ছাড় ছাড়, আরে দূত, খসাহ বন্ধন।
অশেষ দুরিত বিপ্র কৈল বিমোচন।। ১০০।।
সঙ্কেতে বা পরিহাসে বোলে একবার।
হেলায় করয়ে যেবা গোবিন্দ উচ্চার।। ১০১।।
স্বধর্ম্ম বিহীন কিংবা স্বাশ্রম-পতিত।
অশেষ-পাতকযুক্ত, সন্তাপে তাপিত।। ১০২।।
'হরি'—হেন শবদ বোলয়ে একবার।
তবে ত' নরকবাস না হয় তাহার।। ১০৩।।
গুরু-লঘু পাপ-পুণ্য করিয়া বিচার।
করয়ে পণ্ডিতজনে পাপ-প্রতিকার।। ১০৪।।
তাহা হৈতে হয় সব দুরিত খণ্ডন।
অধর্ম্ম-জনিত নহে হৃদয়-শোধন।। ১০৫।।
যত যত প্রায়শ্চিত্ত বেদমুখে কহে।
বিনে হরি ভজিলে হৃদয় শুদ্ধ নহে।। ১০৬।।
অজ্ঞানে বা জ্ঞানে করে হরি-সংকীর্ত্তন।
সেইক্ষণে করে সব দুরিত দহন।। ১০৭।।
অগ্নির কণায়ে যেন দহে কাষ্ঠচয়।
এক হরিনামে মহাপাপরাশি দ'য়।। ১০৮।।
না জানিঞা করে যদি ঔষধ ভক্ষণ।
তমু তা'র গুণে হয় রোগ নিবারণ।। ১০৯।।
হরিনাম এইরূপ সর্ব্বধর্ম্মসার।
তোরা-সব না জানিস্ দুষ্ট দুরাচার।।' ১১০।।
এতেক বচন বলি' পারিষদগণ।
ব্রাহ্মণের কৈল যমপাশ-বিমোচন।। ১১১।।
অপমান পেয়ে তিন যমের কিঙ্কর।
সকল কহিল গিয়া যমের গোচর।। ১১২।।
অজামিল যমদণ্ডে পাঞা প্রতিকার।
চিন্তিতে লাগিল বিপ্র দেখি' চমৎকার।। ১১৩।।
প্রণাম করিয়া কৃষ্ণকিঙ্কর-চরণে।
কি বোল বলিব দ্বিজ—চিন্তে মনে মনে।। ১১৪।।
হেনকালে তাঁ'রা সব কৈল অন্তর্দ্ধান।
আপনার চিত্তে দ্বিজ করে অনুমান।। ১১৫।।
শুনিল বৈষ্ণব-ধর্ম্ম বৈষ্ণব-বদনে।
পরমবৈষ্ণব-সঙ্গে হৈল দরশনে।। ১১৬।।
সেইক্ষণে হৈল হরিভক্তি-উপাদান।
পূর্ব্বদোষ চিন্তি' দ্বিজ করে অনুমান।। ১১৭।।
'মুঞি ছার, অধম, পাপিষ্ঠ দুরাচার।
আপনেই সর্ব্বনাশ কৈলুঁ আপনার।। ১১৮।।
মোর কুলে কলঙ্ক রহিল এত বড়।
বৃষলীর সঙ্গে মোর মজিল সকল।। ১১৯।।
সতী কুলবতী নারী আপনার তেজি'।
অসতী মদ্যপনারী, দাসী-অঙ্গ ভজি।। ১২০।।
বৃদ্ধ পিতা-মাতা মোর, অনাথ দুঃখিত।
তা'-সভা তেজিলুঁ মুঞি হেন দুষ্টচিত্ত।। ১২১।।

কোন্ গতি হৈব মোর, কি হয় উপায়?
অবশ্য নরক-ভোগ এড়ান না যায়।। ১২২।।
স্বপন দেখিলুঁ কিবা, কিবা বিদ্যমান?
বন্ধন খসা'ল মোর চারি বলবান্।। ১২৩।।
দিব্য মহাপুরুষ পরম শুদ্ধময়।
খসাঞা বন্ধন মোর খণ্ডাইল সংশয়।। ১২৪।।
এইক্ষণে কত হৈত যমের তাড়না।
হেন দুঃখভোগ মোর কৈল বিমোচনা।। ১২৫।।
হেন মহাজন-সঙ্গে হৈল দরশনে।
অবশ্য উদ্ধার হৈব—হেন লয় মনে।। ১২৬।।
মুঞি ছার, বেশ্যাপতি, কেবল অধম।
মোহর জিহ্বায় কৈল হরি-সংকীর্ত্তন।। ১২৭।।
ব্রহ্মঘাতী, নির্লজ্জ, কপট, দুরাচার।
মোর মুখে 'নারায়ণ'-শবদ-উচ্চার।। ১২৮।।
এখনে যতন করি' ভজিব শ্রীহরি।
এ ঘোর নরকভোগ যাহা হৈতে তরি।। ১২৯।।
ত্তিরিময়ী মায়া-দড়ি মোহর বন্ধন।
শ্রীহরিচরণ ভজি' করিব মোচন।। ১৩০।।
হরিকথা, হরিনাম করিব কীর্ত্তন।
হরিপদ ভজিব, চিন্তিব অনুক্ষণ।।' ১৩১।।
এতেক বচন বলি' দ্বিজ অজামিল।
দেহমন গোবিন্দচরণে নিয়োজিল।। ১৩২।।

নামাভাসে শ্রীঅজামিলের
শ্রীবৈকুণ্ঠ প্রাপ্তি

গঙ্গাদ্বারে গিয়া কৈল কৃষ্ণ-আরাধন।
কৃষ্ণে মন ধরি' দ্বিজ তেজিল জীবন।। ১৩৩।।
সেইক্ষণে চারি মহাপুরুষ আসিয়া।
অজামিলে নিল দিব্য রথে চড়াইয়া।। ১৩৪।।
পতিত, নিন্দিত, দাসীপতি, দুরাচার।
অজামিল সম পাপী নাহি বলিবার।। ১৩৫।।
'নারায়ণ' নাম ধরি' পুত্রে ডাক দিল।
হেন মহাপাতকীয় পাতক খণ্ডিল।। ১৩৬।।
হরিনাম বিনে নাহি কর্ম্মবন্ধ টুটে।
বিনে কৃষ্ণ ভজিলে সংসার নাহি ছুটে।। ১৩৭।।
অজামিল-উপাখ্যান—বৈষ্ণব-চরিত্র।
পাপহর, পুণ্যকর, পরম পবিত্র।। ১৩৮।।
ভকতি করিয়া শুনে, করয়ে কীর্ত্তন।
না যায় নরক, নহে হয় দরশন।। ১৩৯।।
একে অজামিল, তাথে মরণ-সময়।
পুত্র ছলে একবার হরিনাম লয়।। ১৪০।।
তমু ত' তাহার হৈল বৈকুণ্ঠ-গমন।
শ্রদ্ধা-ভক্তি করিয়া যে করয়ে কীর্ত্তন।। ১৪১।।
সুস্থকালে সন্তোষে যে হরিনাম করে।
তাহার মহিমা কেবা পারে কহিবারে।।" ১৪২।।
রাজা বলে,—"যমদূতে জানাইল গোচরে।
যমরাজা কি দিলেন তাহার উত্তরে? ১৪৩
তিন লোকে যাঁ'র দণ্ডভঙ্গ নাহি শুনি।
তাঁ'র দণ্ডভঙ্গে ত' সংশয় হেন মানি।।" ১৪৪।।

শ্রীযমরাজের প্রতি তদীয়
দূতগণের অভিযোগ

মুনি কহে,—"শুন রাজা, কহিব তোমারে।
যমদূতে জানাইল যমের গোচরে।। ১৪৫।।
'এক অধিকারে আছে কত দণ্ডধর?
যদি বা সংসারে হৈল বিবিধ ঈশ্বর।। ১৪৬।।
তবে পাপ-পুণ্য কিছু নহিল নির্ণয়।
কোন্ জনা মুক্তি পাইব, কা'র মৃত্যুভয়? ১৪৭
যাহার ইচ্ছায় যা'র যেন গতি হয়।
দেখিয়া হইল বড় আমার সংশয়।। ১৪৮।।
পাপ-পুণ্য বিচারিয়া তুমি দণ্ড কর।
এই সে কারণে 'ধর্ম্মরাজ'-নাম ধর।। ১৪৯।।
এবে আর তোমার না দেখি অধিকার।
এ-সব লোকের আর না দেখি নিস্তার।। ১৫০।।
চারি মহাপুরুষ অদ্ভুত রূপ ধরে।
আসিয়া তোমার আজ্ঞা-দণ্ড ভঙ্গ করে।। ১৫১।।

মহাপাপী অজামিলে আনিব বান্ধিয়া।
ছাড়িয়া দিলেন তাঁ'রা বন্ধন খসাঞা।। ১৫২।।
কি নাম তাঁহার, তাঁ'রা কাহার কিঙ্করে?
এ-সব বিবরি', প্রভু, কহিবে আমারে।।' ১৫৩।।

শ্রীযমরাজের শ্রীহরিনাম ও
শ্রীবৈষ্ণব-মাহাত্ম্য-বর্ণন

ধর্ম্মরাজ বলে,—'আরে, শুন দূতগণ।
চরাচর-জগৎ-ঈশ্বর—নারায়ণ।। ১৫৪।।
যাঁ'র অংশ—ব্রহ্মা-বিষ্ণু-হর-মহেশ্বর।
যাঁ'র মায়াপাশে বন্দী সব চরাচর।। ১৫৫।।
আমি-সব বন্দী যাঁ'র মায়াময় পাশে।
সভেই প্রভুর আজ্ঞা পালয়ে তরাসে।। ১৫৬।।
নাকে দড়ি দিয়া যেন বলদ বান্ধয়।
সাবধান হঞা রহে গৃহস্থের প্রায়।। ১৫৭।।
চন্দ্র-সূর্য্য-ইন্দ্র-আদি বরুণ, পবন।
আপনে বিরিঞ্চি, হর, সিদ্ধ, সাধ্যগণ।। ১৫৮।।
এ সবে যাঁহার মায়া বুঝিতে না পারে।
সেই সে সবার প্রভু, সবার ঈশ্বরে।। ১৫৯।।
তাঁ'র পারিষদগণ ভ্রময়ে সংসারে।
অলক্ষিতরূপে, কেহ চিনিতে না পারে।। ১৬০।।
ভকত-রক্ষণ-হেতু সে-সব ভ্রময়ে।
কিরূপে কোথাতে রহে, কেহ না বুঝয়ে।। ১৬১।।

ভাগবত-ধর্ম্মের সুগোপ্যত্ব ও
শ্রীহরিসংকীর্ত্তনের শ্রেষ্ঠত্ব

ভাগবত-ধর্ম্ম কৃষ্ণ কহিল আপনে।
যোগীন্দ্র, মুনীন্দ্র যাঁ'র তত্ত্ব নাহি জানে।। ১৬২।।
বিরিঞ্চি, নারদ, শম্ভু, সনৎকুমার।
কপিল, প্রহ্লাদ, স্বায়ম্ভুব-মনু আর।। ১৬৩।।
শুক, বলি, ভীষ্ম, আমি, জনক-রাজনে।
ভাগবত-ধর্ম্ম জানে এ দ্বাদশ জনে।। ১৬৪।।
ভাগবত-ধর্ম্ম কেহ না বুঝয়ে আর।
পরম গোপিত ধর্ম্ম, সূক্ষ্মগতি যা'র।। ১৬৫।।
এই সে পরম ধর্ম্ম জানিব সংসারে।
ভক্তিভাবে হরি-নাম-গুণ গান করে।। ১৬৬।।
দেখ বৎস, হরিনাম-কীর্ত্তনে কি ফল।
বৈকুণ্ঠনগর যায় হঞা অজামিল! ১৬৭
হরি-নাম-গুণ-কর্ম্ম-কীর্ত্তন-শ্রবণে।
সকল দুরিত হরে,—বলে যে-যে জনে।। ১৬৮।।
তা'রা তা'রা কীর্ত্তন-মহিমা নাহি জানে।
হরিনামে পাপ হরে—এই বড় মানে।। ১৬৯।।
যদি হরিনামে সব পাপ দূর হয়।
অজামিল হঞা কেনে মুক্তিপদ পায়? ১৭০
যত যত মহাজন প্রায় বেদ-জড়।
বিষ্ণুমায়া-বিমোহিত সে সকল নর।। ১৭১।।
অশ্বমেধ-আদি মহাকর্ম্ম পরায়ণ।
মধুপুষ্প-সম ফল—স্বর্গ আরোহণ।। ১৭২।।
এই বাক্য বুঝিয়া যতেক বধুজনে।
সর্ব্বভাবে ভকতি করয়ে নারায়ণে।। ১৭৩।।
তাহাতে আমার নাহি দণ্ডে অধিকার।
যদ্যপি অশেষ পাপ দেখিয়ে তাহার।। ১৭৪।।
সর্ব্বপাপ হরে তাঁ'র হরি-সংকীর্ত্তনে।
তুমি-সব না যাইহ তাঁ'র সন্নিধানে।। ১৭৫।।
সর্ব্বভূত-হিতে রত হরিপরায়ণ।
তাঁহার পবিত্র যশ গায় সুরগণ।। ১৭৬।।
কভু জানি যাহ তোরা তাঁ'র সন্নিধানে।
নহে কাল-ভয় তাঁ'র যম-দরশনে।। ১৭৭।।
মুকুন্দ-পদারবিন্দ-মকরন্দ-রসে।
সতত বিমুখ যা'রে দেখহ বিশেষে।। ১৭৮।।
দেহ-গেহে দেখ যা'র দৃঢ় অনুবন্ধ।
বৈষ্ণব-জনের সনে নহে যা'র সঙ্গ।। ১৭৯।।
তা-সভা আনিহ, তা'থে নাহিক বিচার।
করিহ তাহারে তোরা দণ্ড-পরহার।। ১৮০।।
যা'র জিহ্বা হরিনাম কভু না উচ্চারে।
যা'র শির কৃষ্ণপদে প্রণাম না করে।। ১৮১।।
যা'র চিত্তে কৃষ্ণপদ না করে স্মরণে।
তা'-সভারে আনিহ আমার বিদ্যমানে।। ১৮২।।

'নারায়ণ পুরুষ পুরাণ জগন্নাথ।
একবার ক্ষম, প্রভু, মোর অপরাধ।। ১৮৩।।
সেবকের অপরাধে প্রভু দণ্ড পায়।
ভৃত্য-অপরাধে প্রভু দণ্ডিতে জুয়ায়।। ১৮৪।।
নমো নমো নারায়ণ, মোর নমস্কার।
মোর অপরাধ, প্রভু, ক্ষম একবার।।' ১৮৫।।
হরিনাম-সংকীর্ত্তন—জগতমঙ্গল।
মহাভয়-বিনাশন, মহাপাপহর।। ১৮৬।।
হরিনাম-শ্রবণ-কীর্ত্তন-গুণগানে।
শুন বাছা, বেদে যাঁ'র মহিমা না জানে।।' ১৮৭।।
এতেক বচন শুনি' যমদূতগণে।
নামের মহিমা শুনি' ভয় পাইল মনে।। ১৮৮।।
আছুক বৈষ্ণব-জনার যাইতে সন্নিধানে।
বৈষ্ণবের নাম শুনি' ভয়ে কম্পমানে।। ১৮৯।।
আছিলা অগস্ত্যমুনি মলয়পর্ব্বতে।
আপনে কহিলা তেঁহ, শুন সভাসতে।। ১৯০।।
কহিলুঁ তোমারে, শুন রাজা পরীক্ষিৎ।
হরিসংকীর্ত্তন-ফল জগতে গোপিত।।" ১৯১।।
ভক্তিরস-গুরু শ্রীল-গদাধর জান।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস গান।। ১৯২।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে ষষ্ঠস্কন্ধে কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী-প্রথমোঽধ্যায়ঃ।। ৫।।

দ্বিতীয় অধ্যায়

দক্ষ-সৃষ্টি বর্ণন
(বরাড়ী-রাগ)

তবে রাজা জিজ্ঞাসিল শুকদেব স্থানে।
দক্ষসৃষ্টি বিস্তারিয়া কহিবে এখনে।। ১।।
রাজার বচন শুনি' মুনি যোগেশ্বর।
'সাধু সাধু' বাখানিঞা দিলেন উত্তর।। ২।।
"প্রাচীনবরিহি-রাজা পূরবে আছিল।
'প্রচেতস'-নামে তা'র দশ পুত্র হৈল।। ৩।।
জলের ভিতর রহি' সহস্র বৎসর।
কৃষ্ণ আরাধিল তপ করিয়া দুষ্কর।। ৪।।
আপনে আসিয়া বর দিলা নারায়ণ।
জলে হৈতে উঠে তবে তা'রা দশজন।। ৫।।
বৃক্ষগণে ব্যাপিত দেখিল মেদিনী।
ক্রোধ করি' মুখ হৈতে জ্বালিল আগুনি।। ৬।।
পোড়াঞা পৃথ্বীর বৃক্ষ কৈলা ভস্মসাৎ।
হেনকালে আইলা ব্রহ্মা ত্রিভুবননাথ।। ৭।।
'বৃক্ষসৃষ্টি না পোড়াহ—এই বাক্য ধর।
বৃক্ষগণে কন্যা দিবে, তাহা বিভা কর।।' ৮।।
এতেক বলিয়া ব্রহ্মা গেলা নিজ-স্থানে।
হেনকালে কন্যা আনি' দিল বৃক্ষগণে।। ৯।।
সেই কন্যা বিভা কৈল দশ সহোদরে।
রাজ্যভোগ কৈল দশ সহস্র বৎসরে।। ১০।।

প্রাচেতস-দক্ষের
শ্রীবিষ্ণু-পূজন

'দক্ষ' পুত্র জন্মাইল দশ সহোদরে।
পূর্ব্ব-জন্মে যা'রে বিড়ম্বিল মহেশ্বরে।। ১১।।
শিব-শাপে ছাগমুখ দক্ষের আছিল।
সে তনু তেজিয়া আর তনু যে ধরিল।। ১২।।
তবে তা'রা দশ ভাই ভজিয়া শ্রীহরি।
অন্তকালে তনু তেজি' গেল বিষ্ণুপুরী।। ১৩।।
দক্ষ-প্রজাপতি পাইল রাজ্য অধিকার।
নানা কর্ম্ম করি' থুইল যশ চমৎকার।। ১৪।।

তবে দক্ষ-প্রজাপতি মহা-তপ করি'।
বিন্ধপাদ-গিরিতটে ভজিল শ্রীহরি।। ১৫।।
পুণ্য তীর্থ আছে তথা—'অঘ-বিঘর্ষণ'।
ত্রিকাল করিয়া স্নান পূজে নারায়ণ।। ১৬।।
স্তুতি-ভক্তি-প্রণতি বিবিধ-মতে কৈল।
তুষ্ট হঞা বর তা'রে জগন্নাথ দিল।। ১৭।।

শ্রীনারদের উপদেশে দক্ষকুমারগণের
শ্রীহরি ভজনার্থ গৃহধর্ম্ম-ত্যাগ

'পঞ্চজন'-নামে এক আছিল নৃপতি।
তা'র কন্যা বিভা কৈল দক্ষ-প্রজাপতি।। ১৮।।
'অসিক্লী' তাহার নাম, রাজার দুহিতা।
পরম সুন্দরী দেবী দক্ষের বনিতা।। ১৯।।
এককালে জনমিল অযুত কুমার।
দক্ষ আজ্ঞা দিল তা'রে সৃষ্টি করিবার।। ২০।।
বাপের আজ্ঞায় তা'রা গেল তপোবনে।
পথেতে নারদ আসি' দিল দরশনে।। ২১।।
'আরে রে, বালক তোরা কোন্ যুক্তি কর?
আমার বচন তোরা একচিত্তে ধর।। ২২।।
পৃথিবীর অন্ত লহ পর্য্যটন করি'।
তবে তোরা পাছে সৃষ্টি করিহ বিচারি'।। ২৩।।
এতেক বচন যদি নারদ কহিলা।
পৃথ্বী-পর্য্যটনে তবে সভাই চলিলা।। ২৪।।
মনে দুঃখ পাঞা তবে দক্ষ-প্রজাপতি।
অযুত তনয় আর কৈল উতপতি।। ২৫।।
বাপে আজ্ঞা দিল,—শুন আমার বচনে।
সকল মেলিয়া কর অপত্য-সৃজনে।।' ২৬।।
আজ্ঞা পাইয়া গেল তাঁ'রা তপ করিবারে।
পথে আসি' কহিল নারদ যোগেশ্বরে।। ২৭।।
'জ্যেষ্ঠবর্গ গেল তোদের পৃথ্বী-পর্য্যটনে।
আগে তা'র উদ্দেশ করহ ভাইগণে।। ২৮।।
বাপের বচন তবে করিহ পালন।'
এতেক বলিয়া মুনি গেলা তপোবন।। ২৯।।

শ্রীনারদের প্রতি প্রাচেতস
দক্ষের অভিশাপ

এইরূপে গেলা তা'রা অযুত তনয়।
দুঃখ পাঞা দক্ষ কোপ কৈল অতিশয়।। ৩০।।
'ভাল ত নারদ তুমি, হরিভক্তি ধর।
ভাল শান্ত দান্ত তুমি, পরহিত কর।। ৩১।।
শাপিল তোমারে আজি কে রাখিতে পারে?
'নিরবধি জগৎ ভ্রমিবে একেশ্বরে।। ৩২।।
একদিন এক স্থানে নহে যেন স্থিতি।'
স্বীকার করিয়া লৈল মুনি মহামতি।। ৩৩।।
দুঃখ-শোক পাঞা দক্ষ রহিল আপনে।
কন্যা-সৃষ্টি কৈল পাছে ব্রহ্মার বচনে।। ৩৪।।

প্রাচেতস-দক্ষের কন্যা ও তৎপতিগণ

ষাটি কন্যা জনমিল দক্ষের মন্দিরে।
সাতাইশ দুহিতা তা'র দিল 'শশধরে'।। ৩৫।।
দশ কন্যা কৈল তা'র 'ধর্ম্মে' সম্প্রদান।
'কশ্যপে'রে ত্রয়োদশ কন্যা কৈল দান।। ৩৬।।
'শিবে' তার দুই কন্যা কৈলা পরিণয়।
দুই কন্যা অঙ্গিরাকে দিল মহাশয়।। ৩৭।।
'কৃশাশ্ব'রে দুই কন্যা দিলা প্রজাপতি।
'তার্ক্ষ্যে' বিভা কৈল চারি কন্যা গুণবতী।। ৩৮।।
দেব, দানব, নাগ, অসুর, কিন্নর।
যক্ষ, রাক্ষস, পশু, পক্ষী চরাচর।। ৩৯।।
এইরূপে নানা-সৃষ্ট্যে জগৎ পূরিল।
কহিব কশ্যপ-সৃষ্টি যত রূপ হৈল।। ৪০।।
দিতি, দনু, কাষ্ঠা নাম, অদিতি, সুরসা।
সুরভি, অরিষ্টা, ইলা, মুনি, ক্রোধবশা।। ৪১।।
তিমি, তাম্রা-নাম আর সরমা-কুমারী।
কশ্যপের এই ত্রয়োদশ ধর্ম্ম-নারী।। ৪২।।
তিমির তনয় হৈল যত জলচরে।
ব্যাঘ্রজাতি জনমিল সরমা-উদরে।। ৪৩।।

সুরভির বংশে—পশু গো-মহিষ জাতি।
তাম্রার উদরে হৈল পক্ষীর উৎপত্তি।। ৪৪।।
জন্মিল অপ্সরাগণ মুনির উদরে।
ক্রোধবশার বংশে হৈল যত ফণধরে।। ৪৫।।
ইলার উদরে জনমিল তরুগণ।
সুরসার গর্ভে জাতুধানের জনম।। ৪৬।।
অরিষ্টার পুত্র যত গন্ধর্ব্ব জন্মিল।
তুরঙ্গ-গর্দ্দভ যত কাষ্ঠা-গর্ভে হৈল।। ৪৭।।
দনুর উদরে দানবের উপাদান।
কহিব যতেক তা'র দানব-প্রধান।। ৪৮।।
দ্বিমূর্দ্ধা, শম্বর, হয়গ্রীব বলবান্।
বিভাবসু, শঙ্কুশিরা, অয়োমুখ-নাম।। ৪৯।।
অরিষ্ট, কপিল আর স্বর্ভানু, অরুণ।
একচক্র, বৃষপর্বা, পুলোমা দারুণ।। ৫০।।
ধূম্রকেশ, বিপ্রচিত্তি, বিরূপাক্ষ-নাম।
এই সব মহাবীর দানব-প্রধান।। ৫১।।
বৃষপর্বা দানবের শর্মিষ্ঠা-কুমারী।
দিল তা'রে যযাতি রাজার ভার্য্যা করি'।। ৫২।।
বৈশানর-দানবের চারি কন্যা হৈল।
তা'র দুই কন্যা বিভা কশ্যপেরে দিল।। ৫৩।।
'কালকার' যত পুত্র 'কালকেয়' নামে।
পুলোমার যত পুত্র পৌলোম প্রধানে।। ৫৪।।
ষাটি যে সহস্র পুত্র—দানব প্রখরে।
তোমার বাপের বাপে মারিল সমরে।। ৫৫।।
অদিতির বংশে হৈল যত দেবগণ।
যাহার উদরে জন্ম লৈল নারায়ণ।। ৫৬।।
সূর্য্য বিভা কৈল 'সংজ্ঞা'-নামে কুলবতী।
তাঁ'র পুত্র শ্রাদ্ধদেব মনু-উতপতি।। ৫৭।।
যম আর যমুনা যমক দুই জন।
সংজ্ঞার উদরে তিন লভিল জনম।। ৫৮।।
'ছায়া'-নামে তাঁ'র আর এক পত্নী হৈল।
তাহার উদরে শনি, সাবর্ণি জন্মিল।। ৫৯।।
এইরূপে হৈল সূর্য্যবংশের বিস্তার।
তবে রাজা, শুন কথা, যে কহিব আর।। ৬০।।

দেবরাজের দুর্গতির কারণ—গুর্ববজ্ঞা

ত্রিভুবনে এক রাজা হৈল পুরন্দর।
সুর-সিদ্ধ-বিদ্যাধরে সেবে নিরন্তর।। ৬১।।
গুরু-অবজ্ঞানে তা'র শ্রীভ্রষ্ট হইল।
যুঝিয়া অসুরে ইন্দ্রে মারি' খেদাড়িল।। ৬২।।
ভয়ে যুদ্ধ তেজিয়া পলাইল দেবগণ।
ব্রহ্মার চরণে গিয়া লইল শরণ।। ৬৩।।
কৃপা করি' উত্তর দিলেন পদ্মাসনে।
'তুমি-সব অধর্ম্মে মজিলে সুরগণে।। ৬৪।।
গুরু-অবজ্ঞানে তুমি কৈলে সর্ব্বনাশ।
সেই ছিদ্র দেখি' পাইল অসুরে প্রকাশ।। ৬৫।।
গুরু আরাধিয়া তা'রা মহাবল ধরে।
এখন উচিত নহে যুদ্ধ করিবারে।। ৬৬।।
গুরু বৃহস্পতি তোমার কৈলা অন্তর্দ্ধান।
চাহিলেহ তুমি সব না পা'বে সন্ধান।। ৬৭।।
'বিশ্বরূপ'-নামে বিশ্বকর্ম্মার তনয়।
পরম তপস্বী তিঁহো যতি মহাশয়।। ৬৮।।
তুমি-সব তাঁ'রে পুরোহিত করি' বর'।
তাঁ'র উপদেশ লঞা তবে যুদ্ধ কর।।' ৬৯।।
এতেক বচন শুনি' যত সুরগণে।
সেইরূপে আইলা বিশ্বরূপ-বিদ্যমানে।। ৭০।।
দেবগণে মিলিয়া বরিল পুরোহিত।
যজ্ঞ আরম্ভিল বিশ্বরূপ সুপণ্ডিত।। ৭১।।
রিপুজয়-যজ্ঞ করাইল পুরন্দরে।
নারায়ণ-কবচ ধরিল কলেবরে।। ৭৩।।
তবে ইন্দ্র যুদ্ধ করি' অসুরে জিনিল।
দেবগণ-সব নিজ অধিকার পাইল।। ৭৪।।

ইন্দ্রের নৃশংসতা

এইরূপে যজ্ঞ করে দ্বিজ বিশ্বরূপে।
দৈবযোগে অসুরকে দিল যজ্ঞভাগে।। ৭৪।।
এ বোল শুনিঞা ক্রোধ কৈল পুরন্দরে।
ব্রাহ্মণের তিন মাথা কাটিল সত্বরে।। ৭৫।।

বিশ্বরূপ-দ্বিজের আছিল তিন মুণ্ড।
ইন্দ্র তাহা কাটিয়া করিল চারি খণ্ড।। ৭৬।।

ইন্দ্রের ব্রহ্মবধ-খণ্ডনপ্রকার

ব্রহ্মবধ সঞ্চরিল ইন্দ্রের শরীরে।
ইন্দ্রে চারি ভাগ করি' বিভজিল তারে।। ৭৭।।
দ্রুম, জল, ভূমি আর যত নারীগণ।
চারি ভাগে ব্রহ্মবধ পাইল চারিজন।। ৭৮।।
পৃথিবীর ব্রহ্মবধ বিদিত উষরে।
ফেন-বুদ্‌বুদে ব্রহ্মবধ জানি নীরে।। ৭৯।।
তরুগণে ব্রহ্মবধ আঠা-রূপে বহে।
নারীগণে ব্রহ্মবধ রজোযোগে রহে।। ৮০।।
এতেক প্রকারে ইন্দ্র ব্রহ্মবধে তরে।
পুত্রবধ শুনি' বিশ্বকর্ম্মা ক্রোধ করে।। ৮১।।

বৃত্রসুরার্দ্দিত দেবগণের শ্রীহরির নিকট শরণাপত্তি

'বৃত্র'-নামে অসুর সৃজিল ভয়ঙ্কর।
প্রলয়কালের যেন জ্বলন্ত অনল।। ৮২।।
ধূম্রবর্ণ, বিকট-দশন, ঘোরতর।
পদভরে ধরণী করয়ে টলমল।। ৮৩।।
তিন লোক যুড়ি' নাদ করয়ে গম্ভীর।
ত্রিশূল তুলিয়া বৃত্র নাচে মহাবীর।। ৮৪।।
তিন লোক গরাসয়ে দৈত্য দুর্দ্ধরিষ।
তা' দেখিয়া দেবগণ হৈলা বিমরিষ।। ৮৫।।
পরম দারুণ রণ বাজিল তখনে।
বৃত্র-সহ মহাযুদ্ধ কৈল সুরগণে।। ৮৬।।
সমরে হারিয়া সুর পলায় সত্বরে।
শরণ পশিল কৃষ্ণচরণ-কমলে।। ৮৭।।
দিব্য রূপ ধরি' হরি দিলা দরশন।
দেবগণ দেখি' কৈল প্রণাম-স্তবন।। ৮৮।।

দেবগণের প্রতি শ্রীহরির কৃপাদেশ

তুষ্ট হঞা বর দিলা প্রভু হৃষীকেশ।
'শুন শুন দেবগণ, কহি উপদেশ।। ৮৯।।
দধ্যঞ্চ পরম মুনি আছে মহাজন।
মাগিয়া তাঁহার অঙ্গ লহ সুরগণ।। ৯০।।
তাঁ'র অঙ্গ দিয়া কর বজ্রের নির্ম্মাণ।
তবে ইন্দ্র, মরিবে অসুর বলবান্।। ৯১।।
মাগিলেই দিবে দ্বিজ আপনার অঙ্গ।
মাগিলে না করে মহাজনে আজ্ঞা-ভঙ্গ।।' ৯২।।
এতেক বলিয়া গেলা প্রভু ভগবান্।
ইন্দ্র-আদি দেব আইলা দ্বিজ-বিদ্যমান।। ৯৩।।
প্রণাম করিয়া ইন্দ্র দধ্যঞ্চ-চরণে।
সুরগণ-সহে কৈল আত্মনিবেদনে।। ৯৪।।
যশোধর, মহাজন, পরহিতকারী।
বস্তুজ্ঞান নাহি তাঁ'র দেহ-গেহ করি'।। ৯৫।।

দধীচি-মুনির উদারতা

'আপনার অঙ্গ যদি কর সম্প্রদান।
তবে সব সুরগণ পায় পরিত্রাণ।।' ৯৬।।
শুনিঞা দধ্যঞ্চ-মুনি দিলেন উত্তর।
'অধ্রুব শরীর, প্রাণ, অধ্রুবসকল।। ৯৭।।
অধ্রুব শরীরে যদি ধ্রুবপদ পাই।
তবে কেনে তাহা ছাড়ি' অন্য কর্ম্মে ধাই ? ৯৮
এ শরীরে হয় যদি দেব-উপকার।
তবে আমি শরীর তেজিব আপনার।।' ৯৯।।
এ বোল বলিয়া বিপ্র ধ্যানযোগ করি'।
শরীর তেজিয়া তেঁহো গেলা বিষ্ণুপুরী।। ১০০।।
বিশ্বকর্ম্মা সেই অঙ্গে বজ্র নিরমিল।
পরম উজ্জ্বল অস্ত্র ইন্দ্র হস্তে দিল।। ১০১।।

ইন্দ্র ও বৃত্রাসুরের সংগ্রাম

তবে ইন্দ্র ঐরাবতে করি' আরোহণ।
বজ্র হস্তে ধরিয়া করিতে গেলা রণ।। ১০২।।
অসুরের সঙ্গে তবে বাজিল সংগ্রাম।
যুঝিবারে আইল যত দৈত্যের প্রধান।। ১০৩।।

হয়গ্রীব, শঙ্কুশিরা, নমুচি, শম্বর।
বৃষপর্ব্বা, হেতি, প্রহেতি খরতর।। ১০৪।।
অয়োমুখ, বিপ্রচিত্তি, দ্বিমূর্দ্ধা, প্রখর।
মালী, সুমালী-আদি দৈত্য ভয়ঙ্কর।। ১০৫।।
দৈত্য-দানব, যক্ষ রক্ষ কোটি কোটি।
চৌদিগে বেঢ়িল তা'রা, বাণ ছুটাছুটি।। ১০৬।।
সিংহনাদ করি' ধায় লক্ষ লক্ষ সেনা।
বাদ্যভাণ্ড বাজে, উঠে ছত্র-ধ্বজ-বানা।। ১০৭।।
প্রাস, মুদগর, গদা, পরিঘ, তোমর।
শূল, পরশু, খড়্গ, অস্ত্র খরতর।। ১০৮।।
অস্ত্রে-শস্ত্রে কাটাকাটি, বাণ-বরিষণ।
বাজিল অসুর-দেবে ঘোর মহারণ।। ১০৯।।
যত দেবগণ ছিল সমরে প্রচণ্ড।
অসুরের অস্ত্র কাটি' কৈল খণ্ড খণ্ড।। ১১০।।
পৃথ্বীর ভিতরে রণ হৈল ভয়ঙ্কর।
নগ-নাগ সকল কাঁপিল চরাচর।। ১১১।।
দৈত্য-দানব যত বলে পরখর।
তা'রা সব পলাইল তেজিয়া সমর।। ১১২।।
তবে বৃত্র বলে,—'আরে, শুন দেবগণ।
তোরা-সব মোর সঙ্গে করসিঞা রণ।। ১১৩।।
সমর তেজিয়া ভয়ে যে সব পলায়।
তা'র সঙ্গে যুঝিবারে কভু না জুয়ায়।। ১১৪।।
মোর আগে রহ তোরা করসিঞা রণ।
আজি পাঠাইমু দেবে যমের ভবন।।' ১১৫।।
এতেক বচন বলি' মহানাদ কৈল।
মূরছিত হঞা দেব ভূমিতে পড়িল।। ১১৬।।
আকর্ণ-শবদ করি' বৃত্র মহাসুর।
দুই পায়ে মর্দ্দিয়া দেবতা কৈল চূর।। ১১৭।।
তবে দেবরাজ কোপে জ্বলিল অন্তরে।
পেলাঞা মারিল গদা বৃত্রের উপরে।।। ১১৮।।
আকাশে উঠিল গদা, পড়িল উপরে।
লীলায় ধরিল বৃত্র দিয়া বাম-করে।। ১১৯।।
সেই গদা তুলিয়া ভ্রমাইল তিন বার।
ঐরাবত-কুম্ভে কৈল গদার প্রহার।। ১২০।।
গদাবাড়ি খাঞা গজ ঘুরিতে লাগিল।
ইন্দ্র-সহ সাত ধনু রণ তেজি' গেল।। ১২১।।
অমৃত অঙ্গুলী ইন্দ্র গজমুখে দিল।
খণ্ডিল অঙ্গের ব্যথা, গজ স্থির হৈল।। ১২২।।
ক্রোধ করি বলে বৃত্র,—'আরে পুরন্দর।
তুঞি সে মারিলি মোর ভাই সহোদর? ১২৩
ব্রহ্মবধ, গুরুবধ, ভ্রাতৃবধ করি'।
আপনে বোলাহ ইন্দ্র, দেব অধিকারী? ১২৪
সুধিব ভাইর ধার, বধিয়া তোমারে।
আজি তোমা' বেঢ়ি' খাবে শৃগাল-কুক্কুরে।। ১২৫।।
মোর হাথে জীয়ে যা'বে হেন মনে লয়?'
এইরূপে ইন্দ্রকে ভর্ৎসিল অতিশয়।। ১২৬।।
তবে বৃত্র-পুরন্দরে বাজিল সংগ্রাম।
নাহি হয় যুদ্ধ আর তাহার সমান।। ১২৭।।
অসুরে-অমরে যুদ্ধ, বাণ-ছুটাছুটি।
মুদগর-প্রহার শিরে, খড়্গে কাটাকাটি।। ১২৮।।
গাছ, পাথর কেহ পর্ব্বত পেলায়।
কেহ মুখ মেলি' আইসে, খাইবারে ধায়।। ১২৯।।
বৃত্রে-ইন্দ্রে যুদ্ধ, তা'র নাহি সমতুল।
গদার প্রহারে হৈল কোটি কোটি চূর।। ১৩০।।
দেব-অসুরের যুদ্ধ পরম দারুণ।
নগ-নাগ তিন লোক কাঁপিল বরুণ।। ১৩১।।
পড়িল অসুর-দেব সমর ভিতরে।
তবে বৃত্র ডাক দিয়া বলে উচ্চস্বরে।। ১৩২।।

বৃত্রাসুরের ভক্তি-কামনা

'তোর অস্ত্রে ইন্দ্র আমি তেজিব শরীর।
অনন্ত-চরণে তবে চিত্ত হৈব স্থির।। ১৩৩।।
তবে মোর খণ্ডিব সকল ভববন্ধ।
নিরবধি করিমু ভকতজন-সঙ্গ।। ১৩৪।।
হরিদাস, তাঁ'র দাস-দাস-অনুদাস।
জনমে জনমে হঞা থাকু—এই আশ।। ১৩৫।।
যদি মন করে কৃষ্ণগুণ স্মঙরণ।
দুই কর হয় যদি সেবাপরায়ণ।। ১৩৬।।

যদি মোর বদনে গোবিন্দ-গুণ গায়।
যদি নারায়ণ-কর্ম্ম করে মোর কায়।। ১৩৭।।
তবে ইন্দ্রপদ, ব্রহ্মপদ, যোগসিদ্ধি।
সার্ব্বভৌম-পদ নাহি বাঞ্ছো মহানিধি।। ১৩৮।।
বৈষ্ণবজনের সঙ্গে বাস যদি হয়।
কর্ম্মবন্ধে জন্ম যথা তথা কেনে নয়।।' ১৩৯।।
এতেক বচন বলি' বৃত্র মহাবলী।
ধাইল ইন্দ্রের আগে শূল-পাট ধরি'।। ১৪০।।
শূলমুখে জ্বলিছে প্রলয়-হুতাশন।
শূলপাট দেখিয়া কাঁপিল ত্রিভুবন।। ১৪১।।
আকাশে ফেলিয়া শূল মারিল অসুরে।
ঘুরিয়া পড়িল শূল ইন্দ্রের উপরে।। ১৪২।।
বজ্রে কাটি' ইন্দ্র শূল কৈল খণ্ড খণ্ড।
কাটিল বৃত্রের আর এক ভুজদণ্ড।। ১৪৩।।

বৃত্রের বীরত্ব

হস্ত কাটা গেল, কোপে জ্বলিল অসুর।
মারিল ইন্দ্রের গালে চাপড় নিষ্ঠুর।। ১৪৪।।
ইন্দ্রের হস্তের বজ্র খসিয়া পড়িল।
'হাহাকার' তুমুল শবদ উপজিল।। ১৪৫।।
তবে দেবরাজ বজ্র, তুলিয়া না লয়।
বৃত্রাসুর ইন্দ্রকে ভর্ৎসিলা অতিশয়।। ১৪৬।।

শ্রীবৃত্রাসুরের শ্রীহরিগত-চিত্ততা
ও শ্রীভক্তিমহিমা

'যুদ্ধকালে বিষাদ বীরের নহে কর্ম্ম।
জয় পরাজয় দেখ ঈশ্বরের কর্ম্ম।। ১৪৭।।
কাষ্ঠের পুত্তলী নাচে কুহক-ইচ্ছায়।
পত্রের হরিণ যেন বাদিয়া নাচায়।। ১৪৮।।
এইরূপে প্রভু যা'রে যে কর্ম্ম করায়।
প্রভু-নিয়োজিত কর্ম্ম খণ্ডন না যায়।। ১৪৯।।
পিঞ্জরের পাখী যেন থাকয়ে বন্ধনে।
সেইরূপ ব্রহ্মা-আদি ঈশ্বর-অধীনে।। ১৫০।।
মূর্খজনা আপনাতে করে অভিমান।
খণ্ডিতে না পারে কেহ ঈশ্বর নির্ম্মাণ।। ১৫১।।
একজনে আর জন প্রভু সৃষ্টি করে।
আর জনা দিয়া প্রভু অন্য জনে মারে।। ১৫২।।
করয়ে, করায় তেঁহ, ভুঞ্জয়ে ভুঞ্জায়।
ব্রহ্মা-আদি যাঁ'র কর্ম্মে অন্ত নাহি পায়।। ১৫৩।।
এ বোল বুঝিয়া ইন্দ্র তেজ বিমরিষ।
মোর সঙ্গে যুঝ' চিত্তে হইয়া হরিষ।।' ১৫৪।।
বৃত্রের বচন শুনি' দেব পুরন্দর।
হাসিয়া বৃত্রেরে তবে দিলেন উত্তর।। ১৫৫।।
'ধন্য মহাপুরুষ ভকত মহাভাগ।
শ্রীহরিচরণে এত বড় অনুরাগ!! ১৫৬
বিষ্ণুমায়া তুমি সে তরিলে মহাশয়।
নহিব তোমার আর ভব-মহাভয়।। ১৫৭।।
তমোগুণে জন্মিলে অসুর দুরাচার।
এত বড় বিষ্ণুভক্তি দেখিলুঁ তোমার।।' ১৫৮।।
এ বোল বলিয়া ইন্দ্র বজ্র হাতে ধরি'।
বৃত্র-সঙ্গে যুদ্ধ কৈল দেব মহাবলী।। ১৫৯।।

বৃত্রের হস্তে ইন্দ্রের লাঞ্ছনা

বাম-হস্তে পরিঘ তুলিয়া মহাসুর।
মারিল ইন্দ্রের মুণ্ডে প্রহার নিষ্ঠুর।। ১৬০।।
পড়িতেই পরিঘ কাটিল পুরন্দর।
তবে পুন কাটিল বৃত্রের আর কর।। ১৬১।।
দুই হাত কাটা গেল, বৃত্র কোপে জ্বলে।
হুহুঙ্কার করিয়া পড়িল ভূমিতলে।। ১৬২।।
মুখখান মেলি' দৈত্য আকাশ যুড়িয়া।
ঐরাবত-সহ ইন্দ্র ফেলিল গিলিয়া।। ১৬৩।।
'হাহাকার'-শবদ উঠিল ত্রিভুবনে।
মহাবলী দেবরাজ না মৈল পরাণে।। ১৬৪।।

বৃত্র বধ

উদর ভেদিয়া ইন্দ্র বাহিরে আইল।
বজ্রে মাথা কাটিয়া বৃত্রের প্রাণ নিল।। ১৬৫।।

পড়িল অসুর, 'জয়' হৈল ত্রিভুবনে।
দুন্দুভি-বাজনা বাজে, পুষ্প-বরিষণে।। ১৬৬।।
গন্ধর্ব্বে সঙ্গীত গায়, অপ্সরা-নাচন।
'জয় জয়'-শব্দে পূরিল ত্রিভুবন।। ১৬৭।।
এইরূপে পড়িল অসুর মহাবলী।
মনে দুঃখ পাইল ইন্দ্র, ব্রহ্মবধ করি'।। ১৬৮।।

ব্রহ্মবধ পাপ হইতে ইন্দ্রের নিস্তার

'কি গতি হইবে মোর, কি হয় প্রকার?
কোন্ মতে ব্রহ্মবধে হৈব প্রতীকার?' ১৬৯
এতেক বচন শুনি' সুর-মুনিগণে।
হাসিয়া ইন্দ্রের সনে কৈল সম্ভাষণে।। ১৭০।।
'বিষাদ না কর তুমি, তেজহ সংশয়।
ব্রহ্মবধ করিয়া তোমার কিবা ভয়? ১৭১
অশ্বমেধ যজ্ঞ কর, ভজহ শ্রীহরি।
গোবিন্দ ভজিলে কত ব্রহ্মবধে তরি।। ১৭২।।
পিতৃ-মাতৃ-গুরুঘাতী, গো-ব্রাহ্মণ-ঘাতী।
চণ্ডাল-কুক্কুরভোজী হীন পাপজাতি।। ১৭৩।।
এ-সব যাঁহার নাম করিয়া কীর্ত্তন।
অশেষ পাতকবন্ধ করয়ে খণ্ডন।। ১৭৪।।
অশ্বমেধ করি' তুমি ভজ দামোদর।
হরিনাম-কীর্ত্তন করহ নিরন্তর।। ১৭৫।।
জগৎ মারিয়া যদি জগৎ সংহারে।
সেহ পাপী হরিনামে হেলে পাপে তরে।।' ১৭৬।।
মুনির বচন শুনি' দেব পুরন্দর।
যুঝিয়া মারিল বৃত্রে রণের ভিতর।। ১৭৭।।
মূর্ত্তিমন্ত হঞা ব্রহ্মবধ উপজিল।
ধাঞা ব্রহ্মবধ ইন্দ্রে খাইবারে আইল।। ১৭৮।।
অশ্বমেধ যজ্ঞ করাইল মুনিগণে।
নিরবধি কৈল ইন্দ্র হরি সংকীর্ত্তনে।। ১৭৯।।
ব্রহ্মবধ ঘুচিল, ইন্দ্রের হৈল জয়।
বৃত্রবধ-চরিত শুনিলে পাপ-ক্ষয়।।" ১৮০।।
ধন্য, যশস্কর, পাপহর, রিপুজয়।
ভাগবত-আচার্য্য কহিল পুণ্যময়।। ১৮১।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে ষষ্ঠস্কন্ধে কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী-দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।। ২।।

তৃতীয় অধ্যায়

বৃত্রাসুরের ভক্তি-লাভসম্পর্কে পরিপ্রশ্ন
(পাহিড়া-রাগ)

তবে রাজা পরীক্ষিৎ ভাবিয়া বিস্ময়।
পুছিল মুনির পায়ে করিয়া বিনয়।। ১।।
"তামস, দুরন্ত বৃত্র, পাপ দুরাচার।
কোন্ পুণ্যে হরিভক্তি জন্মিল তাহার? ২
সপ্তদ্বীপা পৃথ্বী যদি রেণু করি' গণি।
তা'র সম চরাচর জীব হেন মানি।। ৩।।
তা'র মধ্যে পুণ্যকর্ম্ম করে নরজাতি।
তা'র মধ্যে কেহ কেহ সাধয়ে মুকতি।। ৪।।
কোটি-কোটি-মধ্যে কেহ মুক্তিপদ পায়।
মুক্ত-কোটি-কোটি-মধ্যে বিচারিয়া চায়।। ৫।।
তমু ত' তাহার মধ্যে ভকত দুর্লভ।
বৃত্র হৈয়া কোন্ পুণ্যে পাইল হেন পদ? ৬
কহ মহামুনি, তুমি ইহার কারণ।
কিরূপে বৃত্রের ভক্তি হৈল উৎপন্ন?" ৭

চিত্রকেতুরাজের নিকট শ্রীঅঙ্গিরামুনি

শুক বলে,—"শুন রাজা, কহিব তোমারে।
'চিত্রকেতু'-নামে রাজা বিদিত সংসারে।। ৮।।

শূরসেন-দেশে সার্ব্বভৌম নরপতি।
আছিল তাহার দশ-সহস্র যুবতী।। ৯।।
ধন-জন-সম্পদ্, সে হেন নারীগণে।
কোথাহ পীরিতি তা'র নহে পুত্র বিনে।। ১০।।
আছিল অঙ্গিরা-মুনি ব্রহ্মার নন্দন।
দৈবযোগে তা'র স্থানে কৈল আগমন্।। ১১।।
আতিথ্য-বিধানে রাজা পূজিল তাঁহারে।
কনক-আসনে পূজি' বসাইল মন্দিরে।। ১২।।
পুছিলা অঙ্গিরা-মুনি,—'শুন নরেশ্বরে।
অন্তরে চিন্তিত, হেন দেখিয়ে তোমারে।। ১৩।।
চিত্রকেতু বলে,—'সত্য বলিলে গোসাঞি।
বাহ্য-অভ্যন্তর তোমার অবিদিত নাঞি।। ১৪।।
জিজ্ঞাসিলে, তবে তোমা' চাহি কহিবারে।
অপুত্রের হয় কোন্‌রূপে প্রতিকারে? ১৫
এই সে কারণে মনে কিছুই না ভায়।
নহিল সন্ততি মোর কোন্ গতি হয়?' ১৬
রাজার বচন শুনি' মুনি কৃপা কৈল।
যজ্ঞ করি' চরুস্থালী রাজাকে সঁপিল।। ১৭।।
প্রধান মহিষী তা'র নামে 'কৃতদ্যুতি'।
যজ্ঞচরু তাহারে খাওয়ায় নরপতি।। ১৮।।
মুনি বলে,—'ইহা হৈতে হৈব পুত্রবর।
হরিষ-বিষাদে তোমার পূরিব অন্তর।।' ১৯।।
এ বোল বলিয়া মুনি গেলা নিজস্থান।
আনন্দে রহিল তবে নৃপতি-প্রধান।। ২০।।
শুভকালে শুভক্ষণে কুমার জন্মিল।
শুনিয়া রাজার চিত্তে আনন্দ হইল।। ২১।।
গজ-দান, রথ-দান, পৃথিবী, কাঞ্চন।
পুত্রের উৎসবে রাজা দিল মহাধন।। ২২।।
ঘরে ঘরে, পুরে পুরে আনন্দ-মঙ্গল।
নৃত্য-গীত-আনন্দে পূরিল ক্ষিতিতল।। ২৩।।
তবে রাজকুমার বাড়য়ে দিনে দিনে।
পুত্রস্নেহে চিত্রকেতু অন্য নাহি জানে।। ২৪।।

চিত্রকেতুর পুত্রমরণ-বৃত্তান্ত

পুত্র ছাড়ি' তা'র চিত্তে অন্য নাহি ভায়।
অধনের ধন যেন হারাইলে পায়।। ২৫।।
পুত্রের মাতারে করে' প্রেম অতিশয়।
আন নারীগণে তা'র টুটিল হৃদয়।। ২৬।।
সপত্নীর সম্পদ্ দেখিয়া দেবীগণে।
শোকে অচেতন হৈয়া চিন্তে মনে মনে।। ২৭।।
একদিন সকলে মিলিয়া যুক্তি কৈল।
বিষ দিয়া বালকের ক্ষীর পিয়াইল।। ২৮।।
শয়নে শুয়াইল শিশু থুইয়া রাজঘরে।
মায়ে আজ্ঞা দিল ধাই পুত্র আনিবারে।। ২৯।।
ধাইমায় কোলে করি' পুত্রে ডাক দিল।
'হাহা'-শব্দ করি' মাতা ভূমিতে পড়িল।। ৩০।।

রাজদম্পতীর পুত্রশোক

শিরে কর হানিয়া কান্দয়ে উচ্চস্বরে।
এ বোল শুনিয়া রাজা উঠিল সত্বরে।। ৩১।।
ভূমিতে পড়িয়া কান্দে চিত্রকেতু-রাজা।
রাজার ক্রন্দনে কান্দে যত সব প্রজা।। ৩২।।
পাত্র-মিত্র-সামন্ত—যতেক পুরজন।
রাজারে বেড়িয়া সভে করয়ে ক্রন্দন।। ৩৩।।
শিরে করাঘাত করে, কেশ সে উফাড়ে।
উঠিয়া উঠিয়া রাজা ভূমিতলে পড়ে।। ৩৪।।
অযুত বনিতা কান্দে যত পুরনারী।
কান্দয়ে সকল লোক বালকের বেড়ি'।। ৩৫।।
শিরে করাঘাত করি' করয়ে বিলাপ।
ক্ষেণে মূরছিত হয়, ক্ষেণে দেই ঝাঁপ।। ৩৬।।
কত কাল যায় তা'র, নাহি অবধান।
রাত্রি দিবা নাহি জানে, নাহিক গেয়ান।। ৩৭।।

শ্রীঅঙ্গিরামুনি-কর্ত্তৃক সান্ত্বনা দান

এইরূপে কান্দে রাজা শোকে অচেতন।
হেনকালে দুই মুনি কৈল আগমন।। ৩৮।।

বুঝায় রাজারে তত্ত্ব-উপদেশ করি'।
'চিত্ত স্থির কর, রাজা শোক পরিহরি'।। ৩৯।।
কে তোমার পুত্র হয়, তুমি পিতা কা'র ?
পূরবে আছিলে কোথা, এখন কাহার ? ৪০
স্রোতের বালুকা যেন স্রোতে লঞা যায়।
এইরূপ সব জীব কালে বিচালয়।। ৪১।।
জীব হৈতে জীবের জনম সত্য নয়।
এক বীজ হৈতে যেন আর বীজ হয়।। ৪২।।
এক দেহ হৈতে আর দেহের জনম।
অজর, অমর জীব নিত্য সনাতন।। ৪৩।।
এক হরি সৃজে, আর করয়ে সংহার।
মিথ্যা জীব বলে—পুত্র-দার আপনার।।' ৪৪।।
এ বোল শুনিঞা রাজা তেজিল ক্রন্দন।
অলপে অলপে কৈল শোক নিবারণ।। ৪৫।।
রাজা বলে,—'ওহে অবধূত-বেশধর।
তোমা সভা দেখি যেন মহাযোগেশ্বর।। ৪৬।।
মহামুনিগণ সব ভ্রময়ে সংসারে।
জ্ঞান-উপদেশ করে জীবের নিস্তারে।। ৪৭।।
আমি-সব পশুবুদ্ধি, মূঢ়, অগেয়ান।
জ্ঞানদীপ দিয়া মোরে কর পরিত্রাণ।।' ৪৮।।
রাজার বচন শুনি' দুই মুনীশ্বর।
আপনার পরিচয় দিলেন উত্তর।। ৪৯।।
'আমি সে অঙ্গিরা-মুনি—ব্রহ্মার কুমার।
পূরবে আসিয়া পুত্র সাধিল তোমার।। ৫০।।
ইঁহারে নারদ বলি—মুনির প্রধান।
ইঁহা হৈতে, রাজা, তুমি পা'বে পরিত্রাণ।। ৫১।।
তুমি হেন রাজা হঞা পুত্রশোকে মজ।
ভক্তি-পথ ছাড়িয়া সংসারধর্ম্ম ভজ।। ৫২।।
পরম-বৈষ্ণব তুমি পূরবে আছিলে।
এ দেহ ধরিয়া তুমি ভক্তি পাসরিলে।। ৫৩।।
ভক্তি-উপদেশ দিতে হৈলুঁ উপসন্নে।
বিকল দেখিলা তোমা' পুত্রের কারণে।। ৫৪।।
তে-কারণে তখনে না কৈলুঁ উপদেশ।
এখন যে কহি, রাজা, শুনহ বিশেষ।। ৫৫।।
পুত্র হৈতে দেখ, রাজা, সভে শোক সার।
মিথ্যা ধন-জন-রাজ্য, মিথ্যা—সুত-দার।। ৫৬।।
পুত্র হৈতে সভে শোক, বুঝ অনুমানে।
তত্ত্ব-উপদেশ লহ নারদের স্থানে।। ৫৭।।
অঙ্গিরার বচন শুনিয়া নরপতি।
নারদ-চরণযুগে করিল প্রণতি।। ৫৮।।
মন্ত্র-উপদেশ তবে করিলা নারদে।
অনন্ত প্রসন্ন হৈব যাহার প্রসাদে।। ৫৯।।
শিব-আদি যাঁ'র পদ করিয়া সেবন।
শিব-পদ পাইল ভ্রম করিয়া খণ্ডন।। ৬০।।
হেন অনন্তের মন্ত্র কৈল উপদেশ।
তবে ভক্তি-পথে রাজা কৈল পরবেশ।। ৬১।।
মরা বালকেরে তবে কহে যোগেশ্বর।
'বাপ-মায়ে কান্দে, কেন না দেহ উত্তর ? ৬২
রাজ্য-ভোগ কর তুমি, বৈস রাজাসনে।
বাপের সন্তোষ কর, উঠিয়া আপনে।।" ৬৩।।

মৃত্যু পুত্রের তত্ত্ব-কথন

মরা পুত্র বলে তবে,—'শুন নরেশ্বর।
মিথ্যা কাজে কেন দুঃখ পাও নিরন্তর ? ৬৪
কে তোমার পুত্র, তুমি পিতা বা কাহার ?
কর্ম্ম-ভোগ করে জীব, ভ্রমিয়া সংসার।। ৬৫।।
দৈবযোগে পুত্র-মিত্র-বন্ধু-সঙ্গ হয়।
বিচারিয়া চাহ, রাজা, কেহ কা'র নয়।। ৬৬।।
বিকাইলে সোণা যেন অন্যে লঞা যায়।
এইরূপে, দেখ, জীব ভ্রমিঞা বেড়ায়।। ৬৭।।
যাবৎ যাহাতে থাকে আপন-সম্বন্ধ।
তাবৎ তাহার সঙ্গ প্রেম-অনুবন্ধ।। ৬৮।।
নিত্য নিরঞ্জন জীব, অজর, অমর।
পুত্র-মিত্র নাহি তা'র, নাহি ভিন্ন-পর।।' ৬৯।।
বালকের বচন শুনিঞা নরপতি।
পুত্রশোক তেজি' রাজা হৈল শুদ্ধমতি।। ৭০।।
আপনার তত্ত্ব রাজা বুঝিয়া আপনে।
রাজ্যপদ তেজি গেলা পুণ্য মধুবনে।। ৭১।।

যমুনার জলে স্নান ত্রিকাল করিয়া।
অনন্ত চরণ পূজে একচিত্ত হঞা।। ৭২।।
যে মন্ত্র নারদমুনি উপদেশ দিল।
একান্ত-ভকতি করি' সে মন্ত্র জপিল।। ৭৩।।

শ্রীচিত্রকেতুর প্রতি
শ্রীঅনন্তদেবের কৃপা

সাতদিনে মন্ত্রসিদ্ধি হৈল নরেশ্বরে।
গন্ধর্ব্বের অধিপতি-পদ দিল তারে।। ৭৪।।
অনন্ত-ধরণীধর, ভকতবৎসল।
দরশন দিলা দীপ্ত গৌর কলেবর।। ৭৫।।
প্রসন্নবদন প্রভু, অরুণলোচন।
মুকুট, কুণ্ডল, চারু সুনীল বসন।। ৭৬।।
যোগেন্দ্র, মুনীন্দ্র, সিদ্ধগণে স্তুতি করে।
নিজ-প্রভু চিত্রকেতু দেখিল গোচরে।। ৭৭।।
বলরাম দরশনে খণ্ডিল দুরিত।
বাড়িল আনন্দ-ভাব, নিরমল চিত্ত।। ৭৮।।
নয়নে আনন্দজল, পুলকিত অঙ্গ।
প্রেমে গদ-গদ বাণী, হৈল স্বরভঙ্গ।। ৭৯।।
তবে রাজা ক্ষণে চিত্ত কৈল সমাধান।
দিব্য স্তুতি করিয়া তুষিল বলরাম।। ৮০।।
তুষ্ট হঞা বলে প্রভু,—'শুন নরেশ্বর।
পূরবে আছিলা তুমি আমার কিঙ্কর।। ৮১।।
নারদ-কৃপায় হৈলে এখনে উদ্ধার।
এইরূপ জান, রাজা—অসত্য সংসার।। ৮২।।
আমার বচন তুমি ধরিহ যতনে।
দেহ-গেহ-পুত্র-দার তেজ একমনে।। ৮৩।।
ভকতি করিয়া ভজ চরণ আমার।
যথা তথা রহ তুমি, সুখে হবে পার।।' ৮৪।।
এতেক বচন বলি' প্রভু বলরাম।
অন্তরীক্ষ হঞা প্রভু কৈলা অন্তর্দ্ধান।। ৮৫।।
চত্রকেতু রাজা হৈল বিদ্যাধরপতি।
দিব্য-রথে আকাশে বিহরে মহামতি।। ৮৬।।
গগনমণ্ডলে ভ্রমে রথের উপর।
আনন্দে বিহরে রাজা কোটী যে বৎসর।। ৮৭।।
সিদ্ধ-সাধ্য-বিদ্যাধর করয়ে স্তবন।
কোটী কোটী বিদ্যাধরী করয়ে সেবন।। ৮৮।।
দিব্যরথে চড়িয়া বিহরে বিদ্যাধর।
হরিনাম-সংকীর্ত্তন করে নিরন্তর।। ৮৯।।
একদিন ভ্রমে রাজা আকাশমণ্ডলে।
কৈলাসপর্ব্বত-তটে দেখিল শঙ্করে।। ৯০।।
চৌদিগে বেষ্টিত শিষ্য-মুনি-সিদ্ধগণে।
তত্ত্বযোগ মহাদেব বাখানে আপনে।। ৯১।।
হর দিগম্বর কোলে দেবী দিগম্বরা।
তত্ত্ব-কথা কহে শিব উন্মত্তের পারা।। ৯২।।

শ্রীমহাদেবের চরণে শ্রীচিত্রকেতুর অপরাধ

চিত্রকেতু-রাজা দেখি' হাসে মনে মনে।
'হেন অদভুত নাহি দেখি ত্রিভুবনে।। ৯৩।।
সকল লোকের পিতা, গুরু—মহেশ্বর।
পরম তাপস-বেশ, শিরে জটাধর।। ৯৪।।
স্ত্রিরি কোলে করি' রহে সভার ভিতরে।
মত্ত-উন্মত্ত—সেহ এ কর্ম্ম না করে।। ৯৫।।
আপনি শঙ্কর হঞা করে হেন কাজ।
জগৎ ভরিয়া হৈল এত বড় লাজ।। ৯৬।।
আপনে ঈশ্বর হঞা হেন কর্ম্ম করে।
অন্যে যে করিবে মন্দ, কি বলিব তা'রে?' ৯৭
এতেক বচন শুনি' পর্ব্বত-দুহিতা।
ক্রোধ করি' বলে দেবী ত্রিভুবন-মাতা।। ৯৮।।

শ্রীচিত্রকেতুর প্রতি
শ্রীপার্ব্বতীর অভিশাপ

'হর দুষ্ট কর্ম্ম করে, এই সব জানে!
ব্রহ্মা হঞা না জানিল যত মুনিগণে।। ৯৯।।
এই জানে—শঙ্কর নির্লজ্জ, দুরাচার।
এই সে দেখিল হরে দুষ্ট ব্যবহার!! ১০০

যোগেন্দ্র, মুনীন্দ্র যাঁ'র চরণ ধেয়ায়।
সুর-সিদ্ধগণে যাঁ'র অন্ত নাহি পায়।। ১০১।।
এই জানে—শিব কর্ম্ম করে বিপরীত!
আজি সে ইহার দণ্ড করিব উচিত।। ১০২।।
ভকতজনের কভু নহে অহঙ্কার।
ভক্তি-পথে ইহার নাহিক অধিকার।। ১০৩।।
এই পাপে অসুর-জনম যেন হয়।
এমত কুচ্ছিত-বুদ্ধি কভু যেন নয়।।' ১০৪।।

শ্রীচিত্রকেতুর বৈষ্ণবতা

এ বোল শুনিঞা চিত্রকেতু বিদ্যাধরে।
দুই হাত পাতি' শাপ লইল আদরে।। ১০৫।।
ভূমেতে পড়িয়া রাজা কৈল নমস্কার।
'এই সে উচিত দণ্ড করিলে আমার।। ১০৬।।
অজ্ঞান-মোহিত জন্তু ভ্রময়ে সংসারে।
সুখ-দুঃখ, পাপ-পুণ্য ভুঞ্জে নিরন্তরে।। ১০৭।।
শাপ-বিমোচন দেবি, না করিহ মোর।
এক নিবেদন করোঁ চরণে তোমার।। ১০৮।।
এই সে কারণে দেবি, চরণ ভজিলুঁ।
তুমি হেন জনে মুঞি অপরাধ কৈলুঁ।। ১০৯।।
সেই দোষখানি মোর ক্ষমহ পার্ব্বতি!
তবে হউক তব শাপে মোর অধোগতি।।' ১১০।।
এত বলি' চিত্রকেতু চলিল বিমানে।
হর কথা কহে তবে, দেবী-বিদ্যমানে।। ১১১।।

শ্রীচিত্রকেতুর বৈষ্ণবতায় শ্রীশিবের সন্তোষ

'দেখ দেবি, ভকত-মহিমা-পরকাশ!
ভকতজনের নাহি সুখভোগ-আশ।। ১১২।।
স্বর্গ-মোক্ষ-নরকে সমান-বুদ্ধি যাঁর।
'তোর, মোর, দেহ-গেহে নাহি অহঙ্কার।। ১১৩।।
প্রসাদ-নিগ্রহে তাঁ'র নাহি বস্তু-জ্ঞান।
ভকতজনের চিত্তে সকল সমান।। ১১৪।।
আমি আর বিরিঞ্চি, সনক-আদি করি'।
যাঁহার মহিমা কেহ বুঝিতে না পারি।। ১১৫।।
শত্রু-মিত্র নাহি যাঁ'র, নাহি ভিন্ন মর্ম্ম।
আমি-সব জানিতে না পারি যাঁ'র ধর্ম্ম।। ১১৬।।
সে প্রভুর ভকত, অনন্ত গুণ ধরে।
শুনিলে সাক্ষাতে, যে কহিল বিদ্যাধরে?' ১১৭
শিবের বচন শুনি' দেবী মহামায়া।
চিন্তিয়া রহিলা মনে বিস্ময় ভাবিয়া।। ১১৮।।
সেই চিত্রকেতু-রাজা বৃত্র-রূপ ধরে।
মারিল সমরে তা'রে দেব পুরন্দরে।। ১১৯।।
কহিলুঁ তোমারে, রাজা, এ পুণ্য চরিত্র।
ভকত চরিত্র-কথা পরম পবিত্র।। ১২০।।
ধন্য, পুণ্য, পাপহর, পরম-পাবন।
শুনিলে দুর্গতি খণ্ডে, দুরিত-হরণ।।" ১২১।।
ভক্তিরসগুরু শ্রীল-গদাধর জান।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস গান।। ১২২।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে ষষ্ঠস্কন্ধে কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী-তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।। ৩।।

ইতি ষষ্ঠস্কন্ধঃ সমাপ্তঃ।। ৬।।

সপ্তম স্কন্ধ

প্রথম অধ্যায়

অসুর-সৃষ্টি-বর্ণন

(কানড়া-রাগ)

দেব-সৃষ্টি, ঋষি-সৃষ্টি যতরূপে হৈল।
একে একে শুকমুনি সকল কহিল।। ১।।
দিতি-গর্ভে হৈল যত দৈত্য খরতর।
হিরণ্যকশিপু-রাজা দৈত্যের ঈশ্বর।। ২।।
'জম্ভ'-নামে দৈত্য ছিল, তাহার কুমারী।
'কয়াধূ' তাহার নাম, পরম সুন্দরী।। ৩।।
হিরণ্যকশিপু তা'রে কৈল পরিণয়।
তাহার উদরে হইল চারিটী তনয়।। ৪।।
কনিষ্ঠ প্রহ্লাদ তা'র, ভকতপ্রধান।
প্রহ্লাদের পুত্র—'বিরোচন' বলবান্।। ৫।।
তা'র পুত্র বলি-রাজা, বলি-পুত্র—বাণ।
শতেক ভাইর মাঝে আছিল প্রধান।। ৬।।
এইরূপে কহিল সকল সৃষ্টি-কথা।
যেরূপে অসুর-সৃষ্টি হৈল যথা যথা।। ৭।।

অসুর বিনাশ-কারণ জিজ্ঞাসা ও তদুত্তর

তবে রাজা জিজ্ঞাসিল,—"শুন মুনীশ্বর।
জগতে কৃষ্ণের কেহ নাহি নিজ পর।। ৮।।
তবে কেন বৈরভাব করে নারায়ণে?
অসুর বিনাশে প্রভু দেবের কারণে।। ৯।।
সভার হৃদয়ে বৈসে প্রভু হৃষীকেশ।
কি কারণে অসুর-দানবে করে দ্বেষ? ১০
কহ গুরু মুনীশ্বর, ইহার কারণ।
চিত্তের সংশয় মোর কর নিবারণ।।" ১১।।
রাজার বচন শুনি' শুক মহামুনি।
'সাধু সাধু'-বাদ করি' রাজারে বাখানি।। ১২।।
প্রণাম করিয়া মুনি কৃষ্ণের চরণে।
কৃষ্ণলীলা কহে মুনি হরষিত মনে।। ১৩।।

"পুরুষ প্রকৃতি পর এক ভগবান্।
সর্ব্বস্থানে বৈসে প্রভু, সর্ব্বত্র সমান।। ১৪।।
অসুর দানব সৃষ্টি হয় তমোগুণে।
সত্ত্ব-গুণে সৃষ্টি পালে যত সুরগণে।। ১৫।।
অসুর দানবে করে জগৎ বিনাশ।
তে-কারণে অসুরে বিনাশে শ্রীনিবাস।। ১৬।।
দেব-রক্ষা করি' করে সৃষ্টির পালন।
অসুরে সংহারে প্রভু, এই সে-কারণ।। ১৭।।
আর কথা কহি, রাজা, শুন সাবধানে।
নারদ কহিল যুধিষ্ঠির-বিদ্যমানে।। ১৮।।
আছিল তোমার পিতামহ যুধিষ্ঠির।
ধর্ম্মের তনয় তেঁহ, নৃপতি সুধীর।। ১৯।।
রাজসূয়-যজ্ঞ আরম্ভিল নরেশ্বর।
জিনিঞা পৃথিবির রাজা আনিল সকল।। ২০।।
দেবঋষি, নরঋষি, রাজঋষিগণ।
আপনে শঙ্কর, ব্রহ্মা, ব্রহ্মার নন্দন।। ২১।।
সভেই কৌতুকে আইলা যজ্ঞ দেখিবারে।
আপনে আছেন যা'থে কৃষ্ণ নিরন্তরে।। ২২।।
একদিন বিস্ময় ভাবিল নরেশ্বর।
জিজ্ঞাসিল নারদেরে সভার ভিতর।। ২৩।।

শিশুপালের সদ্‌গতিবিষয়ে
শ্রীযুধিষ্ঠিরের সংশয়

'শুন শুন অদভুত, মুনি যোগেশ্বর।
ভূত ভব্য-বর্ত্তমান তোমার গোচর।। ২৪।।
জিজ্ঞাসিয়ে, যোগেশ্বর, তোমার চরণে।
শুনিব তোমার মুখে সব মুনিগণে।। ২৫।।
এক অদভুত আমি সাক্ষাতে দেখিল।
শিশুপাল হঞা কৃষ্ণে পরবেশ কৈল।। ২৬।।
পাইতে দুর্লভ যাহা একান্ত-ভকতি।
শিশুপাল হইয়া লভিল হেন গতি।। ২৭।।

জনম-অবধি বেটা কৃষ্ণে করে দ্বেষ।
হেন দুষ্ট করে কৃষ্ণ-চরণে প্রবেশ!! ২৮
বেণ-নামে এক রাজা দুরন্ত আছিল।
কৃষ্ণ-নিন্দা করিয়া সে নরকে পড়িল।। ২৯।।
জনম-অবধি বেটা নিন্দে নারায়ণে।
জিহ্বায় না হৈল তা'র কুষ্ঠ কি কারণে? ৩০
সাক্ষাতে পরম-ব্রহ্ম—এই ভগবান্।
চরণে প্রবেশ বেটা কৈল বিদ্যমান।। ৩১।।
এ বড় আমার চিত্তে ভ্রম নিরন্তরে।
প্রদীপের শিখা যেন পবনে সঞ্চরে।। ৩২।।
কহিবে কারণ তা'র, মুনি মহাশয়।
তোমার বচনে মোর খণ্ডিব সংশয়।।' ৩৩।।

শ্রীদেবর্ষি কর্ত্তৃক সংশয়-ছেদন ও
কৃষ্ণস্মৃতিমাত্রেই কৃষ্ণকৃপা লাভ কথন

রাজার বচন শুনি' মুনি যোগেশ্বর।
হাসিয়া রাজারে তবে দিলেন উত্তর।। ৩৪।।
'অবিচারে মূঢ় লোক তত্ত্ব নাহি জানে।
স্তুতি-নিন্দা-পুরস্কার দেহ-অভিমানে।। ৩৫।।
'মুঞি, মোর' বলিয়া শরীরে অহঙ্কার।
দেহ-বধে মানে জীব বধ আপনার।। ৩৬।।
শরীর করিয়া তা'র নাহি অভিমান।
স্তুতি-নিন্দা-হিংসা তা'র সকল সমান।। ৩৭।।
অখিল জীবের জীব প্রভু যদুরায়।
দণ্ড করি' দুষ্ট জনে দুরিত খণ্ডায়।। ৩৮।।
বৈরিভাব করে কিবা, ভয়, ভক্তি ধরে।
কাম-লোভে কিবা তা'র শরীরে সঞ্চারে।। ৩৯।।
সকলে ভজুক যেন-তেন পরকারে।
ভিন্ন-পর বুদ্ধি প্রভু কাহুকে না করে।। ৪০।।
বৈর-অনুবন্ধে যেন হয় কৃষ্ণময়।
হেন জান—ভক্তিযোগে তেন গতি হয়।। ৪১।।
কুমারিয়া-কীটে অন্য কীটে আনে ধরি'।
কুটিয়া-ভিতরে তা'রে রাখে বন্দি করি'।। ৪২।।
ক্রোধ-ভয়ে নিরন্তর তাহারে স্মঙরে।
নিজরূপ ছাড়িয়া তাহার রূপ ধরে।। ৪৩।।
বৈরভাবে নিরবধি যদি চিন্তে হরি।
কৃষ্ণগতি পায় নর কৃষ্ণে ক্রোধ করি'।। ৪৪।।
কাম-ক্রোধ-ভয়-প্রেমে গোবিন্দে ধরিয়া।
দেখিল অনেক, গেল সংসার তরিয়া।। ৪৫।।
কামে গোপী, ভয়ে কংস, বৈরে শিশুপাল।
সম্বন্ধ করিয়া যদুবংশের উদ্ধার।। ৪৬।।
তুমি-সব প্রেম করি' ভজহ শ্রীহরি।
তা'র মধ্যে বেণ-রাজা গণনা না করি।। ৪৭।।
যেন-তেন পরকারে কৃষ্ণে ধরে মন।
সেইক্ষণে ছুটে তা'র সংসার-বন্ধন।। ৪৮।।
শিশুপাল-দন্তবক্র দু-ভাই তোমার।
বিষ্ণুপারিষদ নরবেশে অবতার।। ৪৯।।
জয়-বিজয় দুই—বৈকুণ্ঠ-দুয়ারী।
ব্রহ্মশাপে আছিল অসুর-বেশ ধরি'।। ৫০।।
তবে যুধিষ্ঠির রাজা ভাবিয়া বিস্ময়।
আরবার জিজ্ঞাসিলা করিয়া বিনয়।। ৫১।।
'সকল বৈকুণ্ঠবাসী লীলা-কলেবর।
আনন্দ-মুরতি ধরে, ভকত-শেখর।। ৫২।।
তা'-সভারে বিপ্রশাপে কি করিতে পারে?
কহ, মুনি, এ বড় বিস্ময় হৈল মোরে।।' ৫৩।।
এ বোল শুনিয়া তবে ব্রহ্মার নন্দন।
কহিলা রাজারে তবে ইহার কারণ।। ৫৪।।

জয়-বিজয়ের প্রতি
অভিশাপ-কারণ

'ব্রহ্মার কুমার চারি সনকাদি করি'।
এক দিন গেলা তাঁ'রা বৈকুণ্ঠ-নগরী।। ৫৫।।
পঞ্চ বরষের শিশু—তাঁ'রা দিগম্বর।
প্রবেশ করিলা তাঁ'রা বৈকুণ্ঠ-নগর।। ৫৬।।
দ্বারেতে নিবধ করি' রাখিল দুয়ারী।
মুনিগণে শাপিল তাহারে ক্রোধ করি'।। ৫৭।।

'হেন দুষ্ট বৈকুণ্ঠে থাকিতে না যুয়ায়।
অধোগতি অসুর-জনম যেন পায়।। ৫৮।।

তিন জন্মে উদ্ধার

তিন জন্ম ধরিব অসুর-কলেবর।
তবে শুদ্ধ হৈব দুই পারিষদ-বর।।' ৫৯।।
সেই দুই পারিষদ প্রথম জনমে।
'হিরণ্যকশিপু', আর 'হিরণ্যাক্ষ'-নামে।। ৬০।।
দ্বিতীয় জনমে কৈল লঙ্কা—নিজধাম।
ধরিল 'রাবণ', আর 'কুম্ভকর্ণ' নাম।। ৬১।।
তৃতীয় জনমে জয়—হৈল শিশুপাল।
বিজয় জন্মিল, 'দন্তবক্র'-নাম যা'র।। ৬২।।
আপনে করিয়া নরসিংহ-অবতার।
হিরণ্যকশিপু-দৈত্য করিল সংহার।। ৬৩।।
বরাহ-শরীর ধরি' প্রভু গদাধর।
হিরণ্যাক্ষ-বধ কৈল জলের ভিতর।। ৬৪।।
রামরূপে কুম্ভকর্ণে, বধিলা রাবণে।
শিশুপাল দন্তবক্রে মারিলা এখনে।। ৬৫।।

মহাভাগবত প্রহ্লাদের গুণাবলী এবং
পিতা হিরণ্যকশিপু কর্ত্তৃক তাঁহাকে হত্যার ব্যর্থ-চেষ্টা

মহাভাগবত— পুত্র প্রহ্লাদ আছিল।
যাঁহার নির্ম্মল যশে জগৎ পূরিল।। ৬৬।।
হিরণ্যকশিপু রাজা বহু পরকারে।
মারিতে উপায় কৈল, প্রহ্লাদ কুমারে।। ৬৭।।
শান্ত-দান্ত, সর্ব্বভূতহিত, দয়াপর।
হৃদয়ে বৈসয়ে তাঁ'র প্রভু-গদাধর।। ৬৮।।
সকল উপায় ব্যর্থ হৈল একে একে।
পুত্রকে মারিতে না পারিল কোন পাকে'।। ৬৯।।
এ বোল শুনিয়া তবে রাজা যুধিষ্ঠির।
পুছিল মুনির পায়, বিনয়ে সুধীর।। ৭০।।
'বাপ হঞা পুত্রে কেন মারিতে ইচ্ছিল?
কোন্ পুণ্যে প্রহ্লাদের ভকতি জন্মিল?' ৭১
রাজার বচন শুনি' কহে মুনীশ্বর।
'সাবধানে শুন, রাজা, হইয়া তৎপর।। ৭২।।
হিরণ্যাক্ষ-বধ যদি কৈল গদাধরে।
হিরণ্যকশিপু তবে জ্বলিল অন্তরে।। ৭৩।।
আকাশে তুলিয়া হাতে ফিরায় ত্রিশূল।
দশনে দশন পিষে, বোলয়ে নিষ্ঠুর।। ৭৪।।
ভ্রূকুটি-কুটিল মুখ, উজ্বল নয়নে।
উচ্চস্বরে বলে রাজা তবে মন্ত্রিগণে।। ৭৫।।
আরে আরে, হয়গ্রীব, দ্বিমূর্ধ, শম্বর।
শতবাহু, ত্রিনয়ন, নমুচি, ইম্বল।। ৭৬।।
আমার বচন তোরা শুন সাবধানে।
আজ্ঞা লঞা শেষে কর্ম্ম করিবে যতনে।। ৭৭।।
অল্পজাতি দেবগণ, কপটে প্রখর।
কপটে মারিল মোর ভাই সহোদর।। ৭৮।।
কপট চতুর কৃষ্ণ, নানা মায়া জানে।
গোপতে সভার চিত্তে থাকে সাবধানে।। ৭৯।।
কপটে ধরিয়া হরি বরাহ-মূরতি।
মারিল আমার ভাই—অতুলশকতি।। ৮০।।
হৃদয় বিন্ধিব তা'র, মোর এ ত্রিশূলে।
ভাইর তর্পণ তবে করিব রুধিরে।। ৮১।।
সকল দেবের মূল—দুষ্ট নারায়ণ।
তাহারে মারিলে মরে সর্ব্ব দেবগণ।। ৮২।।
এই সে উপায়—কৃষ্ণে করিব নিধন।
কাটিব গাছে সে, কিবা ডালে প্রয়োজন? ৮৩

হিরণ্যকশিপুর
বিষ্ণু-বৈষ্ণব-বিদ্বেষ

ধরণীমণ্ডলে তোরা শীঘ্রগতি চল।
তপ-যজ্ঞ, দান-ব্রত, গো-ব্রাহ্মণ মার'।। ৮৪।।
যে যে দেশে গো-ব্রাহ্মণ, স্বধর্ম্ম-আচার।
সে সে দেশ লুটিয়া পোড়াহ বার বার।। ৮৫।।
ধর্ম্মমূল কৃষ্ণ—দেব-দ্বিজ-পরায়ণ।
এ সব মারিল জেনো, মরে নারায়ণ।।' ৮৬।।

রাজার বচন শিরে ধরি' দৈত্যগণে।
আসিয়া পৃথিবীতল কৈল পর্য্যটনে।। ৮৭।।
গো-ব্রাহ্মণ মারিল, ভাঙ্গিল পুরগ্রাম।
কাটিয়া প্রাচীর, পুর কৈল খান্‌খান।। ৮৮।।
কাটিল ফলিত বৃক্ষ, ভাঙ্গিল নগর।
লুটিয়া পুড়িয়া লোক নাশিল সকল।। ৮৯।।
স্বর্গ-মর্ত্ত্য পোড়াঞা, লুটিয়া ছন্ন কৈল।
দান-ব্রত, তপ-যজ্ঞ সকলি নাশিল।। ৯০।।
দেবগণ নররূপ ধরিয়া গোপতে।
পৃথিবী ভ্রময়ে তাঁ'রা, হঞা অলক্ষিতে।। ৯১।।
হিরণ্যকশিপু-রাজা চিন্তি' মনে মনে।
ভ্রাতৃপরলোক-কর্ম্ম করিল বিধানে।। ৯২।।
বন্ধুগণ, দিতি— মাতা, শোকেতে ব্যাকুলী।
তা'-সভা প্রবোধে রাজা, তত্ত্বকথা বলি'।। ৯৩।।

হিরণ্যাক্ষের মৃত্যুতে শোকসন্তপ্ত স্বজনগণের প্রতি হিরণ্যকশিপুর জ্ঞানোপদেশ

'না করিহ শোক' মাতা, শুন বন্ধুগণ।
পুত্র-দার-সংযোগ জানিহ অকারণ।। ৯৪।।
জলছত্রে লোক যেন মিলে এক ঠাঞি।
কোন্ দিগে কেবা চলে, উদ্দেশ না পাই।। ৯৫।।
এইরূপ সুত-দার জানিহ সংযোগ।
না জানিঞা অকারণে করে দুঃখ-শোক।। ৯৬।।
নিত্য নিরঞ্জন জীব—শুদ্ধ সত্ত্বময়।
মায়ায় শরীর ধরে, মায়ায় তেজয়।। ৯৭।।
তরুগণ কাঁপে যেন, জলের কম্পনে।
পৃথিবী ভ্রময়ে যেন আঁখির ভ্রমণে।। ৯৮।।
এইরূপ মায়ায় চঞ্চল মন যা'র।
মনের ভরমে দেখে জীবের সংসার।। ৯৯।।
সংযোগ, বিয়োগ, শোক, জনম, বিনাশ।
এ সব জানিহ, মাতা, কর্ম্মের বিলাস।। ১০০।।
করিয়া বিবিধ কর্ম্ম, বিবিধ প্রকারে।
সুখ-দুঃখ, শোক-মোহ পায় নিরন্তরে।। ১০১।।
কহিব তোমারে, মাতা, পূরব-কথন।
যম রাজা যে কহিল প্রবোধ-বচন।। ১০২।।

বালকরূপী যমরাজদ্বারা রাজা-সুযজ্ঞের বন্ধুগণকে তত্ত্ব কথায় সান্ত্বনাদান

'আছিল 'সুযজ্ঞ নামে রাজা উশীনরে।
রিপুগণে সে রাজারে মারিল সমরে।। ১০৩।।
আছিল যতেক তাঁ'র পাত্র-মিত্রগণ।
রাজারে বেড়িয়া তা'রা করয়ে ক্রন্দন।। ১০৪।।
নারীগণে নানারূপে করয়ে বিলাপ।
শিরে কর হানিয়া, করয়ে কুচঘাত।। ১০৫।।
বিবিধ বিলাপ করে, করুণ রোদনে।
রাজার শরীর ধরি' রাখিল যতনে।। ১০৬।।
পোড়াইতে না দিল রাজার কলেবর।
রাত্রি-পরবেশ, অস্ত গেল দিনকর।। ১০৭।।
আপনে বালক হই' যম ধর্ম্মরাজে।
আসিয়া কহিল, সেই নারীর সমাজে।। ১০৮।।
'তুমি সব আমা' হৈতে বয়সেতে বড়।
তোমা-সভা ঠাঞি মোর বুদ্ধি কত দঢ়? ১০৯
দেখিয়া শুনিয়া শোক কর অকারণ।
যথা হৈতে আইসে, তা'র তথায় গমন।। ১১০।।
জনক-জননী মোর মৈল বিদ্যমানে।
তাহাতে আমার শোক নাহি অকারণে।। ১১১।।
ব্যাঘ্রে নাহি খায় আমা', হস্তীতে না মারে।
সেই রাখে, যে রাখিল গর্ভের ভিতরে।। ১১২।।
জগৎ সৃজয়ে প্রভু, পালয়ে, সংহারে।
আপন-ইচ্ছায় তাঁ'র যখন যা' করে।। ১১৩।।
প্রভু যাহা করিবে তা' কে করিবে আন?
এ বোল বুঝিয়া চিত্ত কর সমাধান।। ১১৪।।
দৈবে যাহা রাখে, তাহা পথে না হারায়।
দৈবে না রাখিলে, বস্তু ঘরে নাশ যায়।। ১১৫।।
অনাথ বালক হ'য়ে যদি বৈসে বনে।
সেহ বনে জীয়ে, যদি রাখে নারায়ণে।। ১১৬।।

বন্ধুগণে রাখে যা'রে ঘরের ভিতরে।
প্রভু যদি না রাখিব, সেহ মরে ঘরে।। ১১৭।।
কর্ম্মফলে এক হৈতে একের জনম।
দৈবযোগে একে হৈতে একের মরণ।। ১১৮।।
শরীরে শরীর সৃজি' শরীরে মারয়।
জীবের তাহাতে কিছু নাহি অপচয়।। ১১৯।।
কাষ্ঠ হৈতে যেন ভিন্ন দেখিয়ে আনল।
এইরূপ ভিন্ন জীব, ভিন্ন কলেবর।। ১২০।।
সুযজ্ঞ না শুনে কিছু, না করে উত্তর।
ভূমিতে পড়িয়া আছে, মরা-কলেবর।। ১২১।।
কাহার কারণে শোক কর এত বড়?
স্বপন-সদৃশ দেখ, অসত্য সকল।। ১২২।।

কুলিঙ্গ-দম্পতীর
জড়াসক্তি পরিণাম

আর এক কথা কহি, স্থির কর চিত্ত।
অরণ্যে দেখিল এক ব্যাধ আচম্বিত।। ১২৩।।
বিপিনে পাতিয়া জাল নানা পাখী মারে।
দেখিল কুলিঙ্গ দুই হেন অবসরে।। ১২৪।।
আস্তে-ব্যস্তে পাতিল বিষম জাল-দড়ি।
কুলিঙ্গী পড়িল তা'থে লোভেতে ব্যাকুলী।। ১২৫।।
তা'-দেখিয়া কুলিঙ্গ আকুলচিত্ত হই'।
ভূমিতে পড়িয়া কান্দে দুঃখ শোক পাই'।। ১২৬।।
'কে নিল ঘরণী মোর সতী পতিব্রতা?
কা'র সনে বঞ্চিব, কহিব কা'রে কথা? ১২৭
কি মোর শরীরে কাজ, কি কার্য্য জীবনে?
হেন নারী মরে যা'র, জীয়ে অকারণে।। ১২৮।।
বাসাতে আছয়ে মোর শিশু-পক্ষিগণ।
কেমনে করিব তা'র পোষণ পালন? ১২৯
মায়ের বিলম্বে তা'রা চাহে এক দিঠে।
দুর্গত বালক তা'রা, পাখা নাহি উঠে।।' ১৩০।।
এইরূপে কান্দে পক্ষী নানা পরকারে।
দুষ্ট ব্যাধে মারিল বিন্ধিয়া ধনু-শরে।। ১৩১।।

এইরূপ সকল অনিত্য করি' জান।
বুঝিয়া বিচার করি' চিত্তে অনুমান।।' ১৩২।।
এতেক বচন বলি' যম অধিকারী।
অন্তরীক্ষ হঞা তিঁহো গেলা নিজ-পুরী।। ১৩৩।।
মন্ত্রিগণে নারীগণে করিয়া বিচার।
রাজার শরীর লঞা করিল সৎকার।। ১৩৪।।
জীব কা'র শত্রু-মিত্র, নহে ভিন্ন-পর।
সর্ব্বত্র সমান জীব—অজর অমর।। ১৩৫।।
শুনহ জননি, সুত, শুন বন্ধুগণ।
তত্ত্বে চিত্ত ধরি' শোক কর নিবারণ।।" ১৩৬।।
পুত্রের বচন শুনি' দৈত্যমাতা দিতি।
শোক পরিহরি' কৈল তত্ত্বে অবগতি।। ১৩৭।।

অমর হইবার জন্য হিরণ্যকশিপুর কঠোর-তপস্যা

হিরণ্যকশিপু কৈল চিত্তে অনুমান।
'অজর অমর হৈব, মহাবলবান্।। ১৩৮।।
জগতে দুর্জয় হৈব ত্রিভুবন রাজা।
আমা' বিনে জগতে নহিব কা'র পূজা।।' ১৩৯।।
সংকল্প করিয়া এই, মহাদৈত্যেশ্বর।
তপ করিবারে গেলা বনের ভিতর।। ১৪০।।
মন্দরপর্ব্বত-গুহা পরবেশ করি'।
নিরাহার নিরালম্ব, উর্দ্ধে বাহু ধরি'।। ১৪১।।
বামপদ-অঙ্গুলী পরশি' ক্ষিতিতল।
উর্দ্ধ-নয়নে তপ করে নিরন্তর।। ১৪২।।
হিরণ্যকশিপু তপ করে এই মনে।
ব্রহ্মরন্ধ্র ফুটিয়া উঠিল হুতাশনে।। ১৪৩।।
তিন লোক দহে, যেন প্রলয়-অনল।
নদ-নদী, তরু গিরি ক্ষুভিত সাগর।। ১৪৪।।
সপ্তদ্বীপ-সহিতে কাঁপিল ভূমিতল।
খসিয়া পড়িল সব নক্ষত্র-মণ্ডল।। ১৪৫।।

পীড়িত দেবগণের ব্রহ্মার শরণ গ্রহণ ও প্রার্থনা

দশ দিগ্ জ্বলিল, কাঁপিল ত্রিভুবন।
ভয়ে দেব লৈল গিয়া ব্রহ্মার শরণ।। ১৪৬।।

নিবেদিল দেবগণে ব্রহ্মার চরণে।
'ত্রৈলোক্য দহিল দৈত্য তপোহুতাশনে।। ১৪৭।।
যাবৎ সকল লোক নাশ নাহি যায়।
তাবৎ রাখিতে লোকে করহ উপায়।। ১৪৮।।
কি ক'ব চরণে গোসাঞি, সংকল্প তাহার?
তিন লোকে অগোচর নাহিক তোমার।। ১৪৯।।
তবু আমি-সব করি, চরণে গোচর।
বিচার করিয়া পাছে বুঝহ সকল।। ১৫০।।
তপ-অনুভাবে ব্রহ্মা জগৎ সৃজিল।
সভার উপরে সত্যলোক বাস কৈল।। ১৫১।।
আপনে ঈশ্বর হঞা করে ঠাকুরাল।
চৌদ্দ ভুবনে যাঁ'র এক অধিকার।। ১৫২।।
ততকাল ধরি' তপ করিব নিশ্চয়।
যত কালে ব্রহ্মপদ মোর সিদ্ধ হয়।। ১৫৩।।
আনে আন করিব, স্থাপিব আন ধর্ম্ম।
প্রলয়েহ নহে যেন মোর ভঙ্গ মর্ম্ম।। ১৫৪।।
হেন শুনি এই তা'র সংকল্প নিশ্চয়।
আপনে বুঝিয়া কর, যে যুগতি হয়।।' ১৫৫।।
দেবের বচন শুনি' কমল-আসন।
আশ্বাসিয়া পাঠাইল সব সুরগণ।। ১৫৬।।

হিরণ্যকশিপু-সমীপে শ্রীব্রহ্মা

আপনে চলিয়া ব্রহ্মা গেলা সেই বনে।
যথা তপ করে দৈত্য তীর্থের আশ্রমে।। ১৫৭।।
বল্মীক, পিপ্‌ড়ে তা'র খাইল কলেবর।
তাহার উপরে হৈল বল্মীকটিকর।। ১৫৮।।
ঘাস-বাঁশে তাহার উপরে মহাঝাড়।
মাংস-শোণিত নাহি, মাত্র আছে হাড়।। ১৫৯।।
অদ্ভুত দেখিয়া ব্রহ্মা—হংস সে বাহন।
বিস্ময় ভাবিয়া ব্রহ্মা বলিল বচন।। ১৬০।।
'উঠ উঠ আরে বাপ, হৈল তপঃসিদ্ধি।
বর দিব, বর মাগ, শুন মহাবুদ্ধি।। ১৬১।।
হেন অদভুত নাহি দেখি কোনকালে।
বল্মীক পিপ্‌ড়ে তোর ভক্ষিল শরীরে।। ১৬২।।
হাড়ের ভিতরে প্রাণ রহিল প্রবেশি'।
হেন তপ করে, হেন কে আছে তপস্বী? ১৬৩
শতেক বৎসর তুমি আছ নিরাহারে।
হেন তপ করে, হেন শকতি কাহারে? ১৬৪
তুষ্ট হৈলুঁ, বর মাগ, দিতির নন্দন।
যত বর মাগ তুমি, দিব এইক্ষণ।।' ১৬৫।।
এতেক বলিয়া ব্রহ্মা কমণ্ডলু-জলে।
অভিষেক কৈল সেই টিকর-উপরে।। ১৬৬।।
উঠিলা ঠিকর হৈতে দিব্যকলেবর।
তপত-কাঞ্চন যেন জ্বলন্ত অনল।। ১৬৭।।
সম্মুখে দেখিলা ব্রহ্মা হংসের উপরে।
দণ্ডবৎ হঞা দৈত্য পড়িলা সত্বরে।। ১৬৮।।
নানা-স্তুতি কৈল দৈত্য, কর যুড়ি' শিরে।
নয়নে আনন্দ-জল পুলক শরীরে।। ১৬৯।।

দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর
বর-প্রার্থনা

বর মাগে দৈত্যরাজ গদগদ-বাণী।
মোর বর কহি, প্রভু, শুন পদ্মযোনি।। ১৭০।।
'তোমার সৃজিত যত আছে চরাচর।
তাহা হৈতে কর মোরে অজয়-অমর।। ১৭১।।
দিবস রজনীকালে, অন্তর-বাহিরে।
অস্ত্র-শস্ত্রে না মরিব, না ভূমি-অম্বরে।। ১৭২।।
নর-মৃগ, সুরাসুর, উগর-কিন্নরে।
মোর মৃত্যু নহে, যেন ব্রহ্মাণ্ড-ভিতরে।। ১৭৩।।
ত্রিভুবনে রাজা করি' করহ স্থাপনে।
মোর সম যুদ্ধে যেন নহে কোন জনে।।' ১৭৪।।
দৈত্যের বচন শুনি' ব্রহ্মা সুরেশ্বর।
তুষ্ট হঞা দিল, যত সে মাগিল বর।। ১৭৫।।
'মাগিলে দুর্লভ বর, দিতির নন্দন।
তবু বর দিলুঁ তোরে সন্তোষ-কারণ।।' ১৭৬।।
এতেক বলিয়া ব্রহ্মা হংসপৃষ্ঠে চড়ি'।
অন্তরীক্ষ হঞা তবে গেলা নিজপুরী।। ১৭৭।।

বরপ্রাপ্ত হিরণ্যকশিপুর
প্রবল-প্রতাপ

বর পাঞা দৈত্যরাজ বলে কোন বাণী।
'সেনাপতি সভে আন ত্রিভুবন জিনি।।' ১৭৮।।
সুরাসুর, নরপতি, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর।
সিদ্ধ, চারণ, যক্ষ, রক্ষ, বিদ্যাধর।। ১৭৯।।
সকল জিনিঞা বশ কৈল ত্রিভুবন।
চন্দ্র, সূর্য্য, ইন্দ্র জিনি' জিনিল পবন।। ১৮০।।
কুবের, বরুণ, যম জিনি' লোকপাল।
ত্রিভুবনে স্থাপিল আপন-অধিকার।। ১৮১।।
বিশ্বকর্ম্মা আনিয়া নির্ম্মাইল দিব্যপুরী।
ত্রৈলোক্য-সম্পদ্ ভোগ করে মহাবলী।। ১৮২।।
বিদ্রুম-সোপান-ঘর মরকত-স্থলে।
স্ফটিক-নির্ম্মিত স্তম্ভ, সূর্য্য যেন জ্বলে।। ১৮৩।।
বিচিত্র বিতান, পদ্মরাগ-সিংহাসন।
পয়ঃফেন-সম শয্যা, মুকুতা-তোরণ।। ১৮৪।।
বহুমূল্য রত্ন মণি, হেম পরিচ্ছদ।
একত্র করিল ত্রিভুবনের সম্পদ।। ১৮৫।।
ললিত-লাবণ্য-রূপ সুরবধূগণে।
রতনে ভূষিতা করে দৈত্যের সেবনে।। ১৮৬।।
হিরণ্যকশিপু রাজা ত্রিভুবন জিনি'।
আসনে বসিলা, যেন দীপ্ত দিনমণি।। ১৮৭।।
সুরাসুর করে তা'র চরণ বন্দন।
কেবল প্রতাপে বশ হৈল ত্রিভুবন।। ১৮৮।।
বিবিধ সম্ভার-দ্রব্য দিয়া সুরগণ।
চকিত নয়নে করে চরণ-বন্দন।। ১৮৯।।
তুম্বুরু, নারদ গীত গায় সুললিত।
সিদ্ধ-ঋষিগণ স্তুতি করে সচকিত।। ১৯০।।
দেবের নাচনী নাচে দেখিতে সুন্দর।
বিবিধ বাজনা বাজে অতি মনোহর।। ১৯১।।
নানা যজ্ঞ করিয়া ব্রাহ্মণে তা'রে যজে।
নানা ধর্ম্ম কর্ম্ম করি' সর্ব্বলোক পূজে।। ১৯২।।
সপ্তদ্বীপা ধরণী আপনে শস্য ধরে।
নানা অদভুত হৈল আকাশ-উপরে।। ১৯৩।।
সাত সমুদ্রের আনি' রতন-সঞ্চয়।
তরঙ্গে তুলিয়া দেয় মনে পাঞা ভয়।। ১৯৪।।
নানা ফুল-ফল-রস দিল দ্রুমগণে।
পূরিল পর্ব্বতগণ মাণিক-রতনে।। ১৯৫।।
বাসুকি-তক্ষক-আদি ফণধরগণে।
দিব্য রত্ন-মণি আনি' যোগায় যতনে।। ১৯৬।।
হিরণ্যকশিপু একা ত্রিভুবনে রাজা।
সুরাসুর মুনিগণে করে যা'র পূজা।। ১৯৭।।
এইরূপে করে দৈত্য রাজ্য-অধিকার।
দুঃখ শোকে সর্ব্বলোক রহে সর্ব্বকাল।। ১৯৮।।
ইন্দ্র আদি দেবে মেলি' কৃষ্ণ আরাধিল।
বহুবিধ প্রণাম, বিবিধ স্তুতি কৈল।। ১৯৯।।
নিরাহারে নিরালম্বে কৈল উপাসনা।
অন্তরীক্ষে বাণী হৈল আকাশে ঘোষণা।। ২০০।।

দেবগণের প্রতি আকাশবাণীতে
শ্রীহরির আশ্বাস

'আরে আরে সুরগণ, ভয় পরিহর।
হিরণ্যকশিপু করি' শঙ্কা নাহি কর।। ২০১।।
আমি ভাল জানি—দৈত্য দুষ্ট দুরাচার।
আপনে তাহার আমি করিব সংহার।। ২০২।।
মরণ-অবধি তা'র আছে কথো দিন।
পুত্র-অপরাধে মৃত্যু পা'বে মতিহীন।। ২০৩।।
বেদ-দেব-নিন্দুক, যে গো-ব্রাহ্মণে হিংসে।
নিকটেই হয় তা'র মরণ সবংশে।। ২০৪।।
একান্ত-ভকত পুত্র হইব তাহার।
'প্রহ্লাদ' তাহার নাম, বিদিত সংসার।। ২০৫।।
আমার ভকত-পুত্র দেখি' দৈত্যপতি।
মারিবার তরে তা'রে করিবে শকতি।। ২০৬।।
আমার কৃপায় তা'র নহিব মরণ।
মারিব অসুররাজ সেই সে কারণ।।' ২০৭।।

সুরগুরু-বচন শুনিয়া দেবগণে।
আনন্দে চলিয়া গেলা আপন-ভবনে।। ২০৮।।

ভক্তরাজ শ্রীপ্রহ্লাদের ভগবৎভক্তি-বর্ণন

জনমিল তা'র পুত্র প্রহ্লাদ-কুমার।
সত্যসন্ধ, জিতেন্দ্রিয়, ধর্ম্ম-অবতার।। ২০৯।।
শান্ত-দান্ত, সর্ব্বভূতহিত-প্রিয়কর।
পিতৃতুল্য দীনজন-পরিত্রাণপর।। ২১০।।
দাসতুল্য সাধুজন-চরণবন্দনে।
ভ্রাতৃতুল্য প্রিয়ম্বদ ইষ্ট-সম্ভাষণে।। ২১১।।
গুরু-আরাধনে করে ঈশ্বর-ভাবনা।
কৃষ্ণ বিনে চিত্তে নাহি অন্য-উপাসনা।। ২১২।।
জিতকাম, জিতক্রোধ, ছিন্ন-মোহজাল।
দৈত্য-ঘরে হৈল হেন প্রহ্লাদ-কুমার।। ২১৩।।
যাঁ'র যশ মহাজনে কবিগণে গায়।
গণিতে মহিমা যাঁ'র ওর নাহি পায়।। ২১৪।।
সুরাসুর-সভায় যাঁহার গুণ-গান।
উপমা করিতে যাঁ'র গুণের বাখান।। ২১৫।।
একান্ত-ভকতি যাঁ'র গোবিন্দ-চরণে।
বালক্রীড়া ছাড়ি' কৃষ্ণ চিন্তে মনে মনে।। ২১৬।।
জড়, উনমত্ত, যেন ভূত-অধিষ্ঠান।
কিরূপে কোথাতে থাকে, নাহি অবধান।। ২১৭।।
শয়ন-ভোজন-পান-পর্য্যটন-কালে।
কিছুই না জানে শিশু, সদাই বিহ্বলে।। ২১৮।।
ক্ষণে হাসে, ক্ষণে কান্দে, আকুল-হৃদয়।
ক্ষণে উনমাদ, উঠে, ডাকে অতিশয়।। ২১৯।।
উনমত্ত হঞা ক্ষণে নাচে, ক্ষণে গায়।
কৃষ্ণভাবে গ্রস্ত-চিত্ত, আন নাহি ভায়।। ২২০।।
ক্ষণে কৃষ্ণ ধ্যানেতে করয়ে আলিঙ্গন।
স্তব্ধ হঞা রহে, নাহি বাহ্য স্মঙরণ।। ২২১।।
নয়নে আনন্দজল, পুলকিত অঙ্গ।
তিলমাত্র নাহি কৃষ্ণ-দরশন-ভঙ্গ।। ২২২।।
হেন পুত্র মহাভাগবত গুণনিধি।
হিরণ্যকশিপু রাজা হিংসিল কুবুদ্ধি।।" ২২৩।।
ভক্তিরস-গুরু শ্রীল-গদাধর জান।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস-গান।। ২২৪।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে সপ্তমস্কন্ধে কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী-প্রথমোঽধ্যায়ঃ।। ১।।

দ্বিতীয় অধ্যায়

(ধানসী-রাগ)

তবে যুধিষ্ঠির রাজা—ধর্ম্মের তনয়।
এ বোল শুনিঞা চিত্তে ভাবিল বিস্ময়।। ১।।
"হেন অদভুত নাহি শুনি কোনকালে।
পিতা কেবা কোথা প্রাণে মারয়ে ছাওয়ালে? ২
পুত্রে দোষ পাঞা বাপে করয়ে তাড়নে।
ধর্ম্ম-উপদেশ দিয়া বুঝায় যতনে।। ৩।।
সাধু-পুত্র প্রহ্লাদ, কেবল গুণময়।
বাপে কেনে কৈল তাঁ'র মরণ-সংশয়? ৪
কহ মুনি নারদ, ইহার তত্ত্ব-কথা।
ভকত-জনের শুনি পুণ্য-গুণগাথা।।" ৫।।
রাজার বচন শুনি' ব্রহ্মার নন্দন।
পরম-হরিষে তা'র কহেন কারণ।। ৬।।

শিক্ষার্থ শ্রীপ্রহ্লাদকে ষণ্ডামর্ক-সমীপে অর্পণ

"দৈত্যগুরু শুক্র গেলা যজ্ঞ করিবারে।
ষণ্ডামর্ক দুই পুত্র রাখি' গেলা ঘরে।। ৭।।
দৈত্যেশ্বর তা'-সভারে কৈলা নিয়োজিত।
'পঢ়াঞা প্রহ্লাদ-পুত্রে কর সুপণ্ডিত।।' ৮।।

আজ্ঞা পাঞা শিশু তা'রা নিল নিজ-ঘরে।
রাজপুত্রে যতনে পড়ায় নিরন্তরে।। ৯।।
যে যে পাঠ পড়াইল, তা'রা দুইজনে।
পড়িল প্রহ্লাদ, তাহা শুনিল শ্রবণে।। ১০।।
প্রহ্লাদের মনে তাহা নৈল ভাল-জ্ঞান।
নানা-ভেদ দেখে তাহে কুমন্ত্র-সন্ধান।। ১১।।
এক দিন দৈত্যরাজ পুত্রে ডাকি' আনে।
'কহ বাপ, কি পাঠ পড়িলে গুরু-স্থানে? ১২
কি কি অধ্যয়ন হৈল?—শুনিবারে চাই।'
শুনিঞা প্রহ্লাদ কহে, দৈত্যরাজ-ঠাঞি।। ১৩।।

শ্রীপ্রহ্লাদের পিতৃ-সমীপে
উত্তম-পাঠ-কথন

'শুন পিতা, কহি পাঠ তোমার গোচর।
বিচার করিয়া আমি বুঝিলুঁ সকল।। ১৪।।
অন্ধকূপ-গৃহ—আত্মপতন-কারণে।
আসক্তি ছাড়িব তা'র, পরম যতনে।। ১৫।।
ঘরেতে ব্যাকুল চিত্ত, অনিত্য ধেয়ান।
গৃহ ছাড়ি' গোবিন্দ ভজিব মতিমান্।। ১৬।।
এই সে উত্তম পাঠ, দেখিল বিচারে।
গৃহ-সঙ্গ ছাড়িয়া ভজিব গদাধরে।।' ১৭।।

ষণ্ডামর্কের প্রতি হিরণ্যকশিপু

পুত্রের বচন দৈত্য শুনি' নিজ-কাণে।
হাসিয়া কহিল,—'শুন দ্বিজ-গুরুগণে।। ১৮।।
হরি সে আমার বৈরী, তা'র অনুচর।
গোপতে কপটবেশে থাকয়ে বিস্তর।। ১৯।।
বালকে শিখাঞা তা'রা অন্য-বুদ্ধি করে।
এ বোল বুঝিয়া শিশু লঞা যাহ ঘরে।।' ২০।।

প্রহ্লাদের প্রতি ষণ্ডামর্ক

করে ধরি' শিশু, ঘরে আনি' গুরুগণে।
প্রশংসা করিয়া পুছে বিনয়-বচনে।। ২১।।
'শুন হে প্রহ্লাদ, তোমা' থাকুক কল্যাণ।
মিছা নাহি কহ বাপ, গুরু-বিদ্যমান।। ২২।।
কে তোমার মতিভেদ ছলে-বলে করে?
আপনার বুদ্ধি কিবা?—কহিবে আমারে।।' ২৩।।

অসুর গুরুদ্বয়ের প্রতি
শ্রীপ্রহ্লাদের নির্ভীক উক্তি

দৈত্যসুত বলে,—'গুরু, মোর বাণী শুন।
'তোর মোর'—হেন-বুদ্ধি অকারণে মান।।' ২৪।।
যাঁহার মায়ায় করে আত্মপর-মতি।
সে দেব-চরণে মোর রহুক প্রণতি।। ২৫।।
শত্রু-মিত্র, নিজ-পর মায়াতে করায়।
পশুবুদ্ধি নর তাহা বিচারি' না চায়।। ২৬।।
'তোর মোর', ভিন্ন মর্ম্ম—সব অগেয়ান।
এক জীব নানাভেদে সর্ব্বত্র সমান।। ২৭।।
ব্রহ্মা-আদি দেব যাঁ'র মায়ায় মোহিত।
সে দেব-চরণ-বিনে আন নাহি চিত।।' ২৮।।

প্রহ্লাদের হিত-বাণীতে ষণ্ডামর্কের-ক্রোধ
ও প্রহ্লাদকে অর্থশাস্ত্রাদি অধ্যাপন

এতেক বচন শুনি' শুক্রের তনয়।
ক্রোধ করি' প্রহ্লাদে ভর্ৎসিল অতিশয়।। ২৯।।
'আরে আরে, আন বেত্র করিব প্রহার।
দৈত্যকুলে জনমিল হেন কুলাঙ্গার।। ৩০।।
মোর অপযশ বেটা কৈল এত বড়।
শত্রুপক্ষ লঞা কথা কহে নিরন্তর!' ৩১
তর্জন গর্জন করি' ভর্ৎসিল অপার।
বশ করি' বালক পড়াইল আরবার।। ৩২।।
অর্থশাস্ত্র, কামশাস্ত্র, তর্ক, রাজনীতি।
ন্যায়, দণ্ড, ব্যবহার—যত ছিল শ্রুতি।। ৩৩।।
সকল পড়াঞা শিশু কৈল সুপণ্ডিত।
শিষ্যে লঞা গুরু গেলা রাজার বিদিত।। ৩৪।।

প্রহ্লাদকে হিরণ্যকশিপুর স্নেহ
ও প্রশ্ন-জিজ্ঞাসা

বাপের চরণে শিশু করিল বন্দন।
পুত্র কোলে করি' দৈত্য দিল আলিঙ্গন।। ৩৫।।
বদন চুম্বন কৈল পুত্র লঞা কোলে।
প্রেমযুক্ত হঞা তবে দৈত্যরাজ বলে।। ৩৬।।
'কহ কহ, আরে বাপ, কুলের নন্দন।
গুরুঘরে কৈলে যত উত্তম পঠন।।' ৩৭।।

শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধা ভক্তিই
উত্তম অধ্যয়ন

এতেক শুনিয়া বলে দৈত্যের তনয়।
'শুন পিতা, কহি মোর মনে যাহা লয়।। ৩৮।।
শ্রবণ, কীর্ত্তন, হরি-চরণ-স্মরণ।
সেবন, অর্চ্চন, পদকমল-বন্দন।। ৩৯।।
দাস্য-ভাব, সখ্য-ভাব, আত্মনিবেদন।
এই নববিধ—হরি-ভকতি-লক্ষণ।। ৪০।।
এই নববিধ ভক্তি করয়ে যে জনে।
সেই সে উত্তম পাঠ পঢ়িল যতনে।।' ৪১।।

হিরণ্যকশিপুর ক্রোধ ও ষণ্ডামর্কের
প্রতি দোষারোপ

পুত্রের বচন শুনি' দৈত্যের ঈশ্বর।
স্ফুরিত-অধর, কোপে জ্বলিল অন্তর।। ৪১।।
'আরে আরে, দুষ্ট দ্বিজ কোন্ কাম কৈলি?
অসার পঢ়াঞা মোর পুত্র বিনাশিলি!! ৪৩
রিপুপক্ষ লঞা সব করে স্তুতিবাদ।
কুপাঠ পাঞা তোর কৈলি পরমাদ!!' ৪৪

ষণ্ডামর্কের করজোড়ে উত্তর

রাজার বচন শুনি' শুক্রের তনয়।
করজোড়ে কহে কিছু করিয়া বিনয়।। ৪৫।।
'শুন শুন মহারাজ, ক্রোধ পরিহর।
গুরুর বচন জানি' মিছা-বুদ্ধি কর।। ৪৬।।
ন পঢ়াইলুঁ আমি ইহা, না পঢ়াইল আনে।
আপনার চিত্তে নাহি করে অনুমানে।।' ৪৭।।
কে জানে, কি কহে, শিশু কাহার বচনে?
স্বভাবে বোলায়, হেন বুঝি অনুমানে।।' ৪৮।।

প্রহ্লাদের প্রতি হিরণ্যকশিপুর
পুনরায় প্রশ্ন

দৈত্যরাজ বলে,—'আরে কহরে ছাওয়াল।
কে তোর হৃদয়ে কৈল কুমতি-সঞ্চার?' ৪৯

প্রহ্লাদের উত্তর অসৎ দৈত্যগুরু হইতে সংসার-বন্ধন;
সদ্‌গুরু বৈষ্ণবের কৃপায় সংসার-মুক্তি

এ বোল শুনিঞা শিশু দিলেন উত্তর।
'কহিব তোমারে পিতা, শুন দৈত্যেশ্বর।। ৫০।।
এই মোর গৃহ-দার-সংকল্প-ধেয়ানে।
অবিজিতেন্দ্রিয় জনার হরয়ে গেয়ানে।। ৫১।।
চর্ব্বিত চর্ব্বণ করে না ছাড়ে বিষয়।
কৃষ্ণ-পদে তা'র চিত্ত কোনকালে নয়।। ৫২।।
গুরুমুখে না লয়, আপনেই না জানে।
সাধুসঙ্গ করিয়া না করে অনুমানে।। ৫৩।।
কৃষ্ণ না ভজিলে, কভু না টুটে সংসার।
ক্রোধ ছাড়ি' বুঝ মনে করিয়া বিচার।। ৫৪।।
অসত্য সংসার যেবা সত্য করি' জানে।
হেন কুপণ্ডিতে যেবা গুরু করি' মানে।। ৫৫।।
দান-পুণ্য, ধর্ম্ম-কর্ম্ম কেবল করায়।
ভব-পথে তেঁহো গতাগতি-দুঃখ পায়।। ৫৬।।
হেন দুরাশয় কুপণ্ডিত গুরু যা'র।
কভু নাহি টুটে ভব-বন্ধন তাহার।। ৫৭।।
আন্ধলার পাছে যেন আন্ধল গোড়ায়।
পথ না জানিঞা অন্ধকূপে পড়ি' যায়।। ৫৮।।
এইরূপে শিষ্য-গুরু—দুইজন মরে।
কৃষ্ণ না ভজিয়া মজে এ ঘোর সংসারে।। ৫৯।।
যাবৎ বৈষ্ণব-পদ-রজ নাহি ভজে।
তাবৎ সংসার-কূপে পড়ি' জীব মজে।। ৬০।।

পুণ্যযোগে করে যদি ভকত সেবন।
তবে তা'র নহে আর সংসার-বন্ধন'।। ৬১।।

হিরণ্যকশিপুর শ্রীপ্রহ্লাদকে
হনন-চেষ্টা

প্রহ্লাদ কহিল যদি এ সব বচন।
দৈত্যরাজ শরীরে জ্বলিল হুতাশন।। ৬২।।
ক্রোধে পুত্রে ঠেলিয়া ফেলিল ভূমিতলে।
ডাক দিয়া দৈত্যরাজ উচ্চৈঃস্বরে বলে।। ৬৩।।
'আরে আরে, হয়গ্রীব, নমুচি, শম্বর।
হেতি, প্রহেতি, আর যত যোদ্ধবর।। ৬৪।।
মা'র মা'র পুত্রে তোরা, বিলম্ব না কর।
পুত্রচ্ছলে রিপু মোর ঘরের ভিতর।। ৬৫।।
খুড়াকে বধিল যা'র বিষ্ণু দুরাচারে।
দাস হঞা বেটা তা'র স্তুতি-ভক্তি করে! ৬৬
শরীরে উপজে ব্যাধি, শত্রু করি' জানি।
বনের ঔষধ যেন হিত করি' মানি।। ৬৭।।
নিজ-অঙ্গ কাটি, যদি দুষ্ট হেন দেখি।
আপনার প্রাণহেতু কি কি না উপেখি? ৬৮
দুষ্ট পুত্র, দুষ্ট মিত্র কবহু না রাখি।
দুষ্ট দূর কৈলে, পাছে সভে থাকে সুখী।। ৬৯।।
সার এ উপায়—তোরা পুত্র লঞা মার'।
আমার বচনে আর বিলম্ব না কর।।' ৭০।।
এ বোল শুনিঞা যত দৈত্য ঘোরতর।
বিকট দর্শন, মুখ—মহা ভয়ঙ্কর।। ৭১।।
বিশাল ত্রিশূল ধরে, বিশাল লোচন।
মার' মার' করিয়া বেঢ়িল দৈত্যগণ।। ৭২।।
'ছিণ্ড ছিণ্ড' শবদ উঠিল ঘন ঘন।
প্রহ্লাদের অঙ্গে কৈল শূল-বরিষণ।। ৭৩।।

হরিস্মরণহেতু দারুণ অত্যাচারেও
শ্রীপ্রহ্লাদের নির্ব্বিকারত্ব

গোবিন্দে ধরিয়া মন রহিল কুমার।
জলধারা বর্ষে হেন ত্রিশূল-প্রহার।। ৭৪।।
নানা অস্ত্রে-শস্ত্রে তাঁ'র মরম বিন্ধিল।
মহাভাগবত শিশু কিছু না জানিল।। ৭৫।।
হিরণ্যকশিপু রাজা ভয় পাঞা মনে।
বিবিধ উপায়ে শিশু মারয়ে যতনে।। ৭৬।।
মহাগজ, মহাসর্প, পর্ব্বত-পাতনে।
জলে মজাইল, অঙ্গ দিল হুতাশনে।। ৭৭।।
গহ্বর-ভিতরে থুঞা রুধিল দুয়ার।
বিষ দিল, উপবাস করাইল অপার।। ৭৮।।

প্রহ্লাদকে বধ করিতে না পারিয়া
হিরণ্যকশিপুর ভয়

এতেক প্রকারে শিশু নহিল নিধনে।
ভয় পাঞা দৈত্যরাজ চিন্তে মনে মনে।। ৭৯।।
মহা-অনুভব পুত্র অজর, অমর।
এতেক উপায় কৈলুঁ সকল বিফল।। ৮০।।
এত পরকারে মৃত্যু নহিল যাহার।
মোর বধহেতু এই জন্মিল কুমার।। ৮১।।
চিন্তাতে ব্যাকুল নৃপ চিন্তে হেঁট-মাথে।
ষণ্ডামর্ক দুই বিপ্র, কহে যোড়হাথে।। ৮২।।

হিরণ্যকশিপুর প্রতি ষণ্ডামর্কের আশ্বাস-বাণী

'কটাক্ষে জিনিলে তুমি এ তিন ভুবন।
হেন বীর হঞা তুমি চিন্ত কি কারণ? ৮৩
বালকের দোষ গুণ না করি বিচার।
মনে ভয় পাঞা পাছে পালায় কুমার।। ৮৪।।
নাগপাশে রাখ শিশু করিয়া বন্ধন।
যাবৎ শুক্রের নহে এথা আগমন।। ৮৫।।
বুদ্ধি হৈলে বালকের কুমতি খণ্ডিব।
শুক্রে উপদেশ দিয়া ধর্ম্ম বুঝাইব।।' ৮৬।।

হিরণ্যকশিপু-কর্ত্তৃক ষণ্ডামর্কের উপদেশ গ্রহণ

গুরুপুত্র-বচন শুনিঞা দৈত্যপতি।
মনে দঢ়াইল—এই উত্তম যুগতি।। ৮৭।।

'বান্ধিয়া বালক তোরা লঞা যাহ ঘরে।
পঢ়াহ যতন করি, নানা পরকারে।। ৮৮।।

যণ্ডামর্ক-কর্তৃক পুনরায়
প্রহ্লাদের অধ্যাপনা

রাজার বচন শুনি' তা'রা দুই জনে।
ঘরে আনি' বালকে পঢ়ায় সাবধানে।। ৮৯।।
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-আদি—যত রাজনীতি।
শুনিঞা বালক তা'থে না পায় পীরিতি।। ৯০।।
ডাক দিয়া নিল যত দৈত্যের তনয়ে।
কহিতে লাগিলা শিশু করিয়া বিনয়ে।। ৯১।।

দৈত্যবালকগণের প্রতি
শ্রীপ্রহ্লাদের উপদেশ

শুন শুন দৈত্যশিশু, হিত-উপদেশ।
কহিব তোমারে আমি করিয়া বিশেষ।। ৯২।।
তুমি সব প্রিয়সখা, বান্ধব আমার।
তে-কারণে কহি, শুন দৈত্যের কুমার।। ৯৩।।
গুরু যাহা পঢ়াইল, না জানিহ ভাল।
তত্ত্ব পরিহরি' গুরু পঢ়ায় অসার।। ৯৪।।
কত কত মরি' গেল, দেখে বিদ্যমানে।
অসার করিয়া সার, ঘুষি অকারণে।। ৯৫।।
তত্ত্ব ছাড়ি' গুরু যত অনিত্য বুঝায়।
উত্তম জনের তাহা চিত্তে নাহি ভায়।। ৯৬।।
আন্ধলার পাছে যদি গোড়ায় আন্ধল।
পথ না জানিঞা পড়ে কূপের ভিতর।। ৯৭।।
কেহ নহে শত্রু-মিত্র, কেহ নিজ-পর।
কুমতি-নির্ম্মিত সব—জানিহ সকল।। ৯৮।।
দুর্ল্লভ মানুষ-জন্ম অসত্য মানিঞা।
শিশুকাল হৈতে কৃষ্ণ ভজিব জানিঞা।। ৯৯।।
হরি সে সভার গুরু, প্রিয়, ইষ্ট, ধন।
সর্ব্বধর্ম্মসার—কৃষ্ণচরণ-সেবন।। ১০০।।
যদি বল—সুখভোগ তেজিব কেমনে?
দুঃখে কৃষ্ণ ভজিলে বা কোন্ প্রয়োজনে? ১০১
দেহধর্ম্মে সুখ-দুঃখ মিলে সর্ব্ব ঠাঞি।
যেন দুঃখ, তেন সুখ, অযতনে পাই।। ১০২।।
মিছা কাজে কেন এত ব্যর্থ কাল যায়?
না ভজিয়া জগন্নাথ, ব্যর্থ দুঃখ পায়।। ১০৩।।

হরিভজন-বিহীনের বৃথা আয়ুঃক্ষয়

কৃষ্ণ না ভজিলে, নহে দুঃখ-বিমোচন।
বিচারিয়া আপনে বুঝয়ে বধুজন।। ১০৪।।
যাবৎ শরীর নাহি পড়ে অকারণে।
তাবৎ বুঝিয়া কৃষ্ণ ভজিব যতনে।। ১০৫।।
সভে দেখ—পরমায়ু শতেক বৎসর।
নিদ্রায় অর্দ্ধেক তা'র হরয়ে বিফল।। ১০৬।।
শিশুকালে আগেয়ানে যায় কথো কাল।
বৃদ্ধভাবে যায় কুড়ি বৎসর তাহার।। ১০৭।।
তবে যেবা কিছু থাকে যৌবন-সময়।
কাম, ক্রোধ, মন, দম্ভ বাঢ়ে অতিশয়।। ১০৮।।
যদি বল—যৌবনে বিষয় ভোগ করি'।
পাছে সর্ব্বত্যাগ করি' ভজিব শ্রীহরি।। ১০৯।।

গৃহমেধীর কার্য্য-বর্জনার্থ উপদেশ

হেন কে মনুষ্য আছে জগৎ-ভিতরে।
বিষয়লম্পট চিত্ত নিবারিতে পারে? ১১০
শরীর-অধিক প্রাণ দুর্লভ সভার।
হেন প্রাণ দিয়ে ধন কিনে বাণিজার।। ১১১।।
প্রাণ বিকলিয়া হয় ধনের কিঙ্কর।
ধনের কারণে প্রাণ তেজয়ে তস্কর।। ১১২।।
হেন-ধন-বিষয়ে মন বাঢ়ে যাহার।
পাছে তাহা ছাড়ে, হেন শকতি কাহার? ১১৩
স্ত্রী-সম্ভাষণ, পুত্র-মধুর ভাষণ।
বন্ধু-মিত্র অনুরাগ করিতে স্মরণ।। ১১৪।।
'বৃদ্ধ পিতামাতা মোর, বালক তনয়।'
এ সব বলিতে প্রেম বাঢ়ে অতিশয়।। ১১৫।।

'দিব্য ঘর-পুরী মোর আছে বহুধন।
কোথাতে থাকিব, কেবা করিব রক্ষণ?' ১১৬
এইরূপ শোক-মোহ নিরন্তর করে।
সুখভোগ বিনে চিত্তে অন্য নাহি ধরে।। ১১৭।।
জিহ্বার আস্বাদ রস, বড় করি' মানে।
স্ত্রী-সঙ্গ-সুখ বিনে অন্য নাহি জানে।। ১১৮।।
কুটুম্ব-ভরণে নিজ-পরমায়ু যায়।
কামে মত্ত হঞা তাহা বুঝিয়া না চায়।। ১১৯।।
পরধন হরে, করে পর অপকার।
নানা-পাকে কুটুম্ব পোষয়ে আপনার।। ১২০।।
কুটুম্ব-ভরণে যত দোষ-গুণ হয়।
জানিতেহ, চিত্তে তাহা বাঢ়ে অতিশয়।। ১২১।।
এইরূপে মূঢ়জন মজয়ে সংসারে।
কামে বিমোহিত চিত্ত নিবারিতে নারে।। ১২২।।
তে-কারণে কহি আমি, শুন শিশুগণ।
সত্য করি' ধর সভে আমার বচন।। ১২৩।।

দুঃসঙ্গবর্জ্জনপূর্ব্বক শ্রীভগবৎভজনার্থ
সদুপদেশ

শুন শুন ভাইগণ, মোর উপদেশ।
'সকল ছাড়িয়া, ভজ প্রভু হৃষীকেশ।। ১২৪।।
হেন জানি বল, 'কৃষ্ণ ভজিতে আয়াস'।
সব ঠাঞি আছে প্রভু—জগত-নিবাস।। ১২৫।।
চরাচর, স্থাবর, জঙ্গমে ভগবান্।
তৃণ, তরু, স্থূল, সূক্ষ্মো সর্ব্বত্র সমান।। ১২৬।।
অচিন্ত্য-অনন্ত শক্তি, আনন্দস্বরূপ।
এক হরি নানা-ভেদ দেখি নানারূপ।। ১২৭।।
এ বোল বুঝিয়া সর্ব্ব-জীবে দয়া কর।
ছাড়িয়া অসুর-ভাব কৃষ্ণে মন ধর।। ১২৮।।
কিবা লভ্য নহে, তুষ্ট হৈলে নারায়ণ?
কৃষ্ণের সন্তোষ হেতু—বৈষ্ণব-সেবন।। ১২৯।।
সর্ব্ব সমর্পণ করি কৃষ্ণের চরণে।
ভকত ভজিয়া ভক্তি সাধ নারায়ণে।। ১৩০।।

পূরবে নারদ গেলা বদরিকাশ্রমে।
তথায় করেন তপ নর-নারায়ণে।। ১৩১।।
নারদে কহিলা তেঁহো এই তত্ত্বজ্ঞান।
কহিলা আমারে তাহা মুনি মতিমান্।। ১৩২।।
আমি তোমা' সভারে কহিলুঁ শুদ্ধচিত্তে।
এই শুদ্ধ ভাগবত-জ্ঞান জান তত্ত্বে।। ১৩৩।।

প্রহ্লাদের নিকট দৈত্যবালকগণের প্রশ্ন

এতেক বচন শুনি' দৈত্য-পুত্রগণে।
পুছিল বিনয় করি' প্রহ্লাদের স্থানে।। ১৩৪।।
'কহিলে প্রহ্লাদ তুমি অপূর্ব্ব কাহিনী।
ষণ্ডামর্ক দুই গুরু' আমি-সভে জানি।। ১৩৫।।
নারদের সঙ্গে তোমার কোথা দরশন?
কহ ত প্রহ্লাদ তুমি তাহার কারণ?' ১৩৬

উত্তরে প্রহ্লাদের বর্ণিত বিষয়সমূহ

দৈত্যপুত্র-বচন শুনিঞা শিশুবর।
হৃদয়ে সন্তোষ পাঞা দিলেন উত্তর।। ১৩৭।।
'আমার জনক গেলা তপ করিবারে।
পিপড়, বল্মীকে তাঁ'র ভক্ষিল শরীরে।। ১৩৮।।
ইন্দ্র-আদি দেবগণে পাঞা অবসর।
উদ্‌যোগ করিয়া আইল করিতে সমর।। ১৩৯।।
চতুরঙ্গ দেববল দেখি ভয়ঙ্কর।
চৌদিগে বেঢ়িল আসি' অসুর-নগর।। ১৪০।।
ধন-পুত্র-কলত্র তেজিয়া দৈত্যগণ।
ভয় পাঞা পলাইল রাখিয়া জীবন।। ১৪১।।
লুটিল, পুড়িল সব অসুর-নগর।
আমার জননী লঞা গেলা পুরন্দর।। ১৪২।।
ভয়ে কম্পমান মাতা করেন ক্রন্দন।
ইন্দ্রের নারদ সঙ্গে পথে দরশন।। ১৪৩।।
মুনি বলে—'ছাড়, ছাড় এহ পরনারী।
ভাল, পুরন্দর তুমি দেব-অধিকারী।।' ১৪৪।।

ইন্দ্র বলে—'শুন মুনি, করি নিবেদন।
ইহার উদরে আছে পুত্র একজন।। ১৪৫।।
দৈত্যবধূ তাবৎ থাকিবে মোর পুরে।
পুত্র প্রসবিলে পাঠাইব নিজ-ঘরে।।' ১৪৬।।
নারদ কহিল—'ইন্দ্র, বচন ধরিবে।
ইহার গর্ভের পুত্রে মারিতে নারিবে।। ১৪৭।।
মহাভাগবত শিশু—পুরুষ প্রধান।
শত্রু-মিত্র নাহি তাঁ'র, সর্ব্বত্র সমান।। ১৪৮।।
গোবিন্দ-চরণে তাঁ'র আছে দৃঢ় মন।
তাঁহাকে মারিবে হেন আছে কোন্ জন?' ১৪৯
নারদের বচন শুনিঞা শচীপতি।
মুনি প্রদক্ষিণ করি' কৈল দণ্ডনতি।। ১৫০।।

শ্রীনারদের আশ্রমে শ্রীপ্রহ্লাদ-জননী

জননী ছাড়িয়া ইন্দ্র গেলা নিজ পুরে।
নারদ আনিল তবে আপন-মন্দিরে।। ১৫১।।
আশ্বাস করিয়া আজ্ঞা দিল মুনীশ্বর।
'সুখে এথা থাক তুমি, না করিহ ডর।। ১৫২।।
তপ করি' তুয়া পতি যাবৎ না আইসে।
তাবৎ থাকিবে তুমি এই গৃহবাসে।।' ১৫৩।।
এ বোল শুনিঞা মাতা সতী গুণবতী।
নারদের পরিচর্য্যা, করেন ভকতি।। ১৫৪।।
মাগিয়া নিলেন বর নারদ-চরণে।
'তখনে প্রসব হৈব, ইচ্ছিব যখনে।।' ১৫৫।।
বর দিয়া ঋষি তা'রে দিলা তত্ত্বজ্ঞান।
আমার কারণে কৃপা কৈলা মতিমান্।। ১৫৬।।

প্রহ্লাদের মাতৃগর্ভে শ্রীনারদের
উপদেশ-শ্রবণ

স্ত্রীভাবে চিরকালে মায়ে বিস্মরিল।
মুনির কৃপায় আমি হৃদয়ে ধরিল।। ১৫৭।।
সেই তত্ত্বজ্ঞান কহি, শুন সাবধানে।
'আপনারে শিশু-বুদ্ধি না করিহ মনে।। ১৫৮।।
শোক-মোহ, জরা-ব্যাধি, জনম-মরণ।
এ সব শরীর-যোগে হয় উৎপন্ন।। ১৫৯।।

জীবতত্ত্ব ও সংসার-ত্রাণের উপায়

জীব এক, নিত্য নিরঞ্জন, জ্ঞানময়।
অবিকার, স্বপ্রকাশ, ব্যাপক, আশ্রয়।। ১৬০।।
হেন গুণনিধি জীব, আপনা' পাসরে।
'মুঞি, মোর' বলি দেহে অহঙ্কার করে।। ১৬১।।
দেহ-গেহ অভিমান তেজিব সকল।
হৃদয়ে চিন্তিলে তত্ত্ব পাই নিরমল।। ১৬২।।
ত্রিগুণ-রচিত দেহ—পঞ্চভূতময়।
তাহা হৈতে জীব ভিন্ন, এক নিত্যময়।। ১৬৩।।
সুখ-দুঃখ-সার-মাত্র জীবের আশ্রয়।
দেহে বৈসে জীব, সে শরীর মায়াময়।। ১৬৪।।
অনিত্য শরীরে হয় অসত্য-ভাবনা।
সেই দেহে সত্য ব্রহ্ম করি উপাসনা।। ১৬৫।।
অল্পে অল্পে করি' ভাই, ইন্দ্রিয়-রোধন।
তবে খণ্ডাইতে পারি এ ভববন্ধন।। ১৬৬।।
জীবের সংসার দেখ—অজ্ঞান-কারণ।
মিথ্যা হেন জানি, যেন জাগিলে স্বপন।। ১৬৭।।
অজ্ঞানেতে ভ্রমে জীব' এ ঘোর সংসারে।
জ্ঞান হ'লে অন্ধ-ভ্রম ছুটে সেইকালে।। ১৬৮।।
এ বোল বুঝিয়া, ভাই, করহ উপায়।
যাহা হৈতে এ ঘোর-সংসার-বন্ধ যায়।। ১৬৯।।
সহস্র উপায় আছে তরিতে সংসার।
তা'র মধ্যে জান কৃষ্ণ—উপায়ের সার।। ১৭০।।
শ্রীহরি-চরণে ভক্তি হয় যাহা হনে।
তাই সে সাধিব জীব পরম যতনে।। ১৭১।।
গুরুসেবা, গুরুপদে সর্ব্ব-সমর্পণ।
ভকতজনার সঙ্গ, কৃষ্ণ-আরাধন।। ১৭২।।
হরিকথা-শ্রবণ, কীর্ত্তন, গুণ-নাম।
হরির চরণ-ধ্যান, স্তুতি' পরণাম।। ১৭৩।।
কৃষ্ণের অদ্ভুত-মূর্ত্তি করিয়া নির্ম্মাণ।
পরিচর্য্যা করিয়া পূজিব মতিমান্।। ১৭৪।।

সর্ব্বভূতে দেখিব' আছেন নারায়ণ।
তৎসম্বন্ধে সভার করিব সম্ভাষণ।। ১৭৫।।
এইরূপে হয় তবে ভকতি-উদয়।
কৃষ্ণের চরণে রতি বাঢ়ে অতিশয়।। ১৭৬।।
গোবিন্দের লীলা-কর্ম্ম-গুণ-নাম শুনি'।
সর্ব্বাঙ্গে পুলক হয়, গদগদ-বাণী।। ১৭৭।।
উচ্চস্বরে ডাকে, নাচে' ক্ষণে গুণ গায়।
ক্ষণে হাসে, ক্ষণে কান্দে, চরণ ধেয়ায়।। ১৭৮।।
ক্ষণে ভাবগ্রস্ত হয়, উঠয়ে উন্মাদ।
ক্ষণে লোক-চরণে করয়ে দণ্ডপাত।। ১৭৯।।
'গোবিন্দ', 'মাধব' করি' ডাকে উচ্চস্বরে।
চিন্তিতে প্রভুর লীলা আপনা' পাসরে।। ১৮০।।

শ্রীহরি-ভজন—অনায়াস-সাধ্য ও অনন্তসুখপ্রদ

হেনরূপে হয় যাঁ'র ভকতি-উদয়।
কর্ম্মবন্ধ ছিণ্ডে তাঁ'র, ঘুচে ভবভয়।। ১৮১।।
গোবিন্দ ভজিতে কিছু নাহিক আয়াস।
হৃদয়ে চিন্তিলে কৃষ্ণ, ছিণ্ডে ভবপাশ।। ১৮২।।
হরি সে সভার পতি, প্রিয়, সখা, ধন।
হরি ছাড়ি' বিষয় সেবিয়ে অকারণ।। ১৮৩।।
পশু, ভৃত্য, দেহ, গেহ, সুত, বিত্ত, দার।
রাজসুখ, রাজ্যভোগ, এ মহিভাণ্ডার।। ১৮৪।।
স্বর্গবাস, স্বর্গফল, দেবদেহ ধরে।
এ সব চিন্তিয়া বুঝ তড়িৎ-চঞ্চলে।। ১৮৫।।
এ সব বুঝিয়া ভজ শ্রীকৃষ্ণচরণ।
ভজিলে অনন্ত সুখ দিব নারায়ণ।। ১৮৬।।

কর্ম্মপথের দুঃখময়ত্ব

সুখ উৎপাদন হৈব' দুঃখ-বিমোচন।
ইহার কারণে কর্ম্ম করে সর্ব্বজন।। ১৮৭।।
কর্ম্ম হৈতে কিছু ত না দেখি সুখলেশ।
প্রথমে করিতে কর্ম্ম দুঃখ-পরবেশ।। ১৮৮।।
ফলভোগ করিতে বিবিধ উৎপাত।
অবশেষে হয় পুন জনম-প্রমাদ।। ১৮৯।।
কর্ম্মফল অধ্রুব, অধ্রুব কলেবর।
ইহার কারণে কর্ম্ম করিয়া বিফল।। ১৯০।।
বড় বা অধীন, কিংবা রাজার কিঙ্করে।
কুক্কুরে ভক্ষিব, কিংবা দহিব অনলে।। ১৯১।।
হেন দেহ 'মোর' করি, করে অহঙ্কার।
ভবপথে নিরন্তর ভ্রমে বার বার।। ১৯২।।
কর্ম্মফলে মিলে দেহ, দার, পুত্র, ধন।
পশু, ভৃত্য, গজ, রথ, বিবিধ বাহন।। ১৯৩।।
প্রদীপের শিখা-সম এসব চঞ্চল।
ইহার কারণে কর্ম্ম করে নিরন্তর।। ১৯৪।।
মরণ-অবধি, আর জন্ম-আদি করি'।
দুঃখ বিনে অন্য কিছু বলিতে না পারি।। ১৯৫।।

দুর্মতি ছাড়িয়া সকলেরই হরিভজন কর্ত্তব্য

এ বোল বুঝিয়া শুন আমার বচনে।
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ যাঁহার চরণে।। ১৯৬।।
সেই সে সভার প্রভু, প্রিয়, গতি, পতি।
সে হরি-চরণ ভজ, ছাড়িয়া দুর্ম্মতি।। ১৯৭।।
দেবতা, অসুর, নর, কিন্নর, বানর।
গোবিন্দ ভজিলে হয় শুদ্ধ কলেবর।। ১৯৮।।
দেব-দ্বিজ হয়, কিংবা মুনিদেহ ধরে।
দান-ব্রত-তপ-যজ্ঞ নানা কর্ম্ম করে।। ১৯৯।।
তবু কৃষ্ণে সন্তোষিতে নহিব শকতি।
আর সব বিড়ম্বন ছাড়িয়া ভকতি।। ২০০।।
ভকতি করিয়া যদি ভজে দয়াময়।
আপনারে দিয়া হরি তাঁ'র বশ হয়।। ২০১।।
শুন দৈত্যসুত ভাই, মোর নিবেদন।
সর্ব্বভাবে কর, ভাই, গোবিন্দ-ভজন।। ২০২।।
দৈত্য, দানব যক্ষ, রাক্ষস, বানর।
খগ, মৃগ, পশুজাতি, পতিত, পামর।। ২০৩।।
এ সব ভজিয়া কৃষ্ণ হৈল কৃষ্ণময়।
এ বোল বুঝিয়া কেহ না কর সংশয়।। ২০৪।।
এই সে পরম-ধর্ম্ম—সর্ব্ব-ধর্ম্ম পর।
একান্ত ভকতি করি' ভজ দামোদর'।। ২০৫।।

শ্রীপ্রহ্লাদের সঙ্গফলে দৈত্যবালকগণের শ্রীহরিভজন-প্রবৃত্তি ও হিরণ্যকশিপুর ভীষণ ক্রোধ

এতেক বচন শুনি' দৈত্যসুতগণে।
তত্ত্ব-উপদেশ পাই' ধরিল যতনে।। ২০৬।।
গুরু-উপদেশ তা'রা না কৈল আদর।
ভয়ে জানাইল গুরু রাজার গোচর।। ২০৭।।
হিরণ্যকশিপু শুনি' গুরুর বচন।
প্রকোপে জ্বলিল যেন দীপ হুতাশন।। ২০৮।।
দুষ্ট দৈত্য পাঠাঞা বালক ধরি' আনে।
যোড়হস্তে প্রহ্লাদ দাণ্ডাইল বিদ্যমানে।। ২০৯।।
স্বভাবে দারুণ রাজা, বলে খরতর।
'আরে বেটা, কেনে তুই গেলি রসাতল? ২১০
কুলের অধম তুই—দুষ্ট দুরাচার।
এখনি পাঠাই তোরে যমের দুয়ার।। ২১১।।
মুঞি ক্রোধ কৈলে কাঁপে এ তিন ভুবন।
মোর পুত্র হঞা, বেটা, লঙ্ঘিস্ বচন। ২১২
কোন্ বলে বেটা তুঞি না রাখিস্ ডর?
হের-দেখ কাটিয়া পাঠাঙ যমঘর।।' ২১৩।।

শ্রীপ্রহ্লাদ-কর্তৃক সবিনয়ে নির্ভীকভাবে পিতাকে হরিভজন উপদেশ

বাপের বচন শুনি' দিলেন উত্তর।
করযোড় করি' শিশু, প্রণতকন্ধর।। ২১৪।।
'না কেবল তুমি আমি—এই দুইজনে।
স্থাবর জঙ্গম যত আছে ত্রিভুবনে।। ২১৫।।
সে হরি সভার বল, সভার শকতি।
যাঁ'র বলে সৃষ্টি করে ব্রহ্মা প্রজাপতি।। ২১৬।।
শিব যাঁ'র বলে করে এ লোকসংহার।
যাঁ'র বলে বিষ্ণুরূপে পালেন সংসার।। ২১৭।।
হরি বিনে জগতে বলিতে নাহি আন।
ছাড়িয়া অসুর-ভাব কর অবধান।। ২১৮।।
দেহের ভিতরে ছয় রিপু বলবান্।
ঘরের ভিতরে রিপু, বাহিরে পয়াণ।। ২১৯।।
জিনিলে ঘরের রিপু, না থাকিব ভয়।
আপনে বিচার করি' দেখ মহাশয়।।' ২২০।।

হিরণ্যকশিপু-কর্তৃক ক্রোধে স্ফটিকস্তম্ভে মুষ্ট্যাঘাত

হিরণ্যকশিপু বলে,—'আরে দুরাচার।
মোর আগে এই কথা কহ বার বার!! ২২১
আরে বেটা, আমি বিনে কে আছে ঈশ্বর?
জগতের গতি, পতি—আমি দণ্ডধর।। ২২২।।
আজি তোর শির কাটি' রাখুক ঈশ্বর।'
এ বোল বলিয়া দৈত্য উঠিল সত্বর।। ২২৩।।
'সব ঠাঞি আছে কৃষ্ণ, বলিস্ কাহারে?
তবে কেনে স্তম্ভ হৈতে না হয় বাহিরে? ২২৪
এ বোল বলিয়া দৈত্য ডাকিল নিষ্ঠুর।
মুট্কি মারিয়া দৈত্য স্তম্ভ কৈল চুর।। ২২৫।।

শ্রীশ্রীনৃসিংহ ভগবানের আবির্ভাব

স্তম্ভ হৈতে শবদ উঠিল ঘোরতর।
চমকিয়া ত্রিভুবন কাঁপে থর-থর।। ২২৬।।
ব্রহ্মাণ্ডের খোলা ফাটি' হৈল দুইখান।
ব্রহ্মা-ভব-আদি দেব হৈলা কম্পমান।। ২২৭।।
শব্দ শুনি, দৈত্যরাজ চৌদিগে নেহালে।
কাহার শবদ, হেন বুঝিতে না পারে।। ২২৮।।
হিরণ্যকশিপু তবে চিন্তে মনে মনে।
'কহিল প্রহ্লাদ সত্য, বুঝি অনুমানে।। ২২৯।।
সর্ব্বভূতে বৈসে হরি—বুঝায় আপনে।
সত্য করি' বুঝাইল ভক্তের বচনে।।' ২৩০।।
এতেক বচন যদি বলিল অসুরে।
স্তম্ভ হৈতে প্রকাশ হইল গদাধরে।। ২৩১।।

শ্রীনৃসিংহদেবের উগ্রমূর্ত্তি ধারণ

তপত-কাঞ্চন জিনি' নয়নযুগল।
ভ্রূকুটি-কুটিল মুখ, অতি ভয়ঙ্কর।। ২৩২।।

করাল কেশরজাল, জ্বলন্ত অনল।
সটাচ্ছটা-বিলুলিত ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল।। ২৩৩।।
বিকট দশন, জিহ্বা—ক্ষুরধার-তুল।
পর্ব্বত-কন্দর—কর্ণ, গর্জন নিষ্ঠুর।। ২৩৪।।
খরতর ভয়ঙ্কর কর-নখ-জাল।
গিরিগুহা-সম নাসা, বদন বিশাল।। ২৩৫।।
আকাশমণ্ডল জিনি' শরীর বিস্তার।
তনুরুহ বিললিত, জলদসঞ্চার।। ২৩৬।।
ভয়ঙ্কর রূপ দেখি' দৈত্য মহাবলী।
সম্মুখে রহিলা গিয়া খড়গ-চর্ম্ম ধরি'।। ২৩৭।।
উড়িয়া পতঙ্গ যেন পড়ে হুতাশনে।
আসিয়া দাণ্ডায় দৈত্য প্রভু-বিদ্যমানে।। ২৩৮।।
বিক্রম করিয়া দৈত্য রহিল গোচর।
লীলায় ধরিল তা'রে প্রভু-দামোদর।। ২৩৯।।
হাত হৈতে খসি' দৈত্য হইল অন্তরে।
ভয় পাইল দেবগণ, মেঘের ভিতরে।। ২৪০।।
অট্ট-অট্ট হাস্য করি' প্রভু নরহরি।
দ্বারেতে আনিল দৈত্যে বাম করে ধরি'।। ২৪১।।

শ্রীশ্রীনৃসিংহ কর্ত্তৃক হিরণ্যকশিপুর ও
অন্যান্য দৈত্যগণের সংহার

উরুর উপরে প্রভু ধরি' দৈত্যেশ্বর।
নখ দিয়া বিদারিল তা'র বক্ষঃস্থল।। ২৪২।।
জিহ্বায় লেহিয়া তা'র কৈলা রক্ত-পান।
নখে দৈত্যে বিদারিয়া কৈল খান-খান।। ২৪৩।।
মারিল সকল দৈত্য নখের প্রহারে।
দৈত্যগণ মারিয়া ডাকিল উচ্চস্বরে।। ২৪৪।।
সটাচ্ছটা মেঘগণ পড়িল ভাঙ্গিয়া।
স্বর্গ হৈতে তারাগণ পড়িল খসিয়া।। ২৪৫।।
নাসিকার শ্বাসে হৈল ক্ষুভিত সাগর।
শবদে কাঁপিল দশদিগের কুঞ্জর।। ২৪৬।।
পদভরে পৃথিবী করয়ে টলমল।
অঙ্গের বাতাসে তরু-গিরি থর-থর।। ২৪৭।।
মহাভয়ঙ্কর-রূপে দৈত্য বধ করি'।
রাজাসনে আপনে বসিলা নরহরি।। ২৪৮।।

ব্রহ্মাদি দেবগণের শ্রীশ্রীনৃসিংহ ভগবানের স্তব

সুরবধূগণে কৈল পুষ্প-বরিষণ।
আকাশে বাজিল শঙ্খ, দুন্দুভি-বাজন।। ২৪৯।।
গন্ধর্ব-কিন্নরে গায়, নাচে বিদ্যাধরী।
ব্রহ্মা-আদি স্তুতি করে, করযোড় করি'।। ২৫০।।
দূরে দূরে থাকি' দেব করয়ে স্তবন।
ভয় পাঞি নিকট না আইলা কোন জন।। ২৫১।।
ব্রহ্মা-ভব স্তুতি কৈলা বিবিধ-বিধানে।
ইন্দ্র স্তুতি কৈলা, আর দেব-ঋষিগণে।। ২৫২।।
পিতৃগণ, সিদ্ধগণ, বিদ্যাধরগণে।
নাগলোক স্তুতি কৈলা বিবিধ-বিধানে।। ২৫৩।।
মুনি, প্রজাপতি, যত গন্ধর্ব-কিন্নর।
গুহ্যক, চারগণ, যক্ষ, বিদ্যাধর।। ২৫৪।।
বৈকুণ্ঠের পারিষদ করযোড় করি'।
নারদ করেন স্তুতি, ভকতি বিস্তারি।'।। ২৫৫।।
ব্রহ্মা-আদি দেব, কেহ না গেল নিকটে।
পাঠাঞা দিলেন লক্ষ্মী পড়িয়া সঙ্কটে।। ২৫৬।।
লক্ষ্মী-দেবী ভয়ে তাঁর না গেল নিয়ড়।
প্রহ্লাদে আনিঞা ব্রহ্মা বলিলা বিস্তর।। ২৫৭।।

শ্রীব্রহ্মা-কর্ত্তৃক শ্রীপ্রহ্লাদ শ্রীশ্রীনৃসিংহ
সমীপে প্রেরিত

'তুমি যদি যাহ বাপ, প্রভু-বিদ্যমানে।
তবে ক্রোধ ছাড়ে প্রভু, হেন লয় মনে।।' ২৫৮।।
ব্রহ্মার বচন শুনি' দৈত্যের তনয়।
শিরে কর যুড়িয়া চলিলা মহাশয়।। ২৫৯।।
দণ্ড-পরণাম করি' পড়িলা চরণে।
শিরে কর দিয়া প্রভু তুলিলা আপনে।। ২৬০।।
করপদ্ম-পরশনে হৈল দিব্যজ্ঞান।
স্তুতি করে দৈত্যপুত্র—মহা-মতিমান্।। ২৬১।।

প্রেমে গদগদ-বাণী, অঙ্গ পুলকিত।
কৃষ্ণের চরণে শিশু আরোপিল চিত।। ২৬২।।

শ্রীপ্রহ্লাদের শ্রীশ্রীনৃসিংহ-স্তব

ব্রহ্মা-আদি সুরগণে সেবে এতকাল।
বুঝিতে না পারে তবু চরিত্র যাঁহার।। ২৬৩।।
যোগেন্দ্র, মুনীন্দ্র যাঁ'র না পাইল মর্ম্ম।
তাঁ'র স্তুতি কি করিব, অসুর-অধম? ২৬৪
বুদ্ধি, বল, তপ, যোগ, শ্রুতি, কুল, ধন।
কৃষ্ণ আরাধিতে নহে—এ সব কারণ।। ২৬৫।।
গুণহীন পশুজাতি গজেন্দ্র আছিল।
ভকতি দেখিয়া তারে প্রভু উদ্ধারিল।। ২৬৬।।
ভক্তিহীন বিপ্র—দ্বিষট্ গুণে অলঙ্কৃত।
তাহা হৈতে ভকত চণ্ডাল সুপূজিত।। ২৬৭।।
ধন-মনোবচন—গোবিন্দে আরোপণ।
সবংশে পবিত্র তাঁ'রে করে নারায়ণ।। ২৬৮।।
পরিপূর্ণ ভগবান্—স্বতন্ত্র বিহার।
না মাগে কাহার পূজা ভক্তি-পুরস্কার।। ২৬৯।।
প্রভুকে পূজিলে, পূজা হয় ত্রিভুবনে।
মুখের ভূষণ যেন দেখিয়ে দর্পণে।। ২৭০।।
এই সে ভরসা মোর শ্রীহরিচরণে।
বুদ্ধি-অনুসারে স্তুতি করিমু আপনে।। ২৭১।।
নীচ-পামরতরে প্রভুর গুণ গাই'।
এই ভরসায় কিছু বলিবারে চাই।। ২৭২।।
ব্রহ্মা-ভব আদি যত—তোমার কিঙ্কর।
চিরকাল ধরি' তোমা' ভজে নিরন্তর।। ২৭৩।।
এ সভের কৈলে মহাভয় নিবারণ।
ক্রোধ ছাড়ি' শান্তরূপ ধর, নারায়ণ।। ২৭৪।।
দন্ত-মুখ বিকট, কঠোর, ভয়ঙ্কর।
এরূপ দেখিতে মোর কিছু নাহি ডর।। ২৭৫।।
এ ঘোর সংসার দেখি' মোর বড় ভয়।
কতকালে প্রভু তুমি হইবে সদয়? ২৭৬
ব্রহ্মা-ভব-আদি দেব, সভার ভিতরে।
তোমার মহিমা কথা কহে নিরন্তরে।। ২৭৭।।
এই গুণ-কথা যেন নিরন্তর গাঙ।
ভকত-সমাজে যেন আনন্দে বেড়াঙ।। ২৭৮।।
এই দয়া কর মোরে প্রভু নরহরি।
তিলেক না রহি যেন তব কথা ছাড়ি'।। ২৭৯।।
এইরূপ কত কত কৈল স্তুতিবাদ।
নরসিংহ তুষ্ট হই করিলা প্রসাদ।। ২৮০।।
'বর মাগ' দৈত্যপুত্র, যত ইচ্ছা মনে।
আমি তুষ্ট হৈলে, নাহি দুর্লভ ভুবনে।।' ২৮১।।

বর প্রার্থনার আদেশে শ্রীপ্রহ্লাদের উক্তি

হাসিয়া প্রহ্লাদ তবে দিলেন উত্তর।
'বর দিয়া ভাণ্ড তুমি আপন কিঙ্কর? ২৮২
সেবক অধমে সেবা করে কাম্য করি'।
কাম দিয়া ভাণ্ড দাস, ঈশ্বর না বলি।। ২৮৩।।
আমি বর না মাগিব তোমার চরণে।
তুমি কভু বর মোরে না দিহ আপনে।। ২৮৪।।
অকাম ভকত মুঞি, তুমি নিরাশ্রয়।
তুমি প্রভু, আমি দাস—এই সে নিশ্চয়।। ২৮৫।।
বর হৈতে আমার নাহিক প্রয়োজন।
সেবকের সেবা বিনা আর কর্ম্ম কোন্? ২৮৬
তুমি—পূর্ণব্রহ্ম, আমি—অকাম কিঙ্কর।
বর দিয়া মোর কেনে ভাণ্ড গদাধর? ২৮৭
যদি বর দিবে হেন নিশ্চয় তোমার।
মোর চিত্তে নহে যেন কাম-অহঙ্কার।। ২৮৮।।
নারদ কহিলা মোরে মন্ত্র-উপদেশ।
সেই মন্ত্র জপি যেন, করিয়া বিশেষ।। ২৮৯।।

পিতৃ-অপরাধ ক্ষমার জন্য
প্রহ্লাদের প্রার্থনা

আর বর দেহ মোরে প্রভু মহেশ্বর।
পিতা মোর তোমার নিন্দিল নিরন্তর।। ২৯০।।
তোমার ভকত আমি—তনয় তাঁহার।
তে-কারণে কৈল মোর নানা অপকার।। ২৯১।।

তোমার চরণে সভে মোর এই বর।
তাঁ'র অপরাধ তুমি ক্ষমিহ সকল।।' ২৯২।।
এ বোল শুনিঞা বলে প্রভু নারায়ণ।
'সাবধানে শুন বাপ, আমার বচন।। ২৯৩।।

শ্রীপ্রহ্লাদের ভক্তিতে তাঁহার
ত্রিসপ্ত-কুলোদ্ধার

সুখে পরিত্রাণ পাইল জনক তোমার।
তিন-সাত কুল আর পাইল প্রতিকার।। ২৯৪।।
যে বংশে জন্মিলে তুমি ভকতপ্রধান।
সবংশে তাহার কুল পাইল পরিত্রাণ।। ২৯৫।।
যা'র বংশে বৈষ্ণবের হয় উতপতি।
হীন বা পামর কিংবা দুষ্ট পাপজাতি।। ২৯৬।।
পবিত্র সকল কুল, বংশের উদ্ধার।
সাধুসঙ্গে তরে সব পাপী দুরাচার।। ২৯৭।।

প্রহ্লাদের প্রতি শ্রীশ্রীনৃসিংহদেবের আদেশ

রাজ্যভোগ কর তুমি এক মন্বন্তর।
পুণ্যকথা আমার কহিবে নিরন্তর।। ২৯৮।।
আমাতে করিয়া তুমি চিত্ত আরোপণ।
সর্ব্বভূতে করিবে আমারে স্মঙরণ।। ২৯৯।।
পাপ পুণ্যভোগ কর্ম্ম করহ খণ্ডন।
জগতে নির্ম্মল যশ হইব স্থাপন।। ৩০০।।
অন্তকালে কর্ম্মবন্ধ তেজি' কলেবর।
পাইবে আমারে, বন্ধ ছুটিবে সকল।। ৩০১।।
তোমার, আমার যেবা করিবে স্মরণ।
খণ্ডিব দুরিত তা'র ভব বিমোচন।। ৩০২।।
অগ্নি-দান বাপের করহ শ্রাদ্ধকর্ম্ম।
রাজাসনে বসিয়া পালহ রাজধর্ম্ম।।' ৩০৩।।
হেনকালে ব্রহ্মা আইল দেবের দেবতা।
দেবগণ-সঙ্গে স্তুতি কৈল লোকপিতা।। ৩০৪।।

ব্রহ্মার শ্রীপ্রহ্লাদকে রাজসিংহাসনে স্থাপন

দেবগণে স্তুতি করে প্রভু-বিদ্যমান।
দেবের সাক্ষাতে প্রভু কৈল অন্তর্দ্ধান।। ৩০৫।।
বিস্ময় ভাবিয়া দেব সকল রহিল।
দৈত্যের ঈশ্বর করি প্রহ্লাদে স্থাপিল।। ৩০৬।।
প্রহ্লাদ পূজিল দেব, ব্রহ্মা মহেশ্বর।
নিজ নিজ স্থানে দেব চলিলা সকল।। ৩০৭।।
সেই পারিষদ দুই দিতির নন্দন।
অবতার করি' হরি বধিল তখন।। ৩০৮।।
সেই দুই দৈত্য, হৈল রাক্ষস-মূরতি।
'কুম্ভকর্ণ-দশগ্রীব'—ত্রিজগতে খ্যাতি।। ৩০৯।।
রাম অবতারে হরি দোহাঁরে বধিলা।
সেই দুই দন্তবক্রে-শিশুপাল হইলা।। ৩১০।।
বৈর-অনুবন্ধ করি' দেবকী-নন্দন।
বৈরি-ভাবে চিন্তি' গেলা বৈকুণ্ঠ ভুবন।। ৩১১।।
কহিলুঁ তোমারে রাজা, ধর্ম্মের নন্দন।
বৈরি-ভাব করি' দৈত্যগণ-বিমোচন।। ৩১২।।

শ্রীশ্রীনৃসিংহদেব ও শ্রীপ্রহ্লাদে চরিত-শ্রবণফল

নরসিংহ-অবতার—পুণ্য-গুণ-গাথা।
প্রহ্লাদ-চরিত্র—মহাভাগবত-কথা।। ৩১৩।।
ধন্য, পুণ্য পাপহর, পবিত্র আখ্যান।
কহিলে, শুনিলে মিলে সর্ব্বত্র কল্যাণ।। ৩১৪।।
তুমি-সব ধন্য জন—জগতপাবন।
যা'র ঘরে বৈসে পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ।। ৩১৫।।
যাঁ'রে তুমি বল ভাই, বান্ধব আমার।
সারথি বলিয়া যাঁ'রে কর অহঙ্কার।। ৩১৬।।
সেই পূর্ণব্রহ্ম হরি ধরে নরবেশ।
ব্রহ্মা-ভব আদি যাঁর না জানে উদ্দেশ।।" ৩১৭।।
ভক্তি-রস-গুরু শ্রীল গদাধর জান।
ভাগবত আচার্য্যের মধুরস গান।। ৩১৮।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে সপ্তমস্কন্ধে কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী-দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।। ৬।।

তৃতীয় অধ্যায়

ত্রিপুরাসুর-বধ-বর্ণন

(মালসী-রাগ)

"এই হরি পূরবে হরিতে ক্ষিতি-ভার।
ত্রিপুর মারিয়া যশ থুইল চমৎকার।। ১।।
শঙ্করদেবের কৈল সঙ্কট-মোচন।
সাক্ষাতে তোমার ঘরে হেন নারায়ণ।।" ২।।
এ বোল শুনিঞা তবে রাজা জিজ্ঞাসিলা।
"কিরূপে ত্রিপুর বধ কি কারণে হৈলা?" ৩
নারদ বলিলা,—রাজা, শুন সাবধানে।
যেরূপে ত্রিপুর-বধ কৈলা নারায়ণে।। ৪।।
দেবাসুরে যুদ্ধ হৈল পৃথ্বীর ভিতর।
অসুরে হারিয়া যুদ্ধে গেলা রসাতল।। ৫।।
ময়দানবের গিয়া পশিল শরণে।
ত্রিপুর নির্ম্মিয়া ময় দিল সেইক্ষণে।। ৬।।
একখান পুরী তা'র লোহার নির্ম্মাণ।
কনকে, রজতে—আর পুরী দুইখান।। ৭।।
তিনখান পুরী তা'রা একত্র করিয়া।
বেড়ায় অসুর-সব তাহাতে চড়িয়া।। ৮।।
যে দেশ চাপিয়া পড়ে তিন গোটা পুর।
ভাঙ্গিয়া চুরিয়া তাহা করয়ে নির্ম্মূল।। ৯।।
এইরূপে করে তা'রা তিনি লোক নাশ।
দেবগণ মেলি' গেলা শঙ্করের পাশ।। ১০।।
আরাধিয়া শঙ্করে আনিল দেবগণে।
শঙ্করের যুদ্ধ হৈল ত্রিপুরের সনে।। ১১।।
শঙ্কর যুড়িয়া বাণ ধনুর সন্ধানে।
হানিল অসুরগণে বাণ-বরিষণে।। ১২।।
মহাযোগী ময় তা'তে সৃজিল প্রকার।
যোগবলে দৈত্যগণে লইল পাতাল।। ১৩।।
কূপ-রসে থুঞা ময় অসুর জীয়ায়।
মনে দুঃখ পায় শিব, না দেখি' উপায়।। ১৪।।
হেনকালে সেই হরি—দৈবকীনন্দন।
ধেনুরূপ আপনে ধরিলা সেইক্ষণ।। ১৫।।
ব্রহ্মায় করিয়া বৎস চলিলা শ্রীহরি।
কূপ-রস পান কৈলা ধেনুরূপ ধরি'।। ১৬।।
তবে শিব সন্ধান করিয়া আরবার।
ত্রিপুর-অসুরে মারি' করিলা সংহার।। ১৭।।

শিবের ত্রিপুরারি নামের কারণ

ত্রিপুর মারিয়া শিব হৈলা 'ত্রিপুরারি'।
শঙ্করের যশ থুইল ত্রিজগৎ ভরি'।। ১৮।।
দুন্দুভি-বাজনা বাজে আকাশে-উপরে।
পুষ্প-বরিষণ কৈল গন্ধর্ব্ব-কিন্নরে।। ১৯।।

দেবগণ-কর্ত্তৃক শ্রীশিবের-স্তুতি

ইন্দ্র-আদি দেবে স্তুতি কৈল বিদ্যমানে।
ত্রিপুরে দহিয়া শিব গেল নিজ-স্থানে।। ২০।।
এইরূপ লীলা করি' করে কত কর্ম্ম।
কহিতে শকতি কা'র, কে জানিব মর্ম্ম? ২১
কৃষ্ণের মহিমা কিছু কহিলুঁ উদ্দেশে।
আর কি জিজ্ঞাস', রাজা, কহিব বিশেষে।।" ২২।।
ভক্তি-রস-কল্পতরু গদাধর জান।
ভাগবত-আচার্য্যের মধু-রস গান।। ২৩।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে সপ্তমস্কন্ধে কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী-তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।। ৩।।

চতুর্থ অধ্যায়

শ্রীনারদ-সমীপে শ্রীযুধিষ্ঠিরের জিজ্ঞাসা

(কামোদা-রাগ)

তবে রাজা যুধিষ্ঠির করি, যোড়কর।
বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম জিজ্ঞাসিল তা'র পর।। ১।।
"মহাভাগবত তুমি—ব্রহ্মার নন্দন।
লোকপরিত্রাণ-হেতু কর পর্য্যটন।। ২।।
বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম মোরে কহ মহাশয়।
শুনিলে তোমার মুখে খণ্ডিব সংশয়।।" ৩।।
এ বোল শুনিঞা বলে মুনি তপোধনে।
"কহিব তোমারে, রাজা, কর অবধানে।। ৪।।
ধর্ম্মের নন্দন—'নর-নারায়ণ'-নামে।
আকল্প করেন তপ বদরিকাশ্রমে।। ৫।।
তাঁ'রা দুই জনে ধর্ম্ম কহিল আমারে।
সে ধর্ম্ম কহিব, রাজা, তোমার গোচরে।। ৬।।

শ্রীনারদ-কর্ত্তৃক সর্ব্ববর্ণের সাধারণ-ধর্ম্ম-বর্ণন

সর্ব্বভূতময় হরি—ধর্ম্মের কারণ।
ধর্ম্মময় এক ভগবান্ নারায়ণ।। ৭।।
সত্য, শৌচ, দয়া, তপ, ক্ষমা, শম, দম।
শান্তি, তুষ্টি, ব্রহ্মচর্য্য, ইন্দ্রিয়-সংযম।। ৮।।
গ্রাম্যধর্ম্ম পরিত্যাগ, ভকতসেবন।
সর্ব্বজীবে করি অন্ন-পান বিভজন।। ৯।।
সর্ব্বভূতে কৃষ্ণবুদ্ধি, শ্রবণ, কীর্ত্তন।
স্মরণ, বন্দন, দাস্য, আত্মনিবেদন।। ১০।।
এ সব ধর্ম্মের সর্ব্ব বর্ণ অধিকারী।
যাহা হৈতে তুষ্ট হন, প্রভু নরহরি।। ১১।।

ব্রাহ্মণের কৃত্য-বিবরণ

যজন, যাজন, বেদ করি' অধ্যয়নে।
বেদ পড়াইব, দান করিব ব্রাহ্মণে।। ১২।।
সন্ধ্যাকর্ম্ম করি' কৃষ্ণে পূজিল ত্রিকাল।
সামান্য কহিলুঁ কিছু ব্রাহ্মণ-আচার।। ১৩।।

ক্ষত্রিয়ের কৃত্য-বর্ণন

ক্ষত্রিয়জাতির ধর্ম্ম—সংগ্রামে কুশল।
রিপুদল জিনিয়া শাসিব ক্ষিতিতল।। ১৪।।
বৃত্তি দিয়া ব্রাহ্মণে স্থাপিব অধিকারে।
প্রজা ধর্ম্মে পালিব, দণ্ডিব দুষ্টাচারে।। ১৫।।

বৈশ্যের কৃত্য-বর্ণন

কৃষিকর্ম্ম, গো-রক্ষণ, ধার, উপধার।
বৈশ্যে ধন বাড়াইব হঞা বাণিজার।। ১৬।।
সঞ্চয় করিয়া ধন স্থাপিব ব্রাহ্মণে।
দ্বিজ-দেব পূজিব, ভজিব সাধুজনে।। ১৭।।

শূদ্রের কৃত্য-বর্ণন

শূদ্রকুলে ধর্ম্ম—সভে ব্রাহ্মণসেবনে।
চিত্তবৃত্তি সমর্পিব দ্বিজের চরণে।। ১৮।।
দৈবযোগে যদি ধন মিলিয়ে তাহারে।
ধন হৈতে ধনমদে বাঢ়ে অহঙ্কারে।। ১৯।।
তে-কারণে ধন সমর্পিব দ্বিজকুলে।
দাস হঞা সেবিব, তেজিব মায়া ছলে।। ২০।।
সর্ব্বদেবময় বিপ্র—গোবিন্দ-সমান।
দ্বিজসেবা ছাড়ি' শূদ্রের ধর্ম্ম নাহি আন।। ২১।।

ব্রাহ্মণ-লক্ষণ

শম, দম, তপ, শৌচ, অচ্যুত-ভজন।
শান্তি, ক্ষান্তি, জ্ঞান, দয়া,—ব্রাহ্মণ-লক্ষণ।। ২২।।

ক্ষত্রিয়-লক্ষণ

ব্রাহ্মণ-ভকতি, ক্ষমা, প্রসাদ, বিনয়।
ধৈর্য্য, শৌর্য্য, তপ, শ্রম, মন শুদ্ধময়।। ২৩।।
দান, যজ্ঞ—এই সব ক্ষত্রিয়-লক্ষণ।
বৈশ্যের লক্ষণ শুন, কহিব এখন।। ২৪।।

বৈশ্যের-লক্ষণ

স্বধর্ম্ম করিয়া ধন করিব অর্জ্জন।
ধন দিয়া সন্তোষিব দ্বিজ-গুরুগণ।। ২৫।।

দেব-দ্বিজ-ভকতি করিব নিরন্তর।
শূদ্রজাতি ধর্ম্ম কহি, শুন নরেশ্বর।। ২৬।।

শূদ্রের-লক্ষণ

দাসভাবে দ্বিজসেবা মায়া পরিহরি'।
ব্রাহ্মণ-ভকতি করি' ভজিব শ্রীহরি।। ২৭।।
সত্য, শৌচ থাকিব, তেজিব দুষ্টধর্ম্ম।
মন্ত্র উচ্চারণ করি' না করিব কর্ম্ম।। ২৮।।

স্ত্রীজাতির কৃত্য

স্তিরি কুলে পতিসেবা, অনুকূল-বাণী।
পতিবন্ধুগণ-সেবা অনুরূপ জানি'।। ২৯।।
পতিধর্ম্ম-ব্রত তা'র সতত ধারণ।
মার্জ্জন, লেপন, গৃহ, করিব মণ্ডন।। ৩০।।
পবিত্র শরীর করি' পতি সম্ভাষণ।
বদনে কহিব প্রেমে সন্তোষ-বচন।। ৩১।।
ক্রোধ, লোভ ছাড়িব, থাকিব সত্য, দয়া।
কৃষ্ণভাবে পতিভক্তি, না করিব মায়া।। ৩২।।
সকল জাতির ধর্ম্ম নিজ নিজ আছে।
সেই ধর্ম্ম হৈতে তা'র পরিত্রাণ পাছে।। ৩৩।।

অন্ত্যজাদি সর্ব্ববর্ণের কৃত্য

অন্ত্যজ চণ্ডাল কিংবা শ্বপচ পামর।
আপনার নিজবৃত্তি করিব সকল।। ৩৪।।
নিজধর্ম্মে থাকিয়া ভজিব নারায়ণ।
কহিলুঁ তোমারে সর্ব্বধর্ম্ম বিবরণ।। ৩৫।।
নিজধর্ম্মে থাকিব, ভজিব নরহরি।
একান্ত ভজিব, তবে সর্ব্ব ধর্ম্ম ছাড়ি'।। ৩৬।।
তবে রাজা কহি, শুন, আশ্রম-আচার।
ব্রহ্মচারী-ধর্ম্ম শুন, ধর্ম্মের কুমার।। ৩৭।।

ব্রহ্মচারীর কৃত্য

ব্রহ্মচারী গুরুকুলে সতত বসিব।
চিত্ত সমাধান করি' গুরু আরাধিব।। ৩৮।।
দাসভাবে নীচবৎ করিব বেভার।
সন্ধ্যাকর্ম্ম, বহ্নিকর্ম্ম করিব ত্রিকাল।। ৩৯।।
গুরু আজ্ঞা দিলে বেদ করি' অধ্যয়ন।
সাঙ্গ-অনুবন্ধ-কালে চরণ-বন্দন।। ৪০।।
দণ্ড, কমণ্ডলু, জটা, চর্ম্ম পরিধান।
ধরিব, করিব তবে চিত্ত সমাধান।। ৪১।।
প্রাতঃকালে সন্ধ্যাকালে ভিক্ষা-পর্য্যটন।
আনিঞা করিব ভিক্ষা গুরুকে অর্পণ।। ৪২।।
গুরু আজ্ঞা দিলে তবে করিব ভোজন।
গুরু আজ্ঞা না হৈলে করিব উপোষণ।। ৪৩।।
স্তিরি-সঙ্গ না করিব, স্তিরি-সঙ্গি-সঙ্গ।
কোনমতে নহে যেন মহাব্রত-ভঙ্গ।। ৪৪।।
সকল ইন্দ্রিয়গণ মহা-বলবান্।
হরিতে যোগীর মন নহে বস্তুজ্ঞান।। ৪৫।।
মর্দ্দন, মার্জ্জন, জলে অঙ্গ পরিস্কার।
গুরুদার-নিকট পীরিতি-ব্যবহার।। ৪৬।।
গুরুদার নিকটে নহিব কোন কালে।
হেন জানি নারীজাতি জ্বলন্ত আনলে।। ৪৭।।
পুরুষ জানিহ—ঘৃতকলস-সমান।
নারীসঙ্গ কভু না করিব মতিমান্।। ৪৮।।
কন্যা যদি হয়, তাহো দূরে পরিহরি।
নারী-সঙ্গে নিবাস কবহুঁ নাহি করি।। ৪৯।।
এইরূপে ব্রহ্মচারী গুরু আরাধিব।
পঢ়িয়া সকল বেদ আজ্ঞা মাগি' লৈব।। ৫০।।
গুরুকে দক্ষিণা দিয়া চলিব মন্দিরে।
সন্ন্যাস করিয়া কিবা চলিব দিগন্তরে।। ৫১।।
সকল ছাড়িয়া কিংবা বনে প্রবেশিব।
একান্ত ভকতি করি' কৃষ্ণ আরাধিব।। ৫২।।

বানপ্রস্থের কৃত্য

সর্ব্বভূতে বৈসে হরি, করিব সন্ধান।
বানপ্রস্থ-ধর্ম্ম কহি, শুন মতিমান্।। ৫৩।।
বানপ্রস্থ কৃষি-ফল ছাড়িব ভোজন।
কন্দ, মূল, ফল খাঞা রাখিব জীবন।। ৫৪।।

কুশ, কাশ, সমিধ্ আনিব আহরিয়া।
নিতি নিতি নানা যজ্ঞ করিব চিন্তিয়া।। ৫৫।।
সন্ধ্যাকর্ম্ম, অগ্নিকর্ম্ম করিব ত্রিকাল।
কেশ-লোম ধরিব, পরিব বৃক্ষছাল।। ৫৬।।
দণ্ড-কমণ্ডলু করে, শিরে জটাভার।
বন্য ফল-মূল দিয়া করিব আহার।। ৫৭।।
এইরূপে চিরকাল বনে বাস করি'।
অন্তকালে তনু তেজি' যায় বিষ্ণুপুরী।। ৫৮।।

সন্ন্যাস গ্রহণের যোগ্যতা ও কৃত্য

সন্ন্যাস-আশ্রমধর্ম্ম কহিব এখনে।
পরম-পাবন-ধর্ম্ম, শুন সাবধানে।। ৫৯।।
যখনে পুরুষ হয় বিষয়ে বিরাগ।
সর্ব্বকর্ম্ম, সর্ব্বধর্ম্ম করি' পরিত্যাগ।। ৬০।।
তখনে চলিব নর করিয়া সন্ন্যাস।
গ্রামে গ্রামে এক দিন, ক্ষণে বনে বাস।। ৬১।।
দণ্ড-কমণ্ডলু, সঙে কৌপিন-বসন।
একেশ্বরে নিরপেক্ষে করিব গমন।। ৬২।।
শান্ত, দান্ত, সর্ব্বভূত-হিত দয়াপর।
নারায়ণ পরায়ণ, শুদ্ধকলেবর।। ৬৩।।
চরাচর জীবে হৈব ঈশ্বর ভাবনা।
মনে না হইব কভু বিষয়-বাসনা।। ৬৪।।
বন্ধ-মোক্ষ আপনার দেখিব গেয়ানে।
মায়াময় জগৎ—বুঝিব অনুমানে।। ৬৫।।
অসৎ শাস্ত্রের না যাইব সন্নিধানে।
কভু নাহি জীবিকা কল্পিব মতিমানে।। ৬৬।।
বিবাদ বর্জ্জিব, তর্ক, ন্যায়, দরশন।
কভু না করিব, বহু শাস্ত্র-অভ্যাসন।। ৬৭।।
বহু শিষ্য না করিব, না পড়াব বেদ।
কার সঙ্গে কভু না করিব মতিভেদ।। ৬৮।।
সকল আরম্ভ তেজি' তত্ত্বে মন দিব।
সমচিত্ত, শান্ত হঞা শ্রীকৃষ্ণ ভজিব।। ৬৯।।
বালবৎ চরিত্র, অন্তর নিরমলে।
জড়, উনমত যেন দেখিব সকলে।। ৭০।।

'আজগর' মুনির ইতিহাস

কহিব তোমারে পুরাতন ইতিহাস।
'আজগর' মুনি আর প্রহ্লাদ-সম্ভাষ।। ৭১।।
কাবেরী-নদীর তীরে এক যোগশ্বর।
সহ্যগিরি-গহ্বরে থাকয়ে নিরন্তর।। ৭২।।
ধূলায় ধূসর তনু, থাকেন শয়নে।
এককালে প্রহ্লাদ চলিলা পর্য্যটনে।। ৭৩।।
লোকতত্ত্ব জানিব লোকের অধিপতি।
চলিলা অলপ সৈন্য করিয়া সংহতি।। ৭৪।।
কাবেরী-নদীর তীরে হৈলা উপসন্ন।
আজগর-মুনি-সনে তথা দরশন।। ৭৫।।
প্রহ্লাদ চিনিল দিব্যপুরুষ-লক্ষণ।
প্রণাম করিয়া কৈল চরণ-বন্দন।। ৭৬।।

শ্রীপ্রহ্লাদের প্রশ্ন

প্রহ্লাদ পুছিল তবে ভকতপ্রধান।
"স্থূল কলেবর তুমি—মহাভোগবান।। ৭৭।।
ধন নাহি তোমার, উদ্যোগ নাহি কর।
স্থূল কলেবর তুমি, কোন্ যোগে ধর? ৭৮
শয়ন করিয়া থাক, না কর আহারে।
তুষ্ট-পুষ্ট দেখি তোমা', সন্তোষ অন্তরে।। ৭৯।।
কহ যদি যোগ্য আমি হই, যোগেশ্বর।"
আজগর-মুনি তবে দিলেন উত্তর।। ৮০।।

আজগর মুনির উত্তর

"শুন হে অসুরশ্রেষ্ঠ, ভকতপ্রধান।
কহিব সকল কথা তোমা'-বিদ্যমান্।। ৮১।।
যাঁহার হৃদয়ে বৈসে প্রভু-নারায়ণ।
বড় পুণ্যে তাঁ'র সঙ্গে হয় সম্ভাষণ।। ৮২।।
নানা যোনি ভ্রমিল, বিবিধ কর্ম্ম করি'।
এ দেহে সকল আমি বুঝিল বিচারি'।। ৮৩।।
মুকুতি দুয়ার—এই নরক-দুয়ার।
সাধিতে পারিলে, এই দেহে প্রতিকার।। ৮৪।।

সুখ হেতু কর্ম্ম করি, সভে দুঃখ সার।
কর্ম্ম করি' নানা দুঃখ পাই বার বার।। ৮৫।।
এবে কর্ম্ম তেজি' হৈল শুদ্ধ-কলেবর।
আনন্দ-সাগরে আমি ভাসি নিরন্তর।। ৮৬।।
বিষয়-সন্ধান এবে মনেহ না করি।
শয়ন করিয়া থাকি তত্ত্বে মন ধরি'।। ৮৭।।
তত্ত্ব বিস্মরিয়া লোক ভ্রময়ে সংসার।
অসত্য সকল—মনে না করে বিচার।। ৮৮।।
নানা দুঃখ করি' ধন উপার্জন করে।
দুঃখ-বিনে আর কিছু না দেখি তাহারে।। ৮৯।।
রাজভয়, চৌরভয়, শত্রু-মিত্রভয়।
নিদ্রা নাহি যায় ধনী, সর্ব্বত্র সংশয়।। ৯০।।
শোক-মোহ, ভয়-ক্রোধ, রাগ-পরিশ্রম।
ধন হইতে ধনীর সতত মতিভ্রম।। ৯১।।
এই বোল বুঝিয়া তেজিলুঁ ধন আশা।
সর্প-মধুকর দেখি বাঢ়িল ভরসা।। ৯২।।
দুই গুরু আমার—পন্নগ-মধুকর।
তা'-সভার ঠাঞি তত্ত্ব শিখিল সকল।। ৯৩।।
নানা পুষ্প হৈতে মধু মধুকরে আনে।
তাহাকে মারিয়া মধু লয় অন্য জনে।। ৯৪।।
এ বোল বুঝিয়া ধন না করি সঞ্চয়।
সর্প হৈতে যে শিখিলুঁ, শুন মহাশয়।। ৯৫।।

মহাসর্প হইতে শিক্ষা—যথালাভে সন্তোষ

মহাসর্প তুষ্ট হঞা থাকে সর্ব্বকাল।
আহার করিয়া চিন্তা নাহিক তাহার।। ৯৬।।
অলপ-বিস্তর যেবা দৈবযোগে মিলে।
তাই খাঞা সর্পরাজ রহে কুতুহলে।। ৯৭।।
পরঘরে থাকে সর্প না চিন্তে আহার।
সর্প হৈতে শিখিলুঁ—এ সব সদাচার।। ৯৮।।
দৈবযোগে যে মিলায় করিয়ে ভোজন।
তৃণ, পত্রে, ভস্মে ক্ষণে করিয়ে শয়ন।। ৯৯।।
কনক-পর্য্যঙ্কে কেহ শয়ন করায়।
দিব্যগন্ধ, মাল্য, দিব্য বসন-পরায়।। ১০০।।
হরিষ, বিষাদ—আমি কোথাহ না করি।
অদৃষ্ট মানিঞা রহি, কৃষ্ণে চিত্ত ধরি'।। ১০১।।
মিষ্ট অন্ন-পান কেহ করায় ভোজন।
বিস্তর ভর্ৎসয়ে কেহ করয়ে তাড়ন।। ১০২।।
দিব্য-রথে তুলি' কেহ চামর ঢুলায়।
গজের উপর তুলি, কেহ লঞা যায়।। ১০৩।।
ধূলা-ভস্ম দিয়া কেহ সর্ব্বাঙ্গ ভরায়।
দণ্ডের প্রহার কেহ করে মোর গায়।। ১০৪।।
তাহাতে না করি আমি মান-অপমান।
অদৃষ্ট মানিঞা চিত্তে করি সমাধান।। ১০৫।।
সকল লোকের হিত চিন্তি সর্ব্বকাল।
শ্রীহরি ভজিয়া হব ভব-ভয় পার।। ১০৬।।
কহিলুঁ তোমারে রাজা, গোপন কথন।
গোবিন্দ-ভকত তুমি-সাধু মহাজন।।"১০৭।।
মুনির বচন শুনি' দৈত্যের ঈশ্বর।
বিনয়ে প্রণাম' করি গেলা নিজ ঘর।। ১০৮।।
কহিল তোমার রাজা, পূরব-কথন।
আর কি কহিব, কহ ধর্ম্মের নন্দন।।" ১০৯।।
যা'র গুরু গদাধর ধীরশিরোমণি।
ভাগবত-আচার্য্যের মধু-রস-বাণী।। ১১০।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে সপ্তমস্কন্ধে কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী-চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।। ৪।।

পঞ্চম অধ্যায়

গৃহস্থের কৃত্যবিষয়ে শ্রীযুধিষ্ঠিরের-প্রশ্ন
(ধানসী-রাগ)

ভক্তিযুক্ত হৈলা তবে রাজা যুধিষ্ঠির।
প্রেমে গদগদ-বাণী, পুলকশরীর।। ১।।
নারদের চরণে করিয়া নমস্কার।
আর কথা জিজ্ঞাসিল ধর্ম্মের কুমার।। ২।।
"আমি-সব হেন যত মূর্খগৃহবাসী।
তা'রা সব কেমনে তরিব পাপরাশি? ৩
কহ যোগেশ্বর, মোরে তাহার প্রকার।"
কহিতে লাগিলা তবে ব্রহ্মার কুমার।। ৪।।

শ্রীনারদের গৃহস্থাশ্রমের ধর্ম্ম-বর্ণন

"ঘরে থাকি' সতত করিব শুভ কর্ম্ম।
গোপীনাথ-চরণে করিয়া সমর্পণ।। ৫।।
হরিকথা নিরন্তর করিব শ্রবণে।
বৈষ্ণবজনের সঙ্গে থাকিব যতনে।। ৬।।
চিত্ত নিরমল হয় সাধুর সংহতি।
সুত-দার দেহ-গেহে না রহে পীরিতি।। ৭।।
প্রয়োজন-অবধি কলত্র-পুত্রসঙ্গ।
অন্তর-বৈরাগ্য তা'র কভু নহে ভঙ্গ।। ৮।।
কেবল সংসারী যেন দেখে সর্ব্বলোক।
পুত্র-দার মরে যদি তবু নাহি শোক।। ৯।।
যে যে ইচ্ছা করে মাতা, পিতা, সুত, দার।
সেইদ্রব্য দিয়া চিত্ত সন্তোষে তাহার।। ১০।।
অন্তরে বৈরাগ্য তা'র, কেহ নাহি বুঝে।
আপনা' গোপত করি' গোপীনাথ ভজে।। ১১।।
দেখিব সকল জীবে আপন-সমান।
কীট-পশু পক্ষী না করিব ভিন্ন-জ্ঞান।। ১২।।
যখন যে হয় দৈবযোগে উপসন্ন।
সর্ব্বজীবে বিভজিয়া করিব ভোজন।। ১৩।।
আপনার না বলিব সুত বিত্ত-দার।
ঈশ্বর নির্ম্মিত সব জানিব সংসার।। ১৪।।
অন্তকালে কৃমি, ভস্ম হয় কলেবর।
তা'র তরে কা'রে না করিব নিজ-পর।। ১৫।।
যদি ধন হয়, সর্ব্বজীব সন্তোষিব।
দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ সতত করিব।। ১৬।।
সর্ব্বজীবে বৈসে হরি—করিব ভাবনা।
এই চিত্তে করিয়া করিব উপাসনা।। ১৭।।
শুভযোগ, শুভতিথি, শুভকাল পাঞা।
জপ, হোম, যজ্ঞ, দান করিব বুঝিয়া।। ১৮।।
পুণ্য-দেশ, পুণ্য-ভূমি কহিব তোমারে।
যথা রহি' পুণ্য কর্ম্ম করিব সকলে।। ১৯।।
সেই পুণ্য-দেশ—যথা থাকে সাধুজন।
যথা যথা কৃষ্ণমূর্ত্তি করয়ে স্থাপন।। ২০।।
মূর্ত্তি-অবতারে হরি থাকেন যে দেশে।
সর্ব্বতীর্থ-সনে তথা সর্ব্ব দেব বৈসে।। ২১।।
সে দেশে জানিহ তুমি সকল কল্যাণ।
ভকত-জনার যথা হয় উপাদান।। ২২।।
গঙ্গা-আদি মহা-নদী, প্রভাস, পুষ্কর।
কুরুক্ষেত্র, প্রয়াগ, নৈমিষ—তীর্থবর।। ২৩।।
পুলহ-আশ্রম, সেতু, গয়া, দ্বারাবতী।
বারাণসী, মধুপুরী, পম্পা, সরস্বতী।। ২৪।।
নারায়ণক্ষেত্র, বিন্দুসর-আদি করি'।
এই সব পুণ্য-ভূমি, যথা বৈসে হরি।। ২৫।।
মূর্ত্তিরূপে যথা হরি করেন বিহার।
ভকত-জনের হয় যথা অবতার।। ২৬।।
সেই সব পুণ্য-ভূমি, জানিহ বিশেষে।
যত যত কর্ম্ম, ধন্য হয় সেই দেশে।। ২৭।।
পাত্রমধ্যে পাত্র-সার, কহি নরেশ্বর।
সকল পাত্রের সার—এক দামোদর।। ২৮।।
কৃষ্ণ তুষ্ট হৈলে, তুষ্ট হয় চরাচর।
এ বোল বুঝিয়া ভজিব গদাধর।। ২৯।।
পাত্রমধ্যে সার আর জানিহ ব্রাহ্মণ।
তাহাতে অধিক পাত্র—হরিপরায়ণ।। ৩০।।
ত্রেতাযুগে মূর্ত্তি করি' মহামুনিগণে।
মূর্ত্তি-অবতারে হরি ভজিল যতনে।। ৩১।।
সেই মূর্ত্তি করি' যেবা ভজে নারায়ণ।
জীব-হিংসা করে যদি, নাহি প্রয়োজন।। ৩২।।

শ্রদ্ধাবিধি তবে আর কহিল বিস্তারে।
কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ জিনিতে প্রকারে।।" ৩৩
নারদ বলেন,—"তবে শুন, নরেশ্বর।
কহিলুঁ যতেক ধর্ম্ম তোমার গোচর।। ৩৪।।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম-মাহাত্ম্য

বিনি গুরু-উপদেশ কিছুই না হয়।
গুরু-উপদেশ লঞা ঘুচাহ সংশয়।। ৩৫।।
তবে ধর্ম্ম সাধিলে, সকল হয় সিদ্ধি।
এ বোল বুঝিয়া হরি ভজে মহাবুদ্ধি।। ৩৬।।
গুরুরূপে জ্ঞানদাতা—প্রভু ভগবান্।
চিত্তে না করিহ গুরু মানুষ-গেয়ান।। ৩৭।।
গুরুতে যাবৎ যা'র থাকে নরবুদ্ধি।
তাবৎ না হয় তা'র কোন কর্ম্ম-সিদ্ধি।। ৩৮।।
যেই গুরু, সেই হরি, দেখিব সমান।
গুরুভক্তি করিয়া ভজিব মতিমান্।। ৩৯।।

শ্রীনারদের পূর্ব্বজন্ম ইতিহাস

পূর্ব্ব-জন্মে ছিলুঁ আমি গন্ধর্ব্বপ্রধান।
সঙ্গীতে পণ্ডিত আমি করি' দিব্যগান।। ৪০।।

শ্রীব্রহ্মার শাপে নারদের শূদ্রজন্ম-লাভ

'উপবরিহণ'-নাম আছিল আমার।
দেবের সমাজে গীত গাই সর্ব্বকাল।। ৪১।।
এককালে যজ্ঞ আরম্ভিলা প্রজাপতি।
সকল গন্ধর্ব্বগণে করিয়া সংহতি।। ৪২।।
তাহাতে চলিলুঁ আমি গীত গাইবারে।
হরিগুণ গান করি ব্রহ্মার গোচরে।। ৪৩।।
দেবের নাচনী তথা দিব্য নৃত্য করে।
তিলেক আমার চিত্ত তাহাতে সঞ্চরে।। ৪৪।।
তালভঙ্গ হৈল তবে হেন অবসরে।
ক্রোধ করি' প্রজাপতি শাপ দিল মোরে।। ৪৫।।
'যাহ দুষ্ট বেটা, তুমি হও শূদ্রজাতি।'
তে-কারণে ক্ষিতিতলে হইলু উৎপত্তি।। ৪৬।।
দ্বিজঘরে হৈলুঁ আমি দাসীর তনয়।
আচম্বিতে আইল তথা চারি মহাশয়।। ৪৭।।

বৈষ্ণবের সঙ্গ-হেতু শ্রীনারদের ভক্তি-লাভ

কৃপা করি' তাঁরা মোরে দিলা উপদেশ।
তাঁ' সভার প্রসাদে ভজিলুঁ হৃষীকেশ।। ৪৮।।
মহাজন-উপাসনা, উচ্ছিষ্ট-ভোজনে।
ব্রহ্মার কুমার আমি হৈলুঁ তে-কারণে।। ৪৯।।

শ্রীহরিভজনোপদেশ

বিনে গুরু ভজিলে না হয় পরিত্রাণ।
এ বোল বুঝিয়া গুরু ভজ মতিমান্।। ৫০।।
কৃষ্ণে সমর্পিয়া যদি নিজ-ধর্ম্ম করে।
গৃহস্থ সংসারদুঃখ তরিবারে পারে।। ৫১।।

শ্রীযুধিষ্ঠির-মাহাত্ম্য

তুমি ধন্য, পুণ্য রাজা—গুণের নিধান।
সাক্ষাৎ পরমব্রহ্ম তব সন্নিধান।। ৫২।।
নররূপ ব্রহ্ম—এই প্রভু নারায়ণ।
তাঁর সঙ্গে কর তুমি শয়ন-ভোজন।। ৫৩।।
ব্রহ্মা-ভব-আদি যাঁরে করয়ে ধেয়ান।
তোমার নিকটে রহে সেই ভগবান্।। ৫৪।।
তুমি মহাপুরুষ—কেবল ধর্ম্মময়।
তোমার প্রসাদে লোক তরিব সংশয়।।" ৫৫।।
এতেক বচন বলি' ব্রহ্মার নন্দন।
অন্তর্দ্ধান করিয়া চলিলা সেইক্ষণ।। ৫৬।।
নারদের বচন শুনিঞা যুধিষ্ঠির।
আনন্দে মজিল রাজা পুলক-শরীর।। ৫৭।।
কৃষ্ণের মহিমা শুনি' ভাবিলা বিস্ময়।
জানিল সাক্ষাৎ ব্রহ্ম এই দয়াময়।। ৫৮।।
শ্রীল-গদাধর গুরু ধীরশীরোমণি।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস-বাণী।। ৫৯।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে সপ্তমস্কন্ধে কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী-পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।। ৫।।
সমাপ্তশ্চায়ং সপ্তমঃ স্কন্ধঃ।। ৭।।

অষ্টম স্কন্ধ

প্রথম অধ্যায়

মন্বন্তরাবতার-বর্ণন

(বসন্ত-রাগ)

এতেক বচন শুনি' রাজা পরীক্ষিৎ।
আর কথা জিজ্ঞাসিলা হঞা হরষিত।। ১।।
"স্বায়ম্ভুব-মনু-বংশ কহিলে সকল।
চৌদ্দ-মন্বন্তর-কথা-কহ, যোগেশ্বর।। ২।।
যথা যথা অবতার করিলা শ্রীহরি।
যত কর্ম্ম কৈল, যত অবতার ধরি'।। ৩।।
সে সব কহিবে মোরে, যদি কর দয়া।
তোমার প্রসাদে যেন তরি দৈব-মায়া।।" ৪।।
তবে শুকমুনি তা'রে দিলেন উত্তর।
"কহিব তোমারে যত যত মন্বন্তর।। ৫।।
ছয় মনু বহি' গেল কল্পের ভিতর।
স্বায়ম্ভুব-মনু তা'থে প্রধান সকল।। ৬।।
আকূতি তাঁহার কন্যা, আছিল সুন্দরী।
তাঁর গর্ভে অবতার করিলা শ্রীহরি।। ৭।।
স্বায়ম্ভুব-মনু ছিল সভার প্রধান।
বনে তপ করি' আরাধিল ভগবান্।। ৮।।
ক্ষুধায় আকুল হই' যত দৈত্যগণে।
চৌদিগে বেঢ়িল তা'রা ভক্ষিবার মনে।। ৯।।
তবে যজ্ঞরূপে হরি করি' অবতার।
সেইক্ষণে কৈল সব দৈত্যের সংহার।। ১০।।
দ্বিতীয়ে আছিল স্বারোচিষ-মন্বন্তর।
'বৈরোচন'-নামে ইন্দ্র, তুষিত-অমর।। ১১।।
তৃতীয়ে আছিল মনু—'উত্তম' সে নামে।
'সত্যজিৎ'-নামে ইন্দ্র, সত্য-দেবগণে।। ১২।।
'সত্যসেন'—নামে হরি—ধর্ম্মের কুমার।
মারিয়া অসুরগণে করিল সংহার।। ১৩।।
চতুর্থে 'তামস'-মনু পুণ্য-কলেবর।
প্রিয়ব্রত-সুত তা'রা দুই সহোদর।। ১৪।।
'সত্য-বৈধৃতি' নামে হৈল সুরগণে।
'ত্রিশিখ' ইন্দ্রের নাম আছিল তখনে।। ১৫।।
'হরিমেধা'-নামে ছিল এক নরেশ্বরে।
হরিরূপে অবতার কৈলা তাঁ'র ঘরে।। ১৬।।
'হরি' অবতারে কৈলা গজেন্দ্রমোক্ষণ।
শুন রাজা, তা'র কথা কহিব এখন।। ১৭।।

ত্রিকূটগিরি ও সরোবরাদি-বিবরণ

আছয়ে 'ত্রিকূট' নামে এক গিরিবর।
চৌদিগে বেঢ়িয়া আছে ক্ষীরোদ-সাগর।। ১৮।।
অযুত যোজন তা'র উচ্চ পরিসর।
তিন গোটা শৃঙ্গ তা'র দেখিতে সুন্দর।। ১৯।।
রজত-কাঞ্চনে তা'র দুই ত' শিখর।
রতনের এক শৃঙ্গ করে ঝলমল।। ২০।।
আর শত শৃঙ্গ তা'র নানা মণিময়।
ক্ষীরোদ-সাগরে দীপ্তি করে অতিশয়।। ২১।।
ফল-ফুলে লম্বিত বিবিধ তরুজাল।
পরভৃত-কলরব, ভ্রমর-ঝঙ্কার।। ২২।।
বিবিধ-বিহগকুল-শবদ-সঞ্চার।
সুর, সিদ্ধ, বিদ্যাধর করয়ে বিহার।। ২৩।।
হেম-মণিময় শিলা, রতন বিমলে।
ক্রীড়া করে সুরগণ গুহার ভিতরে।। ২৪।।
নির্ঝর-ঝঙ্কৃত, অলঙ্কৃত চারু বনে।
থরে থরে দেবের উদ্যান স্থানে স্থানে।। ২৫।।
নদ-নদী সরোবর বিমল-সলিল।
মণিময়বালুকা, রতন-চারু তীর।। ২৬।।
সুরবধূ জলকেলি, সলিল সুগন্ধ।
ললিত-লহরী, বায়ু বহে মন্দ মন্দ।। ২৭।।
বকুল, চম্পক, চূত, পাটল, পিয়াল।
তমাল, হিন্তাল, তাল, শাল, কোবিদার।। ২৮।।

অশোক, পুন্নাগ, আর জম্বীর, খর্জ্জুর।
মধুক, কিংশুক, নারিকেল, বীজপূর।। ২৯।।
বিল্ব, আমলক, ভল্লাতক, দেবদারু।
বহুবিধ দ্রুমজাত, পর্ব্বত সুচারু।। ৩০।।
আছিল ত্রিকূট হেন পর্ব্বত বিশাল।
এক সরোবর তা'থে আছিল বিস্তার।। ৩১।।
কুমুদ, কহ্লার, শতপত্র উতপল।
তরল বিমল জল, কনক-কমল।। ৩২।।
জলচর বিহরে, শবদ উতরোল।
মকর, কচ্ছপ, জলে তরঙ্গ-কল্লোল।। ৩৩।।
যা'র দিব্য-গন্ধে দশদিগ্ আমোদিত।
হেন সরোবর, তা'থে দেখিতে শোভিত।। ৩৪।।

সরোবরে গজেন্দ্রের জল-বিহার

এক গজ তাহাতে আছিল মহাবল।
যা'র পদভরে গিরি করে টলমল।। ৩৫।।
যা'র গন্ধ-মাত্রে, ভয়ে পলায় কেশরী।
পলায় মহিষ, ব্যাঘ্র ভয়ে বন ছাড়ি'।। ৩৬।।
এক দিন মহাগজ জল-অনুসারে।
গজীগণ-সংহতি চলিলা সরোবরে।। ৩৭।।
তরু-বন ভাঙ্গিয়া করিল সমস্থল।
তা'র ভয়ে গিরিরাজ করে টলমল।। ৩৮।।
গজরাজ চলি' যায় গজীগণ-সঙ্গে।
তরুগণ ভাঙ্গি' কৈল লণ্ড-ভণ্ড রঙ্গে।। ৩৯।।
প্রবেশ করিল গিয়া জলের ভিতরে।
কমল-কুমুদ-গন্ধ হেম উতপলে।। ৪০।।
জলকেলি করে গজ, জলের মাঝার।
ভাঙ্গিয়া কমল-বন তুলিল মৃণাল।। ৪১।।
ঠেলাঠেলি, পেলাপেলি, করি' গজীগণে।
সরোবর জল কৈল কর্দ্দম-সমানে।। ৪২।।
শুণ্ডে জল ছিটাছিটি করে গজরাজ।
জলকেলি করে গজ গজীর-সমাজ।। ৪৩।।

সহস্রবৎসরব্যাপী গজেন্দ্র-কুম্ভীর-যুদ্ধ

হেনকালে এক নক্র মহাবলবান্।
গজেন্দ্রচরণে ধরি' দিল এক টান।। ৪৪।।
বিক্রম করিল গজ উঠিতে সত্বরে।
উঠিতে না পারে গজ ছট্‌ফট্ করে।। ৪৫।।
গজীগণে বেড়িয়া চিন্তিল পরকার।
টানাটানি করি' না পারিল তুলিবার।। ৪৬।।
অনেক যতন কৈল অনেক শকতি।
কোনমতে তুলিতে না পারে গজপতি।। ৪৭।।
গজীযূথ পালাঞা চলিল চারিভিতে।
জলের ভিতরে গজ রহে এই মতে।। ৪৮।।
মহানক্র, মহাগজ—দুঁহে সমবল।
এইরূপে যুদ্ধ করে সহস্র-বৎসর।। ৪৯।।
কেহ কারে না পারে, সমান দুই বলী।
দুইজনে করে টানাটানি পেলাপেলি।। ৫০।।
এইরূপে গেল যদি সহস্র-বৎসর।
অলপে অলপে টুটে গজেন্দ্রের বল।। ৫১।।
একে ক্ষুধা-তৃষ্ণা, তাহে যুদ্ধ-পরিশ্রম।
দিনে দিনে করিরাজ হৈল অবসন্ন।। ৫২।।

গজরাজের শ্রীহরিচরণে শরণাগতি

সঙ্কটে পড়িয়া গজ চিন্তে মনে মনে।
'দারুণ কুম্ভীর-বন্ধ ছাড়িব কেমনে? ৫৩
ভবভয়-ভঞ্জন প্রপন্ন নারায়ণে।
উদ্ধারিতে কে পারিব নারায়ণ-বিনে? ৫৪
শ্রীহরিচরণে মুঞি পশিমু শরণে।
সেই সে করিব নক্রবন্ধ-বিমোচনে।।' ৫৫।।
পূরব জনমে গজ যে মন্ত্র জপিল।
হেন-কালে সেই মন্ত্র মনে স্মৃতি হইল।। ৫৬।।
সেই মন্ত্র গজেন্দ্র জপিল সাবধানে।
বহুবিধ স্তুতি কৈল বিবিধ-বিধানে।। ৫৭।।

গজরাজ সমীপে শ্রীনারায়ণ

জগত-নিবাস হরি বৈকুণ্ঠে আছিল।
গজরাজ-স্তুতিবাণী তখনে শুনিল।। ৫৮।।

সঙ্গে পারিষদগণ, গরুড়বাহন।
আকাশমণ্ডলে আসি' দিলা দরশন।। ৫৯।।
সূর্য্যকোটিসম জ্যোতি, চক্র চারু করে।
প্রকাশ দিলেন হরি গরুড়-উপরে।। ৬০।।

গজরাজার ভগবৎ-স্তুতি ও পূজা

গজরাজ সম্মুখে দেখিয়া নারায়ণে।
চমকিত হৈল গজ ভয় পাঞা মনে।। ৬১।।
'নমো নমো নমো নারায়ণ ভগবান্।
অখিল-জগতগুরু, পুরুষ-পুরাণ।।' ৬২।।
এতেক বলিয়া গজ যুক্তি কৈলা মনে।
কমল তুলিয়া করে ধরিল গগনে।। ৬৩।।

শ্রীনারায়ণ-কর্ত্তৃক গজোদ্ধার

এতেক দেখিয়া মাত্র করুণাসাগর।
গরুড়ের স্কন্ধ হৈতে নাম্বিলা সত্ত্বর।। ৬৪।।
গরুড়ে চলিয়া যাইতে হৈব যতক্ষণ।
তাবৎ থাকিব মোর ভকত-বন্ধন।। ৬৫।।
এ বোল চিন্তিয়া হরি নাম্বিলা সত্বরে।
নক্র-সহ গজেন্দ্র তুলিলা বাম-করে।। ৬৬।।
চক্রে নক্র কাটিয়া গজেন্দ্র উদ্ধারিলা।
ব্রহ্মা-আদি সুরগণে পুষ্পবৃষ্টি কৈলা।। ৬৭।।
গন্ধর্ব্ব-কিন্নরে গায়, নাচে বিদ্যাধর।
সুরগণে স্তুতি করে প্রণতকন্ধর।। ৬৮।।
দুন্দুভি-বাজনা বাজে, 'জয় জয়'-ধ্বনি।
সিদ্ধ, বিদ্যাধর, মুনি বলে স্তুতিবাণী।। ৬৯।।

কুম্ভীরের উদ্ধার ও পূর্ব্বজন্ম-কাহিনী

চক্রে কাটা গেল যদি দুরন্ত কুম্ভীর।
দিব্যরূপ ধরে তবে গন্ধর্ব্ব-শরীর।। ৭০।।
পূরব-জনমে 'হূহূ' গন্ধর্ব্ব আছিল।
দেবলমুনির শাপে নক্ররূপ হৈল।। ৭১।।
ধরিয়া গন্ধর্ব্বরূপ দিব্য-কলেবর।
প্রণাম করিয়া রহে যুড়ি' দুই কর।। ৭২।।
প্রভুর নির্ম্মল যশ গাই' উচ্চস্বরে।
প্রদক্ষিণ করিয়া চলিলা নিজপুরে।। ৭৩।।
আজ্ঞা শিরে ধরিয়া গন্ধর্ব্বরাজ চলে।
বিস্ময় ভাবিয়া দেব রহিলা অম্বরে।। ৭৪।।

গজরাজ কর্ত্তৃক শ্রীনারায়ণের স্তুতি

গজরাজ বলে তবে, 'প্রভু নারায়ণ।
ভকত-বৎসল তুমি শ্রীমধুসূদন।। ৭৫।।
তোমার কৃপায় মোর হৈল প্রতিকার।
আজি সে খণ্ডিল মোর ভব-অন্ধকার।।" ৭৬।।
তবে গজরাজ দিব্য কলেবর ধরে।
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম ধরে চারি করে।। ৭৭।।

বিষ্ণুভক্ত ইন্দ্রদ্যুম্নের গজরূপে জন্মের কারণ

পূরবে আছিল গজ দ্রবিড়-ঈশ্বর।
'ইন্দ্রদ্যুম্ন'-নামে রাজা পুণ্য-কলেবর।। ৭৮।।
হরিপরায়ণ রাজা, ভকতপ্রধান।
সতত গোবিন্দপদ করয়ে সন্ধান।। ৭৯।।
চীর পরিধান, শিরে ধরে জটাভার।
কুলাচল-গিরিতটে রহে চিরকাল।। ৮০।।
রাজ্য পরিহরি' ধরে তপস্বীর বেশ।
তীর্থস্নান করি' রাজা পূজে হৃষীকেশ।। ৮১।।

অগস্ত্য মুনির অভিশাপে রাজার গজত্ব প্রাপ্তি

একদিন কৃষ্ণপূজা করে নরপতি।
হেনকালে আইলা অগস্ত্য মহামতি।। ৮২।।
শিষ্যগণ-সঙ্গে মুনি কৈলা আগমন।
উঠিয়া না কৈল রাজা তাঁ'র সম্ভাষণ।। ৮৩।।
কৃষ্ণপূজা ছাড়িয়া না কৈল আন-চিত।
তে-কারণে রাজা না উঠিলা সচকিত।। ৮৪।।
তা' দেখিয়া ক্রোধ কৈলা মুনি যোগেশ্বর।
"দ্বিজ-অবজ্ঞান বেটা কৈল এত বড়! ৮৫
আপনে বৈষ্ণব বেটা—এত গর্ব্ব ধরে!
আমাকে দেখিয়া না উঠিল অহঙ্কারে।। ৮৬।।

মত্তগজ-হেন যেন গজরূপ ধর।
আর যেন গর্ব্ব না করিহ এত বড়।।" ৮৭।।
এতেক বলিয়া মুনি অগস্ত্য চলিল।
ইন্দ্রদ্যুম্ন-রাজা তবে মনে ভয় পাইল।। ৮৮।।
কুঞ্জর-শরীর রাজা মুনিশাপে ধরে।
আপনে আসিয়া হরি, গজেন্দ্র উদ্ধারে।। ৮৯।।
পূরব-ভকতি তাঁ'র হইল স্মরণ।
গজযোনি-পরিত্রাণ পাইল তে-কারণ।। ৯০।।
গজেন্দ্র-মোক্ষণ করি' প্রভু নরহরি।
নিজ-পারিষদ করি' লৈলা নিজ-পুরী।। ৯১।।
কহিল তোমারে, রাজা, কৃষ্ণের চরিত্র।
গজেন্দ্রমোক্ষণ-কথা পরম-পবিত্র।। ৯২।।
ধন্য, পুণ্য, স্বর্গপর, দুঃস্বপ্ন-নাশন।
ধর্ম্ম, যশস্কর, কলিমল-বিনাশন।। ৯৩।।
ইহা শুনে, শুনায় যে প্রভাত-সময়।
সর্ব্বপাপ হরে তা'র, খণ্ডে ভবভয়।।" ৯৪।।
মোর গুরু গদাধর ধীরশিরোমণি।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস-বাণী।। ৯৫।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টমস্কন্ধে কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী-প্রথমোঽধ্যায়ঃ।। ১।।

দ্বিতীয় অধ্যায়

পঞ্চম ও ষষ্ঠ মন্বন্তর-কথা

(কামোদা-রাগ)

"গজেন্দ্র-মোক্ষণ, রাজা, কহিল তোমারে।
তবে আর কহিব পঞ্চম মন্বন্তরে।। ১।।
পঞ্চমে রৈবত-মনু, 'বিভু ইন্দ্র' নামে।
'ভূতরয়' নামে তাহে হৈল সুরগণে।। ২।।
আছিলা 'বিকুণ্ঠা' নামে শুভ্ররের বনিতা।
তাঁ'র গর্ভে জনমিলা সর্ব্বলোকপিতা।। ৩।।
ধরিলা 'বৈকুণ্ঠ'-নাম—প্রভু ভগবান্।
লক্ষ্মীর ইচ্ছায় কৈল বৈকুণ্ঠ-নির্ম্মাণ।। ৪।।
পৃথিবী গুঁড়িয়া যদি গণি ধূলা করি'।
তবু ত প্রভুর গুণ গুণিতে পারি।। ৫।।
আছিল 'চাক্ষুষ-মনু' ষষ্ঠ মন্বন্তরে।
'মন্ত্রদ্রুম'-নামে ইন্দ্র, দেবের ঈশ্বরে।। ৬।।
'আপ্য'-নামে সুরগণ আছিল তখনে।
'অজিত' প্রভুর নাম বিদিত ভুবনে।। ৭।।
বৈরাজের বনিতা 'সম্ভূতি'-নামে জানি।
তাঁ'র গর্ভে অবতার কৈলা চক্রপাণি।। ৮।।
ধরিলা 'অজিত'-নাম প্রভু নারায়ণ।
দেবের কারণে কৈলা সমুদ্র-মন্থন।। ৯।।
কূর্ম্মরূপ ধরি' হরি ধরিল মন্দর।
অমৃত পিয়াঞা দেবে করিল অমর।। ১০।।
ক্ষীরোদমন্থন-কথা শুন সাবধানে।
অদভুত কর্ম্ম তথা কৈলা নারায়ণে।। ১১।।
অসুরে জিনিল সুর করিয়া সমর।
ইন্দ্র-আদি সুর হৈল চিন্তিয়া বিকল।। ১২।।
মন্ত্রণা করিয়া গেলা ব্রহ্মা বিদ্যমানে।
কহিলা সকল কথা ব্রহ্মার চরণে।। ১৩।।
দেবগণে দুর্ব্বল দেখিয়া পদ্মাসন।
চিত্তের ভিতরে কৈলা শ্রীকৃষ্ণ-স্মরণ।। ১৪।।

শ্রীব্রহ্মা-কর্ত্তৃক শ্রীহরি-স্তব

"আমি ব্রহ্মা, ভব-আদি, তুমি সুরগণে।
সকলে মিলিয়া চিন্ত প্রভু-নারায়ণে।। ১৫।।

যাঁ'র আজ্ঞা ধরি' কর্ম্ম করে সর্ব্বজনে।
সকলে শরণ পৈশ তাঁহার চরণে।। ১৬।।
কেহ তাঁ'র বধ্য, রক্ষ্য, নাহি বন্ধুজন।
কেহ তাঁ'র শত্রু-মিত্র, নাহি ভিন্ন-মর্ম্ম।। ১৭।।
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করয়ে সেই জনে।
সত্ত্ব-রজ-তম গুণ ধরে নারায়ণে।। ১৮।।
জগতের গুরু—সেই ভকত-বৎসল।
ইচ্ছা করি' সেই হরি করিব কুশল।।' ১৯।।
এ বোল বলিয়া ব্রহ্মা দেব সন্তোষিল।
নির্ম্মল কীর্ত্তন করি' গোবিন্দ স্তবিল।। ২০।।
'আদ্য, সত্য অনন্ত, নিষ্কল, অবিকার।
মনোবাক্যে না পারি জানিতে তত্ত্ব যাঁ'র।। ২১।।
সে-দেবচরণে মোর সতত প্রণাম।
জানিঞা করিব কৃপা সেই ভগবান্।। ২২।।
যাঁ'র মায়াপাশে বন্দী সব চরাচর।
যে হরি নির্গুণ-ব্রহ্ম, প্রকৃতির পর।। ২৩।।
যোগেন্দ্র, মুনীন্দ্র যাঁ'র অন্ত নাহি জানে।
যাঁ'র মুখে উপজিল দ্বিজ-হুতাশনে।। ২৪।।
চন্দ্র, সূর্য্য উপজিল নয়নে যাঁহার।
শ্রবণে জন্মিল দশদিগ্, দিক্‌পাল।। ২৫।।
আমি উপজিলুঁ যাঁ'র শ্রীনাভি-কমলে।
নিরন্তর বৈসে যাঁ'র লক্ষ্মী বক্ষঃস্থলে।। ২৬।।
বাহুযুগে উপজিল এ ক্ষত্রিয়-জাতি।
উরুযুগ হৈতে যাঁ'র বৈশ্য-উতপতি।। ২৭।।
শূদ্রজাতি উপজিল চরণ-যুগলে।
শিরে যাঁ'র উপজিল আকাশমণ্ডলে।। ২৮।।
স্তনে ধর্ম্ম, পৃষ্ঠে যাঁ'র জন্মিল অধর্ম্ম।
যাঁ'র হাস্য হৈতে হৈল অপ্সরার জন্ম।। ২৯।।
ভুরুযুগে যম, লোভ জন্মিল অধরে।
কাল উপজিল যাঁ'র কটাক্ষ-ভিতরে।। ৩০।।
প্রাণ হৈতে প্রাণবল শকতি-জনম।
হেন অদভুত কর্ম্ম করে নারায়ণ।। ৩১।।
তাঁ'র পদকমলে রহুক নমস্কার।
যাঁ'হা হৈতে প্রপন্ন জনের প্রতিকার।। ৩২।।
নমো নমো নমো নমো নমো নারায়ণ।
প্রপন্ন জনের প্রভু, দেহ দরশন।।" ৩৩।।

শ্রীহরিব দেবগণকে দর্শনপ্রদান

এত স্তুতি কৈলা ব্রহ্মা দেবের দেবতা।
দরশন দিলা আসি' সর্ব্বলোক-পিতা।। ৩৪।।

শ্রীহরি-রূপ-বর্ণন

জলধর-শ্যাম-তনু, রাজীব-লোচন।
তপনকাঞ্চন-তুল্য সুপীত বসন।। ৩৫।।
মহামণিময় হেম-মুকুট-কেয়ূর।
অরুণ-কমলপদে রঞ্জিত নূপুর।। ৩৬।।
বিলোল অলকাবলি ললিত-কপোলে।
কৌস্তুভ-ভূষণ, উরে বনমালা দোলে।। ৩৭।।
কুণ্ডল-কঙ্কণ-হার-ভূষণে ভূষিত।
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম ভুজে বিরাজিত।। ৩৮।।
হেন অপরূপ রূপ দেখি' সুরগণে।
প্রণাম করিয়া স্তুতি করে সাবধানে।। ৩৯।।

সুরগণের শ্রীনারায়ণ-স্তুতি

"নমো হরি, নমো জয়, নমো নারায়ণ।
নমো রাম, কৃষ্ণ, বিষ্ণু, শ্রীমধুসূদন।। ৪০।।
দেবের কেবল তুমি গতি ভগবান্।
প্রপন্নতারণ, প্রভু, কর পরিত্রাণ।।" ৪১।।

অসুরগণের সহিত সন্ধিস্থাপনপূর্ব্বক
সমুদ্রমন্থনার্থ সুরগণের প্রতি শ্রীহরির নির্দ্দেশ

এ বোল শুনিঞা বলে প্রভু দয়াময়।
"শুন শুন দেবগণ, না কর সংশয়।। ৪২।।
আমার বচন, দেব, শুন সাবধানে।
অসুরের সঙ্গে গিয়া করহ সন্ধানে।। ৪৩।।
এখন দৈত্যের সঙ্গে করহ মিলনে।
শুভদিনে হৈলে পাছে জিনিবে তখনে।। ৪৪।।
অসময়ে রিপু-সনে করিয়ে সন্ধান।
সময়ে জিনিতে রিপু করিব সন্ধান।। ৪৫।।

অসুর-জনের সঙ্গে করিয়া পীরিতি।
অমৃত-মন্থন-হেতু করহ যুগতি।। ৪৬।।
পৃথ্বীর ঔষধি যত আনি' জড় কর।
ক্ষীরজলনিধি মাঝে তাহা লঞা পেল।। ৪৭।।
মন্দর আনিয়া কর মন্থনের নড়ি।
বাসুকি আনিঞা কর বন্ধনের দড়ি।। ৪৮।।
সুরাসুর মেলি' কর ক্ষীরোদ-মথনে।
দেবের সহায় আমি করিব আপনে।। ৪৯।।
আমার বচন, দেব, শুন সাবধানে।
দম্ভ-ক্রোধ তেজি' কর অমৃত-মন্থনে।। ৫০।।
কালকূট-বিষ তাহে হৈবে উতপন্নে।
তুমি-সব তাহে ভয় না করিহ মনে।।" ৫১।।

উক্ত আদেশের কারণ

ইচ্ছা কৈল মহাপ্রভু করিতে বিহার।
আপনে করিব কৃষ্ণ, কূর্ম্ম-অবতার।। ৫২।।
তে-কারণে কৈলা দেবে এত উপদেশ।
অন্তরীক্ষ হঞা তবে গেলা হৃষীকেশ।। ৫৩।।

অসুরগণের সহিত দেবগণের সন্ধি স্থাপন

প্রণাম করিয়া ব্রহ্মা গেলা নিজস্থানে।
সুরগণ গেলা তবে বলি-বিদ্যমানে।। ৫৪।।
বলি মহাপুরুষ, দয়ালু, ক্ষমাশীল।
বিনয়বচনে বলি দেব সন্তোষিল।। ৫৫।।
তবে দেব পুরন্দর কি বোলে বচনে।
'আমার বচন বলি, শুন সাবধানে।।' ৫৬।।
যত কথা কহিলা আপনে ভগবান্।
সকল কহিলা ইন্দ্র বলি-বিদ্যমান।। ৫৭।।
বলি-রাজা শুনিয়া সন্তোষ পাইলা মনে।
স্বীকার করিলা তবে দেবের বচনে।। ৫৮।।

দেবাসুরের মন্দরানয়নে ক্লেশ-প্রাপ্তি

দৃঢ়মনে যুগতি করিয়া দেবাসুরে।
সকলে মিলিয়া গেলা গিরি আনিবারে।। ৫৯।।
তুলিলা মন্দর গিরি দিয়া বাহুবল।
অনেক যতন করি' ধরিল সকল।। ৬০।।
মহানাদ করিয়া পর্ব্বত তুলি' আনে।
বহিতে না পারে গিরি দেবাসুরগণে।। ৬১।।
না পারিয়া পর্ব্বত পেলিল ভূমিতলে।
অনেক অসুর, সুর হৈল চূরমারে।। ৬২।।
যে যে সুরাসুর তা'থে না মৈল পরাণে।
হস্ত-পদ ভাঙ্গিল, ভাঙ্গিল নাক-কাণে।। ৬৩।।
সুরাসুর ক্রন্দন দেখিয়া নারায়ণ।
গরুড়-বাহনে হরি দিলা দরশন।। ৬৪।।
আপনে চাহিলা যদি অমৃত-নয়নে।
দেবাসুর বাঁচিয়া উঠিল সেইক্ষণে।। ৬৫।।
লীলা করি' বাম-হস্তে তুলিলা মন্দর।
স্থাপিলা মন্দর লঞা গরুড়-উপর।। ৬৬।।
সুরাসুরগণ লঞা চলিলা ঈশ্বর।
গরুড় ক্ষীরোদজলে পেলিল মন্দর।। ৬৭।।
আজ্ঞা দিলা নারায়ণ, গরুড় চলিল।
আসিয়া ক্ষীরোদ-তীরে সকলে রহিল।। ৬৮।।

বাসুকিকে মন্থন রজ্জু করিয়া মন্থনারম্ভ

আহ্বান করিয়া গিয়া বাসুকি আনিল।
'অমৃতের ভাগ দিব'—সকলে কহিল।। ৬৯।।
বেড়িয়া পর্ব্বতরাজে বান্ধিল যতনে।
সুরাসুরে করে তবে অমৃত-মন্থনে।। ৭০।।
আপনে ধরিল হরি বাসুকির শিরে।
সকল দেবতাগণ সেই দিগে ধরে।। ৭১।।
তা' দেখিয়া দৈত্যগণ বলে কোন বাণী।
"কপটী দেবতাগণ আমি সভে জানি।। ৭২।।
লেঙ্গুড় ধরিব আমি, তুমি ধর শিরে।
তুমি সব বল—কিছু না বুঝে অসুরে।। ৭৩।।
সর্পের লেঙ্গুড় নাহি ছুঁয়ে বধুজনে।
আমি-সব হঞা তাহা ধরিব কেমনে?" ৭৪
এতেক বচন যদি বলিল অসুরে।
দেবগণ লঞা হরি ধরিল লেঙ্গুড়ে।। ৭৫।।

তবে দেব-অসুরে মিলিয়া দিল টানে।
অমৃতের লোভে করে ক্ষীরোদ-মথনে।। ৭৬।।
পর্ব্বত রাখিতে কিছু না ছিল আধারে।
মথিতে মথিতে গিরি পশিল পাতালে।। ৭৭।।
সুরাসুর মেলি' কৈল যতন বিস্তর।
না পারিল রাখিতে, পর্ব্বত গেল তল।। ৭৮।।
মনে দুঃখ পাঞা দেব-অসুর বসিল।
শিরে হাত দিয়া তবে চিন্তিতে লাগিল।। ৭৯।।

শ্রীকূর্ম্মাবতার শ্রীহরির পৃষ্ঠে মন্দর-ধারণ

দেখিয়া শ্রীহরি তবে সৃজিল প্রকার।
আপনে ধরিল হরি কূর্ম্ম-অবতার।। ৮০।।
প্রবেশ করিল গিয়া পাতাল-বিবর।
পৃষ্ঠের উপরে ধরি' তুলিলা মন্দর।। ৮১।।
তবে সুরাসুরগণে উঠিল আনন্দ।
ক্ষীরোদ মথিতে পুন কৈলা অনুবন্ধ।। ৮২।।
পৃষ্ঠের উপরে হরি ধরিল মন্দর।
সুরাসুর মথে তবে ক্ষীরোদ-সাগর।। ৮৩।।
লক্ষ প্রহরের পথ পর্ব্বত-বিস্তার।
পৃষ্ঠের উপরে ফিরে বদর-আকার।। ৮৪।।
দেবাসুরে বাসুকি ধরিয়া মারে টান।
তবে আর কোন বুদ্ধি করে ভগবান্।। ৮৫।।
বিষদৃষ্টি করিয়া অসুরবল হরে।
দেববল বাড়াইতে অমৃতদৃষ্টি করে।। ৮৬।।
উপরে পর্ব্বত ধরে আর মূর্ত্তি ধরি'।
করিয়া সহস্রভুজ বিহরে মুরারি।। ৮৭।।

দেবগণের শ্রীকূর্ম্মদেব-স্তুতি

ব্রহ্ম-ভব-আদি স্তুতি করেন কৌতুকে।
পুষ্পবৃষ্টি, 'জয়'-বাণী হৈল তিন লোকে।। ৮৮।।

বিষ্ণু কর্ত্তৃক অসুর-দহন ও দেবরক্ষা

সহস্রবদন-ফণিরাজ-বিষানলে।
পুড়িয়া অসুরগণে হৈলা হতবলে।। ৮৯।।
বিষজালে হতবল দেখি' সুরগণ।
মেঘ আনি' উপরে করায় বরিষণ।। ৯০।।
শীতল পবন আনি' শরীরে লাগায়।
দেবরক্ষাহেতু করে এতেক উপায়।। ৯১।।

মন্থনে সর্ব্বাগ্রে হলাহল মহাবিষের উদ্ভব

মন্থন করিতে তবে ক্ষীরোদ-সাগর।
প্রথমে উঠিল মহাবিষ হলাহল।। ৯২।।
মকর, কচ্ছপ, মীন নানা কলেবর।
আকুল সকল হৈল ক্ষোভিত সাগর।। ৯৩।।
উথলিয়া উঠে বিষ জ্বলন্ত আনল।
বিষকণা ছুটাছুটি দেখি ভয়ঙ্কর।। ৯৪।।
ভয় পাঞা সুরাসুর পলায় অন্তরে।
আপনেহ পলাইলা প্রভু-দামোদরে।। ৯৫।।
চিন্তিল—'কোথাতে গেলা হয় পরিত্রাণ।'
সভেই মেলিয়া গেলা শিব-সন্নিধান।। ৯৬।।
কৈলাস-পর্ব্বতে শিব আছেন বসিয়া।
সিদ্ধসাধ্যগণ আছে শঙ্করে বেড়িয়া।। ৯৭।।
হেনকালে সুরাসুর হৈলা উপসন্ন।
প্রণাম করিয়া কৈল শিব-সম্ভাষণ।। ৯৮।।
'বিষ পান করিয়া জগৎ রক্ষা কর।
তুমি মহাযোগেশ্বর সর্ব্বশক্তি ধর।।' ৯৯।।
ব্রহ্মাভাবে স্তুতি কৈল বিবিধ-প্রকারে।
তবে দেবী-সঙ্গে কথা কহে মহেশ্বরে।। ১০০।।

বিষ্ণুভক্ত শিব, বৈষ্ণব-বান্ধব ও পরোপকারক

'দেখ দেখি পার্ব্বতী, বিষম উপস্থিতে।
বিকল সকল লোক কালকূট-ভীতে।। ১০১।।
দীন-পরিপালন—প্রভুর প্রয়োজন।
পরহিতে দেহ-বিত্ত তেজে বধুজন।। ১০২।।
অধ্রুব শরীর দিয়া পরহিত করে।
কৃপা করি' হরি তা'রে আপনে উদ্ধারে।। ১০৩।।

যাঁহারে করয়ে কৃপা প্রভু-নারায়ণ।
তাঁহার অধিক মোর নাহি বন্ধুজন।। ১০৪।।
বৈষ্ণব-বান্ধব আমি, বৈষ্ণব-জীবনে।
বৈষ্ণব-অধিক প্রিয় নাহি ত্রিভুবনে।। ১০৫।।
শুন হে পার্ব্বতী দেবি, আমার বচনে।
আমা' হৈতে হয় যদি লোক-পরিত্রাণে।। ১০৬।।
তবে আমি আপনে করিব বিষ-পান।
জীবন তেজিয়া করি' লোক-পরিত্রাণ।।' ১০৭।।
দেবী অনুমতি দিল মহিমা বুঝিয়া।
ক্ষীরোদ-সাগরে গেল শঙ্কর চলিয়া।। ১০৮।।

শিবের নীলকণ্ঠনামের কারণ

অঞ্জলি করিয়া বিষ শঙ্কর তুলিল।
কৃপায় শঙ্কর-দেব বিষ পান কৈল।। ১০৯।।
'নীলকণ্ঠ' হৈলা শিব বিষ পান করি'।
সুরাসুর প্রসংশিলা 'সাধু সাধু' বলি'।। ১১০।।
হেন অদভুত কর্ম্ম কৈল মহেশ্বরে।
চমকিত হৈল দেখি' ত্রিভুবন ডরে।। ১১১।।

সর্প-পিপীলিকাদির বিষের কারণ

অঙ্গুলির সন্ধি দিয়া যে বিষ পড়িল।
সর্প-পিপীলিকাদিতে তাহাই ভক্ষিল।। ১১২।।

সুরভি উচ্চৈঃশ্রবা প্রভৃতির উদ্ভব

তবে আরবার যদি সাগর মথিল।
'হবির্ধানী'-নামে ধেনু তখন উঠিল।। ১১৩।।
ঋষিগণে নিল তাহা যজ্ঞ করিবারে।
মথিতে লাগিল তবে ক্ষীরোদ-সাগরে।। ১১৪।।
'উচ্চৈঃশ্রবা'-নামে অশ্ব হৈল উপাদান।
'ঐরাবত'-নামে হৈল গজের প্রধান।। ১১৫।।
উঠিলা কৌস্তুভ-মণি কৃষ্ণের ভূষণ।
তবে পারিজাত-পুষ্প হৈল উৎপন্ন।। ১১৬।।

শ্রীলক্ষ্মীদেবীর আবির্ভাব ও অভিষেক

জন্মিলা অপ্সরা বহু, দেবের রমণী।
লক্ষ্মীদেবী জনমিলা বিষ্ণুর ঘরণী।। ১১৭।।
আসন আনিঞা তাঁ'রে দিল পুরন্দরে।
মূর্ত্তি ধরি' নদীগণ আইলা সত্বরে।। ১১৮।।
হেম-ঘটে অভিষেক করে নদ-নদী।
অভিষেক-দ্রব্য আনি' দিলা বসুমতী।। ১১৯।।
পঞ্চগব্য আনি' দিল যত ধেনুগণে।
ঋষিগণে অভিষেক করয়ে বিধানে।। ১২০।।
গন্ধর্ব-কিন্নরে গায়, নাচে বিদ্যাধরী।
পুষ্প-বরিষণ করে বিবুধ-সুন্দরী।। ১২১।।
অষ্টদিগ্ হস্তী আসি' বেড়ি' চারিপাশে।
অভিষেক করে তা'রা সুবর্ণ-কলসে।। ১২২।।
মৃদঙ্গ-পণব শঙ্খ-দুন্দুভি-বাজনে।
অভিষেক কৈল দেবী দেব-ঋষিগণে।। ১২৩।।
পীতবস্ত্র যুগ্ম আনি' দিলেন সাগরে।
বৈজয়ন্তী-মালা আনি' দিল জলেশ্বরে।। ১২৪।।
সরস্বতী আনি' দিলা হার মনোহর।
ব্রহ্মা আনি' দিলা হস্তে বিচিত্র কমল।। ১২৫।।
উজ্বল কুণ্ডলযুগ্ম দিলা নাগগণ।
দেবগণে মিলি' দিল বিবিধ ভূষণ।। ১২৬।।
করিয়া কমলাদেবী অভিষেক-স্নান।
মনোহর পীতবাস কৈল পরিধান।। ১২৭।।
দিব্যগন্ধ, পরিমল, চন্দন-লেপন।
বিচিত্র-নির্ম্মাণ, দিব্য পরিল ভূষণ।। ১২৮।।
উতপল, কমল, উজ্বল বনমালা।
ধরিয়া দক্ষিণ-করে চলিল কমলা।। ১২৯।।

শ্রীলক্ষ্মীদেবী কর্ত্তৃক যোগ্য পতির অনুসন্ধান

চরণে শিঞ্জিত মণিমঞ্জীর-রঞ্জিত।
ধীরে ধীরে চলে দেবী, গতি সুললিত।। ১৩০।।
আপনার যোগ্যপতি বরিব আপনে।
কাহারে বরিব ?—দেবী চিন্তে মনে মনে।। ১৩১।।

ব্রহ্মাতে দেখিল দেবী নানাগুণ আছে।
না জীবে বিস্তর দিন—হৃদে প্রকাশিছে।। ১৩২।।
এই দোষ দেখিয়া তেজিল প্রজাপতি।
শিব-সন্নিধানে তবে গেলা ভগবতী।। ১৩৩।।
হর চিরজীবী, দেখি সর্ব্বগুণ ধরে।
ভস্মবিভূষিত অঙ্গে ব্যাঘ্র-চর্ম্ম পরে।। ১৩৪।।
ভূতপ্রেতগণ লঞা করয়ে বিহার।
শঙ্কর তেজিয়া গেলা দেখি' দুরাচার।। ১৩৫।।
ইন্দ্র-আদি দেবগণে তেজি' একে একে।
নানাগুণ, নানাদোষ, দেবগণে দেখে।। ১৩৬।।

শ্রীলক্ষ্মীদেবীর নারায়ণকে পতিত্বে বরণ

এইরূপে তেজিয়া সকল দেবগণে।
চলিলা কমলাদেবী যথা নারায়ণে।। ১৩৭।।
সর্ব্বানন্দ, সুখময়, সর্ব্বগুণধাম।
অখিলব্রহ্মাণ্ডপতি—এক ভগবান্।। ১৩৮।।
আপনার যোগ্য পতি দেখিয়া কমলা।
তুলিয়া প্রভুরগলে দিল দিব্য-মালা।। ১৩৯।।
বক্ষঃস্থলে লক্ষ্মীরে ধরিল নারায়ণে।
'জয় জয়' শবদ উঠিল ত্রিভুবনে।। ১৪০।।
মৃদঙ্গ-দুন্দুভি-শঙ্খ বাজিল বাজন।
সুরবধূগণে কৈল পুষ্প-বরিষণ।। ১৪১।।
গন্ধর্ব-কিন্নরে করে সুমধুর গান।
দেবের নাচনী নাচে প্রভু-বিদ্যমান।। ১৪২।।
ব্রহ্মা-আদি দেবে কৈল বিবিধ স্তবন।
আনন্দে পূরিয়া তবে রহে ত্রিভুবন।। ১৪৩।।
তবে আর মদিরা-বারুণী উপজিল।
অসুর-দানব তাহা হরি' লঞা গেল।। ১৪৪।।

অমৃত কলসহস্তে ধন্বন্তরির আবির্ভাব

তবে এক উপজিল পুরুষ-প্রধান।
কম্বুকণ্ঠ, মহাভুজ, নবঘনশ্যাম।। ১৪৫।।
কুণ্ডলমণ্ডিত গণ্ড, বিচিত্র-ভূষণ।
কুঞ্চিত কুন্তলজাল, ললিতবসন।। ১৪৬।।
অমৃতকলস করে, নামে 'ধন্বন্তরি'।
জনমিল বিষ্ণু-অংশে অবতার করি'।। ১৪৭।।

অমৃতের জন্য দেবাসুরের কলহ

অমৃত-কলস কাড়ি' নিল দৈত্যগণে।
বিষাদ ভাবিয়া দেব চিন্তে মনে মনে।। ১৪৮।।
দেবগণে সন্তোষিয়া প্রভু হৃষীকেশ।
মায়ায় সৃজিলা হরি উপায়-বিশেষ।। ১৪৯।।
'প্রথমে আনিলুঁ মুঞি'—বলে একজনে।
'তোমার পূরুবে আমি'—বলে আনে আনে।। ১৫০
কেহ বলে—'দেবের ইহাতে ভাগ আছে।'
কেহ বলে—'না দিলে বিষম হৈব পাছে।।' ১৫১।।
বলাবলি, গালাগালি বাজিল কন্দল।
জড়াজড়ি, কাড়াকাড়ি দৈত্যের ভিতর।। ১৫২।।

শ্রীহরিরমোহিনীরূপে আবির্ভাব এবং অসুরগণকে বঞ্চনাপূর্ব্বক দেবগণকে অমৃত-বণ্টন

মহাযোগেশ্বর প্রভু কোন কর্ম্ম করে।
হেনকালে আপনি সুন্দরীরূপ ধরে।। ১৫৩।।
নীলউৎপল-শ্যাম, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর।
নবীনযৌবনা, স্তনযুগ্ম মনোহর।। ১৫৪।।
বিলোল অলকাবলি, ললিত-কপোলে।
বিকচ-মুকুতাদাম, হার গলে দোলে।। ১৫৫।।
রণিত-কিঙ্কিণীজাল, কটিবিলসিত।
কেয়ূর-কঙ্কণ-মণি-ভূষণে ভূষিত।। ১৫৬।।
লজ্জিত-হসিত-স্মিত-কটাক্ষবিলাস।
দৈত্যগণচিত্তে কৈল কাম-পরকাশ।। ১৫৭।।
'দেখ দেখ অদভুত রূপের মহিমা!
ত্রিভুবনে দিতে নারে এ-রূপের সীমা।।' ১৫৮।।
রূপ দেখি' কামে বিমোহিত দৈত্যগণ।
তরল-বিরলে সভে জিজ্ঞাসে বচন।। ১৫৯।।
'কোথা হৈতে কোথা যাহ, কি নাম তোমার ?
কি কাজে বেড়াও তুমি বনিতা কাহার ? ১৬০

দৈবযোগে এথাতে তোমার আগমন।
অমৃত-কলস তুমি কর বিভজন।।' ১৬১।।
এতেক বচন বলি' দানব-অসুরে।
অমৃত-কলস আনি' দিল তা'র করে।। ১৬২।।
"জ্ঞাতির কলহ তুমি ভাঙ্গিবে আপনে।
সমভাগ করি' কর সুধা বিভজনে।।" ১৬৩।।
এ বোল বলিল যদি দানব অসুরে।
হাসিয়া মোহিনী তবে দিলেন উত্তরে।। ১৬৪।।
"তুমি-সব কেনে কর আমাতে প্রতীত?
নারীকে বিশ্বাস কভু না করে পণ্ডিত।। ১৬৫।।
ঘরের বাঘিনী যেন জানিহ স্ত্রী জাতি।
আমারে প্রতীত কর, কেমন যুগতি?" ১৬৬
এই উপহাস যদি বলিলা শ্রীহরি।
দৈত্যগণ মেলিয়া হাসিল উচ্চ করি'।। ১৬৭।।
সুরাসুরগণ মেলি কৈল উপহাস।
পর দিনে স্নান করি' পরে দিব্য-বাস।। ১৬৮।।
দেব-দ্বিজ পূজা করি' কৈল হোমকর্ম্ম।
নিত্যকর্ম্ম সমাপিল, যা'র যেই ধর্ম্ম।। ১৬৯।।
সংযম করিয়া সভে হৈলা উপসন্ন।
হাসিয়া মোহিনী তবে কি বলে বচন।। ১৭০।।
"একদিগ্ হৈয়া সুর বৈসহ সুসারে।
আর একদিগ্ হৈয়া বৈসহ অসুরে।। ১৭১।।
একে একে করি আমি সুধা-পরিষণ।
ভাল-মন্দ কেহ যদি না বল বচন।। ১৭২।।
তবে আমি বিভজিয়া দিব সুরাসুরে।
কেহ যদি ভাল-মন্দ না কর উত্তরে।।" ১৭৩।।
এ বোল শুনিঞা সব সুরাসুরগণে।
দুই ভাগ হঞা তারা বসিলা আসনে।। ১৭৪।।
মায়াবিশারদ, হরি, নানা মায়া জানে।
'অসুর মোহিব'—তাঁর হেন আছে মনে।। ১৭৫।।
প্রথমে দেবতাগণে বিভজিয়া দিল।
দিতে দিতে সকল অমৃত সাঙ্গ হৈল।। ১৭৬।।
কলস উবুড় করি' দেখায় শ্রীহরি।
'দিতে না আঁটিল, আমি কি করিতে পারি?' ১৭৭
সকল অসুরগণে পড়ি' গেল ধন্দ।
বিমোহিত হঞা না বলিল ভাল-মন্দ।। ১৭৮।।

শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃক স্বর্ভানুর অর্থাৎ
রাহুর মস্তকচ্ছেদন

দেবরূপ ধরিয়া স্বর্ভানু প্রবেশিল।
দেবের ভিতরে পশি' সুধা পান কৈল।। ১৭৯।।
চন্দ্র-সূর্য্য কহি' দিলা কৃষ্ণ-বিদ্যমানে।
চক্রে মাথা কাটিলা আপনে নারায়ণে।। ১৮০।।
অমৃত-পরশে হৈল কবন্ধ অমরে।
কেতুরূপ ধরি' রহে আকাশ-উপরে।। ১৮১।।
রাহু হঞা মুণ্ড রহে দেবের সমাজে।
তবে নারীরূপ তেজে প্রভু দেবরাজে।। ১৮২।।

অসুরগণের বঞ্চিত হইবার কারণ

সমদুঃখে কর্ম্ম কৈল দেবাসুর মিলে'।
অসুর বঞ্চিত হৈল, নিজ কর্ম্মফলে।। ১৮৩।।
কৃষ্ণ না ভজিলে নহে কাহার কল্যাণ।
এ বোল বুঝিয়া কৃষ্ণ ভজ মতিমান্।। ১৮৪।।
সর্ব্বকাল দৈত্যগণ কৃষ্ণে করে দ্বেষ।
তে-কারণে কপটে মোহিলা হৃষিকেশ।। ১৮৫।।
অমৃত-মথন-কথা, কেশব-চরিত।
ধন্য, পুণ্য, মনোহর, শ্রবণ-অমৃত।।" ১৮৬।।
ভক্তিরস-গুরু গদাধর শিরোমণি।
রঘুনাথ কহে কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী।। ১৮৭।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টমস্কন্ধে কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী-দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।। ২।।

তৃতীয় অধ্যায়

দেবাসুরে-যুদ্ধারম্ভ

(গড়া-রাগ)

করাঞা অমৃতপান সব সুরগণে।
অন্তর্দ্ধান কৈলা প্রভু গরুড়-বাহনে।। ১।।
দেবের সম্পদ্ দেখি' কুপিল অসুর।
চতুরঙ্গ সেনা সাজি' গেলা সুরপুর।। ২।।
দেবাসুরে সমর বাজিল ঘোরতর।
পরম-দারুণ রণ, মহাভয়ঙ্কর।। ৩।।
রথে রথে, গজে গজে, তুরঙ্গে তুরঙ্গে।
পাইকে পাইকে যুদ্ধ, নাহি কা'র ভঙ্গে।। ৪।।
উটের উপরে কেহ, মৃগে আরোহণ।
বলদ, মহিষে চড়ি' কার আগমন।। ৫।।
শকুনি-শৃগালে, কেহ কঙ্ক-বকে চড়ি'।
শশক, মূষকে চড়ি' কা'র রড়ারড়ি।। ৬।।
গাধার উপর চড়ি' কা'র আগুসারে।
গণ্ডারে, ভল্লুকে কেহ, কেহ কৃষ্ণসারে।। ৭।।
কেহ ছাগ স্কন্ধে, কেহ মেষ-আরোহণে।
শূকর-বানরে চড়ি' কার আগমনে।। ৮।।
কেহ কাঁকলাস স্কন্ধে, কেহ জলচরে।
কত কোটি সৈন্য আইল, কত পরকারে।। ৯।।
কোটি কোটি ছত্র, বানা, পতাকা, চামর।
কোটি কোটি বাদ্যভাণ্ড বাজে ভয়ঙ্কর।। ১০।।
সাজিয়া অসুর-সেনা-বিবিধ-বিধানে।
বলি রাজা চলে তবে হরষিত মনে।। ১১।।
'বৈহায়স'-নামে রথ ময়ের নির্ম্মাণ।
ত্রিভুবনে নাহি রথ, তাহার সমান।। ১২।।
অলক্ষিতে ভ্রমে রথ, দেখিতে না দেখি।
থাকিতে না থাকে যেন, লখিতে না লখি।। ১৩।।
যে যে ইচ্ছা করে, রথে মিলয়ে সকল।
যত ইচ্ছা করে, তত বাড়ে, তত দূর।। ১৪।।
হেন মহারথে চড়ি' বলি বলবান্।
চৌদিগে বেড়িল যত দৈত্যের প্রধান।। ১৫।।
নমুচি, শম্বর, বাণ, বিপ্রচিত্তি-নামে।
কালনাভ, অয়োমুখ, ভূত-সন্তাপনে।। ১৬।।
শকুনি, প্রহেতি, হেতি, অরিষ্ট, ইল্বল।
শুম্ভ, নিশুম্ভ, জম্ভ, ময়, উৎকল।। ১৭।।
হয়গ্রীব, শঙ্কুশিরা, বজর-দশন।
তারক, মারক আর এক চক্রলোচন।। ১৮।।
নিবাত-কবচগণ কোটি কোটি সেনা।
বেড়িয়া ইন্দ্রের পুরী দৈত্যে দিল হানা।। ১৯।।
ঐরাবতে চড়িয়া নামিলা পুরন্দর।
সাজিয়া দেবতাগণ নাম্বিলা সত্বর।। ২০।।
কুবের, বরুণ, যম লঞা নিজগণ।
কোটি কোটি দেব আইলা করিয়া সাজন।। ২১।।
আপনি শ্রীহরি, ব্রহ্মা আর মহেশ্বর।
সগণে দেবতাগণ মিলিলা সত্বর।। ২২।।
বলাবলি, গালাগালি, বাজিল সমর।
দেবাসুরে যুদ্ধ হৈল পৃথিবী-ভিতর।। ২৩।।
বলি পুরন্দরে যুদ্ধ দেখি' লাগে ডর।
তারক-কার্ত্তিকে তবে বাজিল সমর।। ২৪।।
কালনাভ-সনে হৈল যমের সংগ্রাম।
বিশ্বকর্ম্মা-সহ যুঝে ময় বলবান্।। ২৫।।
বরুণের সঙ্গে হেতি যুঝিল প্রখর।
বিরোচন-সঙ্গে সূর্য্য যুঝিল বিস্তর।। ২৬।।
দ্বাদশ সূর্য্যের সঙ্গে দ্বাদশ অসুর।
মহা ভয়ঙ্কর রণ হইল নিষ্ঠুর।। ২৭।।
নমুচির সহ যুদ্ধ করিল শ্রীহরি।
রাহু চন্দ্রে যুদ্ধ হৈল, কহিতে না পারি।। ২৮।।
পবন-দেবের সঙ্গে পুলোমা যুঝিল।
দুর্গা সহে শুম্ভ-নিশুম্ভের যুদ্ধ হৈল।। ২৯।।
শঙ্করের সঙ্গে জম্ভ যুঝিল নিষ্ঠুর।
কন্দর্পের সব যুঝে দুর্দ্ধর্ষ অসুর।। ৩০।।
ব্রহ্মার কুমার-সহে যুঝিল ইল্বল।
মাতৃগণ-সঙ্গে যুদ্ধ করিল উৎকল।। ৩১।।

শুক্র-বৃহস্পতি যুদ্ধ শুনি ভয়ঙ্কর।
নরকের সঙ্গে যুদ্ধ কৈল শনৈশ্চর।। ৩২।।
উনপঞ্চাশৎ বায়ু একত্রে মিলিল।
নিবাত-কবচগণ সঙ্গে যুদ্ধ কৈল।। ৩৩।।
কালকেয়গণ-সহে অষ্টবসুগণ।
বিশ্বদেব-সহ হৈল পৌলোমের রণ।। ৩৪।।
ক্রোধবশে রুদ্রগণে বাজিল সমর।
এইরূপে যুদ্ধ হৈল মহা-ভয়ঙ্কর।। ৩৫।।
খড়্গে খড়্গে কাটাকাটি, বাণ-বরিষণ।
ঝলকে ঝলকে খড়্গামুখে হুতাশন।। ৩৬।।
গদা-মুদগর, শক্তি-মুষল-প্রহার।
পরিঘ, তোমর, প্রাস, ভল্ল, ভিন্দিপাল।। ৩৭।।
অস্ত্রে অস্ত্রে কাটাকাটি রণ ভয়ঙ্কর।
কোটি কোটি মুণ্ড পড়ে রণের ভিতর।। ৩৮।।
হস্তী, ঘোড়া কাটা গেল অন্ত নাহি তা'র।
কত কোটি কাটা গেল রণের ভিতর।। ৩৯।।
কা'র হস্ত-পদ গেল কা'র নাক-কাণ।
কেহ কেহ মাঝামাঝি হৈল দুইখান।। ৪০।।
কোটি কোটি কাটা গেল রণের ভিতর।
কত বা অসুর দৈত্য, কত বা অমর।। ৪১।।
রণধূলি উপজিল, পূরিল মেদিনী।
আকাশ ঢাকিল, আচ্ছাদিল দিনমণি।। ৪২।।
রকতে তিতিয়া ভূমি কর্দ্দম হইল।
কাটা মাথা, কলেবরে পৃথিবী পূরিল।। ৪৩।।
বলি-পুরন্দরে যুদ্ধ বাজিল তুমুল।
না হৈল, না হৈব যুদ্ধ তা'র সমতুল।। ৪৪।।
দশবাণ এড়ে বলি ইন্দ্রের উপরে।
তিন বাণ ছাড়ে ঐরাবত বিন্ধিবারে।। ৪৫।।
চারি ঘোড়া বিন্ধিবারে মাইল চারি বাণ।
নিমিষে কাটিয়া ইন্দ্র কৈল শত খান।। ৪৬।।
অন্তরীক্ষে কাটিল, যাবৎ নাহি পড়ে।
কাটা গেল বাণ-সব, হাসে পুরন্দরে।। ৪৭।।
তা' দেখিয়া দুর্ধরিষ দৈত্য কোপে জ্বলে।
শক্তিপাট তুলি লৈল জ্বলন্ত-আনলে।। ৪৮।।
হস্তেই থাকিতে শক্তি কাটে পুরন্দর।
তবে আর নিল দৈত্য ত্রিশূল, তোমর।। ৪৯।।
দুই অস্ত্র হস্তের কাটিল শচীপতি।
তবে আর সৃজে মায়া অন্তরীক্ষগতি।। ৫০।।
পর্ব্বত, পাথর পড়ে দেবের উপরে।
শত শত পর্ব্বত দেখিতে ভয়ঙ্করে।। ৫১।।
আগুনি বরিষে, সর্প মহাভয়ঙ্কর।
সিংহ, ব্যাঘ্র, মহাগজ, বিকট শূকর।। ৫২।।
লাঙ্গট, বিকট-মুখ, রাক্ষস-রাক্ষসী।
দুই হস্তে পেলে তা'রা ভস্ম রাশি রাশি।। ৫৩।।
মহাশব্দ করে যেন মেঘ হড়মড়ি।
দুই বাহু তুলি' ধায়—'ছিণ্ড ছিণ্ড' করি।। ৫৪।।
অঙ্গার বরিষে, ঘোর মেঘের গর্জ্জন।
তা দেখিয়া প্রলয় মানিল সুরগণ।। ৫৫।।
চৌদিগে বেঢ়িল তবে প্রলয়-সাগরে।
প্রচণ্ড পবন বহে, তরঙ্গ বিথারে।। ৫৬।।
ভয় পাঞা দেবগণ রহে ধ্যান করি'।
সেইক্ষণে দরশন দিলেন শ্রীহরি।। ৫৭।।
নব-ঘন-শ্যাম-তনু, গরুড়বাহন।
পীতবাস-পরিধান, রাজীব-লোচন।। ৫৮।।
অষ্টভুজে শঙ্খ-চক্র-আদি অস্ত্র ধরে।
কিরীট কুণ্ডল, হার, বনমালা গলে।। ৫৯।।
ঘুচিল সকল মায়া প্রভু-দরশনে।
জাগিলে স্বপন যেন মিথ্যা হেন মানে।। ৬০।।
মনে স্মঙরিলে কৃপা করে শ্রীনিবাস।
শ্রীহরি-স্মরণে সব বিপদ-বিনাশ।। ৬১।।
তবে কালনেমি-দৈত্য সমরে প্রখর।
শূলপাট তুলিয়া ফিরায় ভয়ঙ্কর।। ৬২।।
পেলাঞা মারিল শূল গরুড়-উপরে।
লীলায় ধরিল হরি দিয়া বাম-করে।। ৬৩।।
সেই শূলে কালনেমি বিন্ধিয়া মারিল।
মালী, সুমালী তবে যুঝিবারে আইল।। ৬৪।।
চক্রে মাথা কাটি' তা'র কৈল দুইখান।
তবে যুঝিবার তরে আইল মাল্যবান্।। ৬৫।।

মারিল গদার বাড়ি গরুড়-উপরে।
চক্রে শির কাটিয়া পেলিল হেন কালে।। ৬৬।।
কৃষ্ণের কৃপায় দেব পাঞা প্রতিকার।
সাজিয়া আইল তবে যুদ্ধ করিবার।। ৬৭।।
বলি বধিবারে ব্রজ লৈল পুরন্দরে।
'হা হা' শব্দ উপজিল রণের ভিতরে।। ৬৮।।
ইন্দ্র বলে, "আরে বলি, শুন মোর ঠাঞি।
মিথ্যা কেন কর তুমি এতেক বড়াই? ৬৯
মায়াবিশারদ তুমি মায়া ভাল জান।
মায়ায় জিনিবে হেন আপনাকে মান'।। ৭০।।
বজ্রে শির কাটোঁ আজি, দেখুক অসুরে।"
এ বোল বলিয়া বজ্র তুলে পুরন্দরে।। ৭১।।
বলি বলে,—"আরে ইন্দ্র এত অহঙ্কার।
আপনে প্রশংসা তুমি কর আপনার।। ৭২।।
ক্ষণে জিনি, ক্ষণে হারি, কাল-অনুসারে।
হরিষ-বিষাদ তা'তে পণ্ডিতে না করে।। ৭৩।।
জয়-পরাজয় কারো নাহিক নিশ্চয়।
মান-অপমান তাহে পণ্ডিত না লয়।। ৭৪।।
মূর্খ বড় ইন্দ্র তুমি অহঙ্কার কর।
অদৃষ্ট-অধীন লোক— নাহিক বিচার।।" ৭৫।।
এতেক বচন বলি' বলি-মহাসুর।
আকর্ণ পূরিয়া বাণ এড়িল নিষ্ঠুর।। ৭৬।।
মিথ্যা কৈল বাণ তা'র দেব পুরন্দরে।
পেলাঞা মারিল বজ্র বলির উপরে।। ৭৭।।
ভূমেতে পড়িল বলি পর্ব্বত-আকার।
'জম্ভ'-নামে দৈত্য তবে হৈল আগুসার।। ৭৮।।
"রহ রহ, আরে ইন্দ্র, না যাহ পলাঞা।
শুধিব রাজার ধার তোর শির দিয়া।।" ৭৯।।
এ বোল বলিয়া জম্ভ গদা লৈল হাথে।
মারিল গদার বাড়ি ঐরাবত মাথে।। ৮০।।
ভূমি-তলে গজেন্দ্র পড়িল প্রাণ ছাড়ি'।
দেখিয়া মাতলি রথ আনে ত্বরা-করি'।। ৮১।।
দশশত ঘোড়ায় যুড়িয়া রথখান।
মাতলি সারথি আনি' দিল বিদ্যমান।। ৮২।।
প্রসংশিয়া জম্ভ-দৈত্য কোন কর্ম্ম করে।
মারিল ত্রিশূল পেলি মাতলির শিরে।। ৮৩।।
ধৈর্য্য ধরি' মাতলি সহিল শূলব্যাথা।
বজ্রে ইন্দ্র কাটি' আনে জম্ভদৈত্য-মাথা।। ৮৪।।
আপনে কহিল গিয়া শ্রীনারদ-মুনি।
জম্ভ কাটা গেল, তা'র বন্ধুগণে শুনি।। ৮৫।।
জম্ভের বান্ধব—পাক, নমুচি, সে বল।
তা'রা আসি' দেবরাজে ভর্ৎসিল বিস্তর।। ৮৬।।
তবে ক্রোধ করি' তা'রা খরতর বাণে।
বিন্ধিল ইন্দ্রের অঙ্গ, মর্ম্ম স্থানে স্থানে।। ৮৭।।
শত শত ঘোড়া তারা বিন্ধিল সন্ধানে।
ইন্দ্রের উপরে কৈলবাণ বরিষণে।। ৮৮।।
শরজালে রথখান কৈল জরজর।
দুই শরে বিন্ধিল মাতলি কলেবর।। ৮৯।।
সেইক্ষণে যুড়ে বাণ, সেইক্ষণে ছাড়ে।
বাণ বরিষণ কৈল ইন্দ্রের উপরে।। ৯০।।
মেঘে অন্ধকার যেন, ঝড়-বরিষণে।
জীয়ে মরে ইন্দ্র না বুঝিল দেবগণে।। ৯১।।
রণের ভিতরে ইন্দ্র রহি' কতো ক্ষণ।
বাহির হইল, যেন দীপ্ত হুতাশন।। ৯২।।
'জয় জয়'-শবদ উঠিল সুরগণে।
তবে সুরপতি যুক্তি করি' মনে মনে।। ৯৩।।
সন্ধান করিয়া বজ্র এড়ে শচীপতি।
দুই মুণ্ড কাটিয়া আনিল শীঘ্রগতি।। ৯৪।।
পড়িল সে বল, পাক রণের ভিতরে।
দেখিয়া নমুচি দৈত্য জ্বলিল অন্তরে।। ৯৫।।
শূলপাট তুলি' লৈল পর্ব্বত-সমান।
সুবর্ণে জড়িত শূল শিলার নির্ম্মাণ।। ৯৬।।
সিংহনাদ করি' দৈত্য ধাইল সমরে।
পেলিয়া মারিল শূল ইন্দ্রের উপরে।। ৯৭।।
পড়িল ইন্দ্রের মুণ্ডে শূল পরচণ্ড।
তথাই কাটিয়া বাণে কৈল খণ্ড-খণ্ড।। ৯৮।।
কাটা গেল শূলপাট তিল-পরমাণ।
তবে বজ্র তুলি' লৈল ইন্দ্র বলবান্।। ৯৯।।

মারিল নির্ঘাত বজ্র নমুচির শিরে।
বজ্রে না ফুটিল শির, চিন্তে পুরন্দরে।। ১০০।।
'এই বজ্র কোটি কোটি পর্ব্বত কাটিল।
হেন বজ্র নমুচির শিরে ব্যর্থ হৈল!! ১০১
বৃত্র-হেন মহাসুর এই বজ্রে কাটে।
মুঞি বজ্র এড় যদি, ত্রিভুবন না আঁটে।। ১০২।।
কেন ব্যর্থ হৈল বজ্র পাঞা অল্প কাজ?
চিন্তিতে লাগিল শক্র মনে পাঞা লাজ।। ১০৩।।
অন্তরীক্ষ বাণী হৈল হেন অবসরে।
'না কর বিষাদ, ইন্দ্র',—কহিয়ে তোমারে।। ১০৪।।
'শুষ্ক-আর্দ্রে না মরিব দুরন্ত অসুর।
বজ্রে না মরিব দৈত্য, চিন্তা কর দূর।। ১০৫।।
উপায় করিয়া তুমি বধ দুরাচার।'
এ বোল শুনিঞা ইন্দ্র চিন্তে পরকার।। ১০৬।।
'নহে শুষ্ক, নহে আর্দ্র দেখি জলফেণা।'
হৃদয়ে ভাবিয়া দঢ়াইল এ-মন্ত্রণা।। ১০৭।।
ফেন দিয়া নমুচির মুণ্ড কাটি' আনে।
'জয় জয়' বলি স্তুতি কৈল দেবগণে।। ১০৮।।
গন্ধর্ব্ব-কিন্নরে গায়, পুষ্প-বরিষণ।
দেববধূগণ নাচে, দুন্দুভি-বাজন।। ১০৯।।
কোটি কোটি দৈত্য কাটা গেল মহারণে।
সকল অসুর নাশ কৈল দেবগণে।। ১১০।।

শুক্রাচার্য্য-কর্ত্তৃক বলির জীবন-দান

দেখিল অসুরকুল নাশ হঞা যায়।
আপনে চিন্তিয়া ব্রহ্মা নারদে পাঠায়।। ১১১।।
ব্রহ্মার নন্দন বলে,—"শুন দেবগণ।
তুমি সব এখনে না কর আর রণ।। ১১২।।
নারায়ণ-কৃপায় অমৃত পান কৈলে।
নিজভুজ-বলে সব অসুর জিনিলে।। ১১৩।।
এখন না কর রণ আমার বচনে"।
এ বোল শুনিঞা যুদ্ধ ছাড়ে দেবগণে।। ১১৪।।
ক্রোধ ছাড়ি' দেবগণ গেল নিজপুরে।
ডাক দিয়া অসুরে আনিল যোগেশ্বরে।। ১১৫।।
"তুমি সব বলি লঞা চলি' যাহ ঝাটে।
অস্তগিরি লঞা যাহ শুক্রের নিকটে।।" ১১৬।।
এ বোল বলিয়া মুনি কৈলা অন্তর্দ্ধান।
বলি লঞা গেল দৈত্য শুক্র-বিদ্যমান।। ১১৭।।
মৃত-সঞ্জীবনী বিদ্যা করিয়া স্মরণ।
বলি জীয়াইল শুক্র মহাতপোধন।। ১১৮।।
এইরূপে যুদ্ধ কৈল পৃথ্বীর ভিতর।
দেবাসুর-সংগ্রাম কহিল ভয়ঙ্কর।। ১১৯।।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস বাণী।
সাবধানে শুন কৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গিণী।। ১২০।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টমস্কন্ধে কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী-তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।। ৩।।

চতুর্থ অধ্যায়

শিবের শ্রীপার্ব্বতীসহ শ্রীহরির নিকট গমন ও স্তুতি
(বসন্ত-রাগ)

"আর কথা কহি রাজা, কর অবধান।
যেরূপে মোহিলা শিবে প্রভু-ভগবান্।। ১।।
আপনে মোহিনীবেশ ধরি' গদাধর।
অসুর মোহিলা, হেন শুনিলা শঙ্কর।। ২।।
বৃষে আরোহণ করি' সঙ্গে নিজগণ।
পার্ব্বতী সহিতে গেলা যথা নারায়ণ।। ৩।।
শঙ্কর দেখিয়া হরি পূজিল বিধানে।
কি বোলে শঙ্কর তবে প্রভুর চরণে? ৪
'দেব দেব জগন্নাথ, জগতজীবন।
পিতা, মাতা, পতি, বন্ধু, তুমি নারায়ণ।। ৫।।

জগতের আদ্য-অন্ত, তুমি অভ্যন্তর।
জগত অসত্য, তুমি সত্য গদাধর।। ৬।।
যোগেন্দ্র, মুনীন্দ্র ভজে চরণ তোমার।
ভকতি করিয়া হয় ভববন্ধ-পার।। ৭।।
পূর্ণব্রহ্ম, নিত্য তুমি, অজ, অবিকার।
আনন্দ-স্বরূপ, নিরালম্ব, নিরাধার।। ৮।।
এক নিরঞ্জন হঞা নানা-ভেদ ধর।
রূপভেদে বিশ্বোৎপত্তি, স্থিতি, লয় কর।। ৯।।
একই কনক যেন নানা-ভেদ ধরে।
কিরীট, কুণ্ডল, হার, নানা অলঙ্কারে।। ১০।।
কেহ 'ব্রহ্ম' বলে, কেহ 'পুরুষ-পুরাণ'।
কেহ 'ধর্ম্ম', 'সত্য' বলে, কেহ 'ভগবান্'।। ১১।।
আমি, ব্রহ্মা, সনকাদি না জানি তোমারে।
আমি-সব মায়ার নির্ম্মিত, চরাচরে।। ১২।।
আপনে সৃজন কর, পালন, সংহার।
তোমা' বহি জগতে বলিতে নাহি আর।। ১৩।।

শ্রীবিষ্ণুর মোহিনীরূপ-দর্শনার্থ শিবের প্রার্থনা

নানা অবতার তুমি কর নানা-রূপে।
আপনে মোহিনীবেশ ধরিলে কিরূপে? ১৪
অসুর মোহিতে তুমি স্ত্রী-বেশ ধরিল।
সে-বেশ দেখিতে মোর ইচ্ছা বড় হৈল।।' ১৫।।
হাসিয়া কেশব তবে বলে কোন বাণী।
"অসুর মোহিতে রূপ ধরিনু মোহিনী।। ১৬।।
সে রূপ দেখা'ব শিব, কর অবধান।
দেখিলে কামীর কাম হয় উপাদান।।" ১৭।।
এ-বোল বলিয়া হরি হৈলা অন্তর্দ্ধান।
তবে শিব উপবন দেখে বিদ্যমান।। ১৮।।
ফল-ফুলে লম্বিত, বিবিধ তরুজাল।
সাক্ষাৎ বসন্ত যেন কৈল অবতার।। ১৯।।

শ্রীবিষ্ণুর মোহিনী-মূর্ত্তি প্রকাশ

তাহার ভিতরে দেবী, গমন-মন্থরা।
ললিত, চলিত, চারু-নিতম্ব-মেখলা।। ২০।।
সমান, উন্নত স্তন, তা'র গতি মন্দ।
মধুস্মিত-বিনিন্দিত মতিময় দন্ত।। ২১।।
কুচযুগল-মণ্ডলে চঞ্চল হার-জাল।
ললিত-কলিত পারিজাত-বনমাল।। ২২।।
গেন্ডুয়া-ক্ষেপণে লোল নয়নবিলাস।
চলিত কুণ্ডল, চারু কপোলবিকাশ।। ২৩।।
স্তন-ভরে ক্ষীণ-গতি, ক্ষীণ কটিদেশ।
ঠমক-চলিত-গতি, গমন-বিশেষ।। ২৪।।
পবনে চলিতকুচ-বসন-বিসাল।
মদনমোহন, মন্দ, মধুস্মিত হাস।। ২৫।।
পরম-রমণীরূপ দেখিয়া শঙ্কর।
কামে বিমোহিত শিব পাসরে সকল।। ২৬।।

শ্রীহরিমায়া-বিমোহিত শ্রীশঙ্কর

কোথা বৃষ, কোথা দেবী, কোথা নিজগণ?
আপনে পাসরে শিব, কামে অচেতন।। ২৭।।
লজ্জা, মান হরিল বিহ্বল মহেশ্বর।
মোহিনী ধরিতে নারে, ধায় নিরন্তর।। ২৮।।
বনের ভিতরে দেবী রহিল লুকাঞা।
খুঁজিয়া বেড়ায় হর ব্যাকুল হইয়া।। ২৯।।
লাগ পাঞা কেশপাশে ধরিল যতনে।
বাহুযুগ ভিড়িয়া দিলেন আলিঙ্গনে।। ৩০।।
বাহুবন্ধ খসাঞা পলাইল শীঘ্রগতি।
এদিগে ওদিগে যায় মোহন-মূরতি।। ৩১।।
কেশ-বেশ খসিল, বসন পরিধান।
বনে বনে রমণী পলায় স্থানে স্থান।। ৩২।।
পাছে পাছে ধায় শিব, ধরিতে না পারে।
খসিয়া পড়িল বীর্য্য ভূমির উপরে।। ৩৩।।
শঙ্করের বীর্য্য খসি' যথাতে পড়িল।
সেই সেই ঠাঞি ভূমি হেমময় হৈল।। ৩৪।।

শ্রীশঙ্করের মোহনাশ ও শ্রীহরির উপদেশ-প্রাপ্তি

বীর্য্যপাত হৈল যদি চিন্তে মহেশ্বরে।
'বিষম দেবের মায়া কে বুঝিতে পারে?' ৩৫

ছাড়িয়া মোহিনীবেশ প্রভু-গদাধর।
নিজরূপ ধরে তবে হরের গোচর।। ৩৬।।
সন্তোষিয়া বলে হরি,—'না কর বিষাদ।
আমার বিষম-মায়া—বড় পরমাদ।। ৩৭।।
মায়ার প্রভাব আমি দেখাইনু তোমারে।
নহিব তোমারে আর মায়া কোন কালে।।' ৩৮।।
এতেক বলিয়া হরি শঙ্করে তুষিল।
প্রণাম করিয়া শিব সগণে চলিল।। ৩৯।।

পার্ব্বতীর নিকট শিবের বিষ্ণু-মাহাত্ম্য-বর্ণন

পথে দেবী-সনে কথা কহে মহেশ্বর।
'দেখিলে পার্ব্বতি, বিষ্ণুমায়া এত বড়!! ৪০
আমি যোগেশ্বর হঞা পাইল এত লাজ।
অন্যকে মোহিব তাঁ'র কত বড় কাজ? ৪১
এই সে কৃষ্ণের কথা পূরবে শুনিলে।
সেই নারায়ণ তুমি সাক্ষাতে দেখিলে।। ৪২।।
সাক্ষাৎ পরমব্রহ্ম, পুরুষ-পুরাণ।
সকল জীবের গতি— এক ভগবান্।।' ৪৩।।
কহিল তোমারে, রাজা, অপূর্ব্ব-কাহিনী।
কপটে যুবতীবেশ ধরে চক্রপাণি।। ৪৪।।
অসুর মোহিয়া করে দেবে পরিত্রাণ।
সে-হরিচরণে মোর রহুক প্রণাম।।" ৪৫।।
ভক্তিরস-কথা-গুরু গদাধর জান।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস-গান।। ৪৬।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টমস্কন্ধে কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী-চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।। ৪।।

পঞ্চম অধ্যায়

শ্রীবামনাবতারের কারণ জিজ্ঞাসা
(গান্ধারী-রাগ)

"তবে মন্বন্তর-কথা কহিব এখনে।
মহাভাগবত তুমি, শুন সাবধানে।। ১।।
এখনে সপ্তম-মনু 'বৈবস্বত'-নাম।
সূর্য্যের তনয় তেঁহ, মনুর প্রধান।। ২।।
'আদিত্য'—দেবের নাম, ইন্দ্র-পুরন্দর।
আপনে বামনরূপ ধরিলা ঈশ্বর।। ৩।।
চতুর্দ্দশ মন্বন্তর কহিল বিস্তারে।
যে যে কর্ম্ম কৈলা হরি, যে যে অবতারে।। ৪।।
মনুবংশ, মন্বন্তর-কাল-পরিমাণ।
কি কথা কহিব আর, কহ মতিমান্?" ৫

শ্রীকৃষ্ণের বামনাবতার-প্রসঙ্গ

মুনির বচন শুনি' রাজা জিজ্ঞাসিল।
"বামন-মূরতি কৃষ্ণ কি কারণে হৈল? ৬
ছলিয়া পাতালে বলি নৈল নারায়ণে।
তিন-পদ-ভূমি কৃষ্ণ মাগে কি কারণে? ৭
এ বড় কৌতুক, গুরু, শুনিবারে চাই।
আপনে ঈশ্বর হঞা মাগে অন্য ঠাঞি।।" ৮।।
তবে শুক-মুনি বলে,—শুন নরেশ্বর।
অদভুত কথা কহি তোমার গোচর।। ৯।।
ইন্দ্র-আদি দেবগণে অসুর জিনিল।
হারিয়া অসুরগণে নানা দিগে গেল।। ১০।।

বলিরাজের শ্রীবৃদ্ধি ও 'বিশ্বজিৎ'-যজ্ঞানুষ্ঠান

বলি-রাজা জীয়াইল শুক্র পুরোহিতে।
তবে বলি গুরু আরাধিল নানা-মতে।। ১১।।
তবে শুক্র বেদবিৎ আনিঞা ব্রাহ্মণে।
'বিশ্বজিৎ'-নামে যজ্ঞ করায় আপনে।। ১২।।
মহা-অভিষেক করাইল দৈত্যেশ্বরে।
দিব্য-রথ উপজিল যজ্ঞের আনলে।। ১৩।।

দিব্য-রথ, দিব্য-ঘোড়া, দিব্য-শরাসন।
যজ্ঞের আনলে সব হৈল উৎপন্ন।। ১৪।।
সিংহধ্বজ, অক্ষয় কবচ, দিব্য-বাণ।
উঠিল আগুনি হৈতে অগ্নির সমান।। ১৫।।
পিতামহ দিলা মালা অমল-কমলে।
আশীর্ব্বাদ দিল যত ব্রাহ্মণ সকলে।। ১৬।।
গুরু-দ্বিজ প্রদক্ষিণ করি' সপ্তবার।
দণ্ডবৎ হঞা বলি কৈল নমস্কার।। ১৭।।
অঙ্গেতে পরিল বলি দিব্য-আভরণ।
দিব্য-রথে বলি রাজা কৈল আরোহণ।। ১৮।।
দিব্য খড়্গ, বাণ ধরে অস্ত্র খরতর।
তবে বলি জ্বলে, যেন জ্বলন্ত-আনল।। ১৯।।
সমবল সমবীর্য্য সমশক্তি ধরে।
মহারথী, সেনাপতি লঞা দৈত্যেশ্বরে।। ২০।।
বেড়িল ইন্দ্রের পুরী স্বর্গের উপর।
বৈদূর্য্য-বিদ্রুমঘর শোভে থরে থর।। ২১।।
কনক-কবাট, যা'থে স্ফটিক-দুয়ার।
অর্বুদ অর্বুদ রত্ন, বিমানসঞ্চার।। ২২।।
বিদ্রুম-নির্ম্মিত বেদী, মণিময় স্থল।
স্ফটিকরচিত তট, দীঘি-সরোবর।। ২৩।।
কুমুদ, কমল, উৎপল, নানা ফুল।
জলচর-কোলাহল, শবদ-আকুল।। ২৪।।
কুমুদিনী, নলিনী তাহাতে ক্রীড়া করে।
সুরবধূগণ পুণ্য-জলেতে বিহরে।। ২৫।।
বিবিধ মন্দির, পুর, রতনে নির্ম্মিত।
বিশ্বকর্ম্ম-শিল্পগুণ যা'হে প্রকাশিত।। ২৬।।
বিমল অগুরু-ধূপ, সুগন্ধি পবন।
সুরতরু-কুসুমিত আমোদিত বন।। ২৭।।
বিবিধ মঙ্গলগীত, বিবিধ বাজন।
বহুবিধ সুরবধূ, বিবিধ নাচন।। ২৮।।
খল, দুষ্ট, ভূতদ্রোহী, পাপী, দুরাচার।
এ সব জনের যা'থে নাহিক সঞ্চার।। ২৯।।
ধন্য, পুণ্য, ধর্ম্মশীল, যজ্ঞ-দান করে।
শুভকর্ম্ম করিয়া সে যাইবারে পারে।। ৩০।।

শ্রীবলিরাজের স্বর্গ-অবরোধ

হেন সুরপুরী গিয়া বেড়ে দৈত্যগণে।
ভয় পাঞা ইন্দ্র গেল গুরু-বিদ্যমানে।। ৩১।।
"কহ গুরু বৃহস্পতি, বিষম ঘটিল।
কি কারণে এত বড় অসুর বাড়িল? ৩২
ত্রৈলোক্যদহন-শক্তি বলি-রাজা ধরে।
তা'র সনে যুঝিব কেমন পরকারে?" ৩৩
তবে বৃহস্পতি বলে,—"শুন পুরন্দর।
গুরু আরাধিয়া বলি ধরে মহাবল।। ৩৪।।
কা'র শক্তি আছে তা'রে জিনিবারে পারি?
এখন পলাঞা যাহ তেজি' সুরপুরী।। ৩৫।।
যখনে তোমার ইন্দ্র, হ'বে শুভকাল।
তখনে সে হৈব দৈত্য সবংশে সংহার।।" ৩৬।।

দেবগণের স্বর্গ হইতে পলায়ন ও শ্রীবলির স্বর্গাধিকার ও শত অশ্বমেধযজ্ঞানুষ্ঠান

এ বোল শুনিঞা যত দেবগণ মেলি'।
চৌদিগে পলাঞা গেলা ছাড়ি' সুরপুরী।। ৩৭।।
তবে বলি প্রবেশিয়া রহে সুরপুরে।
ত্রৈলোক্য জিনিয়া কৈল নিজ-অধিকারে।। ৩৮।।
ত্রিভুবনে রাজা যদি হৈলা দৈত্যেশ্বর।
শুক্র-পুরোহিত গেলা বলির গোচর।। ৩৯।।
শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করায় ব্রাহ্মণে।
একচ্ছত্র অধিকার হৈল ত্রিভুবনে।। ৪০।।

পুত্রগণের দুঃখে দেবমাতা অদিতির দুঃখ

নরবেশ ধরি' ভ্রমে যত দেবগণ।
দেখিয়া পুত্রের দুঃখ চিন্তে মনে-মন।। ৪১।।
পুত্রশোকে ব্যাকুলিত অদিতি রহিল।
হেনকালে কশ্যপের আগমন হৈল।। ৪২।।
সমাধি করিয়া ভঙ্গ আইলা প্রজাপতি।
পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়া তাঁ'রে পূজিলা অদিতি।। ৪৩।।

শ্রীকশ্যপ-কর্তৃক শ্রীঅদিতির দুঃখ-কারণ জিজ্ঞাসা ও শ্রীহরিভজনার্থ উপদেশ

আসনে বসিয়া মুনি অদিতি দেখিল।
অদিতির দুঃখি দেখি' কশ্যপ পুছিল।। ৪৪।।
"কহ দেবি, কিবা সে তোমার অকুশল?
মলিন বদন ধর, ক্ষীণ কলেবর? ৪৫
কিবা লোকে, ধর্ম্মে তুমি কৈলে অপরাধ?
কিবা দৈবযোগে কিছু কৈলে পরমাদ? ৪৬
জলমাত্র দিয়া কি অতিথি না পূজিলে?
কিবা গৃহ-কর্ম্মেতে ব্যাকুল হঞা ছিলে? ৪৭
যা'র ঘরে অতিথি বিমুখ হঞা চলে।
জম্বুকের বাস যেন জানিহ বিফলে।। ৪৮।।
কিবা কালে কালে না পূজিলে হুতাশন?
কিবা যজ্ঞকালে তুমি না কৈলে হবন? ৪৯
কিবা দ্বিজকুলে তুমি কৈলে অবজ্ঞান?
কিবা পুত্রশোকে তুমি পাও অপমান? ৫০
কহ দেবি, দুঃখ-শোক-কারণ তোমার।
জানিঞা করিব আমি দুঃখ-প্রতিকার।।" ৫১।।
কশ্যপের বাক্য শুনি' দেবের জননী।
কহিল সকল কথা যোড় করি' পাণি।। ৫২।।
"তুমি-হেন পতি যা'র যোগধর্ম্মময়।
কোন কালে কভু তা'র দুঃখ-শোক নয়।। ৫৩।।
দৈবযোগে দুঃখ-শোকে আমিত ব্যাকুলী।
দৈত্যগণে ইন্দ্র জিনি' নৈল সুরপুরী।। ৫৪।।
নরবেশ ধরি' ভ্রমে মোর পুত্রগণ।
রিপু-ভয়ে আছে তা'রা রাখিয়া জীবন।। ৫৫।।
মোর পুত্রগণে পাইব নিজ-অধিকার।
টুটিব অসুরগণের দর্প-অহঙ্কার।। ৫৬।।
হেন কর্ম্ম আদি তুমি কর যোগেশ্বর।"
শুনিঞা কশ্যপ-মুনি দিলেন উত্তর।। ৫৭।।
"হরি হরি! বিষ্ণুমায়া, না যায় বুঝন।
প্রেমপাশে চরাচর জগতবন্ধন।। ৫৮।।
কেবা কা'র পতি-পুত্র, কেবা কা'র মাতা?
অনাদি সংসার-বন্ধে বান্ধিল বিধাতা।। ৫৯।।
মল-মূত্র-শরীর—কেবল অচেতন।
প্রকৃতির পর জীব—অজ, নিরঞ্জন।। ৬০।।
কা'র শোক, কা'র মোহ, কেবা নিজ-পর?
অবিদ্যা-কল্পিত জীব-বন্ধন-সকল।। ৬১।।
সর্ব্বভাবে কর তুমি গোবিন্দ-ভজন।
হরি সে করিব সব দুঃখ নিবারণ।। ৬২।।
হরি সে জগদ্গুরু, জগত-নিবাস।
হরি সে পূরিতে পারে দীন-অভিলাষ।। ৬৩।।
এ বোল বুঝিয়া হরি ভজ সাবধানে।
অশেষ-বাঞ্ছিত ফল দিব নারায়ণে।। ৬৪।।
কৃষ্ণ-আরাধন-বিধি শুন সাবধানে।
পূরবে শুনিল আমি ব্রহ্মার আননে।। ৬৫।।

শ্রীঅদিতিকে 'পয়োব্রত'-পালনার্থ আদেশ

যখনে আমারে ব্রহ্মা পুত্রবর দিল।
'পয়োব্রত'-নামে ব্রত আমারে কহিল।। ৬৬।।
ফাল্গুন-মাসের শুক্লপক্ষে আরম্ভিব।
এই ব্রত করিয়া গোবিন্দ আরাধিব।। ৬৭।।
বরাহদন্তের মাটি আনিব যতনে।
পূর্ব্ব-দিনে করি' তবে অঙ্গের লেপনে।। ৬৮।।
মজ্জন করিয়া তবে পূজি' দামোদরে।
জলে-স্থলে পূজি' কিংবা গুরুর শরীরে।। ৬৯।।
ধরণীমণ্ডলে কিংবা পূজিব আনলে।
দিব্য-স্তুতি করি' তবে প্রভুর গোচরে।। ৭০।।
পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমন, গন্ধ, পুষ্প দিব।
দিব্য-গন্ধ জলে কৃষ্ণে মজ্জন করা'ব।। ৭১।।
দিব্য-ধূপ-দীপ দিব, দিব্য-উপহার।
দিব্য-বস্ত্র-মাল্য দিব, দিব্য-অলঙ্কার।। ৭২।।
দ্বাদশ-অক্ষর-মন্ত্রে পূজিব শ্রীহরি।
সগুড় পায়স দিয়া হোম-কর্ম্ম করি'।। ৭৩।।
মূল-মন্ত্রে করি' উপহার নিবেদন।
আচমন দিয়া করি' তাম্বুল অর্পণ।। ৭৪।।
মূল-মন্ত্র জপি' একশত-অষ্ট-বার।
প্রভু প্রদক্ষিণ করি', করি' নমস্কার।। ৭৫।।

দিব্য-স্তুতি পঢ়ি' স্তুতি করিব বিধানে।
অবশেষ শিরে ধরি' করি বিসর্জ্জনে।। ৭৬।।
নিবেদিত করি' ভক্তজনে নিবেদন।
দিব্য অন্ন-পান দিয়া ভুঞ্জা'ব ব্রাহ্মণ।। ৭৭।।
ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব-আজ্ঞা শিরে করি' লৈব।
যজ্ঞ-অবশেষ দিয়া ভোজন করিব।। ৭৮।।
এইরূপে রজনী বঞ্চিব ব্রত করি'।
রাত্রিশেষে উঠিব গোবিন্দে মন ধরি'।। ৭৯।।
স্নান করি' নিত্যকর্ম্ম করি' সমাধান।
প্রতিদিন কেশবে করা'ব ক্ষীরে স্নান।। ৮০।।
পূরব-বিধানে হরি করিব অর্চ্চন।
নিতি নিতি হোম-কর্ম্ম, ব্রাহ্মণ-ভোজন।। ৮১।।
আরম্ভ করিব শুক্লপ্রতিপদ-দিনে।
ত্রয়োদশী-দিনে ব্রত করি' সমাধানে।। ৮২।।
ব্রহ্মচর্য্য করিব, শয়ন ভূমিতলে।
ত্রিসন্ধ্যা মজ্জন করি' পূজিহ দামোদরে।। ৮৩।।
দুষ্টজন-আলাপ, বর্জ্জিব সুখভোগ।
বৈষ্ণবজনের সঙ্গে করিব সংযোগ।। ৮৪।।
ব্রত সমাপিব শুক্লত্রয়োদশী-দিনে।
পঞ্চগব্যে অভিষেক করি' নারায়ণে।। ৮৫।।
মহাপূজা করি' বিত্তশাঠ্য পরিহরি'।
সগুড় পায়সে, হোম মূলমন্ত্রে করি'।। ৮৬।।
বহুবিধ উপহার, বিবিধ রতন।
পরম-পীরিতি করি' করিব পূজন।। ৮৭।।
উৎসব করিয়া ব্রত করি' সমাপনে।
তবে গুরুপূজা করি' বস্ত্র-আভরণে।। ৮৮।।
ব্রাহ্মণ সন্তোষ করি' দিয়া বহুধন।
বহুবিধ অন্নপানে করাই ভোজন।। ৮৯।।
গুরুকে দক্ষিণা দিব, বসন-ভূষণ।
অন্নপানে পূজিব পতিত, হীনজন।। ৯০।।
সর্ব্বজীবে সন্তোষিব করিয়ে পীরিতি।
জীব-সন্তোষিলে তুষ্ট হন প্রাণপতি।। ৯১।।
নৃত্য-গীত-স্তুতি-বাদ্য করিব বিস্তর।
ব্রত সমাপিব করি' বিবিধ মঙ্গল।। ৯২।।
বন্ধুগণ-সহ পাছে করিব ভোজন।
কহিলুঁ তোমারে ব্রত— কৃষ্ণ-আরাধন।। ৯৩।।
'পয়োব্রত'-নামে ব্রত, ব্রহ্মা যে কহিল।
তোমার কারণে আমি ব্রত প্রকাশিল।। ৯৪।।
সেই তপ, সেই জপ, সেই যজ্ঞ-দান।
যাহা হৈতে তুষ্ট হন, প্রভু-ভগবান্।। ৯৫।।
সর্ব্ব-কর্ম্ম সমর্পিয়া কৃষ্ণের চরণে।
শুদ্ধভাবে কর তুমি কৃষ্ণ-আরাধনে।। ৯৬।।
কৃষ্ণ-আরাধন হয় সর্ব্বগুণনিধি।
তবে হেন জান তা'র হ'বে সর্ব্বসিদ্ধি।।" ৯৭।।
কশ্যপের বচন শুনিয়া সুরমাতা।
তবে পয়োব্রত কৈলা হঞা আনন্দিতা।। ৯৮।।

অদিতির ব্রতানুষ্ঠান ও
শ্রীহরির বরলাভ

কায়-মনো-বচন গোবিন্দ-পদে ধরি'।
ভক্তিভাব করি' তিঁহো ভজিলা শ্রীহরি।। ৯৯।।
ত্রয়োদশী-দিনে ব্রত কৈলা সমাধান।
ব্রত-সাঙ্গকালে দেখা দিলা ভগবান্।। ১০০।।
নবজলধর-তনু, সুপীত-বসন।
শঙ্খ-চক্রধর হরি, রাজীবলোচন।। ১০১।।
সাক্ষাতে দেখিয়া হরি দেবের জননী।
প্রেমভরে পুলকিত, গদগদ-বাণী।। ১০২।।
ভূমেতে পড়িয়া কৈল দণ্ড-পরণতি।
কর-যোড় করিয়া করয়ে কোন স্তুতি।। ১০৩।।
'তীর্থপাদ, তীর্থকার্ত্তি, শ্রবণ-মঙ্গল।
অচ্যুত, পুরুষ, যজ্ঞ, প্রণতবৎসল।। ১০৪।।
গোবিন্দ, কেশব, হৃষীকেশ, দামোদর।
জয় জগন্নাথদেব, জয় গদাধর।। ১০৫।।
জয় কৃষ্ণ, নমো নমো জয় শ্রীনিবাস।
অতুল-সম্পদ্-পদ-বিশ্ব-পরকাশ।। ১০৬।।
তুমি তুষ্ট হৈলে সর্ব্ব-সিদ্ধি উপাদান।
রিপুজয় হৈব, তা'হে কোন্ বস্তুজ্ঞান?' ১০৭

অদিতির বচন শুনিঞা চক্রপাণি।
হৃদয় বুঝিয়া তা'র বলে কোন বাণী।। ১০৮।।
"তোমার চিত্তের কথা আমি জানি ভালে।
ইন্দ্র-আদি দেবগণ জিনিল অসুরে।। ১০৯।।
বলে হরি' নৈল তা'রা স্বর্গ-অধিকার।
শ্রীভ্রষ্ট হইয়া ফিরে সন্তান তোমার।। ১১০।।
এই পুত্র-শোকে তুমি ব্যাকুল হইয়া।
"আমা" আরাধিলে তুমি একান্ত করিয়া।। ১১১।।
প্রেমভক্তি করি' তুমি আমারে ভজিলে।
আমার ভজন কভু নহিব বিফলে।। ১১২।।
সতী পতিব্রতা তুমি, কশ্যপ-বনিতা।
দেবের জননী তুমি, পরম-পণ্ডিতা।। ১১৩।।
জনম লভিব আমি তোমার উদরে।
স্থাপিব তোমার পুত্রে নিজ-অধিকারে।। ১১৪।।
শীঘ্র করি' চল তুমি পতি-সন্নিধানে।
কশ্যপে চিন্তিহ যেন আমার সমানে।। ১১৫।।
এইরূপ চিন্তিয়া ভজিহ প্রজাপতি।
বিনয়-বচনে তাঁ'রে করিহ ভকতি।। ১১৬।।
তবে জনমিব আমি তোমার উদরে।
'ভকতবৎসল'-নাম করিব সফলে।।" ১১৭।।

অদিতির পতিসেবা

এতেক বলিয়া হরি কৈলা অন্তর্দ্ধান।
অদিতি চলিয়া গেলা কশ্যপের স্থান।। ১১৮।।
লভিয়া দুর্লভ বর মনে আনন্দিতা।
ভক্তিভাবে পতিসেবা কৈলা পতিব্রতা।। ১১৯।।
সমাধি করিয়া তবে কশ্যপ বুঝিল।
'সাক্ষাতে আসিয়া হরি অবতার কৈল।।' ১২০।।

শ্রীবামনদেবের আবির্ভাব ও ব্রহ্মার স্তুতি

অদিতির গর্ভে হরি কৈলা অবতার।
জানিঞা বিরিঞ্চি গেলা স্তুতি করিবার।। ১২১।।
বহুবিধ স্তুতি-ভক্তি করিয়া প্রণতি।
আপন-ভবনে তবে গেলা প্রজাপতি।। ১২২।।
শুভ-কালে শুভ দিনে, শুভ যোগতিথি।
হেনকালে জনম লভিল প্রাণপতি।। ১২৩।।
আজানুলম্বিত, চারু-ভুজ-বিরাজিত।
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম ভুজে বিলসিত।। ১২৪।।
পীতবাস পরিধান, রাজীব-লোচন।
বিলোল মুকুতাদাম, শ্রীবৎসলাঞ্ছন।। ১২৫।।
মকরকুণ্ডল, চারু-গণ্ড-বিলোলিত।
মঞ্জীর-রঞ্জিত চারু-চরণে শিঞ্জিত।। ১২৬।।
মণিময় ভূষণ, বিলোল বনমাল।
নিজ-তেজে নিবারিল গৃহ-অন্ধকার।। ১২৭।।
গণ্ড-বিলোলিত চারু-মকরকুণ্ডল।
অধর রঙ্গিম, চারু-শ্রীমুখ-মণ্ডল।। ১২৮।।
দশ দিক প্রকাশ, বিমল জলাশয়।
ত্রিজগৎ হরষিত হৈল অতিশয়।। ১২৯।।
ছয় ঋতু বিদ্যমান হৈলা এককালে।
পূরিল পৃথিবীতল আনন্দ-মঙ্গলে।। ১৩০।।
স্থাবর-জঙ্গম হৈল অন্তরে হরিষ।
আকাশমণ্ডলে হৈল কুসুম-বরিষ।। ১৩১।।
দুন্দুভি, কাহাল, শঙ্খ বাজিল তুমুলে।
প্রভুর মঙ্গলগীত গায় বিদ্যাধরে।। ১৩২।।
দেবগণে মুনিগণে করিল স্তবন।
গন্ধর্ব-কিন্নরে কৈল কৌতুকে নাচন।। ১৩৩।।
শ্রবণা-নক্ষত্রযুত দ্বাদশীর দিনে।
শুভযোগ-তিথি-বার, অভিজিৎ-ক্ষণে।। ১৩৪।।
ভাদ্র-মাস, শুক্লপক্ষে, দ্বাদশীর দিনে।
প্রকাশ দিলেন হরি অদিতির স্থানে।। ১৩৫।।
দেখিয়া অদিতি দেবী হৈলা আনন্দিতা।
পুত্র হঞা জনমিলা ত্রিভুবনপিতা।। ১৩৬।।

মুনিগণ ও দেবগণ কর্ত্তৃক শ্রীবামনদেবের স্তব
ও নানাবিধ দ্রব্য-প্রদান

কশ্যপ দেখিয়া পুত্রে কৈল দণ্ডনতি।
কর যোড় করি' স্তুতি করে প্রজাপতি।। ১৩৭।।

পিতা-মাতা-বিদ্যমানে প্রভু-যোগেশ্বরে।
নিজরূপ তেজিয়া বামনরূপ ধরে।। ১৩৮।।
অদ্ভুত বামন-মূর্ত্তি দেখি' মুনিগণ।
হরষিত হঞা কৈল বিবিধ স্তবন।। ১৩৯।।
কশ্যপ পুত্রের গলে যজ্ঞসূত্র দিল।
আপনে আসিয়া সূর্য্য গায়ত্রী পঢ়াইল।। ১৪০।।
বৃহস্পতি আনি' দিল কুশের মেখলা।
বসুন্ধরা বসিবারে দিলা মৃগছালা।। ১৪১।।
দণ্ড-কমণ্ডলু আনি' দিল শশধরে।
কৌপিন-বসন দিল আকাশমণ্ডলে।। ১৪২।।
অন্তরীক্ষ ছত্র দিল, মালা সরস্বতী।
আনিঞা ভিক্ষার পাত্র দিলা ধনপতি।। ১৪৩।।
নানা দ্রব্য আনি, দিল নানা মুনিগণে।
হেনকালে মনে যুক্তি চিন্তিল বামনে।। ১৪৪।।
অশ্বমেধ-যজ্ঞ করে বলি দৈত্যরাজ।
চলিয়া বামন গেলা দৈত্যের সমাজ।। ১৪৫।।

শ্রীবামনদেবের বলির যজ্ঞস্থলে বিজয়

'ভৃগুকচ্ছ'-নামে তীর্থ নর্ম্মদার তীরে।
গুরু-শুক্রে লঞা তথা বলি যজ্ঞ করে।। ১৪৬।।
তথা গিয়া উত্তরিলা অদ্ভুত-বামন।
নিজ-তেজে-জ্বলে যেন দীপ্ত হুতাশন।। ১৪৭।।
বামন দেখিয়া লোকে লাগে চমৎকার।
সভাসদে বলিরাজা উঠিল তৎকাল।। ১৪৮।।
কিবা চন্দ্র, সূর্য্য কিবা, দীপ্ত হুতাশন।
বামন দেখিয়া বিমোহিত সর্ব্বজন।। ১৪৯।।
কপট বামনবেশ, ছত্র ধরে মাথে।
মৃগছাল পরে, দণ্ড-কমণ্ডলু হাথে।। ১৫০।।
অদভুত দ্বিজবটু দেখি' উপসন্ন।
কুণ্ড হৈতে উঠিল যজ্ঞের হুতাশন।। ১৫১।।
যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ-সব উঠিল সত্বরে।
সভাসদে ত্বরিতে উঠিলা দৈত্যেশ্বরে।। ১৫২।।
মনোহর রূপ দেখি' দ্বিজ শিশুবেশ।
সভার হৃদয়ে হৈল আনন্দবিশেষ।। ১৫৩।।

বলির শ্রীবামনদেবকে অভ্যর্থনা ও স্তব

হরিষে আসিয়া বলি কৈলা সম্ভাষণে।
'আগত', 'স্বাগত' বলে বিনয়বচনে।। ১৫৪।।
পাদ্য, অর্ঘ্য দিয়া রাজা পূজিল সত্বরে।
হেম-সিংহাসনে প্রভু বসাইল আদরে।। ১৫৫।।
চরণকমল পাখালিল পূণ্যজলে।
সবংশে ধরিল জল মাথার উপরে।। ১৫৬।।
ভকতি করিয়া যাহা হর ধরে মাথে।
ব্রহ্মা-আদি দেবে যাহা বাঞ্ছে ধ্যানপথে।। ১৫৭।।
মহাভাগবত বলি—ধর্ম্ম-কলেবর।
হেন পুণ্যজল ধরে শিরের উপর।। ১৫৮।।
'নমো জয় জয়' বলি' কৈল পরণাম।
করযোড়ে পুছে রাজা হঞা সাবধান।। ১৫৯।।
"আজি সে সফল মোর জনম-জীবন।
আজি সে তৃপিত মোর হৈল পিতৃগণ।। ১৬০।।
আজি সে সফল মোর যজ্ঞ, পরিবার।
আজি সে জানিনু, হৈল বংশের উদ্ধার।। ১৬১।।
ধন্য যজ্ঞ, ধন্য দ্বিজ ধন্য ক্ষিতিতল।
যাহাতে পড়িল হেন চরণকমল।। ১৬২।।

শ্রীবামনদেবকে দানগ্রহণের জন্য বলির প্রার্থনা

আজ্ঞা কর দ্বিজরাজ, কি দিব তোমারে?
হস্তী' ঘোড়া, রথ যত মোর অধিকারে।। ১৬৩।।
ত্রিভুবন মাগ যদি, তাহা দিতে পারি।
তুমি যাহা চাহ, তাহা অন্যথা না করি।। ১৬৪।।
এ বোল বুঝিয়া আজ্ঞা কর দ্বিজবর।
সবংশে সফল মোরে করহ সত্বর।।" ১৬৫।।
বলির বচন শুনি' প্রভু-হৃষীকেশ।
হাসিয়া উত্তর দিলা, ছলে দ্বিজবেশ।। ১৬৬।।

বলিকে শ্রীবামনদেবের প্রশংসা

"ধন্য ধন্য বলি তুমি, ধন্য কুলে জন্ম।
ধর্ম্মযুক্ত, সত্যযুক্ত তোমার বচন।। ১৬৭।।

কুলবৃদ্ধ পিতামহ প্রহ্লাদ তোমার।
শুক্র-হেন মুনিরাজ পুরোহিত যা'র।। ১৬৮।।
এ-বংশেতে জন্ম নাহি কপট কৃপণ।
কেহ কভু নাহি বলে অসত্য-বচন।। ১৬৯।।
প্রতিজ্ঞা করিয়া কেহ না দিল ব্রাহ্মণে।
হেন জন নাহি হয়, এ-বংশে জনমে।। ১৭০।।
এই বংশে উপজিল হিরণ্যাক্ষ বীর।
তা'র যুদ্ধে ত্রিভুবনে কেহ নহে স্থির।। ১৭১।।
যখনে বরাহরূপে পৃথ্বী উদ্ধারিল।
অনেক যতনে তা'রে বরাহ মারিল।। ১৭২।।
শুনিঞা ভাইর বধ মহাদৈত্যেশ্বর।
হিরণ্যকশিপু ক্রোধে জ্বলিল অন্তর।। ১৭৩।।
বিষ্ণু মারিবারে দৈত্য চলে ত্বরাত্বরি।
চাহিতে চাহিতে বুলে শূল হাতে ধরি'।। ১৭৪।।
ত্রিভুবনে চাহি' দৈত্য বৈকুণ্ঠে উঠিল।
মহাদৈত্য দেখি বিষ্ণু সম্ভ্রমে চিন্তিল।। ১৭৫।।
লুকাঞা বেড়ায় বিষ্ণু বৈকুণ্ঠনগরে।
যথা যথা বিষ্ণু তথা ধায় ধরিবারে।। ১৭৬।।
পলাঞা রহিতে স্থান না দেখিল হরি।
তা'র হৃদে প্রবেশিল সূক্ষ্মরূপ ধরি'।। ১৭৭।।
নাসিকাবিবরে হরি কৈলা পরবেশ।
কোথাতে রহিলা বিষ্ণু না পায় উদ্দেশ।। ১৭৮।।
স্বর্গ-মর্ত্ত-পাতাল চাহিল ত্রিভুবন।
দশ দিগ্ চাহিল না পাইল দরশন।। ১৭৯।।
তবে দৈত্য বলে'—'আমি চাহিলুঁ বিচারি'।
যবে জীয়ে, তবে কেনে না দেখিলুঁ হরি ? ১৮০
হরষিত হঞা দৈত্য আইল নিজ ঘরে।
তাহাকে মারিল নরসিংহ অবতারে।। ১৮১।।

বিরোচনের প্রানদানে
দেবতা-তোষণ

আছিল তোমার বাপ 'বিরোচন' নামে।
তা'র ঠাঞি ভিক্ষা মাগিলেন সুরগণে।। ১৮২।।
দ্বিজবেশ ধরি' দেবে মাগিল জীবন।
আপনার প্রাণ দিয়া তুষিল ব্রাহ্মণ।। ১৮৩।।
হেন পুণ্যবংশে তুমি জনম লভিলে।
আপনার কুলধর্ম্ম আপনে রাখিলে।। ১৮৪।।

শ্রীবামনদেবের ত্রিপাদ ভূমি-যাঞা

মাগিব অলপ কিছু তোমা, বিদ্যমানে।
সভে তিনপাদ-ভূমি, দেহ তুমি দানে।। ১৮৫।।
তিনপাদ-ভূমি দেহ চরণে জুখিয়া।
তপ করিবারে চাহি তাহাতে বসিয়া।। ১৮৬।।
প্রয়োজন বুঝিয়া ব্রাহ্মণে লৈব দান।
অধিক না লয়, যদি হয় মতিমান্।। ১৮৭।।
তুমি-সব দিতে পার ত্রিভুবন পতি।
আমি-সভে মাগিয়ে ত্রিপাদ-বসুমতী।।" ১৮৮।।

বিস্মিত বলিরাজের উত্তর

এতেক শুনিয়া—বলি প্রভুর বচন।
করজোড়ে বলিরাজ করে নিবেদন।। ১৮৯।।
"শিশুবুদ্ধি দ্বিজ তুমি, সহজে ছাওয়াল।
মাগ যদি পারি আমি পৃথিবী দিবার।। ১৯০।।
তিনপদ-ভূমি মাগ—এ কোন্ চাতুরী ?
দাতা পাঞা মাগি, যাহা হৈতে দুঃখ তরি।।" ১৯১।।

অধিক ভূমি না লইবার কারণ

হাসিয়া বামন তবে দিলেন উত্তর।
"ভাল কথা কহ তুমি বলি—দৈত্যেশ্বর।। ১৯২।।
ভূমি তিনপদে যদি সন্তোষ না হ'ব।
তবে ত্রিভুবন দিলে কাম না পুরিব।। ১৯৩।।
পৃথু-গয়-আদি রাজা পূরবে আছিল।
সপ্তদ্বীপে যাঁ'র রাজ্য-অধিকার হৈল।। ১৯৪।।
তমু ত নৈল শান্তি রাজ্যপদ পাঞা।
হেন-সব রাজা গেল পৃথিবী ছাড়িয়া।। ১৯৫।।
সন্তোষ থাকিলে, চিত্ত অলপেই আঁটে।
অসন্তোষ-চিত্ত যা'র, ত্রিভুবনে না আঁটে।। ১৯৬।।
দ্বিজকুলে এই ধর্ম্ম—শান্তি, তুষ্টি, দয়া।
অধিক মাগিব কেনে দ্বিজসুত হঞা ? ১৯৭

প্রয়োজন-অধিক মাগিলে কোন্ কাজ?
এ বোল বুঝিয়া আজ্ঞা কর মহারাজ।।" ১৯৮।।

বলিরাজের ত্রিপাদ ভূমিদানে উদ্যোগ

হাসিয়া উত্তর দিলা বলি-দৈত্যেশ্বর।
"যে তোমার বাঞ্ছা, সেই লহ দ্বিজবর।।" ১৯৯।।
এ বোল বলিয়া জলপাত্র নিল করে।
'তিনপদ-ভূমি দিব'—বলে বামনেরে।।" ২০০।।

ইতি ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টমস্কন্ধে কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী-পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।। ৫।।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বলিকে ত্রিপাদ ভূমিদানে শুক্রচার্য্যের নিষেধ

বলির বচন শুনি', দৈত্যগুরু শুক্র-মুনি,
কহিল বলির বিদ্যমানে।
"কশ্যপের পুত্র হই', অদিতির গর্ব্ভে যাই',
আপনে জন্মিলা নারায়ণে।। ১।।
দেবকার্য্য সাধিবারে, ছলে দ্বিজরূপ ধরে,
যজ্ঞে আসি' হৈলা উপসন্ন।
কপটে সকল নিব, ইন্দ্রে অধিকার দিব,
এই বিষ্ণু—কপট-বামন।। ২।।
তুমি না জানিঞা মর্ম্ম, কৈলে অতি মন্দকর্ম্ম
দান দিতে কৈলে অঙ্গিকার।
এইক্ষণে ত্রিভুবন, তিনপদে নারায়ণ,
যুড়িয়া লইব অধিকার।। ৩।।
এক-পদে ক্ষিতিতল, আর পদে সুরপুর,
যুড়িয়া ধরিব মহাকায়।
এক-পদে নাহি স্থিতি, কি হয় তাহার গতি,
কেন তা'র না চিন্ত উপায়? ৪
দিতে অঙ্গীকার কৈলে, যদি দিতে না পারিলে,
তবে দেখি নরক তোমার।
তুমি মূর্খ, দৈত্যপতি, না বুঝ ধর্ম্মের গতি,
ব্যর্থ তুমি কৈলে অঙ্গীকার।। ৫।।
আছিল ঋচীক-মুনি, তাঁর মুখে হেন শুনি,
দোষ নাহি অসত্য-বচনে।
পরিহাসে, নারীকুলে, বিবাহে, সঙ্কটকালে,
মিথ্যা বলি ব্রাহ্মণ-কারণে।। ৬।।
আমার বচন ধর, অঙ্গীকার ব্যর্থ কর,
কিছু তুমি না দিহ ব্রাহ্মণে।"
গুরুর বচন শুনি', বলি-রাজা মনে গণি',
কহে কিছু বিনয়-বচনে।। ৭।।

বলির প্রতিশ্রুত দানে দৃঢ় সঙ্কল্প

"গুরু মোরে যত কহে, সে সব অসত্য নহে,
গৃহস্থকুলের ধর্ম্মবাণী।
জনমিঞা মহাবংশে, ভাণ্ডিব কপট-অংশে,
এহ বড় অপরাধ মানি।। ৮।।
হেন কহে বসুমতী, 'অসত্যে নরকে গতি',
মহাপাপ অসত্য-বচনে।
সকল বহিতে পারি, অসত্য বহিতে নারি',
এই বড় ভয় মোর মনে।। ৯।।
অসত্য ধরণী, ধন, বন্ধু পরিবারগণ,
অসত্য শরীর, সুত-দার।
শিবি-আদি নরপতি, আছিল নির্ম্মলমতি,
প্রাণ দিয়া কৈল উপকার।। ১০।।
সভে ভূমি তিন-পদ, মাগিল ব্রাহ্মণ-সুত,
তাহা আমি কৈলুঁ অঙ্গীকার।
অসত্য বচন বলি' ভাণ্ডিব কপট করি',
ধিক্ ধিক্ জীবন আমার।। ১১।।

মহারাজগণ ছিল, পৃথিবী তেজিয়া গেল,
তা'র যশ রহিল সংসারে।
যদি দ্বিজ মাগে আর, ত্রিভুবন-অধিকার,
তাহা দিতে মোর অঙ্গীকারে।। ১২।।
তুমি-সব মুনিগণ, করি' যজ্ঞ-আরাধন,
কর যাঁ'র উদ্দেশে ধেয়ানে।
যদি সেই নারায়ণ, মোর ভাগ্যে উপসন্ন,
তবে মোর সফল জীবনে।।" ১৩।।

শুক্রাচার্য্যের অভিশাপ; তৎসত্ত্বেও বলির সর্বস্ব-দান

বলির বচন শুনি', ক্রোধ করি' শুক্র-মুনি,
শাপ দিল বলি দৈত্যেশ্বরে।
"লঙ্ঘিলে আমার বাণী, আপনা' পণ্ডিত মানি',
শ্রীভ্রষ্ট হও অতঃপরে।।" ১৪।।
তমু বলি দৈত্যপতি, নহিল অসত্য মতি,
জল দিল ব্রাহ্মণ-চরণে।
'বিন্ধ্যাবলি' তা'র নারী, কনক-কলস ভরি',
জল আনি' দিল সেইক্ষণে।। ১৫।।
চরণ পাখালি' বলি, সেই জল শিরে ধরি',
অভিষেক কৈল বন্ধুগণে।
দেবগণে স্তুতি কৈল, পুষ্প-বরিষণ হৈল
দেববাদ্য বাজিল সঘনে।। ১৬।।
সিদ্ধ, বিদ্যাধর যত, গন্ধর্ব গাইল গীত,
নৃত্য করে দেবের নাচনী।
ধন্য বলী-রাজা হৈল, বিশ্বনাথে দান দিল,
ত্রিভুবনে 'জয় জয়' বাণী।। ১৭।।

শ্রীবামনদেবের শ্রীত্রিবিক্রমরূপ-ধারণ
পূর্বক দুইপদে বলির সর্বস্ব-গ্রহণ

তবে প্রভু-হৃষীকেশ, কপট বামনবেশ,
ত্রিভুবন যুড়িল শরীরে।
আকাশ, পৃথিবীতল, নদ-নদী, সসাগর,
সব হৈল দেহের ভিতরে।। ১৮।।
বিশ্বম্ভর-মূর্ত্তি ধরি', বিশ্ব নিজ দেহে করি',
বিশ্বনাথ রহিল আপনে।
বলি অদভুত দেখি' তরাসে মুদিল আঁখি,
চমকিত হৈল সুরগণে।। ১৯।।
এক-পদে সপ্তদ্বীপ, যুড়িল পৃথিবী-সব,
আর পদে গগনমণ্ডল।
তৃতীয় চরণখানি, কোথা থুইব চক্রপাণি,
ত্রিভুবনে নাহি তা'র স্থল।। ২০।।
চন্দ্র, সূর্য্য, পুরন্দর, ভব-আদি সুরবর,
সনকাদি-মহাযোগশ্বরে।
নন্দ-সুনন্দ-আদি, পারিষদগণ আসি',
স্তুতি করে শিরে ধরি' করে।। ২১।।
বেদ-বেদান্তাদি যত, তর্ক, ন্যায়, ইতিহাস,
যোগশাস্ত্র, পুরাণ-সংহিতা।
তা'রা মূর্ত্তিমান্ হই', প্রভুর নিকটে যাই',
গায় যশ প্রভুগুণগাথা।। ২২।।
কেহ করে স্তুতিবাদ, কেহ করে দণ্ডপাত,
কেহ পূজে নানা-উপহারে।
কেহ পুষ্প-বরিষণ, কেহ নৃত্য-পরায়ণ,
কেহ করে আনন্দ-মঙ্গলে।। ২৩।।
দ্বিসপ্ত-ভুবন ভেদি', শ্রীপদ উঠিল যদি,
সত্যলোকে হৈলা উপসন্ন।
ধূপ-দীপ উপহারে, বহুবিধ পরকারে,
ব্রহ্মা কৈলা চরণ-অর্চ্চন।। ২৪।।
নিজধর্ম্ম দূরে করি', ব্রহ্মা কমণ্ডলু ভরি',
পাখালিল প্রভুর চরণ।
'জয় জয়'-স্তুতি-বাণী, চৌদিগে মঙ্গলধ্বনি,
নৃত্য-গীত, বিবিধ বাজন।। ২৫।।
ভল্লুকের অধিপতি, পাতালে তাহার স্থিতি,
জাম্ববান্ উঠিলা তখনে।
অবতার কৈলা হরি, ভেরি-শব্দ পরচারি',
পৃথ্বী কৈলা তিন প্রদক্ষিণে।। ২৬।।
প্রভুর চরিত্র বুঝি', অসুর, দানবে সাজি',
অস্ত্র-শস্ত্র ধরে খরতর।
কৃষ্ণ-পারিষদগণে, অসুরে জিনিল রণে,
দৈত্যবল গেল রসাতল।। ২৭।।

শ্রীবামনদ্বারা বলির বন্ধন ও তৃতীয়পদের জন্য ভূমি-যাচ্ঞা

হেন-কালে বলি আনি', গরুড়ে বান্ধিল জানি',
দশ দিগে হৈল হাহাকার।
উচ্চস্বরে বলে হরি, "শুন শুন আরে বলি,
স্থান দিতে করহ প্রকার।। ২৮।।
তিন পদ দিলে তুমি, দুই পদ পাইল আমি,
আর পদ থুইব কোন্ স্থানে?
দিতে অঙ্গীকার কৈলে, যদি দিতে না পারিলে,
নরক দেখিয়ে বিদ্যমানে।। ২৯।।
ব্রাহ্মণেরে দিব বলি', পাছে করে ভাণ্ডাভাণ্ডি,
তা'র গতি নাহি কোন কালে।
ইহলোকে ধর্ম্মনাশ, সকল নরকে বাস,
তা'র কভু না হয় উদ্ধার।।" ৩০।।

শ্রীবামনদেবের তৃতীয় পদ-নিমিত্ত বলির নিজ-মস্তক সমর্পণ ও তাঁহার প্রদত্ত দণ্ডকে কৃপারূপে গ্রহণ

বলি বলে,—"প্রভু শুন, তুমি যদি জান হেন,
ব্যর্থ হৈল মোর অঙ্গীকার।
সত্য হউক মোর বাণী, তুমি ধীর-শিরোমণি,
শিরে দেহ চরণ তোমার।। ৩১।।
বিদগ্ধশেখর তুমি, বিচারে বুঝিলুঁ আমি,
প্রভুর বচন নহে আন।
মোর মাথে পদ ধর, অঙ্গীকার সত্য কর,
ভাল সত্যবাদী ভগবান্।। ৩২।।
নরকে বা হয় বাস, কিবা রাজ্য-পদ-নাশ,
বন্ধনেহ নাহি মোর ভয়।
ইহাতে অধিক আর, কর যদি পরকার,
তভু যেন সত্যভঙ্গ নয়।। ৩৩।।
তুমি প্রভু কল্পতরু, দৈত্যের পরমগুরু,
মদ-ভঙ্গ কৈলে কৃপা করি'।
ভববন্ধ-অন্ধকার, মোর যেন নহে আর,
এই দয়া করহ শ্রীহরি।। ৩৪।।
যোগেন্দ্র, মুনিন্দ্রগণ, যাঁ'র পদ সঞ্চিন্তন,
করিয়া সংসারে হয় পার।
হেন মহাযোগেশ্বরে, আপনে বান্ধিব' যা'রে,
তা'র ভাগ্য কি কহিব আর? ৩৫
আমার বাপের বাপ, প্রহ্লাদ তোমার দাস,
বৈরভাব বাপের দেখিয়া।
গৃহ-ধন, সুত-দার, তেজি' বন্ধু-পরিবার,
রহে দুই চরণ ভজিয়া।। ৩৬।।
তুমি প্রভু চক্রপাণি, বিদগ্ধশেখর-মণি,
মোর জন্ম, দেখি' সেই বংশে।
রাজ্যপদ দূর করি', মোর গর্ব পরিহরি',
তে-কারণে বান্ধ নাগ-পাশে।।" ৩৭।।

বলির প্রতি শ্রীবামনদেবের কৃপাদর্শনে শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজের শ্রীবামন-স্তুতি

হেনকালে দৈত্যেশ্বর, প্রহ্লাদ ভকতবর,
আসিয়া দেখিল নারায়ণে।
পারিষদগণ-যুত, দিব্যরূপ অদ্ভুত,
বাহ্য পাসরিল দরশনে।। ৩৮।।
প্রেমে পুলকিত অঙ্গ, গদগদ স্বর-ভঙ্গ,
নয়নে আনন্দজল বহে।
কৈল দণ্ড-পরণাম, নাহি বাহ্য-অবধান,
তবে কর যুড়ি' কিছু কহে।। ৩৯।।
"নমো নমো, জয় জয়, কৃপালু করুণাময়,
দীনবন্ধু, ভকতবৎসল।
অখিলভুবনপতি, সকল লোকের গতি,
নমো নমো জগৎ-ঈশ্বর।। ৪০।।
কোন্ তপ কৈল বলি, কৃপা কৈলে বনমালী,
হরিলে শ্রী-মদ-অহঙ্কার।
বান্ধিয়া বরুণ-পাশে, ভববন্ধ কৈলে নাশে,
ধন্যকুলে জনম আমার।।" ৪১।।

বিন্ধ্যাবলির শ্রীবামনদেব-চরণে বিনম্র নিবেদন

হেনকালে বিন্ধ্যাবলি, ভয়ে অতি সুব্যাকুলী,
কর যুড়ি' শিরের উপর।

লাজে হেটমাথা হই', প্রভুর নিকটে যাই,
বলে কিছু বিনয় উত্তর।। ৪২।।
"আপনার ক্রীড়াভাণ্ড, তুমি সৃজিলে ব্রহ্মাণ্ড,
অন্যে তাহা করে অধিকার।
নির্লজ্জ কুবুদ্ধিজনে, বিধি করে বিড়ম্বনে,
কোন্ দায়ে করে অহঙ্কার? ৪৩
স্বামী নহে স্বামী বোলে, ব্যর্থ অহঙ্কার করে,
ত্রিভুবনে আছে কা'র দায়?
ভাল তুমি মায়া কর, কপটে সেবক ভাঁড়,
ঠাকুরালি করিতে যুয়ায়।।" ৪৪।।

বলির বন্ধন মুক্তির জন্য শ্রীহরিচরণে
শ্রীব্রহ্মার প্রার্থনা

হেনকালে ব্রহ্মা আসি', মনে বড় ভয় বাসি',
বলে কিছু বিনয়-বচনে।
"সকল তোমারে দিল, তাঁ'র হেন গতি হৈল,
তেজ, দণ্ড কর কি কারণে? ৪৫
যাঁ'র পদযুগ ভজি', দূর্ব্বাপত্র দিয়া পূজি',
সেহ বিষ্ণুপদে গতি পায়।
ত্রিভুবন দান করি', তবু দণ্ড পায় বলি,
হেন কি প্রভুর মনে ভায়?" ৪৬

শ্রীহরির উত্তর—'আমি যাহাকে অনুগ্রহ করি,
তাহার সর্বস্বই হরণ করিয়া থাকি'

প্রভু বলে, ব্রহ্মা "শুন, তুমি তত্ত্ব নাহি জান,
আমি যা'রে অনুগ্রহ করি।
তা'র ধনমদ হরি, বান্ধব-বিচ্ছেদ করি,
সেই যায় ভববন্ধ তরি'।। ৪৭।।
ধনমদ হয় যা'র, তা'র বাঢ়ে অহঙ্কার,
দেব-দ্বিজ-গুরু নাহি মানে।
যে পুন আমার দাস, তা'র করি মদ-নাশ,
তা'রে দণ্ড করি তে-কারণে।। ৪৮।।
যা'রে অনুগ্রহ করি, তা'র ধন-পুত্র হরি,
সেইজন বান্ধব আমার।
ব্রহ্মার দুর্লভ পদ, কিবা দিয়ে ইন্দ্রপদ,
তবু ত সাধিতে নারি ধার।। ৪৯।।
বলি হয় মহামতি, অসুর-দানব-পতি,
এই সে জিনিল বিষ্ণুমায়া।
পাঞা এত অপমান, নাহি যা'র বস্তুজ্ঞান,
ত্রিভুবনে নাহি যা'র দয়া।। ৫০।।
ছলে ত্রিভুবন লৈল, তর্জ্জন-ভর্ৎসন কৈল,
বহুবিধ তাড়ন-বন্ধন।
বন্ধুগণে ছাড়ি' গেল, ছলে সর্ব্বনাশ হৈল,
তমু যা'র না টলিল মন।। ৫১।।

বলিকে সুতলে বাস পূর্ব্বক নিজচরণ ভজনের
জন্য শ্রীবামনদেবের আদেশ

এই মন্বন্তর-পরে, বলি হৈবে পুরন্দরে,
তাবৎ সুতলে দিব বাস।
আমার বচন ধরি', বিশ্বকর্ম্মা কৈলা পুরী,
সূর্য্য-কোটি জিনি' পরকাশ।। ৫২।।
জরা-মৃত্যু-ভয়-ব্যথা, শোক-মোহ নাহি যথা,
নাহি যথা বিবিধ-সন্তাপ।
দেবে যা'র বাঞ্ছা করে, ব্রহ্মাণ্ডের অগোচরে,
হেন পদ করিব প্রসাদ।। ৫৩।।
চল বলি সে-সুতলে, রহ গিয়া দিব্য-পুরে,
ভজ গিয়া চরণ আমার।
নিজ-পরিবার-সঙ্গে, সুখভোগ কর রঙ্গে,
ভববন্ধ নৈব আরবার।। ৫৪।।
নিজ-হস্তে চক্র ধরি', রাখিব তোমার পুরী,
আমি তোর থাকিব দুয়ারে।।"
তবে করযোড় করি', বিনয়-বচন বলি',
বলি কিছু নিবেদন করে।। ৫৫।।

বলির গণসহ সুতলে প্রবেশ

ভাবে পুলকিত-অঙ্গ, আনন্দ-তরঙ্গ-ভঙ্গ,
গদ-গদ-বচন রসাল।

প্রণত-কন্ধর করি', বলে বোল দুই চারি,
"ভাল প্রভু, কৈলে ঠাকুরাল।। ৫৬।।
মুঞি তত্ত্ব না জানিলুঁ, কিবা আরাধন কৈলুঁ,
দ্বিজবুদ্ধ্যে কৈল উপাসনা।
ব্রহ্মাদি-দুর্লভ পদ, শিরের উপরে ধর,
এত বড় কৃপার মহিমা।। ৫৭।।
অধম অসুর-জাতি, তমোগুণে উতপতি,
তাহে তুমি এত কৃপা কর।
একান্ত-ভকতি করি', সকল সংসার ছাড়ি',
ভজিলে বা কিনা দিতে পার?" ৫৮
এতেক বচন বলি', দণ্ড-পরণাম করি',
আজ্ঞা ধরি' শিরের উপরে।
সুতলে প্রবেশ কৈল, নিজগণ সঙ্গে নিল,
ইন্দ্রপদ পাইল পুরন্দরে।। ৫৯।।

শ্রীপ্রহ্লাদ কর্ত্তৃক ভগবৎ-মহিমা-কীর্ত্তন

প্রহ্লাদ আসিয়া তবে, প্রেমে গদগদভাবে,
বলে কিছু বিনয়-বচনে।
"ধন্য মোর কুল-শীল, ধন্য বলি জনমিল,
ধন্য বংশ হৈল যাহা-হনে।। ৬০।।
ব্রহ্মা যাহা নাহি লভে, যে পদ না পায় শিবে,
লক্ষ্মী যাহা করয়ে সন্ধানে।
জগত-বন্দিত জন, করে যাঁহার বন্দন,
বলি-শিরে সে-পদ ভূষণে।। ৬১।।
ব্রহ্মা ব্রহ্মপদ পাইল, শিবের শিবত্ব হৈল,
যাঁ'র পদকমল-ধেয়ানে।
কুযোনি, অসুর, খল, তা'থে কৃপা এত বড়,
তাঁ'র লীলা কে কহিব আনে? ৬২
সভার হৃদয়ে বৈস, সমভাবে পরকাশ,
তমু ধর বিষম স্বভাব।
ভকতে আপন কর, না ভজিলে পরিহর,
যেন সুরতরু-অনুভাব।।" ৬৩।।
এতেক বচন বলি', দণ্ড-পরণাম করি',
আজ্ঞা ধরি' শিরের উপরে।
সুতলে প্রবেশ কৈল, বলি আসি' সম্ভাষিল,
শুক্রে কিছু বলে গদাধরে।। ৬৪।।

শ্রীহরির নির্দ্দেশে শুক্রের বলি-যজ্ঞ-সমাপন

"শুন শুক্র, মুনিবর, আমার বচন ধর,
যজ্ঞচ্ছিদ্র কর সমাপনে।
সকল ব্রাহ্মণে মেলি', যজ্ঞ পরিপূর্ণ করি',
শিষ্য-কর্ম্ম কর সমাধানে।।" ৬৫।।
শুক্র বলে,—"প্রভু শুন, তুমি যা'থে উপসন্ন,
তা'র ছিদ্র নাহি কোনকালে।
মন্ত্র-তন্ত্র-দ্রব্যগত, দেশ-কাল-ছিদ্র যত,
সর্ব্ব-দোষ যাঁ'র নামে হরে।। ৬৬।।
তথাপি তোমার বাণী, পাছে ব্যর্থ হয় জানি,
আজ্ঞা শিরে করিব পালনে।"
এতেক বচন বলি', যজ্ঞ সমাপন করি',
পূর্ণা দিল যত মুনিগণে।। ৬৭।।

শ্রীবামনদেবের মহাভিষেক

ছলে দৈত্য সংহারিয়া, ইন্দ্রে অধিকার দিয়া,
ধরিল বামন-কলেবর।
ব্রহ্মা, ভব, পুরন্দর, সুর, সিদ্ধ, বিদ্যাধর,
ত্রিভুবনে আনন্দ-মঙ্গল।। ৬৮।।
দেব-মুনিগণে মেলি', মহা-অভিষেক করি',
তবে নাম উপেন্দ্র ধরিল।
সর্ব্ব দেবগণ মেলি', দিব্য দেবরথে তুলি',
প্রভু লঞা সুরপুরে গেল।। ৬৯।।
ইন্দ্র নিজ-অধিকারে, দেব নিজ-নিজ পুরে,
হরিষে রহিল নিজপুরে।
অপরূপ লীলা করি', ক্রীড়া কৈলা বনমালী,
কহিল বামন-অবতারে।। ৭০।।
পৃথ্বীখান ধূলা করি', যদি গণিবারে পারি,
তমু গুণ গণন না যায়।
যাঁ'র পদ-নখ-জলে, জগৎ পবিত্র করে,
তাঁ'র গুণ কেবা অন্ত পায়? ৭১

দিব্য-অবতার-লীলা, বামন-বিক্রম-খেলা, ভাগবত-আচার্য্যবাণী, কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী,
শুনিলে সকল পাপ হরে। যাঁ'র গুরু প্রভু গদাধরে।। ৭২।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টমস্কন্ধে কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী-ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।। ৬।।

সপ্তম অধ্যায়

শ্রীমৎস্যাবতার-বিবরণ
(পঠমঞ্জরী-রাগ)

তবে রাজা জিজ্ঞাসিলা শুক-সন্নিধানে।
"মৎস্য-অবতার হরি কৈলা কি কারণে? ১
আপনে ঈশ্বর হঞা মৎস্য-কলেবর।
ইহার মহিমা, গুরু, কহ কত বড়?" ২
রাজার বচন শুনি' মুনি-যোগেশ্বর।
মৎস্য-অবতার-কথা কহে মনোহর।। ৩।।
"দুষ্ট-বিনাশন, শিষ্ট করিব পালনে।
নানারূপ ধরে হরি, এই সে কারণে।। ৪।।
অনন্ত-শয়নে প্রভু প্রলয়-সাগরে।
নিদ্রা-ছল করি' হরি কৌতুকে বিহরে।। ৫।।
প্রভুমুখ হৈতে চারি বেদ নিঃসরিল।
'হয়গ্রীব'-নামে দৈত্য বেদ হরি' নিল।। ৬।।
তে-কারণে ধরে হরি মৎস্য-কলেবর।
মৎস্য-অবতার-কথা শুন নরেশ্বর।। ৭।।

শ্রীসত্যব্রত রাজার প্রতি শ্রীমৎস্যভগবানের আদেশ

'সত্যব্রত'-নামে এক আছিল নৃপতি।
জলপান করি' তপ করে মহামতি।। ৮।।
কৃতমালা-নদীজলে করিয়া মজ্জন।
পুণ্যজল দিয়া রাজা করয়ে তর্পণ।। ৯।।
একটী শফরী-মৎস্য অঞ্জলি-ভিতরে।
দেখিয়া অঞ্জলি রাজা তেজিল সত্বরে।। ১০।।
মিনতি করিয়া তবে কি বলে শফরী।
"ক্ষুদ্র মৎস্য-জাতি আমা' কেন পরিহরি? ১১
বড় বড় মাছে ধরি' খায়, তে-কারণে।
জ্ঞাতি-ভয়ে লৈল আমি তোমার শরণে।। ১২।।
তুমি মোরে না ছাড়িহ, শুনহ রাজনে।
শরণাগতের তুমি তেজ কি কারণে?" ১৩
এতেক বচন যদি বলিল শফরী।
কলসী-ভিতরে মৎস্য থুইল দয়া করি'।। ১৪।।
কৃপায় শফরী রাজা আনিল মন্দিরে।
ক্ষণকে কলস ভরি' পূরিল শরীরে।। ১৫।।
দুঃখ ভাবি' মৎস্য বলে,—"শুন নরেশ্বর।
রহিতে না পারি আমি ইহার ভিতর।। ১৬।।
বড় হেন বুঝিয়া আমারে দেহ ঠাঞি।
তাহার ভিতরে আমি সন্তোষে বেড়াই।।" ১৭।।
তবে মৎস্য থুইল লঞা কূপের ভিতরে।
তিলেকে সকল কূপ যুড়িল শরীরে।। ১৮।।
বিনতি করিয়া তবে বলয়ে শফরী।
"ইহার ভিতরে আমি রহিতে না পারি।। ১৯।।
বড় হেন বুঝিয়া আমারে দেহ স্থান।
অল্প করিয়া না করিহ অবজ্ঞান।।" ২০।।
তবে মৎস্য থুইল রাজা সরোবর-জলে।
যুড়িল সকল জল তিলেক-ভিতরে।। ২১।।
তবে মৎস্য বলে,—"রাজা অবধান কর।
অগাধ জলের মাঝে আমা' নিঞা ধর।।" ২২।।

এ বোল শুনিঞা মৎস্য অগাধ সলিলে।
অনেক যতনে লঞা থুইল নরেশ্বরে।। ২৩।।
যত যত জলাশয়ে থুইল বারে বারে।
তিলেকে সকল যুড়ি ধরে কলেবরে।। ২৪।।
তবে ক্রোধ করি' রাজা ফেলিল সাগরে।
বিনয় করিয়া মৎস্য বলে হেনকালে।। ২৫।।
"না পেল, না পেল রাজা, সাগরের জলে।
বড় বড় মৎস্য ধরি' খাইব আমারে।। ২৬।।
বড় জলচর-ভয়ে পশিল শরণ।
মহারাজ হঞা তুমি তেজ কি কারণ?" ২৭

সত্যব্রত রাজার মৎস্যাবতার-স্তুতি

এতকে বচন যদি বলিল শফরী।
চিত্তের ভিতরে রাজা অনুমান করি।। ২৮।।
"নাহি দেখি' নাহি শুনি অপরূপ মীন।
নাহি দেখি হেনরূপ জলচর প্রবীণ।। ২৯।।
এক দিনে বাঢ় তুমি শতেক যোজন।
অনুমানে বুঝিল—সাক্ষাৎ নারায়ণ।। ৩০।।
অনুগ্রহ করিতে এরূপ তুমি ধর।
মৎস্যরূপ ধরি' তুমি অবতার কর।। ৩১।।
নমো মহাপুরুষ, অনন্ত ভগবান্।
নানা-মূর্ত্তি ধরি' কর লোক-পরিত্রাণ।। ৩২।।
ভকতজনের তুমি বন্ধু হিতকারী।
তে-কারণে কৃপা কৈলে মৎস্য রূপ ধরি'।। ৩৩।।
নমো দেব জয় জয়, নমো নারায়ণ।
মৎস্যরূপ ধর তুমি, এ কোন্ কারণ?" ৩৪

মৎস্য-ভগবান্ কর্ত্তৃক-সপ্তর্ষিসহ প্রলয়ে
সত্যব্রত রাজার রক্ষণ

সত্যব্রত-বচন শুনিঞা হৃষীকেশ।
অবতার-কারণ কহিল মৎস্য-বেশ।। ৩৫।।
"সপ্তম দিবসে হৈব প্রলয়-সাগর।
মজিব তাহাতে ত্রিভুবন, চরাচর।। ৩৬।।
ভাসিয়া আসিবে নৌকা প্রলয়-সলিলে।
ঔষধি তুলিহ তুমি তাহার উপরে।। ৩৭।।
সপ্ত-ঋষিগণ লঞা আপনে উঠিহ।
তাহার উপরে চড়ি' কৌতুকে ভ্রমিহ।। ৩৮।।
তখনে আসিব আমি মহামৎস্য-বেশে।
কাঁটাতে বান্ধিহ নৌকা মহানাগ-পাশে।। ৩৯।।
পর্ব্বতের শৃঙ্গ যেন কণ্টক বিশাল।
তাহাতে বান্ধিয়া নৌকা করিহ বিহার।। ৪০।।
আমার মহিমা দিব্য গাইব মুনিগণে।
নৌকার উপরে বসি' শুনিহ শ্রবণে।।" ৪১।।
এতেক বলিয়া মৎস্য কৈলা অন্তর্দ্ধান।
বিস্ময় ভাবিয়া রহে রাজা মতিমান্।। ৪২।।
কৃতমালা-তীরে করি' কুশের আসন।
তাহাতে বসিয়া রাজা চিন্তে নারায়ণ।। ৪৩।।
হেনকালে শুনে মহাজল-উতরোল।
প্রলয়-সাগর-জল, তরঙ্গ-কল্লোল।। ৪৪।।
মহামেঘ-বরিষণ, ঘোর অন্ধকার।
বাঢ়িল সাগর-জল, পর্ব্বত আকার।। ৪৫।।
ভয় পাঞা রাজা কিছু চিন্তে মনে মনে।
হেনকালে দিব্য-নৌকা দিল দরশনে।। ৪৬।।
পৃথিবীর ওষধি, যতেক মুনিগণ।
নৌকাতে তুলিয়া রাজা কৈলা আরোহণ।। ৪৭।।
মুনিগণ বলে,—"রাজা না করিহ ভয়।
ভক্তিভাব করি' চিত্ত হরি দয়াময়।। ৪৮।।
সেই সে করিতে পারে সঙ্কট-মোচন।"
হেনকালে মৎস্যরূপ দিলা দরশন।। ৪৯।।
দশলক্ষ প্রহর শরীর-পরিসর।
পর্ব্বত-আকার শৃঙ্গ পৃষ্ঠের উপর।। ৫০।।
হেমধাম কলেবর, অতি মনোহর।
তরঙ্গ-কল্লোলে মৎস্য করে ঝলমল।। ৫১।।
আজ্ঞা পাঞা সত্যব্রত নাগপাশে ধরি'।
কণ্টকে বান্ধিল নৌকা দৃঢ়তর করি'।। ৫২।।
তবে সত্যব্রত রাজা করিয়া প্রণতি।
বিবিধ প্রণাম কৈল, বহুবিধ স্তুতি।। ৫৩।।

শ্রীসত্যব্রতকে শ্রীমৎস্যদেবের তত্ত্ব-জ্ঞানোপদেশ ও হয়গ্রীব-দৈত্য-বিনাশ পূর্ব্বক বেদোদ্ধার

এত স্তুতি কৈল যদি নৃপতি-প্রধান।
তুষ্ট হঞা বলে মৎস্যরূপী ভগবান্।। ৫৪।।
পুরাণ-সংহিতা, সাংখ্যযোগ, তত্ত্বকথা।
কহিল সকল ধর্ম্ম সর্ব্বলোক পিতা।। ৫৫।।
হেন অপরূপ ক্রীড়া কৈলা মৎস্যবেশে।
ঋষিগণে তত্ত্বজ্ঞান কৈলা উপদেশে।। ৫৬।।
এইরূপে গেল যদি প্রলয়-সময়।
বেদ উদ্ধারিতে ইচ্ছা কৈলা দয়াময়।। ৫৭।।
হয়গ্রীব-দৈত্যে মারি' বেদ উদ্ধারিল।
ব্রহ্মার বদনে প্রভু বেদ সমর্পিল।। ৫৮।।
সেই সত্যব্রত রাজা আছিল তখনে।
'বৈবস্বত' নামে মনু হঞাছে এখনে।। ৫৯।।

মৎস্যাবতার-কথা-শ্রবণ-ফল

মৎস্য-অবতার-কথা যেবা জন শুনে।
সর্ব্ব পাপ হরে, সুখ বাঢ়ে দিনে দিনে।। ৬০।।
আদি-অবতার-কথা ধন্য, পাপহর।
সর্ব্বসিদ্ধি হয় তা'র, সর্ব্বত্র মঙ্গল।।" ৬১।।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস-বাণী।
মৎস্য-অবতার-কথা প্রেমতরঙ্গিণী।। ৬২।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টমস্কন্ধে কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী-সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।। ৭।।
অষ্টমস্কন্ধঃ সমাপ্তঃ।। ৮।।

নবম স্কন্ধ

প্রথম অধ্যায়

শ্রীপরীক্ষিতের সূর্য্যবংশ-কথা-জিজ্ঞাসা
(নট-নারায়ণ-রাগ)

তবে রাজা পরীক্ষিৎ সুবুদ্ধিশেখর।
আর কথা জিজ্ঞাসিলা মুনির গোচর।। ১।।
"সত্যব্রত রাজা ছিল ভকত প্রধান।
মৎস্য-অবতারে প্রভু দিলা তত্ত্বজ্ঞান।। ২।।
বৈবস্বত-মন্বন্তরে সূর্য্যের তনয়।
বৈবস্বত-মনু তিঁহো হৈলা মহাশয়।। ৩।।
বৈবস্বত-বংশে যত হৈল উৎপত্তি।
হঞাছে, হৈবেক যত আর নরপতি।। ৪।।
সূর্য্যবংশে, যত রাজা হৈল উপাদান।
তা'-সভার কহ পুণ্যচরিত্র-ব্যাখ্যান।। ৫।।
এতক বচন যদি বলিলা নৃপতি।
কহিতে লাগিলা তবে শুক মহামতি।। ৬।।

সূর্য্যবংশের বিবরণ

"সূর্য্যবংশ-কথা, রাজা, শুন সাবধানে।
সংক্ষেপে কহিব কিছু তোমা' বিদ্যমানে।। ৭।।
বিস্তারিয়া কহি যদি শতেক বৎসর।
তমু ত কহিতে নারি মহিমা সকল।। ৮।।
সূর্য্যবংশ-চরিত্র কহিব সাবধানে।
পূরবে আছিলা সভে এক ভগবানে।। ৯।।
প্রলয়ে না ছিল কিছু এ-লোক রচনা।
চন্দ্র সূর্য্য চরাচর ব্রহ্মাদি কল্পনা।। ১০।।
জগৎ সৃজিতে প্রভু যখনে ইচ্ছিল।
তাঁ'র নাভিপদ্ম হৈতে ব্রহ্মা উপজিল।। ১১।।

ব্রহ্মার মানসপুত্র জন্মিল মরীচি।
মরীচির তনয় কশ্যপ প্রজাপতি।। ১২।।
অদিতির গর্ভে সূর্য্য কশ্যপ-তনয়।
সূর্য্যপুত্র শ্রাদ্ধদেব হৈলা মহাশয়।। ১৩।।

শ্রাদ্ধদেবের যজ্ঞফলে
'ইলা'-নাম্নী কন্যার জন্ম

'শ্রদ্ধা'-নামে তা'র পত্নী পরম-রূপশী।
দশ পুত্র হৈলা তা'থে মহাগুণরাশি।। ১৪।।
পূরবে না ছিল শ্রাদ্ধদেবের সন্তান।
পুত্রকামে বশিষ্ঠ সেবিল মতিমান্।। ১৫।।
দ্বিজগণ আনিএগ্র বশিষ্ঠ যজ্ঞ কৈল।
হোতার নিকটে তবে শ্রদ্ধাদেবী গেল।। ১৬।।
"একখানি কন্যা মোর হয় যেন-মতে।
হেন কর্ম্ম কর, হোতা, কহিল তোমাতে।।" ১৭।।
তবে হোতা কৈল যজ্ঞ কন্যার কারণে।
শ্রদ্ধার জন্মিল তবে কন্যা 'ইলা'-নামে।। ১৮।।
কন্যা দেখি শ্রাদ্ধদেব ভাবিয়া বিষাদ।
বশিষ্ঠের আগে কহে করি' যোড়-হাথ।। ১৯।।
"তুমি-সব মহাযোগেশ্বর মুনিরাজ।
বিপরীত হয় কেন মুনির সমাজ? ২০
পুত্রকামে যজ্ঞ কর, কন্যা-উপাদান।
এ সব উচিত নহে তোমা'-বিদ্যমান।।" ২১।।
রাজার বচন শুনি' বশিষ্ঠ কহিল।
"হোতার কপট-দোষে কন্যা জনমিল।। ২২।।

বশিষ্ঠ-কৃপায় ইলার পুরুষত্ব-প্রাপ্তি

তমু তুমি না চিন্তিহ, সূর্য্যের নন্দনে।
ঐ কন্যাখানি পুত্র করিব আপনে।।" ২৩।।
এ বোল বলিয়া কৈল কৃষ্ণ-আরাধন।
সাক্ষাৎ আসিয়া বর দিলা নারায়ণ।। ২৪।।
তবে ইলা-কন্যা হৈলা সুদ্যুম্ন-কুমার।
সুদ্যুম্ন সে রাজপুরে করয়ে বিহার।। ২৫।।

সুদ্যুম্নের মৃগয়ায় গমন ও গণসহ স্ত্রীত্ব-প্রাপ্তি

এক দিন বনে গেলা মৃগয়া করিতে।
দিব্য অশ্ব-আরোহণে অল্প সৈন্য-সাথে।। ২৬।।
দিব্য শরধনু হাথে, দিব্য-অস্ত্র ধরে।
চলিলা উত্তরদিগে মৃগ-অনুসারে।। ২৭।।
সুমেরু নিকটে আছে কার্ত্তিকের বন।
তা'র সন্নিধানে গেলা সুদ্যুম্ন-রাজন।। ২৮।।
প্রবেশ করিলা মাত্র কার্ত্তিকের বনে।
সেইক্ষণে নারীরূপ ধরিল সগণে।। ২৯।।
সভাই সভারে চাহি' চিন্দে মনে-মনে।
'কেন পরবেশ কৈলুঁ হেন দুষ্ট বনে?' ৩০
তবে রাজা জিজ্ঞাসিলা শুকদেব-স্থানে।
"পুরুষ তাহাতে নারী হয় কি কারণে?" ৩১

স্ত্রীত্ব প্রাপ্তির কারণ

মুনি বলে,—"শুন রাজা, কহিয়ে তোমারে।
পার্ব্বতী-সহিত ক্রীড়া করে মহেশ্বরে।। ৩২।।
দেবী দিগম্বরী রহে, শিব বিবসনে।
হেনকালে গেলা তথা মহাঋষিগণে।। ৩৩।।
তা'-সভা দেখিয়া লজ্জা পাইলা মহেশ্বরী।
বস্ত্র-পরিধান-লাজে উঠে ত্বরাত্বরি।। ৩৪।।
ঋষিগণ লাজ পাএগ্র কৈল হেঁট-মাথা।
সেইমতে গেলা নর-নারায়ণ যথা।। ৩৫।।
লাজ পাএগ্র মহাদেব চিন্তে মনে মনে।
"হেন কর্ম্ম করি, কেহ না আইসে এ বনে।। ৩৬।।
আজি হৈতে এই বনে কেহ যদি আইসে।
ছাড়িয়া পুরুষ-বেশ হৈব নারীবেশে।।" ৩৭।।
সেই দিন হৈতে কেহ না যায় তাহাতে।
সুদ্যুম্ন প্রবেশ গিয়া কৈল আচম্বিতে।। ৩৮।।
সগণে যুবতীবেশ সুদ্যুম্ন ধরিল।
চন্দ্রের তনয় বুধ হেন-কালে গেল।। ৩৯।।
রতিকেলি হৈল তাঁহা' দুহার মিলনে।
তাহাতে জন্মিল পুত্র 'পুরূরবা'-নামে।। ৪০।।

সুদ্যুম্ন চলিয়া তবে গেলা নিজপুরে।
কহিল সকল কথা বশিষ্ঠ-গোচরে।। ৪১।।
সুদ্যুম্ন দেখিয়া মুনি চিন্তি' মনে মনে।
আপনে চলিয়া গেলা শঙ্করের স্থানে।। ৪২।।
স্তুতি-ভক্তি করি' শিবে কৈলা আরাধন।
শঙ্কর আদরে কৈলা মুনি-সম্ভাষণ।। ৪৩।।

শ্রীশিবের কৃপায় সুদ্যুম্নের নারীত্ব ও পুরুষত্ব-লাভ

সুদ্যুম্নের তরে বর বশিষ্ঠ মাগিল।
হৃদয়ে চিন্তিয়া তবে শিব বর দিল।। ৪৪।।
"অসত্য নহিব কভু আমার বচন।
সুদ্যুম্নকে বর দিল তোমার কারণ।। ৪৫।।
এক মাস নারী হৈব, আর মাসে নর।
এইরূপ দিলুঁ আমি সুদ্যুম্নেরে বর।।" ৪৬।।
বশিষ্ঠ আসিয়া রাজা সুদ্যুম্নে কহিল।
তপ করিবারে মুনি তপোবনে গেল।। ৪৭।।
রাজা হঞা রাজ্য করে সুদ্যুম্ন-কুমার।
পৃথিবী শাসিয়া কৈল নিজ-অধিকার।। ৪৮।।
এক মাস থাকে রাজা নারীবেশ ধরি'।
আর মাসে পুরুষ-আকার মহাবলী।। ৪৯।।

সুদ্যুম্নের পুত্রত্রয়কে রাজ্যপ্রদান পূর্ব্বক তপোবনে গমন

এইরূপে কৈল রাজা পৃথিবী-পালনে।
রাজা দেখি' প্রজার সন্তোষ নাহি মনে।। ৫০।।
তিন পুত্র হৈল তাঁ'র মহাবলবান্।
কনিষ্ঠ বিমল, গয়, উৎকল প্রধান।। ৫১।।
দক্ষিণ দেশের রাজা হৈল তিনজনে।
তবে পুরূরবা-পুত্রে ডাক দিয়া আনে।। ৫২।।
পুত্রে রাজ্য দিয়া রাজা গেল তপোবনে।
পুরূরবা রাজ্যপদ করে সাবধানে।। ৫৩।।

বৈবস্বত মনুর তপস্যা ও পুত্র-লাভ

এইরূপে যদি বহি' গেল চিরকাল।
বৈবস্বত-মনু তপ কৈলা আরবার।। ৫৪।।
যমুনার তীরে রাজা রহি' নিরন্তর।
পুত্রকামে তপ কৈল শতেক বৎসর।। ৫৫।।
হরি আরাধিল রাজা যোগ-সমাধানে।
তবে তুষ্ট হঞা বর দিল নারায়ণে।। ৫৬।।
'ইক্ষ্বাকু' প্রথম নৃপ, 'শর্য্যাতি' কুমার।
দিষ্ট, ধৃষ্ট, করূষ, নরিষ্যন্ত আর।। ৫৭।।
পৃষধ্র, নভগ করি' দশ পুত্র হৈল।
তবে বৈবস্বত-মনু সন্তোষে রহিল।। ৫৮।।

পৃষধ্রের উপাখ্যান

দশ পুত্র-মাঝে নাম 'পৃষধ্র' যাহার।
বশিষ্ঠ স্থাপিলা তা'রে করিয়া গোয়াল।। ৫৯।।
গরু রাখে পৃষধ্র-কুমার রাত্রিদিনে।
বীরাসন-ব্রত করি' করে জাগরণে।। ৬০।।
এক দিন ঘোর নিশি, রাত্রি-অন্ধকারে।
এক ব্যাঘ্র প্রবেশিল গোষ্ঠের মাঝারে।। ৬১।।
চমকিয়া সব গরু উঠিল তরাসে।
এক গরু ব্যাঘ্রে তা'র ধরিল নির্য্যাসে।। ৬২।।
ক্রন্দন শুনিঞা বীর উঠিল সত্বর।
খড়গ ধরি' প্রবেশিল গোষ্ঠের ভিতর।। ৬৩।।
ব্যাঘ্র বলি' কোপ দিল করিয়া সন্ধান।
কাটা গেল বাছুর, ব্যাঘ্রের এক কাণ।। ৬৪।।
শবদ ছাড়িয়া ব্যাঘ্র পলাইল ডরে।
পথে পথে রকত পড়িল ধারে-ধারে।। ৬৫।।
কাটা গেল ব্যাঘ্র, বীর মনে হরষিত।
রজনী-প্রভাতে বৎস দেখিয়া দুঃখিত।। ৬৬।।
অপরাধ শুনিয়া বশিষ্ঠ দিল শাপ।
"শূদ্র হঞা থাকহ, অজ্ঞানে কৈলে পাপ।।" ৬৭।।
গুরুশাপ লৈল বীর যোড় করি' কর।
তপ করি' কৃষ্ণ আরাধিল নিরন্তর।। ৬৮।।
শান্ত, দান্ত, সর্ব্বভূত-হিতরত হই'।
যথা-লাভে তুষ্ট, বন্য ফল-মূল খাই'।। ৬৯।।
পবন রোধন করি' সর্ব্বসঙ্গ তেজি'।
একান্ত ভকতি করি' কৃষ্ণপদ ভজি'।। ৭০।।

কৃষ্ণে মন ধরি' প্রাণ কৈল উৎক্রমণ।
ব্রহ্মে প্রবেশিল, তা'র ছুটিল বন্ধন।। ৭১।।

কারূষ ও ধার্ষ্ট-বংশ-বিবরণ

তাহার কনিষ্ঠ যেই, কবি বন্ধু-সনে।
সুখ-ভোগ, রাজ্য তেজি' প্রবেশিল বনে।। ৭২।।
কৃষ্ণ আরাধিয়া শিশু পাইল কৃষ্ণগতি।
করূষের পুত্রগণ 'কারূষ'-খেয়াতি।। ৭৩।।
উত্তর-দেশের তা'রা পাইল অধিকার।
ব্রহ্মণ্য, বদান্য তা'রা ধর্ম্মপরচার।। ৭৪।।
দৃষ্টবংশে যত উপজিল 'ধার্ষ্ট'-নাম।
নৃগের সুমতি-পুত্র হৈল বলবান্।। ৭৫।।
সুমতির পুত্র, তা'র নাম 'ভূতজ্যোতি'।
তা'র পুত্র বসু, তা'র পুত্র 'প্রতীক' খেয়াতি।। ৭৬।।
তা'র পুত্র ওঘবান্ বিদিত সংসার।
'ওঘবতী'-নামে কন্যা জন্মিল তাহার।। ৭৭।।
'নরিষ্যন্ত'-নামে এক পুত্র জনমিল।
চিত্রসেন, তা'র পুত্র 'ঋক্ষ'-নামে হৈল।। ৭৮।।
মীঢ্বান্ তনয়, তা'র পুত্র 'পূর্ণ'-নামে।
ইন্দ্রসেন তা'র পুত্র বিদিত ভুবনে।। ৭৯।।
বীতিহোত্র তা'র পুত্র 'সত্যশ্রবা'-নাম।
উরুশ্রবা তার পুত্র মহাবলবান্।। ৮০।।
দেবদত্ত, তা'র পুত্র অগ্নিবেশ্য হৈল।
কানীন তাহার পুত্র ঋষি জনমিল।। ৮১।।
'জাতুকর্ণ'-নামে ঋষি বিদিত ভুবনে।
দ্বিজকুল উপজিল অগ্নিবেশ্যায়নে।। ৮২।।

দিষ্ট-বংশ-বিবরণ

দিষ্টবংশে কহি তবে, শুন নরপতি।
দিষ্টের নাভাগ পুত্র, কর্ম্মে বৈশ্যজাতি।। ৮৩।।
ভলন্দন তা'র পুত্র, তা'র বৎস্য প্রীতি।
তা'র পুত্র প্রাংশু, তা'র তনয় প্রমিতি।। ৮৪।।
খনিত্র তাহার পুত্র, চাক্ষুষ তনয়।
বিবিংশতি তা'র পুত্র, রম্ভ মহাশয়।। ৮৫।।
খনীনেত্র তা'র পুত্র, করন্ধম নরপতি।
'অবিক্ষিৎ'-নামে তা'র সুত মহামতি।। ৮৬।।
চক্রবর্ত্তী রাজা তা'র মরুত্ত কুমার।
সম্বর্ত্ত আসিয়া যজ্ঞ করাইল যা'র।। ৮৭।।
মরুত্তের যজ্ঞসম যজ্ঞ নাহি হয়।
যা'র যজ্ঞে সর্ব্ব-পাত্র হৈল হেমময়।। ৮৮।।
মরুত্তের সুত 'দম'-নামে মহীপাল।
'রাজবর্দ্ধন'-নামে তাহার কুমার।। ৮৯।।
তা'র পুত্র সুধৃতি, তাহার সুত নর।
নর-পুত্র 'কেবল' জন্মিল মহাবল।। ৯০।।
তা'র পুত্র ধুন্ধুমান্, বুধ সুতের সুত।
তা'র পুত্র তৃণবিন্দু মহাগুণযুত।। ৯১।।

তৃণবিন্দু-বংশ-বিবরণ

তৃণবিন্দু মহীপতি ভজিল অপ্সরা।
'অলম্বুষা'-নাম তা'র দিব্য বেশধরা।। ৯২।।
তা'র কন্যা জনমিলা 'ইলবিলা'-নাম।
আপনে বিশ্রবা যা'তে কৈল গর্ভাধান।। ৯৩।।
কুবের জন্মিল তাহে বিদিত-সংসার।
অলম্বুষা-পুত্র আর জন্মিল বিশাল।। ৯৪।।
বিশালে বৈশালী-পুরী কৈল নিরমাণ।
আর পুত্র 'শূন্যবন্ধু', 'ধূম্রকেতু'-নাম।। ৯৫।।
হেমচন্দ্র তার পুত্র, ধূম্রাক্ষ তনয়।
তা'র পুত্র জন্মিল 'সংযম' মহাশয়।। ৯৬।।
তা'র পুত্র সহদেব, কৃশাশ্ব তাহার।
তা'র পুত্র 'সোমদত্ত'-নামে মহীপাল।। ৯৭।।
তা'র পুত্র সুমতি, জনমেজয় তা'র।
তৃণবিন্দু-বংশ কিছু বর্ণিল বিস্তার।। ৯৮।।

শর্য্যাতি, সুকন্যা, চ্যবন মুনি ও
অশ্বিনীকুমারদ্বয়-কথা

শর্য্যাতি মনুর পুত্র আছিল নৃপতি।
সুকন্যা-কুমারী তা'র হৈল রূপবতী।। ৯৯।।

মৃগয়া করিতে রাজা গেলা এক দিনে।
সুকন্যা করিয়া সাথে ভ্রমে বনে-বনে।। ১০০।।
চ্যবন-আশ্রমে যদি রাজা উত্তরিল।
সখীগণ লঞা কন্যা ভ্রমিতে লাগিল।। ১০১।।
বল্মীক-টিকরে জ্যোতি দেখে দুইখানি।
কাঁটা দিয়া বিন্ধে তা'র মরম না জানি'।। ১০২।।
শোণিত স্রাবিল তাহে, বাঞা পড়ে ধারে।
মল-মূত্র নিরোধিল সৈন্যের উদরে।। ১০৩।।
বিস্ময়ে পড়িল রাজা, নাহি জানে মর্ম্ম।
'না বুঝিয়া কেবা কোন্ কৈল অপকর্ম্ম? ১০৪
কোন্ দোষ কৈলুঁ কিবা মুনির আশ্রমে?
হেন বুঝি প্রমাদ পড়িল তে-কারণে।।' ১০৫।।
সুকন্যা কহিল গিয়া বাপের গোচরে।
'দুই জ্যোতি কাঁটা দিয়া বিন্ধিল টিকরে।।' ১০৬।।
কন্যার বচন শুনি' রাজা পাইল ভয়।
মুনির নিকটে গেলা কম্পিত-হৃদয়।। ১০৭।।
মুনি প্রসাদিয়া রাজা কন্যা সমর্পিল।
সসৈন্যে চলিয়া তবে নিজ-পুরে গেল।। ১০৮।।
সুকন্যা মুনির সেবা করে সাবধানে।
বুঝিয়া মুনির চিত্ত পরম যতনে।। ১০৯।।
এক কালে অশ্বিনীকুমার দুইজন।
দৈবযোগে গেলা তাঁ'রা মুনির আশ্রম।। ১১০।।
পূজিয়া চ্যবন-মুনি আতিথ্য বিধানে।
যৌবন মাগিলা সেই দুই দেব-স্থানে।। ১১১।।
'যজ্ঞে ভাগ দিব, করাইব সোমপান।
দিব্যরূপ দিয়া কর কন্দর্পসমান।।' ১১২।।
তবে অংগীকার তাঁ'রা কৈলা দুইজনে।
আজ্ঞা দিলা,—'এই হ্রদে করহ মজ্জনে।।' ১১৩।।
তাঁ'-সভার বচন শুনিঞা মুনীশ্বর।
নখ-দন্ত-গলিত, কম্পিত-কলেবর।। ১১৪।।
জরা জরজর মুনি জলে প্রবেশিল।
অপরূপ দিব্য তিন পুরুষ উঠিল।। ১১৫।।
সমরূপ, সমবেশ, সমান-ভূষণ।
সূর্য্য-সম তেজ ধরি' উঠিল তিন জন।। ১১৬।।
তাহা দেখি' সুকন্যা চিন্তিল মনে মনে।
অশ্বিনীকুমার-স্থানে কৈল নিবেদনে।। ১১৭।।
'পতিব্রতা-ধর্ম্ম মোর করিবে রক্ষণ।
স্বরূপে কহিবে—মোর পতি কোন্ জন?' ১১৮
তবে তাঁ'রা পতি চিনাইল দুই জনে।
পতিব্রতা-ধর্ম্ম দেখি' তুষ্ট হৈলা মনে।। ১১৯।।
ঋষি সম্ভাষিয়া তাঁ'রা চলিলা বিমানে।
শর্য্যাতি-ভূপতি গেলা মুনির আশ্রমে।। ১২০।।
সুন্দর পুরুষ দেখি' কন্যার সহিতে।
মনে দুঃখ পাঞা রাজা লাগিলা চিন্তিতে।। ১২১।।
উঠিয়া বন্দিল কন্যা বাপের চরণে।
ভর্ৎসিয়া কি বলে রাজা ক্রোধ করি' মনে।। ১২২।।
"আরে রে অসতি! কর্ম্ম কৈলি বিপরীত।
মহামুনি পতি তোর লোক-নমস্কৃত।। ১২৩।।
বৃদ্ধ দেখি' নিজপতি তেজি' আপনার।
মোর কুলে কলঙ্ক করিতে কৈলি জার? ১২৪
মহাকুলে জনমিয়া আপনা খাইলি।
পিতৃকুল, পতিকুল দুই মজাইলি!!" ১২৫
হাসিতে লাগিলা কন্যা শুনিঞা উত্তর।
'তোমার জামাতা এই মুনি যোগেশ্বর।। ১২৬।।
তত্ত্ব না জানিঞা, পিতা, বল অকারণ।'
আদি হৈতে কহিল সকল বিবরণ।। ১২৭।।
শুনিঞা বিস্মিত রাজা, আনন্দে পূরিল।
নিজ-পুরে গিয়া তবে যজ্ঞ আরম্ভিল।। ১২৮।।
চ্যবন আনিঞা রাজা কৈল মহাযাগ।
অশ্বিনীকুমার যাহে পাইলা যজ্ঞভাগ।। ১২৯।।
সোমপান করাইল মুনি নিজ-তেজে।
এ বোল শুনিঞা ক্রোধ কৈল দেবরাজে।। ১৩০।।
কাটিবার তরে বজ্র তুলি' লৈল হাতে।
চ্যবনে স্তম্ভিয়া হাত রাখে সেইমতে।। ১৩১।।
তবে ইন্দ্র আজ্ঞা দিলা অশ্বিনীকুমারে।
সোমপান কৈল তাঁ'রা যজ্ঞের ভিতরে।। ১৩২।।
শর্য্যাতির তিন পুত্র হৈল উৎপতি।
আনর্ত মধ্যম তা'র, আছিল নৃপতি।। ১৩৩।।

তা'র পুত্র আছিল রেবত বলবান্।
সমুদ্রে নির্ম্মল পুরী 'কুশস্থলী'-নাম।। ১৩৪।।

রেবত রাজার বাহিনী

একশত পুত্র, তাঁ'র রেবতী কুমারী।
কন্যা লঞা গেল রাজা যথা ব্রহ্মপুরী।। ১৩৫।।
তখনে গন্ধর্ব্বগণ পিতামহ-সনে।
হেনকালে গেলা রাজা ব্রহ্মা বিদ্যমানে।। ১৩৬।।
ক্ষণেক বিলম্বে রাজা কৈল নিবেদন।
'আজ্ঞা কর একবর কন্যার কারণ।।' ১৩৭।।
রাজার বচন শুনি' বলে প্রজাপতি।
'পুত্র-পৌত্র নাহি তব কুলের সন্ততি।। ১৩৮।।
সাতাশ চৌযুগ বহি' গেল এতকাল।
চল তুমি, এবে বলরাম অবতার।। ১৩৯।।
পৃথিবীর ভার রাম করিব খণ্ডন।
অনন্ত-ধরণীর, সহস্র-বদন।। ১৪০।।
অবতার আপনে করিল ক্ষিতিতলে।
তবে কন্যা দিহ তুমি রামের গোচরে।।' ১৪১।।

শ্রীবলরামকে রেবতরাজার কন্যা রেবতীকে সম্প্রদান

ব্রহ্মার বচন শুনি' রেবত রাজন্।
কন্যাসহ গেল রাজা দ্বারকাভুবন।। ১৪২।।
বহুবিধ স্তুতি-ভক্তি বিবিধ বিধানে।
বলরামে কন্যা দিল আনন্দিত-মনে।। ১৪৩।।
বসুদেবে উগ্রসেনে করি' সম্ভাষণ।
চলিল রেবত-রাজা হরষিত-মন।। ১৪৪।।
বদরিকাশ্রমে নর-নারায়ণ-স্থানে।
তপ সাধি' গেল রাজা বৈকুণ্ঠ-ভুবনে।। ১৪৫।।

শ্রীঅম্বরীষ মহারাজের উপাখ্যান

নভগের পুত্র হৈল নাভাগ-নৃপতি।
তা'র পুত্র হৈল 'অম্বরীষ' মহামতি।। ১৪৬।।
মহাভাগবত রাজা, ধর্ম্ম-অবতার।
সপ্তদ্বীপে দণ্ডধর, এক-অধিকার।। ১৪৭।।
ব্রহ্মশাপ নষ্ট হৈল যাঁ'র বিদ্যমানে।
হেন অম্বরীষ-রাজা বিদিত ভুবনে।।" ১৪৮।।
তবে রাজা জিজ্ঞাসিল,—"কহ মুনিবর।
ব্রহ্মশাপে কিরূপে তরিল ক্ষিতীশ্বর? ১৪৯
এ বড় বিস্ময়, গুরু, কহ বিবরণ।"
তবে শুকদেব তা'র কহেন কারণ।। ১৫০।।
'অম্বরীষ মহাভাগ সপ্তদ্বীপ-পতি।
অতুল বৈভব, রাজ্য, অনন্ত-বিভূতি।। ১৫১।।
হেন রাজ্য পদে তাঁ'র নৈল বস্তুজ্ঞান।
সকল দেখিল যেন স্বপন-সমান।। ১৫২।।

শ্রীঅম্বরীষ মহারাজের বিষ্ণু-বৈষ্ণব-সেবা

কৃষ্ণ-বৈষ্ণবের সেবা কৈল নিরন্তর।
জগৎ দেখিল যেন লোষ্ট্র-পাথর।। ১৫৩।।
কৃষ্ণ-পদযুগে মন কৈল নিয়োজনে।
হরিগুণ বিনে আন না কহে বদনে।। ১৫৪।।
করযুগে করে গৃহ-মার্জ্জন-লেপনে।
হরিকথা বিনে আর না শুনে শ্রবণে।। ১৫৫।।
দুই চক্ষে দেখে সবে মুকুন্দ-মন্দিরে।
ভকত-শরীর সবে পরশে শরীরে।। ১৫৬।।
গোবিন্দ-চরণ-শ্রীতুলসী-আঘ্রাণ।
তাহা বিনে নাসিকার না সেবিল আন।। ১৫৭।।
মুকুন্দ-নৈবেদ্য-অন্নপান-উপহার।
তাহা বিনে রসনায় না সেবিল আর।। ১৫৮।।
পদযুগে কৈল হরিক্ষেত্র পর্য্যটন।
নিরবধি করে শিরে চরণ বন্দন।। ১৫৯।।
গন্ধ-মাল্য, রাজবেশ দাসভাবে পরে।
সুখভোগ-হেতু কিছু বিলাস না করে।। ১৬০।।
নিরবধি উত্তমশ্লোকের গুণে মতি।
কভু অন্য চিত্তে না চিন্তিল নরপতি।। ১৬১।।

শ্রীঅম্বরীষের একচ্ছত্র-রাজত্ব ও শ্রীহরি-আরাধনা

তমু তাঁ'র দণ্ডভঙ্গ নহিল সংসারে।
একচক্রে ক্ষিতিতল শাসিল সকলে।। ১৬২।।

বিপ্র-বৈষ্ণবের আজ্ঞা লঞা নিজ-মাথে।
তবে কর্ম্ম করে রাজা, হঞা সাবহিতে।। ১৬৩।।
রাজসূয়, অশ্বমেধ বহু যজ্ঞ করি'।
বিবিধ দক্ষিণা দিয়া ভজিলা শ্রীহরি।। ১৬৪।।
বশিষ্ঠ, গৌতম-আদি মুনিগণে আনি'।
নানা-যজ্ঞ করিয়া ভজিলা চক্রপাণি।। ১৬৫।।
বহুবিধ ধন-রত্ন, বিবিধ সম্ভার।
বহুবিধ অন্ন-পান, দিব্য উপহার।। ১৬৬।।
দিব্য বেশ, বসন, ভূষণ, অলঙ্কার।
যাঁ'র যজ্ঞে নর-নারী গন্ধর্ব-আকার।। ১৬৭।।
কেবা সুর, কেবা নর, কেহ না চিনিল।
যাঁ'র যজ্ঞে দেবগণ স্বর্গ পাসরিল।। ১৬৮।।
হরি-গুণ-চরিত্র-অমৃত পান করি'।
আনন্দে রহিল দেব স্বর্গ পরিহরি'।। ১৬৯।।
হেন মহাযজ্ঞ রাজা কৈলা শতে শতে।
কত মহাদান, পুণ্য কৈল কত মতে।। ১৭০।।
কত কোটি মহারথ কত কোটি ঘোড়া।
কোটি কোটি গজ, যেন পর্ব্বতের চূড়া।। ১৭১।।
পশু, বিত্ত, সুত, দার, অনন্ত ভাণ্ডার।
এ-সব দেখিল যেন বুদ্বুদ-আকার।। ১৭২।।

শ্রীঅম্বরীষের রক্ষক শ্রীসুদর্শনচক্র

হেন ভাগবত অম্বরীষ নরেশ্বর।
চক্র যাঁ'রে পাঠাঞা দিলেন গদাধর।। ১৭৩।।
নিরবধি বিষ্ণুচক্রে যাঁ'রে রক্ষা করে।
তাঁহার মহিমা কেবা কহিবারে পারে? ১৭৪

শ্রীঅম্বরীষের সস্ত্রীক একাদশীব্রত-পালন

তাঁ'র সম গুণ-শীলে আছিল মহিষী।
তা'র সহে ব্রত আরম্ভিলেন দ্বাদশী।। ১৭৫।।
এক বৎসরের ব্রত পূর্ণ যদি হৈল।
কার্ত্তিক-মাসের একাদশী-ব্রত আইল।। ১৭৬।।
ত্রিরাত্রি করিয়া রাজা দ্বাদশীর দিনে।
যমুনার জলে স্নান করিয়া বিধানে।। ১৭৭।।
মধুবনে কৈল রাজা কৃষ্ণ-আরাধনে।
মহারাজ-অভিষেক কৈল নারায়ণে।। ১৭৮।।
গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, বিবিধ সম্ভার।
বহুবিধ দিব্য বস্ত্র দিব্য অলঙ্কার।। ১৭৯।।
দিব্য পরিচ্ছদ করি' পূজিল শ্রীহরি।
ব্রাহ্মণ পূজিলা তবে কৃষ্ণে মন ধরি'।। ১৮০।।
রজতের খুর, শৃঙ্গ কনকে রচিত।
ষড়র্বুদ ধেনু নানা ভূষণে ভূষিত।। ১৮১।।
ভকত, ব্রাহ্মণগণ বিচার করিয়া।
তা'র ঘরে দিল রাজা আপনে পাঠাঞা।। ১৮২।।
দিব্য অন্ন দ্বিজগণে করা'য়ে ভোজনে।
পারণা করিতে আজ্ঞা মাগিল ব্রাহ্মণে।। ১৮৩।।

দুর্বাসা-অম্বরীষ-কথা

হেনকালে দুর্বাসা মুনির আগমন।
দেখিয়া সম্ভ্রমে রাজা উঠিলা তখন।। ১৮৪।।
পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়া রাজা পূজিল বিধানে।
চরণে ধরিয়া রাজা কৈলা নিবেদনে।। ১৮৫।।
'কৃপা যদি কর, গোসাঞি, করহ পারণ।'
রাজার বচন মুনি না কৈল লঙ্ঘন।। ১৮৬।।
স্বীকার করিয়া গেলা যমুনার জলে।
স্নান করি' মহামুনি নিত্যকর্ম্ম করে।। ১৮৭।।

শ্রীঅম্বরীষের জল বিন্দুদ্বারা একাদশী-পারণ

হেনকালে দ্বাদশীর ক্ষণ বহি' যায়।
ব্রাহ্মণের সহে রাজা বিচারিয়া চায়।। ১৮৮।।
'ব্রাহ্মণ লঙ্ঘিলে দোষ হয় অতিশয়।
দ্বাদশীর ক্ষণ গেলে ব্রতভঙ্গ হয়।। ১৮৯।।
কোন্ কর্ম্ম কৈলে আমি না পড়ি সঙ্কটে?
বিচার করিয়া, দেব, কহ তুমি ঝাটে।।' ১৯০।।
দ্বিজগণে বলে,—'তুমি কর জল পান।
ব্রতরক্ষা হয়, নহে বিপ্র-অবজ্ঞান।। ১৯১।।
ভক্ষণের মাঝে জলপান নাহি লেখি।
এই সনাতন-ধর্ম্ম, বেদ-বিপ্র সাক্ষী।।' ১৯২।।

এ বোল শুনিঞা রাজা করি' জলপানে।
মুনির বিলম্বে রাজা রহে সাবধানে।। ১৯৩।।
হেনকালে দুর্বাসা মুনির আগমন।
আগুবাড়ি' কৈল রাজা চরণ-বন্দন।। ১৯৪।।

শ্রীঅম্বরীষের প্রতি দুর্বাসার মহাক্রোধ

রাজার চরিত্র মুনি জানিল ধেয়ানে।
প্রকোপে জ্বলিল যেন দীপ্ত-হুতাশনে।। ১৯৫।।
একে ত দুর্বাসা মুনি, তাহে উপবাসী।
জগৎ দহিতে পারে, যাঁ'র ক্রোধরাশি।। ১৯৬।।
"অতিথি-বিধানে আমা' করি' নিমন্ত্রণ।
আমাকে না দিয়া আগে করিলি ভোজন? ১৯৭
ধন-রাজ্য-মদে তোর এত অহঙ্কার?
ভাল মন্দ না বুঝিস্, আরে দুরাচার? ১৯৮
বিষ্ণুভক্ত আপনাকে বোলাহ সংসারে।
গুরু-দ্বিজ না মানিস্—এই অহঙ্কারে? ১৯৯

শ্রীঅম্বরীষকে বিনাশ নিমিত্ত দুর্বাসার কৃত্যা-সৃষ্টি

আজি সে করিব তোর সবংশে সংহার।"
এ বোল বলিয়া জটা ছিণ্ডে আপনার।। ২০০।।
সেই জটা দিয়া মুনি কৃত্যা নিরমিল।
প্রলয়-আনলে যেন ধাঞা খাইতে আইল।। ২০১।।
তমু অম্বরীষ-রাজা না চিন্তিল মনে।
বিষ্ণুচক্রে মুনি-কৃত্যা পুড়িল তখনে।। ২০২।।

চক্রভয়ে দুর্বাসার পলায়ন

ত্রৈলোক্যদহন-চক্র দেখি' ভয়ঙ্কর।
পলাঞা দুর্বাসা মুনি চলিল সত্বর।। ২০৩।।
সুমেরু-পর্ব্বত-আদি যত গিরি-দরী।
দশ দিগ্, আকাশ, ভ্রমিল সুরপুরী।। ২০৪।।
সপ্ত-দ্বীপ, সপ্ত-সিন্ধু এ-সপ্ত পাতাল।
কোথাহ না দেখে মুনি আপন-নিস্তার।। ২০৫।।
যথা যথা যায়, চক্রে দেখে সেই স্থানে।
ব্রহ্মলোকে গেল তবে ব্রহ্মার শরণে।। ২০৬।।
ভয়ে কম্পমান মুনি কৈল নিবেদন।
'বিষ্ণুচক্র হৈতে কর আমারে রক্ষণ।।' ২০৭।।

ব্রহ্মা-কর্ত্তৃক বিষ্ণুতত্ত্ব-কথন

ব্রহ্মা বলে,—"শুন মুনি, কহি তত্ত্ব-কথা।
প্রভু যে করিব, তাহা না হয় অন্যথা।। ২০৮।।
ক্রীড়াকালে করে প্রভু জগৎ নির্ম্মাণ।
প্রলয়-সময়ে সব হরে ভগবান্।। ২০৯।।
কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড সৃজয়ে ভুরুভঙ্গে।
আপনে সংহার করে আপনার রঙ্গে।। ২১০।।
আমি, ভব, শশী, সূর্য্য, সুরেশ সত্বর।
যাঁ'র আজ্ঞা শিরে ধরি' বহি নিরন্তর।। ২১১।।
তাঁ'র কালচক্র এই সংহার-মূরতি।
ইহা নিবারিতে পারি কাহার শকতি?" ২১২
শিবলোক ধাঞা মুনি চলিল সত্বর।
শরণ পশিল গিয়া শঙ্করগোচর।। ২১৩।।

দুর্বাসাকে শিবের উপদেশ

শিব বলে,—"শুন মুনি, আমার বচন।
প্রভুর উপরে প্রভু আছে কোন্ জন? ২১৪
আমি—ভব মহেশ্বর, ব্রহ্মা—লোকপিতা।
জগতের গতি, পতি জগত-বিধাতা।। ২১৫।।
সনকাদি, নারদ, মুনীন্দ্র, যোগেশ্বর।
যাঁ'র মায়াপাশে বন্দী সব চরাচর।। ২১৬।।
বুঝিতে না পারি যাঁ'র মায়া বলবতী।
তাঁ'র নিজচক্রতেজ অতুল-শকতি।। ২১৭।।
সর্ব্বভাবে লহ গিয়া গোবিন্দ-শরণ।
হরি সে করিতে পারে চক্র-নিবারণ।।" ২১৮।।

দুর্বাসার শ্রীনারায়ণ-শরণ-গ্রহণ

শিবের বচন শুনি' দুর্বাসা চলিল।
বৈকুণ্ঠনগরে গিয়া ত্বরিতে উঠিল।। ২১৯।।
ভয়ে কম্পমান মুনি, দেখিয়া তরাস।
কমলার সনে যথা বৈসে শ্রীনিবাস।। ২২০।।

'হা নাথ, হা নাথ' বলি' পড়িল চরণে।
"পরিত্রাণ কর, প্রভু, পশিনু, শরণে।। ২২১।।
মোর অপরাধ, প্রভু, ক্ষেম একবার।
না জানিয়া মুঞি বড় কৈলুঁ দুরাচার।। ২২২।।
তোমার ভকত-স্থানে কৈল অপরাধ।
একবার ক্ষেম প্রভু, সর্ব্বলোকনাথ।। ২২৩।।
যাঁ'র নাম শুনিঞা নারকী-সব তরে।
শরণ পশিলুঁ তাঁ'র চরণকমলে।।" ২২৪।।

ভক্তাধীন-ভগবান

মুনির বচন শুনি' পুরুষ-পুরাণ।
আপনার তত্ত্ব-কথা কহে ভগবান্।। ২২৫।।
"ভকতের বন্ধু আমি, ভকত-অধীন।
ভকত-জনের সঙ্গে মোর নাহি ভিন।। ২২৬।।
হৃদয় হরিয়া মোর লৈল সাধুজনে।
আপনে ঈশ্বর নহি সাধুজন বিনে।। ২২৭।।
আপনাকে বড় মুঞি না বলি আপনে।
লক্ষ্মীদেবী বড় মোর নহে সাধু-হনে।। ২২৮।।
অষ্টৈশ্বর্য্য দেখ মোর বৈকুণ্ঠ-সম্পত্তি।
বৈষ্ণব হইতে বড় নহে অষ্টসিদ্ধি।। ২২৯।।
সুত-বিত্ত, গৃহ-দার, প্রাণ, বন্ধুগণ।
সকল তেজিল যেবা আমার কারণ।। ২৩০।।
ইহলোক, পরলোক, সর্ব্বসুখ তেজে।
শরণ পশিয়া মোর পদযুগ ভজে।। ২৩১।।
মনেহ না লয় মোর তেজিতে তাহারে।
হৃদয়ে বান্ধিয়া মোরে তিলেক না ছাড়ে।। ২৩২।।
ভকতি করিয়া মোরে রাখে বশ করি'।
স্বামী বশ করে যেন পতিব্রতা নারী।। ২৩৩।।
চতুর্বিধ মুক্তি মোর ভজনের ফল।
দিলেহ না লয় মুক্তি ভকতি-কুশল।। ২৩৪।।
আমার সেবায় পূর্ণ অন্তর-বাহিরে।
মুক্তিপদে বস্তুজ্ঞান নাহিক যাহারে।। ২৩৫।।
ভকত-হৃদয়ে আমি থাকি সর্ব্বক্ষণ।
সতত হৃদয়ে মোর থাকে সাধুজন।। ২৩৬।।
তাহা বিনে আমি কিছু না জানিয়ে আনে।
আমি বিনে তা'র চিত্ত অন্য নাহি জানে।। ২৩৭।।

শ্রীহরি-আদেশে দুর্বাসার অম্বরীষ-সমীপে গমন

এ বোল বুঝিয়া, মুনি, চল তুমি ঝাটে।
শীঘ্র চলি' যাহ তুমি রাজার নিকটে।। ২৩৮।।
অপরাধ ক্ষেমাহ বিনয়বাক্য বলি'।
বিনয়ে সকল কার্য্য সাধিবারে পারি।।" ২৩৯।।
শুনিঞা দুর্বাসা মুনি প্রভুর বচনে।
চক্রভয়ে গেলা মুনি ত্বরিত-গমনে।। ২৪০।।

শ্রীঅম্বরীষের নিকট দুর্বাসার ক্ষমা প্রার্থনা

অম্বরীষ-চরণ ধরিয়া দুই হাতে।
লোটাঞা দুর্বাসা মুনি পড়িলা ভূমিতে।। ২৪১।।
লাজে, ভয়ে ব্যাকুলিত রাজা অম্বরীষ।
দেখিয়া মুনির দুঃখ হৈলা বিমরিষ।। ২৪২।।

দুর্বাসার মুক্তি-নিমিত্ত অম্বরীষের শ্রীসুদর্শন-স্তব
ও দুর্বাসার পরিত্রাণ

তবে অম্বরীষ-রাজা কোন কর্ম্ম করে।
নানা স্তুতি করি' চক্র সাধিল বিস্তরে।। ২৪৩।।
"তুমি সব সত্য, ধর্ম্ম, তুমি যজ্ঞময়।
তুমি কাল, তুমি যম, তুমি লোকভয়।। ২৪৪।।
কোটি কোটি কর তুমি ব্রহ্মাণ্ড প্রলয়।
তোমার প্রতাপ তেজ কা'র প্রাণে সয়? ২৪৫
মোর যত পুণ্য তপ, আছে যজ্ঞদানে।
সকল তেজিলুঁ মুঞি ব্রাহ্মণ-কারণে।। ২৪৬।।
এই পুণ্যে ব্রাহ্মণের হউক প্রতিকার।
ব্রাহ্মণের অপরাধ ক্ষেম একবার।। ২৪৭।।
কৃপা যদি থাকে মোরে, বিপ্র রক্ষা কর।
ক্ষেমিয়া সকল দোষ ব্রাহ্মণে উদ্ধার।।" ২৪৮।।
শুনিঞা সে-সুদর্শন অম্বরীষ-স্তুতি।
শান্ত হৈল বিষ্ণুচক্র অতুল-শকতি।। ২৪৯।।

শঙ্কটে তরিয়া মুনি সুস্থ হৈলা মনে।
আশীর্ব্বাদ করি' মুনি কি বলে বচনে? ২৫০

দুর্বাসার বৈষ্ণবরাজ অম্বরীষ-স্তুতি

"আমি সে দেখিলুঁ হরিভক্তের মহিমা।
ব্রহ্মা-আদি দেবে যাঁ'র দিতে নারে সীমা।। ২৫১।।
অপরাধ দেখি' ক্ষমা করে সাধুজনে।
ভকত-মহিমা ত্রিভুবনে নাহি জানে।। ২৫২।।
যাঁ'র নাম শ্রবণে পাতকি-সব তরে।
তাঁহার ভকত-তত্ত্ব কে জানিতে পারে? ২৫৩
অনুগ্রহ কৈলে, রাজা, তুমি দয়াময়।
ক্ষেমিয়া সকল দোষ খণ্ডাইলে সংশয়।।" ২৫৪।।
তবে রাজা দুর্বাসার ধরিয়া চরণ।
প্রসন্ন করিয়া তাঁ'রে করায় ভোজন।। ২৫৫।।
পারণা করিয়া বিপ্র শিরে দিয়া হাত।
সন্তোষিত হৈয়া তবে কৈলা আশীর্ব্বাদ।। ২৫৬।।
"তোমার প্রসাদে কৃষ্ণ দেখিল সাক্ষাতে।
ভকতজনের তত্ত্ব জানিলুঁ বিদিতে।। ২৫৭।।
তোমার আলাপ-দরশন-পরশনে।
খণ্ডিল সকল দোষ, মোর অভিমানে।।" ২৫৮।।
এতেক বচন বলি' দুর্বাসা চলিল।
এইরূপে গেল কাল, বৎসর পূরিল।। ২৫৯।।

শ্রীঅম্বরীষের একবৎসর কাল শুধু জলপান

বৎসরেক ছিলা রাজা করি' জলপান।
পারণা করিতে তবে করে অবধান।। ২৬০।।
দিব্য অন্ন-পান দিয়া ভুঞ্জা'ল ব্রাহ্মণে।
দ্বিজ-অবশেষ দিয়া করয়ে পারণে।। ২৬১।।

শ্রীঅম্বরীষের ভজনপদ্ধতি ও তৎসিদ্ধি

এইরূপে নানা গুণ ধরে মতিমান্।
অম্বরীষ-রাজা ছিল ভকতপ্রধান।। ২৬২।।
শ্রবণ, কীর্ত্তন, সেবা, স্তবন, বন্দন।
দান, যজ্ঞ করিয়া ভজিল নারায়ণ।। ২৬৩।।
তিন পুত্র হৈল তাঁ'র মহাবলবান্।
বিভজিয়া দিল রাজ্য করিয়া সমান।। ২৬৪।।
বনে গেলা অম্বরীষ সকল তেজিয়া।
বিষ্ণুপদে গেলা রাজা কৃষ্ণ আরাধিয়া।। ২৬৫।।

শ্রীঅম্বরীষ-চরিত-শ্রবণফল

ধন্য, পুণ্য, পাপহর অম্বরীষ-কথা।
কৃষ্ণগুণ-সংকীর্ত্তন, ভক্ত-গুণ-গাথা।। ২৬৬।।
যেবা কহে, যেবা শুনে, এ-পুণ্য-চরিত্র।
পুণ্যকর, পাপহর, পরম-পবিত্র।। ২৬৭।।
সর্ব্ব পাপ হরে তা'র, বিষ্ণুলোকে গতি।"
ভাগবত-আচার্য্যের মধুর-ভারতী।। ২৬৮।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে নবমস্কন্ধে কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী-প্রথমোঽধ্যায়ঃ।। ১।।

দ্বিতীয় অধ্যায়

শ্রীঅম্বরীষের বংশ-বিবরণ

(কামোদা-রাগ)

"অম্বরীষ-ঘরে তিন পুত্র জনমিল।
'বিরূপ' প্রধান পুত্র তাহাতে আছিল।। ১।।
বিরূপের পুত্র হৈল 'পৃষদশ্ব' নাম।
তা'র পুত্র 'রথীতর' মহাবলবান্।। ২।।
রথীতর রাজার অপত্য না জন্মিল।
অঙ্গিরা-মুনিরে তবে নিবেদন কৈল।। ৩।।
আপনে অঙ্গিরা-মুনি কৈল গর্ভাধান।
জনমিল তা'র পুত্র দ্বিজের প্রধান।। ৪।।
রথীতর-বংশ তবে হৈল দ্বিজজাতি।
ইক্ষ্বাকু-বংশের কথা শুন নরপতি।। ৫।।

ইক্ষ্বাকু-কথা

ইক্ষ্বাকুর পুত্র একশত বলবান্।
তাহাতে বিকুক্ষি, নিমি, দণ্ডক প্রধান।। ৬।।
ইক্ষ্বাকু করিল শ্রাদ্ধ পাঞা শুভকাল।
ডাকিয়া আনিল তবে বিকুক্ষি-কুমার।। ৭।।
'মাংস আনি' দেহ তুমি, বিলম্ব না কর।
আমার বচনে তুমি শীঘ্র করি' চল।।' ৮।।
চলিল বিকুক্ষি তবে তুরিত-গমনে।
মারিয়া অনেক মৃগ আনিল যতনে।। ৯।।

শশ-ভক্ষণ-হেতু বিকুক্ষির 'শশাদ'-নাম

বনে গিয়া বিকুক্ষি ক্ষুধায় দুঃখ পাইল।
একগুটি শশ তা'র আপনে ভক্ষিল।। ১০।।
সকল আনিয়া দিল বাপ-বিদ্যমানে।
বশিষ্ঠ তাহার তত্ত্ব জানিল ধেয়ানে।। ১১।।
'কেমনে করিব যজ্ঞ দুষ্ট মাংস দিয়া?
অবশেষ-মাংস দিল বালকে আনিঞা।।' ১২।।
এ বোল শুনিঞা রাজা বড় ক্রোধ কৈল।
দেশ হৈতে বিকুক্ষিরে দূর করি' দিল।। ১৩।।
বাপে যদি তেজিল, বিকুক্ষি পাইল লাজ।
পুণ্যবলে গেলা তবে ভকত-সমাজ।। ১৪।।
ভক্তি-উপদেশ পাইল বৈষ্ণবের স্থানে।
পুণ্য-তীর্থে বিকুক্ষি রহিলা সেই মনে।। ১৫।।
শশক খাইয়া নাম 'শশাদ' ধরিল।
জগতে 'শশাদ'-নাম পরচার হৈল।। ১৬।।

ইক্ষ্বাকুর বৈকুণ্ঠ-প্রাপ্তি ও শশাদের রাজত্ব-লাভ

ইক্ষ্বাকু করিল রাজ্য চিরকাল ধরি'।
অন্তকালে তনু তেজি' গেল বিষ্ণুপুরী।। ১৭।।
শশাদ আসিয়া রাজা হৈল ক্ষিতিতলে।
সপ্তদ্বীপে-পৃথিবী শাসিল বাহুবলে।। ১৮।।
'পুরঞ্জয়'-নামে পুত্র জনমিল তা'র।
'ককুৎস্থ' তাহার নাম বিদিত সংসার।। ১৯।।
দেবে আর দানবে বাজিল মহারণ।
সহায় করিয়া তা'রে নিল দেবগণ।। ২০।।
কৃষ্ণের বচনে তা'রে করিয়া সহায়।
সুরগণে যুদ্ধ করে করিয়া উপায়।। ২১।।

পুরঞ্জয়ের 'ককুৎস্থ' ও 'ইন্দ্রবাহ' নামের বারণ

যুদ্ধকালে পুরঞ্জয় কি বোলে বচন।
আমার বচন তুমি শুন দেবগণ।। ২২।।
আমার বাহন যদি হয় শচীপতি।
তবে সে যুঝিতে পারি দৈত্যের সংহতি।। ২৩।।
ইন্দ্র বলে,—'হৈব আমি তোমার বাহন।
চড়িয়া আমার স্কন্ধে তুমি কর রণ।।' ২৪।।
তবে ইন্দ্র কান্ধে চড়ি' চলে পুরঞ্জয়।
বিষ্ণুতেজে তা'র বল হৈল অতিশয়।। ২৫।।
বেঢ়িল দৈত্যের পুরী লঞা সুরগণে।
বিন্ধিল সকল দৈত্য, চোখ-চোখ বাণে।। ২৬।।
ভল্ল-ভিন্দিপালে দৈত্যে কৈল খান-খান।
কথো দৈত্য পলাইল লইঞা পরাণ।। ২৭।।
জিনিঞা দৈত্যের পুরী দিল পুরন্দরে।
এই সে কারণে 'ইন্দ্রবাহ'-নাম ধরে।। ২৮।।
ইন্দ্র-কান্ধে চড়িয়া সে করিল সংগ্রাম।
তে-কারণে 'ককুৎস্থ' বোলয়ে আর নাম।। ২৯।।

পুরঞ্জয়-বংশ-বিবরণ

তিন নামে পুরঞ্জয় বিদিত সংসার।
জন্মিল 'অনেনা'-নামে তাহার কুমার।। ৩০।।
অনেনার পুত্র হৈল পৃথু' মহাবল।
'বিশ্বগন্ধি' তা'র পুত্র পুণ্যকলেবর।। ৩১।।
'চন্দ্র'-নামে তা'র পুত্র মহাধনুর্দ্ধর।
'যুবনাশ্ব' তা'র পুত্র নৃপতিশেখর।। ৩২।।
'শ্রাবস্ত' তাহার পুত্র মহাবলবান্।
সেই সে শ্রাবস্তী-পুরী করিলা নির্ম্মাণ।। ৩৩।।
তা'র পুত্র 'বৃহদশ্ব' বিদিত সংসার।
'কুবলয়াশ্ব' পুত্র জনমিল তা'র।। ৩৪।।
উতংক-মুনির প্রীতি করিবার তরে।
'ধুন্ধু'-নামে অসুরে মারিল বাহুবলে।। ৩৫।।
একুশ সহস্র পুত্র করিয়া সংহতি।
ধুন্ধু-সনে মহাযুদ্ধ কৈল নরপতি।। ৩৬।।
তা'র মুখ-আনলে পুড়িল পুত্রগণ।
অবশেষমাত্র সে রহিল তিন জন।। ৩৭।।
'দৃঢ়াশ্ব', 'কপিলাশ্ব', 'ভদ্রাশ্ব'-নাম যা'র।
তিন পুত্র তা'র রণে পাইল প্রতীকার।। ৩৮।।
দৃঢ়াশ্বের তনয় 'হর্যশ্ব' তা'র নাম।
তা'র পুত্র 'নিকুম্ভ' আছিল বলবান্।। ৩৯।।
'বহুলাশ্ব'-নামে তা'র জন্মিল কুমার।
'কৃশাশ্ব' তাহার পুত্র বিদিত সংসার।। ৪০।।
তা'র পুত্র সেনজিৎ হইল উৎপতি।
'যুবনাশ্ব' তা'র পুত্র মহানরপতি।। ৪১।।

যুবনাশ্বের উদরে মান্ধাতার জন্ম-কথা

যুবনাশ্ব-নৃপতির না ছিল সন্ততি।
এক শত ভার্য্যা তা'র মহা গুণবতী।। ৪২।।
ঋষিগণ আসি' যজ্ঞ কৈলা পুত্রকামে।
নিশাকালে রাজা গেলা সেই যজ্ঞ-স্থানে।। ৪৩।।
মন্ত্রজলে পূর্ণ ঘট দেখি' বিদ্যমান।
তৃষ্ণাতে আকুল রাজা কৈল জল-পান।। ৪৪।।
নিদ্রা হৈতে মুনিগণ উঠিল সত্বরে।
কলসে না দেখি' জল পুছিল রাজারে।। ৪৫।।
রাজা বলে,—'মুনিগণ কর অবধান।
না জানিঞা আমি সে করিলুঁ জল-পান।।' ৪৬।।
ঋষিগণ শুনিঞা চিন্তিল মনে-মনে।
'দৈবনিবন্ধন কেবা করিব খণ্ডনে? ৪৭
ঈশ্বরনির্ম্মিত কেবা করিব খণ্ডন?'
অদৃষ্ট মানিঞা বনে গেলা মুনিগণ।। ৪৮।।
উদর ভেদিয়া তা'র গর্ভ নিঃসরিল।
দেবে বর দিল, রাজা প্রাণে না মরিল।। ৪৯।।

'মান্ধাতা'-নামের কারণ

ভূমিতে পড়িয়া শিশু কান্দিতে লাগিল।
অমৃত-অংগুলি দিয়া ইন্দ্র জীয়াইল।। ৫০।।
ধরিল 'মান্ধাতা'-নাম দেব পুরন্দরে।
পুত্র লঞা যুবনাশ্ব রাজ্যভোগ করে।। ৫১।।
তপ-যজ্ঞ করি' রাজা ভজিল শ্রীহরি।
তনু তেজি' যুবনাশ্ব গেল বিষ্ণুপুরী।। ৫২।।

শ্রীমান্ধাতার কীর্ত্তি

তবে রাজ্যপদ পাইলা মান্ধাতা কুমার।
সপ্তদ্বীপ ক্ষিতিতল যাঁ'র অধিকার।। ৫৩।।
যাঁ'র নামে দস্যুগণ হয় তরাসিত।
'ত্রসদ্দস্যু' আর নাম ভুবনে বিদিত।। ৫৪।।
মান্ধাতার সম আর নাহি হয় রাজা।
স্বর্গে থাকি' দেবগণ করে যাঁ'র পূজা।। ৫৫।।
যাবৎ প্রকাশ করে শশী, দিবাকর।
যতেক প্রমাণ আছে ধরণীমণ্ডল।। ৫৬।।
তা'র নিজ-অধিকার তাবৎ-প্রমাণ।
একচক্রে পৃথিবী শাসিল বলবান্।। ৫৭।।
চক্রবর্ত্তী মহারাজা এক-দণ্ডধর।
'ত্রসদ্দস্যু'-নাম, দস্যু জিনিঞা সকল।। ৫৮।।
শত শত যজ্ঞ কৈল, কোটি কোটি দান।
নানাকর্ম্ম করিয়া ভজিল ভগবান্।। ৫৯।।

সর্ব্ব-ধর্ম্মে সন্তোষিল সর্ব্বদেবময়।
ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব-পূজা কৈল অতিশয়।। ৬০।।
কাল, দেশ, দ্রব্য, মন্ত্র, বিবিধ-সম্ভার।
এ সব মান্ধাতা হৈতে হৈল পরচার।।" ৬১।।
ভাগবত-আচার্য্যের প্রেমতরঙ্গিণী।
মান্ধাতার কথা এই মধুরস-বাণী।। ৬২।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে নবমস্কন্ধে কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী-দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।। ২।।

তৃতীয় অধ্যায়

শ্রীমান্ধাতার তিন পুত্র ও পঞ্চাশটী কন্যা

(কামোদা-রাগ)

"মান্ধাতার তিন পুত্র হৈল বলবান্।
'পুরুকুৎস', 'অম্বরীষ', 'মুচুকুন্দ'-নাম।। ১।।
পঞ্চাশ দুহিতা তাঁ'র উপজিল আর।
তা'র কথা কহি, রাজা, তোমার গোচর।। ২।।

সৌভরি-মুনির সংসার-বাসনার কারণ

আছিল 'সৌভরি'-মুনি জলের ভিতরে।
যমুনার হ্রদে তপ করে নিরন্তরে।। ৩।।
মীনরাজ ক্রীড়া করে জলের ভিতরে।
পুত্র-পরিবার লঞা আনন্দে বিহরে।। ৪।।
তাহা দেখি' ইচ্ছা হৈল সৌভরির মনে।
"মৎস্যরাজ সুখে ভাল আছে এই মনে।। ৫।।
পুত্র-পৌত্র লঞা জলে করয়ে বিহার।
অগাধ সলিলে সুখে আছে এতকাল।। ৬।।
আমি তপ করি দশ-সহস্র বৎসর।
নিরুচ্ছাস হঞা আছি জলের ভিতর।। ৭।।
এইরূপে কথো দিন বিনোদ করিয়া।
পাছে তপ করিব সকল সম্বরিয়া।।" ৮।।
এ বোল বলিয়া মুনি উঠিল উপরে।
হৃদয়ে চিন্তিয়া মুনি কোন যুক্তি করে।। ৯।।
'দেখিয়া দুর্গত আমা' বিকৃত-আকার।
কেহ ত না দিবে কন্যা করিয়া বিচার।। ১০।।

সৌভরির মান্ধাতার নিকট বিবাহার্থ কন্যা-প্রার্থনা

মান্ধাতার ঘরে আছে পঞ্চাশদুহিতা।
মাগিলেই দিব এক কন্যা মহাদাতা।।' ১১।।
এ বোল বলিয়া মুনি গেলা তাঁ'র স্থানে।
পূজিলা মান্ধাতা-রাজা আতিথ্য-বিধানে।। ১২।।
মুনি বলে,—'শুন রাজা, বচন আমার।
সূর্য্যবংশে তুমি রাজা ধর্ম্ম-অবতার।। ১৩।।
একখানি কন্যা দেহ, মাগিল তোমারে।
এ বোল শুনিয়া রাজা কোন যুক্তি করে।। ১৪।।
'নখ-দন্ত গলিত, পলিত সব অঙ্গ।
দেখিতেই সর্ব্ব-লোক হয় মনোভঙ্গ।। ১৫।।
দেখিয়া বিকটরূপ হৃদয়ে বিষাদ।
যদি না বা দিব কন্যা ফলিব প্রমাদ।।' ১৬।।
হৃদয়ে চিন্তিয়া রাজা দৃঢ় কৈল মনে।
করযোড়ে বলে কিছু বিনয়-বচনে।। ১৭।।

কন্যাগণের নিকট সৌভরির গমন

'কন্যাগণ আপনে করিব স্বয়ম্বর।
এ বোল বুঝিয়া আজ্ঞা কর যোগেশ্বর।। ১৮।।
আপনে চলিয়া যাহ কন্যা-অন্তঃপুরে।
যা'র ইচ্ছা হবে, সেই বরিব তোমারে।।' ১৯।।
এ বোল বলিয়া সঙ্গে দিল পুরজনে।
প্রবেশ করিল গিয়া কন্যার ভবনে।। ২০।।

হেনকালে যোগেশ্বর কোন যুক্তি করে।
কামকোটি জিনিঞা সুন্দররূপ ধরে।। ২১।।
কন্যাপুরে যাই' মাত্র কৈলা পরবেশ।
কন্যাগণে গালাগালি বাজিল বিশেষ।। ২২।।
কেহ বলে,—'মোর যোগ্য এই বর হয়।'
কেহ বলে,—'আমি সে বরিল মহাশয়।।' ২৩।।
কেহ বলে,—'তোর আগে কৈলুঁ স্বয়ম্বর।
কেহ বলে,—'তোর যোগ্য নহে এই বর।।' ২৪।।
এইরূপে কন্যাকুলে বাজিল কন্দল।
তুরিতে চলিয়া তথা গেলা নরেশ্বর।। ২৫।।

সৌভরির যোগবলে ৫০ মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক
৫০ কন্যাকে বিবাহান্তে বিহার

অদভূত যোগবল দেখি' বিদ্যমানে।
পঞ্চাশ দুহিতা বিভা দিল মুনি-সনে।। ২৬।।
কন্যাগণ লঞা মুনি গেলা তপোবনে।
বিশ্বকর্ম্মা ডাক দিয়া আনিলা তখনে।। ২৭।।
হেম-মণি বিবিধ বিচিত্র স্থানে-স্থানে।
রতনরচিত পুরী কাঞ্চন-নির্ম্মাণে।। ২৮।।
যা'র সম পুরী নাহি ইন্দ্রের ভুবনে।
নির্ম্মিঞা পঞ্চাশ পুরী দিল সেইক্ষণে।। ২৯।।
কুবের আনিঞা দিল বহুবিধ ধন।
বহুবিধ অন্ন-পান, বসন-ভূষণ।। ৩০।।
পঞ্চাশ সুন্দরী মুনি থুই পুরে-পুরে।
যোগবলে আপনে পঞ্চাশ রূপ ধরে।। ৩১।।
দিব্য বেশ ধরে হেম-মণি-অলঙ্কারে।
ভার্য্যাগণ লঞা মুনি করয়ে বিহারে।। ৩২।।
সুগন্ধি কুসুমবন, ভৃঙ্গ-বিরাজিত।
শুক, পিক, বিহগ বিবিধ সুনাদিত।। ৩৩।।
তরল-বিমল-জল দীঘি-সরোবর।
কুমুদ-কমল-ফুল, নীল-উৎপল।। ৩৪।।
হংস-কারণ্ডব-জলচর-উতরোল।
সুললিত নদ-নদী, তরঙ্গ-কল্লোল।। ৩৫।।

নানারূপে নানা ক্রীড়া করে স্থানে স্থানে।
এইরূপে ক্রীড়া করে লঞা নারীগণে।। ৩৬।।

সৌভরির ঐশ্বর্য্যদর্শনে মান্ধাতার বিস্ময়

মান্ধাতা-রাজার মনে দুঃখ নিরন্তর।
কন্যা দেখিবারে বনে গেলা নরেশ্বর।। ৩৭।।
পাত্রগণে কৈল রাজা রাজ্য-সমর্পণ।
সঙ্গে কিছু লৈল সৈন্য, বৃদ্ধ দ্বিজগণ।। ৩৮।।
মুনির সংকোচে সৈন্য না লৈল সংহতি।
তবে তপোবনে উত্তরিলা নরপতি।। ৩৯।।
দিব্য-পুরী দেখে রাজা বনের ভিতরে।
দাণ্ডাঞা রহিল রাজা পুরের দুয়ারে।। ৪০।।
দ্বারী পাঠাইয়া জানাইল মুনি-স্থানে।
তুরিতে আসিয়া মুনি কৈল সম্ভাষণে।। ৪১।।
পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়া রাজার পূজিল বিধানে।
পুরীর ভিতরে রাজায় নিল সেইক্ষণে।। ৪২।।
রতনে নির্ম্মিত ঘর, মণি-সিংহাসনে।
তাহাতে বসায়ে রাজায় পূজিল বিধানে।। ৪৩।।
দিব্য অন্ন-পান দিয়া করাইল ভোজন।
দিব্য-বস্ত্র, দিব্য-গন্ধ অঙ্গে বিলেপন।। ৪৪।।
দিব্য-বেশ-ভূষণ, বিবিধ পরিচ্ছদ।
দেখিয়া মান্ধাতা-রাজা হৈল নিশবদ।। ৪৫।।
কন্যা ডাক দিয়া রাজা আনে বিদ্যমানে।
পুছিল সকল কথা কন্যা-সন্নিধানে।। ৪৬।।
কহিল সকল তত্ত্ব রাজার দুহিতা।
'সকলে কহিব আমি আপনার কথা।। ৪৭।।
আমার নিকট মুনি তিলেক না ছাড়ে।
ভগিনীগণের কিছু জিজ্ঞাসা না করে।। ৪৮।।
মুনির প্রসাদে সর্ব্বসুখে আনন্দিতা।
ভগিনীগণের দুঃখে কেবল দুঃখিতা।।' ৪৯।।
কন্যার বচন তবে শুনি' নরপতি।
তথাই রহিল রাজা এক দিনরাতি।। ৫০।।
রাত্রিশেষে গেলা আর পুরীর দুয়ারে।
দুয়ারী জানাইল গিয়া মুনির গোচরে।। ৫১।।

শুনিঞা সৌভরি, রাজায় কৈল সম্ভাষণ।
পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়া কৈল স্বাগত-বচন।। ৫২।।
পুরীর ভিতরে রাজায় নিল মুনীশ্বর।
দিব্য-গন্ধ, বস্ত্রদিয়া পূজিল বিস্তর।। ৫৩।।
বসিতে আসন দিলা রতন-মন্দিরে।
দিব্য-অন্ন-পান দিল নানা পরকারে।। ৫৪।।
তবে রাজা ডাক দিয়া কন্যাকে পুছিল।
পূর্ব্বরূপ কথা এই কন্যায় কহিল।। ৫৫।।
এইরূপে পুরে-পুরে গেলা দিনে-দিনে।
দেখিল সকল পুরী পূরব-সমানে।। ৫৬।।
সেইরূপে কৈলা মুনি রাজার সম্ভাষা।
প্রতিপুরে প্রতিকন্যায় করিল জিজ্ঞাসা।। ৫৭।।
প্রতিকন্যা সেইরূপ দিলেন উত্তর।
বিস্ময় ভাবিয়া মনে রহে নরেশ্বর।। ৫৮।।
সপ্তদ্বীপ-পৃথিবী যাঁহার অধিকার।
খণ্ডিল চিত্তের তাঁ'র রাজ-অহঙ্কার।। ৫৯।।
বিদায় হইয়া রাজা নিজপুরে আসি'।
কহিল সকল কথা রাজাসনে বসি'।। ৬০।।
পাত্র-মিত্র-পুরজনে শুনিঞা বিস্মিত।
কহিতে কহিতে রাজা হৈলা বিমোহিত।। ৬১।।

সৌভরির জ্ঞানোদয়, শ্রীহরি-আরাধনা ও দিব্যগতি-লাভ

এইরূপে করে মুনি বিবিধ বিহার।
সুখভোগ করিতে রহিল চিরকাল।। ৬২।।
সন্তোষ না হয় মনে, চিন্তে মুনিরাজ।
চিত্ত নিবারিতে নারে, বাঢ়ে অনুরাগ।। ৬৩।।
'মুনি হঞা কৈলুঁ আমি স্ত্রীসঙ্গ-বিলাস।
মীন-সঙ্গে কৈলুঁ আমি আপনা' বিনাশ।। ৬৪।।
তপ, যোগ, তত্ত্বজ্ঞান, নিয়ম, আচার।
কুসঙ্গে সকল ধর্ম্ম খণ্ডিল আমার।। ৬৫।।
স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গ নাহি করে সাধুজনে।
সর্ব্বধর্ম্ম হরে-নারী-সঙ্গি-দরশনে।। ৬৬।।
মৎস্য-সহ দরশন হৈল আচম্বিতে।
তা' দেখিয়া আমিহ হইলুঁ বিমোহিতে।। ৬৭।।
প্রথমে আছিলুঁ আমি মাত্র একেশ্বর।
পঞ্চাশ বনিতা-সঙ্গ হৈল তারপর।। ৬৮।।
পঞ্চ সহস্র হইল পুত্র-পরিবার।
তমু ত নহিল চিত্তে সন্তোষ আমার!!' ৬৯
চিত্ত সমাধিয়া মুনি তেজিল সকল।
তপ করিবারে বনে গেলা একেশ্বর।। ৭০।।
তীব্র তপ করিয়া ভজিল নারায়ণে।
নিজ-অঙ্গে যোগবলে জ্বালে হুতাশনে।। ৭১।।
শরীর পোড়াঞা মুনি গেলা দিব্যগতি।
পঞ্চাশ বনিতা তাঁ'র আছিল সংহতি।। ৭২।।
তা'রা প্রবেশিল সেই দীপ্ত হুতাশনে।
পতি-সনে দিব্যগতি পাইল নারীগণে।। ৭৩।।
সৌভরী-মুনির কিছু কহিল চরিত।
মান্ধাতার বংশ-কথা শুন পরীক্ষিৎ।।" ৭৪।।
ধীর-শিরোমণি শ্রীল-গদাধর জান।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস-গান।। ৭৫।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে নবমস্কন্ধে কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী-তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।। ৩।।

চতুর্থ অধ্যায়

মান্ধাতা-বংশ-বিবরণ
(কামোদা-রাগ)

"মান্ধাতার তিন পুত্র—বংশে প্রধান।
'পুরুকুৎস', 'অম্বরীষ', 'মুচুকুন্দ'-নাম।। ১।।
পুরুকুৎস পুত্রে পাইল রাজ্য-অধিকার।
সপ্তদ্বীপে দণ্ডভঙ্গ নহিল তাহার।। ২।।
পুরুকুৎস বিভা কৈল নর্ম্মদা-নাগিনী।
নাগগণে আনি' দিল নাগের ভগিনী।। ৩।।
নর্ম্মদা-নাগিনী তা'রে নিল রসাতলে।
গন্ধর্ব্বের সনে তথা বাজিল কন্দলে।। ৪।।
মারিয়া গন্ধর্ব্ব, নাগে কৈলা পরিত্রাণ।
তবে নিজ-রাজ্যে উত্তরিলা বলবান্।। ৫।।
পুরুকুৎসের পুত্র হৈল 'ত্রসদ্দস্যু'-নামে।
তা'র পুত্র 'অনরণ্য' বিদিত ভুবনে।। ৬।।
হর্য্যশ্ব তাহার পুত্র বিদিত সংসারে।
তা'র ঘরে জনমিল 'প্রারুণ'-কুমারে।। ৭।।
জনমিল তা'র পুত্র 'ত্রিবন্ধন'-নামে।
'ত্রিশঙ্কু' তাহার পুত্র বিদিত ভুবনে।। ৮।।
ত্রিশঙ্কুর চণ্ডালত্ব পিতৃশাপে হৈল।
অধোমুখ হঞা গিয়া আকাশে রহিল।। ৯।।

মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের চরিত্র

তা'র পুত্র হরিশচন্দ্র জগতে বিদিত।
তা'র গুণ কহি কিছু, শুন পরীক্ষিত।। ১০।।
হরিশ্চন্দ্র রাজা যদি হৈল ক্ষিতিতলে।
সপ্তদ্বীপ-পৃথিবী শাসিল বাহুবলে।। ১১।।
মহাদান, মহাযজ্ঞ কৈল শতে শতে।
হরিশ্চন্দ্র গুণ-কথা না পারি কহিতে।। ১২।।
সর্ব্বস্ব-দক্ষিণা, যজ্ঞ রাজসূয় করি'।
স্ত্রী-পুত্র বিকিল নিজে দুঃখ পরিহরি'।। ১৩।।
আপনা' বিকাঞা রাজা দিলেন দক্ষিণা।
বিশ্বামিত্র কৈল তা'রে কপটে ভণ্ডনা।। ১৪।।
পরীক্ষা করিয়া দিল অন্তরীক্ষ-গতি।
কামগতি দিব্য-রথ পাইল নরপতি।। ১৫।।
পুত্র, দার, পরিজন লঞা দিব্য-রথে।
ভ্রমণ করয়ে রাজা অন্তরীক্ষ-পথে।। ১৬।।
কত কত পুণ্য, গুণ, চরিত্র তাহার।
হরিশ্চন্দ্র মহারাজা ধর্ম্ম-অবতার।। ১৭।।

হরিশ্চন্দ্র-বংশ-বিবরণ

তা'র পুত্র রোহিত, হরিত তা'র সুত।
'চম্প'-নামে তা'র পুত্র অতি অদভুত।। ১৮।।
চম্প-রাজা চম্পা-নামে পুরী নিরমিল।
সুদেব তাহার পুত্র পৃথিবী শাসিল।। ১৯।।
তা'র পুত্র বিজয়, 'ভরুক' তা'র সুত।
তা'র পুত্র 'বৃক', তা'র তনয় 'বাহুক'।। ২০।।
রাজ্য-অধিকার তা'র নিল রিপুগণে।
ভার্য্যা লঞা বাহুক পলাঞা গেল বনে।। ২১।।

মহারাজ সগরের কাহিনী

বৃদ্ধ হঞা মৈল রাজা সেই মুনি-বনে।
তা'র ভার্য্যা প্রবেশিতে গেল হুতাশনে।। ২২।।
ঔর্ব্বমুনি আসিয়া করিল নিবারণ।
'না কর প্রবেশ, মাতা কহিব কারণ।। ২৩।।
গর্ভবতী নারী অনুমরণ না করে।
চক্রবর্ত্তী পুত্র আছে তোমার উদরে।।' ২৪।।
মুনির বচনে রাণী চিত্ত স্থির করে।
পরলোক-কর্ম্ম কৈল বিধি-অনুসারে।। ২৫।।
রিপুগণে তা'র গর্ভে দিয়াছিল গর।
গর সহে জনমিল পুত্র মহাবল।। ২৬।।
তে-কারণে মুনি নাম রাখিল 'সগর'।
জিনিল সকল রিপু এক ধনুর্দ্ধর।। ২৭।।
তালজঙ্ঘ, যবন, হৈহয়-আদি করি'।
বশিষ্ঠের শরণ পশিল সব অরি।। ২৮।।
খেদিয়া তুলিল লঞা গুরু-বিদ্যমানে।
বশিষ্ঠে সাধিয়া তা'রে কৈল নিবারণে।। ২৯।।
দাড়ি, চুল, মুড়াঞা করিল ছারখার।
সব রিপুগণে কৈল বিকৃতি-আকার।। ৩০।।

তবে রাজসিংহাসনে বসিল সগর।
ভুজবলে শাসিল সকল ক্ষিতিতল।। ৩১।।
ঔর্বমুনি আসিয়া দিলেন উপদেশ।
নানা-যজ্ঞ করিয়া ভজিলা হৃষীকেশ।। ৩২।।
'সুমতি', 'কেশিনী'—দুই সগরের নারী।
সুমতির পুত্র জনমিল মহাবলী।। ৩৩।।
ষাটি-সহস্র তা'রা সব 'সাগর'-নামে।
ঘোড়া রাখিবারে গেল বাপের বচনে।। ৩৪।।
হরিয়া যজ্ঞের ঘোড়া নিল পুরন্দরে।
'কপিল'-নিকটে লঞা থুইল রসাতলে।। ৩৫।।
সগর কুমার সব লোকমুখে শুনি'।
শতেক প্রহর পথ খুদিল মেদিনী।। ৩৬।।
কপিলের শাপে ভস্ম হৈল পুত্রগণে।
বাড়িল সগর-কীর্ত্তি তাহার কারণে।। ৩৭।।

অংশুমান-কথা

কেশিনীর পুত্র হৈল 'অসমঞ্জস'-নাম।
তা'র পুত্র জনমিল নামে 'অংশুমান্'।। ৩৮।।

অংশুমানের প্রতি শ্রীকপিলের বরদান

পিতামহে আজ্ঞা দিল অশ্ব আনিবারে।
তবে অংশুমান্ গিয়া নাম্বিলা পাতালে।। ৩৯।।
কপিল দেবের তবে নানা-স্তুতি কৈল।
তুষ্ট হঞা মুনীশ্বর তা'রে বর দিল।। ৪০।।
"অশ্ব লঞা দেহ পিতামহ-বিদ্যমানে।
হের দেখ ভস্ম হঞা আছে পিতৃগণে।। ৪১।।
গঙ্গাজলে এ-সবে করিহ পরিত্রাণ।
অশ্ব লঞা শীঘ্র তুমি চল অংশুমান্।।" ৪২।।
প্রণাম করিয়া অশ্ব আনিল সত্বরে।
অশ্ব লঞা যজ্ঞ সিদ্ধ কৈল নরেশ্বরে।। ৪৩।।
অংশুমানে রাজ্য দিয়া রাজা গেল বনে।
বিষ্ণুপদে গেলা রাজা ছুটিল বন্ধনে।। ৪৪।।
চিরকাল ধরি' তপ কৈল অংশুমান্।
গঙ্গা আনিবারে না পারিল মতিমান্।।" ৪৫।।
ধীর শিরোমণি শ্রীল-গদাধর জান।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস-গান।। ৪৬।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে নবমস্কন্ধে কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী-চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।। ৪।।

পঞ্চম অধ্যায়

ভগীরথের গঙ্গানয়ন ও পিতৃ-পুরুষের উদ্ধার
(কামোদা-রাগ)

"তা'র পুত্র জনমিল 'দিলীপ' কুমার।
তা'র পুত্র 'ভগীরথ' বিদিত সংসার।। ১।।
ভগীরথ তপ করি' গঙ্গা আরাধিল।
দ্রবময়ী গঙ্গাদেবী ভূমিতে আনিল।। ২।।
ভস্ম হঞা পিতৃগণ যথাতে আছিল।
পতিতপাবনী গঙ্গা তথাতে আনিল।। ৩।।
গঙ্গাজলে ভস্ম পরশিল যেই-ক্ষণে।
সেইক্ষণে স্বর্গপুরে গেল পিতৃগণে।। ৪।।
এই কোন্ অদ্ভুত বলিবারে পারি ?
পাতকী তরয়ে যাঁ'র নাম-মাত্র ধরি'।। ৫।।
হেন প্রভু-চরণে গঙ্গার উতপতি।
পাতকী তারিব তাঁ'র এ কোন্ শকতি ? ৬
দূরে থাকি, বলে যদি 'গঙ্গা, গঙ্গা-বাণী'।
দুরিত হরয়ে গঙ্গা—ভববিমোচনী।। ৭।।

ভগীরথ-বংশ-বিবরণ

ভগীরথ-পুত্র জনমিল 'শ্রুত'-নাম।
'নাভ'-নামে তা'র পুত্র মহাবলবান্।। ৮।।

'সিন্ধুদ্বীপ'-নামে তা'র পুত্র জনমিল।
তা'র পুত্র অযুতায়ু পৃথিবী শাসিল।। ৯।।

সৌদাস-উপাখ্যান

জনমিল 'ঋতুপর্ণ' তনয় তাহার।
'সৌদাস' তাহার পুত্র বিদিত সংসার।। ১০।।
বশিষ্ঠের শাপে তা'র রাক্ষসত্ব হৈল।
গঙ্গাজল-পরশনে পরিত্রাণ পাইল।। ১১।।
দ্বিজপত্নী শাপ তা'রে দিল ক্রোধ করি।
নারীসঙ্গ না করিল সেইদিন ধরি'।। ১২।।
তে-কারণে পুত্র তা'র পূরবে না ছিল।
বশিষ্ঠে আনিয়া পাছে পুত্র জন্মাইল।। ১৩।।
সপ্তবর্ষ গর্ভ তা'র আছিল উদরে।
মদয়ন্তী গর্ভ আর ধরিতে না পারে।। ১৪।।
পাথরে উদর হানি' গর্ভ প্রসবিল।
তে-কারণে পুত্রের 'অশ্মক'-নাম হৈল।। ১৫।।
'মূলক' তাহার পুত্র হৈল উতপত্তি।
তা'র পুত্র 'দরশথ'-নামে নরপতি।। ১৬।।
তা'র পুত্র মহাবাহু 'ঐড়বিড়ি'-নামে।
তা'র পুত্র বিশ্বসহ বিদিত ভুবনে।। ১৭।।

শ্রীখট্টাঙ্গ-চরিত

খট্টাঙ্গ, তনয় তা'র চক্রবর্ত্তী রাজা।
ইন্দ্র-আদি দেবগণে কৈল তাঁ'র পূজা।। ১৮।।
সুরগণে নিল তাঁ'রে যুদ্ধ করিবারে।
জিনিঞা অসুর দেব রাখিল সমরে।। ১৯।।
বর মাগিবারে আজ্ঞা দিল সুরগণে।
জিজ্ঞাসিল মহারাজা বিবুধ-সদনে।। ২০।।
"আগে কহ মোর কত পরমায়ু আছে?
বুঝিয়া মাগিব বর, যেবা মনে আছে।।" ২১।।
কহিলা দেবতাগণ করিয়া বিচার।
'একমুহূর্ত্তেক আছে জীবন তোমার।।' ২২।।
তবে রাজা বলে,—'আমি মাগি এই বর।
ইহারই ভিতরে যেন ভজি দামোদর।।' ২৩।।

শ্রীখট্টাঙ্গের বিষ্ণুপাদ-প্রাপ্তি

দেবগণে মেলি' তবে এই বর দিল।
তবে সেইক্ষণে রাজা শ্রীহরি ভজিল।। ২৪।।
সর্ব্বভাবে কৈল রাজা শ্রীহরি-ভজন।
বিষ্ণুপদে প্রবেশিল, ছুটিল বন্ধন।। ২৫।।
তিলেক ভজিয়া রাজা গেল ভব তরি'।
সর্ব্বকাল ভজে, তা'রে কি বলিতে পারি? ২৬
খট্টাঙ্গের পুত্র হৈল 'দীর্ঘবাহু'-নামে।
তা'র পুত্র রঘুরাজা বিদিত ভুবনে।। ২৭।।
রঘুর তনয় 'অজ' জগতে বিদিত।
তা'র পুত্র 'দশরথ' ভুবন-পূজিত।। ২৮।।

শ্রীরাম-চরিত্র-কথা

যাঁ'র ঘরে পূর্ণব্রহ্ম 'রাম'-অবতার।
রাবণ বধিয়া কৈল সীতার উদ্ধার।। ২৯।।
এক ব্রহ্ম চারি অংশে চারি নাম।
'শ্রীরাম', 'লক্ষণ', আর 'ভরত' প্রধান।। ৩০।।
আর অংশে 'শত্রুঘ্ন' মহাধনুর্ধর।
রামায়ণে রাম-গুণ কহিল বিস্তর।। ৩১।।
তাঁ'র গুণ-কথা কিছু কহিব সংক্ষেপে।
যে যে কর্ম্ম নারায়ণ কৈলা রামরূপে।। ৩২।।

শ্রীরামের তাড়কাদির বধ

বিশ্বামিত্র রামে লৈল যজ্ঞ রাখিবারে।
তাড়কা-রাক্ষসী পথে প্রথমে সংহারে।। ৩৩।।
মারীচ, সুবাহু-আদি মারি' নিশাচরে।
বিশ্বামিত্র-যজ্ঞ রক্ষা করে তা'র পরে।। ৩৪।।

শ্রীরামের হরধনুভঙ্গ ও শ্রীসীতার পাণিগ্রহণ

জনকের ঘরে তবে গেলেন শ্রীরাম।
তিন শত বীরে ধরি' আনে ধনুখান।। ৩৫।।
বাম-হাথে ধরিয়া ধনুকে দিল চড়া।
ভাঙ্গিল হরের ধনু, চমৎকার ক্রীড়া।। ৩৬।।

নির্ঘাত-শবদ তা'র উঠিল নিষ্ঠুর।
নগ, নাগ, পৃথিবী কাঁপিল সুরপুর।। ৩৭।।
তবে সীতাদেবী বিভা কৈল নারায়ণ।
পরশুরামের সনে পথে দরশন।। ৩৮।।
নিঃক্ষত্রিয় কৈলা পৃথ্বী তিন-সপ্তবার।
তা'র দর্প হরে রোধি' স্বরগ-দুয়ার।। ৩৯।।

সীতা-লক্ষণ-সহ শ্রীরামের বন-গমন

রাজ্য তেজি' গেল প্রভু বাপের বচনে।
জানকী-লক্ষ্মণ-সনে ভ্রমে বনে বনে।। ৪০।।
শূর্পণখা রাক্ষসীর কাটে নাক-কাণ।
খর-দূষণ কাটে রাক্ষস-প্রধান।। ৪১।।
একক ধানুকী রাম, এক ধনু-শর।
চতুর্দ্দশ-সহস্র বধিলা নিশাচর।। ৪২।।

রাবণের সীতা-হরণ

শুনিঞা রাবণ-রাজা জ্বলিল অন্তরে।
মায়ামৃগ মারীচে পাঠায় ছলিবারে।। ৪৩।।
আসিয়া কনক-মৃগ দিল দরশনে।
মৃগ-অনুসারে গেলা সীতার বচনে।। ৪৪।।
তপস্বীর বেশে সীতা হরিল রাবণ।
মারীচ মারিয়া রাম ফিরিলা তখন।। ৪৫।।

শ্রীরামের সীতান্বেষণ ও স্ত্রীসঙ্গীর
দুঃখ শিক্ষা-প্রদান

সীতা না দেখিয়া রাম হৈল অচেতন।
তবে দুই ভাই শোকে ভ্রমে বনে-বন।। ৪৬।।
শোক-ছলে প্রভু রাম জগতে বুঝায়।
'নারী-সঙ্গে সর্ব্বলোক এই দুঃখ পায়।।' ৪৭।।
সুগ্রীবের সঙ্গে তবে করিলা মিতালী।
বিন্ধিয়া মারিল তবে বালি মহাবলী।। ৪৮।।
সুগ্রীবের সঙ্গে করি' কটক সঞ্চয়।
সীতার উদ্দেশ কিছু করিলা নির্ণয়।। ৪৯।।

শ্রীসীতা-দেবীর লঙ্কায় অবস্থান সংবাদ-প্রাপ্তি

লঙ্কায় পাঠাইল হনুমান্ মহাবল।
শত প্রহরের পথ লঙ্ঘিয়ে সাগর।। ৫০।।
লঙ্কাপুরী দহিয়া সীতার বার্ত্তা আনে।
ত্রিভুবনে রাখে চমৎকার হনুমানে।। ৫১।।

শ্রীরামের সেতু বন্ধনলীলা

প্রতিজ্ঞা করিয়া রাম বান্ধিল সাগর।
সাজিয়া বানর-সেনা চলিলা সত্বর।। ৫২।।
শঙ্কর, বিরিঞ্চি যাঁ'র ধেয়ায় চরণ।
সিন্ধুতীরে হেন রাম হৈল উপসন্ন।। ৫৩।।
ক্রোধে রাম চাহিলা ঈষৎ ভুরুভঙ্গে।
ক্ষোভিল সাগর ভয়ে থরহরি' অঙ্গে।। ৫৪।।
ত্রাস পাইল কুম্ভীর, মকর, মীনচয়।
মূর্ত্তিমান্ হঞা সিন্ধু দিল পরিচয়।। ৫৫।।
পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়া দুই পূজিল চরণ।
করযোড় করি' সিন্ধু কি বোলে বচন।। ৫৬।।
'জড়বুদ্ধি, জলময় কি জানিতে পারে?
প্রকৃতি-পুরুষ-পর তুমি মহেশ্বরে।। ৫৭।।
সাগর বান্ধিয়া তুমি সুখে হও পার।
সবংশে রাবণ-রাজায় করহ সংহার।। ৫৮।।
সাগর বান্ধিয়া যশ রাখ ত্রিভুবনে।
সুখে পার হও তুমি লঞা কপিগণে।।' ৫৯।।
তবে রাম আজ্ঞা দিলা বান্ধিতে সাগর।
পর্ব্বত আনিতে তবে চলিল বানর।। ৬০।।
নল, নীল-আদি যত বানর-প্রধান।
অঙ্গদ, গন্ধমাদন, বীর হনুমান্।। ৬১।।
পর্ব্বত আনিঞা কৈল সাগর-বন্ধন।
কপিগণ লঞা পার হৈলা নারায়ণ।। ৬২।।
সুবেল-পর্ব্বতে রাম বসিলা আপনে।
বিভীষণ তথা আসি' পশিল শরণে।। ৬৩।।

রাবণের সহিত রামের যুদ্ধারম্ভ

বানর-কটকে তবে চৌদিগে বেড়িল।
চিন্তিয়া রাবণ-রাজা সংকটে পড়িল।। ৬৪।।

কুম্ভ, নিকুম্ভ, অতিকায়, কুম্ভকর্ণ।
নরান্তক, দেবান্তক, ধূম্র, বিকম্পন।। ৬৫।।
প্রহস্ত, দুর্মুখ, মেঘনাদ-আদি করি'।
কোটি কোটি রাক্ষস-সৈন্যের অধিকারী।। ৬৬।।
চতুরঙ্গ-সেনা সাজি' রণে আগুয়ান।
বানর-রাক্ষস-সনে বাজিল সংগ্রাম।। ৬৭।।
সুগ্রীব, লক্ষ্মণ, হনুমান্, নল, নীল।
শত শত সেনাপতি রণে মহাবীর।। ৬৮।।
গাছ-পাথর, গিরি, গদা মুদ্গর-প্রহারে।
বধিল রাক্ষস সব দণ্ড-পরহারে।। ৬৯।।
বড় বড় সেনাপতি পড়িল সমরে।
ইন্দ্রজিৎ কাটা গেল রণের ভিতরে।। ৭০।।
শুনিঞা রাবণ-রাজা ক্রোধে প্রজ্বলিত।
খট্বা হইতে লাফ দিয়া উঠে আচম্বিত।। ৭১।।
চড়িয়া পুষ্পক-রথে ধাইল সত্বরে।
রাম-তরে রথ পাঠাইলা পুরন্দরে।। ৭২।।
শ্রীরাম-রাবণে তবে বাজিল সংগ্রাম।
হাসিয়া কি বলে তবে পুরুষ-প্রধান।। ৭৩।।
'আরে রে রাবণ তুঞি দুষ্ট, দুরাচার।
পুরুষ-অধম তুঞি কুলের অঙ্গার।। ৭৪।।
ব্যর্থ বেটা এতেক করিস্ অহঙ্কার।
এখনি পাঠা'ব তোরে যমের দুয়ার।।' ৭৫।।

শ্রীরাম-কর্ত্তৃক রাবণ-বধ

এতেক বলিয়া রাম পুরুষ-প্রধান।
বাম হাতে তুলিল গাণ্ডীব ধনুখান।। ৭৬।।
ধনুকে যুড়িলা রাম অর্ধচন্দ্র-বাণ।
লীলায় ছাড়িল বাণ ধানুকি-প্রধান।। ৭৭।।
দশ মুণ্ড কাটিয়া করিল কুড়ি-খান।
পড়িল রাবণ-রাজা পর্ব্বত-সমান।। ৭৮।।
'জয় জয়'-শবদ উঠিল ত্রিভুবনে।
পতি লঞা বিলাপ করয়ে নারীগণে।। ৭৯।।

শ্রীরাম কর্ত্তৃক বিভীষণকে লঙ্কা-প্রদান
ও অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন

বিভীষণে রাজা করি' লঙ্কায় স্থাপিল।
জানকী-রাঘবে তবে দরশন হৈল।। ৮০।।
সীতা লঞা কৈলা রাম রথে আরোহণ।
হনুমান্, সুগ্রীব, চলিল বিভীষণ।। ৮১।।
কোটি কোটি চলিল বানর-সেনাপতি।
রথে চড়ি' চলে রাম ত্রিভুবনপতি।। ৮২।।
সুরগণে করে দিব্য-পুষ্প-বরিষণ।
আকাশমণ্ডলে বাজে দুন্দুভি-বাজন।। ৮৩।।
ব্রহ্মা-আদি দেবে করে নানা স্তুতিগান।
চলিলা অযোধ্যাপুরে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।। ৮৪।।
রাম-আগমন-কথা ভরত শুনিল।
পাদুকা করিয়া শিরে আনন্দে চলিল।। ৮৫।।
বিবিধ সাজন-সেনা, বিবিধ বাজন।
কোটি কোটি ছত্র, বানা, চামর, সাজন।। ৮৬।।
অঞ্জলি-উপরে দুই পাদুকা ধরিয়া।
ভরত প্রণাম কৈল চরণে পড়িয়া।। ৮৭।।
দুই হস্তে তুলি' রাম দিলা আলিঙ্গন।
নয়ান-আনন্দ-জলে করাইল মজ্জন।। ৮৮।।
প্রণাম করিলা বৃদ্ধ, দ্বিজ, গুরুগণে।
তুষিলা সকল লোকে বিনয়-বচনে।। ৮৯।।
রাম-দরশনে লোকে উঠিল আনন্দে।
বাহ্য পাসরিল লোক প্রেম-অনুবন্ধে।। ৯০।।
প্রবাল, তণ্ডুল, ফল, পুষ্প-বরিষণ।
বসন ঢুলাঞা নাচে সব পুরজন।। ৯১।।
ভরতে পাদুকা লৈল শিরের উপরে।
বিভীষণ-সুগ্রীব রামের ছত্র ধরে।। ৯২।।
শত্রুঘ্ন ধরিল রামের ধনুর্বাণ।
অঙ্গদ ধরিল খড়্গ রামের যোগান।। ৯৩।।
সীতাদেবী কমণ্ডলু লৈল নিজ-করে।
জাম্ববান্ রামের কবচ শিরে ধরে।। ৯৪।।
চড়িয়া পুষ্পক-রথে চলেন শ্রীরাম।
অযোধ্যা প্রবেশ কৈলা পুরুষ-প্রধান।। ৯৫।।

প্রবেশ করিয়া নিজপুরে ভগবান্।
মায়ের চরণে রাম করিলা প্রণাম।। ৯৬।।

শ্রীরামের রাজ্যাভিষেক

সৎমায়ের চরণে করিয়া নমস্কার।
একে একে পুরজনে কৈলা পুরস্কার।। ৯৭।।
যতন করিয়া সব মুনিগণে আনি'।
নানা-তীর্থজল, চারি সাগরের পানি।। ৯৮।।
উদারচরিত্র রাম গুণের নিধানে।
ভকতবৎসল রাম, পুরুষ-পুরাণে।। ৯৯।।
মহারাজ-অভিষেক করিয়া বিধানে।
রাজরাজেশ্বর করি' বসাইল আসনে।। ১০০।।
ধর্ম্মে প্রজা পালিল, শাসিল বসুমতী।
সর্ব্বলোক আনন্দে আছিল দিন-রাতি।। ১০১।।
দুঃখ শোক, জরা-ব্যাধি, অকাল-মরণ।
বলিতে না ছিল কিছু দুঃখের কারণ।। ১০২।।
আনন্দে পূর্ণিত লোক রহে সর্ব্বকাল।
সর্ব্বসুখ আছিল রামের অধিকার।। ১০৩।।
নানা-যজ্ঞদান করি' বিবিধ-বিধানে।
আপনি আপনা' রাম কৈলা আরাধনে।। ১০৪।।
অন্নদান, ভূমিদান, বসন-ভূষণ।
বিবিধ দক্ষিণা দিয়া পূজিলা ব্রাহ্মণ।। ১০৫।।
দুষ্টজন-দমন, সুজন-পরিত্রাণ।
এইরূপে রাজ্যপদ করেন শ্রীরাম।। ১০৬।।
আপনে বুঝিতে রাম এ-লোকচরিত।
রজনী-সময়ে রাম বুলে অলক্ষিত।। ১০৭।।

লোক অপবাদ-শ্রবণে শ্রীরামের সীতাকে বনবাসে প্রেরণ

নগরে নগরে রাম বুলে অলক্ষিতে।
এক বাণী কুচ্ছিত শুনিল আচম্বিতে।। ১০৮।।
'জানকী নহিস্ তুঞি, আমি নহি রাম।
রাম যেন করিল কুচ্ছিত হেন কাম।। ১০৯।।
রাবণে হরিল সীতা, রাম তা'রে আনে।
রাম-হেন আমাকে দেখিস্ অনুমানে?' ১১০
এ-সব বচন রাম শুনি' নিজ-কাণে।
লোক-অপবাদ করি' ভয় কৈল মনে।। ১১১।।
তবে রাম বনবাসে জানকী পাঠায়।
আপনে করিয়া কর্ম্ম এ-লোক বুঝায়।। ১১২।।

লব-কুশের জন্ম ও সীতার পাতালে প্রবেশ

বাল্মীকি-আশ্রমে দেবী রহে কথোকাল।
'কুশ-লব'-নামে দুই জন্মিল কুমার।। ১১৩।।
মুনি-বিদ্যমানে দুই পুত্র সমর্পিয়া।
পাতালে পশিলা দেবী ধরণী ভেদিয়া।। ১১৪।।
সীতার গমন শুনি' রাম-নৃপবর।
হৃদয়ে ভাবিয়া শোকে কান্দিলা বিস্তর।। ১১৫।।
স্ত্রী-পুরুষে সঙ্গ হয়, দুঃখমাত্র সার।
লোক বুঝাইতে করে এত পরকার।। ১১৬।।

শ্রীরামের অযোধ্যাবাসিগণসহ শ্রীবৈকুণ্ঠ-বিজয়

ত্রয়োদশ-সহস্র বৎসর-পরিমাণে।
ব্রহ্মচর্য্য করি' রাজ্য পালিল বিধানে।। ১১৭।।
ভকতহৃদয়ে পদযুগ আরোপিয়া।
বৈকুণ্ঠ চলিল প্রভু পৃথিবী ত্যজিয়া।। ১১৮।।
রামের অতুল যশ বিদিত সংসারে।
লীলায় শরীর ধরি' কৈল অবতারে।। ১১৯।।
যেবা রাম দেখিল, আছিল সন্নিধানে।
রামের চরিত্র যেবা শুনিল শ্রবণে।। ১২০।।
সকল অযোধ্যাবাসী নিল নিজধামে।
হেন দয়ানিধি রাম, গুণের নিধানে।। ১২১।।
সর্ব্বপাপ হরে তা'র দুঃখ-বিমোচনে।
রামের চরিত্র যেবা শুনে সাবধানে।।" ১২২।।
রামচন্দ্র-চরিত্র-অমৃত রস-বাণী।
ভাগবত-আচার্য্যের প্রেমতরঙ্গিণী।। ১২৩।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে নবমস্কন্ধে কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী-পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।। ৫।।

ষষ্ঠ অধ্যায়

কুশ-বংশ-বিবরণ

(ধানসী-রাগ)

"কুশপুত্র 'অতিথি', 'নিষধ' পুত্র তা'র।
তা'র পুত্র 'নভ'-নামে হৈলা মহীপাল।। ১।।
তা'র পুত্র জনমিল 'পুণ্ডরীক'-নামে।
'ক্ষেমধন্বা' তা'র পুত্র নৃপতি-প্রধানে।। ২।।
'দেবানীক' তা'র পুত্র সমরে সুধীর।
'অনীহ' তনয় তা'র, হৈল মহাবীর।। ৩।।
'পারিযাত্র' তা'র পুত্র, মহানরেশ্বর।
জনমিল তা'র পুত্র নামে 'বলস্থল'।। ৪।।
তা'র পুত্র 'অর্ক', তা'র পুত্র 'বজ্রনাভ'।
'সুগণ' তনয় তা'র মহা-অনুভাব।। ৫।।
তা'র পুত্র জনমিল 'বিধৃতি'-নৃপতি।
তা'র পুত্র 'হিরণ্যনাভ'-নামে নরপতি।। ৬।।
হিরণ্যনাভের পুত্র 'পুষ্প'-নামে হৈল।
'ধ্রুবসন্ধি'-নামে তা'র পুত্র জনমিল।। ৭।।
'সুদর্শন' সুত তা'র 'অগ্নিবর্ণ'-নামে।
'শীঘ্র'-নামে তা'র পুত্র মহাবলবানে।। ৮।।
'মরু' তনয় তা'র মহাযোগেশ্বর।
যোগবলে রাখয়ে আপন-কলেবর।। ৯।।
আছেন 'কলাপ'-গ্রামে অবিদিতরূপে।
কলিযুগ-পর্য্যন্ত থাকিব সেইরূপে।। ১০।।
সত্যযুগে সূর্য্যবংশ করিব বিস্তার।
'প্রসুশ্রুত'-নামে তা'র জন্মিল কুমার।। ১১।।
'সন্ধি'-নামে পুত্র তা'র, পুত্র 'অমর্ষণ'।
'মহস্বান্'-নামে তা'র পুত্র উতপন্ন।। ১২।।
তা'র পুত্র 'বিশ্ববাহু'-নামে নরপতি।
তাহার 'প্রসেনজিৎ' পুত্র মহামতি।। ১৩।।
'তক্ষক'-নামেতে তা'র নন্দন আছিল।
তা'র পুত্র মহাবল, নামে 'বৃহদ্বল'।। ১৪।।
মারিল তোমার বাপ তাহারে সমরে।
কহিল ইক্ষ্বাকু-বংশে নৃপতি-বিস্তারে।। ১৫।।
ভবিষ্য কহিব তবে, শুনহ রাজন্।
বৃহদ্বল-পুত্র জনমিব 'বৃহদ্রণ'।। ১৬।।
'উপাবৃত্ত' তা'র পুত্র হৈব নরপতি।
'বৎসবৃদ্ধ' তা'র পুত্র হৈব মহামতি।। ১৭।।
'প্রতিব্যোম' তা'র পুত্র হৈব 'ভানু'-নাম।
'দিবাক' তনয় তা'র হৈব বলবান্।। ১৮।।
'সহদেব' তার পুত্র হৈব মহাবল।
'বৃহদশ্ব' তা'র পুত্র হৈব নরেশ্বর।। ১৯।।
তা'র পুত্র জনমিব নামে 'ভানুমান্'।
জনমিব তা'র পুত্র 'প্রতিকাশ্ব'-নাম।। ২০।।
'সুপ্রতীক' তা'র পুত্র হৈব নরেশ্বর।
'মরুদেব' তা'র পুত্র পুণ্য-কলেবর।। ২১।।
'সুনক্ষত্র' তার পুত্র হৈব নরপতি।
'পুষ্কর' তনয় তা'র হৈব উৎপত্তি।। ২২।।
'অন্তরীক্ষ' তা'র পুত্র 'সুতপা' তনয়।
'অমিত্রজিৎ' তা'র পুত্র হৈব মহাশয়।। ২৩।।
'বৃহদ্রাজ' তা'র পুত্র হৈব 'বর্হি'-নামে।
'কৃতঞ্জয়' তা'র পুত্র জন্মিব ভুবনে।। ২৪।।
'সঞ্জয়' তাহার পুত্র হৈব মহাবল।
'শাক্য'-নামে তা'র পুত্র পুণ্য-কলেবর।। ২৫।।
'শুদ্ধোদ' তনয় তা'র হৈব নরপতি।
জন্মিহ 'লাঙ্গল' তা'র পুত্র মহামতি।। ২৬।।
জন্মিব 'প্রসেনজিৎ' তাহার নন্দনে।
তাহার তনয় তবে হৈব 'ক্ষুদ্রক' নামে।। ২৭।।
'ক্ষুদ্রকের' তনয় 'রণক'-নামে হৈব।
রণকের তনয় 'সুরথ' জনমিব।। ২৮।।
'সুমিত্র' তনয় তা'র হৈব নরেশ্বর।
সুমিত্রান্ত সূর্য্যবংশ কহিলুঁ সকল।। ২৯।।

নিমির যজ্ঞ ও বশিষ্ঠের অভিশাপ

'নিমি'-নামে মহারাজা ইক্ষ্বাকুতনয়।
মহাযজ্ঞ আরম্ভিল নিমি-মহাশয়।। ৩০।।
যজ্ঞ করিবারে নিমি বশিষ্ঠে বরিল।
শুনিঞা বশিষ্ঠ কিছু বিলম্ব করিল।। ৩১।।

'প্রথমে বরিল আমা' ইন্দ্র শচীপতি।
তা'র যজ্ঞ করিয়া আসিব শীঘ্রগতি।।' ৩২।।
প্রতীত না গেল রাজা মুনির বচনে।
চিন্তিল জীবন-ধন, স্বপন-সমানে।। ৩৩।।
ব্রাহ্মণ আনিয়া যজ্ঞ কৈল সমাধানে।
বশিষ্ঠ আসিয়া ক্রোধ কৈল দৃঢ়মনে।। ৩৪।।
'গুরু-অবজ্ঞান তুমি কৈলে এত বড়!
এইক্ষণে পড়ুক তোমার কলেবর।।' ৩৫।।

নিমির মৃত্যু ও পুনর্জন্ম

গুরু-শাপে দেহপাত হৈল সেইক্ষণে।
নিমি-মহারাজা তবে গেলা স্বর্গস্থানে।। ৩৬।।
দ্বিজগণে যজ্ঞ তাঁ'র কৈল সমাপনে।
আসিয়া যজ্ঞের ভাগ লৈলা দেবগণে।। ৩৭।।
দ্বিজগণে তাঁ'র দেহ রাখিয়া যতনে।
নিবেদন কৈলা তবে দেবগণ-স্থানে।। ৩৮।।
নিমি-রাজায় জীয়াইল সব দেব মেলি'।
তবে নিমি-রাজা বলে করযোড় করি'।। ৩৯।।
'মোর কার্য্য নাহি আর শরীর-বন্ধনে।
এই বর মাগি সব দেবের চরণে।।' ৪০।।
তবে দেবগণ তাঁ'রে দিলা এই বর।
আঁখির নিমিষ হঞা রহ নিরন্তর।। ৪১।।
ধরিয়া নিমিষরূপ জীবের নয়নে।
নিমি-রাজা জগতে রহিলা সেই হনে।। ৪২।।

'মিথিল', 'বৈদেহ' বা 'জনক' নামের কারণ

দ্বিজগণ মথিল রাজার কলেবর।
জনমিল তাহে এক মহাধনুর্দ্ধর।। ৪৩।।
জনমিল মন্থনে, 'মিথিল'-নাম হৈল।
বিদেহ-কারণে নাম 'বৈদেহ' ধরিল।। ৪৪।।
জনমিল দেখিয়া 'জনক'-নাম হৈল।
মিথিলা-নগর তেঁহো নিরমাণ কৈল।। ৪৫।।
তা'র পুত্র' 'উদাবসু'-নামে নরপতি।
'নন্দিবর্দ্ধন' তা'র পুত্র মহামতি।। ৪৬।।
'সুকেতু' তনয়, তা'র পুত্র 'দেবরাত'।
তা'র পুত্র 'বৃহদ্রথ' নিজকুলনাথ।। ৪৭।।
তা'র পুত্র 'সুধৃতি' আছিল নরেশ্বর।
'ধৃষ্ঠকেতু' পুত্র তা'র মহাধনুর্দ্ধর।। ৪৮।।
'হর্য্যশ্ব' তনয় তা'র সুত 'মরু'-নাম।
'প্রতীপক' তা'র পুত্র মহাবলবান্।। ৪৯।।
কৃতরথ তা'র পুত্র, সুত 'দেবমীঢ়'।
তা'র পুত্র 'বিশ্রুত' আছিল মহাবীর।। ৫০।।
বিশ্রুতের পুত্র জনমিল 'মহাধৃতি'।
'কৃতিরাত' তা'র পুত্র আছিল নৃপতি।। ৫১।।

'সীরধ্বজ-নামের কারণ

'মহারোমা', 'স্বর্ণরোমা', 'হ্রস্বরোমা'-নাম।
হ্রস্বরোমার পুত্র 'সীরধ্বজ' বলবান্।। ৫২।।
যজ্ঞ করিবারে ভূমি চষিল নৃপতি।
লাঙ্গলে উঠিল সীতাদেবী রূপবতী।। ৫৩।।
'সীরধ্বজ'-নাম তা'র হৈল তে-কারণে।
সীতাদেবী লাঙ্গলে উঠিল ভূমি-হনে।। ৫৪।।

সীরধ্বজ-বংশ-বিবরণ

সীরধ্বজ পুত্র হৈল 'কুশধ্বজ'-নাম।
'ধর্ম্মধ্বজ' পুত্র তা'র হৈল বলবান্।। ৫৫।।
তা'র পুত্র 'মিতধ্বজ'-নামে নরপতি।
'খাণ্ডিক্য' তনয় তা'র হৈল মহামতি।। ৫৬।।
তা'র পুত্র জনমিল নামে 'ভানুমান্'।
তা'র পুত্র 'শতদ্যুম্ন' মহাবলবান্।। ৫৭।।
'শুচি'-নামে তা'র পুত্র হৈলা নরপতি।
তা'র পুত্র 'সনদ্বাজ'-নামে মহামতি।। ৫৮।।
'উর্জকেতু' পুত্র তা'র মহাধনুর্দ্ধর।
'পুরুজিৎ' পুত্র তা'র পুণ্যকলেবর।। ৫৯।।
তা'র পুত্র জন্মিল 'অবিষ্টনেমি' নামে।
'শ্রুতায়ু' তনয় তা'র নৃপতিপ্রধানে।। ৬০।।
'চিত্ররথ' তা'র পুত্র মহা নরেশ্বর।
'ক্ষেমাধি' তনয় তা'র পুণ্য-কলেবর।। ৬১।।

তা'র পুত্র 'সমরথ' নৃপতিপ্রধান।
'সত্যরথ' পুত্র তা'র মহাবলবান্।। ৬২।।
'উপগুরু' তনয় তা'র মহা নরপতি।
'উপগুপ্ত' তা'র পুত্র রাজা মহামতি।। ৬৩।।
তা'র পুত্র 'বস্বনন্ত' তা'র যুযুধান।
'সুভাষণ' তা'র পুত্র নৃপতিপ্রধান।। ৬৪।।
'শ্রুত'-নামে তা'র পুত্র তা'র পুত্র 'জয়'।
'বিজয়' তনয় তা'র, 'ঋত' মহাশয়।। ৬৫।।
ঋতপুত্র 'শুনক' শাসিল বসুমতী।
'বীতহব্য' তা'র পুত্র তা'র পুত্র 'ধৃতি'।। ৬৬।।
'বহুলাশ্ব' তা'র পুত্র মহানরেশ্বর।
'কৃতি'-নামে তা'র পুত্র পুণ্যকলেবর।। ৬৭।।
নিমিবংশে জনমিল যত নরপতি।
ধর্ম্মপরায়ণ তা'রা দানে দৃঢ়মতি।। ৬৮।।
একান্ত-ভকতি করি, ভজিল শ্রীহরি।
অন্তকালে তনু তেজি' গেলা বিষ্ণুপুরী।। ৬৯।।
তবে রাজা শুন তুমি, যে কহিব আর।
সাবধানে শুন চন্দ্রবংশের বিস্তার।।" ৭০।।
গদাধর গুরু মহাধীর-শিরোমণি।
ভাগবত-আচার্য্যের প্রেমতরঙ্গিণী।। ৭১।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে নবমস্কন্ধে কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী-ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।। ৬।।

সপ্তম অধ্যায়

চন্দ্র-বংশ-কথন

(ধানসী-রাগ)

"প্রলয়-সাগরে হরি অনন্তশয়নে।
যোগনিদ্রা করিয়া আছিলা নারায়ণে।। ১।।
তা'র নাভিপদ্মে ব্রহ্মা হৈলা উৎপন্ন।
ব্রহ্মার তনয় হৈলা অত্রি-তপোধন।। ২।।

চন্দ্র ও তৎপুত্র বুধের জন্ম-কাহিনী

চন্দ্র উপজিল অত্রিমুনির নয়নে।
জনমিল চন্দ্রের তনয় 'বুধ'-নামে।। ৩।।
বুধের জনম-কথা শুন পরীক্ষিৎ।
বৃহস্পতি আছিলা দেবের পুরোহিত।। ৪।।
'তারা'-নামে তাঁ'র পত্নী পরমা সুন্দরী।
আনিল হরিয়া তা'রে চন্দ্র মহাবলী।। ৫।।
বৃহস্পতি গেলা তবে চন্দ্র-বিদ্যমানে।
মাগিল আপন-ভার্য্যা অনেক যতনে।। ৬।।
তমু তারা না ছাড়িয়া দিল শশধর।
তাহার কারণে তবে বাজিল সমর।। ৭।।
বাজিল দেবতাসুরে তুমুল সংগ্রাম।
আর যুদ্ধ নাহি হয় তাহার সমান।। ৮।।
মহাযুদ্ধ হৈল যাহে সুরাসুর-ক্ষয়।
সেই সে সময় হৈল রণ মহাভয়।। ৯।।
তবে বৃহস্পতি গেলা ব্রহ্মার সদনে।
এ-সব দুঃখের কথা কৈলা নিবেদনে।। ১০।।
আপনে আসিয়া ব্রহ্মা ভর্ৎসিল বিস্তরে।
তারাকে ছাড়িয়া তবে দিল শশধরে।। ১১।।
ক্রুদ্ধ হৈল তারাকে দেখিয়া গর্ভবতী।
বিস্তর ভর্ৎসিয়া গালি দিল বৃহস্পতি।। ১২।।
'ছাড় গর্ভ, আরে রে পাপিনি এইক্ষণে।
গর্ভ প্রসবিল তবে পতির বচনে।। ১৩।।
প্রসবিল শিশু হেম-গৌর-কলেবরে।
বৃহস্পতি-চন্দ্রে তবে বাজিল কন্দলে।। ১৪।।

বৃহস্পতি বলে,—'তোর পুত্রে কোন্ দায়?'
চন্দ্র বলে,—'এ বোল বলিতে না যুয়ায়।। ১৫।।
আপনার পুত্র বল, নাহি বাস লাজ।
আমার তনয় নিবে—হেন মনে সাধ?' ১৬
দেবগণে ঋষিগণে তারাকে পুছিল।
লাজে পড়ি' তারা কিছু উত্তর না দিল।। ১৭।।
ক্রোধ করি' কুমার বলয়ে কোন বাণী।
'উত্তর না দেহ কেন আরে রে পাপিনি? ১৮
কাহার তনয় আমি, বল সত্য করি'।
উত্তর না দিল তা'থে তারকা সুন্দরী।। ১৯।।
তবে ব্রহ্মা ডাক দিয়া তারাকে আনিল।
পীরিতি-বচনে ব্রহ্মা তাহারে পুছিল।। ২০।।
লাজে হেঁট-মাথা করি' বলে ধীরে ধীরে।
'চন্দ্রের কুমার, দেব, কহিল তোমারে।।' ২১।।
তবে ব্রহ্মা 'বুধ'-নাম রাখিল তাহার।
ধরিয়া আনিল চন্দ্র আপন-কুমার।। ২২।।
তারা লঞা বৃহস্পতি গেলা নিজ-ঘরে।
ব্রহ্মা-আদি দেব গেলা নিজ নিজ পুরে।। ২৩।।

শ্রীপুরূরবার জন্ম-বৃত্তান্ত ও বংশাবলী

পুরূরবা জনমিল বুধের তনয়।
ইলার উদরে জনমিল মহাশয়।। ২৪।।
তা'র রূপ-গুণ শুনি' উর্ব্বশী-সুন্দরী।
মিত্রাবরুণের শাপে নারীরূপ ধরি'।। ২৫।।
পুরূরবা ভজিল ইন্দ্রের বিদ্যাধরী।
না কহিলুঁ কথা কিছু সে সব বিস্তারি'।। ২৬।।
ছয়পুত্র জনমিল উর্ব্বশী-উদরে।
'আয়ু', 'শ্রুতায়ু' তা'র জ্যেষ্ঠ নাম ধরে।। ২৭।।
রয়, বিজয়, জয়, সত্যায়ু প্রধানে।
বিজয়পুত্রের বংশ কহিয়ে এখনে।। ২৮।।
জন্মিল 'কাঞ্চন'-নামে বিজয় তনয়।
'হোত্রক' তাহার পুত্র হৈল মহাশয়।। ২৯।।
হোত্রকের পুত্র 'জহ্নু' বিদিত ভুবনে।
গণ্ডূষ করিয়া যিঁহ কৈল গঙ্গা-পানে।। ৩০।।
জহ্নু'র তনয় 'পুরু' পুরুষ-প্রধান।
'বলাক' তনয় তা'র মহাবলবান্।। ৩১।।
'অজক' তনয় তা'র, 'কুশ' তা'র সুত।
তা'র পুত্র 'কুশাম্বু' মহাবলযুত।। ৩২।।
'বসু'-নামে তা'র পুত্র কুশনাভানুজ।
'গাধি'-নামে তা'র পুত্র হৈল মহারাজ।। ৩৩।।

ঋচীক মুনিকে গাধিরাজের কন্যাদান

তা'র কন্যা জনমিল 'সত্যবতী'-নামে।
আসিয়া ঋচীকমুনি মাগিল আপনে।। ৩৪।।
দেখিয়া কুৎসিৎ বর গাধি নরেশ্বর।
ঋচীকের তরে তবে দিলেন উত্তর।। ৩৫।।
"সহস্রেক ঘোড়া শুক্লবর্ণ, শ্যামকর্ণ।
আনিয়া দিবারে যদি পার তপোধন।। ৩৬।।
তবে তুমি কন্যা সত্যবতী বিভা কর।
এ বোল বুঝিয়া তুমি শীঘ্র করি' চল।।" ৩৭।।
চিন্তিয়া ঋচীকমুনি বিচারিল মনে।
মাগিল সহস্র ঘোড়া বরুণের স্থানে।। ৩৮।।
সেইরূপ বেশে ঘোড়া দিল জলধরে।
ঘোড়া আনি' দিল মুনি রাজার গোচরে।। ৩৯।।
তবে রাজা কন্যা বিভা দিল শুভক্ষণে।
সত্যবতী লঞা মুনি গেলা তপোবনে।। ৪০।।

ঋচীক-মুনির পুত্রলাভার্থ যজ্ঞানুষ্ঠান

অপুত্রক গাধি-রাজা, পুত্র নাহি হয়।
ডাক দিয়া ঋচীকে আনিল মহাশয়।। ৪১।।
পুত্রকামে মায়ে-ঝিয়ে মুনি আরাধিল।
পুত্রের কারণে মুনি পুত্রযজ্ঞ কৈল।। ৪২।।
দুই মন্ত্রে দুই চরু সাধিয়া বিধানে।
স্নান করিবারে মুনি চলিলা আপনে।। ৪৩।।

সত্যবতীর হঠকারিতার কুফল

হেনকালে সত্যবতী কোন কর্ম্ম করে।
আপনার চরু সেহ দিল জননীরে।। ৪৪।।

শ্রেষ্ঠ চরু আপনার বুঝি' অনুমানে।
প্রেমভাবে দিল চরু মায়ের কারণে।। ৪৫।।
আপনে মায়ের চরু করিল ভক্ষণ।
হেনকালে মহামুনি কৈল আগমন।। ৪৬।।
দেখিয়া দুহার কর্ম্ম মুনি যোগেশ্বর।
ডাকিয়া ভার্য্যাকে আনি' ভর্ৎসিল বিস্তর।। ৪৭।।
"কি কারণে দুষ্ট কর্ম্ম কৈলে এত বড়?
জন্মিব তোমার পুত্র মহাভয়ঙ্কর।। ৪৮।।
শান্ত, দান্ত ব্রাহ্মণ তোমার হৈব ভাই।
দৈবের নির্বন্ধ কর্ম্ম কেমতে ঘুচাই?" ৪৯
এ বোল শুনিঞা কন্যা ভয় পাঞা মনে।
পতিরে সাধিল তাঁ'র ধরিয়া চরণে।। ৫০।।
"ভয়ঙ্কর পুত্র মোর নহুক উদরে।"
এ বোল শুনিঞা বর দিল যোগেশ্বরে।। ৫১।।
পৌত্র ভয়ঙ্কর হৈব, কুমার ব্রাহ্মণ।
'জমদগ্নি' পুত্র তবে হৈলা উৎপন্ন।। ৫২।।

ঋচীক পুত্র জমদগ্নি ও তৎপুত্র পরশুরাম

ঋচীকের পুত্র জমদগ্নি তপোধনে।
সত্যবতী-গর্ব্ভে জন্ম লভিলা আপনে।। ৫৩।।
জমদগ্নি বিভা কৈল রেণুকা-সুন্দরী।
তা'র পঞ্চ পুত্র জনমিল মহাবলী।। ৫৪।।
কনিষ্ঠ পরশুরাম বিষ্ণু-অবতার।
নিঃক্ষত্রিয় কৈলা পৃথ্বী তিন-সপ্তবার।। ৫৫।।
যেরূপে ক্ষত্রিয়-নাশ কৈল মহাবীর।
তা'র কথা কহি, শুন নৃপতি সুধীর।। ৫৬।।

কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের কাহিনী

হৈহয়বংশের রাজা 'কার্ত্তবীর্য্য'-নামে।
দত্ত-নারায়ণে তেঁহো কৈল আরাধনে।। ৫৭।।
তুষ্ট হঞা দত্ত-সহ সহস্রেক কর।
রিপুজয়, অব্যাহত-গতি, যশ, বল।। ৫৮।।
অণিমাদি অষ্টৈশ্বর্য্য, যোগেশ্বরগতি।
নারায়ণ-প্রসাদে লভিল নরপতি।। ৫৯।।
বর-দর্পে মদগর্ব বাঢ়িল তাহার।
দিব্য-নারী লঞা রাজা করয়ে বিহার।। ৬০।।
ভাটিবাঁকে রহে রাজা নর্মদার জলে।
দিব-নারীগণ লঞা জলক্রীড়া করে।। ৬১।।
হস্তে আচ্ছাদিয়া জল যখনে রহায়।
উজানে নদীর জল দু'কূল ভাসায়।। ৬২।।
তাহাতে শঙ্কর পূজে লঙ্কার রাবণ।
দিব্য-উপহারে করে শিব-আরাধন।। ৬৩।।
ফুল-ফল গেল তা'র জলেতে ভাসিয়া।
ক্রোধ করি' যুদ্ধ কৈল সত্বরে আসিয়া।। ৬৪।।
কার্তবীর্য্য হেলায় জিনিঞা বাহুবলে।
বান্ধিয়া রাবণে লঞা থুইল কারাগারে।। ৬৫।।
আসিয়া পুলস্ত্য-মুনি রাবণ উদ্ধারে।
হেন কার্তবীর্য্য-রাজা হৈল ক্ষিতিতলে।। ৬৬।।

কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন-দ্বারা জমদগ্নির ধেনু অপহৃত

এক দিন মৃগয়া করিতে গেলা বনে।
উত্তরিল জমদগ্নি-মুনির সদনে।। ৬৭।।
সসৈন্যে পূজিল মুনি আতিথ্য-বিধানে।
দিব্য-অন্ন-পান দিয়া করাইল ভোজনে।। ৬৮।।
রাজ-আভরণ দিল, বসন-ভূষণ।
রাজপুরী, রাজঘর, রাজ-সিংহাসন।। ৬৯।।
হবির্ধানী ধেনু তাঁ'র যোগবল ধরে।
প্রসবিয়া দিল সব রাজ-উপহারে।। ৭০।।
অতুল সম্পদ তাঁ'র দেখিয়া নৃপতি।
মনে মনে চিন্তে রাজা, কেমন যুগতি।। ৭১।।
হরিয়া মুনির ধেনু লৈল নিজঘরে।
শুনিঞা পরশুরাম জ্বলিল অন্তরে।। ৮২।।

শ্রীপরশুরামের দ্বারা কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের বিনাশ

ধরিয়া পরশু হস্তে মহা ধনু-শর।
পাছে রাম ধাইল, যেন দীপ্ত দিনকর।। ৭৩।।
পুর পরবেশ রাজা করে, হেন-কালে।
উত্তরিল ভৃগুবর পুরের দুয়ারে।। ৭৪।।

বাজিল তুমুল রণ অর্জ্জুনের সনে।
কার্তবীর্য্য যুদ্ধ কৈল সবল-বাহনে।। ৭৫।।
সপ্তদশ অক্ষৌহিণী সেনা ভয়ঙ্কর।
কাটিল সকল সেনা একা ভৃগুবর।। ৭৬।।
কোটি কোটি রথ, ঘোড়া পবন-সঞ্চার।
কোটি কোটি মহাগজ পর্ব্বত-আকার।। ৭৭।।
কোটি কোটি মহাবীর রণেতে প্রচণ্ড।
কাটিয়া রামের বাণে কৈলা খণ্ড খণ্ড।। ৭৮।।
কাটা গেল সব সৈন্য রণের ভিতরে।
রকতে বহিল নদী শত শত ধারে।। ৭৯।।
দেখিয়া অর্জুন-রাজা সৈন্যের বিনাশ।
ক্রোধ করি' ধাইল যেন সূর্য্য-পরকাশ।। ৮০।।
পাঁচ শত হাথে পাঁচ শত শরাসন।
পাঁচ শত হাথে শর দ্বীপ্ত হুতাশন।। ৮১।।
পাঁচ শত বাণ রাজা জোড়ে একবারে।
কাটিল সকল বাণ রাম এক শরে।। ৮২।।
গাছ, পর্ব্বত তা'রে মারিল পেলিয়া।
খণ্ড খণ্ড কৈলা রাম কুঠারে কাটিয়া।। ৮৩।।
সহস্রেক ভুজ তা'র কাটে একবারে।
তবে মাথা কাটিয়া পেলিল ভূমিতলে।। ৮৪।।
কার্তবীর্য্য কাটা গেল রণের ভিতরে।
অযুত তনয় তা'র পলাইল ডরে।। ৮৫।।
কার্তবীর্য্য হেন বীর কাটিল হেলায়।
সবৎস আনিঞা ধেনু পিতাকে ভেটায়।। ৮৬।।
অর্জুনে কাটিয়া রাম থুইল চমৎকার।
ত্রিভুবন যুড়িয়া রহিল যশ তা'র।। ৮৭।।

শ্রীপরশুরামকে জমদগ্নির উপদেশ

জমদগ্নি বলে তবে,—"শুন বাছা রাম।
অকারণে কৈলে তুমি এত বড় কাম।। ৮৮।।
সর্ব্বদেবময় রাজা সর্ব্বশাস্ত্রে কহে।
ব্রাহ্মণের যুদ্ধধর্ম্ম উচিত না হয়ে।। ৮৯।।
ক্ষমাশীল ব্রাহ্মণের নহিব বিকার।
ক্ষমায় সকল কর্ম্ম পারি সাধিবার।। ৯০।।
ক্ষমা কৈলে তুষ্ট হন প্রভু ভগবান্।
উচিত না হয় দ্বিজকুলে অভিমান।। ৯১।।
গুরু-দ্বিজ-বধসম রাজ-বধ ধরি।
তীর্থ-পর্য্যটনে, বাপু, চল শীঘ্র করি'।। ৯২।।
তীর্থ-সেবা করি' তুমি হরি-গুরু ভজ।
রাজবধ-পাপ, বাপু, এইমতে তেজ।।" ৯৩।।
বাপের বচন শুনি' রাম মহাবল।
তীর্থ করিবারে তবে চলিলা সত্বর।। ৯৪।।
বাপের আজ্ঞায় করি' তীর্থ-পর্য্যটন।
বৎসর পূরিলে রাম কৈলা আগমন।। ৯৫।।

পত্নী রেণুকার পাপদৃষ্টি ও তাঁহাকে বিনাশের জন্য জমদগ্নির পুত্রগণকে আদেশ

রেণুকা রামের মাতা পতিসেবা করে।
একদিন গেলা তিঁহো জল ভরিবারে।। ৯৬।।
দেখিল গন্ধর্ব্বরাজ 'চিত্রসেন'-নামে।
দেবীগণ লঞা ক্রীড়া করয়ে বিমানে।। ৯৭।।
স্ত্রী-স্বভাবে তাহাতে ক্ষণেক দিল চিত্ত।
হোমকাল মুনির বহিল আচম্বিত।। ৯৮।।
স্মঙরিয়া পাছে মনে হৈলা সচকিতা।
জল ভরি' শীঘ্র লঞা আইলা রাম-মাতা।। ৯৯।।
জল-ঘট থুই' দেবী ভয়েতে ব্যাকুলী।
রহিল মুনির আগে যোড় হাত করি'।। ১০০।।
দেখিয়া পত্নীর হেন দুষ্ট-ব্যবহার।
পুত্রগণ নিকটে ডাকিল আপনার।। ১০১।।
আজ্ঞা দিল,—"শির কাটি' পেলহ সত্বরে।"
বাপের বচন কেহ না করিল ডরে।। ১০২।।
বুঝিয়া বাপের চিত্ত রাম—ভৃগুবর।
দাঁড়াইল পিতা-আগে যুড়ি' দুই কর।। ১০৩।।
বাপে আজ্ঞা দিল,—"রাম বিলম্ব না কর।
সপুত্র মায়ের মাথা শীঘ্র কাটি' পেল।।" ১০৪।।

পিত্রাদেশে শ্রীপরশুরামের ভ্রাতৃগণসহ মাতৃহত্যা

বাপের বচনে রাম না কৈল বিলম্ব।
কাটিয়া মায়ের মাথা কৈলা দুই খণ্ড।। ১০৫।।

ভাইগণ কাটিল বাপের বিদ্যমানে।
শোক-দুঃখ কিছুই নহিল তাঁ'র মনে।। ১০৬।।
পুত্রের প্রভাব দেখি' মুনি যোগেশ্বর।
বলে,—"বর মাগ মাগ, রাম ভৃগুবর।। ১০৭।।
তোমা' হৈতে গুরুভক্তি লোকেতে প্রচার।
করিয়া সংকট-কর্ম্ম থুইলে চমৎকার।। ১০৮।।
বর মাগ, যে বর ইচ্ছহ ভৃগুপতি।
সেই বর দিব আমি, তপের শকতি।।" ১০৯।।

জমদগ্নির বরে তৎপত্নী ও পুত্রগণের পুনর্জীবন-লাভ

রাম বলে,—"সভে আমি মাগি এই বর।
জীউক আমার মাতা, ভাই সহোদর।। ১১০।।
তা'-সভা বধিল যেন নহে তা'র মনে।
এই বর মাগি, পিতা, তোমার চরণে।।" ১১১।।
তুষ্ট হঞা জমদগ্নি দিল সেই বর।
সেইক্ষণে জী'ল মাতা, ভাই সহোদর।। ১১২।।
এইরূপে বৈসে রাম বাপের আশ্রমে।
ভাইগণে লঞা বনে গেলা একদিনে।। ১১৩।।

অর্জ্জুন-পুত্রগণ দ্বারা জমদগ্নির হত্যা

অর্জ্জুনের অযুত তনয় দুরাচার।
নিরবধি চিন্তিল রামের অপকার।। ১১৪।।
শোকেতে ব্যাকুল তা'রা বাপের মরণে।
হেনকালে পশিল মুনির তপোবনে।। ১১৫।।
কাটিয়া মুনির মাথা নিল আচম্বিতে।
রেণুকা রামের মাতা লাগিলা কান্দিতে।। ১১৬।।
'রাম রাম' বলিয়া কান্দিল উচ্চস্বরে।
মায়ের ক্রন্দন রাম শুনে হেনকালে।। ১১৭।।
তুরিতে আসিয়া দেখে বাপের মরণ।
দুঃখশোকে ভাইগণ হৈলা অচেতন।। ১১৮।।

শ্রীপরশুরামের ২১ বার নিঃক্ষত্রিয়করণ

ভাইগণে সমর্পিয়া বাপের শরীর।
পরশু ধরিয়া রাম ধায় মহাবীর।। ১১৯।।
বিক্রমের সীমা রাম, রণেতে প্রচণ্ড।
কাটিয়া সকল বীর কৈল খণ্ড খণ্ড।। ১২০।।
রিপুশির দিয়া মহাপর্ব্বত নির্ম্মিল।
ক্ষত্রিয়-রুধিরে শত শত নদী হৈল।। ১২১।।
মহাধনুর্ধর রাম—বিষ্ণু-অবতার।
নিঃক্ষত্রিয় কৈলা পৃথ্বী তিন-সপ্তবার।। ১২২।।

শ্রীপরশুরাম কর্ত্তৃক পিতার পুনর্জীবন-লাভ

হরিল পৃথ্বীর ভার পিতৃবধ-ছলে।
শোণিতে নির্ম্মিল নব হ্রদ থরে-থরে।। ১২৩।।
'স্যমন্তপঞ্চক'-নাম ক্ষেত্রের ধরিল।
মহাপুণ্যতীর্থ করি' জগতে স্থাপিল।। ১২৪।।
আনিঞা বাপের মাথা যুড়িল শরীরে।
বাপকে জীয়ায় রাম নিজ-যোগবলে।। ১২৫।।

শ্রীভার্গব-রামের যজ্ঞ দানক্রিয়া ও সুশাসন

ক্ষত্রিয় মারিয়া বশ কৈল মহীতল।
শত শত যজ্ঞ কৈল পৃথিবী-ভিতর।। ১২৬।।
আপনে আপনা' রাম পূজিল বিধানে।
সমস্ত পৃথিবী দান কৈল দ্বিজগণে।। ১২৭।।
পুরুষ-পুরাণ রাম কমললোচন।
বিক্রমে কেশরী, রিপুদল-বিনাশন।। ১২৮।।
প্রচণ্ড কোদণ্ড ধরে, দুরন্ত কুঠার।
ক্ষত্রিয়ে বধিতে হরি রাম-অবতার।। ১২৯।।
ক্ষত্রিয় বধিয়া রহে মহেন্দ্র-পর্ব্বতে।
গন্ধর্ব-কিন্নরে স্তুতি করয়ে সাক্ষাতে।। ১৩০।।
কলিযুগ খণ্ডিলে দিবেন দরশনে।
বেদশাস্ত্র পরচার করিব আপনে।। ১৩১।।
কহিল পরশুরাম-চরিত্র ব্যাখ্যান।
সর্ব্বভূতপতি রাম পুরুষ-প্রধান।।" ১৩২।।
ভৃগুরাম-চরিত্র শুন অমৃতের বাণী।
ভাগবত-আচার্য্যের প্রেমতরঙ্গিণী।। ১৩৩।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে নবমস্কন্ধে কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী-সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।। ৭।।

অষ্টম অধ্যায়

বিশ্বমিত্রের শতপুত্র-উৎপত্তি

(ধানসী-রাগ)

"গাধি-রাজার কন্যা নামেতে 'সত্যবতী'।
বর্ণিল তাহার বংশে রাম ভৃগুপতি।। ১।।
জনমিল মহাতেজা গাধির কুমার।
'বিশ্বামিত্র'-নাম যা'র বিদিত সংসার।। ২।।
তপের প্রভাবে বিপ্র হৈলা মহাশয়।
তা'র ঘরে জনমিল শতেক তনয়।। ৩।।
বিশ্বামিত্র-বংশ-কথা রহিল এই হৈতে।
বিস্তার করিয়া তাহা না পারি বর্ণিতে।। ৪।।
বুধের কুমার হৈল 'পুরূরবা'-নাম।
তার ছয় পুত্র জনমিল বলবান্।। ৫।।

পুরূরবার পুত্র আয়ুর বংশাবলী

জ্যেষ্ঠ-পুত্র 'আয়ু' নামে পুত্রের প্রধান।
তা'র বংশ কহি, রাজা, কর অবধান।। ৬।।
জনমিল তা'র পাঁচ পুত্র মহামতি।
সভার প্রধান তা'র নহুষ-নৃপতি।। ৭।।
'ক্ষত্রবৃদ্ধ', 'রজি', 'রাভ' তিন পুত্র হৈল।
'অনেনা' তনয় তা'র কনিষ্ঠ আছিল।। ৮।।
ক্ষত্রবৃদ্ধ-বংশ কথা কি কহিতে পারি ?
যাঁ'র বংশে অবতার কৈলা ধন্বন্তরি।। ৯।।
যাঁ'র নামে জীবের সকল রোগ হরে।
বিষ্ণু-অংশে ধন্বন্তরি বিদিত সংসারে।। ১০।।
যাঁ'র বংশে শৌনকাদি মুনির উৎপত্তি।
যাঁ'র বংশে জনমিল অলর্ক নরপতি।। ১১।।
রাজ্য-ভোগ কৈল ষষ্টিসহস্র বৎসর।
সপ্তদ্বীপ ক্ষিতিতলে এক দণ্ডধর।। ১২।।
এইরূপে কত কত হইল নৃপতি।
কহিব রজির বংশ, শুন মহামতি।। ১৩।।

মহারাজ রজির ইন্দ্রত্বলাভ

রজি-সম রাজা নাহি হয় ক্ষিতিতলে।
যাহার প্রসাদে স্বর্গ পাইল পুরন্দরে।। ১৪।।
দেবাসুরে যুদ্ধ কৈল দেবের ভুবনে।
দেবে যুদ্ধে হারিল জিনিল দৈত্যগণে।। ১৫।।
রজি-রাজা ভজিয়া নিলেন পুরন্দরে।
জিনিলা অসুর-দল নিজ-বাহুবলে।। ১৬।।
অসুরে জিনিঞা ইন্দ্রে দিল ত্রিভুবন।
ইন্দ্রে ইন্দ্রপদ তবে কৈলা সমর্পণ।। ১৭।।
রজি-রাজা লইল ইন্দ্রের অধিকার।
এইরূপে রাজ্যভোগ কৈলা চিরকাল।। ১৮।।
তবে তনু তেজি' রাজা গেল বিষ্ণুপুরে।
পঞ্চশত পুত্র তা'র হৈল মহাবলে।। ১৯।।

রজিবংশের বিনাশ

ধরিয়া বাপের দায়—ইন্দ্র-অধিকারে।
দেবগণ-সহ তা'রা স্বর্গ ভোগ করে।। ২০।।
এইরূপে স্বর্গভোগ করে কথোকাল।
বৃহস্পতি তবে তা'র চিন্তিল প্রকার।। ২১।।
যজ্ঞ করি' তা-সভার করে মতিভঙ্গে।
ধর্ম্মপথ তেজি' তা'রা চলিল কুসঙ্গে।। ২২।।
তবে ইন্দ্র পঞ্চশত বধিল কুমার।
দেবগণ লঞা স্বর্গে করে অধিকার।। ২৩।।
এইরূপে হৈলা রজি-বংশের বিনাশ।
নহুষ-বংশের কথা করিব প্রকাশ।। ২৪।।

নহুষের ছয় পুত্র-উৎপত্তি

নহুষের ছয় পুত্র বিদিত সংসারে।
'যতি' আর 'যযাতি', 'সংযাতি'-নাম ধরে।। ২৫।।
'আয়তি', 'বিয়তি' আর 'কৃতি' বলবান্।
নহুষের ছয় পুত্র আছিল প্রধান।। ২৬।।
জ্যেষ্ঠ পুত্র 'যতি' তেঁহো হরিপরায়ণ।
বাপে রাজ্য দিল, তা'থে না পাতিল মন।। ২৭।।
নহুষ আছিল রাজা স্বর্গ-অধিকারে।
দ্বিজশাপে হৈল তিঁহো সর্পকলেবরে।। ২৮।।
যযাতি করয়ে তবে রাজ্যের পালন।
চারিদিগে স্থাপিল কনিষ্ঠ ভাইগণ।। ২৯।।

শুক্রের দুহিতা তিঁহো কৈলা পরিণয়।
মহাসুখে রাজ্য-ভোগ করে মহাশয়।।" ৩০।।
এ বোল শুনিঞা রাজা ভাবিল বিস্ময়।
"কেন দ্বিজকন্যা তিঁহ কৈলা পরিণয়?" ৩১
শুকমুনি বলে,—"রাজা, কহিব কারণে।
যেরূপে সম্বন্ধ হৈল ব্রাহ্মণের সনে।। ৩২।।

যযাতির ব্রাহ্মণ-কন্যা বিবাহের কারণ

'বৃষপর্ব্বা'-নামে রাজা দৈত্য-অধিকারী।
আছিল 'শর্ম্মিষ্ঠা'-নামে তাহার কুমারী।। ৩৩।।
একদিন গেলা কন্যা স্নান করিবারে।
সখিগণ লঞা সঙ্গে নিজ পরিবারে।। ৩৪।।
'দেবযানী'-নামে কন্যা শুক্রের আছিল।
সখীভাবে দুইজনে কৌতুকে চলিল।। ৩৫।।
তীরের উপরে পরিধান-বস্ত্র থুঞা।
জলকেলি করে তা'রা বিবসন হঞা।। ৩৬।।
বহুভাতি, বহুবিধ, বিবিধ খেলনে।
জলকেলি করে তা'রা যত সখীগণে।। ৩৭।।
হেনকালে মহাদেব কৈলা আগমন।
পার্ব্বতীর সহ করি' বৃষে আরোহণ।। ৩৮।।
শিব দেখি' সত্বরে উঠিল যত নারী।
যা'র যে যে বসন পরিল ত্বরাত্বরী।। ৩৯।।
না জানিঞা শর্ম্মিষ্ঠা করিল কোন কাম।
দেবযানীর বস্ত্র কৈল অঙ্গে পরিধান।। ৪০।।
তবে দেবযানী কোপে জ্বলিল অন্তরে।
ক্রোধ করি' দিল গালি কম্পিত-অধরে।। ৪১।।
"দেখ দেখ আরে রে, পাপিনী উনমতি।
দাসী-জাতি তুঞি ছার, কি তোর শকতি? ৪২
কেন বেটি, করিস্ তুই এত অহঙ্কার?
আমার বসনে তোর কিবা অধিকার? ৪৩
সহজেই ব্রাহ্মণের দাস শূদ্রজাতি।
করিবে বিপ্রের সেবা সভে দিন-রাতি।। ৪৪।।
ব্রাহ্মণের অবশেষ করিব আহার।
কুক্কুরের সবে যেন পিণ্ডে অধিকার।। ৪৫।।
তপোবলে রাখে সৃষ্টি ব্রাহ্মণশকতি।
ব্রাহ্মণ-প্রসাদে সৃষ্টি করে প্রজাপতি।। ৪৬।।
দ্বিজমুখে বেদপথ, ধর্ম্মের প্রচার।
ইন্দ্র-আদি দেব যা'রে করে নমস্কার।। ৪৭।।
আপনে প্রণাম যাঁ'রে করে ভগবান্।
হেন দ্বিজকুলে বেটি, তোর অবজ্ঞান? ৪৮
ভৃগুবংশে-জাত আমি, শুক্র-হেন পিতা।
শূদ্রের অধম তুঞি, অসুরদুহিতা।। ৪৯।।
তুঞি ছার কৈলি মোর এত অপকার?
করিমু ইহার শাস্তি, রহ কথোকাল।।" ৫০।।
এ বোল শুনিঞা বলে শর্ম্মিষ্ঠা কুমারী।
"আরে দ্বিচারিণি, তুই কেন দিলি গালি? ৫১
সহজে ব্রাহ্মণ-জাতি ভিক্ষা মাগি' খায়।
কুক্কুর-সমান গৃহস্থের মুখ চায়।। ৫২।।
যা'র ভাত খাঞা তুঞি জীস্ এতকাল।
তা'রে মন্দ বলিতে তোহোর অহঙ্কার!! ৫৩
মুঞি শাস্তি করিলে রাখিব কা'র বাপে?
প্রতিকার করি' তোর, দেখহ প্রতাপে।।" ৫৪।।

কূপ হইতে দেবযানীর উদ্ধার

এ-রূপে দেবযানীরে ভর্ৎসিয়া বিস্তর।
ধরিয়া পেলিল তা'রে কূপের ভিতর।। ৫৫।।
শর্ম্মিষ্ঠা চলিয়া তবে গেলা নিজপুরে।
যযাতি মিলিল যথা হেন অবসরে।। ৫৬।।
মৃগয়া করিয়া রাজা বুলে বনে বনে।
তথা উত্তরিল গিয়া জলের কারণে।। ৫৭।।
বিবসনা কন্যা দেখি' কূপের ভিতরে।
কৃপায় তুলিল তা'রে ধরি' নিজ-করে।। ৫৮।।

বিবাহার্থ যযাতিকে দেবযানীর প্রার্থনা

তবে দেবযানী বলে,—"শুন নরেশ্বর।
পাণিগ্রহণ কৈলে মোরে দিয়া নিজকর।। ৫৯।।
তোমা' বিনে পতি আর নহিব আমার।
এ বোল বুঝিয়া তুমি করহ বেভার।। ৬০।।

বিধির ঘটনা কেবা করিব খণ্ডন?
দৈবযোগে তোমা' সনে হৈল দরশন।।" ৬১।।
এ বোল শুনিয়া রাজা ভাবিলা বিস্ময়।
নিজপুরে চলি' গেলা চিন্তিত-হৃদয়।। ৬২।।

দেবযানীর সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করে রাজা
বৃষপর্বার প্রতি শুক্রাচার্য্যের ক্রোধ

তবে দেবযানী গেলা আপন-ভবনে।
কহিল সকল কথা পিতা-বিদ্যমানে।। ৬৩।।
এ বোল শুনিঞা শুক্র বিস্মিত-হৃদয়।
অন্তরেতে ক্রোধ মুনি কৈলা অতিশয়।। ৬৪।।
"অসুরগণের আমি হই পুরোহিত।
আমারেই করে এত বড় অনুচিত?" ৬৫
এ বোল বলিয়া কন্যা লঞা ক্রোধ মনে।
তেজিয়া অসুরপুর চলিলা তখনে।। ৬৬।।
বৃষপর্বা শুনে তবে এ সব কাহিনী।
চরণে ধরিয়া তবে রাখে শুক্রমুনি।। ৬৭।।
শুক্র বলে,—"কভু আমি ক্রোধ নাহি করি।
কন্যার বচন আমি ছাড়িতে না পারি।। ৬৮।।
কন্যার বচন তুমি কর সমাধানে।
তবে সে রহিতে পারি তোমার বচনে।।" ৬৯।।
তবে বৃষপর্বা রাজা কোন কর্ম্ম করে।
দেবযানীর চরণ ধরিল দুই করে।। ৭০।।
দেবযানী বলে,—"রাজা, কহিব তোমারে।
বাপে মোরে বিভা লঞা দিব রাজঘরে।। ৭১।।
তোমার শর্ম্মিষ্ঠা কন্যা মোর দাসী হঞা।
করিব আমার সেবা দাসীগণ লঞা।। ৭২।।
তবে সে রহিতে পারি কহিলুঁ নিশ্চয়।
ভাবিয়া চিন্তিয়া তুমি দঢ়াহ হৃদয়।।" ৭৩।।
তা'র বাক্য দৈত্যরাজ কৈল অঙ্গীকার।
তবে শুক্র বাহুড়িয়া আইলা আরবার।। ৭৪।।
আনিল যযাতি-রাজা করি' শুভক্ষণে।
দেবযানী বিভা দিল যযাতির স্থানে।। ৭৫।।
শর্ম্মিষ্ঠা কুমারী তা'র দিল দাসী করি'।
তবে শুক্রমুনি বলে বোল দুই চারি।। ৭৬।।

যযাতির প্রতি শুক্রাচার্য্যের নির্দ্দেশ

"শর্ম্মিষ্ঠাকে কভু তুমি না নিহ শয়নে।
আমার কন্যার তুমি করিহ পালনে।।" ৭৭।।
অঙ্গীকার কৈলা রাজা মুনির বচনে।
আপনার রাজ্যে তবে চলিলা তখনে।। ৭৮।।

দেবযানী ও শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভে যযাতির পুত্রোৎপাদন

এইরূপে দেবযানী আছে কতকাল।
কথোদিন বই দুই জন্মিল কুমার।। ৭৯।।
শর্ম্মিষ্ঠা রাজার স্থানে কৈলা নিবেদন।
ভজিব তোমারে আমি অপত্য-কারণ।। ৮০।।
তবে রাজা যযাতি চিন্তিল মনে মনে।
শুক্রের বচন চিত্তে করে স্মঙরণে।। ৮১।।
"স্তিরিজাতি ভজিলে ছাড়িতে না জুয়ায়।
শুক্রের বচনে হৈব কেমনে উপায়?" ৮২
অদৃষ্ট মানিঞা তা'র পালিল বচন।
তিন পুত্র তা'র গর্ভে হৈল উৎপন্ন।। ৮৩।।
যদু আর তর্বসু লভিল দেবযানী।
শর্ম্মিষ্ঠার কহি এবে পুত্রের কাহিনী।। ৮৪।।
'দ্রুহ্যু', 'অনু', 'পুরু' নামে তিন পুত্র হৈল।
তা' দেখিয়া দেবযানী মনে ক্রোধ কৈল।। ৮৫।।

যযাতিকে শুক্রাচার্য্যের অভিশাপ প্রদান

ক্রোধ করি' গেলা দেবী বাপের মন্দিরে।
তাঁ'র পাছে যযাতি চলিল ধীরে ধীরে।। ৮৬।।
বিস্তর সাধিল তা'রে করিয়া বিনয়।
চরণে ধরিল তমু নহিল সদয়।। ৮৭।।
সেইমতে গেলা দেবী বাপ-বিদ্যমান।।
ক্রোধে শুক্র জ্বলিল, যেন দীপ্ত হুতাশন।। ৮৮।।
"ধিক্ ধিক্ আরে রাজা, পুরুষ-অধম।
এত বড় স্তিরিজিত, তুঞি দুষ্ট জন!! ৮৯

তোর দেহে কর গিয়া জরা পরবেশ।
তিলেকে হরয়ে যেন দিব্য রূপ, বেশ।।" ৯০।।

যযাতির জরা বিনিময়ের বরলাভ

তবে রাজা যযাতি চিন্তিল মনে মনে।
নিবেদন করে রাজা শুক্রের চরণে।। ৯১।।
"তৃপ্তি না হইল মোর কাম-ভোগ করি'।
তব দুহিতার প্রেম ছাড়িতে না পারি।। ৯২।।
আন দেহে করি যেন জরা আরোপণ।
এই আজ্ঞা কর মোর হইয়া প্রসন্ন।।" ৯৩।।
তবে এই বর তা'রে দিলা মুনিবরে।
দেবযানী লঞা রাজা গেলা নিজঘরে।। ৯৪।।

পুত্রচতুষ্টয়ের জরা-গ্রহণে অসম্মতি

জ্যেষ্ঠ পুত্র যদু তবে ডাক দিয়া আনে।
কহিল সকল কথা পুত্র-বিদ্যমানে।। ৯৫।।
"মোর জরা লঞা তুমি রহ কথোকাল।
তোমার যৌবন-দেহ আসুক আমার।।" ৯৬।।
এ বোল শুনিঞা যদু বলে কোন বাণী।
"কা'রে বলে সুখভোগ, কিছুই না জানি।। ৯৭।।
কামভোগ না করিয়া রহিব কেমনে?
না পারিব জরা আমি করিতে ধারণে।।" ৯৮।।
তবে ডাকি' আনিল তুর্বসু, দ্রুহ্যু, অনু।
তা-সভারে কহিল সকল, ধর্ম্মতনু।। ৯৯।।
তা'রা-সব একে একে দিলেন উত্তর।
"কেন হেন বাণী তুমি বল নরেশ্বর? ১০০
সুখ-ভোগ না করিব যৌবন-সময়।
জরা লঞা থাকিব, কাহার মনে লয়? ১০১
আমি-সব না পারিব পালিতে বচন।"
তবে রাজা চিন্তিয়া কথোক্ষণ।। ১০২।।
ডাক দিয়া 'পুরু'-নামে আনিল তনয়।
সভার কনিষ্ঠ সেহ, বুদ্ধি অতিশয়।। ১০৩।।
তা'রে কহে,—"মোর বাক্য করহ পালনে।
তুমি জানি, কর কর্ম্ম জ্যেষ্ঠের সমানে।। ১০৪।।
জরা লঞা তুমি, বাপ, রহ কথোকাল।
তোমার যৌবন লঞা করিব বিহার।।" ১০৫।।

কনিষ্ঠ পুত্র কর্ত্তৃক যযাতির জরা-গ্রহণ

এ বোল শুনিঞা তবে পুরু মহামতি।
কহিল বাপের আগে করিয়া মিনতি।। ১০৬।।
"পুত্র হৈতে দেখি সবে এই প্রয়োজন।
কায়-মন-বাক্যে পালে বাপের বচন।। ১০৭।।
চিন্তিতেই করে কর্ম্ম, সেই সে উত্তম।
বলিলে করয়ে কর্ম্ম, সেবক মধ্যম।। ১০৮।।
অসন্তোষে করে কর্ম্ম, অধম কেবল।
বলিতেহ না করে কেবল মূত্র-মল।।" ১০৯।।
এ বোল বলিয়া পুরু পাতি' দুই কর।
জরা লঞা বাপের চলিল নিজ ঘর।। ১১০।।

যযাতির নিজেকে ধিক্কার

তবে রাজা সুখ-ভোগ কৈল চিরকাল।
সপ্তদ্বীপ শাসিল, স্থাপিল অধিকার।। ১১১।।
নানা-যজ্ঞ-দান করি' ভজিল শ্রীহরি।
যোগেন্দ্র-বন্দিত-পদ-নিজ-চিত্তে ধরি'।। ১১২।।
নানারূপে সুখভোগ কৈল নিরন্তরে।
তনু ত' সন্তোষ তা'র নৈল কলেবরে।। ১১৩।।
তবে রাজা দেখিয়া আপন দুরাচার।
আপনার চিত্তে কৈল আপনে ধিক্কার।। ১১৪।।
দেবযানী ডাক দিয়া আনি' সন্নিধানে।
ছলে কিছু কহিল তাহার বিদ্যমানে।। ১১৫।।
"শুন দেবযানি, এক অপরূপ কথা।
কহিব তোমার আগে, না পাইহ ব্যথা।। ১১৬।।

যযাতির ছাগ-ছাগী উপাখ্যান-বর্ণন

এক মহাছাগল বেড়ায় বনে বনে।
এক ছাগী-সহ হৈল কূপে দরশনে।। ১১৭।।
ছাগী উদ্ধারিতে ছাগ নানা-যুক্তি করে।
অনেক যতন করি' তুলিল উপরে।। ১১৮।।

ছাগ দেখি' ছাগলীর হৈল অভিলাষ।
তা'র সহ চিরকাল কৈল গৃহবাস।। ১১৯।।
আর যত ছাগীগণ লঞা ছাগরাজ।
নিরন্তর ক্রীড়া করে ছাগলী-সমাজ।। ১২০।।
দৈবযোগে এক ছাগী আছিল প্রধানা।
কামভাবে ছাগলী হইল ভজমানা।। ১২১।।
তা'র সনে ছাগরাজ কৈল রতিভোগ।
বড় ছাগী তা দেখিয়া কৈল মহাকোপ।। ১২২।।
দুষ্ট-হেন নিজ পতি দেখিয়া তখনে।
দুঃখ পাঞা ছাগে ছাড়ি' গেলা নিজ-স্থানে।। ১২৩।।
লম্বদাড়ি, স্থূল, বলবান্, বৃদ্ধ ছাগ।
ছাড়িতে না পারে সেই ছাগী-অনুরাগ।। ১২৪।।
বক্‌বক্ বর্‌বর্ শবদ করিয়া।
পাছে পাছে যায় তা'র চরণে গোড়াঞা।। ১২৫।।
তমু কৃপা না করিল ছাগী দ্বিচারিণী।
চরণে ঠেলিয়া পতি পেলিল পাপিনী।। ১২৬।।
পূরবে আছিল ছাগী এক দ্বিজঘরে।
কহিল সকল কথা তাহার গোচরে।। ১২৭।।
ছাগীর বচন শুনি' দ্বিজ ক্রোধ কৈল।
কাটিয়া ছাগের অণ্ড বল হরি' নিল।। ১২৮।।
তবে ছাগ ব্রাহ্মণে শাস্তিল পায়ে ধরি'।
উপায় করিয়া বিপ্র বল রক্ষা করি'।। ১২৯।।
তবে সেই ছাগী লইয়া আইল আরবার।
তা'র সনে সুখ-ভোগ করে চিরকাল।। ১৩০।।
তমু তা'র সুখভোগে নহিল সন্তোষ।
সেইরূপ দুষ্ট জন, আমি মতিনাশ।। ১৩১।।
আপনা' না জানি আমি, হঞা বিমোহিত।
তোমার পীরিতিবশে সহজে বঞ্চিত।। ১৩২।।

শ্রীহরির আরাধনা ব্যতিত জড়-
ভোগে শান্তি হয় না

পৃথিবীর ধনধান্য, কনক, রতন।
পৃথিবীর যত নারী, কুঞ্জর, বাহন।। ১৩৩।।
সকল একত্র করি', করি উপভোগ।
তমু নাহি দেখি চিত্তে সন্তোষ-সংযোগ।। ১৩৪।।
কামভোগ-অভিলাষ না যায় খণ্ডন।
ঘৃত দিলে আর যেন বাঢ়ে হুতাশন।। ১৩৫।।
যাবৎ-গোবিন্দ-পদে নাহি হয় রতি।
যাবৎ সকল জীবে না হয় পীরিতি।। ১৩৬।।
তাবৎ জীবের কভু নহে প্রতিকার।
আমি সভে মায়ায় বঞ্চিত এতকাল।। ১৩৭।।
দন্ত-কেশ গলে, অঙ্গ গলয়ে সকল।
বুদ্ধি-বল টুটে, আশা বাঢ়ে নিরন্তর।। ১৩৮।।
জননী, ভগিনী, কিংবা দুহিতার সঙ্গ।
পণ্ডিতেহ তা'র সঙ্গে হয় মতিভঙ্গ।। ১৩৯।।
এত সুখ-ভোগ করি' এতেক বৎসর।
তবু মোর অভিলাষ বাঢ়ে নিরন্তর।। ১৪০।।
ছাড়িব সকল সুখ ভোগ-অভিলাষ।
ভজিমু গোবিন্দ-পদ, হৈব হরিদাস।। ১৪১।।
তেজিমু সকল দেহ-গেহ-অহঙ্কার।
বনে গিয়া মৃগ-সহে করিব বিহার।।" ১৪২।।

যযাতির স্ত্রীসহ বানপ্রস্থাবলম্বন
এবং শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম-লাভ

দেবযানী প্রবোধিল এত পরকারে।
'পুরু' পুত্রে রাজা কৈল নিজ অধিকারে।। ১৪৩।।
'দ্রুহ্যু'-নামে পুত্রে রাজা কৈল পূর্ব্বদিগে।
'যদু' পুত্রে স্থাপিল দক্ষিণ ভূমিভাগে।। ১৪৪।।
'তর্বসু'কে দিল রাজ্য পশ্চিম সকল।
'অনু' পুত্রে দিল আর যতেক উত্তর।। ১৪৫।।
চারি পুত্রে স্থাপিল পুরুর বশ করি'।
চলিল যযাতি রাজা রাজ্য পরিহরি'।। ১৪৬।।
পুরুকে যৌবন দিল নিজ জরা লই'।
চলিল যযাতি রাজা অবধূত হই'।। ১৪৭।।
ভক্তিভাবে হরিপদ করিয়া চিন্তন।
চলিল বৈকুণ্ঠে রাজা, ছুটিল বন্ধন।। ১৪৮।।

দেবযানী শুনিঞা এতেক ছলবাণী।
বুঝিল সকল কথা চিত্তে অনুমানি'।। ১৪৯।।
স্বপন-সমান যেন দেখিল সংসার।
তিলেকে ছাড়িল সব দেহ-অহঙ্কার।। ১৫০।।
কৃষ্ণে মন নিয়োজিয়া ছাড়িল জীবন।
কৃষ্ণপদে প্রবেশিল, ছুটিল বন্ধন।। ১৫১।।

রাজা ভরতের মহিমা

তবে রাজা, পুরু-বংশ কহিব বিস্তার।
সেই পুরু-বংশে, বাপু, জনম তোমার।। ১৫২।।
যে বংশে ভরত রাজা হৈলা উপাদান।
যা'র মাতা মহা-সতী 'শকুন্তলা'-নাম।। ১৫৩।।
দুষ্মন্ত যাহার পিতা জগতে বিদিত।
ভরত নৃপতি-সিংহ ভুবনে পূজিত।। ১৫৪।।
বিষ্ণু-অংশে অবতার, শুদ্ধ সত্ত্বময়।
বিক্রমে কেশরী রাজা, প্রসন্ন-হৃদয়।। ১৫৫।।
পর্ব্বত-সমান স্থির, সাগর-গম্ভীর।
সূর্য্য-সম প্রতাপ, প্রসন্ন যেন নীর।। ১৫৬।।
ভরত রাজার যশ গায় ত্রিভুবনে।
যা'র বংশে রন্তিদেব হৈল উপাদানে।। ১৫৭।।

দাতাশিরোমণি রন্তিদেবের উপাখ্যান

রন্তিদেব-চরিত্র কহিব পুণ্য-কথা।
রন্তিদেব-সম নাহি ত্রিভুবনে দাতা।। ১৫৮।।
সপ্তদ্বীপ-ক্ষিতিতলে যা'র অধিকার।
তবু যা'র অবশেষে না রহে আহার।। ১৫৯।।
যত যত ধন, দ্রব্য হয় উপসন্ন।
কিছু তা'র অবশেষে না করে রক্ষণ।। ১৬০।।
অষ্ট দিন অধিক চল্লিশ দিন ধরি'।
সবংশে রহিল রাজা উপবাস করি'।। ১৬১।।
দিতে দিতে অবশেষে না রহে তাহার।
এই-সে কারণে কিছু না করে আহার।। ১৬২।।
পারণা দিবসে তা'র মেলি' বন্ধুগণে।
ঘৃত, দুগ্ধ, পরমান্ন আনিল যতনে।। ১৬৩।।

রন্তিদেবকে দেবগণের পরীক্ষা

ভোজন করিতে রাজা হইল উপসন্ন।
হেনকালে আইলা এক ক্ষুধিত ব্রাহ্মণ।। ১৬৪।।
আদরে পূজিয়া দ্বিজে, ভোজন করাই'।
পারণা করিব তবে বন্ধুগণ লই'।। ১৬৫।।
হেন-কালে আইল এক দুর্গত বৃষলে।
'অন্ন দেহ, অন্ন দেহ' উচ্চস্বরে বলে।। ১৬৬।।
বড় দুঃখ পাইল তা'র কাতর বচনে।
অবশেষ অন্ন দিয়া করাইল ভোজনে।। ১৬৭।।
ভোজন করিয়া শূদ্র যায় কথোদূর।
ডাকিয়া বলিল এক চণ্ডাল নিষ্ঠুর।। ১৬৮।।
"অতিশয় ক্ষুধায় শরীর মোর দহে।
দুঃখিত কুক্কুরগণ আছে মোর সহে।। ১৬৯।।
তোমার সাক্ষাতে আমি হৈলুঁ উপসন্নে।
গণসহে মোরে অন্ন দেহ এইক্ষণে।।" ১৭০।।
দুঃখবাণী শুনি' রাজা বড় দুঃখ পাইল।
যত কিছু আছিল সকল তা'রে দিল।। ১৭১।।
একজন পিয়ে হেন অবশেষ জল।
সভে এই রহি' গেল রাজার গোচর।। ১৭২।।
হেন-কালে আইল এক দুঃখিত চামার।
কহে,—'জল দিয়া রাখ জীবন আমার।।' ১৭৩।।
করুণ বচনে পাই' দুঃখ অতিশয়।
সেই জল দিল তা'রে প্রসন্ন হৃদয়।। ১৭৪।।

জীবের মঙ্গল-নিমিত্ত রন্তিদেবের প্রার্থনা

তবে রাজা নিবেদিল কৃষ্ণের চরণে।
"সকল সম্পদে মোর নাহি প্রয়োজনে।। ১৭৫।।
অষ্টসিদ্ধি, অষ্টনিধি নহুক আমার।
মোক্ষ-পদ নাহি মাগি চরণে তোমার।। ১৭৬।।
সকল জীবের দুঃখে মুঞি হও দুঃখী।
তোমার কৃপায় সর্ব্বলোক হৌক সুখী।। ১৭৭।।
এই বর মাগো সভে তোমার চরণে।
সর্ব্বলোক সুখী হৌক এই জলপানে।।" ১৭৮।।

এ বোল বলিয়া রাজা রহিল ধেয়ানে।
ইন্দ্র আদি-দেবগণ দিলা দরশনে।। ১৭৯।।
ইন্দ্র বলে,—'আমি সব নানা মায়া করি'।
তোমা' পরীক্ষিলুঁ, রাজা নানা-মূর্ত্তি ধরি'।। ১৮০।।
তবে রাজা দেবগণে কৈলা নমস্কার।
করযোড় করিয়া মাগিলা পরিহার।। ১৮১।।
কৃষ্ণ-আলম্বন চিত্তে কৈলা দৃঢ়মতে।
হেন রন্তিদেব রাজা আছিল জগতে।। ১৮২।।

পুরুবংশের কাহিনী

সেই পুরুবংশে দ্রুপদের উতপতি।
'দ্রৌপদী' যাহার কন্যা নামে মহা সতী।। ১৮৩।।
ধৃষ্টদ্যুম্ন-আদি যা'র পুত্র বলবান্।
হেন রাজা দ্রুপদ যাহাতে উপাদান।। ১৮৪।।
কৃপাচার্য্য হৈল যাহে মহাধনুর্ধর।
হেন পুরুবংশ, বাপু মহিম-সাগর।। ১৮৫।।
এই বংশে শিশুপাল হৈল উৎপন্ন।
এই বংশে জরাসন্ধ রাজার জনম।। ১৮৬।।
এই বংশে জনমিল শান্তনু নৃপতি।
একচক্রে শাসিল সকল বসুমতী।। ১৮৭।।
গঙ্গাদেবী যাঁ'র পত্নী পতিতপাবনী।
ভীষ্ম হেন পুত্র যাঁ'র নরলোক-মণি।। ১৮৮।।
যা'র পত্নী সত্যবতী, দাসের দুহিতা।
চিত্রাঙ্গদ, বিচিত্রবীর্য্যের জন্ম যথা।। ১৮৯।।
সেই সত্যবতী-গর্ভে জনমিল ব্যাস।
যাহা হৈতে জগতে সকল পরকাশ।। ১৯০।।
চিত্রাঙ্গদ পুত্র গত হৈলা কথোকালে।
বিচিত্রবীর্য্যের কথা কহিব তোমারে।। ১৯১।।
বিচিত্রবীর্য্যের দুই আছিল বনিতা।
অম্বা, অম্বালিকা কাশীরাজার দুহিতা।। ১৯২।।
তা'-সভার সঙ্গে রাজা রহে সর্ব্বক্ষণ।
যক্ষ্মা-কাস হঞা তিঁহো মৈল তে-কারণ।। ১৯৩।।
সত্যবতী-কারণে ব্যাসের আগমন।
ব্যাসদেব তিন পুত্র কৈল উৎপন্ন।। ১৯৪।।

ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর কাহিনী

ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু আর বিদুর সুধীর।
তিন পুত্র ক্ষিতিতলে হৈল মহাবীর।। ১৯৫।।
ধৃতরাষ্ট্রের শত পুত্র হৈল মহাবল।
গান্ধারী-উদরে এক শত ধনুর্ধর।। ১৯৬।।
জ্যেষ্ঠ পুত্র দুর্য্যোধন বিদিত সংসারে।
জনমিঞা দুষ্ট কর্ম্ম কৈল দুরাচারে।। ১৯৭।।
মৃগয়া করিতে পাণ্ডু, ঋষিতে শাপিল।
তে-কারণে নারী-সম্ভাষণে সে বর্জ্জিল।। ১৯৮।।

পাণ্ডব-বংশ-বিবরণ

ধর্ম্ম হৈতে জনমিল রাজা যুধিষ্ঠির।
বায়ু হৈতে জনমিল ভীম মহাবীর।। ১৯৯।।
ইন্দ্র হৈতে অর্জ্জুন-বীরের উপাদান।
তিন পুত্র কুন্তীগর্ভে হৈল বলবান্।। ২০০।।
সহদেব, নকুল মাদ্রীর গর্ভে হৈল।
অশ্বিনীকুমার আসি' তা'র জন্মদিল।। ২০১।।
অর্জ্জুনের পুত্র হৈল সুভদ্রা-উদরে।
'অভিমন্যু' তা'র নাম বিদিত সংসারে।। ২০২।।
তা'র পুত্র তুমি, বাপু, পুরুষ-রতন।
উত্তরার গর্ভে তুমি লভিলে জনম।। ২০৩।।
অশ্বত্থামা-ব্রহ্ম-অস্ত্র ফেলিল উদরে।
চক্রে অস্ত্র কাটিয়া রাখিল গদাধরে।। ২০৪।।
জন্মেজয়-আদি করি' তনয় তোমার।
সর্পযজ্ঞ করি' সর্প করিব সংহার।। ২০৫।।
পুরুবংশ-সমুদ্র করিয়া আদি-অন্ত।
কহিল সংক্ষেপে কিছু শকতি-পর্য্যন্ত।।" ২০৬।।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস-বাণী।
যা'র গুরু গদাধর ধীর-শিরোমণি।। ২০৭।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে নবমস্কন্ধে কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী-অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।। ৮।।

নবম অধ্যায়

যযাতি বংশ-কথন

(বসন্ত-রাগ)

"এবে রাজা, শুন কিছু, যে কহিয়ে আর।
অনু-বংশে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ-বিস্তার।। ১।।
দ্রুহ্য-বংশে জনমিল ম্লেচ্ছ-অধিপতি।
পাপিগণ তা'রা সব, উত্তরে বসতি।। ২।।
তুর্বসুর বংশ ক্ষীণ হৈল কথোকালে।
পুরুবংশে মিলিয়া রহিল নিরন্তরে।। ৩।।

শ্রীযদু-বংশ-কথা

এখনে কহিব যদুবংশের বিস্তার।
পূর্ণ-ব্রহ্ম কৃষ্ণ যা'থে কৈলা অবতার।। ৪।।
যদুবংশ-চরিত্র—পবিত্র পুণ্যগাথা।
যদুবংশে কহিব কেবল কৃষ্ণকথা।। ৫।।
শুনিলে দুরিত হরে, দুঃখ বিমোচন।
যদুবংশ-গুণ-গাথা পরম পাবন।। ৬।।
যদুর জন্মিল পঞ্চ পুত্র মতিমান্।
তাহাতে প্রধান পুত্র 'শতজিৎ' নাম।। ৭।।
তা'র চারি পুত্র, জ্যেষ্ঠ 'হৈহয়' কুমার।
তা'র পুত্র 'নেত্র', 'কুন্তি' তনয় তাহার।। ৮।।
তা'র পুত্র 'সোহঞ্জি' আছিল মহাবীর।
'ভদ্রসেন' তা'র পুত্র, জ্ঞানে মহাধীর।। ৯।।
'দুর্মদ' কুমার তা'র 'ধনক' তনয়।
তা'র পুত্র 'কৃতবীর্য্য' রাজা মহাশয়।। ১০।।
'অর্জ্জুন' কুমার তা'র সপ্তদ্বীপেশ্বর।
'কার্তবীর্য্য-অর্জুন' নৃপতি মহাবল।। ১১।।
কার্তবীর্য্য-সম রাজা নহিব, না ছিল।
যাহার নির্ম্মল যশে জগৎ পূরিল।। ১২।।
পঁচাশী সহস্র ধরি' বৎসর-প্রমাণ।
রাজ্যভোগ কৈল রাজা মহাবলবান্।। ১৩।।
তা'র এক সহস্র তনয় জনমিল।
পঞ্চ পুত্র সভে তা'র যুদ্ধে উতরিল।। ১৪।।
পরশুরামের যুদ্ধে মৈল পুত্রগণ।
পঞ্চ পুত্র জী'ল তা'র বংশের কারণ।। ১৫।।
তা'র জ্যেষ্ঠ পুত্র 'জয়ধ্বজ' মহাবল।
তা'র পুত্র 'তালজঙ্ঘ' মহাধনুর্দ্ধর।। ১৬।।
'মধু' নামে এক পুত্র আছিল তাহার।
জনমিল একশত মধুর কুমার।। ১৭।।
'মধু'-নামে মাধব, যাদব 'যদু'-নামে।
'বৃষ্ণি'-নামে জানি বৃষ্ণিবংশের কারণে।। ১৮।।
শশবিন্দু রাজা হৈল বংশের প্রধান।
নহিল, নহিব রাজা তাহার সমান।। ১৯।।
শশবিন্দু চক্রবর্ত্তী সপ্তদ্বীপেশ্বর।
এক চক্রে ক্ষিতিতল শাসিল সকল।। ২০।।
দশ সহস্র পত্নী আছিল তাহার।
জনমিল দশ লক্ষ সহস্র কুমার।। ২১।।
ছয় পুত্র প্রধান তাহাতে জনমিল।
তা'-সভার পুত্র-পৌত্রে পৃথিবী পূরিল।। ২২।।
এই বংশে বিদর্ভ-রাজার উতপতি।
যাঁ'র কন্যা 'রুক্মিণী' কমলা গুণবতী।। ২৩।।
এই বংশে 'সত্রাজিৎ-প্রসেন'-জনম।
এই বংশে 'যুযুধান' হৈল উৎপন্ন।। ২৪।।
'সাত্যকি', 'উদ্ধব' এই বংশে জনমিল।
'কৃতবর্মা', 'অক্রুর' যাহাতে উপজিল।। ২৫।।
যদুবংশে জনমিল 'অন্ধক'-নৃপতি।
'আহুক' তনয় তা'র হৈল মহামতি।। ২৬।।
আহুকের দুই পুত্র বিদিত সংসারে।
'উগ্রসেন' কনিষ্ঠ, 'দেবক' জ্যেষ্ঠ আরে।। ২৭।।
দেবকের চারি পুত্র, সপ্ত কন্যা হৈল।
সভার কনিষ্ঠা তা'র 'দেবকী' আছিল।। ২৮।।
'বসুদেব' কৈলা সাত কন্যা পরিণয়।
উগ্রসেন-ঘরে নব জন্মিল তনয়।। ২৯।।
জ্যেষ্ঠ পুত্র 'কংস' তাহে' জগতে বিদিত।
যা'র ভয়ে সুরাসুর, ধরণী কম্পিত।। ৩০।।
এই যদুবংশে 'বসুদেবে'র জনম।
যাঁ'র ঘরে অবতার কৈলা নারায়ণ।। ৩১।।
যাঁ'র জন্মকালে হৈল দুন্দুভি-বাজন।
সুরগণ কৈল যাহে পুষ্প-বরিষণ।। ৩২।।

সপ্ত পুত্র জনমিল দৈবকী-উদরে।
'কীর্ত্তিমন্ত'-আদি করি' বিদিত সংসারে।। ৩৩।।

যাদবকুলপতি শ্রীকৃষ্ণের মহিমা

অষ্টমে আপনে হরি কৈলা অবতার।
ক্ষিতিতলে কৈলা দুষ্ট দৈত্যের সংহার।। ৩৪।।
অধর্ম্ম খণ্ডাই' ধর্ম্ম করিল স্থাপন।
দুষ্ট বিনাশিয়া শিষ্ট করিল পালন।। ৩৫।।
অজ হঞা জনমিলা এই সে কারণে।
কর্ত্তা নহে, কর্ম্ম কৈলা ব্রহ্মার বচনে।। ৩৬।।
লোকপরিত্রাণ-হেতু থুইলা যশভার।
যাঁ'র কর্ম্মে রহিল দেবের চমৎকার।। ৩৭।।
যাঁ'র পুণ্য-যশ-জলে করিয়া মজ্জন।
কর্ণ-পথে করে জীব ভব-বিমোচন।। ৩৮।।
গোপকুলে বৃন্দাবনে করি' বালকেলি।
মধুপুরে মল্লযুদ্ধ কৈলা বনমালী।। ৩৯।।
বিবিধ বিনোদ করি' দ্বারকা-ভুবনে।
পৃথিবীর-গুরুভার হরিলা আপনে।। ৪০।।
ভ্রুভঙ্গে যদুকুল করিয়া বিনাশ।
ভক্তিযোগ উদ্ধবে করিয়া পরকাশ।। ৪১।।
বৈকুণ্ঠ-বিজয় তবে কৈলা গদাধর।
হেন যদুবংশ, রাজা, মহিম-সাগর।।" ৪২।।
শ্রীল-গদাধর জান, ধীর-শিরোমণি।
ভাগবত-আচার্য্যের প্রেমতরঙ্গিণী।। ৪৩।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে নবমস্কন্ধে কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী-নবমোঽধ্যায়ঃ।। ৯।।
ইতি নবমঃ স্কন্ধঃ সমাপ্তঃ।।

দশম স্কন্ধ

প্রথম অধ্যায়

মঙ্গলাচরণ

"নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ।।" ১।।
তং বেদশাস্ত্র-পরিনিষ্ঠিত-শুদ্ধবুদ্ধিং চর্ম্মাম্বরং শুকমুনীন্দ্রনুতং কবীন্দ্রম্।
কৃষ্ণত্বিষং কনকপিঙ্গ-জটাকলাপং ব্যাসং নমামি শিরসা তিলকং মুনীনাম্।। ২।।
শ্রীমদ্ভাগবতস্য পূর্ণদশমস্কন্ধ-প্রবন্ধং মুদা কুর্ব্বে সর্ব্বজনস্য চিত্ত-পরমপ্রেমপ্রদং প্রীতয়ে।
নত্বাভীরকিশোরমূর্ত্তিমমিতজ্যোতির্জ্জগন্মঙ্গলং ব্যাসং ব্যাসসুতঞ্চ সর্ব্বগুরুমালম্বে পরমানন্দদম্।। ৩।।
স চকাস্ত্বরুণাম্বুজলোচনো জলদপ্রতিমস্তড়িদম্বরঃ।
মুরলীতরলীকৃতগোপিকা-ভৃতসঙ্কলিতে মম মানসে।। ৪।।
শ্রীমদ্ভাগবতাচার্য্যৈঃ প্রেমভক্তিবিবৃদ্ধয়ে।
গীয়তে পরমানন্দং শ্রীগোবিন্দকথামৃতম্।। ৫।।

শ্রীগুরুবর্গের ও শ্রীনারায়ণের বন্দনা

(মল্লার-রাগ)

নমো নমো গুরুর চরণে নমস্কার।
যাঁহার কৃপায় খণ্ডে ভব-অন্ধকার।। ৬।।
নমো নমো গণপতি বিঘ্ন-বিনাশন।
নমো বেদব্যাস সত্যবতীর নন্দন।। ৭।।
নমো ব্যাসসুত শুক মহাযোগেশ্বর।
মুনীন্দ্র-বন্দিতপদ লীলা কলেবর।। ৮।।
শুকমুনি-চরণে মোহার পরণাম।
যাঁহার কৃপায় ভাগবত-উপাদান।। ৯।।
দেব-দ্বিজ-চরণে করিয়া পরণতি।
কৃষ্ণগুণ-পাঁচালি রচিব যথামতি।। ১০।।
নমো নমো নারায়ণ চরণে প্রণাম।।
ব্রহ্মাণ্ড-কোটির স্থিতি-প্রলয়-নিধান।। ১১।।
পুরুষ-পুরাণ হরি অনাদি-নিধন।
লীলা-অবতার করে ভকত-কারণ।। ১২।।
চরণ-পঙ্কজে তাঁ'র করিয়া প্রণাম।
কথাচ্ছলে 'ভাগবত' করিব ব্যাখ্যান।। ১৩।।

শ্রীকৃষ্ণ ও তদাবতারের জয়গান

জয় জয় নন্দসুত ব্রজকুলপতি।
জয় জয় যদুনাথ ত্রিভুবন-গতি।। ১৪।।
জয় জয় জগতনিবাস হৃষীকেশ।
জয় জয় ভক্তকুল-নলিনী-দীনেশ।। ১৫।।
জয় জয় ব্রহ্মাদি-বন্দিত পাদপদ্ম।
জয় জয় দিব্য-অবতার-নবসদ্ম।। ১৬।।
জয় জয় কমলা লালিত-পদদ্বন্দ্ব।
জয় জয় মুনীন্দ্র-মানস-সুখানন্দ।। ১৭।।
জয় জয় গুণনিধি, জয় দয়াময়।
জয় জয় ভকতবৎসল রসময়।। ১৮।।
জয় জয় যদুকুল-কমল-ভাস্কর।
জয় জয় রিপুদল-কঞ্জ-শশধর।। ১৯।।
জয় জয় মহাভয়-দুরিত-ভঞ্জন।
জয় জয় পরচণ্ড, পাষণ্ড-মর্দ্দন।। ২০।।
জয় জয় অসুর-কুঞ্জর-মহাসিংহ।
জয় জয় ব্রজবধূ-মুখপদ্ম-ভৃঙ্গ।। ২১।।
জয় জয় যোগেন্দ্র-মানস-পরমহংস।
জয় ভক্ত-ভবপথ-পরিশ্রম-ধ্বংস।। ২২।।
জয় জয় জগতমঙ্গল-গুণধাম।
জয় জয় শ্রুতিবাণী-অগোচর-নাম।। ২৩।।
জয় জয় জগত-নিবাস লক্ষ্মীকান্ত।
জয় জয় নিজজন-বৎসল মহান্ত।। ২৪।।
জয় জয় মহামৎস্য আদি-অবতার।
জয় কূর্ম্মরূপ ক্ষীর-জলধি-বিহার।। ২৫।।
জয় যজ্ঞ-অবতার বরাহ-মূরতি।
জয় দিব্য নরসিংহ অনন্তশকতি।। ২৬।।
জয় দিব্যপরাক্রম অদ্ভুত বামন।
জয় ভৃগুপতি ক্ষত্রিকুল-বিনাশন।। ২৭।।
জয় জয় রঘুপতি রাম-অবতার।
জয় হলধর রাম বিপক্ষ-বিদার।। ২৮।।
জয় বুদ্ধ-অবতার অসুর-মোহন।
জয় কল্কিরূপ ম্লেচ্ছকুল-বিনাশন।। ২৯।।

শ্রীজগন্নাথ ও শ্রীমহাপ্রভুর কৃপা-প্রার্থনা

জয় পূর্ণব্রহ্ম কৃষ্ণ বিচিত্র-বিহার।
জয় জগন্নাথ নীলাচল-অবতার।। ৩০।।
জয় জয় শ্রীগৌরাঙ্গ চৈতন্যমূরতি।
প্রেম-ভক্তিদাতা প্রভু ভকতের গতি।। ৩১।।
তবে কহি, শুন লোক, কৃষ্ণের চরিত্র।
অশেষ দুরিত হরে, পরম পবিত্র।। ৩২।।

শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজের পরিপ্রশ্ন

'পরীক্ষিত' মহারাজা ভকত-প্রধান।
শুকের সাক্ষাতে জিজ্ঞাসিল মতিমান্।। ৩৩।।
"চন্দ্রবংশ, সূর্য্যবংশ কহিলে সকল।
দুই বংশে জনমিল যত নরেশ্বর।। ৩৪।।
তা'-সভার অদভুত কহিলে চরিত্র।
বিশেষে যদুর যশ কহিলে পবিত্র।। ৩৫।।

সেই যদুবংশে হরি কৈলা অবতার।
কি কি রূপে কৈলা কর্ম্ম আনন্দবিহার? ৩৬
জগতের আত্মা প্রভু—এক ভগবান্।
যাহা হৈতে হয় সব ভূত-উপাদান।। ৩৭।।
হেন প্রভু কি কারণে ধরে নরবেশ?
তাঁ'র গুণ-কর্ম্ম তুমি কহিবে বিশেষ।। ৩৮।।

শ্রীকৃষ্ণলীলা মুক্তকুলের উপাস্য

কৃষ্ণকথা-সম সুখ নাহি মুক্তিপদে।
তে-কারণে মুক্তগণে গায় উচ্চনাদে।। ৩৯।।
মুক্তিপদ পাইতে যাঁ'র বিশেষ যতন।
তাঁ'রা সব কৃষ্ণগুণ গায় অনুক্ষণ।। ৪০।।
পরম ঔষধ এই ভব-নিবারণে।
সতত কীর্ত্তন করে ভবভীত জনে।। ৪১।।
হরিনাম-গুণ-কথা শ্রুতিমনোহর।
বিষয়-লম্পট জনে শুনে নিরন্তর।। ৪২।।
কৃষ্ণ-কথা-শ্রবণে কাহার নাহি মতি?
কেবল না শুনে অচেতন, আত্মঘাতী।। ৪৩।।
যুধিষ্ঠির-আদি মোর পিতামহগণ।
কৃষ্ণপদযুগ-নৌকা করি' আরোহণ।। ৪৪।।
কুরুসৈন্য-গভীর-সাগর ভয়ঙ্কর।
ভীষ্ম-দ্রোণ-আদি মহামৎস্য ঘোরতর।। ৪৫।।
বৎসপদ করিয়া তরিলা তাঁ'রা হেলে।
হেনরূপে কৈল প্রভু বংশের উদ্ধারে।। ৪৬।।
বংশরক্ষা-হেতু মোর এই কলেবর।
অশ্বত্থামা-ব্রহ্ম-অস্ত্রে পুড়িল সকল।। ৪৭।।
শরণ লইল মাতা প্রভুর চরণে।
চক্রে অস্ত্র কাটি' প্রভু রাখিল আপনে।। ৪৮।।
কালরূপে সেই প্রভু করয়ে সংহার।
অন্তর্য্যামিরূপে কর ভকত-উদ্ধার।। ৪৯।।
মায়ায় মানুষরূপে করে অবতার।
তাঁ'র গুণকথা কহ করিয়া বিস্তার।। ৫০।।
হেন জানি, রোহিণীর পুত্র বলরাম।
কিরূপে দৈবকী-গর্ভে হৈল উপাদান? ৫১
এক দেহ, দুই গর্ভে কেমতে প্রবেশ?
কহিবে এ সব তুমি কৌতুক-বিশেষ।। ৫২।।
কেন বা জন্মিলা কৃষ্ণ দৈবকী-উদরে?
কেমন কারণে গিয়া রহিলা গোকুলে? ৫৩
কি কি কর্ম্ম কৈলা কৃষ্ণ গোকুলে রহিয়া?
কোন্ কর্ম্ম কৈলা তবে মধুপুরে গিয়া? ৫৪
সাক্ষাতে মাতুল-বধ কৈলা কি কারণে?
প্রভুর নিন্দিত কর্ম্ম কোন্ প্রয়োজনে? ৫৫
নরলীলা প্রকটিল কতেক বৎসর?
যদুকুলে কি কি কর্ম্ম কৈল যদুবর? ৫৬
কত রাজকন্যা হৈল প্রভুর রমণী?
আর যত যত কর্ম্ম কৈলা চক্রপাণি।। ৫৭।।
এ সব কহিবে গুরু, করিয়া বিস্তার।
মহাযোগেশ্বর, মোর কর প্রতিকার।। ৫৮।।

শ্রীহরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনে
সর্ব্ব অমঙ্গল-বিনাশ

সাতদিন আমি নাহি পরশিয়ে জল।
তভু ত ক্ষুধায় মোরে না করে বিকল।। ৫৯।।
তোমার বদন-সরোরুহ-বিগলিত।
পান করোঁ হরিকথা-বচন-অমৃত।।" ৬০।।
এই কথা কহে সূত নৈমিষ-অরণ্যে।
শৌনকাদি মুনিগণে শুনে শুদ্ধমনে।। ৬১।।
সূত বলে,—"শুনহ শৌনক-মুনিগণ।
শুক যোগেশ্বর শুনি' রাজার বচন।। ৬২।।
'সাধু সাধু' বলি' তাঁ'রে করিয়া বাখানে।
কহিতে আরম্ভ কৈলা ভকত-প্রধানে।। ৬৩।।
"ভাল ভাল নিশ্চয় কহিলে নরপতি।
গোবিন্দ-কথায় তুমি কৈলে দৃঢ়মতি।। ৬৪।।
কৃষ্ণকথা-প্রশ্ন-ফল কহিব তোমারে।
জিজ্ঞাসা করিলে মাত্র সর্ব্বপাপ হরে।। ৬৫।।
যেবা পুছে, যেবা কহে, যে করে শ্রবণ।
বিশেষে পবিত্র হয়—এই তিন জন।। ৬৬।।

ত্রিভুবন তরে, জেনো, তাঁ'র পদজলে।
কৃষ্ণকথা পুছিলেই সর্ব্বপাপ হরে।। ৬৭।।
কংস-জরাসন্ধ-আদি নৃপরূপ ধরি'।
দৈত্যগণে ব্যাপিল সকল মর্ত্ত্যপুরী।। ৬৮।।

অসুর পাপভারে দুঃখিতা পৃথিবীর ব্রহ্মার শরণ-গ্রহণ

তা'-সভার ভরে অতি করিয়া ক্রন্দন।
পৃথিবী লইল গিয়া ব্রহ্মার শরণ।। ৬৯।।
"যাবৎ পাতালে মোর নাহি হয় গতি।
তাবৎ রাখিতে মোরে করিবে শকতি।। ৭০।।
অসুরের ভূরিভার সহনে না যায়।
এ সব গোচর দেব কৈলুঁ তুয়া পায়।।" ৭১।।
পৃথিবীর বচন শুনিঞা প্রজাপতি।
ইন্দ্র-আদি দেবগণ করিয়া সংহতি।। ৭২।।
চলিলা চতুরানন সঙ্গে মহেশ্বর।
ক্ষীর-জলনিধি যথা প্রভু গদাধর।। ৭৩।।
বেদমন্ত্রে স্তুতি কৈল যত দেবগণে।
সমাধি করিয়া ব্রহ্মা রহিলা ধেয়ানে।। ৭৪।।
শুনিলা ঈশ্বরবাণী আকাশমণ্ডলে।
সমাধি ভাঙ্গিয়া ব্রহ্মা বলে উচ্চস্বরে।। ৭৫।।

শ্রীব্রহ্মা কর্ত্তৃক ভগবৎ আদেশ-কথন

"শুন শুন দেবগণ, ঈশ্বরের বাণী।
আপনে কহিলা কথা প্রভু চক্রপাণি।। ৭৬।।
পৃথিবীর দুঃখ প্রভু জানেন আপনে।
পূরবেই কৈলা প্রভু তা'র সমাধানে।। ৭৭।।
তুমি-সব জন্ম গিয়া লভ যদুবংশে।
সভাই জনম' গিয়া নিজ-নিজ-অংশে।। ৭৮।।
বসুদেব-ঘরে হরি দৈবকী-উদরে।
অবতার করিব আপনে ক্ষিতিতলে।। ৭৯।।
দিব্যমূর্ত্তি যত আছে দেবতা-সুন্দরী।
জনম লভুক গিয়া নররূপ ধরি'।। ৮০।।
অনন্ত ধরণীধর সহস্রবদন।
প্রথমে আসিয়া তিঁহো লভিব জনম।। ৮১।।
বিষ্ণুমায়া ভগবতী জগৎমোহিনী।
আপনেহি আজ্ঞা তাঁ'রে দিলা চক্রপাণি।। ৮২।।
কার্য্য সাধিবারে তিঁহো জন্মিব আপনে।
এ বোল বুঝিয়া দেব, চল নিজ স্থানে।।" ৮৩।।
পৃথিবী পাঠাইঞা দিল করিয়া আশ্বাস।
তবে ব্রহ্মা চলিলা আপন নিজ বাস।। ৮৪।।

শ্রীবসুদেবের সহিত
দেবকীর বিবাহ

'শূরসেন'-নামে রাজা পূরবে আছিল।
সে রাজা 'মথুরা' নামে পুরী নিরমিল।। ৮৫।।
রাজ্যভোগ কৈল রাজা মধুপুরে বসি'।
'রাজধানী'-নাম তা'র সেই হৈতে ঘুষি।। ৮৬।।
যে মথুরাপুরে কৃষ্ণ-নিত্য-সন্নিধান।
তাহাতে আছিল এক 'বসুদেব'-নাম।। ৮৭।।
'উগ্রসেন'-নামে এক আছিল নৃপতি।
তা'র ভাই আছিল, 'দেবক'-মহামতি।। ৮৮।।
দেবক 'দৈবকী'-নামে কন্যার বিবাহে।
ডাক দিয়া বসুদেব আনিল উৎসাহে।। ৮৯।।
বসুদেবে আনিয়া পূজিল মতিমান্।
বিধি-অনুসারে তাঁ'রে কৈলা কন্যাদান।। ৯০।।
বহুবিধ ধন দিল যৌতুক-নিমিত্তে।
কন্যা-বর তুলি' তবে দিল দিব্য-রথে।। ৯১।।
চারিশত মত্ত গজ কাঞ্চনে ভূষিত।
সাজিয়া রথের পাছে কৈল নিয়োজিত।। ৯২।।
আঠার শত রথ দিল কাঞ্চনে নির্ম্মাণ।
পঞ্চদশ শত ঘোড়া দিল আগুয়ান।। ৯৩।।
দুই শত দাসী দিল ভূষণে ভূষিয়া।
কন্যা সমর্পণ কৈল বিনয় করিয়া।। ৯৪।।
শঙ্খ-তূর্য্য-দুন্দুভি-মৃদঙ্গ-কোলাহল।
দেববাদ্য, নরবাদ্য বাজে সুমঙ্গল।। ৯৫।।
উগ্রসেন-সুত, যুবরাজ 'কংস'-নামে।
রথের সারথি হৈয়া চলিল আপনে।। ৯৬।।

কংসের দৈববাণী শ্রবণ

ধরিল ঘোড়ার রাশ ভগিনী-সদয়ে।
অন্তরীক্ষ-বাণী হৈল হেনঞি সময়ে।। ৯৭।।
"যাহারে বহিস্ অরে অবোধ রাজন্।
ইঁহারই অষ্টম-গর্ভে তোমার মরণ।। ৯৮।।
না জানিয়া কুমতি, বহিস্ হেন জনা।
বুঝিয়া করহ কার্য্য যে হয় মন্ত্রণা।।" ৯৯।।
এ বোল শুনিঞা কংস কুলের অঙ্গার।
খলমতি, মহাপাপী, ক্রূর, দুরাচার।। ১০০।।
তীক্ষ্ণ খড়গ হাতে ধরি' উঠিল সত্বরে।
লাফ দিয়া ধরে দিয়া ভগিনীর চুলে।। ১০১।।

বিনয় বচনদ্বারা বসুদেবের কংসকে উপদেশ

তবে বসুদেব দেখি' কংসের বেভার।
নির্লজ্জ, পাপিষ্ঠ, পাপমতি, দুরাচার।। ১০২।।
প্রহসিত-মুখপদ্ম, অন্তরে দুঃখিত।
বসুদেব বলে তবে সময়-উচিত।। ১০৩।।
'তোমা' হৈতে যশের বিস্তার ভোজবংশে।
বীরগণে নিরবধি তোমারে প্রশংসে।। ১০৪।।
তুমি কংস মহাবীর জগতে বিখ্যাত।
তুমি কেন হেন কর্ম্ম করিবে সাক্ষাৎ? ১০৫
নারীবধ হয়, তাহে ভগিনী তোমার।
বিবাহ-উৎসব তাহে, নহে ধর্ম্মাচার।। ১০৬।।
যদি বোল আপনার মরণ খণ্ডাই।
কোন-মতে কারো বোলে মৃত্যু না এড়াই।। ১০৭।।
শরীরের সহ মৃত্যু জনমে সভার।
আজি কিংবা মরি শত বৎসরেক পর।। ১০৮।।
অবশ্য মরণ হ'ব, কভু নহে আন।
এ বোল বুঝিয়া ক্রোধ ছাড় মতিমান্।। ১০৯।।
এ দেহ ছাড়িলে আর না হ'ব শরীর।
হেন-বা বলিবে যদি, শুন মহাবীর।। ১১০।।
আর দেহে যাঞা জীব পূর্ব্ব দেহ ছাড়ে।
অদৃষ্ট-অধীন জীব, অদৃষ্টে সঞ্চরে।। ১১১।।
এক পদ আরোপিয়া আর পদ তুলি।
জোঁক যেন তৃণ ছাড়ে আর তৃণ ধরি'।। ১১২।।
জাগিতে রাজাদি-রূপ হয় দরশনে।
ইন্দ্রপদ, সুখভোগ শুনয়ে শ্রবণে।। ১১৩।।
শয়ন করয়ে সেই করিয়া ধেয়ান।
স্বপনেই সেই রূপ হয় বিদ্যমান।। ১১৪।।
আপনেঞি হয় ইন্দ্র, আপনেঞি রাজা।
আপনার পূর্ব্বদেহ পাসরয়ে প্রজা।। ১১৫।।
যে দেহ চিন্তিয়া মন করয়ে আশ্রয়।
সেই দেহে জীবের জনম গিয়া হয়।। ১১৬।।
উত্তম অধম দেহ অদৃষ্ট-প্রধান।
অদৃষ্টে যে করে' তাহা কভু নহে আন।। ১১৭।।
এক চন্দ্র, এক সূর্য্য প্রকাশ স্বরূপ।
জলভেদে সেই যেন দেখি নানারূপ।। ১১৮।।
বায়ুবেগে তা'রা যেন চলন-কম্পন।
বিচারিলে দেখি যেন সে সব ভরম।। ১১৯।।
এইরূপ নিত্য জীব অজর, অমর।
ঈশ্বরের অংশ জীব, ঈশ্বর-কিঙ্কর।। ১২০।।
মায়ার রচিত দেহে করি' অনুরাগ।
দেহধর্ম্মে আপনা পাসরে মহাভাগ।। ১২১।।
যে পুন পণ্ডিত হয়, করিব বিচার।
বুঝিয়া না করে কভু পর-অপকার।। ১২২।।
পরহিংসা করে যেবা কুশল কারণে।
সেই হিংসকের ভয় হয় আন হনে।। ১২৩।।
এ তোমার ভগিনী কনিষ্ঠ অচেতনা।
ইহাকে না মার তুমি, শিশু বুদ্ধিহীনা।। ১২৪।।
সাম-ভেদে বসুদেব কৈল এত স্তুতি।
তভু ত সদয় নৈল কংস পাপমতি।। ১২৫।।

শ্রীবসুদেব কর্ত্তৃক কংসকে
পুত্রদান-অঙ্গীকার

তবে বসুদেব তা'র বুঝিয়া হৃদয়।
মনে মনে যুগতি চিন্তয়ে মহাশয়।। ১২৬।।

"অশুভ খণ্ডিতে করি কালের হরণ।
উপায় দেখিয়া সবে এই সে কারণ।। ১২৭।।
যখনে আসিয়া মৃত্যু হয় উপসন্ন।
বুদ্ধিবলে নিবারিব করিয়া যতন।। ১২৮।।
তমু যদি মৃত্যুপথ খণ্ডিতে না পারি।
তবে আর আপনার দোষ নাহি ধরি।। ১২৯।।
যত পুত্র দৈবকীর হয় উতপন্ন।
সকল করিব লঞা কংসে সমর্পণ।। ১৩০।।
এ বোল বলিয়া করি দৈবকীর রক্ষা।
সম্প্রতি এখনে হয় মরণ-প্রতীক্ষা।। ১৩১।।
পুত্র জনমিব যদি ইহার উদরে।
যদি মৃত্যু-কংস কোন-মতে নষ্ট করে।। ১৩২।।
পুত্র জনমিয়া বা কংসের প্রাণ হরে।
বিধাতার গতি কেবা বুঝিবারে পারে? ১৩৩
সম্প্রতি এখনে হয় মৃত্যু-নিবারণ।
কোন-মতে হইবে বা কংসের মরণ।। ১৩৪।।
আগুনি লাগিয়া যেন পোড়ে কাষ্ঠচয়।
দৈবযোগে তা'র মাঝে কোন কাষ্ঠ রয়।। ১৩৫।।
নিকটে ছাড়িয়া ঘর, দূরে গিয়া পোড়ে।
অদৃষ্ট যাহার যেন, তেন ফল ধরে।। ১৩৬।।
এইরূপ শরীরের সংযোগ-বিচ্ছেদ।
অদৃষ্টকারণ বিনা কিছু নাহি ভেদ।।" ১৩৭।।
এইরূপে বিমরিশ করিয়া হৃদয়।
বলিতে লাগিলা বসুদেব-মহাশয়।। ১৩৮।।
অট্ট-অট্ট হাস করি প্রসন্নবদন।
অন্তরে দুঃখিত হৈয়া কি বলে বচন।। ১৩৯।।
"শুন কংস যুবরাজ, তুমি মহাশয়।
দেবকী করিয়া তুমি না করিহ ভয়।। ১৪০।।
যত পুত্র জনমিব ইহার উদরে।
আমি আনি' সমর্পিব তোমার গোচরে।। ১৪১।।
অন্তরীক্ষ-বাণী হৈল যাহার কারণে।
তাহা আনি' দিব আমি তোমা' বিদ্যমানে।।" ১৪২।।

শ্রীবসুদেব-বাক্যে দেবকীর প্রাণ-রক্ষা

এ বোল শুনিয়া কংস চিন্তিল হৃদয়।
"ভাল ত কহিল বসুদেব-মহাশয়।।" ১৪৩।।
দৈবকীর কেশবন্ধ দিল ত ছাড়িয়া।
বসুদেব ঘরে গেল' কংস প্রশংসিয়া।। ১৪৪।।
কথো-কাল বই তবে দৈবকী-উদরে।
অষ্ট পুত্র জনমিল বৎসরে বৎসরে।। ১৪৫।।
শেষে এক কন্যা আর হৈল উপাদান।
প্রথম পুত্রের হৈল 'কীর্ত্তিমন্ত' নাম।। ১৪৬।।

সত্যরক্ষার্থ শ্রীবসুদেবকর্তৃক প্রথম পুত্রকে কংসহস্তে অর্পণ

ভয়যুত বসুদেব অসত্য-বচনে।
পুত্র সমর্পিল লৈয়া কংস-বিদ্যমানে।। ১৪৭।।
সাধুজনে নাহি কিছু দুঃসহ সংসারে।
পণ্ডিত জনের কিবা অপেক্ষা কাহারে? ১৪৮
দুষ্টজনে কোন্ কোন্ করে বিকর্ম্ম?
ভকত জনের কিবা নাহি ত্যাগ-ধর্ম্ম? ১৪৯
তাঁ'র সত্যধর্ম্ম দেখি' কংস যুবরাজ।
বলিল বিনয় কিছু মনে পাঞা লাজ।। ১৫০।।

কংসকর্তৃক শ্রীবসুদেবের সেইপুত্রকে প্রত্যর্পণ

"ইহা হনে আমার খানিক নাহি ভয়।
ঘরে লঞা যাহ তুমি আপন-তনয়।। ১৫১।।
অষ্টম গর্ভেতে পুত্র হইব তোমার।
তাহা হৈতে মৃত্যুভয় আছএ আমার।।" ১৫২।।
পুত্র লঞা বসুদেব চলিলা তখনে।
প্রতীত নহিল তা'র দুষ্টের বচনে।। ১৫৩।।

কংসকে শ্রীনারদের মন্ত্রণাদান

হেনকালে আসিয়া নারদ তপোধন।
কহিল কংসেরে তবে মন্ত্রণা-বচন।। ১৫৪।।
"নন্দ-আদি গোপ, তা'র গোকুলে বসতি।
সপুত্র-বান্ধব তা'র যতেক যুবতী।। ১৫৫।।

যদুবংশে তোমার যতেক বন্ধু আছে।
বসুদেব-আদি যত মথুরাতে বৈসে।। ১৫৬।।
যতেক দৈবকী-আদি যদুকুল-নারী।
এ-সব দেবতা-প্রায় বুঝ অবধারি'।। ১৫৭।।
জ্ঞাতি, বন্ধু, বান্ধব, তোমার যত ভৃত্য।
এ সব দেবতা—আমি কহিল নিশ্চিত।। ১৫৮।।
পৃথ্বীর হরিতে ভার দেবের মন্ত্রণা।
বুঝিয়া উপায় তুমি করহ খণ্ডনা।।" ১৫৯।।

কংসকর্ত্তৃক বসুদেব-দেবকী-উগ্রসেনকে কারারুদ্ধ করিয়া রাজ্যভোগ ও দেবকীর পুত্রগণকে হত্যা

এতেক বলিয়া মুনি কৈলা অন্তর্দ্ধান।
কোন যুক্তি করে তবে কংস বলবান্।। ১৬০।।
"দৈবকীর গর্ভে হৈব বিষ্ণু-অবতার।
সেই সে করিব মোরে অবশ্য সংহার।। ১৬১।।
পূরবে আছিলুঁ মুঞি নামে 'কালনেমি'।
সংগ্রামে মারিল মোকে সেই চক্রপাণি।। ১৬২।।
এখনে কপট-বেশে দৈবকী-উদরে।
জনম লভিব, মোকে মারিবার তরে।।" ১৬৩।।

কংসের অত্যাচার

এতেক জানিঞা কংস কোন কর্ম্ম করে।
বসুদেব-দৈবকীরে বান্ধিল নিগড়ে।। ১৬৪।।
যত পুত্র জনমিল বৎসরে বৎসরে।
বিষ্ণু-শঙ্কা করিয়া মারিল বারে-বারে।। ১৬৫।।
খল রাজা হৈলে কোন্ না করে দুর্নীতি?
বন্ধু-বধ করে—তা'র এ কোন্ বিচিত্র? ১৬৬
পিতা, মাতা, বন্ধু, পুত্র, মিত্র, সহোদরে।
রাজ্যলোভে লোভী রাজা এ সব সংহারে।। ১৬৭।।
উগ্রসেন পিতা লৈয়া নিগড়ে বান্ধিল।
আপনি নৃপতি হৈয়া রাজ্য ভোগ কৈল।।" ১৬৮।।
'মহাভাগবত' লোক সুখে যেন বুঝে।
কথাচ্ছলে কহি আমি বুঝিবার কাজে।। ১৬৯।।
বুধজনে সবে মোর এই পরিহার।
'দোষ ক্ষমা করি' গুণ করিবে বিচার।।' ১৭০।।

ভগবৎকথায় দিনযাপনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কার্য্য

যেন-তেন-মতে কৃষ্ণকথা-অবসরে।
দিবস গোঙাই মাত্র—এই মন ধরে।। ১৭১।।
চিত্ত দিয়া শুন ভাই, কৃষ্ণগুণবাণী।
ভাগবত-আচার্য্যের প্রেমতরঙ্গিণী।। ১৭২।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী-প্রথমোঽধ্যায়ঃ।। ১।।

দ্বিতীয় অধ্যায়

কংসাদি কর্ত্তৃক যাদবগণের প্রতি অত্যাচার

(নট-রাগ)

প্রলম্ব, চাণূর, বক, তৃণাবর্ত-নাম।
অঘাসুর, মুষ্টিক, অরিষ্ট বলবান্।। ১।।
দ্বিবিদ, ধেনুক আর পূতনা-রাক্ষসী।
যতেক অসুর আর মহাবল কেশী।। ২।।
বাণ-আদি করি' আর নরেশ্বর।
এ সব-সংহতি করি' কংস মহাবল।। ৩।।
জরাসন্ধ সহায় করিয়া দুষ্টবুদ্ধি।
যদুকুলে কদন করয়ে নিরবধি।। ৪।।
তা'র ভয়ে যদুবংশ গিয়া নানা-দেশে।
পলাঞা রহিল গিয়া অকিঞ্চন-বেশে।। ৫।।
তা'র সেবা করিয়া রহিলা কথোজন।
হেনরূপে কৈল যদুবংশ-বিড়ম্বন।। ৬।।

শ্রীদেবকীর সপ্তম গর্ভে শ্রীবলদেবের প্রবেশ

ছয় পুত্র হৈল যদি দৈবকীর নাশ।
সপ্তমে অনন্ত আসি' গর্ভে কৈলা বাস।। ৭।।

কেবল বৈষ্ণবধাম সহস্রবদন।
দৈবকীর গর্ব্ভে আসি' হৈলা উপসন্ন।। ৮।।
কংসভয়ে দৈবকী রহিল বিমরিষ।
'জন্মিব ঈশ্বর পুত্র'—এ বড় হরিষ।। ৯।।
জগতের আত্মা প্রভু পূর্ণ ভগবান্।
হেন বস্তু নাহি, যা'থে নাহি অবধান।। ১০।।

যোগমায়ার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের নির্দ্দেশ

যদুকুলে কংসভয় জানেন আপনে।
যোগমায়া পাঠাইঞা দিল নারায়ণে।। ১১।।
"চল মহামায়া তুমি, নন্দের গোকুলে।
গোপ-গোপী-গোধন-মণ্ডিত নিরন্তরে।। ১২।।
বসুদেব-ভার্য্যা তথা আছয়ে রোহিণী।
কংসভয়ে অলক্ষিতে থাকে একাকিনী।। ১৩।।
দৈবকীর গর্ভ লঞা রোহিণী-উদরে।
থোহ নিঞা, কেহ যেন না লখিতে পারে।। ১৪।।
তবে আমি পূর্ণরূপে দৈবকী-উদরে।
জনম লভিব গিয়া বসুদেব-ঘরে।। ১৫।।
নন্দের ঘরণী আছে যশোদা-সুন্দরী।
তথা জন্ম লভ' গিয়া দিব্যরূপ ধরি'।। ১৬।।
নানা-যজ্ঞ, বলিদান দিয়া উপহার।
নরলোকে মহাপূজা করিব তোমার।। ১৭।।
সর্ব্বলোকে দিবে তুমি সর্ব্ব-কাম্যবর।
সর্ব্বলোক তোমারে পূজিব নিরন্তর।। ১৮।।
কুমুদা, চণ্ডিকা, দুর্গা, বিজয়া, বৈষ্ণবী।
নারায়ণী, ভদ্রকালী, শারদা, মাধবী।। ১৯।।
এ-সব বিশেষ নাম ধরিব তোমার।
জগতে রহিব দিব্য-পূজা সর্ব্বকাল।। ২০।।
গর্ভ আকর্ষণ করি' আনিব আপনে।
'সঙ্কর্ষণ' নাম তাঁ'র হৈব তে-কারণে।। ২১।।
মনোরম দেখি' নাম হৈব 'বলরাম'।
'বলভদ্র' নাম হৈব দেখি' বলবান্।।" ২২।।
এইরূপে আজ্ঞা যদি দিলা নারায়ণে।
শিরে আজ্ঞা ধরি' দেবী চলিলা তখনে।। ২৩।।
দৈবকীর গর্ভ আনি' রোহিণী-উদরে।
মহামায়া থুইল লঞা মহাযোগ-বলে।। ২৪।।
দৈবকীর গর্ভপাত হৈল'—হেন বাণী।
সর্ব্বলোকে এই কথা হৈল জানাজানি।। ২৫।।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব

জগতের আত্মা-প্রভু পূর্ণ ভগবান্।
সতত ভকত-জন করে পরিত্রাণ।। ২৬।।
সর্ব্ব-শক্তি লৈয়া তবে প্রভু হৃষীকেশ।
আনকদুন্দুভি-মনে কৈল পরবেশ।। ২৭।।
বসুদেব পরম বৈষ্ণব-ধাম ধরি।
সূর্য্য-সম তেজ, কেহো সহিতে না পারি।। ২৮।।
হেনকালে তবে বসুদেব মহাভাগ।
চাহিলা দৈবকীমুখ করি' অনুরাগ।। ২৯।।
সর্ব্বশক্তি-যুত ধাম জগত-মঙ্গল।
অখণ্ড, অচ্যুত, পরিপূর্ণ মহেশ্বর।। ৩০।।
বসুদেব আরোপিলা দৈবকীর মনে।
ধরিল দৈবকী ধাম চিত্ত-সমাধানে।। ৩১।।
পূর্ব্বদিগে ধরে যেন পূর্ণ শশধর।
ধরিল দৈবকী ধাম মনের ভিতর।। ৩২।।
জগৎ-নিবাস, তাঁ'র নিবাস-স্বরূপ।
প্রকাশ নহিল তবু দৈবকীর রূপ।। ৩৩।।
কংসের মন্দিরে দেবী আছিলা বন্ধনে।
প্রকাশ নহিল তেজ তাহার কারণে।। ৩৪।।
প্রদীপের শিখা যেন রুধিলে না জ্বলে।
মূর্খ-মুখে শুদ্ধবাণী যেন না সঞ্চরে।। ৩৫।।

দেবকীর গর্ভ তেজ-দর্শনে কংসের ভয়

কংস আসি' দৈবকী দেখিল আচম্বিত।
চিন্তিতে লাগিল কংস মনে পাঞা ভীত।। ৩৬।।
"এমন দৈবকী-রূপ কভু নাঞি দেখি।
বিষ্ণু আসি' অবতার কৈলা হেন লখি।। ৩৭।।
দৈবকীর অঙ্গতেজ সহনে না যায়।
এখনে করিব আমি কেমন উপায়? ৩৮

কংসের জ্ঞানোদয়

প্রয়োজন-কারণে বিক্রম নাহি ছাড়ি।
যাহা হৈতে অপযশ রহে লোক ভরি'।। ৩৯।।
একে ত স্ত্রী-জাতি, তা'তে আর গর্ভবতী।
তাহাতে ভগিনী-বধ, হয় কোন্ গতি? ৪০
বল, বীর্য্য, পরমায়ু হরয়ে সকল।
জীয়ন্তেই মরা তা'র জীবন বিফল।।" ৪১।।

শত্রুভাবে কংসের সর্ব্বদা কৃষ্ণচিন্তা

এইরূপ সংশয় চিন্তিয়া মনে মনে।
চিত্ত নিবারিয়া কংস রহিলা আপনে।। ৪২।।
'এখনে জন্মিব হরি, কি হয় প্রকার?'
নিরবধি চিন্তয়ে মরণ-প্রতিকার।। ৪৩।।
ভোজন, শয়ন, পান, করিতে গমন।
কৃষ্ণময় জগৎ দেখিল অনুক্ষণ।। ৪৪।।
গোবিন্দ-ধেয়ান করি' রহে নিরন্তর।
চিন্তিতে চৌদিগে সব দেখে গদাধর।। ৪৫।।

দেবগণকর্ত্তৃক দেবকীর গর্ভ-স্তুতি

তবে নারদাদি, সনকাদি মুনিগণে।
ইন্দ্র-আদি দেবগণ সবল-বাহনে।। ৪৬।।
আপনে আসিয়া ব্রহ্মা, হর-মহেশ্বরে।
স্তুতি করে নারায়ণে গর্ভের ভিতরে।। ৪৭।।
"সত্যব্রত প্রভু তুমি, সত্য সর্ব্বকাল।
সত্যে তোমা' পায় জীব, সত্যের আধার।। ৪৮।।
সত্যে আরোপিত সত্য আছয়ে তোমাতে।
তুমি সে সত্যের সত্য—জানিল সাক্ষাতে।। ৪৯।।
সত্যময় প্রভু তুমি, ঋত সত্যব্রহ্ম।
আমি-সব হই দুই চরণে প্রপন্ন।। ৫০।।

সংসার-বৃক্ষ-বিবরণ

সংসার-বৃক্ষের এক প্রকৃতি আশ্রয়।
পাপ-পুণ্য দুইগুটী সবে ফল হয়।। ৫১।।
সত্ত্ব-রজ-তম-গুণ তিনগুটী—মূল।
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ—চারি রস-তুল।। ৫২।।
পঞ্চভূত-বিরচিত পঞ্চ পরকার।
শোক, মোহ, জরা, ব্যাধি, ক্ষুধা, তৃষ্ণা সার।। ৫৩।।
রস, রক্ত, মাংস-আদি সাত ধাতু—ছাল।
অষ্ট প্রকৃতি তা'র—অষ্টগুটী ডাল।। ৫৪।।
নবগুটী গর্ত্তে হয় সঞ্চার-বেভার।
এইরূপে কহি আদি-বৃক্ষের বিস্তার।। ৫৫।।
দশগুটী ইন্দ্রিয়—বৃক্ষের দশ পাতে।
সবে দুইগুটী হংস-পক্ষী আছে তা'থে।। ৫৬।।
আব্রহ্ম-পর্য্যন্ত ভব আদি-বৃক্ষ বলি।
সকল পুরাণ-বেদে এই অবধারি।। ৫৭।।
হেন ভব বৃক্ষ তোমা' হৈতে উতপতি।
তোমাতে প্রলয় হয়, তুমি তা'র স্থিতি।। ৫৮।।
তুমি সে পালন তা'র কর সর্ব্বকাল।
তোমা' বিনে সত্য কিছু না হয় সংসার।। ৫৯।।
তুমি সৃজ, তুমি পাল, তোমাতে প্রলয়।
মায়া-বিমোহিত লোক নানারূপ কয়।। ৬০।।

বহুরূপে শ্রীহরির কৃপা

তুমি ব্রহ্মা, তুমি বিষ্ণু, তুমি মহেশ্বর।
এক প্রভু, ধর তুমি নানা কলেবর।। ৬১।।
বুধজনে তুমি হেন সত্য—সবে জানে।
অসত্য মানয়ে সত্য বিমোহিত জনে।। ৬২।।
জ্ঞানময় আত্মা তুমি দিব্য রূপ ধর।
দিব্য অবতার করি' ভকত উদ্ধার'।। ৬৩।।
জগৎ-মঙ্গল রূপ ধর সত্যময়।
সাধুজনে পরিত্রাণ যাহা হনে হয়।। ৬৪।।
খল-নিবারণ-হেতু কর অবতার।
যোগিগণে যে রূপ চিন্তিয়া হয় পার।। ৬৫।।
যত যত ভাগবত আছিল প্রধান।
চিন্তিল তোমার শুদ্ধ-সত্ত্বময় ধাম।। ৬৬।।
সমাধি করিয়া চিত্ত করি' নিরোধন।
তোমার চরণনৌকা করিয়া চিন্তন।। ৬৭।।

গুরুজন-উপদেশে বৎসপদ করি'।
লীলায় চলিলা তাঁ'রা ভবসিন্ধু তরি'।। ৬৮।।
আপনে তরিয়া ভবসিন্ধু ভয়ঙ্কর।
লোক-পরিত্রাণ-হেতু চিন্তিল বিস্তর।। ৬৯।।
এ-লোকবৎসল তাঁ'রা সহজে দয়াল।
তোমার চরণে ভক্তি করিয়া বিস্তার।। ৭০।।
চরণপঙ্কজ-পোত জগতে স্থাপিয়া।
মহাজন সব গেল সংসার তরিয়া।। ৭১।।
হের হে করুণাসিন্ধু কমললোচন।
ভক্তিহীন জন, তা'র বিফল জীবন।। ৭২।।
তোমার চরণে ভক্তি না কৈল যে জনে।
যোগ সাধি' আপনাকে মুক্ত-হেন মানে।। ৭৩।।
করিয়া পরম-পদ দুঃখে আরোহণ।
তাহা হৈতে হয় তা'র পুনঃ নিপাতন।। ৭৪।।
তোমার পদারবিন্দে যে হয় বঞ্চিত।
শুদ্ধ-বুদ্ধি নহে, তা'র ভক্তিহীন চিত।। ৭৫।।
মুক্তিপদ পাঞা সে-যে পড়ে আর বার।
ভক্তি বিনে কেহো নহে ভবসিন্ধু-পার।। ৭৬।।
হে মাধব, হে যাদব, জগৎ-নিবাস।
ভকতজনের কভু না হয় বিনাশ।। ৭৭।।
প্রেম-অনুবন্ধ করি' তোমার চরণে।
যথা-তথা রহুক, যেন-তেন মনে।। ৭৮।।
বিঘ্ন-শিরে চরণ ধরিয়া দৃঢ় করি'।
স্বচ্ছন্দে ভ্রমুক গিয়া ভয় পরিহরি'।। ৭৯।।
তুমি রক্ষা কর যদি, নহে তা'র নাশ।
হেন তুমি ভকতবৎসল শ্রীনিবাস।। ৮০।।
যদ্যপি কেবল আত্মা, তুমি জ্ঞানময়।
তথাপি ভকতজন-পালন-সদয়।। ৮১।।
বিশুদ্ধ পরমধাম, দিব্যমূর্ত্তি ধর।
জীবপরিত্রাণ লাগি' নানা-লীলা কর।। ৮২।।
দেবযজ্ঞ, কর্ম্মযজ্ঞ, তপযজ্ঞ করি'।
সে রূপ ভাবিয়া লোক যাইব ভব তরি'।। ৮৩।।
এই-সে কারণে মূর্ত্তি কর আবির্ভাব।
প্রকট পরমানন্দ, অচিন্ত্য-প্রভাব।। ৮৪।।

যদি না করিতে হেন মূর্ত্তি-পরকাশ।
কে তোমা' জানিত তবে সর্ব্বভূতে বাস? ৮৫
কাহারো নহিত তবে ঈশ্বর-গেয়ান।
আছেন ঈশ্বর—সবে এই অনুমান।। ৮৬।।
কাহারো নহিত তবে অজ্ঞান-বিচ্ছেদ।
কা'রো না ঘুচিত তবে ভবদুঃখ-খেদ।। ৮৭।।
এখনে তোমার দিব্য অবতার ভজি'।
সুখে লোক তরিব সংসার-দুঃখ তেজি'।। ৮৮।।
গুণ-কর্ম্ম জন্ম তুমি ধর নানামতে।
তভু নাম-রূপ না পারিয়ে নিরূপিতে।। ৮৯।।
অনন্ত তোমার নাম, গুণ, অবতার।
নিরূপিতে পারে, হেন শকতি কাহার? ৯০
মনোবচনের প্রভু, তুমি অগোচর।
সর্ব্বলোক-সাক্ষী, তুমি মহামহেশ্বর।। ৯১।।
কদাচিৎ করে কেহ পথ অনুমানে।
হেন মহাপ্রভু তুমি, পূর্ণ ভগবানে।। ৯২।।

শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম-উপাসনা দ্বারা সংসার-বন্ধন-মোচন হয়

সবে চরণারবিন্দ পরিচর্য্যা করি'।
এই-সে উপায়ে ভব তরিবারে পারি।। ৯৩।।
শুনিব, স্মরিব, নাম করিব কীর্ত্তন।
জগত-মঙ্গল নাম করিব চিন্তন।। ৯৪।।
পরিচর্য্যা-কর্ম্ম করে ভক্তিযুত হৈয়া।
সেহি সে এ-ঘোর যায় সংসার তরিয়া।। ৯৫।।
আপনে ঈশ্বর হৈয়া লভিলে জনম।
এতেকে হইল ভার পৃথ্বীর খণ্ডন।। ৯৬।।
এই ভাগ্য—তোমার দেখিব পাদপদ্ম।
মহাভাগবত-মত্ত মধুব্রত-সদ্ম।। ৯৭।।
চরণ-পঙ্কজ-সুশোভিত ক্ষিতিতলে।
দেখিব পদারবিন্দ গগনমণ্ডলে।। ৯৮।।
আপনে ঈশ্বর তুমি, অজ, নিরঞ্জন।
না দেখি বিনোদ বিনে জনম-কারণ।। ৯৯।।
যাঁহার মায়ায় করে সৃষ্টি-পরলয়।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড-কোটি যাঁহার হৃদয়।। ১০০।।

হেন প্রভু হৈয়া তুমি কর অবতার।
সবে দেখি প্রয়োজন—করিবে বিহার।। ১০১।।
মৎস্য-কূর্ম্ম-আদি নানা অবতার করি'।
জগৎ-রক্ষণ যেন কর ভার হরি'।। ১০২।।
সেইরূপে এখনে পৃথ্বীর হর ভার।
সুরগণ পালন করিহ সর্ব্বকাল।। ১০৩।।
সতত তোমার রহু চরণে বন্দন।"
তবে দৈবকীর তরে কৈল সম্ভাষণ।। ১০৪।।
"পরম-পুরুষ যে সাক্ষাৎ ভগবান্।
তোমার উদরে তাঁ'র হৈল উপাদান।। ১০৫।।
তুমি না করিহ আর কংসে করি' ভয়।
সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠনাথ তোমার তনয়।।" ১০৬।।
এইরূপ স্তুতি করি' যত দেবগণ।
অজ-ভব-আদি করি' কৈল অন্তর্দ্ধান।।" ১০৭।।
দেবস্তুতি, কৃষ্ণকথা, বুদ্ধি-অনুমানে।
কহিল সকল লোক বুঝিব কারণে।। ১০৮।।
ভক্তিরস-গুরু শ্রীল-গদাধর জান।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস-গান।। ১০৯।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী-দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।। ২।।

তৃতীয় অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব-কালের বর্ণন

(মল্লার-রাগ)

মুনি বলে,—"শুন রাজা, অদভুত বাণী।
এখনে কহিব কৃষ্ণজনম-কাহিনী।। ১।।
সর্ব্বগুণযুত কাল পরমসুন্দর।
পৃথিবী পূরিয়া হৈল আনন্দমঙ্গল।। ২।।
শুভ বার, তিথি, যোগ, নক্ষত্র, করণ।
পুণ্যগুণ, পুণ্যযোগ—সর্ব্ব সুলক্ষণ।। ৩।।
দশ দিগ পরসন্ন গগনমণ্ডল।
উদিত তারকাবলী, দেখি মনোহর।। ৪।।
নদ-নদী-সরোবর, বিমলিত জল।
বিকসিত উতপল, কুমুদ-কমল।। ৫।।
খগ-ভৃঙ্গ-নিনাদিত স্তবকিত বন।
সুললিত পুণ্যগন্ধ সুমন্দ পবন।। ৬।।
শান্ত হৈয়া জ্বলিল দ্বিজের হুতাশন।
উত্তম জনের চিত্ত হৈল পরসন্ন।। ৭।।
আকাশমণ্ডলে বাজে দুন্দুভি-বাজন।
সুরমুনিগণে করে পুষ্প-বরিষণ।। ৮।।
গন্ধর্ব-কিন্নর গীত গায় সুমধুর।
সিদ্ধ-বিদ্যাধর স্তুতি করয়ে প্রচুর।। ৯।।
সুর-বিদ্যাধরী নৃত্য করে সুললিত।
মন্দ মন্দ জলধর, ঘন গরজিত।। ১০।।
ভরা নিশি, রজনী-তিমির ঘোরতর।
হেনকালে জনম লভিলা গদাধর।। ১১।।
অন্তর্য্যামী ভগবান্ অচিন্ত্যপ্রভাব।
দৈবকী-উদরে আসি' কৈলা আবির্ভাব।। ১২।।
পূরবে উদিত যেন পূর্ণ শশধর।
মন্দিরে প্রকাশ কৈলা মহা-মহেশ্বর।। ১৩।।

শ্রীভগবদ্রূপ-বিবরণ

নবঘন-শ্যাম-তনু, রাজীব-লোচন।
আজানুলম্বিত-ভুজ শ্রীবৎসলাঞ্ছন।। ১৪।।
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম, ভুজ-বিরাজিত।
কটীতলে পীতবাস, কৌস্তুভ-ভূষিত।। ১৫।।
মহামূল্য রত্ন-মণি-কিরীট-কুণ্ডল।
কুঞ্চিত-অলকাবলী-শ্রীমুখমণ্ডল।। ১৬।।

উদভট অঙ্গদ, কিঙ্গিনী, সুকঙ্কণ।
মৃগমদ-বিলোপিত হার বিলোচন।। ১৭।।
হেন অদভুত শিশু দেখি' মহাশয়।
বসুদেব চমকিত হৈল অতিশয়।। ১৮।।
নারায়ণ-পুত্র দেখি' ফুল্ল-বিলোচন।
পুলকিত কলেবর, সঘন কম্পন।। ১৯।।
কৃষ্ণ-অবতার দেখি, পূরিল উৎসবে।
অযুত গো-দান মনে কৈল বসুদেবে।। ২০।।

শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাবকালে শ্রীবসুদেবের স্তব

ভূমিতে পড়িয়া কৈল দণ্ড-পরণাম।
করযোড় করি' স্তুতি করে মতিমান্।। ২১।।
পুত্রের প্রভাব দেখি' ভয় পরিহরি'।
প্রণতকন্ধর, চিত্ত নিয়োজিত করি'।। ২২।।
"জানিলুঁ বিদিত তুমি সাক্ষাৎ ঈশ্বর।
পরম-পুরুষ তুমি, প্রকৃতির পর।। ২৩।।
সর্ব্ববুদ্ধি-সাক্ষী তুমি, আনন্দস্বরূপ।
বিশুদ্ধ-বিজ্ঞানঘন পূর্ণব্রহ্ম-রূপ।। ২৪।।
অতুল-শকতি তুমি পুরুষ-পুরাণ।
মায়ায় আপনে কর বিশ্ব নিরমাণ।। ২৫।।
তাহাতে আপনে পাছে থাক পরবেশি'।
তভু শুদ্ধময় তুমি, প্রভু অবিনাশী।। ২৬।।
জগতের হও সবে উতপতি-ধ্বংস।
তোমার বিনাশ কভু নাহি, পরহংস।। ২৭।।
জগতে প্রবেশ করি' আছ নিরন্তর।
তবু পরবেশ নাহি তাহার ভিতর।। ২৮।।
পঞ্চভূতময় যত কারণ-বিশেষে।
বিশ্ব-নিরমিঞা যেন বিশ্বে পরবেশে।। ২৯।।
বিশ্ব-সহে নহে যেন তা'র অনুবন্ধ।
এইরূপ প্রভু তুমি নিত্য পরানন্দ।। ৩০।।
বিশ্ব বেয়াপিয়া আছ জগৎ-নিবাস।
বুদ্ধি-মন-চিত্ত তুমি কর পরকাশ।। ৩১।।
সেই বুদ্ধি-মনে তোমা' লইতে না পারি।
সর্ব্বময় প্রভু তুমি, সর্ব্ব-অধিকারী।। ৩২।।
অসত্য জগতে তুমি আছ—হেন মানি।
এমত নিশ্চয় যা'র, তত্ত্ব নাহি জানি।। ৩৩।।
পণ্ডিত না হয় সে যে, না বুঝে বিচার।
জগতের ভিন্ন তুমি, জগতের সার।। ৩৪।।
নিরাকার ব্রহ্ম তুমি নির্গুণ নির্ব্বিকার।
তভু তোমা' হ'নে সৃষ্টি-পালন-সংহার।। ৩৫।।
সভার ঈশ্বর তুমি, সভার আশ্রয়।
তোমাতে কহিতে কিছু বিরোধ না হয়।। ৩৬।।
সত্ত্বগুণে শুক্লবর্ণ ধর কলেবর।
জগৎ পালন তুমি কর মহেশ্বর।। ৩৭।।
রজোগুণে রক্তবর্ণ ধরি' সৃষ্টি কর।
তমোগুণে কৃষ্ণবর্ণ ধরিয়া সংহর'।। ৩৮।।
এখনে করিবে তুমি লোক পরিত্রাণ।
মোর ঘরে অবতার কৈলে ভগবান্।। ৩৯।।
রাজবেশে কপট, অসুরসৈন্য-ভার।
সমূলে করিবে তুমি সে-সব সংহার।। ৪০।।
এখানে সম্প্রতি মোর এই নিবেদন।
মোর ঘরে তুমি আসি' লভিলে জনম।। ৪১।।
তোমার অগ্রজ বধ কৈল ছয় ভাই।
কহিব তাহার অনুচরে তা'র ঠাঞি।। ৪২।।
শুনিয়া আসিব কংস খড়গ ধরি' হাথে।
মোর নিবেদন এই তোমার সাক্ষাতে।।" ৪৩।।

শ্রীদেবকীকর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি

দেখিয়া পুত্রের মহাপুরুষ-লক্ষণ।
বিস্ময়ে দেবকী-দেবী করয়ে স্তবন।। ৪৪।।
"নিরুপম, নিরাকার, বেকত-রহিত।
ব্রহ্মজ্যোতি, নির্গুণ, বিকার-বিবর্জিত।। ৪৫।।
সত্তামাত্র, নির্বিশেষ, নিরীহ-স্বরূপ।
সেই সে সাক্ষাৎ জ্ঞান-প্রকাশক-রূপ।। ৪৬।।
যখনে সকল হয় ব্রহ্মাণ্ডের নাশ।
কারণে প্রবেশ করে প্রপঞ্চ-বিলাস।। ৪৭।।
কারণ প্রবেশ করে প্রকৃতি-ভিতরে।
প্রকৃতি প্রবেশ গিয়া করে মহেশ্বরে।। ৪৮।।

ব্রহ্মা-পর্য্যন্ত হয় ব্রহ্মে পরবেশ।
তখনে সকলে তুমি থাক অবশেষ।। ৪৯।।
যদি বা বলিবা—'কালে করয়ে সংহার।'
কালরূপে আছে এক শকতি তোমার।। ৫০।।
সেইকালে করে সৃষ্টি-পালন-প্রলয়।
সেইকাল তোমার লীলায় মাত্র হয়।। ৫১।।
মৃত্যু-ভয়ে ব্যাকুল হইয়া এত কাল।
পলাঞা কোথাহ লোক না পায় নিস্তার।। ৫২।।
এখনে পদারবিন্দ করিয়া আশ্রয়।
সুখে লোক থাকিব, খণ্ডিব ভবভয়।। ৫৩।।
উগ্রসেনসুত কংস দুরন্ত, নিষ্ঠুর।
তা'র ভয়ে আমি-সব অতি বেয়াকুল।। ৫৪।।
'ভকত-বৎসল' নাম করিয়া সফল।
ভৃত্যগণে পরিত্রাণ কর প্রাণেশ্বর।। ৫৫।।
যে রূপ যোগেন্দ্রগণ চিন্তয়ে ধেয়ানে।
চর্ম্মচক্ষে যে রূপ দেখিব সর্ব্বজনে।। ৫৬।।
পরতেক এ রূপ না কর নারায়ণ।
ধ্যানগম্য রূপ, প্রভু, কর সম্বরণ।। ৫৭।।
মোর ঘরে কৃষ্ণ আসি' কৈলে অবতার।
না জানে পাপিষ্ঠ যেন কংস দুরাচার।। ৫৮।।
নারী-জাতি মোর চিত্ত সহজে চঞ্চল।
তোমা' লাগি' মোর মনে বড় লাগে ডর।। ৫৯।।
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ভুজ-বিরাজিত।
এ রূপ সম্বর' তুমি, না কর বিদিত।। ৬০।।
যে প্রভু প্রলয়ে ধরে বিশ্ব-চরাচর।
অখিল ব্রহ্মাণ্ড যাঁ'র গর্ভের ভিতর।। ৬১।।
সে প্রভু আসিয়া মোর গর্ভে উপসন্ন।
মানুষ-জাতির এত বড় বিড়ম্বন।।" ৬২।।

শ্রীদেবকীকে শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্ব-বৃত্তান্ত-বর্ণন

দৈবকীর বচন শুনিঞা চক্রপাণি।
কহিতে লাগিলা সব পূরব কাহিনী।। ৬৩।।
"স্বায়ম্ভুব-মন্বন্তর আছিল যখনে।
তখনে আছিলা তুমি 'পৃশ্নি'-হেন নামে।। ৬৪।।
আছিলা 'সুতপা'-নামে এই মহামতি।
অপত্য সৃজিতে আজ্ঞা দিল প্রজাপতি।। ৬৫।।
সকল ইন্দ্রিয়গণ করিয়া রোধন।
তুমি-সব করিলে আমার আরাধন।। ৬৬।।
পরম দুষ্কর তপ কৈলে নিরন্তর।
শীত, বাত, ঘর্ম্ম, তাপ সহিলে বিস্তর।। ৬৭।।
বৃক্ষের গলিত পত্র করিয়া আহার।
বায়ুরোধ করিয়া রহিলে চিরকাল।। ৬৮।।
তপ করি' কৈলে নিজ চিত্ত নিরমল।
ভক্তিভাবে আমাকে ভজিলে নিরন্তর।। ৬৯।।
দেবমানে দ্বাদশ সহস্র বৎসর।
এইরূপে মহাতপ করিলে দুষ্কর।। ৭০।।
তবে আমি তুষ্ট হৈয়া দিল দরশন।
তুমি সব এই রূপ দেখিলে তখন।। ৭১।।
আমি যদি বলিল—'মাগিয়া লহ বর।'
পুত্রবর মাগিলে আমার সমসর।। ৭২।।
তোমা-সভা' না করিল মায়া বিমোহিত।
মুক্তিপদ না মাগিলে, না হৈলে বঞ্চিত।। ৭৩।।
মুক্তিপদে নাহি আমা' প্রেম-সুখসম।
মায়া-বিমোহিত না করিল তে-কারণ।। ৭৪।।
তবে আমি তখনে চিন্তিল মনে মনে।
আমার সদৃশ কেহো নাহি ত্রিভুবনে।। ৭৫।।
পুত্র হৈয়া আমি গিয়া জন্মিল আপনে।
'পৃশ্নিগর্ভ' নাম হৈল তাহার কারণে।। ৭৬।।
তবে আর জনমে কশ্যপ প্রজাপতি।
হৈয়াছিল এই বসুদেব মহামতি।। ৭৭।।
'অদিতি' তোমার নাম, দেবের জননী।
ধরিয়া 'বামন' নাম পুত্র হৈল আমি।। ৭৮।।
এখনে পৃথ্বীর ভার করিতে হরণ।
শিষ্টের পালন-হেতু, দুষ্টের নিধন।। ৭৯।।
তোমার উদরে আসি' লভিল জনম।
সেই পূর্ব্বরূপে আমি দিল দরশন।। ৮০।।
নর বেশে না ঘুচিব মানুষ-গেয়ান।
তে-কারণে এইরূপ দেখাইল বিদ্যমান।। ৮১।।

ব্রহ্মভাব করিয়া বা সতত চিন্তহ।
পুত্রভাব করিয়া বা পীরিত করহ।। ৮২।।
অবশ্য পরমগতি পাইবে দু'জনে।
অবধান কর, বাপ, আমার বচনে।। ৮৩।।
গোকুলে আমাকে লৈয়া থোহ শীঘ্র করি'।
এখানে আনিয়া থোহ নন্দের কুমারী।।" ৮৪।।
এতেক বুলিয়া হরি হৈলা নিশবদ।
মায়ায় রহিলা যেন সহজ বালক।। ৮৫।।

বসুদেবের শ্রীকৃষ্ণকে গোকুলে নন্দগৃহে যশোদার
শয্যায় স্থাপন এবং যোগমায়াসহ প্রত্যাবর্ত্তন

তবে বসুদেব নিজপুত্র করি' কোলে।
অলপে অলপে গেলা পুরের দুয়ারে।। ৮৬।।
হেনকালে কোন কর্ম্ম করে মহামায়া।
পেলিল প্রহরিগণ নিদ্রায় ঝাঁপিয়া।। ৮৭।।
বড় বড় লোহার কপাট দৃঢ়তর।
যতেক লোহার খিল, লোহার শিকল।। ৮৮।।
খণ্ড খণ্ড হৈয়া সব মেলিলা বিদার।
রবির কিরণে যেন ঘুচে অন্ধকার।। ৮৯।।
মন্দ মন্দ গরজন মেঘ বরিষণে।
বাসুকি আসিয়া ফণা ধরিলা আপনে।। ৯০।।
তরঙ্গকল্লোল নীর গভীর যমুনা।
পথ ছাড়ি' দিল নদী, ভয়ে কম্পমানা।। ৯১।।
তবে বসুদেব গেলা নন্দের গোকুলে।
নিদে অচেতন গোপ, প্রতি ঘরে ঘরে।। ৯২।।
নন্দঘরে গিয়া তবে কৈলা পরবেশ।
যশোদা-শয়নে লৈয়া থুইলা হৃষীকেশ।। ৯৩।।
যশোদার কন্যাখানি তুলি' লৈল কোলে।
পুনরপি সেইরূপে গেলা মধুপুরে।। ৯৪।।

কংসকারাগারে শ্রীদেবকী-শয্যায়
কন্যা-স্থাপন

কন্যা সমর্পিল লৈয়া দৈবকী-শয়নে।
লোহার নিগড় নিল আপন-চরণে।। ৯৫।।
তবে বসুদেব রহে করিয়া শয়ন।
না জানে যশোদাদেবী এত বিবরণ।। ৯৬।।
'জনমিল অপত্য'—এই সে মাত্র জানে।
'কিবা কন্যা, পুত্র?'—কিছু নহিল গেয়ানে।। ৯৭।।
এতেক প্রসবদুঃখ পাঞাছে যাতনা।
তাহে মহামায়া গিঞা কৈল অচেতনা।।" ৯৮।।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস-বাণী।
গীতবন্ধে কহে কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী।। ৯৯।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী-তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।। ৩।।

চতুর্থ অধ্যায়

কন্যা-জন্ম-শ্রবণে অস্ত্রসহ কংসের আগমন
(সুহই-রাগ)

শুক বলে,—"শুন রাজা, বিচিত্র কথন।
কহিব এখনে আর যে যে বিবরণ।। ১।।
সেইরূপে কপাট লাগিল থরে-থরে।
লোহার শিকল, খিল লাগিল দুয়ারে।। ২।।
ছাওয়ালের ক্রন্দন শুনিয়া ত্বরাত্বরি।
জাগিয়া উঠিল সব দুয়ারী, প্রহরী।। ৩।।
তুরিতে জানায় গিয়া কংস-বিদ্যমানে।
চমকিত হৈয়া কংস উঠিল তখনে।। ৪।।
"না জানে, কি হয় আজি, মোর প্রতিকার।
যম জনমিল মোর করিতে সংহার।।" ৫।।

পড়িতে পড়িতে যায় চিন্তায় বিহ্বল।
খসিল মাথার কেশ ধাইল সত্বর।। ৬।।
ধাঞা গিয়া পরবেশ কৈল সূতি-ঘরে।
দেখিয়া দৈবকী দেবী কাকুবাণী করে।। ৭।।

কন্যাপ্রাণ-রক্ষণার্থ কংসেকে শ্রীদেবকীর অনুনয়

"শুন শুন, আরে ভাই, কংস মহাশয়।
এবার মোহোর তরে হইবা সদয়।। ৮।।
না মারিহ, কন্যাখানি মোরে দেহ দান।
মারিলে বিস্তর পুত্র আগুনি-সমান।। ৯।।
না মারিহ,ভাই, মোর, এই নিবেদন।
কন্যাবধ করিয়া কি তব প্রয়োজন? ১০
যে কৈলে, সে কৈলে, মোর তা'থে নাহি বেথা।
গর্ভশেষ-কন্যাখানি কর যদি রক্ষা।।" ১১।।

নিষ্ঠুর কংসদ্বারা শিলার উপরে
কন্যা-নিক্ষেপণ

এত কাকুবাণী যদি দৈবকী বলিল।
তভু ত পাপিষ্ঠ কংস সদয় না হৈল।। ১২।।
দৈবকীরে বিস্তর ভর্ৎসিয়া দুরাচার।
টান দিয়া হাত হৈতে আনিল ছাওয়াল।। ১৩।।
দুই পায়ে ছাওয়ালে ধরিল দৃঢ় করি'।
শিলার উপরে লৈয়া আছাড়িল তুলি'।। ১৪।।

হস্তচ্যুত কন্যার শ্রীঅষ্টভুজারূপ ধারণ ও
পাপিষ্ঠ কংসের প্রতি শাসনবাণী-কথন

খসিয়া ছাওয়াল তা'র হাত হৈতে গেল।
আকাশমণ্ডলে গিয়া আরোহণ কৈল।। ১৫।।
দিব্য-মূর্ত্তি হৈল তথা ত্রিদশমোহিতা।
অষ্টভুজা অস্ত্র-শস্ত্রে, ভূষণে ভূষিতা।। ১৬।।
গন্ধর্ব, কিন্নর, সুর, সিদ্ধ, মুনিগণে।
নৃত্য-গীত, স্তুতি করে পুষ্প-বরিষণে।। ১৭।।
কৌতুকে পূজিল বলি-উপহার দিয়া।
ডাকিয়া কি বলে তবে দেবী মহামায়া।। ১৮।।

"শুন শুন, আরে কংস, দুষ্ট খলমতি।
আমাকে মারিতে কেন করিস্ শকতি? ১৯
আমাকে হিংসিস্, তোর নাহি প্রয়োজন।
যে তোমা' হরিব প্রাণ, লভিল জনম।। ২০।।
দুঃখিত প্রজার হিংসা না করিস্ বৃথা।
তোর শত্রু আজি জনমিল যথা-তথা।।" ২১।।
এতেক বলিয়া ভগবতী মহামায়া।
নানা-স্থানে রহে গিয়া নানারূপ হৈয়া।। ২২।।

দেবী-বাক্য-শ্রবণে কংসের ভয়, আত্মগ্লানি ও
শ্রীবসুদেব-দেবকী-সমীপে স্বকৃত দুষ্কর্ম্মের জন্য ক্ষমা-প্রার্থনা

দেবীর বচন কংস শুনিঞা শ্রবণে।
পরম বিস্মিত হৈয়া চিন্তে মনে মনে।। ২৩।।
বসুদেব-দৈবকীর খসাইল বন্ধন।
স্তুতি করি' বলে কিছু বিনয়-বচন।। ২৪।।
"শুন হে ভগিনীপতি, শুনহ ভগিনী।
কিবা গতি হয় মোর, হেন নাহি জানি।। ২৫।।
কেবল রাক্ষস যেন মুঞি দুরাচার।
ব্যর্থ এত পুত্রবধ করিলুঁ তোমার।। ২৬।।
নির্লজ্জ, নিন্দিত মুঞি কৈল হেন কর্ম্ম।
জ্ঞাতি-বন্ধু-বান্ধব ছাড়িলুঁ লোকধর্ম্ম।। ২৭।।
জীবন্তেই মরা মুঞি যেন ব্রহ্মঘাতী।
মরিলে না জানো, মোর হয় কোন্ গতি? ২৮
আছুক মানুষ, দেবে বলে মিছা বাণী।
এত অপকর্ম্ম কৈল দৈববাণী শুনি'।। ২৯।।
না করিহ আর শোক পুত্রের কারণে।
ভুঞ্জয়ে সকল লোক অদৃষ্ট আপনে।। ৩০।।
অদৃষ্ট-অধীন জীব, অদৃষ্টে মিলায়।
অদৃষ্টেহি পুনরায় বিচ্ছেদ করায়।। ৩১।।
মাটির নির্ম্মিত পাত্র নানা-পরকার।
কত হয়, কত যায়, মাটিমাত্র সার।। ৩২।।
মাটির না হয় যেন উতপতি-নাশ।
না মরে, না হয়, আত্মা নিত্য-পরকাশ।। ৩৩।।

শরীরের সবে উতপতি-পরলয়।
এহি না বুঝিয়া হয় মতি-বিপর্য্যয়।। ৩৪।।
আপনারি দেখে সবে জনম-মরণ।
সেই-সে কারণে করে সংসার-ভ্রমণ।। ৩৫।।
এতেক বচন তুমি বুঝিয়া ভগিনী।
পুত্রের কারণে আর শোক কর জানি।। ৩৬।।
তা'-সভার আছে এই অদৃষ্টে লিখন।
মোর বা আছয়ে এই পাপের কারণ।। ৩৭।।
যা'র যেন অদৃষ্ট, তাহার তেন ফল।
এ বোল বুঝিয়া দোষ ক্ষমিবে সকল।। ৩৮।।
'সে মোরে মারিল, মুঞি মারিলুঁ তাহারে।
যাবৎ এমত বুদ্ধি যাহার সঞ্চরে।। ৩৯।।
তাবৎ তাহার বাধ্য-বাধক-সম্বন্ধ।
বসুদেব, তোমাতে গোচর ভাল-মন্দ।।" ৪০।।
এতেক বচন বলি' ধরিল চরণে।
কান্দিতে লাগিল কংস ভয় পাঞা মনে।। ৪১।।

শ্রীবসুদেব-দেবকী-কর্ত্তৃক অনুতাপগ্রস্থ কংসকে প্রবোধ-দান

বসুদেব দেখিয়া কংসের দুঃখ-শোক।
দুঁহে মেলি' দিলা তা'রে সন্তোষ-প্রবোধ।। ৪২।।
"ভাল তুমি মহারাজ, কহিলে সকল।
অভিমানে ভেদ-বুদ্ধি হয় নিজ-পর।। ৪৩।।
এক দেহে করে আর দেহের বিনাশ।
দুঃখ-শোক-আদি যত মনের বিলাস।। ৪৪।।
জীবের তাহাতে দুঃখ-শোক নাহি ধরে।
অগেয়ান মূর্খ জনে শত্রু, মিত্র করে।। ৪৫।।
শুন মহারাজ, তুমি শোক পরিহর'।
সন্তোষ করিয়া তুমি নিজ-ঘরে চল।।" ৪৬।।

উৎকণ্ঠিত কংসের মন্ত্রিগণসহ মন্ত্রণা

তবে কংস প্রবেশ করিল নিজ-ঘরে।
জাগিয়া বঞ্চিল নিশি খট্টার উপরে।। ৪৭।।
রজনী প্রভাত হৈল, প্রত্যুষ বিহানে।
মন্ত্রিগণ ডাকিয়া আনিল বিদ্যমানে।। ৪৮।।
'আদি হৈতে পাত্রগণে সব কথা কই।'
চিন্তিতে লাগিলা কংস হেঁট-মাথা হই'।। ৪৯।।

কংসকে সেনাপতিগণের কুমন্ত্রণা প্রদান

তবে যত সেনাপতি আছিল তাহার।
বীরদর্প করিয়া লাগিল বলিবার।। ৫০।।
"কোন ছার প্রয়োজনে এত চিন্তা কর?
রাজা হৈয়া আপনার বিক্রম পাসর! ৫১
রিপু জনমিল, যদি এই সত্য হয়।
তাহা করি' তভু কিছু না করিহ ভয়।। ৫২।।
আজি বা জন্মিল দশ দিনের ভিতরে।
মারিব সকল শিশু প্রতি ঘরে-ঘরে।। ৫৩।।
হেন ছার কাজে তুমি কর বিমরিষ।
বাহুবলে জিনিলে সকল দশ-দিশ।। ৫৪।।
যদি বলে—দেবগণ আসিব সাজিয়া।
বস্তুজ্ঞান না করিহ দেবতা করিয়া।। ৫৫।।
ইচ্ছা করি' ধনুকে যখনে দেহ' চড়া।
দেবগণে তখনে সম্ভ্রমে পড়ে সাড়া।। ৫৬।।
না জানি, কি হয় আজি দেবের সমাজে।
ধনুকে টঙ্কার দিল কংস মহারাজে।। ৫৭।।
তুমি যদি কর রাজা, শর বরিষণ।
পালায় সকল দেব রাখিয়া জীবন।। ৫৮।।
কেহো কর যুড়িয়া করয়ে কাকুবাদ।
কেহো অস্ত্র পেলাইয়া করে দণ্ডপাত।। ৫৯।।
কেহো কেশ বান্ধে, কেহো কাছা মুকুলায়।
'না মার, না মার' বলি' তরাসে পালায়।। ৬০।।
রথী হৈয়া যদি রথ ছাড়য়ে সংগ্রামে।
অস্ত্র তেজি' ভয়ে যেবা করয়ে প্রণামে।। ৬১।।
সংগ্রামে বিমুখ হৈয়া যে জীব পালায়।
ধনু যা'র ভাঙ্গে, যেবা যুঝিতে না চায়।। ৬২।।
ইহাতে না কর তুমি অস্ত্রের প্রহার।
তুমি সে বীরের ধর্ম্ম জান সর্ব্বকাল।। ৬৩।।
দেবে কি করিতে পারে, রণে ভয়াকুল?
দর্প করিবার কালে, সভে তা'রা শূর।। ৬৪।।

বিষ্ণু করি' তিলেক না কর বস্তু-জ্ঞান।
সর্ব্বত্র গোপতে থাকে, নহে বিদ্যমান।। ৬৫।।
হরে কি করিব, তা'র অরণ্যে বসতি?
কি করিতে পারে অল্পবল শচীপতি? ৬৬
কি করিব ব্রহ্মা, তা'র সতত ধেয়ান?
তপ ছাড়ি' অন্য তা'র নাহি অবধান।। ৬৭।।
এ বোল বলিয়া উপেক্ষিতে না যুয়ায়।
শত্রু উদ্ধারিতে তভু করিব উপায়।। ৬৮।।
আজ্ঞা দেহ, আমি সব কিঙ্কর তোমার।
আমি সব রিপু-মূল করিব উদ্ধার।। ৬৯।।
অঙ্গে ব্যাধি হয় যদি, অলপ-সময়।
না খণ্ডিলে, সেই ব্যাধি বাঢ়ে অতিশয়।। ৭০।।
পাছে যেন সেই ব্যাধি না পারে খণ্ডিতে।
শত্রু বলবান্ হৈলে না পারি জিনিতে।। ৭১।।

পাপিষ্ঠগণের বিষ্ণু-বৈষ্ণব
ও গো-ব্রাহ্মণাদির হিংসা

সকল দেবের মূল—'বিষ্ণু' যা'র নাম।
সত্যধর্ম্ম যথা, তা'র তথা উপাদান।। ৭২।।
গো-ব্রাহ্মণ, তপ-যজ্ঞ, বেদ, ব্রত যথা।
এ-সব ধর্ম্মের মূল, ধর্ম্ম রহে তথা।। ৭৩।।
ব্রহ্মবাদী, যজ্ঞশীল, তপস্বী ব্রাহ্মণ।
হবির্দ্ধানী যত গাভী, আছে ঋষিগণ।। ৭৪।।
এ-সব মারিব, আর যথা পাই লাগ।
তবে বিষ্ণু মরিব, তাহাতে কোন্ বাদ? ৭৫
গো, ব্রাহ্মণ, তপ, যজ্ঞ—বিষ্ণুর শরীর।
বিষ্ণু মারিবারে এই বুদ্ধি কর স্থির।। ৭৬।।
সেই বিষ্ণু অসুর হিংসয়ে নিরন্তর।
সকল দেবের মূল, দেবের ঈশ্বর।। ৭৭।।
এই সে উপায়ে বিষ্ণু মারিবারে পারি।
সভেই মেলিয়া গিয়া গো-ব্রাহ্মণ মারি'।। ৭৮।।
পাপমতি কংস, তা'র পাপেতে উৎপত্তি।
কুমন্ত্রি-মন্ত্রণা, সেই দঢ়াইল যুগতি।। ৭৯।।
দুষ্ট দৈত্য যত, তা'রা কন্দলে পীরিতি।
চৌদিগে পাঠাঞা দিল দুষ্ট সেনাপতি।। ৮০।।
পাপমতি তা'রা সব, দুষ্টমতি খল।
গো-ব্রাহ্মণ-সাধু যত হিংসিল সকল।। ৮১।।

হিংসার ফল-অশেষ দুর্গতি

পরমায়ু, ছিরি, যত বেদধর্ম্ম, যশ।
ইহলোক, পরলোক, সকল সম্পদ্।। ৮২।।
এ-সব যাহার নাশ হয় একবারে।
সেই-সে গো-ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবে হিংসা করে।। ৮৩।।
কংসের সকল নাশ হৈব—হেন আছে।
দেব-দ্বিজ হিংসা করি' মজিল সবংশে।।" ৮৪।।
কৃষ্ণগুণ-সমুদিত, অসুর-মন্ত্রণা।
রঘুনাথ পণ্ডিতের মধুর রচনা।। ৮৫।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী-চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।। ৪।।

পঞ্চম অধ্যায়

শ্রীনন্দের শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাবোৎসব
(দেশাগ-রাগ)

শুকমুনি বলে,—"শুন রাজা পরীক্ষিৎ।
পুত্র জনমিল, নন্দ হৈল আনন্দিত।। ১।।
ডাকিয়া আনিলা যত বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ।
স্নান করি' অঙ্গেতে পরিল আভরণ।। ২।।
জাতকর্ম্ম কৈল স্বস্তি করিয়া বাচন।
যথাবিধি কৈল দেব-পিতৃ-আরাধন।। ৩।।

দশ লক্ষ দিল ধেনু কাঞ্চনে ভূষিয়া।
তিলের নির্ম্মিত সাত পর্ব্বত করিয়া।। ৪।।
কাঞ্চনে নির্ম্মিত ঘর, কাঞ্চনে খচিত।
কাঞ্চন-বসনে কৈল পর্ব্বত বেষ্টিত।। ।৫।।
সাত তিল-পর্ব্বত ব্রাহ্মণে দিল দান।
বসন-ভূষণ, বহুবিধ অন্ন-পান।। ৬।।
দান হৈতে হয় সব দ্রব্যের শোধন।
তত্ত্বজ্ঞান হৈলে হয় চিত্ত পরসন্ন।। ৭।।
নানা-দ্রব্য দিল নন্দ, বহুবিধ দান।
সহজে পণ্ডিত নন্দ, মহামতিমান্।। ৮।।

বেদ-পাঠ ও নৃত্য-গীতাদি উৎসব

বিবিধ মঙ্গল-বাণী পঢ়িল ব্রাহ্মণে।
উচ্চস্বরে ভট্টিমা পঢ়িল ভাটগণে।। ৯।।
গায়নে মধুর গীত, নর্ত্তকে নাচন।
বাজিল দুন্দুভি-ভেরি, বিবিধ বাজন।। ১০।।
পুরে-পুরে, ঘরে-ঘরে, অঙ্গনে-অঙ্গন।
চন্দন লেপন কৈল, কুঙ্কুমে সেচন।। ১১।।
বিচিত্র পল্লব, ধ্বজ, পতাকা, তোরণ।
পূর্ণঘট সারি-সারি, রম্ভা-আরোপণ।। ১২।।
গাভী, বৃষ, বৎসগণ ধবলবরণ।
তৈল-হরিদ্রায় কৈল অঙ্গ-বিলেপন।। ১৩।।

আনন্দিত গোপ-গোপীগণের শ্রীনন্দভবনে আগমন

'নন্দঘরে পুত্র হৈল' শুনি' গোপগণে।
অঙ্গ বিভূষিত কৈল বিবিধ ভূষণে।। ১৪।।
বিচিত্র কাঁচলি, পাগ বিবিধ-বরণে।
বিচিত্র বরিহা, ধাতু, মণ্ডিত কাঞ্চনে।। ১৫।।
বহুবিধ বহুমূল্য উপায়ন লৈয়া।
চলিল সকল গোপ আনন্দিত হৈয়া।। ১৬।।
'যশোদার পুত্র হৈল' গোপীগণে শুনি'।
নানা-আভরণ কৈল অঙ্গের সাজনী।। ১৭।।
নবীন কুঙ্কুমে মুখপঙ্কজে লেপিয়া।
বিচিত্র, বিবিধ ধাতু অঙ্গে নিরমিয়া।। ১৮।।

ত্বরিতে চলিলা গোপী চলিতকুণ্ডলা।
পৃথু-কুচ-শ্রোণীভার, গমনমন্থরা।। ১৯।।
বিলোলিত-মণিহার-কণ্ঠ-বিভূষণা।
কেশপাশ-গলিত-কুসুমবিরিষণা।। ২০।।
চঞ্চলকুণ্ডল-পয়োধর হার-শোভা।
কঙ্কণ কিঙ্কিনী-জ্যোতি বিজুলির আভা।। ২১।।
পথশোভা করিয়া রমণীগণ চলে।
তড়িৎ সঞ্চরে যেন আকাশমণ্ডলে।। ২২।।
উত্তরিল গিয়া যদি নন্দের মন্দিরে।
শিরে হাত দিয়া গোপী আশীর্ব্বাদ করে।। ২৩।।
'চিরজীবী হও, বাপু, সর্ব্বত্র কল্যাণ।'
ধান্য-দূর্ব্বা দিয়া শিরে কৈল সম্বিধান।। ২৪।।
তৈল-জল-হরিদ্রায় করিয়া সেচন।
দধি-দুগ্ধ-ঘৃত-মধু কৈল বরিষণ।। ২৫।।
কৃষ্ণের মহিমা গোপী গায় উচ্চস্বরে।
বিবিধ বাজন বাজে নন্দের মন্দিরে।। ২৬।।
কৃষ্ণ আসি' নন্দঘরে হৈলা উপসন্ন।
আনন্দে প্রভুর গুণ গায় গোপীগণ।। ২৭।।
দধি-দগ্ধ-ঢালাঢালি, ননী-ফেলাফেলি।
আনন্দ-সাগরে পড়ি' ভাসে গোপনারী।। ২৮।।
নন্দঘোষ মহাবুদ্ধি কোন কর্ম্ম করে।
পূজিল সকল লোক বস্ত্র-অলঙ্কারে।। ২৯।।
নর্ত্তক, গায়ক, ভাট, নানা গুণিগণে।
একে একে সকলে পূজিল জনে-জনে।। ৩০।।
পূজিল রোহিণী-দেবী ভূষণে ভূষিয়া।
উৎসব করয়ে দেবী আনন্দিত হৈয়া।। ৩১।।
অষ্টৈশ্বর্য্য, অষ্টসিদ্ধি, অষ্ট-মহানিধি।
গোকুলে মিলিল গিয়া সে দিন-অবধি।। ৩২।।
আপনে আসিয়া যা'থে রহে শ্রীনিবাস।
সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ক্রীড়াভূমি-পরকাশ।। ৩৩।।

কংসকে কর-প্রদানার্থ শ্রীনন্দের মথুরা-গমন

গোকুলে রক্ষকগণ করি' নিয়োজিত।
মধুপুরে নন্দ-ঘোষ চলিলা তুরিত।। ৩৪।।

কংসের বৎসর-কর দিব সেই দিনে।
মথুরা চলিলা নন্দ তাহার কারণে।। ৩৫।।
কংসের বৎসর-কর করিয়া শোধন।
আপনার নিজপুরে কৈলা আগমন।। ৩৬।।

শ্রীনন্দ-বসুদেব-সাক্ষাৎকার ও কথোপকথন

হেন-কালে বসুদেব গেলা নন্দঘরে।
বসুদেব দেখি' নন্দ উঠিল সত্বরে।। ৩৭।।
দুই ভাই সন্তোষে করিয়া কোলাকোলি।
আসনে বসিলা দুঁহে হাতাহাতি ধরি'।। ৩৮।।
রাম-কৃষ্ণ দুই পুত্রে চিত্ত আরোপিয়া।
বসুদেব বলে কিছু পীরিতি করিয়া।। ৩৯।।
"এই মহাভাগ্য ভাই, দেখিলুঁ তোমারে।
পুত্র জনমিল আসি' এই বৃদ্ধকালে।। ৪০।।
পুনরপি জন্ম যেন লভিল আপনে।
হেনকালে পুত্রমুখ হৈল দরশনে।। ৪১।।
সবন্ধু-বান্ধবে তুমি আছ নিরাকুলে।
নাহি উৎপাত কিছু, তোমার গোকুলে? ৪২
মহাবনে তৃণ-জল আছে ভালমতে।
নিরন্তর যাহে থাক গোধন-সহিতে? ৪৩
আছে কি আমার পুত্র কুশল-কল্যাণে?
তুমি-সব কর তা'র পোষণ-পালনে।। ৪৪।।
পিতা করি' তোমারে বলয়ে অনুক্ষণ।
তুমিহ তাহারে যেন দেখ পুত্র-সম।। ৪৫।।
ধর্ম্ম, অর্থ, কাম—সবে এই প্রয়োজন।
যাহা দিয়া সন্তোষ করিয়ে বন্ধুজন।। ৪৬।।
যাহা হৈতে বন্ধুগণে না হয় পীরিতি।
কিবা যশে, ধনে, কিবা সে ঘর-বসতি?" ৪৭
নন্দ ঘোষ বলে,—"ভাই, শুন মহাশয়।
মারিল পাপিষ্ঠ কংস বিস্তর তনয়।। ৪৮।।
একখানি কন্যা যেহো হৈল অবশেষে।
অন্তরীক্ষে গেল সেহো অদৃষ্টের বশে।। ৪৯।।
শুভাশুভ, সুখদুঃখ—অদৃষ্টকারণ।
অদৃষ্ট বুঝিয়া স্থির হয় বধুজন।।" ৫০।।

অনিষ্টাশঙ্কায় শ্রীনন্দের শীঘ্র-গোকুলে গমন

বসুদেব বলে,—"নন্দ, শুনহ বচন।
বিস্তর কথায় কিছু নাহি প্রয়োজন।। ৫১।।
রাজার বৎসর-কর দিলে একবারে।
কি কাজ হেথাতে র'ঞা, ঝাট চল ঘরে।। ৫২।।
গোকুলে ত উতপাত হৈব, হেন জানি।
না কর বিলম্ব, নন্দ, শুন তত্ত্ববাণী।।" ৫৩।।
বসুদেব-বচন শুনিয়া গোপগণে।
নন্দ-আদি করি' কৈল শকট-আরোহণে।। ৫৪।।
বসুদেব সম্ভাষিয়া করিলা পয়ান।"
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস-গান।। ৫৫।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী-পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।। ৫।।

ষষ্ঠ অধ্যায়

পূতনা রাক্ষসীর সুন্দরী বেশে নন্দগৃহে প্রবেশ

(ধানসী-রাগ)

মুনি বলে,—"কহি রাজা, শুন সাবধানে।
নন্দঘোষ চলিল চিন্তিতে মনে মনে।। ১।।
'বসুদেব বচন অসত্য কভু নয়।
কিবা উৎপাত আজি ব্রজকুলে হয়?' ২
পূতনা পাঠাঞা তথা দিল কংসাসুরে।
উঠিল রাক্ষসী গিয়া নন্দের গোকুলে।। ৩।।

হরিগুণ-সংকীর্ত্তন না হয় যে-স্থানে।
তথা তথা উৎপাত করে দুষ্টগণে।। ৪।।
হেন প্রভু আপনে যে সাক্ষাতে শ্রীহরি।
রাক্ষসীর প্রাণে তা'থে কি করিতে পারি? ৫
পাপিনী পূতনা সে যে নানা-মায়া জানে।
মায়ায় যুবতীবেশ ধরিল আপনে।। ৬।।
কেশপাশ-বিনিহিত-ফুল্ল-মল্লি-মালা।
পৃথুশ্রোণী-কুচভর-গমন-মন্থরা।। ৭।।
ক্ষীণ-কটিতট, পট্টবাসপরিধানা।
কুন্তলমণ্ডিত-গণ্ড, মুদিতবদনা।। ৮।।
ভুরুভঙ্গ-বিলসিত, জন-মনোহরা।
বিলোল-অলকাবলী, কুঞ্চিতকুন্তলা।। ৯।।
অলস-বিলস-গতি, কমল ঢুলায়।
চকিত-চপল দিঠী, নন্দ ঘরে যায়।। ১০।।
'লক্ষ্মীদেবী যায় নিজপতি-দরশনে।'
এহি চিন্তে মানিল গোকুলবাসিগণে।। ১১।।
গোপ-গোপী এইরূপে চিন্তিতে লাগিলা।
পূতনা প্রবেশ গিয়া নন্দঘরে কৈলা।। ১২।।

সর্ব্বান্তর্যামী শ্রীকৃষ্ণের অজ্ঞের ন্যায় অবস্থান

নিজ-তেজ সম্বরিয়া আছয়ে শয়নে।
মুদিত-নয়ন, যেন কিছুই না জানে।। ১৩।।
আচ্ছাদিয়া আছে প্রভু নিজ-তেজোবল।
আগুনি থাকয়ে যেন ভস্মের ভিতর।। ১৪।।
অন্তর্য্যামী প্রভু সে, সভার তত্ত্ব জানে।
কিবা অগোচর আছে তাঁ'র বিদ্যমানে? ১৫
পূতনা-রাক্ষসী সে যে বালকঘাতিনী।
জানেন তাহার তত্ত্ব প্রভু চক্রপাণি।। ১৬।।
মনে আছে—'পূতনারে করিব সংহার।'
রহে প্রভু শিশুভাব করিয়া বিস্তার।। ১৭।।

শ্রীকৃষ্ণকে পূতনার বিষস্তন-প্রদান

এত বিবরণ নাহি জানে নিশাচরী।
বালক তুলিয়া গিয়া লৈল কোলে করি'।। ১৮।।
না জানিয়া কেহো যেন কালসর্প ধরে।
কালান্তক যম যেন তুলি' লৈল কোলে।। ১৯।।
তা'র রূপ, তেজ দেখি' অতি মনোহর।
হসিত বদন তা'র, বচন সুন্দর।। ২০।।
যশোদা-রোহিণী কিছু না পারে বলিতে।
চিত্রের পুত্তলি যেন লাগিল চাহিতে।। ২১।।
কোন কর্ম্ম করে তবে পূতনা পাপিনী।
শিশুমুখে বিষস্তন দিল দুচারিণী।। ২২।।

শ্রীকৃষ্ণের পূতনা-বধ

দুই করে স্তন ধরি' প্রভু ভগবান্।
চুমুক ধরিয়া তবে দিলা এক টান।। ২৩।।
প্রাণ-সহে স্তন তা'র পিলেন শ্রীহরি।
ছাড় ছাড় বলিয়া পড়িল নিশাচরী।। ২৪।।
দুইআঁখি উলটিল, আছাড়িল পাও।
আর্ত্তনাদ করিয়া ছাড়িল ঘন রাও।। ২৫।।
পড়িল পূতনা, তা'র শবদ উঠিল।
নদ-নদী, গিরি, তরু, ধরণী কম্পিল।। ২৬।।
গ্রহগণ-সহে কাঁপে গগনমণ্ডল।
দশদিগ, পাতাল কাঁপিল জল-স্থল।। ২৭।।
ব্রজপাত-হেন লোকে হৈল চমৎকার।
ভূমিতে পড়িল লোক দেখি' অন্ধকার।। ২৮।।

পূতনার স্বমূর্ত্তি-ধারণ

হেনরূপে পড়িল পূতনা নিশাচরী।
প্রাণ ছাড়ি' গেল তবে নিজরূপ ধরি'।। ২৯।।
দ্বাদশ দণ্ডের পথ পৃথিবী যুড়িয়া।
পূতনার কলেবর রহিল পড়িয়া।। ৩০।।
পর্ব্বতের গুহা যেন নাসিকাবিবর।
দুই-গোটা স্তন তা'র পর্ব্বতশিখর।। ৩১।।
লাঙ্গলের ঈষা যেন বিকট দশন।
অন্ধকূপ যেন দুই গভীর নয়ন।। ৩২।।
শূন্যজল হ্রদ যেন উদর গভীর।
মহা মহীধর যেন উচল শরীর।। ৩৩।।

নদীতট যেন তা'র জঘন বিস্তার।
হাত-পায় দেখি যেন দীঘল জাঙ্গাল।। ৩৪।।

গোপীগণদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের রক্ষা-বন্ধন

গোপগোপী দেখিয়া পূতনা-কলেবর।
কাঁপিয়া উঠিল অঙ্গ তরাসে সকল।। ৩৫।।
খেলায় বালক তা'র বুকের উপরে।
ধাঞা গিয়া গোপীগণ আনিল সত্বরে।। ৩৬।।
যশোদা-রোহিণী আর গোপীগণ মেলি'।
রক্ষা বান্ধে বালকের শিরে হাত ধরি'।। ৩৭।।
গোপুচ্ছ ভ্রমায় লৈয়া অঙ্গের উপরে।
গোমূত্রে করায় স্নান বালকের শিরে।। ৩৮।।
গোধূলি-গোময়ে তবে করায় মজ্জন।
দ্বাদশ অঙ্গের রক্ষা বান্ধে গোপীগণ।। ৩৯।।
করপদ পাখালিয়া আচমন করি'।
রক্ষা বান্ধে গোপীগণ নানা মন্ত্র পড়ি'।। ৪০।।
'অজ নারায়ণ রক্ষা করুক চরণ।
মণিমান্ জানুদ্বয় করুন রক্ষণ।। ৪১।।
কটিতট অচ্যুত, জঠর হয়গ্রীবে।
যজ্ঞরূপী উরুদ্বয়, হৃদয় কেশবে।। ৪২।।
ঈশ বক্ষে, সূর্য্য কণ্ঠে, বিষ্ণু ভুজযুগে।
রক্ষা করু উরুক্রম তোমার শ্রীমুখে।। ৪৩।।
ঈশ্বরে রক্ষুক শিরে, আগে চক্রধর।
দুই পাশে খড়গ-ধনু রহু নিরন্তর।। ৪৪।।
পাছে গদাধর তোমা করুক রক্ষণ।
সর্ব্বত্র করুক রক্ষা শ্রীমধুসূদন।। ৪৫।।
কোণে শঙ্খ, অধে তার্ক্ষ্য রক্ষুক তোমার।
উপেন্দ্র রক্ষুক ঊর্দ্ধে তোমা' সর্ব্বকাল।। ৪৬।।
হলধর সর্ব্বদিক্ করুন রক্ষণ।
হৃষীকেশ ইন্দ্রিয়, সে প্রাণ নারায়ণ।। ৪৭।।
শ্বেতদ্বীপপতি চিত্ত, মন যোগেশ্বর।
পৃশ্নিগর্ভ বুদ্ধি রক্ষা করু নিরন্তর।। ৪৮।।
ক্রীড়াকালে গোবিন্দ রক্ষুক অনুক্ষণ।
শয়নে মাধব-দেব, আত্মা ভগবান্।। ৪৯।।
বসিতে শ্রীপতি-দেব, বৈকুণ্ঠ গমনে।
সর্ব্বযজ্ঞ-পতি রক্ষা করুন ভোজনে।। ৫০।।
ভূত-প্রেত-আদি যত ডাকিনী, যোগিনী।
কোটরা, পূতনা-আদি বালক-ঘাতনী।। ৫১।।
যক্ষ, রক্ষ, বিনায়ক, দুষ্ট গ্রহগণ।
বৃদ্ধগ্রহ, বালগ্রহ লোকসন্তাপন।। ৫২।।
বিষ্ণু-স্মঙরণে যাউক এ সব বিনাশ।
সর্ব্বত্র রক্ষুক দেব জগৎনিবাস।।' ৫৩।।
এইরূপে গোপীগণ করিল রক্ষণ।
মায়ে শিশু কোলে করি' পিয়াইল স্তন।। ৫৪।।

পূতনার বিরাট দেহ দর্শনে নন্দাদিগোপগণের
বিস্ময় ও তাহার দেহ-সৎকার

নন্দ-আদি গোপগণ আইল হেনকালে।
বিস্ময় পড়িলা তারা দেখি' কলেবরে।। ৫৫।।
বসুদেব যে কহিল, নহিল অন্যথা।
মহামুনি বসুদেব জানিল সর্ব্বথা।। ৫৬।।
তবে তা'র কলেবর কুঠারে কাটিয়া।
দূরে লৈয়া কাঠ দিয়া ফেলিল পোড়াঞা।। ৫৭।।
পুড়িতে সৌরভগন্ধ দেহের উঠিল।
তা'র গন্ধে সর্ব্বলোক বিস্ময় ভাবিল।। ৫৮।।
স্তনপান কৈল তা'র প্রভু নারায়ণে।
অশেষ পাতক ধ্বংসে হৈল তে-কারণে।। ৫৯।।
পূতনা-রাক্ষসী সে যে রুধির-ভোজনা।
বালকঘাতিনী সে যে ঘোর দরশনা।। ৬০।।
মারিবার তরে বিষ ভরি' দিল স্তন।
মুক্তিপদ হৈল তা'র এই-সে কারণ।। ৬১।।

শ্রীকৃষ্ণের পূতনার প্রতি অহৈতুকী কৃপা

শ্রদ্ধা-ভক্তি করিয়া যে প্রভু নারায়ণে।
প্রিয়বস্তু যে কিছু করয়ে সমর্পণে।। ৬২।।
তাহার কি ফল হয়, কহিতে না পারি।
তাঁহাকে পিয়ায় স্তন যশোদা-সুন্দরী।। ৬৩।।

ভক্তজনে করে যাঁ'কে হৃদয়ে স্থাপন।
ব্রহ্মা-আদি দেব যাঁ'র করয়ে বন্দন।। ৬৪।।
হেন পাদকমলে যাহার অঙ্গ বেড়ি'।
স্তন পান কৈলা প্রভু শিশু বেশ ধরি'।। ৬৫।।
কে কহিতে পারে তা'র ভাগ্যের মহিমা?
অজ-ভব-আদি যা'র দিতে নারে সীমা।। ৬৬।।
যে ধেনুর ক্ষীর পান করেন মুরারি।
যে যে গোপী স্তন দিল কৃষ্ণ কোলে করি'।। ৬৭।।
প্রভু যার পীরিতে করিল স্তনপানে।
শঙ্কর, বিরিঞ্চি যাঁ'র মহিমা না জানে।। ৬৮।।
পূতনা-রাক্ষসী যাঁ'তে পায় মোক্ষগতি।
কহিব তাঁহার তত্ত্ব কাহার শকতি? ৬৯
অখিল-জগৎ-গুরু, মোক্ষপদদাতা।
পূর্ণব্রহ্ম, সনাতন, সর্ব্বলোকপিতা।। ৭০।।
ব্রহ্মাদি-বন্দিত সেই দৈবকীনন্দন।
পুত্রভাব তাঁহাকে করিল গোপীগণ।। ৭১।।
তবে কেন তাহার থাকিব ভবভয়?
না করিহ রাজা, তুমি ইহাতে সংশয়।। ৭২।।
পূতনা পুড়িয়া নন্দ-আদি গোপগণে।
গোকুলে আসিয়া জিজ্ঞাসিল লোক-স্থানে।। ৭৩।।
গোপগোপী কহিল তাহার বিবরণ।
শুনিয়া বিস্ময় হৈল যত গোপগণ।। ৭৪।।
পুত্র লৈয়া নন্দঘোষ শিরে দিয়া হাত।
চুম্বন করিয়া মুখে কৈল আশীর্ব্বাদ।। ৭৫।।
পূতনামোক্ষণ-কথা* ভক্তিভাব করি'।
যেজন শুনয়ে শ্রীকৃষ্ণেতে মন ধরি'।। ৭৬।।
রতি-মতি হয় তা'র গোবিন্দচরণে।"
ভাগবত-আচার্য্যের মধুর-বচনে।। ৭৭।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী-ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।। ৬।।

সপ্তম অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা-সম্বন্ধীয়-পরিপ্রশ্ন
(ভাটিয়ারী-রাগ)

এইরূপে নন্দঘরে বাঢ়ে যদুবর।
গোপগোপী-আনন্দ বাঢ়য়ে নিরন্তর।। ১।।
অদভুত কথা শুনি' রাজা বিষ্ণুরাত।
নিবেদন করে কিছু মুনির সাক্ষাৎ।। ২।।
"যে-যে অবতারে হরি যে-যে রূপ ধরে।
শ্রুতিসুখ-মনোরম যে-যে কর্ম্ম করে।। ৩।।
যা' শুনিলে মনোগত গ্লানি নাহি রয়।
বিশেষে বৈরাগ্য হয়, নির্ম্মল আশয়।। ৪।।
ভক্তজনে সখ্যভাব, ভক্তি নারায়ণে।
হেন হরি-চরিত্র কহিবে আদি-হনে।। ৫।।
যদি ইচ্ছা কর তুমি, গুরু যোগেশ্বর।
কহ হরি-চরিত্র শ্রবণ-মনোহর।। ৬।।
সম্প্রতি গোপাল-বাল কহিবে চরিত্র।
যাহার শ্রবণে সর্ব্বলোক আনন্দিত।।" ৭।।
রাজার বচন শুনি' শুক যোগেশ্বর।
কৃষ্ণকেলি-কথা কহে শ্রবণমঙ্গল।। ৮।।

শ্রীকৃষ্ণের ঔত্থানিক-পর্ব্ব

"অঙ্গের চালন শিশু কৈলা একদিনে।
কৌতুকে উৎসব তবে কৈল গোপগণে।। ৯।।

* পূতনা বধ—পূতনা ভুক্তিমুক্তিশিক্ষক কপটগুরু। ভুক্তিমুক্তি প্রিয় কপট সাধুগণও পূতনাতত্ত্ব। শুদ্ধ ভক্তের প্রতি কৃপা করিয়া বালকৃষ্ণ স্বীয় নব-উদিত ভাবকে রক্ষা করিবার জন্য পূতনা বধ করেন। (শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৃত)

জনম-নক্ষত্রযোগ আছে সেই দিনে।
গোপগোপী আসিয়া মিলিল সেইক্ষণে।। ১০।।
বিবিধ বাজন-গীত, বিবিধ মঙ্গল।
দ্বিজগণে বেদমন্ত্র পড়িল বিস্তর।। ১১।।
মহা-অভিষেক কৈল আনিঞা ব্রাহ্মণে।
বিবিধ বিধানে কৈল শান্তি-স্বস্ত্যয়নে।। ১২।।
গন্ধ, মাল্য, ধন, ধেনু বসনে ভূষিয়া।
দ্বিজগণে পাঠাইলা সন্তোষ করিয়া।। ১৩।।
তবে পুত্র কোলে করি' যশোদা সুন্দরী।
নিদ্রা লওয়াইলা অঙ্গে দিয়া করতালি।। ১৪।।
শয্যার উপরে শিশু করাঞা শয়ন।
বসনে ভূষণে পূজে গোপ-গোপীগণ।। ১৫।।
পুত্রমহোৎসবে দেবী আনন্দিত-মনে।
লোকপূজা করিতে, না কৈল অবধানে।। ১৬।।
স্তন নাহি পিয়ে শিশু যুড়িল ক্রন্দন।
কান্দিতে কান্দিতে দুই তুলিল চরণ।। ১৭।।

শ্রীবালকৃষ্ণের শকটভঞ্জন* -লীলা

শকটের তলে আছে শয়ন করিয়া।
ভাঙ্গিল শকটখান চরণ লাগিয়া।। ১৮।।
নবদল-কোমল চরণ দুইখানি।
শকটে বাজিল গিয়া তাহার ঠেকনি।। ১৯।।
উলটিয়া পড়িল শকট হৈল চুর।
শিশু হৈয়া কে করিতে পারে এতদূর ? ২০
ভাঙ্গিয়া পড়িল দধি-দুগ্ধের কলস।
ভূমিতে পড়িয়া গেল বিবিধ গো-রস।। ২১।।
হেন অদভুত দেখি' যত ব্রজনারী।
বিস্ময় পড়িল নন্দগোপ-আদি করি'।। ২২।।
উলটিয়া শকট পড়িল কি কারণে?
ভূমিতে পড়িয়া কেনে হৈল খানখানে? ২৩
কেহো ত বুঝিতে নারে ইহার কারণ।
নিকটে আছিল যত কহে শিশুগণ।। ২৪।।
'পায়ে ঠেলি' এই শিশু শকট ফেলিল।'
বালকের বাক্যে কেহো প্রতীত না গেল।। ২৫।।
অমিতবিক্রম শিশু—গোপ নাহি জানে।
প্রতীত না কৈল কেহো শিশুর বচনে।। ২৬।।
সাক্ষাৎ পরমানন্দ প্রভু ভগবান্।
শিশুবাক্যে গোপগণ কৈল অবজ্ঞান।। ২৭।।
ছাওয়াল কান্দিতে আছে শয্যার উপরে।
ধাঞা গিয়া যশোদা তুলিয়া লৈল কোলে।। ২৮।।
পুনঃ বিপ্র আনি' করাইল স্বস্ত্যয়ন।
শান্তি-স্বস্তি করি' তবে পিয়াইল স্তন।। ২৯।।
তবে যত গোয়াল আছিল বলী আর।
সেইরূপে শকট স্থাপিল আরবার।। ৩০।।
ধান্য-দূর্ব্বা দিয়া তবে শকট পূজিল।
ব্রাহ্মণ আনিয়া পুনঃ শান্তিযজ্ঞ কৈল।। ৩১।।
পরম-সুবুদ্ধি নন্দ, সহজে পণ্ডিত।
দেব-দ্বিজ পূজা কৈল হৈয়া সাবহিত।। ৩২।।
দিব্য অন্নপান দিয়া পূজিলা ব্রাহ্মণে।
ধন, ধেনু, বহুবিধ বসন-ভূষণে।। ৩৩।।
বিপ্রমুখে পুত্রকে করায় আশীর্ব্বাদ।
রক্ষা বান্ধে বিপ্রগণ অঙ্গে দিয়া হাত।। ৩৪।।
এইরূপ উৎসব করাঞা নন্দরায়।
সব গোপগোপীগণ তুষিয়া পাঠায়।। ৩৫।।
শকটভঞ্জন-লীলা কহিল সুন্দর।
আর এক অদভুত, শুন নৃপবর।। ৩৬।।
একদিন পুণ্যবতী যশোদা-সুন্দরী।
লালন-পালন করে পুত্র কোলে করি'।। ৩৭।।
বহিতে না পারে শিশু, বড় হৈল ভর।
ভূমিতে ছাওয়াল থুইল, মনে পাঞা ডর।। ৩৮।।

* শকটভঞ্জন—প্রাক্তন ও আধুনিক অসৎসংস্কার, জাড্য ও অভিমানজনিত ভারবাহিত্ব। বালকৃষ্ণভাব শকটভঞ্জন পূর্ব্বক সেই অনর্থকে দূর করেন।

শ্রীবালগোপালের তৃণাবর্ত্তবধ*

ঈশ্বর চিন্তিয়া মনে গৃহকর্ম্ম করে।
তৃণাবর্ত-দৈত্য আইলা হেন অবসরে।। ৩৯।।
কংসের আদেশে দৈত্য গোকুলে আসিয়া।
চক্রবাতরূপে নিল ছাওয়ালে হরিয়া।। ৪০।।
মহাঝড়-উৎপাতে গোকুলে পূরায়।
ধূলা-অন্ধকারে কেহ দেখিতে না পায়।। ৪১।।
পুরাইল দশদিগ, শবদ নিষ্ঠুর।
ধূলা-অন্ধকারে সব পুরায় গোকুল।। ৪২।।
কে কোথাতে আছে, কেহো কিছুই না জানে।
পুত্র না দেখিয়া দেবী হরিল গেয়ানে।। ৪৩।।
করুণা করিয়া কান্দে ভূমেতে পড়িয়া।
গাভী যেন হামলায় বাছুর হারাঞা।। ৪৪।।
ক্রন্দন শুনিয়া সব গোপীগণ আইল।
শিশু না দেখিয়া তা'রা কান্দিতে লাগিল।। ৪৫।।
আঁখি বাঞা পড়ে নীর, আকুল-হৃদয়।
দুঃখ-শোকে গোপীগণ কান্দে অতিশয়।। ৪৬।।
তৃণাবর্ত মহাদৈত্য কোন কর্ম্ম করে।
ছাওয়াল তুলিয়া লৈল আকাশমণ্ডলে।। ৪৭।।
বহিতে না পারে শিশু, পর্ব্বতের ভর।
মনে ভয় পাঞা দৈত্য করে ধড়্ ফড়্।। ৪৮।।
যাবৎ পলাঞা নাহি যায় দুরাচার।
দুই হাতে গলা চাপি' ধরিল ছাওয়াল।। ৪৯।।
হাথ-পাও আছাড়য়ে, করে ছট্‌ফট্।
মুখেতে না আইসে রাও, দেখিতে বিকট।। ৫০।।
দুই আঁখি উলটিল, হরিল চেতন।
ভূমিতে পড়িঞা দৈত্য ছাড়িল জীবন।। ৫১।।
পড়িল আকাশ হ'তে শিলার উপরে।
খণ্ড খণ্ড হৈল তা'র সব কলেবরে।। ৫২।।
শিলাতে পড়িঞা দৈত্য হৈল শখ্চূর।
শঙ্করের বাণে যেন পড়িল ত্রিপুর।। ৫৩।।
গোপগোপীগণ কান্দে আকুল-হৃদয়।
হেনকালে দৈত্য দেখি' পাইল বড় ভয়।। ৫৪।।
খেলায় বালক তা'র বুকের উপর।
ঈষৎ মধুর হাস্য, দেখিতে সুন্দর।। ৫৫।।

তৃণাবর্ত্ত হইতে শ্রীকৃষ্ণের-রক্ষাহেতু
গোকুলবাসির আনন্দ

নাম্বিবারে চাহে শিশু ভয় নাহি মনে।
ধাঞা গিয়া ধরে শিশু গোপগোপীগণে।। ৫৬।।
সব দুঃখ দূরে গেল পাঞা যদুবর।
গোকুল ভরিয়া হৈল আনন্দ-মঙ্গল।। ৫৭।।
নন্দ-আদি গোপ বলে হৈয়া আনন্দিত।
"নষ্ট হৈল হেন পুত্র, মিলে আচম্বিত।। ৫৮।।
নিজ-পাপে হিংসকের হয় পরলয়।
শুদ্ধভাবে সাধুজনে তরে ভবভয়।। ৫৯।।
আমি-সব কোন্ তপ কৈল পুণ্য-দানে?
সাক্ষাতে পূজিল কিবা পুরুষ-পুরাণে? ৬০
কিবা সর্ব্বভূতে দয়া কৈল শুদ্ধচিত্তে?
কোন্ ভাগ্যে মৃত পুত্র মিলিল সাক্ষাতে? ৬১
অদভুত দেখি' নন্দ চিন্তে মনে-মনে।
'বসুদেব-বচন ফলিল বিদ্যমানে।।' ৬২।।
কথোদিন বই আর, নন্দের নন্দনে।
যে কর্ম্ম করিল, রাজা, শুন সাবধানে।। ৬৩।।
পুত্র কোলে করিয়া যশোদা একদিনে।
স্তন পিয়াইল দেবী হরষিত-মনে।। ৬৪।।

যশোদার কৃষ্ণ-মুখগহ্বরে ত্রিভুবন দর্শন

মধুর অঙ্গের করে লালন-পালন।
কর দিয়া করে দেবী মুখ মারজন।। ৬৫।।

* তৃণাবর্ত্তবধ—বৃথা পাণ্ডিত্যাভিমান, তজ্জনিত কুতর্ক, শুষ্ক-যুক্তি, শুষ্ক-ন্যায়াদি ও তৎপ্রিয়লোকসঙ্গ। হৈতুক পার্ষণ্ডমতসমূহ ইহাতেই থাকে। বালকৃষ্ণভাব সাধকের দৈন্য কৃপাবিষ্ট হইয়া সেই তৃণাবর্ত্তকে মারিয়া ভজনের কণ্টক দূর করেন।

হেন-কালে মুখে হাই ছাড়িল ছাওয়ালে।
ত্রিভুবন দেখে দেবী মুখের ভিতরে।। ৬৬।।
দশদিগ্, গ্রহগণ, আকাশমণ্ডল।
চন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু বহ্নি, এ সপ্ত সাগর।। ৬৭।।
সপ্তদ্বীপ, গিরি-তরু, নদ-নদী, জল।
সুরলোক, সপত-পাতাল, ক্ষিতি-তল।। ৬৮।।
ব্রহ্মাণ্ড-পর্য্যন্ত যত স্থাবর জঙ্গম।
পুত্রমুখে যশোদা দেখিল ত্রিভুবন।। ৬৯।।
পুত্রমুখে জগৎ দেখিয়া ব্রজেশ্বরী।
কাঁপিয়া উঠিল অঙ্গ, ধরিতে না পারি।। ৭০।।
দুই আঁখি মুদিয়া রহিল সেই মনে।
হেন অদভুত লীলা করে নারায়ণে।। ৭১।।
কৃষ্ণগুণ শুন ভাই, কৃষ্ণে ধর আশা।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস-ভাষা।। ৭২।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী-সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।। ৭।।

অষ্টম অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণবলরামের নামকরণ

(বরাড়ী-রাগ)

শুক মহামুনি বলে,—"শুন নরেশ্বর।
আর অদভুত কহি শ্রুতি-মনোহর।। ১।।
যদুকুলে পুরোহিত 'গর্গ-মুনি' নাম।
আজ্ঞা দিলা তাঁ'রে বসুদেব মতিমান্।। ২।।
গর্গ-মুনি গেল তবে নন্দের মন্দিরে।
দেখিয়া উঠিল নন্দ পরম-আদরে।। ৩।।
পাদ্য, অর্ঘ্য, গন্ধ পুষ্প, নানা-উপহারে।
বিষ্ণুবুদ্ধি করি' তাঁ'রে পূজিলা সত্বরে।। ৪।।
আসনে বসাঞা মুনি বিনয়-বচনে।
কর-যোড় করি' নন্দ বলে সাবধানে।। ৫।।
"মহাজন-আগমন এই প্রয়োজনে।
দুর্গত গৃহীর মাত্র করে পরিত্রাণে।। ৬।।
তুমি মহাপুরুষ, দুর্গত-হিতকারী।
তাহার কারণে তুমি আইলা দয়া করি'।। ৭।।
তুমি মহাপণ্ডিত, কেবল শুদ্ধমতি।
তোমা' হৈতে জ্যোতিষ-শাস্ত্রের উৎপতি।। ৮।।
যাহা হৈতে জানি ভূত-ভব্য-বর্ত্তমান।
হেন মহাশাস্ত্র তোমা' হৈতে উপাদান।। ৯।।
লোকে বলে, সভে তুমি জ্যোতিষ-প্রধান।
সর্ব্বশাস্ত্রে নাহি কেহ তোমার সমান।। ১০।।
দুইটী বালক আছে, নাম নাহি ধরি।
তুমি নামকরণ করহ কৃপা করি'।। ১১।।
যদি বল,—'আমি নহি কুল পুরোহিত।'
জন্মিলেই গুরু, বিপ্র জগতে পূজিত।। ১২।।
এ বোল বুঝিয়া কর পুত্রের সংস্কার।"
তবে গর্গমুনি বলে উত্তর তাহার।। ১৩।।
"আমিহ আপনে যদুকুল-পুরোহিত।
সর্ব্বত্র বিখ্যাত আমি, জগতে বিদিত।। ১৪।।
আমি যদি তব পুত্রে করি নাম-কর্ম্ম।
দূষিব পাপিষ্ঠ কংস না জানিঞা মর্ম্ম।। ১৫।।
দেবকীর পুত্র ওই জানিব নিশ্চয়।
তবে তুমি কি বুদ্ধি করিবে মহাশয়? ১৬
বসুদেব-সঙ্গে তোমার আছয়ে মিতালী।
দৈবকীর অষ্টম-গর্ভে কন্যা নাহি বলি।। ১৭।।

কন্যায় কহিল,—'শক্র জন্মিল তোমার।'
এত কুমন্ত্রণা যদি করে দুরাচার।। ১৮।।
আসিয়া মারিব যদি দুইটী তনয়।
তবে নন্দ, দেখি বড় এই ত সংশয়।।' ১৯।।
নন্দ বলে, 'কর এই পুরেতে প্রবেশ।
নিজ লোক-মাত্রে যা'থে না পায় উদ্দেশ।। ২০।।
ঘরের ভিতরে কর্ম্ম কর অলক্ষিতে।
নর-নামে কেহ যেন না পারে জানিতে।।' ২১।।
নন্দের বচন শুনি' গর্গ মহাশয়।
করিলা সকল কর্ম্ম, বিধি যেই হয়।। ২২।।
তবে মুনি বলে,—'শুন নামের বিধান।
ধরিব যাহার যেন অনুরূপ নাম।। ২৩।।

শ্রীবলরামের বিবিধ নাম

রোহিণী-পুত্রের নাম শুন বিদ্যমান।
মনোরম দেখিয়া বলিবে লোকে 'রাম'।। ২৪।।
'বলরাম' হৈব দেখি' বলেতে প্রখর।
আর এক নাম হৈব ইহার সুন্দর।। ২৫।।
যদুবংশে বাঢ়াইব অন্যো ন্যে পীরিতি।
ভিন্নভাব খণ্ডাঞা করিব একমতি।। ২৬।।
'সঙ্কর্ষণ'-নাম হৈব সেই-সে কারণে।
তোমার পুত্রের নাম কহিব এখনে।। ২৭।।

শ্রীকৃষ্ণের বিবিধ নাম-মাহাত্ম্য

এ বালক যুগে যুগে করে অবতার।
নানাবর্ণ, নানা-নাম আছিল ইহার।। ২৮।।
সত্যযুগে শুক্লবর্ণে অবতার কৈল।
ত্রেতাযুগে রক্তবর্ণ ধরিয়া জন্মিল।। ২৯।।
ইদানীং দ্বাপরে কৃষ্ণবর্ণ তব ঘরে।
পীতবর্ণে কলিকালে হৈব অবতারে।। ৩০।।
যুগধর্ম্ম নিজ নাম করিব প্রচার।
দ্বিজবেষে করিব চৈতন্য-অবতার।। ৩১।।
পূরবে আছিল এক 'বসুদেব'-নামে।
তা'র পুত্র হঞা জন্ম লভিলা তখনে।। ৩২।।
তে-কারণে আর এক 'বাসুদেব'-নাম।
না করিহ ইহাকে মানুষ-হেন জ্ঞান।। ৩৩।।
কত নাম, কত রূপ, কত গুণ-কর্ম্ম।
হেন নাহি, ইহার জানিতে পারে মর্ম্ম।। ৩৪।।
এই পুত্র ব্রজকুলে করিব কল্যাণ।
এই সর্ব্ব বিপদে করিব পরিত্রাণ।। ৩৫।।
ইহার প্রসাদে তুমি থাকিবে স্বচ্ছন্দে।
গোপগোপীগণে এই বাঢ়া'ব আনন্দে।। ৩৬।।
দস্যুভয় পূরবে আছিল ক্ষিতিতলে।
দস্যুভয়ে সাধুজন রহিতে না পারে।। ৩৭।।
এই শিশু বল-বীর্য্য বাঢ়ায় তখনে।
তবে দস্যু জিনি' সুখে রহে সাধুগণে।। ৩৮।।
ইহাতে সন্তোষ যা'র, বাঢ়িব পীরিতি।
সর্ব্বসুখ হৈব তা'র, খণ্ডিব দুর্গতি।। ৩৯।।
রিপুভয় নহিব, খণ্ডিব ভবভয়।
জানিহ সাক্ষাৎ বিষ্ণু তোমার তনয়।। ৪০।।
মহাগুণ, মহাযশ, মহা-অনুভাব।
দেখিবে ইহার যত অতুল প্রতাপ।। ৪১।।
ইহাকেহি জানিহ সাক্ষাৎ নারায়ণে।
এ-শিশু রাখিহ, নন্দ, পরম-যতনে।।' ৪২।।
এতেক বলিয়া মুনি গেলা মধুপুরে।
আনন্দে রহেন নন্দ গোকুল-নগরে।। ৪৩।।

শ্রীকৃষ্ণবলরামের জানুচংক্রমণ-লীলা

এইরূপে বহি' যদি গেল কথোদিন।
দুই ভাই চলিতে কিছু হইল প্রবীণ।। ৪৪।।
দুই হাথ, দুই আঁঠু ভূমেতে পাড়িয়া।
হাঁটিতে শিখিল কিছু হামাগুড়ি দিয়া।। ৪৫।।
খরখর হস্তপদ তুলিয়া ফেলায়।
থাবা-থাবি দিয়া ব্রজ-কর্দ্দমে খেলায়।। ৪৬।।
কঙ্কণ-কিঙ্কিণী ঝন্‌ঝনি ঘন রোল।
শবদ শুনিঞা বাঢ়ে আনন্দ-কল্লোল।। ৪৭।।
ভিন্ন জন দেখিলে মনের হয় ভয়।
ত্বরাত্বরি জননীর কাছে গিয়া রয়।। ৪৮।।

মাতৃক্রোড়ে শ্রীযশোদাদুলাল ও শ্রীরোহিণীদুলাল

যশোদা-রোহিণী তবে পুত্র লঞা কোলে।
বুকের উপরে থুঞা শ্রীমুখ নেহালে।। ৪৯।।
প্রেমভরে দুঁহার শরীর নহে স্থির।
পয়োধর গলয়ে, নয়ানে বহে নীর।। ৫০।।
পঙ্ক-বিলেপিত-অঙ্গ অতি মনোহর।
পূর্ণিমার চন্দ্র জিনি' বদন সুন্দর।। ৫১।।
স্তন পিয়াইতে মুখ করে নিরীক্ষণ।
সুমন্দ-মধুর-হাস্য, নবীন দর্শন।। ৫২।।
আনন্দসাগরে ভাসে টলমল অঙ্গ।
রহিতে না পারে দুঁহে, বাঢ়য়ে তরঙ্গ।। ৫৩।।

শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের বাল-চাঞ্চল্য

যখনে বালকলীলা করয়ে মুরারি।
এদিগে ওদিগে ধায় বৎস-পুচ্ছ ধরি'।। ৫৪।।
ক্ষেণে পড়ে, ক্ষেণে উঠে, ক্ষেণে দুঁহে ধায়।
দেখিয়া রমণীগণ হাসি' গড়ি যায়।। ৫৫।।
বড় বড় মহিষ-বৃষের শৃঙ্গ ধরে।
বনের ভিতরে যায়, জলে গিয়া পড়ে।। ৫৬।।
সর্প ধরিবারে যায়, জ্বলন্ত আগুনি।
তখন রাখিতে নারে দুঁহার জননী।। ৫৭।।
চঞ্চল চপল বেশ, মধুর-মূরতি।
রাখিতে না পারে মায়ে করিয়া শকতি।। ৫৮।।
নিজ-গৃহকর্ম্ম ওথা না পায় করিতে।
মনে দুঃখ ভয় পায়, না পারে রাখিতে।। ৫৯।।
কথোদিন বই হরি ব্রজশিশু-সঙ্গে।
করয়ে বিবিধ কেলি আনন্দ-তরঙ্গে।। ৬০।।
নানা-মনোহর-লীলা করে যদুরায়।
গোপকুলে গোপগোপীর আনন্দ বাঢ়ায়।। ৬১।।
কৃষ্ণের চঞ্চল-লীলা দেখি' গোপীগণে।
যশোদার ঠাঞি গিয়া কৈল নিবেদনে।। ৬২।।
'শুনহ যশোদারাণি, পুত্রের বেভার।
আউলা'য়া ফেলে দধি-দুগ্ধের পসার।। ৬৩।।
বাছুর খসাঞা শিশু তখনে পলায়।
ক্রোধ করি' যাই যদি, হাসি' দূরে যায়।। ৬৪।।

শ্রীবালকৃষ্ণের-দধি-দুগ্ধাদি-হরণ-লীলা

ঘরে ঘরে দধি-দুগ্ধ চুরি করি' খায়।
হাতে না পাইলে তবে করয়ে উপায়।। ৬৫।।
খাইতে না পারে যদি বানরে ভুঞ্জায়।
নহে বা দধির ভাণ্ড ভাঙ্গিয়া ফেলায়।। ৬৬।।
যদি বা না পায় কিছু, করে অহঙ্কার।
'পুড়িঞা ফেলিমু আজি এ-ঘর-দুয়ার।।' ৬৭।।
শুতিয়া থাকয়ে শিশু, তা'রে গিয়া মারে।
দধি লাগ না পাইলে তা'র বুদ্ধি করে।। ৬৮।।
পিণ্ডার উপরে লঞা উখলি তুলিয়া।
সব দধি-দুগ্ধ ফেলে তাহাতে উঠিয়া।। ৬৯।।
শূন্য ঘট-উপরে দুগ্ধের ঘট ধরি'।
শিকাতে তুলিয়া যদি রাখি উচ্চ করি'।। ৭০।।
যে-ঘটে গোরস থাকে, তা'র তত্ত্ব জানে।
ছিদ্র করি' দধি-দুগ্ধ ফেলায় তখনে।। ৭১।।
অন্ধকার-ঘরে জ্বলে গাত্রের রতন।
ভাঙ্গিয়া ফেলায় দধি-দুগ্ধের ভাজন।। ৭২।।
যদি বল,—'তুমি-সব থাকিহ দুয়ারে।
ঘরে গিয়া শিশু যেন প্রবেশ না করে।।' ৭৩।।
গৃহকর্ম্মে আমি-সব থাকিয়ে যখনে।
তখন সে যায় শিশু, জানিব কেমনে? ৭৪

শ্রীগোপালের উপদ্রবেও গোপীগণের আনন্দ

লেপিয়া পুছিয়া করি স্থান পরিষ্কার।
দেবযজ্ঞ, পিতৃপূজা, ব্রত করিবার।। ৭৫।।
তাহার উপয়ে গিয়া মল-মূত্র ছাড়ে।
আছে ত' এখন ভাল, রাও নাহি কাড়ে।। ৭৬।।
হেঁট-মাথে রহে কৃষ্ণ সভয়-নয়নে।'
ব্রজনারী কহে কথা রাণী-বিদ্যমানে।। ৭৭।।
আড় আঁখি করি' চাহে শ্রীমুখ নেহালি'।
পাছে আর ক্রোধ জানি করে বনমালী।। ৭৮।।

শুনিঞা পুত্রের কথা হাসে নন্দরাণী।
ভাল মন্দ কিছু না বলিল একবাণী।। ৭৯।।
নানা-লীলা করি' হরি পীরিতি বাড়ায়।
ব্রজপুরে গোপগোপীর আনন্দ করায়।। ৮০।।

শ্রীগোপালকৃষ্ণের মৃৎ-ভক্ষণ

একদিন রাম-কৃষ্ণ ব্রজশিশু-সঙ্গে।
বহুবিধ বালকেলি করে নানা-রঙ্গে।। ৮১।।
যশোদা-গোচরে গিয়া বালকে কহিল।
'তোমার ছাওয়াল আজি মৃত্তিকা ভক্ষিল'।। ৮২।।
ধাঞা গিয়া ছাওয়ালে ধরিল নন্দরাণী।
ভর্ৎসিয়া বোলয়ে কিছু হিত হেন বাণী।। ৮৩।।
'কেনে বাপু, মৃত্তিকা ভক্ষিলে অগেয়ানে?
মিথ্যা নাহি কহে তোর সঙ্গী শিশুগণে।।' ৮৪।।
ভয়ে ভীত হঞা প্রভু মায়ে-কহে বাণী।
'মাটী নাহি খাই আমি, শুন গো জননী।। ৮৫।।
বালকের বাক্য কেনে সত্য করি' বল?
সাক্ষাতে আপনি মোর বদন নেহাল।।' ৮৬।।
রাণী বলে,—'বাপু, তুমি মেল মুখখানি।'
এ বোল শুনিঞা মুখ মেলে চক্রপাণি।। ৮৭।।
সাক্ষাতে ঈশ্বর, লীলায় নর-কলেবর।
ব্রহ্মাণ্ড দেখিল রাণী মুখের ভিতর।। ৮৮।।
সপ্তদ্বীপ, সপ্তসিন্ধু, স্থাবর-জঙ্গম।
নদ-নদী, পাতাল, পর্ব্বত, তরু-বন।। ৮৯।।
চন্দ্র, সূর্য্য, পবন, বরুণ, হুতাশন।
জ্যোতিষমণ্ডল, জল, তেজ, গ্রহগণ।। ৯০।।
দশদিগ্, আকাশমণ্ডল, সুরপুরী।
সকল ইন্দ্রিয়গণ-মন-আদি করি'।। ৯১।।
সত্ত্ব-রজ-তম—তিন গুণ বর্ত্তমান।
অষ্টযোগ, অষ্টসিদ্ধি দেখে বিদ্যমান।। ৯২।।
কাল, কর্ম্ম, স্বভাব, অদৃষ্ট-আদি করি'।
এ-সকল আছে নিজ-নিজ মূর্ত্তি ধরি'।। ৯৩।।
মূর্ত্তিমান্ মন্ত্র-তন্ত্র, বেদ-শাস্ত্র-আদি।
তপ, যজ্ঞ, ব্রত, দান, পুণ্য-ফল, বিধি।। ৯৪।।
এ-সকল আছে তথা মূর্ত্তিমান্ হঞা।
তথাতে আছেন কৃষ্ণ আপনে বসিয়া।। ৯৫।।
আপনাকে দেখে দেবী, আছেন তথাই।
চিন্তিতে লাগিলা দেবী মনে ভয় পাই'।। ৯৬।।
'স্বপন দেখিলুঁ, কিবা হৈল দেবমায়া!
কিবা মোর বুদ্ধি-ভ্রম হৈল না বুঝিয়া? ৯৭
বালকের আছে বা সহজে যোগসিদ্ধি।
আচম্বিতে কেবা মোর ভ্রম কৈল বুদ্ধি? ৯৮
বুদ্ধি-মন-বচনে না জানি তত্ত্ব যাঁ'র।
জগৎ সৃজয়ে, কিবা করয়ে সংহার।। ৯৯।।
যোগীন্দ্র, মুনিন্দ্র যাঁ'র তত্ত্ব নাহি জানে।
শরণ লইলুঁ মুঞি সে-দেবচরণে।। ১০০।।
'এ-মোর বসতি-বাস, পতি, পুত্র, ধন।
মোর গোপ, মোর গোপী, মোর পরিজন।। ১০১।।
যাঁহার মায়াতে মোর এ-সব কুমতি।
সেই প্রভু নারায়ণ সভে মোর গতি।।' ১০২।।
এইরূপ তত্ত্ব যদি জানিল জননী।
বিষ্ণুমায়া বিস্তারিল প্রভু যদুমণি।। ১০৩।।
তত্ত্বজ্ঞান ধ্বংস তাঁ'র হৈল সেইক্ষণে।
পুত্রপ্রেমে ব্রজেশ্বরী বাহ্য নাহি জানে।। ১০৪।।
পুত্র কোলে করি' গোপী পিয়াইল স্তন।
বুকের উপরে থুঞা দিল আলিঙ্গন।। ১০৫।।
নয়নে আনন্দজল, পুলকিত অঙ্গ।
আনন্দসাগরে হৈল প্রেমের তরঙ্গ।। ১০৬।।
চারি বেদে, সাংখ্য-যোগে যাঁ'র গুণ গায়।
সনকাদি-মুনি যাঁ'রে ধ্যানেতে না পায়।। ১০৭।।
শঙ্কর—কিঙ্কর যাঁ'র, কমলা—কিঙ্করী।
পুত্রভাব তাঁহারে করয়ে ব্রজেশ্বরী।।" ১০৮।।
রাজা জিজ্ঞাসিলা তবে মুনি-বিদ্যমানে।
"কোন্ তপ নন্দঘোষ কৈল, কোন্ স্থানে? ১০৯
যশোদা বা কোন্ তপ কৈল মহোদয়?
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডপতি তাঁহার তনয়।। ১১০।।
নন্দ-যশোদার গুণ গায় ত্রিভুবনে।
মহা-যোগেশ্বর যাঁ'র করয়ে কীর্ত্তনে।। ১১১।।

কহ দেখি, তা-সভার পুণ্যের কারণ।"
মুনি বলে,—"শুন রাজা, কহি বিবরণ।। ১১২।।

শ্রীনন্দ ও শ্রীযশোদার পূর্ব্ব-কাহিনী

এই নন্দঘোষের আছিল—'দ্রোণ'-নাম।
অষ্টবসু-মাঝে ছিলা সভার প্রধান।। ১১৩।।
'ধরা-নামে ভার্য্যা এই যশোদা আছিল।
গোপরূপে জনমিতে ব্রহ্মা আজ্ঞা দিল।। ১১৪।।
তবে দ্রোণ ব্রহ্মাকে বলিলা স্তুতি করি'।
'জনম লভিব গিয়া গোপরূপ ধরি'।। ১১৫।।
একান্ত-ভকতি যেন হয় নারায়ণে।
অপার-সংসার-লোক তরে যাঁহা-হনে।।' ১১৬।।
তুষ্ট হৈয়া ব্রহ্মা তা'রে দিল সেই বর।
সেই 'দ্রোণ' জনমিলা হঞা ব্রজেশ্বর।। ১১৭।।
ধরিয়া 'যশোদা'-নাম জনমিল ধরা।
হরিভক্তি জনমিল সর্ব্বদুঃখহরা।। ১১৮।।
পুত্রভাবে ভক্তি কৈল প্রভু-নারায়ণে।
সাধিল একান্ত-ভক্তি গোপগোপীগণে।। ১১৯।।
ব্রহ্মার বচন সত্য করিতে শ্রীহরি।
গোকুলে রহিল গিয়া পুত্ররূপ ধরি'।।" ১২০।।
ভক্তিরসগুরু শ্রীল-গদাধর জান।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস-গান।। ১২১।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণ্যষ্টমঃ অধ্যায়ঃ।। ৮।।

নবম অধ্যায়

শ্রীযশোদার দধিমন্থন

(বেলোয়ারী-রাগ)

"একদিন কোন কর্ম্ম করে ব্রজেশ্বরী।
নানা-কর্ম্মে দাসীগণে নিয়োজন করি'।। ১।।
দধি মন্থে, আপনে পুত্রের গুণ গায়।
যে-যে বালচরিত্র করয়ে যদুরায়।। ২।।
পট্টবাস পরিধান, পৃথু-কটিতটা।
বিনিহিত-কনককঙ্কণ-মণিছটা।। ৩।।
বিগলিত-কুচপট, সঘনকম্পনা।
রজ্জু-আকর্ষণ-ভুজ-চলিতকঙ্কণা।। ৪।।
শ্রমজলযুত মুখ, বিলোল-কুণ্ডলা।
বিগলিত-কবরী-মালতীজাতিমালা।। ৫।।
দধি মন্থে ব্রজেশ্বরী দিয়া বাহু টান।
উচ্চস্বরে করেন পুত্রের যশোগান।। ৬।।

শ্রীকৃষ্ণের যশোদার স্তন্য পান

হেনকালে আসিয়া ছাওয়াল শ্রীহরি।
দুই হস্ত দিয়া ধরে মন্থনের নড়ি।। ৭।।
দণ্ড ধরি' করে দধি-মন্থন নিষেধ।
মায়ের আনন্দ বাঢ়ে, নাহি কিছু খেদ।। ৮।।

ক্রোধে শ্রীকৃষ্ণের দধি-ভাণ্ডাদি ভঞ্জন-লীলা

কোলেতে করিয়া মাতা পিয়াইল স্তন।
মন্দ-মধুস্মিত মুখ করে নিরীক্ষণ।। ৯।।
বালকের তৃপ্তি না হইতে স্তনপানে।
উথলিয়া দুগ্ধ ওথা পড়ে আর স্থানে।। ১০।।
ছাওয়াল তেজিয়া দেবী চলিলা তুরিতে।
তাহা দেখি' ক্রোধ হৈল বালকের চিতে।। ১১।।
কম্পিত অধরপুট দংশিয়া দশনে।
অঙ্গুলি তর্জ্জন করে, ঢুলায় নয়নে।। ১২।।

শিলার পুতলী দিয়া ঘরের ভিতরে।
ভাণ্ড ভাঙ্গি' দধি খায় প্রভু সুরেশ্বরে।। ১৩।।
ভূমিতে নামাঞা দুগ্ধ যশোদা-সুন্দরী।
গৃহেতে প্রবেশ গিয়া কৈল ত্বরা করি'।। ১৪।।
দেখিয়া পুত্রের কর্ম্ম হাসে নন্দরাণী।
'এখনি আছিল, কোথা গেল যদুমণি?' ১৫
শিকার উপরে আছে সদ্য-ননী-সর।
উদূখলে উঠি' হরি ফেলায় সকল।। ১৬।।
চুরি করি' ননী খায়, বানরে ভুঞ্জায়।
তরাসে মায়ের দিগে উলটিয়া চায়।। ১৭।।

শ্রীযশোদার পলায়নরত ভীত
শ্রীকৃষ্ণের পশ্চাৎ ধাবন

চাহিতে বেড়ায় মাতা, দেখয়ে শ্রীহরি।
ফেলায় দুগ্ধের সর খাইতে না পারি।। ১৮।।
নড়ি হস্তে ধরি' মাতা ধীরে ধীরে যায়।
রড় দিয়া শ্রীমুরারি সত্বরে পলায়।। ১৯।।
ধাঞা লঞা যায় গোপী, ধরিতে না পারে।
মারণের ভয়ে হরি পলায় সত্বরে।। ২০।।

শ্রীযশোদার মহিমা

বহু জন্ম তপ করি' মহাযোগিগণে।
চিত্তে প্রবেশিতে যাঁ'র না পারে চরণে।। ২১।।
শ্রুতিগণে রহে যাঁ'র পথ অনুসারি'।
হেন প্রভু ধাঞা লঞা যায় ব্রজনারী।। ২২।।
পাছে পাছে ধায় দেবী মন্থর-গমনা।
কেশপাশ-গলিত-কুসুম-বরিষণা।। ২৩।।

শ্রীযশোদ-ভয়ে ভীত শ্রীকৃষ্ণ

ধাঞা শিশু ধরে দেবী কথোদূরে যাই'।
আঁখি কচলায় কৃষ্ণ মনে ভয় পাই।। ২৪।।
অপরাধ-ভয়ে শিশু করয়ে রোদন।
নাহি সরে মুখে বাণী, বিহ্বল লোচন।। ২৫।।

শ্রীযশোদা কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণকে ভর্ৎসনা ও বন্ধন

দুই হাতে ছাওয়ালে ধরিয়া দৃঢ়মনে।
যশোদা করিল বহু তর্জন-ভর্ৎসনে।। ২৬।।
মনে ভাবে, বালক পায় বা পাছে ডর।
ফেলিয়া হাতের নড়ি আনিল সত্বর।। ২৭।।
মনে মনে তবে গোপী কোন যুক্তি করে।
'দামদড়ি দিয়া আজি বান্ধি বালকেরে'।। ২৮।।
আদি-অন্ত নাহি যাঁ'র, নাহি পূর্ব্বাপর।
জগতের আদি-অন্ত-বাহ্য-অভ্যন্তর।। ২৯।।
সেই কৃষ্ণে পুত্রভাবে মানে গোপনারী।
উদূখলে বান্ধে তা'কে দিয়া দামদড়ি।। ৩০।।
অপরাধ করে পুত্র, না ধরে বচন।
'দামদড়ি দিয়া কৈল কাঁকালে বন্ধন।। ৩১।।
বান্ধিতে না আঁটে দুই-অঙ্গুলি-সোসর।
আর দড়ি দিয়া দেবী জোড়ায় সত্বর।। ৩২।।
তবু দাম টুটে দুই-অঙ্গুলি-প্রমাণ।
আর দাম দিয়া করে বান্ধিতে সন্ধান।। ৩৩।।
সেহ দড়ি টুটিল, বান্ধিতে না কুলায়।
আর দাম দিয়া রাণী সে দাম জোড়ায়।। ৩৪।।
বিস্ময় হইয়া দেবী করয়ে বন্ধন।
বিস্ময় পড়িয়া রহে যত গোপীগণ।। ৩৫।।
শ্রমজলে তিতিল সকল কলেবর।
খসিল বসন-বেশ, খসিল কবর।। ৩৬।।
দেখিয়া মায়ের শ্রম প্রভু কৃপাময়।
আপনার বন্ধন আপনে প্রভু লয়।। ৩৭।।

ভক্তবৎসল শ্রীভগবান ভক্তের অধীন

'ভকতবৎসল আমি, ভকত-অধীন।
ভকতে আমাতে কিছু নাহি হয় ভিন।। ৩৮।।
আমার মায়াতে বন্দী এ-তিন-ভুবন।
ভকত-ইচ্ছায় লই আপনে বন্ধন।।" ৩৯।।
আপনে ভক্তের বশ জগতে বুঝায়।
ব্রহ্মা-ভাব-আদি যাঁ'র অন্ত নাহি পায়।। ৪০।।

শ্রীযশোদার সৌভাগ্য

এরূপ প্রসাদ নাহি লভে প্রজাপতি।
হরে নাহি লভে যাহা, লক্ষ্মী গুণবতী।। ৪১।।
হেনরূপ প্রসাদ লভিল গোপনারী।
কে আর বান্ধিতে পারে দিয়া দামদড়ি? ৪২
কর্ম্মযোগে কর্ম্মযোগী যে-প্রভু না পায়।
জ্ঞানযোগে, জ্ঞানপথে কেবল ধেয়ায়।। ৪৩।।
গোপীর নন্দন ওহি প্রভু-বনমালী।
ভক্তি-বিনে সুখে কেহ লভিতে না পারি।। ৪৪।।
সেইরূপে বন্ধনে রহিলা যদুমণি।
গৃহকর্ম্মে রহে গিয়া নন্দের গৃহিণী।। ৪৫।।
দুই বৃক্ষ দেখে হরি পর্ব্বত-আকার।
'যমল-অর্জ্জুন'-নামে কুবের-কুমার।। ৪৬।।
'মণিগ্রীব'-নাম আর 'নলকুবর'।
জগৎবিখ্যাত তা'রা দুই সহোদর।। ৪৭।।
নারদের শাপে আছে বৃক্ষরূপ ধরি'।
সম্মুখে দেখিল তা'রে প্রভু-নরহরি।।" ৪৮।।
কৃষ্ণকথা শুন, ভাই, কৃষ্ণে ধর আশা।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস-ভাষা।। ৪৯।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী-নবমঃ অধ্যায়ঃ।। ৯।।

দশম অধ্যায়

শ্রীপরীক্ষিৎ-কর্ত্তৃক শ্রীনারদের শাপ-কারণ-জিজ্ঞাসা

তবে রাজা জিজ্ঞাসিল হঞা হরষিত।
"অদভুত কথা কহ, গুরু সুপণ্ডিত।। ১।।
কোন্ মন্দ কর্ম্ম তা'রা কৈল দুই জনে।
নারদের ক্রোধ হৈল যাহার কারণে? ২
শত্রু-মিত্র নাহি তাঁ'র, নাহি নিজ-পর।
তবে কেনে তাঁ'র ক্রোধ হৈল এত বড়? ৩
আপনে নারদ হঞা হেন শাপ দিল।
কুবের-কুমার হঞা বৃক্ষযোনি পাইল।।" ৪।।

কুবের পুত্রদ্বয়ের ভোগ মত্ততা-বর্ণন

শুকমুনি শুনি' তবে রাজার বচন।
আদি হৈতে কহে তা'র যত বিবরণ।। ৫।।
"কুবের তনয় তা'রা রুদ্র-অনুচর।
আজ্ঞা দিলা তা'-সভারে হর-মহেশ্বর।। ৬।।
'তোমার রক্ষক থাক এই উপবন।
এই বন-রক্ষণ—আমার আরাধন।।' ৭।।
শিবের আজ্ঞায় তা'রা থাকে সেই বনে।
নিরবধি ক্রীড়া করে তা'রা দুই জনে।। ৮।।
শঙ্করের ক্রীড়াবন কৈলাস নিকটে।
দুইভাই থাকে তথা মন্দাকিনী-তটে।। ৯।।
বারুণী-মদিরা পান করে নিরন্তর।
ঘূর্ণিতলোচন, মহামত্তকলেবর।। ১০।।
দিব্য-নারীগণসঙ্গে কুসুমিত-বনে।
নিরবধি ক্রীড়া করে তা'রা দুই জনে।। ১১।।
একদিন গঙ্গাজলে পরবেশ করি'।
দুই ভাই ক্রীড়া করে লঞা দিব্য-নারী।। ১২।।
মহামত্ত গজ যেন গজিনীর সঙ্গে।
জলক্রীড়া করে দুই ভাই নানা-রঙ্গে।। ১৩।।

মদিরাপানাসক্ত কুবেরতনয়দ্বয়ের শ্রীনারদকে অবজ্ঞা

দৈবযোগে পৃথিবী করিয়া পর্য্যটন।
হেনকালে তথা নারদের আগমন।। ১৪।।
নারদে দেখিয়া যত বিবসনা নারী।
বসন পরিল তা'রা শাপ-শঙ্কা করি'।। ১৫।।

তা'রা দুহেঁ ন্যা কৈল বসন পরিধান।
মহামদে মত্ত তা'রা, নাহি অবধান।। ১৬।।
'কুবেরের পুত্র হৈয়্যা, শিবের কিঙ্কর।
করিয়া মদিরা পান মত্ত এত বড়।। ১৭

চতুর্ব্বিধ অভিমান হইতে বুদ্ধিনাশ ও পতন

যে-জন শ্রীমদে মত্ত হয় মূঢ়মতি।
সে যদি উত্তম হয়, তমু অধোগতি।। ১৮।।
বিদ্যামদ, কুলমদ, হর্ষমদ হয়।
তাহা হৈতে এতবড় বুদ্ধিভ্রম নয়।। ১৯।।
যেরূপ শ্রীমদ হৈতে হয় বুদ্ধিনাশ।
কেবল কুসঙ্গে হয় কুমতি প্রকাশ।। ২০।।
নারীসঙ্গ, দ্যূত্যক্রীড়া, হয় পানদোষ।
এই পরকারে তা'র হয় মতিশোষ।। ২১।।
শ্রীমদ হইলে নানা পশুবধ করে।
দেব-পিতৃযজ্ঞ-ছলে, দম্ভ-অহঙ্কারে।। ২২।।
অনিত্য শরীর মানে—অজর-অমর।
পরহিংসা, পরপীড়া করে নিরন্তর।। ২৩।।
কিবা দেবদেহ, কিবা নরকলেবর।
অন্তকালে হয় সব ক্রিমি-ভস্ম-মল।। ২৪।।
ইহার লাগিয়া যে পরের প্রাণ হরে।
সে কিছু না জানে তত্ত্ব, অধোগতি চলে।। ২৫।।
পরাধীন আপনে, আপনা নাহি জানে।
কেহ ভৃত্য করে, কেহ অন্ন দিয়া কিনে।। ২৬।।
কিবা বাপ-মায়ের অধীন কথোকাল।
কিবা বলবন্ত জনে করয়ে সংহার।। ২৭।।
আগুনে পুড়িয়া কিবা ভস্ম হঞা যায়।
কিবা কাক, কুক্কুর, শৃগালে বেঢ়ি' খায়।। ২৮।।
সর্ব্বকাল কলেবর পরের অধীন।
আপন করিয়া তাহা মানে মতিহীন।। ২৯।।
জন্তুবধ করে জীব দেহের কারণে।
কুপণ্ডিত সঙ্গদোষে মর্ম্ম নাহি জানে।। ৩০।।

কুবের তনয়দ্বয়কে শ্রীনারদের অভিশাপ প্রদানের কারণ

ইহাতে দেখিয়ে আমি এই-সে উপায়।
এ-দুহার মদভঙ্গ করিতে যুয়ায়।। ৩১।।
যে-জন শ্রীমদে অন্ধ হয় সর্ব্বক্ষণ।
দরিদ্রতা করি তা'র পরম-অঞ্জন।। ৩২।।
দরিদ্র সকল দেখে আপন-সমান।
দরিদ্রতা হৈলে নহে ভিন্ন-পর-জ্ঞান।। ৩৩।।
যে-জন জানিঞা থাকে কণ্টকের ব্যথা।
সে বলে,—'কাহার যেন না হয় সর্ব্বথা'।। ৩৪।।
দুঃখ পাঞা থাকে যদি, পরদুঃখ জানে।
পরদুঃখে দুঃখী কভু নহে সুখী জনে।। ৩৫।।
দরিদ্রতা হৈলে সে টুটয়ে অহঙ্কার।
দরিদ্র জনের হয় সম-ব্যবহার।। ৩৬।।
উপবাস-আদি তা'র হয় যত দুঃখ।
সেই তপ হয় তা'র পরকালে সুখ।। ৩৭।।
দরিদ্রের কলেবর ক্ষুধায় শুখায়।
আর কিছু নাহি মাগে, অন্ন-মাত্র চায়।। ৩৮।।
সকল ইন্দ্রিয়গণ টুটে দিনে-দিনে।
হিংসা হেন নাম, গর্ব নাহি তা'র মনে।। ৩৯।।
দরিদ্র জনের হয় সাধু-সমাগম।
সাধু-সঙ্গে অশেষ বাসনা-বিমোচন।। ৪০।।
তবে তা'র সেই হৈতে খণ্ডে ভববন্ধ।
এই দেহে হয় মুক্তিপদ, সুখানন্দ।। ৪১।।
ভকত না চাহে ধন-গর্বিত আগার।
চাহে মাত্র সাধুসঙ্গে হরিকথা সার।। ৪২।।
জানে—ধনগর্ব, হিংসা, আহার, শৃঙ্গার।
কুপণ্ডিত-সঙ্গে ব্যর্থ কাল যায় তা'র।। ৪৩।।
ধন-পুত্র-কলত্রে যে করে উপেক্ষা।
ধনিক করিয়া তা'র কি হয় অপেক্ষা? ৪৪
কুবের-কুমার হৈয়া শিবের কিঙ্কর।
বারুণী-মদিরা পান করে নিরন্তর।। ৪৫।।
আপনাকে না জানে, আপনে বিবসন।
শ্রীমদেতে এত বড় হয় মতিভ্রম।। ৪৬।।

এত বড় গর্ব্ব যেন দেখিলু দুঁহার।
বৃক্ষ হৈয়া ইহারা রহুক চিরকাল।। ৪৭।।
দেবমানে এক শত বৎসর-অন্তরে।
কৃষ্ণ-সঙ্গ হৈবে এই বৃক্ষকলেবরে।। ৪৮।।
মোরে অনুগ্রহ প্রভু অবশ্য করিব।
বাল-লীলা করি' দুই বৃক্ষ উদ্ধারিব।। ৪৯।।
তবে দিব্যকলেবর হৈবে দুই জনে।
ভকতি লভিব দেবদেব নারায়ণে।।" ৫০।।
এতেক বচন কহি' ব্রহ্মার নন্দন।
বদরিকাশ্রম-তীর্থে কৈলা আগমন।। ৫১।।

শ্রীনারদের অভিশাপে কুবের-পুত্রদ্বয়ের ব্রজে
বৃক্ষ-জন্ম ও শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় উদ্ধার লাভ

শ্রীনলকূবর-মণিগ্রীব দুই জনে।
'যমল-অর্জ্জুন'-বৃক্ষ হৈল সেইক্ষণে।। ৫২।।
ভকতপ্রধান মুনি ব্রহ্মার কুমার।
গোপাল পালিল বাক্য সত্য করি' তাঁ'র।। ৫৩।।
ধীরে ধীরে গেলা দুই বৃক্ষ-সন্নিধানে।
উদূখল টানি' প্রভু কটির বন্ধনে।। ৫৪।।
বৃক্ষমাঝে পরবেশ কৈলা বনমালী।
লাগিল পাথালি হঞা গাছে ত' উখলী।। ৫৫।।
কিঞ্চিৎ লাগিল মাত্র উখলী-ঠেকনে।
দুইবৃক্ষ উপড়িল সমূল-বন্ধনে।। ৫৬।।
মহাকম্প উপজিল, শবদ প্রচণ্ড।
ভূমিতে পড়িয়া বৃক্ষ হৈল খণ্ড-খণ্ড।। ৫৭।।
দুই বৃক্ষ হৈতে দুই পুরুষ-প্রধান।
উঠিল সাক্ষাতে যেন আগুনি-সমান।। ৫৮।।
দশদিগ প্রকাশিল নিজ-অঙ্গতেজে।
কন্দর্প-নিন্দিত রূপ মহা-সিদ্ধরাজে।। ৫৯।।
অখিলভুবনপতি দেখিয়া শ্রীহরি।
দণ্ডবৎ-পরণাম কৈলা ভূমে পড়ি'।। ৬০।।
প্রণতকন্ধর, শিরে যুড়ি' দুই কর।
স্তুতি করে দুই মহাপুরুষ-প্রবর।। ৬১।।

নলকূবর-মণিগ্রীবের ভগবৎ-স্তুতি

"কৃষ্ণ কৃষ্ণ, মহাযোগি, পুরুষ-প্রধান।
সকল তোমার রূপ—প্রপঞ্চনির্ম্মাণ।। ৬২।।
সর্ব্বভূত-গতি-পতি, সবার ঈশ্বর।
কালরূপ প্রভু, তুমি, প্রকৃতির পর।। ৬৩।।
পুরুষ-প্রকৃতি তুমি সর্ব্বলোক-পিতা।
সর্ব্বতত্ত্ব জান তুমি, বিধির বিধাতা।। ৬৪।।
সহজে সর্ব্বত্র আছ, নির্গুণ, নির্ব্বিকার।
কিরূপে সগুণ লোক পা'রে জানিবার? ৬৫
নমো নমো বাসুদেব, নমো ভগবান্।
পরিপূর্ণ ব্রহ্ম তুমি, পুরুষ-পুরাণ।। ৬৬।।
আপনে আচ্ছাদি' তুমি আপন-মহিমা।
গূঢ় অবতার কর, বিবিধ ভঙ্গিমা।। ৬৭।।
এইরূপে কত কত কর অবতার।
অতুল বিক্রম-বীর্য্য করহ প্রচার।। ৬৮।।
সম্প্রতি করিবে সাধুজন পরিত্রাণ।
অবতার কৈলে তুমি পূর্ণ ভগবান্।। ৬৯।।
নমো নমো যদুনাথ, পরম-কল্যাণ।
নমো বাসুদেব বিশ্ব-মঙ্গলনিধান।। ৭০।।
অবধান কর যদি প্রভু-নারায়ণ।
তোমার নিকটে কিছু করি নিবেদন।। ৭১।।
দেবঋষি নারদ তোমার অনুচর।
আমি দুই ভাই হই—তাঁহার কিঙ্কর।। ৭২।।
তাঁ'র অনুগ্রহে তোমা' সনে দরশন।
বিনি সাধুকৃপায় না হয় বিমোচন।। ৭৩।।
বাণী গুণকথা কহে সতত তোমার।
গুণকথা বিনে শ্রুতি না শুনিব আর।। ৭৪।।
নিরবধি কর্ম্ম যেন করে দুই কর।
মন যেন তোমারে স্মঙরে নিরন্তর।। ৭৫।।
শিরে পরণাম করু অভয়-চরণে।
দুই নেত্র রহে যেন-সাধু-দরশনে।। ৭৬।।
সাধুজন কেবল তোমার কলেবর।
ভকত-হৃদয়ে তুমি থাক নিরন্তর।।' ৭৭।।

কুবের পুত্রদ্বয়কে শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ

এইরূপ স্তুতি কৈল দুই সহোদরে।
হাসিঞা উত্তর দিলা গোকুল-ঈশ্বরে।। ৭৮।।
পূর্ণব্রহ্ম ভগবান্ ওখলী-বন্ধনে।
সন্তোষিলা তা'-সভারে মধুর বচনে।। ৭৯।।
'পূরবেহি জানি আমি সব বিবরণ।
শাপিলা নারদ মুনি যাহার কারণ।। ৮০।।
অনুগ্রহ করি' মুনি শাপিলা তোমারে।
ধনমদ ধ্বংস করি' কৈল প্রতিকারে।। ৮১।।
সাধুজন সমচিত্ত হরিপরায়ণ।
আমা-দরশনে কা'র না রহে বন্ধন।। ৮২।।
সূর্য্য-দরশনে যেন আঁখির প্রকাশ।
সেইরূপ হয় তা'র ভববন্ধ-নাশ।। ৮৩।।
চল দুই ভাই তুমি, আপন-বসতি।
আমাতে লভিলে তুমি একান্ত-ভকতি।।' ৮৪।।

কুবের-পুত্রদ্বয়ের স্বগৃহে-গমন

এ-বোল শুনিঞা দুই কুবের-কুমার।
পুনঃপুনঃ প্রদক্ষিণ কৈলা নমস্কার।। ৮৫।।
আজ্ঞা শিরে ধরিয়া চরণে ধরি' মন।
চলিলা উত্তর-দিগে কুবের-ভবন।।" ৮৬।।
ভক্তিরস-কল্পতরু গদাধর জান।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস গান।। ৮৭।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী-দশমঃ অধ্যায়ঃ।। ১০।।

যমলার্জ্জুন ভঞ্জন 'শ্রী' মদ হইতে আভিজাত্য-দোষে যে অভিমান হয় তাহাতে ভূতহিংসা, স্ত্রীসঙ্গ ও আসবসেবাদি উৎপন্ন হইয়া জিহ্বা-লাম্পট্য নির্দয়তা প্রযুক্ত ভূতহিংসা-নির্লজ্জতাদি দোষ হয়। সে দোষ কৃষ্ণ কৃপা করিয়া যমলার্জ্জুন ভঙ্গ করত দূর করিয়া থাকেন। (শ্রীচৈঃ শিঃ)

একাদশ অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণের যমলার্জুন ভঞ্জন লীলায় শ্রীনন্দ মহারাজের অবিশ্বাস

(শ্রী-রাগ)

শুক মুনি বলে,—"তবে শুন নৃপবর।
উপড়িল দুই বৃক্ষ মহা ভয়ঙ্কর।। ১।।
নন্দ-আদি গোপগণ শবদ শুনিঞা।
ত্বরাত্বরি গেল তথা প্রমাদ গণিঞা।। ২।।
যমল-অর্জ্জুন বৃক্ষ ওথা পড়ি' আছে।
ভ্রমিতে লাগিলা সভে বেড়ি' তা'র কাছে।। ৩।।
'কিরূপে পড়িল বৃক্ষ, না দেখি' কারণ।
চৌদিকে বেড়িয়া গোপ করয়ে ভ্রমণ।। ৪।।
দুই বৃক্ষ ভাঙ্গিয়া পড়িল কি কারণে?
এত বড় উৎপাত করিল কোন্ জনে?' ৫
চিন্তিতে লাগিলা গোপ না জানিঞা মর্ম্ম।
শিশুগণ বলে,—'এই বালকের কর্ম্ম।। ৬।।
আগে যায় ছাওয়াল, উখলি টানে পাছে।
আড় হৈয়া উখলি লাগিল দুই গাছে।। ৭।।
ভাঙ্গিয়া পড়িল বৃক্ষ হৈয়া দুই পাশ।
মধ্যে আছে শিশু, কিছু না পায় তরাস।। ৮।।
দুই বৃক্ষ হৈতে দুই পুরুষ উঠিয়া।
স্তুতি করি' গেল তা'রা অন্তরীক্ষ হঞা।।' ৯।।
শুনিঞা প্রত্যয় নৈল শিশুর বচনে।
কেহ কেহ সন্দেহ ভাবিল মনে মনে।। ১০।।
কটিতটে দামদড়ি উখলি বন্ধনে।
হামাগুড়ি দিয়া করে লীলায় গমনে।। ১১।।
নন্দগোপ পুত্রে দেখি' হাসিতে লাগিল।
বন্ধন ছাড়াঞা নন্দ পুত্রে কোলে নিল।। ১২।।
যমল-অর্জ্জুন ভঙ্গ, গোপাল-চরিত্র।
কহিলুঁ তোমারে, রাজা, জগৎপবিত্র।। ১৩।।
এখনে কহিব আর নানা বালকেলি।
সাবধানে শুন, রাজা, কৃষ্ণ মনে ধরি'।। ১৪।।

গোপীগণের বাৎসল্যরসে শ্রীকৃষ্ণের সহিত কৌতূহল

কোন ক্ষেণে গোপী মেলি' দিয়া করতালি।
'নাচ নাচ' বলিতে, নাচয়ে বনমালী।। ১৫।।
ক্ষেণে গোপী বলে 'বাপু, গাও দেখি গীত'।
কিছুই না জানে, যেন গায় সুললিত।। ১৬।।
কাষ্ঠের পুত্তলী যেন কুহকী নাচায়।
পূর্ণব্রহ্ম লঞা গোপী আনন্দে খেলায়।। ১৭।।
কেহ বলে 'হের বাপু, আন পীঁড়িখান'।'
কেহ বলে 'হের, আন পাদুকা, উন্মান।।' ১৮।।
সেইক্ষণে রড় দিয়া তা'র কাছে যায়।
পড়িতে, উঠিতে গিয়া আনিঞা যোগায়।। ১৯।।
কেহ বলে—'বড় করি' দেহ বাহু-টান।
মালসাট্‌ মারি' বাপু, হও আগুয়ান।।' ২০।।
যে যে কর্ম্ম বলে গোপী, সেই কর্ম্ম করে।
ভকত-অধীন প্রভু, শিশুলীলা করে।। ২১।।
ভক্তবশ হঞা হরি ভক্তেরে বুঝায়।
ভক্তের অধীন প্রভু আপনা' দেখায়।। ২২।।
শিশুলীলা করে প্রভু, আপনে ঈশ্বর।
ব্রজপুরে আনন্দ বাড়ায় নিরন্তর।। ২৩।।

শ্রীগোপালকৃষ্ণের ফল বিক্রেত্রীর প্রতি কৃপা

ফল লঞা আইল এক ফলের পসারী।
'ফল কিন' করিয়া ডাকিল উচ্চ করি'।। ২৪।।
সর্ব্বফলদাতা প্রভু ফলের কারণে।
ধান্য লঞা সত্বরে চলিলা সেইক্ষণে।। ২৫।।
ধান্য লঞা, ফেলিয়া পাতিল দুই কর।
ফল দেহ বলিয়া মাগিলা গদাধর।। ২৬।।
ফল-বিক্রয়িণী দেখি' আনন্দিত-চিতে।
অঞ্জলি ভরিয়া ফল দিল হরষিতে।। ২৭।।
রতনে পুরিল তা'র ফলের পসার।
এইরূপে করে প্রভু বালক-বিহার।। ২৮।।
যমুনার তীরে প্রভু-করে বাল-লীলা।
ব্রজশিশুগণ-সঙ্গে করে নানা-খেলা।। ২৯।।
খেলারসে রহিলা গোবিন্দ হলধর।
ডাক দিলে ছাওয়াল না আইসে নিজঘর।। ৩০।।

শ্রীযমুনাতীরে ক্রীড়ামত্ত শ্রীকৃষ্ণবলরামকে আহ্বান

যশোদা পাঠাঞা দিল রোহিণী-সুন্দরী।
যমুনার কূলে গিয়া দেখে বনমালী।। ৩১।।
শিশুগণ লঞা কৃষ্ণ বলরাম সঙ্গে।
শিশু-খেলা খেলে প্রভু নানারস-রঙ্গে।। ৩২।।
'আইস আইস, মোর প্রাণ, বিলম্ব না কর।
মায়ে ডাক পাড়ে, কেন বচন না ধর? ৩৩
কৃষ্ণ কৃষ্ণ প্রাণেশ্বর, কমললোচন।
কোলে করো, আইস বাপু, পিয় আসি' স্তন।। ৩৪।।
ভাত আসি' খাও বাপু, না খেলিহ খেলা।
খেলারঙ্গে না জান বিস্তর হৈল বেলা।। ৩৫।।
হে রাম, রোহিণী-সুত, কুলের নন্দন।
প্রভাত-সময়ে বাপু, কর‍্যাছ ভোজন।। ৩৬।।
শ্রম বড় হৈল বাপু, না খেলিহ খেলা।
কৃষ্ণ লঞা ঘরে আইস, ছাড় শিশু-মেলা।। ৩৭।।
চল রে ছাওয়াল তোরা, যাহ ঘরাঘরি।
ধূলায় ধূসর মোর রাম-বনমালী।। ৩৮।।
ঝাট করি' আইস বাপু, করাই মজ্জন।
জনম-নক্ষত্র আজি, আছয়ে কারণ।। ৩৯।।
স্নান করি' গো-দান করহ দ্বিজগণে।
বন্ধুগণে ভোজন করাহ অন্ন-পানে।। ৪০।।
দেখ দেখ, তোমার সঙ্গের শিশুগণে।
মায়ে কর‍্যায়াছে সব মার্জন-ভোজনে।। ৪১।।
বসনে-ভূষণে অঙ্গ করিয়া সাজন।
খেলায় ছাওয়াল, তা'থে নাহি পাত' মন।। ৪২।।
তুমিহ আসিয়া ঘরে স্নান-দান কর।
ভোজন করিয়া অঙ্গে দিব্য-বেশ ধর।। ৪৩।।
তবে তুমি খেলাহ, যতেক ইচ্ছা কর।
মায়ের বচনে বাপু, বিলম্ব না কর।।' ৪৪।।

সমস্ত-মস্তকমণি—প্রভু-হৃষীকেশ।
দেখিয়া যশোদাদেবী নিল শিশুবেশ।। ৪৫।।
পুত্র-হেন মানিঞা ধরিয়া দুই করে।
রাম-কৃষ্ণ লঞা দেবী গেলা নিজ-পুরে।। ৪৬।।
পুত্র-মহোৎসব করে পরম আনন্দে।
এইরূপ লীলা প্রভু করে নানা-ছন্দে।। ৪৭।।

শ্রীনন্দাদি গোপগণের গোকুল হইতে
শ্রীবৃন্দাবনে বাসগৃহে পরিবর্ত্তন

এক দিন বৃদ্ধ গোপ একত্রে মিলিয়া।
মন্ত্রণা করয়ে গোপ-সভাতে বসিয়া।। ৪৮।।
বৃদ্ধ এক গোপ তা'থে 'উপনন্দ' নাম।
বয়সে জ্ঞানেতে তেঁহ সভার প্রধান।। ৪৯।।
দেশ-কাল-তত্ত্ব তিঁহ জানেন সকল।
সুবুদ্ধিশেখর, রাম-কৃষ্ণ প্রিয়কর।। ৫০।।
কহিতে লাগিলা তেঁহো মহামতিমান্।
'আমার বচনে সভে কর অবধান।। ৫১।।
মহাবনে রহিতে উচিতে নহে আর।
নানা উৎপাত আসি' মিলে বারবার।। ৫২।।
গোকুলের রক্ষা চাহ, রাম-কৃষ্ণ-হিত।
এথায় রহিতে তবে না হয় উচিত।। ৫৩।।
পূতনারাক্ষসী আইল মারিতে কৃষ্ণেরে।
তাহাতে কেবল কৈলা ঈশ্বর উদ্ধারে।। ৫৪।।
ভাগ্যে না পড়িল শিশু-উপরে শকট।
ঈশ্বর কৃপায় সেহ তরিল সংকট।। ৫৫।।
চক্রবাতে নিল শিশু আকাশে তুলিয়া।
শিলার উপরে লঞা ফেলে আছাড়িয়া।। ৫৬।।
ভাগ্যে তা'থে রক্ষা কৈল অষ্ট লোকপাল।
বৃক্ষ পড়ি' ছাওয়াল না মৈল—ভাগ্য ভাল।। ৫৭।।
এইরূপ কত কত পড়য়ে উৎপাত।
কেবল ঈশ্বর রক্ষা করেন সাক্ষাৎ।। ৫৮।।
যাবৎ প্রমাদ আর এথা নাহি ঘটে।
তাবৎ ছাওয়াল লঞা চল যাই ঝাটে।। ৫৯।।
'বৃন্দাবন'-নামে বন নবীন কানন।
বহুবিধ ফুল-ফল, পরম-শোভন।। ৬০।।
নব-তৃণ-উপবন, সুশীতল জল।
পুণ্য-গিরি, নদ-নদী, পুণ্যসরোবর।। ৬১।।
আজি চলি' যাই তথা, হেন লয় মনে।
গোধন চলুক, আজ্ঞা দেহ গোপগণে।। ৬২।।
শকট আনুক শীঘ্র সুসজ্জ করিয়া।
সবন্ধু-বান্ধবে চল শকটে চড়িয়া।। ৬৩।।
কহিলুঁ কুশল-মন্ত্র যদি যুক্তি ধর।
শীঘ্র করি' চলি' চল, বিলম্ব না কর।।' ৬৪।।
এ-বোল শুনিঞা যত গোপগণ মেলি'।
উপনন্দে বাখানিলা 'সাধু সাধু' বলি'।। ৬৫।।
দিব্য-পরিচ্ছদে কৈল শকট সাজনি।
নানা অস্ত্রশস্ত্রে কৈল অঙ্গের কাছনি।। ৬৬।।
বৃদ্ধ-বাল নারীগণ শকটে তুলিয়া।
চলিলা গোয়ালা-সব শকট চালাঞা।। ৬৭।।
যত যত গোয়াল আছিল বলী আর।
ধনুশর লঞা তা'রা হৈল আগুসার।। ৬৮।।
তূর্য্যঘোষ করি' গোপ চারিপাশে ফিরে।
কেহ শিঙ্গা পূরে, কেহ বীরদর্প করে।। ৬৯।।
হুলাহুলি শবদ করিয়া গোপ ধায়।
বিবিধ আনন্দ করি' গোপগণ যায়।। ৭০।।
গোপীগণ বিবিধ ভূষণ, বস্ত্র পরি'।
কৃষ্ণলীলা গায় গোপী নিজ-রথে চড়ি'।। ৭১।।
মধুকণ্ঠী ব্রজনারী সুমধুর গায়।
যশোদা-রোহিণী শুনি' মহা-সুখ পায়।। ৭২।।
যশোদা-রোহিণী এক শকটে চড়িয়া।
দীপ্ত করে রাম-কৃষ্ণ দুই পুত্র লঞা।। ৭৩।।
বৃন্দাবনে গিয়া গোপ কৈলা পরবেশ।
জন্মিল সভার চিত্তে আনন্দবিশেষ।। ৭৪।।
ব্রজপুর নিরমিল করিয়া মন্ত্রণা।
অর্দ্ধচন্দ্র কৈল যেন শকটে রচনা।। ৭৫।।
এইরূপে গোপগণ রহিল আনন্দে।
রাম-কৃষ্ণ খেলায় বালকগণ-সঙ্গে।। ৭৬।।

শ্রীবৃন্দাবনে যমুনার তীরে শ্রীকৃষ্ণবলরামের
গোবৎস-চারণ লীলা

যমুনা-পুলিন, বৃন্দাবন, তরুগিরি।
দেখিয়া সন্তোষ পাইলা রাম-বনমালী।। ৭৭।।
বহুবিধ বালক্রীড়া করে দিনে-দিনে।
এইরূপে পীরিতি বাড়ায় গোপীগণে।। ৭৮।।
হেনকালে কোন লীলা করে হৃষীকেশ।
বাছুর রাখিতে পারে—ধরে হেন বেশ।। ৭৯।।
নিকটে যমুনাতট, নব উপবন।
ব্রজশিশু-সঙ্গে বৎস রাখে নারায়ণ।। ৮০।।
বিবিধ-রতন-মণি-বিভূষিত অঙ্গ।
সমবেশ-মধুর-মূরতি-শিশু-সঙ্গ।। ৮১।।
পীতবস্ত্র পরিধান, কক্ষে শিঙ্গা, বেত।
রতন-পাচনী করে, শিরে উড়ে নেত।। ৮২।।
নানা ক্রীড়া-পরিচ্ছদ করিয়া সাজন।
বৎস রাখে রাম-কৃষ্ণ, সঙ্গে শিশুগণ।। ৮৩।।
ক্ষেণে বেণু বাজায় বালকগণ-সঙ্গে।
ফেলাফেলি করিয়া ক্ষেপণি খেলে রঙ্গে।। ৮৪।।
চরণে-চরণে ক্ষেণে করে ফেলাফেলি।
অঙ্গে-অঙ্গে ক্ষেণে প্রভু করে ঠেলাঠেলি।। ৮৫।।
বৃষরূপ ধরিয়া বৃষের ছাড়ে ডাক।
দুহেঁ-দুহেঁ যুঝাযুঝি, বাড়ে অনুরাগ।। ৮৬।।
যত জন্তু-জীব বৈসে বন-উপবনে।
ডাক দিয়া আনে প্রভু প্রতি জনে-জনে।। ৮৭।।
নিজ-রব শুনিঞা সকল জন্তু মিলে।
সেই লীলাগতি করি' তারি সঙ্গে খেলে।। ৮৮।।
এইরূপে বাছুর চরায় শিশু-সঙ্গে।
নানা শিশুকেলি প্রভু করে নানারঙ্গে।। ৮৯।।

শ্রীকৃষ্ণের বৎসাসুর-বধ-লীলা*

হেনকালে এক দৈত্য বৎসরূপ ধরে।
অলক্ষিতে প্রবেশিল বৎসের ভিতরে।। ৯০।।
সকল জানেন প্রভু, সর্ব্বজ্ঞ-শেখর।
বলরামে তবে দেখাইল গদাধর।। ৯১।।
ধীরে ধীরে তা'র কাছে গেলেন শ্রীহরি।
বাম হাত দিয়া পাছা দুই পাও ধরি'।। ৯২।।
আকাশে তুলিয়া ভ্রমাইল সাত বার।
সেই মতে জীবন ছাড়িল দুরাচার।। ৯৩।।
পাক দিয়া ফেলাইল কপিত্থ-উপরে।
ভাঙ্গিল কপিত্থ-বন তা'র অঙ্গ-ভরে।। ৯৪।।
'সাধু সাধু' করিয়া বাখানে শিশুগণে।
দেখিয়া বিস্মিত হৈল, ভয় পাইল মনে।। ৯৫।।
তুষ্ট হৈয়া দেবে কৈল পুষ্প বরিষণ।
আকাশে বাজিল শঙ্খ-দুন্দুভি-বাজন।। ৯৬।।
এইরূপে নানা লীলা করে যদুরায়।
বৎসপাল হৈঞা প্রভু বাছুর চরায়।। ৯৭।।
সর্ব্বলোক-পালক সকল-লোক-গতি।
গোপরূপে বাছুর চরায় সুরপতি।। ৯৮।।
প্রভাত সময়ে প্রভু খায় দধিভাত।
বাছুর চরায় বনে ত্রিভুবননাথ।। ৯৯।।
শিশু-সঙ্গে বাছুর চরায় একদিনে।
কালিন্দী-নিকট-তট-কুসুমিত বনে।। ১০০।।
চালাঞা আনিল বৎস জল-সন্নিধান।
বৎসগণে দিয়া পানি, কৈল জল পান।। ১০১।।

বকাসুরবধ-প্রসঙ্গ†

এক গোটা মহাপ্রাণী পর্ব্বত-আকার।
দেখিয়া, লাগিল শিশুগণে চমৎকার।। ১০২।।
'বকাসুর'-নাম তা'র, বকরূপ ধরে।
আসিয়া গোবিন্দে ধরি' গিলিল সত্বরে।। ১০৩।।
তা' দেখিয়া সব শিশু হৈলা অচেতন।
প্রাণ-বিনে যেরূপ ইন্দ্রিয়, তনু, মন।। ১০৪।।

* বৎসাসুর বধ—বালবুদ্ধিজনিত লোভ হইতে যে দুষ্ক্রিয়া ও পরবুদ্ধিবশবর্ত্তিতা হয়, তাহাই 'বৎসাসুর'-নামক অনর্থ। কৃষ্ণ কৃপা করিয়া তাহা দূর করেন। (শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত)।

† বকাসুর বধ—কুটিনাটি, ধূর্ত্ততা ও শাঠ্য হইতে মিথ্যাব্যবহারই বকাসুর। তাহাকে নাশ না করিলে শুদ্ধকৃষ্ণভক্তি হয় না। (শ্রীচৈঃ শিঃ)।

ত্রিজগৎ-গুরু প্রভু, ত্রিজগৎ-পিতা।
গোপবেশ ধরে প্রভু সর্ব্বফলদাতা।। ১০৫।।
বকাসুর-তালুমূল দহিল অন্তরে।
পুড়িয়া মরয়ে বক, সহিতে না পারে।। ১০৬।।
আস্তে ব্যস্তে উগারিয়া ফেলিল গোপাল।
দুই ঠোঁট মেলিয়া আইসে আরবার।। ১০৭।।
দুই হস্ত দিয়া প্রভু দুই ওষ্ঠ ধরি'।
বিদারিয়া দুই খান কৈল লীলা করি'।। ১০৮।।
সাধুজন-গতি প্রভু, খল-বিদারণ।
বকরূপ দুষ্ট দৈত্য কৈল নিপাতন।। ১০৯।।
বিমানে থাকিয়া দেখে সুর-সিদ্ধগণে।
'জয় জয়'-শবদ উঠিল ত্রিভুবনে।। ১১০।।
পারিজাত-কুসুম নন্দনবন-মালা।
কৃষ্ণের উপরে হৈল পুষ্পবৃষ্টি-ধারা।। ১১১।।
আনক, দুন্দুভি, শঙ্খ, বিবিধ বাজন।
বিবিধ স্তবন কৈল সুর-মুনিগণ।। ১১২।।
বকাসুর-মুখ হৈতে লভিয়া শ্রীহরি।
বর্ত্তিয়া উঠিল শিশু ভয় পরিহরি'।। ১১৩।।
প্রাণ আইলে যেন দেহ-মন সচেতন।
সেইরূপ কৃষ্ণে পাঞা জীয়ে শিশুগণ।। ১১৪।।
আলিঙ্গন দিয়া শিশু শ্রীমুখ নেহালে।
চৌদিগে বেড়িয়া 'জয় জয়'-শব্দ বলে।। ১১৫।।
কৃষ্ণ লঞা ব্রজপুরে চলিলা সত্বর।
গোপগণে বিবরণ কহিল সকল।। ১১৬।।

শ্রীকৃষ্ণের মহত্ত্ব-শ্রবণে ব্রজবাসিগণের
আনন্দ-প্রকাশ

বিস্ময় ভাবিয়া গোপগোপীগণে শুনি'।
ব্রজপুরে সকল হইল জানা জানি।। ১১৭।।
সর্ব্বলোক আসিয়া দেখিল গদাধরে।
আনন্দ-উৎসব হইল পুরের ভিতরে।। ১১৮।।
'দেখ দেখ অদভুত শিশুর প্রভাব।
কত কত মৃত্যু আসি' করয়ে উৎপাত।। ১১৯।।
নিজ-নিজ-পাপে তা'রা সব মরি' যায়।
পুণ্যফলে সভে শিশু সর্ব্বত্র বেড়ায়।। ১২০।।
ঘোরতর দৈত্য-সব আইসে মারিবারে।
আগুনে পতঙ্গ যেন যাই' পুড়ি মরে।। ১২১।।
অসত্য নহিল কিছু গর্গের বচন।
গর্গ যে কহিলা, সেই দেখিয়া লক্ষণ।। ১২২।।
জন্মিল কেবল মহাপুরুষ সাক্ষাৎ।
মহাপুরুষের কভু নহে উৎপাত।।' ১২৩।।
নন্দ-আদি গোপগণে এই কথা কহে।
নিরবধি পরম-আনন্দ-চিত্তে রহে।।' ১২৪।।
কহে রঘু পণ্ডিত গোবিন্দ-গুণগান।
কৃষ্ণকথা শুন, ভাই, হৈয়া সাবধান।। ১২৫।।
রঘুনাথ পণ্ডিতের মধুরস-ভাষা।
কৃষ্ণগুণ, শুন, ভাই, কৃষ্ণে দেহ আশা।। ১২৬।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী-একাদশঃ অধ্যায়ঃ।। ১১।।

দ্বাদশ অধ্যায়

গোচারণকালে বয়স্যগণসহ শ্রীকৃষ্ণের বিবিধ ক্রীড়া

"একদিন কৈল মনে 'ভোজন করিব বনে',
গাও তুলি' প্রত্যূষে, বিহানে।
শিঙ্গারব করি' হরি, গোপশিশু সঙ্গে করি',
চলি গেল বৎস লঞা বনে।। ১।।
লক্ষ লক্ষ শিশুগণ, সম-বেশ-বিভূষণ,
শিঙ্গাবেত্র, বিষাণ কাছিয়া।
সহস্রেক নাহি টুটি, লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি,
চলে শিশু বৎসগণ লৈয়া।। ২।।
কৃষ্ণ বৎস রাখে যত, ব্রহ্মায় লেখিব কত,
লেখিতে কে পারে তা'র অন্ত ?

বৎস যুথ যুথ করি' একত্রে সকল মেলি',
বৎস রাখে করিয়া আনন্দ।। ৩।।
বিবিধ বালক-লীলা, বহুবিধ শিশুখেলা,
বহু ভাঁতি খেলে শিশুগণ।
প্রবাল, কুসুম, ফল, বনধাতু, নবদল,
করে শিশু অঙ্গের ভূষণ।। ৪।।
কেহ শিঙ্গা করে চুরি, কেহ ফেলে দূর করি',
পুন দেই হাসিয়া হাসিয়া।
কৃষ্ণ যদি থাকে দূরে, ধাঞা-ধাঞা শিশু চলে,
পুন আইসে কৃষ্ণ পরশিয়া।। ৫।।
'মুঞি সে সভার আগে, পরশিনু তোমা' এবে',
এইরূপে আনন্দ বিহরে।
কেহ শিঙ্গা-বেণু পূরে, কেহ ভৃঙ্গরব করে,
কোকিল-শবদ কেহ করে।। ৬।।
কেহ দেখি' পাখী-ছায়া, তা'র সঙ্গে যায় ধাঞা,
হংস দেখি' হংসের গমন।
বক দেখি' বকবৎ, কেহ হয় ধ্যানরত,
কেহ ধরে ময়ূর-পেখম।। ৭।।
বানরের পুচ্ছ ধরি' কেহ টানাটানি করি',
বানরে টানিঞা তুলে গাছে।
বানর-আকৃতি ধরে, সেরূপ ভ্রুকুটি করে,
লম্ফে লম্ফে যায় তা'র পাছে।। ৮।।
বেঙ্গের আকার ধরি' যায় নদীজলোপরি,
শবদ করয়ে উচ্চ করি'।
তা'র প্রতিধ্বনি শুনি', বলে শিশু নানা-বাণী
'ধর, মার' বলি' দেই গালি।। ৯।।
জন্ম কোটি কোটি ধরি', নানা পুণ্যপুঞ্জ করি',
কৃষ্ণ লৈয়া খেলে শিশুগণে।
দেখে ব্রহ্মজ্ঞানী সব, ব্রহ্ম-সুখ-অনুভব,
সাক্ষাৎ যাঁহার দরশনে।। ১০।।
ভক্তগণ প্রেমসুখে, ইষ্টদেব-গুরুরূপে,
সাক্ষাতে দেখয়ে মূর্ত্তিমান্।
মায়াশ্রিত নরলোকে, কেবল মানুষরূপে,
দেখে হরি আনন্দ-বিধান।। ১১।।
লক্ষ কোটি জন্ম ধরি', চিত্ত নিরোধন করি',
তপ-যোগ-সমাধি করিয়া।
যাঁ'র পদধূলিকণে, যা লভে যোগেন্দ্রগণে,
খেলে শিশু হেন কৃষ্ণ লঞা।। ১২।।
কি ভাগ্য বর্ণিব তা'র, কৃষ্ণ হেন সখা যা'র,
ধন্য ব্রজবাসী গোপগণ।

শ্রীকৃষ্ণবধার্থ অঘাসুরের ব্রজে আগমন

এইরূপে শিশু-মেলে, বিবিধ কৌতুক করে,
দৈত্য আসি' দিল দরশন।। ১৩।।
তা'র নাম 'অঘাসুর', মহাদুষ্ট ঘোরতর,
কৃষ্ণলীলা দেখিতে না পারে।
সুরগণ সুরপুরে, চমকিত যা'র ডরে,
নিরন্তর ছিদ্র-অনুসারে।। ১৪।।
কংসের আদেশ পাঞা, অঘাসুর আইল ধাঞা
'আজি কৃষ্ণ বধিমু সগণে।
পূতনা ভগিনী মোর, জ্যেষ্ঠ ভাই বকাসুর,
এই কৃষ্ণ মারিল আপনে।। ১৫।।
ভাই ভগিনীর ধার, শুধিবার পরকার,
বৎস-শিশু করি' তিল-জল।
তর্পণ করিনু যদি, সাধিনু সকল সিদ্ধি,
ব্রজবাসী মারিব সকল।। ১৬।।
পুত্রগত প্রাণ যা'র পুত্রে দেহ-মন তা'র
পুত্র-বিনে না রহে জীবন।
বৎস-শিশু-সহ-হরি, যদি মারিবারে পারি,
তবে তথা মৈল গোপগণ।।' ১৭।।
এই মনে যুক্তি করি', সর্পকলেবর ধরি',
যোজনেক দীঘল-বিস্তার।
প্রহরের পথ যুড়ি', পড়িলু মু'খান মেলি',
যেন মহাপর্ব্বত-আকার।। ১৮।।
বৎস-বালকের সহে, কৃষ্ণ গিলিবারে চাহে,
এই আশা দুষ্টমতি ধরে।
এক ওষ্ঠ ক্ষিতি-পরে, আর ওষ্ঠ অম্বরে,
গিরিগুহা মুখের ভিতরে।। ১৯।।

বিকট দশন-পাঁতি, পর্ব্বত-আকার ভাঁতি,
উদর-ভিতরে অন্ধকার।
জিহ্বা-গোটা পথে মেলে, ঘন ঘন শ্বাস ছাড়ে,
যেন খর-পবন-সঞ্চার।। ২০।।

সখাগণের কৌতূহল বশতঃ বৎসগণসহ
অঘাসুরের উদরে প্রবেশ

দেখি' গোপশিশুগণে, অপরূপ বৃন্দাবনে,
দৃষ্টান্ত করিয়া কথা কহে।
'কহ দেখি মিত্রগণ, গিলিবারে করে মন,
কিবা এক মহাপ্রাণী রহে? ২১
মেঘখান দেখি যেন, রবিজালে রাঙ্গা হেন,
ভিতরে দেখিয়ে অন্ধকার।
খরতর বহে বাত, যেন ঘন শ্বাসপাত,
দেখি যেন জন্তু দুরাচার।। ২২।।
যদি আমি সব মেলি', ভিতরে প্রবেশ করি,
তবে যদি করয়ে গরাস।
তমু ভয় না করিব, এই পথ দিয়া যা'ব,
বকবৎ ইহ হৈব নাশ।।' ২৩।।
এতেক বচন বলি', দিয়া দৃঢ় করতালি,
হাসি' কৃষ্ণমুখ নিরখিয়া।
নিজ-বৎসগণ লঞা, প্রবেশ করিল গিয়া,
কেহ না বুঝিল তা'র মায়া।। ২৪।।
'না জানিয়া শিশুগণে, সত্য কৈল মিথ্যাভাণে',
চিন্তে প্রভু এই মনে-মনে।
'বৎস-শিশু না মরিব, দৈত্যের সংহার হৈব',
হেনবুদ্ধি করিব এখনে।। ২৫।।
অঘাসুর মহাবলী, কৃষ্ণের বিলম্ব করি',
না গিলিল করিয়া সন্ধান।
কৃষ্ণ পরবেশ কৈলে, উদর ভিতরে গেলে'
তবে সে চাপিব মুখখান।। ২৬।।

শ্রীকৃষ্ণের অঘাসুরের মুখ গহ্বরে প্রবেশ পূর্ব্বক
কলেবর বৃদ্ধি হেতু অসুরের প্রাণত্যাগ

সকল অভয়দাতা, অখিল-ভুবন-পিতা,
মনে-মনে ভাবিলা শ্রীহরি।
'দৈত্যের হরিব প্রাণ, বালকের পরিত্রাণ,
দুই কর্ম্ম কোন্ বুদ্ধ্যে করি?' ২৭
অশেষ করুণাসিন্ধু, অখিল-জগৎবন্ধু,
দৈত্যমুখে করিলা প্রবেশ।
রহিয়া মেঘের আড়ে, দেবগণ চাহে ডরে,
করে 'হাহা'-শবদ বিশেষ।। ২৮।।
হাসে দুষ্ট দৈত্যগণ, ব্যাকুলিত সাধুজন,
ত্রিভুবনে হৈল হাহাকার।
'জারিয়া করিব চুর', মনে ভাবে অঘাসুর,
মু'খান মুদিল দুরাচার।। ২৯।।
প্রভু কোন কর্ম্ম করে, বাড়িতে লাগিলা গলে,
নিরোধিল এ দশ দুয়ার।
নড়িতে চড়িতে নারে, ছট্‌ফট্ করি' মরে,
উলটিল নয়ন বিশাল।। ৩০।।
সকল শরীর পূরি', পবন বাড়িল ভরি',
ব্রহ্মরন্ধ্রফুটিয়া ছুটিল।

শ্রীকৃষ্ণ-কৃপায় সখা ও গোবৎসগণের
পুনর্জীবন প্রাপ্তি ও অঘাসুরের মুক্তি

কৃপাদৃষ্টি করি' হরি, মরা বৎসশিশু তুলি,
মুখপথে বাহিরে আনিল।। ৩১।।
সর্পকলেবর-জ্যোতি, আকাশমণ্ডলে উঠি',
দশদিগ্ প্রকাশ করিয়া।
আসিব বাহিরে হরি, রহিল বিলম্ব ধরি',
সুরগণ বিস্মিত দেখিয়া।। ৩২।।
শ্রীহরি বাহির হৈল, কৃষ্ণদেহে প্রবেশিল,
তিনলোকে দেখিল সাক্ষাৎ।
আনন্দিত সুরগণ, কৈল পুষ্প-বরিষণ,
স্তুতি-ভক্তি কৈল দণ্ডপাত।। ৩৩।।

সুরবধূগণ নাচে, বিবিধ বাজনা বাজে,
গন্ধর্ব-কিন্নরে গায় গীত।
ব্রাহ্মণে মঙ্গল পড়ে, স্তাবকে স্তবন করে,
ত্রিভুবনে হৈল আনন্দিত।। ৩৪।।
গীতবাদ্য, স্তুতিবাণী, ব্রহ্মলোকে গেল ধ্বনি,
ব্রহ্মা শুনি' আইলা সেইক্ষণে।
আকাশমণ্ডলে থাকি', প্রভুর মহিমা দেখি',
বিস্ময় ভাবিলা মনে-মনে।। ৩৫।।
শুন রাজা পরীক্ষিৎ, বৃন্দাবনে অদভুত,
গর্ত্ত হৈল সর্প-কলেবর।
শুখাএগ্রা রহিল বনে, ক্রীড়া করে শিশুগণে,
চিরদিন তাহার ভিতর।। ৩৬।।

শ্রীকৃষ্ণের কৌমার লীলা

এ-সব-কুমার-কালে, কৈলা কর্ম্ম দামোদরে,
পৌগণ্ডে কহিল শিশুগণে।
'অঘাসুর বধ করি', বৎসশিশু রক্ষা করি',
আজি হরি আনিলা এখনে।।' ৩৭।।
এ কোন্ বিচিত্র-কথা, অখিল জগৎ পিতা,
শিশুবেশে পুরুষ-পুরাণ।
অঘ-হেন দুরাচার, অঙ্গ পরশিয়া যাঁ'র,
আত্মসাৎ পায় বিদ্যমান।। ৩৮।।
যাঁ'র অঙ্গমূর্ত্তি ধরি', সকৃৎ হৃদয়ে করি',
মনোময়ী করিয়া চিন্তনে।
মহাভাগবত সব, পাইল পরম-পদ,
হেন প্রভু যথা বিদ্যমানে।।" ৩৯।।
রাজা বিষ্ণুরাত শুনি', পরমবিস্ময় গণি',
জিজ্ঞাসিল মুনির চরণে।
"কুমার-কালের কর্ম্ম, কেহ না জানিল মর্ম্ম,
পৌগণ্ডে কহিল শিশুগণে।। ৪০।।
এত বড় কুতূহল, কহ গুরু যোগেশ্বর,
বিষ্ণুমায়া বিনে নহে আন।
আমি সব নরাধম, তমু হৈলুঁ ধন্যতম,
হরিকথামৃত করি' পান।।" ৪১।।
রাজার বচন শুনি', বাহ্য পাসরিল মুনি,
আনন্দে পূরিল কলেবর।
ক্ষণেক অবধান করি', চাহিল নয়ান মেলি',
তবে দিল রাজারে উত্তর।। ৪২।।
অঘাসুর-বিনাশন, বৎস-শিশু উদ্ধারণ,
গোপাল চরিত্র পুণ্যকথা।
ভাগবত-আচার্য্য কহে, শুনিলে দুরিত দহে,
পরমমঙ্গল গুণ-গাথা।। ৪৩।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী-দ্বাদশঃ অধ্যায়ঃ।। ১২।।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

উপযুক্ত শিষ্যের আদর্শ শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজ

(তুড়ী-রাগ)

"সাধু সাধু মহাভাগ, ধন্য নরেশ্বর।
নিরমলমতি তুমি, ভকতশেখর।। ১।।
নিরবধি হরিকথা শুন সাবধানে।
তমু নব-নব তুমি কর অনুক্ষণে।। ২।।
শান্তজন যেবা হয়, চিত্তে ধরে সার।
শ্রুতি, বাণী, চিত্ত হরিপদগত যাঁ'র।। ৩।।
কৃষ্ণ-কথা নব-নব করে অনুক্ষণে।
স্ত্রীর কথা শুনে, যেন স্ত্রী-জিত জনে।। ৪।।
গুহ্য-কথা কহি, রাজা, শুন সাবহিতে।
প্রিয়-শিষ্যে গুহ্য-কথা না করি গোপতে।। ৫।।
কহিব পরম গুহ্য, শুন সাবধানে।
অপরূপ নাট্যলীলা কৈলা নারায়ণে।। ৬।।
অঘাসুর-মুখ হৈতে বৎস-শিশুগণ।
বাহির করিয়া আনি' নন্দের নন্দন।। ৭।।

যমুনার তীরে শ্রীকৃষ্ণের বয়স্যগণসহ ভোজন ও ক্রীড়া

যমুনা পুলিন-বনে নিল সেইক্ষণে।
হাসিয়া কি বলে তবে মধুর বচনে।। ৮।।
'দেখ-দেখ ভাই সব, রম্য নদীতীর।
কোমল বালুকাতট, নিরমল নীর।। ৯।।
প্রফুল্ল কমলগন্ধ, ভ্রমর-ঝঙ্কার।
জলচর-কোলাহল, শবদ-সঞ্চার।। ১০।।
ধ্বনি-প্রতিধ্বনি-বিলসিত দ্রুমজাল।
এথা রহি' আমি-সব করিব বিহার।। ১১।।
বেলা দুই-প্রহর, ভোজন করি' আগে।
পাছে খেলাইব খেলা—হেন মনে লাগে।। ১২।।
জল পিয়া বৎসগণ চরুক সন্তোষে।
আমি-সব ভোজন করিব হাস্যরসে।।' ১৩।।
কৃষ্ণের বচন শুনি' গোপশিশুগণে।
জল পান করিয়া বাছুর দিল বনে।। ১৪।।
শিক্যা মুকুলাঞা শিশু বসিলা ভুঞ্জিতে।
মাঝে কৃষ্ণ বসিলা, বালক চারিভিতে।। ১৫।।
চৌদিগে বালকগণে রচিল মণ্ডল।
বিকসিত মুখপদ্ম, নয়নকমল।। ১৬।।
বিবিধ মণ্ডল-জাল করিয়া রচন।
সম্মুখে শ্রীমুখ দেখে সব শিশুগণ।। ১৭।।
চৌদিগে কমলদল, মাঝে কর্ণিকার।
সেইরূপে শোভে ব্রজশিশু পাটোয়ার।। ১৮।।
কেহ পুষ্পদল, কেহ পল্লব-অঙ্কুর।
কেহ নিল গাছ-ছাল, আনে ফল-মূল।। ১৯।।
কেহ শিক্যা মেলিয়া ভোজনপাত্র করে।
ভোজন করিয়া শিশু আনন্দে বিহরে।। ২০।।
আপন-আপন পাত্র সভেই প্রশংসে।
কেহ কা'র পাত্র দেখি' করে উপহাসে।। ২১।।
কেহ হাসে তা'রে, কেহ হাসিয়া হাসায়।
কেহ কা'রো মুখ চাহি' অঙ্গুলি দেখায়।। ২২।।
জঠর-পটেতে বেণু, শিঙ্গা-বেত্র কাঁখে।
বাম-হস্তে কোমল কবল ধরি' রাখে।। ২৩।।
অঙ্গুলির মাঝে মাঝে রাখয়ে ব্যঞ্জন।
মাঝে নন্দসুত, চারি পাশে শিশুগণ।। ২৪।।
হাস্য-পরিহাসে প্রভু বালকে হাসায়।
আকাশমণ্ডলে থাকি' সুরগণে চায়।। ২৫।।
সর্ব্বযজ্ঞভোজী প্রভু করয়ে ভোজন।
বালকেলি করে যজ্ঞপতি নারায়ণ।। ২৬।।

শ্রীকৃষ্ণের গো-বৎসের অনুসন্ধান

এইরূপে ভোজন করয়ে শিশুগণে।
তৃণলোভে বৎসগণ গেল দূর-বনে।। ২৭।।
তরাসিল শিশুগণ বৎস না দেখিয়া।
নিবারিয়া রাখে হরি আশ্বাস করিয়া।। ২৮।।
'তুমি-সব ভোজন না ছাড় মিত্রগণে।
বাছুর আনিঞা আমি দিব এইক্ষণে।।' ২৯।।
এতেক বচন বলি' প্রভু-দামোদর।
বাম হস্তে সেইরূপে লইল কবল।। ৩০।।
গিরি-গুহা, নিকুঞ্জ, তিমির-ঘোর বনে।
বাছুর চাহিয়া প্রভু বেড়ায় আপনে।। ৩১।।
এক ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মা হেন অবসরে।
আসিয়া মিলিলা শিশুলীলা দেখিবারে।। ৩২।।
'আপনে ঈশ্বর হঞা ধরে শিশুবেশ।
নানা অদভুত-লীলা করে হৃষীকেশ।। ৩৩।।
তা'র কিছু অপরূপ দেখিব মহিমা।
কোন্ রূপে করে কৃষ্ণ কেমন ভঙ্গিমা?' ৩৪

ব্রহ্মাকর্ত্তৃক গোবৎস ও গোপবালকের হরণ

এদিগে বাল হরি', ওদিগে বাছুর।
অন্তরীক্ষে লঞা ব্রহ্মা গেলা নিজপুর।। ৩৫।।
যে ব্রহ্মায় অঘাসুর-মোক্ষণ দেখিয়া।
পরমবিস্ময় পাইলা আকাশে থাকিয়া।। ৩৬।।
বাছুর না পাঞা ত্রিভুবন-অধিকারী।
পালটি' পুলিন-বন আইলা বংশীধারী।। ৩৭।।
এথা আসি' শিশুগণ না পায় উদ্দেশ।
বনে-বনে চাহিয়া বেড়ায় হৃষীকেশ।। ৩৮।।

হারাইল বাছুর, বালক নাহি বনে।
সর্ব্বজ্ঞ শেখর হরি জানিল কারণে।। ৩৯।।
'ব্রহ্মায় সৃজিল মায়া তত্ত্ব জানিবারে।
হেন কর্ম্ম করি, যেন বুঝিতে না পারে।। ৪০।।
গোপগোপীগণে চাহে বাড়িতে পীরিতি।
সন্তোষ লভিতে চাহে ব্রহ্মা সুরপতি।। ৪১।।

শ্রীকৃষ্ণের গোবৎস ও গোপবালকের রূপ-ধারণ

হেন কর্ম্ম করি আমি কোন্ পরকারে?'
বৎস, শিশু—দুইরূপ হৈল একেশ্বরে।। ৪২।।
যে-প্রভু লীলায় করে জগৎ নির্ম্মাণ।
'বাছুর'-বালক'-রূপ হৈলা ভগবান্।। ৪৩।।
যত শিশু, যত বৎস, যা'র যেন বেশ।
যা'র যেন দন্ত, মুখ, নখ, লোম, কেশ।। ৪৪।।
যেবা যত বড়, যা'র বরণ-আকার।
যা'র যেন কর-পদ, শীল, ব্যবহার।। ৪৫।।
যা'র যেন শিঙ্গা, বেত, বসন, ভূষণ।
যা'র যেন স্বর, ভাষা, শিল্প, সম্ভাষণ।। ৪৬।।
যা'র যেন আকৃতি-প্রকৃতি, রতি-মতি।
যা'র যেন গুণ, নাম, বিহরণ, গতি।। ৪৭।।
সর্ব্বভূত-অন্তর্যামী জগৎ-নিবাস।
সর্ব্বরূপ ধরি' প্রভু করয়ে প্রকাশ।। ৪৮।।
'বিষ্ণুময় জগৎ'—আছয়ে বেদবাণী।
সেই যেন সাক্ষাৎ করিলা চক্রপাণি।। ৪৯।।
আপনে বাছুর-বেশ ধরে নারায়ণ।
আপনে বালকরূপে করয়ে পালন।। ৫০।।
আপনে আপনা' হরি করয়ে পালনে।
আপনে আপনা' লঞা বিহরে আপনে।। ৫১।।
আপনে আপনা' লৈয়া দিন-অবসানে।
ব্রজপুরে নন্দসুত চলিলা আপনে।। ৫২।।
যা'র যা'র বৎসগণ ভিন্ন ভিন্ন করি'।
নিজ-গোষ্ঠে চলিলা সে শিশুবেশ ধরি'।। ৫৩।।
সেই বৎস, সেই লীলা, সেই শিশুবেশ।
সেইরূপে প্রবেশ করিলা হৃষীকেশ।। ৫৪।।

শ্রীকৃষ্ণের গো বৎসগণ ও গোপবালকরূপে বিস্তার হেতু মাতৃগণের তাঁহাদের প্রতি স্নেহাধিক্য

বেণুরব শুনি' মাতা উঠিলা সত্বরে।
দুই হস্তে তুলিয়া বালকে কৈলা কোরে।। ৫৫।।
বাহুপাশে ভিড়িয়া নির্ভরে দিল কোল।
পুত্র-পরশনে চিত্ত হৈল উতরোল।। ৫৬।।
পুত্রমুখে স্তন দিয়া করাইল পানে।
সাক্ষাৎ পরম-ব্রহ্ম জানিল গেয়ানে।। ৫৭।।
মর্দন-মজ্জন করাইল শিশুগণে।
দিব্য গন্ধ দিয়া অঙ্গ কৈল বিলেপনে।। ৫৮।।
দিব্য অলঙ্কারে অঙ্গ করে বিভূষণে।
দিব্য অন্ন-পান দিয়া করায় ভোজনে।। ৫৯।।
এরূপে করয়ে মাতা লালন-পালনে।
দিনে-দিনে আনন্দ বাড়ায় নারায়ণে।। ৬০।।
বৎসের শবদ শুনি' হরষিত-মনে।
হাম্বা-রব করিয়া ডাকিল ধেনুগণে।। ৬১।।
আপনে আপন-বৎস আনিল ডাকিয়া।
লেহন-পোছন কৈলা ক্ষীর পিয়াইয়া।। ৬২।।
মাতৃভাব পূর্ব্ববৎ কৈল গোপীগণে।
প্রেমানন্দ বাড়িল পূরব-প্রেম-হনে।। ৬৩।।
পূর্ব্ববৎ কৈলা কৃষ্ণ পুত্রতা-বেভার।
পূর্ব্ব হৈতে মায়ার অধিক পরচার।। ৬৪।।
আপনে পালক-পাল্য হৈয়া বনমালী।
এহিরূপে ক্রীড়া করে বৎসরেক ধরি'।। ৬৫।।
একদিন বলরামে করিয়া সংহতি।
বৎস-শিশুগণ লঞা গেলা যদুপতি।। ৬৬।।
পাঁচ-সাত দিন আছে বৎসর পূরিতে।
বেড়ায় নিকট-বনে বাছুর রাখিতে।। ৬৭।।
বনে-বনে বাছুর চরায় ভগবান্।
ধীরে ধীরে গেলা গোবর্দ্ধন-সন্নিধান।। ৬৮।।
পর্ব্বত-শিখরে তথা ধেনুগণ চরে।
বাছুর দেখিল তা'রা পর্ব্বত-কিনারে।। ৬৯।।
বৎস-প্রেমে আপনা' পাসরে ধেনুগণ।
উর্দ্ধগ্রীব, উর্দ্ধ-পুচ্ছ, উর্দ্ধ-বিলোচন।। ৭০।।

হুঙ্কার-শবদ করি' আকণ্ঠ পূরিয়া।
দুর্গ-পথ চলি' যায় দু'পদ তুলিয়া।। ৭১।।
নিজ-নিজ-বৎস লঞা যত শিশুগণে।
ক্ষীর পান করাইল আনন্দিত-মনে।। ৭২।।
লেহন-পোছন কৈল-লালন-পালন।
সুখময়-সাগরে মজিল ধেনুগণ।। ৭৩।।
বৃদ্ধ গোপগণে নানা যতন করিয়া।
ধেনু রাখিবারে না পারিল নিবারিয়া।। ৭৪।।
ক্রোধ করি' কৈল গোপ তর্জ্জন-গর্জ্জন।
নানা-দুঃখে কৈল দুর্গ-পথ বিলঙ্ঘন।। ৭৫।।
'আজি এত পরমাদ করে শিশুগণে।
বৎস লঞা এথা তা'রা আইল কি কারণে? ৭৬
আজিকার গো-রস সকল কৈল নাশ।
নিরোধ না মানে ধেনু, এহ বড় লাজ।। ৭৭।।
গোকুলের কলঙ্ক রাখিল শিশুগণে।
আজি তা'র শাস্তি যে করিব ভাল-মনে।।' ৭৮।।
এইরূপে গোপগণে তর্জ্জিয়া-গর্জ্জিয়া।
নানা-দুঃখ পাঞা আইল পর্ব্বত লঙ্ঘিয়া।। ৭৯।।
যেই-মাত্র হৈল শিশুর মুখ-দরশন।
সেইক্ষণে হৈল সব ক্রোধ নিবারণ।। ৮০।।
বুকের উপরে তুলি' দিল আলিঙ্গন।
প্রেম-রসে বাহ্য পাসরিল গোপগণ।। ৮১।।
কেবল পরমানন্দ রসময় সঙ্গ।
নয়নে আনন্দজল, পুলকিত অঙ্গ।। ৮২।।
প্রেমরসে জড়বৎ, নাহি অবধান।
পাসরিল গোপগণে নিজ-পর-জ্ঞান।। ৮৩।।

ব্রজের সর্ব্বত্র স্নেহাধিক্য-দর্শনে শ্রীবলদেবের
ধ্যানে এবং শ্রীকৃষ্ণের ইশারায় তত্ত্ব-স্ফূর্ত্তি

বলরাম দেখি' প্রেম-সম্পদ-উদয়।
মনে মনে চিন্তিতে লাগিলা মহাশয়।। ৮৪।।
'স্তন্যপ ছাওয়ালে প্রেম বাড়িতে জুয়ায়।
এ-সব বালক-বৎস স্তন নাহি খায়।। ৮৫।।
এত বড় তবে কেন দেখি অনুরাগ?
বুঝিতে না পারি নারায়ণ অনুভাব।। ৮৬।।
ব্রজকুলে উথলিল প্রেমের সাগর।
আমার হৃদয়ে প্রেম বাড়ে নিরন্তর।। ৮৭।।
কোথা হৈতে আইল মায়া, কাহার ঘটনা?
কিবা দেবমায়া, কিবা অসুররচনা? ৮৮
প্রায় হেন বুঝি মায়া রচিল ঈশ্বরে।
অন্যের মায়ায় কেন মোহিব আমারে?' ৮৯
এতেক বচন বলি' প্রভু-বলরাম।
ধ্যান-অবলম্বে মন কৈলা প্রণিধান।। ৯০।।
সকল বৈকুণ্ঠময় জ্ঞানচক্ষে দেখি'।
বলরাম আপনে মুদিল দুই আঁখি।। ৯১।।
'শিশুগণ দেব-অংশে হইল উপাদান।
ঋষি-অংশে যতেক বাছুর বিদ্যমান।। ৯২।।
এ-সব কেহ ত দেব-ঋষি-অংশে নয়।
সর্ব্বরূপ ধরি' লীলা করে কৃপাময়।।' ৯৩।।
এ বোল জানিঞা কৃষ্ণ কহিলা ইঙ্গিতে।
বলভদ্র সকল বুঝিল ভাল-মতে।। ৯৪।।
এইরূপে যে-দিনে বৎসর পূর্ণ হৈল।
সে-দিন আসিয়া ব্রহ্মা সকল দেখিল।। ৯৫।।
'যত বৎস, যত শিশু পূর্ব্বেতে আছিল।
সকল আসিয়া ব্রহ্মা গোকুলে দেখিল।। ৯৬।।
যত বৎস শিশুগণ শয্যার উপরে।
শয়ন করিয়া আছে, উঠিতে না পারে।। ৯৭।।
ততেক বালক-বৎস লঞা বনমালী।
ক্রীড়া করে নিজ শিশু-বৎসরূপ ধরি'।। ৯৮।।
এতেক চিন্তিয়া ব্রহ্মা কৈল প্রণিধান।
চিরকাল রহে চিত্ত করি' সমাধান।। ৯৯।।
'কিবা সেই সত্য, কিবা এই সত্য হয়?
কিবা সেই মিথ্যা, কিবা এই মায়াময়?' ১০০

শ্রীকৃষ্ণ-কৃপায় ব্রহ্মার মোহভঙ্গ এবং
গোবৎস ও ব্রজবালকগণের তত্ত্ব-স্ফূর্ত্তি

চৌদ্দভুবনপতি ব্রহ্মা হেন হঞা।
তবু কিছু না বুঝিল যাঁ'র যোগমায়া।। ১০১।।

নিত্য, শুদ্ধ, জ্ঞানময়, বিশ্ব-বিমোহন।
সে প্রভু মোহিতে ব্রহ্মা কৈলা আগমন।। ১০২।।
আপন মায়ায় ব্রহ্মা আপনে মোহিল।*
নীহার-তিমির যেন তিমিরে মজিল।। ১০৩।।
মহান্তে অন্যের মায়া কি করিতে পারে?
দিবসের মাঝে যেন জুনিপোকা জ্বলে।। ১০৪।।
তবে ব্রহ্মা সকল বালক-বৎস দেখে।
সাক্ষাৎ পরমব্রহ্ম দেখে একে একে।। ১০৫।।
নবঘন-শ্যামতনু, পীতবস্ত্র ধরে।
চতুর্ভুজ, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম করে।। ১০৬।।
মকর, কুণ্ডল, হার, বনমালা দোলে।
শ্রীবৎস, অঙ্গদ, রত্ন-মণিমালা গলে।। ১০৭।।
কনক-কঙ্কন চারি ভুজে বিরাজিত।
শিঞ্জিত মঞ্জীর চারু চরণে রঞ্জিত।। ১০৮।।
কটিতটে কটিসূত্র, কনকমেখলা।
নব জলধরে যেন চমকে চপলা।। ১০৯।।
রতন-অঙ্গুলি কর-পল্লব-বিলাস।
অরুণিত নখ নবচন্দ্র-পরকাশ।। ১১০।।
আপাদমস্তকে দোলে তুলসীর মালা।
পদনখ-বিরাজিত নবচন্দ্রকলা।। ১১১।।
বিশদ চন্দ্রিকা-চারু মন্দমধু-হাস।
সত্ত্বগুণে যেন বিশ্বপালক-বিলাস।। ১১২।।
অরুণিত অপাঙ্গভঙ্গিমা নিরীক্ষণ।
রজোগুণ ধরে যেন সৃষ্টিকর্ত্তাগণ।। ১১৩।।
আত্মা-আদি করি' তৃণ-স্তম্ব-পর্য্যন্ত।
চরাচর সর্ব্বজীব হঞা মূর্ত্তিমন্ত।। ১১৪।।
নৃত্য-গীত বহুবিধ, অনেক সম্ভার।
নানাভাবে স্তুতি-ভক্তি করে নমস্কার।। ১১৫।।
অণিমাদি অষ্টৈশ্বর্য্য, অষ্টমহানিধি।
মায়া-আদি করিয়া বিভূতি সর্ব্বসিদ্ধি।। ১১৬।।
সাক্ষাৎ চব্বিশ তত্ত্ব নিজরূপ ধরি'।
কাল-কর্ম্ম, সকল স্বভাব-আদি করি'।। ১১৭।।
অনন্ত-মূরতি ধরি' করে উপাসনা।
অনন্ত-মূরতি হরি, অনন্ত-ভাবনা।। ১১৮।।
সত্য-জ্ঞান, অনন্ত-আনন্দ-মাত্র-রূপ।
একরস, একমূর্ত্তি অনন্তস্বরূপ।। ১১৯।।
যোগেন্দ্র-মুনীন্দ্র যাঁ'র না পায় মহিমা।
তত্ত্বজ্ঞানী জ্ঞানে যাঁ'র নাহি দেখে সীমা।। ১২০।।
হেন পরিপূর্ণ-ব্রহ্ম, অনন্ত-মূরতি।
বৎস-শিশু-সকল দেখিল প্রজাপতি।। ১২১।।

শ্রীকৃষ্ণের মহিমা-কৌতূহল দর্শনে ব্রহ্মার আনন্দাতিশয়

কৌতুক দেখিয়া ব্রহ্মা আনন্দে মজিল।
সকল ইন্দ্রিয়গণ শিথিল হইল।। ১২২।।
নিশবদ হঞা রহে ধাম-দরশনে।
চিত্রের পুত্তলি যেন মুদিত-নয়নে।। ১২৩।।
অতর্কমহিমা যাঁর, প্রকৃতির পর।
নিরসন, বেদমুখে প্রমাণ-গোচর।। ১২৪।।
সুখময়-প্রকাশ, আনন্দ-রসময়।
দেখিয়া মোহিত ব্রহ্মা হৈলা অতিশয়।। ১২৫।।
'এ কি! এ কি!' বলি' ব্রহ্মা হৈলা অচেতন।
তবে কৃপা কৈলা প্রভু জগৎ-জীবন।। ১২৬।।
মায়া আচ্ছাদন-পট্ট ব্রহ্মা আচ্ছাদিল।
কেবল মরিয়া যেন বিরিঞ্চি উঠিল।। ১২৭।।
নয়ন মেলিল ব্রহ্মা অনেক যতনে।
ফিরিয়া চৌদিগে চাহে ঘূর্ণিত-লোচনে।। ১২৮।।
সম্মুখে দেখিল ব্রহ্মা সেই বৃন্দাবন।
গোপশিশু-নাট্য তা'থে করে নারায়ণ।। ১২৯।।
অনন্ত-পরমধাম, অগাধ-গেয়ান।
গোপাল-বালক-নাট্য করে ভগবান্।। ১৩০।।
বাছুর-বালক চাহে পূরব-সমানে।
বামকরে কবল, বেড়ায় বনে-বনে।। ১৩১।।
সেইরূপ, সেই বেশ, সেই লীলা ধরে।
সেই কৃষ্ণ বনে-বনে বুলে একেশ্বরে।। ১৩২।।

* ব্রহ্মামোহন—কর্ম্মজ্ঞানাদি-চর্চ্চায় সন্দেহবাদ, ঐশ্বর্য্য বুদ্ধিতে মাধুর্য্যের অবমাননা।

শ্রীকৃষ্ণচরণে ব্রহ্মার শরণাগতি

অদভুত নাট্য দেখি' ব্রহ্মা সুরেশ্বর।
লম্ফ দিয়া রথ হৈতে নামিলা সত্বর।। ১৩৩।।
দণ্ডবৎ হঞা ব্রহ্মা পড়ে ক্ষিতিতলে।
পদযুগ পরশিল মুকুট-শিখরে।। ১৩৪।।
চরণ পরশি' ব্রহ্মা মুকুট-শিখরে।
অভিষেক কৈল অষ্ট নয়নের জলে।। ১৩৫।।
উঠিয়া উঠিয়া পুন পড়য়ে চরণে।
মহিমা স্মঙরি' পুন উঠে ক্ষণে ক্ষণে।। ১৩৬।।
উঠিয়া উঠিয়া মোছে নয়নের জল।
দেখিতে দেখিতে হয় আনন্দে বিহ্বল।। ১৩৭।।
প্রণত-কন্ধর, শিরে যুড়ি' দুই কর।
সভয়-নয়নে চমকিত কলেবর।। ১৩৮।।
সভয়-কম্পন, গদগদ-স্তুতিবাণী।
স্তুতি করে প্রজাপতি মনে অনুমানি'।।" ১৩৯।।
শ্রীগদাধর ধীর-শিরোমণি জান।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস-গান।। ১৪০।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী-ত্রয়োদশঃ অধ্যায়ঃ।। ১৩।।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

ব্রহ্মার শ্রীকৃষ্ণ-স্তুতি

(ভাটিয়ারী রাগ)

"অপরাধভয়ে ব্রহ্মা সকম্প-শরীর।
কৃষ্ণগুণ বর্ণিতে না হয় মতি স্থির।। ১।।
সাক্ষাতে যেরূপ ব্রহ্মা দেখে বিদ্যমানে।
সেইরূপ স্তুতি করে বুদ্ধি-অনুমানে।। ২।।
'স্তুতিযোগ্য তুমি প্রভু, নবঘন-শ্যাম।
বিজুরী-উজ্জ্বল-পীতবস্ত্র পরিধান।। ৩।।
নব গুঞ্জা-অবতংস শ্রবণভূষণ।
শিখণ্ড-মণ্ডিত কেশ, প্রসন্ন বদন।। ৪।।
আজানুলম্বিত বনমালা বিলোলিত।
বেণু, বেত্র, বিষাণ, কবল বিরাজিত।। ৫।।
অমলকমল জিনি' চরণ সুন্দর।
নমো নমো নন্দগোপসুত মনোহর।। ৬।।
এই দিব্যরূপ, দেব, আনন্দ-বিলাস।
মোরে অনুগ্রহ যা'থে কৈলে পরকাশ।। ৭।।
যে-যে রূপ ভক্ত দেখিবার ইচ্ছা করে।
সেই রূপ ধর তুমি নানা-অবতারে।। ৮।।
পঞ্চভূতবিবর্জিত, শুদ্ধসত্ত্বময়।
তথাপি ইহার তত্ত্ব কেহ না বুঝয়।। ৯।।
মুঞি ব্রহ্মা হঞা চিত্ত করি' নিরোধন।
মহিমা জানিতে কিছু নহিলুঁ ভাজন।। ১০।।
কে পুন সাক্ষাৎ সুখ-অনুভব-রূপ।
জানিবে তোমার প্রভু, পরম-স্বরূপ? ১১
তোমা না জানিলে নহে জীব-পরিত্রাণ।
সভে তা'থে আছে এক উপায় মহান্।। ১২।।
জ্ঞানযোগে সুযত্ন তেজিয়া দূরতরে।
কেবল তোমার কথা শ্রুতিযুগে ধরে।। ১৩।।
সাধুমুখ-মুখরিত সাধু-সন্নিধানে।
তনু-মন-বচনে তোমার কথা শুনে।। ১৪।।
সবে জীয়ে হরিকথা করিয়া জীবন।
তথা-তথা থাকি' মাত্র করুক শ্রবণ।। ১৫।।
সেই জন-মাত্র প্রভু, সবে তোমা' পায়।
তিন লোকে আর কেহ অন্ত না জানয়।। ১৬।।
তোমার ভকতি সর্ব্বকল্যাণ-দায়িনী।
তাহা পরিহরে যেবা, তত্ত্ব নাহি জানি'।। ১৭।।

তত্ত্বজ্ঞান-হেতু করে নানা তপ-ক্লেশ।
সবে তা'র ক্লেশমাত্র হয় অবশেষ।। ১৮।।
ক্ষুদ্র ধান্য তেজি' যেন তণ্ডুলের আশে।
কেহ যেন বড় বড় তুষ লঞা ঘষে।। ১৯।।
তবে তা'র পরিশ্রম, কিছু নহে আর।
ভক্তি-বিনে জ্ঞানযোগে ক্লেশ মাত্র সার।। ২০।।
পূরবে সাধিল জ্ঞানযোগ যোগিগণে।
জ্ঞান-যোগ সিদ্ধি নৈল যোগপথ-হনে।। ২১।।
তবে তা'রা বিচারিয়া মনে কৈল সার।
ভক্তিযোগ-বিনে কভু নহিব নিস্তার।। ২২।।
তুয়া-পদে সর্ব্বকর্ম্ম কৈল সমর্পণ।
তোমার চরিত্র-কথা শুনে অনুক্ষণ।। ২৩।।
তবে তা'রা ভক্তিযোগ লভিল তোমার।
উতপন্ন তত্ত্বজ্ঞান, ছুটিল সংসার।। ২৪।।
তবে তা'রা লভিল পরম-পদ সুখে।
এই-সে কারণে ভক্তি করে বুধলোকে।। ২৫।।
সগুণ-নির্গুণ তুমি, নিরাকার ব্রহ্ম।
কে নাথ, বুঝিব তোমার মহিমার মর্ম্ম ? ২৬
কদাচিৎ জানি কিছু নির্গুণ-মহিমা।
সগুণের গুণ কেবা করিব বর্ণনা ? ২৭
তথাপি নির্গুণতত্ত্ব করে নিরূপণে।
ভকতি নির্ম্মল-চিত্ত করে বধুগণে।। ২৮।।
আরোপিত নিজ-অনুভব-অধিকার।
সবে এইরূপে কিছু পারে জানিবার।। ২৯।।
স্বরূপে করিব, নাথ, তত্ত্ব-নিরূপণ।
হেন কি জগতে, নাথ, আছে বধুজন ? ৩০
সগুণের গুণ যেবা করিব গণনা।
ব্রহ্মাণ্ড-ভিতরে, নাথ, নাহি হেন জনা।। ৩১।।
সপ্তদ্বীপ পৃথ্বীখান ধূলা করি' গণে।
হিমকণা গণিতে বা পারে কোন জনে।। ৩২।।
আকাশের তারা যেবা পারে গণিবার।
গণিতে তোমার গুণ, শক্তি নাহি তা'র।। ৩৩।।
কেবল তোমার অনুকম্পা-মাত্র চাহে।
তনু-মন-বচনে চিন্তিতে মাত্র রহে।। ৩৪।।
শুভাশুভ কর্ম্মফল ভুঞ্জে আপনার।
প্রণাম করিতে রহে চরণে তোমার।। ৩৫।।
মুক্তিপদে তা'র দায় রহিল নিশ্চয়।
যখনে করয়ে ইচ্ছা, সেইক্ষণে লয়।।' ৩৬।।

ব্রহ্মার অভিমাননাশ ও স্ব-কৃত অপরাধ ক্ষমা
হেতু শ্রীকৃষ্ণ-চরণে প্রার্থনা
(ভাটিয়ারী-রাগ—দীর্ঘছন্দ)

সঘন-কম্পিত অঙ্গ, গদ-গদ স্বরভঙ্গ,
সভয়-নয়নে কর যুড়ি' রে।
করি' নানা কাকুবাদ, ব্রহ্মা নিজ-অপরাধ,
ক্ষেমায় চরণযুগে পড়ি' রে।। ধ্রু ৩৭।।
'দেখ দেখ, প্রভু মোর, অপরাধ এত বড়,
তোমার উপরে মায়া ধরি'!
আমি হেন মন্দবুদ্ধি, আপনে বৈভবসিদ্ধি,
দেখিবারে মনে আশা করি।। ৩৮।।
আগুনের শিখা যেন, আগুনেতে হয় লীন,
মুঞিঃ নাথ, কি শক্তি যুয়াও।
পরম-পরম-পর, তুমি সর্ব্বমায়া ধর,
তা'থে মায়া করিবারে চাও।। ৩৯।।
রজোগুণে মোর জন্ম, না জানোঁ তোমার মর্ম্ম,
মুঞিঃ ব্রহ্মা—দেব-মহেশ্বর।
অজ-হেন অভিমানে, না দেখিলুঁ নঞানে,
ক্ষম ক্ষম, এ দোষ আমার।। ৪০।।
সপ্ত আবরণ-যুক্ত, একটী ব্রহ্মাণ্ড-ঘট,
সপ্তবিতস্তি কলেবর।
তাহার ভিতর স্থিতি, আমি এক প্রজাপতি,
আমার মহিমা এত বড়।। ৪১।।
এইরূপে কত কত, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড-ঘট,
গতায়াত করে লোমকূপে।
কত হয়, কত যায়, কেবা তাঁ'র অন্ত পায়,
কোটি-কোটি পরমাণু-রূপে।। ৪২।।
এরূপ মহিমা যাঁ'র আমি চাহি জানিবার,
কত বড় দুঁহার অন্তর।

মুঞি মন্দ মতিচ্ছন্ন, না জানি তোমার মর্ম্ম,
ক্ষেম ক্ষেম, অশেষ ঈশ্বর।। ৪৩।।
জননীর গর্ভস্থলে, ছাওয়ালে চরণ তুলে,
মায়ে কি তাহার দোষ লয় ?
তৃণ-স্তম্ব-আদি করি', 'অস্তি নাস্তি' যত বলি,
গর্ভের বাহির কিছু নয়।। ৪৪।।
এই ত' ভরসা ধরি', তোমার তনয় করি',
ব্রহ্মা 'পুত্র' প্রসিদ্ধ তোমার।
প্রলয়সাগর-জলে, নাভিকমলের নালে,
অজ হঞা জনম আমার।। ৪৫।।
নারায়ণ-পুত্র জানি, হেন আছে বেদবাণী,
এ ত' মিথ্যা নহে কোনকালে।
'নারায়ণ—সুরপতি, আমি—শিশু গোপজাতি'
যদি বল, কহিব তোমারে।। ৪৬।।
তুমি নারায়ণ-নাম, অন্তর্য্যামী ভগবান্,
তুমি সব জীবের আশ্রয়।
তুমি প্রভু প্রবর্তক, সর্ব্বজীব-নিয়োজক,
লোকসাক্ষী, তুমি সর্ব্বময়।।' ৪৭।।
এইরূপ নিবেদন, করিয়া চতুরানন,
সুপ্রসন্ন কৈলা চক্রপাণি।
'ব্রহ্মাস্তুতি' পরবন্ধ, প্রেমরস-সুখানন্দ,
ভাগবত-আচার্য্যের বাণী।। ৪৮।।

শ্রীকৃষ্ণচরণে ব্রহ্মার আত্মনিবেদন ও শ্রীকৃষ্ণ-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন
(ধানসী-রাগ)

'সেহ নারায়ণ এক মূরতি তোমার।
প্রলয় সাগর-জলে কৈলে অবতার।। ৪৯।।
সেই সত্য হয় নহে, না জানিল তত্ত্ব।
তোমার মায়ায় মোর ভ্রম হৈল চিত্ত।। ৫০।।
পুনঃ পুনঃ দেখি, পুনঃ নহে পরকাশ।
অনুমানে বুঝি—সব মায়ার বিলাস।। ৫১।।
জগৎ-আশ্রয়—নারায়ণ কলেবর।
যদি সত্য স্থিতি তা'র জলের উপর।। ৫২।।
শতেক বৎসর মুঞি কমলের নালে।
প্রবেশ করিয়া ছিলুঁ উদর-ভিতরে।। ৫৩।।
শতেক বৎসর যদি ভ্রমিলুঁ উদরে।
অন্ত না দেখিয়া তা'র আইল বাহিরে।। ৫৪।।
সেই নারায়ণরূপ না দেখিয়া আর।
এতেক জানিলুঁ নাথ মায়ায় তোমার।। ৫৫।।
তোমার রূপের প্রভু নাহি পরিচ্ছেদ।
মায়ায় দেখাও তুমি নানা-মূর্ত্তিভেদ।। ৫৬।।
এই অবতারে তুমি জননীর তরে।
বিশ্ব দেখাইলে তুমি উদর-ভিতরে।। ৫৭।।
যেরূপে বাহির কর জগৎ-বিলাস।
উদর-ভিতরে সেই রূপ-পরকাশ।। ৫৮।।
এই মায়া বিনে, নাথ, কভু নহে আন।
এখনে দেখাইলে মোরে মায়া বিদ্যমান।। ৫৯।।
প্রথমে আছিলে এক নন্দের নন্দন।
পাছে তুমি হৈলে—যত বৎস-শিশুগণ।। ৬০।।
তবে সেই বৎস-শিশু চতুর্ভূজরূপে।
পাছে দেখা দিলে নাথ, অনন্ত-স্বরূপে।। ৬১।।
মুঞি-আদি করি' তৃণ-স্তম্ব যে পর্য্যন্ত।
স্তুতি-ভক্তি সেবা করোঁ হঞা মূর্ত্তিমন্ত।। ৬২।।
পাছে এক ব্রহ্ম তুমি, অমিত-বিহার।
এ-সব তোমার মায়া, বড় চমৎকার।। ৬৩।।
অদ্বৈত পরমব্রহ্ম, তুমি নিরঞ্জন।
তোমা' বিনে আর যত মায়ার বন্ধন।। ৬৪।।
তুমি আত্মা আপনে অনন্ত-মূর্ত্তি ধর।
মায়া বিস্তারিয়া, নাথ, নানা-মায়া কর।। ৬৫।।
তোমার মহিমা যে না জানে কোন কালে।
মায়া করি' তা'রে তুমি ভাণ্ড' নানা-ছলে।। ৬৬।।
সৃষ্টি-কাজে আমি যেন ব্রহ্মা সুরেশ্বর।
জগৎ-বিধান তুমি বিষ্ণু-কলেবর।। ৬৭।।
সংহার-কারণ যেন ত্রিনয়ন-রূপ।
ভিন্ন ভিন্ন নহে কেহ, তোমারি স্বরূপ।। ৬৮।।
সুর, নর, ঋষি, পশু, মৃগ, জলচরে।
নানা-মূর্ত্তি ধর তুমি নানা অবতারে।। ৬৯।।

সাধু-পরিত্রাণ-হেতু, খল-নিবারণ।
অবতার করি' কর জগৎ পালন।। ৭০।।
পরিপূর্ণ ভগবান্ মহাযোগেশ্বর।
পরমাত্মা প্রভু তুমি লীলা-কলেবর।। ৭১।।
কে বুঝে তোমার লীলা ত্রিভুবন-মাঝে?
কিরূপে, কেমন লীলা কর, কোন্ কাজে? ৭২
এতেকে জানিলুঁ, নাথ—জগৎ অসত্য।
বিচারিলে তিলমাত্র, কিছু নহে তথ্য।। ৭৩।।
স্বপন-সমান, মহাদুঃখ-দুঃখময়।
প্রকাশ বর্জিত, ঘনতিমির সঞ্চয়।। ৭৪।।
তুমি নিত্যসুখবোধ, অনন্ত-বিলাস।
তোমার প্রকাশে করে জগৎ প্রকাশ।। ৭৫।।
তোমাতে জগৎ আছে, তোমাতে জনম।
সত্য-হেন জগৎ দেখিয়ে তে-কারণে।। ৭৬।।
তুমি এক আত্মা, সত্য, পুরুষ-পুরাণ।
স্বপ্রকাশ, নিরঞ্জন' পূর্ণ ভগবান্।। ৭৭।।
নিত্য-নিত্যসুখ হেতু দ্বিতীয়-রহিত।
অনন্ত, অক্ষয়, আদ্য, উপাধি-বর্জিত।। ৭৮।।
গুরু-সূর্য্য-দরশন-জ্ঞান-বিলোচনে।
এরূপ তোমার তত্ত্ব দেখিয়ে যে জনে।। ৭৯।।
আত্মা-ভেদ-বুদ্ধি যা'র চিত্তে নাহি ধরে।
অসত্য সংসারসিন্ধু, সেই প্রায় তরে।। ৮০।।
কেবল আপন করি' আত্মা সভে জানে।
আর সব অসত্য, কেবল আত্মা বিনে।। ৮১।।
এইরূপ চিন্তিতে অজ্ঞান-ধ্বংসে হয়।
অভ্যাস-বিশেষ, তত্ত্বজ্ঞান-পরিচয়।। ৮২।।
সর্প-রজ্জু-জ্ঞান যেন হয় অগেয়ানে।
সেই ভ্রম ছুটে মূলজ্ঞান-উপাদানে।। ৮৩।।
অজ্ঞান-কল্পিত বন্ধ-মোক্ষ—দুই নয়।
বন্ধহেতু থাকিলে বন্ধন সত্য হয়।। ৮৪।।
জ্ঞান-পথ বিচারিলে অসত্য সংসার।
বন্ধ সত্য নহে যদি, বন্ধ-মোক্ষ কা'র? ৮৫
সূর্য্য বিচারিলে সত্য, নহে দিবা-রাতি।
জ্ঞান বিচারিলে বন্ধ নহে, মোক্ষগতি।। ৮৬।।
তুমি সে আপন-আত্মা, পর করি' জানে।
দেহ-পুত্র-কলত্র আপন করি' মানে।। ৮৭।।
শরীর-ভিতরে আত্মা, বাহিরে বিচারে।
অহো! মূর্খজন ভ্রমে অসার সংসারে।। ৮৮।।
সাধুজন চিন্তে তোমা' শরীর-ভিতরে।
অসত্য-কল্পিত যত দূরে পরিহরে।। ৮৯।।
অজ্ঞান খণ্ডিলে, হয় জ্ঞান উৎপন্ন।
সর্প না থাকিলে, নহে সর্প-রজ্জু-ভ্রম।। ৯০।।
তথাপি পদারবিন্দ-প্রসাদের লেশে।
অনুগ্রহ হয় যদি ভকতি-বিশেষে।। ৯১।।
সেই-সে তোমার মহিম-তত্ত্ব জানে।
চিরদিন চিন্তিলেহ না জানয়ে জ্ঞানে।। ৯২।।
এই ভাগ্য মোর, নাথ, রহুক সর্বথা।
কীট-পতঙ্গাদি-জন্ম হউ যথা-তথা।। ৯৩।।
এই জনমেতে কিংবা এই জন্মান্তরে।
মুঞি কেহ হউ ভক্ত-মণ্ডল-ভিতরে।। ৯৪।।
তোমার পদারবিন্দ সেবোঁ নিরন্তর।
এই আজ্ঞা কর মোরে, করুণাসাগর।। ৯৫।।

শ্রীব্রহ্মার ব্রজগোপীগণের মহিমা-কীর্ত্তন ও
তৎকৃপা প্রার্থনা

ধন্য ব্রজরমণী, সুরভিগণ ধন্য।
পরম-হরিষে তুমি পিলে যা'র স্তন।। ৯৬।।
বৎস-শিশুরূপে তুমি কৈলে স্তন-পান।
মধুর মধুর তত্ত্ব অমৃত-সমান।। ৯৭।।
অদ্য-পর্য্যন্ত যাঁ'র মহাযজ্ঞগণে।
তৃপ্তি করিতে নারে মহা-সন্বিধানে।। ৯৮।।
অহো ভাগ্য, অহো ভাগ্য, কি বর্ণিব আর?
নন্দ-ব্রজপুরে, নাথ, বসতি যাঁহার।। ৯৯।।
যাঁর মিত্র পরিপূর্ণ-ব্রহ্ম, সনাতন।
প্রকট-পরমানন্দ, গোকুলনন্দন।। ১০০।।
এ সভের ভাগ্য কেবা করিব বর্ণনা?
আমি-সব ধন্য, এই একাদশ জনা।। ১০১।।

ভব-আদি আমি সব, ধন্য সুরগণ।
সর্ব্ব-দেহে থাকি' করি তোমার সেবন।। ১০২।।
এ-সবের হৃষীক-চষক পাত্র ধরি'।
তোমার পদারবিন্দ-মধু পান করি।। ১০৩।।
এতেকেই আমি-সব হৈল ধন্যতম।
সর্ব্বভাবে সেবে তোমা' ব্রজবাসিগণ।। ১০৪।।
তাঁ-সভার কি কহিব ভাগ্যের মহিমা!
কি তাঁ'র কহিব, নাথ, সুকৃতি-বর্ণনা ? ১০৫
ব্রজকুলে জন্মি, নাথ, এই ভাগ্য মোরে।
কিম্বা বৃন্দাবনে গিরিতটে, নদীতীরে।। ১০৬।।
তৃণ, লতা—কোন এক হৈয়া মাত্র থাকোঁ।
তোমার পদারবিন্দে এই বর মাগোঁ।। ১০৭।।
কোন-মতে কা'র বা চরণধূলি পাঙ।
অভয়-পদারবিন্দে এই মাত্র চাঙ।। ১০৮।।
যাঁ-সভার প্রাণ-মন-দেহ-গেহ-ধন।
মুকুন্দ-পদারবিন্দ, মুকুন্দ জীবন।। ১০৯।।
যে পদ-পঙ্কজরজ করিয়া ধেয়ানে।
এখন উদ্দেশ নাহি পায় শ্রুতিগণে।। ১১০।।
কি দিয়া শুধিবে, নাথ, এ সবের ধার।
তুমি সর্ব্বফলময় বিনে নাহি আর।। ১১১।।
মনে মনে জগৎ চাহিলুঁ বিচারিয়া।
ব্রজপুরবাসি-ধার শুধিবে কি দিয়া ? ১১২
যদি বল—'আত্মদান করিব তাহারে।'
শোধন না যায় ধার এহো পরকারে।। ১১৩।।
পূতনা-রাক্ষসী লোক-বালক-ঘাতিনী।
কেবল ধরিল মাত্র সাধুবেশ-খানি।। ১১৪।।
সবংশে তোমারে পাইল সেই পুণ্যফলে।
এ-সবের পুণ্য কেহ গণিতে না পারে।। ১১৫।।
প্রাণ-মন-দেহ-গেহ-সুত-বিত্ত-দার।
তোমার পীরিতি-রসে প্রয়োজন যা'র।। ১১৬।।
'আপনাকে দিয়া হ'ব তাহার অধীন।'
যদি বল, তবু ত' শুধিতে নার ঋণ।। ১১৭।।
সেবা-অনুরূপ দিতে না পারিলে ফল।
ঋণী হঞা তুমি নাথ, রহিলে কেবল।। ১১৮।।
তোমাতে অধিক ফল নাহি-ত্রিভুবনে।
সর্ব্বফল দিবে তুমি আত্মফল-দানে।। ১১৯।।
পূতনার সহে কিছু নহিল বিশেষ।
এতেক রহিল, নাথ, তা'র ঋণশেষ।। ১২০।।
'যোগিগণ সর্ব্ব কর্ম্ম করিয়া সন্ন্যাস।
আমাকে লভিতে করে অশেষ প্রয়াস।। ১২১।।

ভক্তিরই সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব-বর্ণন

হেন আত্মদান আমি করিব তাহারে।
গৃহবাসী গোপগণ কিবা ভক্তি করে ?' ১২২
হেন যদি বল, নাথ, করি নিবেদন।
ভকত-জনের নাহি সংসার-বন্ধন।। ১২৩।।
তাবৎ-রাগাদি-চৌর করে অপহার।
তাবৎ বসতি-ঘর—বন্ধন-আগার।। ১২৪।।
চরণে নিগড় মোহ তাবৎ তাহার।
যাবৎ না হঞা থাকে সেবক তোমার।। ১২৫।।
সকল তোমার পায় নিয়োজন করে।
কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ভক্তিরসে ধরে।। ১২৬।।
সেই কাম-রাগ তা'র করয়ে নিস্তার।
অন্যের কেবল সেই নরক দুয়ার।। ১২৭।।
যোগী হৈতে প্রধান তোমার ভক্তজন।
সর্ব্ব সমর্পণ করি' করয়ে ভজন।। ১২৮।।
কেবল নির্গুণ তুমি, উপাধি-রহিত।
তথাপি প্রকট কর মানুষ চরিত।। ১২৯।।

শরণাগতের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের কৃপা

প্রপন্ন জনের বাঢ়াইলে প্রেমানন্দ।
নানাভাবে কর নানা লীলা-অনুবন্ধ।। ১৩০।।
যে তোমারে জানে বলে, জানুক সে জনে।
মোর কোন প্রয়োজন বিস্তর-কথনে ? ১৩১
মোর তনু-মন বচনের শক্তিবল।
সকল প্রভুর দুই চরণে গোচর।। ১৩২।।
প্রভুর চরণে এক নিবেদন করোঁ।
আজ্ঞা যদি কর, নাথ, নিজ ধামে চলোঁ।। ১৩৩।।

তুমি সর্ব্বলোক সাক্ষী, জগতের নাথ।
জগতের তত্ত্বগতি তোমার সাক্ষাৎ।। ১৩৪।।
তুমি সর্ব্বতত্ত্ব জান, প্রপন্ন-পালন।
তোমার চরণে মোর সর্ব্ব-সমর্পণ।। ১৩৫।।
কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, বৃষ্ণি-কুল পুষ্কর-ভাস্কর।
ক্ষমা, নির্জ্জর, দ্বিজ-পশু-সিন্ধু-শশধর।। ১৩৬।।
উদ্ধর্মশার্ব্বর হর অসুর-সংহারী।
অর্ক-আদি-সর্ব্বসুর-পূজ্য অধিকারী।। ১৩৭।।
আকল্প-পর্য্যন্ত মোর রহু নমস্কার।
এই বর মাগোঁ, নাথ, চরণে তোমার।।' ১৩৮।।

শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদ-লাভান্তে শ্রীব্রহ্মার স্বধাম গমন

তিন তিন প্রদক্ষিণ করি' বারে বার।
পদযুগে শত শত কৈল নমস্কার।। ১৩৯।।
আজ্ঞা শিরে ধরি' ব্রহ্মা গেলা নিজপুরে।
সন্তোষিয়া ব্রহ্মারে পাঠাইলা দামোদরে।। ১৪০।।

শ্রীকৃষ্ণ-মায়া-মোহিত গোপবালক ও গোবৎসাদির এক বর্ষকে ক্ষণার্দ্ধ-জ্ঞান

পূর্ব্ব শিশু-বৎসগণ আনিঞা পুলিনে।
যূথে যূথে ভিন্ন করি থুইল স্থানে স্থানে।। ১৪১।।
এইরূপে পরিপূর্ণ বৎসরেক হৈল।
তিলেক-সমান-হেন বালকে জানিল।। ১৪২।।
কৃষ্ণমায়া-বিমোহিত হঞা শিশুগণ।
বৎসর জানিল, যেন যায় এইক্ষণ।। ১৪৩।।
কৃষ্ণমায়া বিমোহিত কি কি না পাসরে?
জগৎ মোহিত যাঁর যোগমায়া-বলে।। ১৪৪।।

বয়স্যগণসহ শ্রীকৃষ্ণের পুনরায় পুলিন ভোজন—

সেইরূপ সারি-সারি মণ্ডল রচন।
সেইরূপ শিশুগণ করয়ে ভোজন।। ১৪৫।।
বাছুর আনিঞা কৃষ্ণ দিল বিদ্যমানে।
যূথ যূথ করিয়া থুইল সন্নিধানে।। ১৪৬।।
শিশুগণ দেখিয়া ডাকিল উচ্চস্বরে।
আইস, আইস, প্রাণ-ভাই! মণ্ডল ভিতরে।। ১৪৭।।
তোমা' বিনা এক গ্রাস অন্ন নাহি খাই।
এক দিঠি করিয়া তোমার দিগে চাই।। ১৪৮।।
আসিয়া ভোজন কর সখাগণ লঞা।
তবে আর খেলা খেলি, সুখে ভাত খাঞা।। ১৪৯।।
ঈষৎ হাসিয়া কৃষ্ণ বালকের মেলে।
ভোজন করিয়া পাছে চলিলা গোকুলে।। ১৫০।।
বনমধ্যে সর্পের শুখান চর্ম্মখান।
দেখিয়া চলিলা শিশু-সঙ্গে ভগবান্।। ১৫১।।
বরিহা-প্রসূন-বনধাতু-বিরচিত।
বিচিত্র-বিবিধ-বেশ অঙ্গে সুললিত।। ১৫২।।
উদার মুরলী-শিঙ্গা-শবদ-মঙ্গল।
ব্রজবধূ-নয়ন-আনন্দ কলেবর।। ১৫৩।।
নাম ধরি' ধরি' বৎস ডাকে ঘনরায়।
পবিত্র-চরিত্র-গুণ অনুগতে গায়।। ১৫৪।।

ব্রজবাসিগণের অঘাসুরবধ শ্রবণে বিস্ময়

গোকুলে প্রবেশ কৈলা ত্রিভুবন-রায়।
ডাক দিয়া শিশুগণ গোকুলে জানায়।। ১৫৫।।
'আজি এক মহাসর্প পর্ব্বত-আকার।
এই নন্দসুতে তাহা করিল সংহার।। ১৫৬।।
আমা'-সভা উদ্ধারিল তা'র মুখ হনে।
দেবে কৈল স্তুতি-পূজা, পুষ্প-বরিষণে।।' ১৫৭।।
ব্রজপুরে শুনিঞা লাগিল চমৎকার।
'বড় ভাগ্য-পুণ্যে আজি হৈল প্রতিকার।। ১৫৮।।
এ-শব্দ শুনিঞা যত গোপগোপীগণে।
শীঘ্র কৃষ্ণে আসি' কৈল দর্শন-লালনে।।" ১৫৯।।

নিজ-নিজ পুত্র অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণে ব্রজবাসিগণের প্রেমাধিক্য-কারণ

তবে রাজা জিজ্ঞাসিল মুনির চরণে।
"এত বড় অদভুত ঘটিল কেমনে? ১৬০

গোপগণে কৃষ্ণে প্রেম কৈল নিরন্তর।
পর-পুত্র কৃষ্ণে প্রেম কেনে এত বড়? ১৬১
শতভাগ প্রেম নহে আপন তনয়ে।
কহ গুরু, এ ত' বড় অদভুত হয়ে!!" ১৬২
মুনি বলে,—"শুন রাজা, কহিব তোমারে।
আত্মাতে অধিক প্রিয় নাহিক সংসারে।। ১৬৩।।
আত্মার সম্বন্ধে দেহ, সুত, বিত্ত, দার।
আত্মাতে অধিক কেহ প্রিয় নহে আর।। ১৬৪।।
আপন আপন আত্মা প্রিয় যত বড়।
পুত্র-বিত্ত-কলত্র না হয় এত বড়।। ১৬৫।।
দেহবাদী আর সব-দেহে আত্মা মানে।
যা'র আর প্রিয় নাহি, দেহের সমানে।। ১৬৬।।
তাহার আত্মার বড় দেহ প্রিয় নহে।
জীর্ণ হঞা যায় অঙ্গ, জীতে মাত্র চাহে।। ১৬৭।।
গলিত সকল অঙ্গ জীর্ণ হঞা যায়।
তমু তা'র দুষ্ট আশা—জীতে মাত্র চায়।। ১৬৮।।
এতেকে সভার প্রিয়, আত্মা প্রিয়তম।
সংসারে কাহার প্রিয় নহে আত্মা-সম? ১৬৯
সকল আত্মার আত্মা—সে নন্দনন্দন।
সর্ব্বলোক-গতি-পতি জীবের জীবন।। ১৭০।।
জগৎ-নিস্তার হেতু মায়া নরবেশে।
দেহ ধরি' গোপরূপে ব্রহ্ম পরকাশে।। ১৭১।।
এই রাজা, তোমারে কহিলুঁ সুনিশ্চয়।
এই নন্দসুত কৃষ্ণ—প্রভু সর্ব্বময়।। ১৭২।।
স্থাবর-জঙ্গম-তৃণ-গুল্ম-আদি করি'।
কৃষ্ণ বিনে কোন বস্তু নিরূপিতে নারি।। ১৭৩।।
কারণের কারণ—প্রকৃতি মহামায়া।
তাহার কারণ—নন্দসুত-পদচ্ছায়া।। ১৭৪।।

শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মাশ্রয়ের ফল

মুরারি-চরণ-নৌকা যে করে আশ্রয়।
মহান্ত-একান্ত-গতি পুণ্যযশোময়।। ১৭৫।।
বৎসপদ হয় তা'র এ ভব-সংসার।
পরম বৈষ্ণবপদে বৈসে নিরন্তর।। ১৭৬।।
বিপদের পদ তা'র নহে বিদ্যমান।
সর্ব্বত্র সম্পদ-পদ রহে সন্নিধান।। ১৭৭।।
যে তুমি পুছিলে ক্ষিতিপতি মহাশয়।
কহিলুঁ সকল আমি করিয়া নির্ণয়।। ১৭৮।।
এক সংবৎসরে অঘাসুর-বধ হৈলা।
আর বৎসরেতে শিশু গোকুলে কহিলা।। ১৭৯।।
মুররিপু-শিশুবেশ-চরিত্র-বর্ণন।
অঘাসুর-বধ-কথা, পুলিন-ভোজন।। ১৮০।।
ব্রহ্মাস্তুতি-নিরূপিণ, ব্রহ্ম-দরশন।
ভক্তিভাবে যেবা কহে, যে করে শ্রবণ।। ১৮১।।
অশেষ সম্পদ তা'র বাঢ়ে দিনে দিনে।
সর্ব্বপাপ হরে, ভক্তি হয় জনার্দ্দনে।।" ১৮২।।
ভক্তিরস-গুরু শ্রীল-গদাধর জান।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস-গান।। ১৮৩।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী-চতুর্দশঃ অধ্যায়ঃ।। ১৪।।

পঞ্চদশ অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের পৌগণ্ড-লীলা

(কেদার-রাগ)

শুক-মুনি বলে,—"রাজা, শুন সাবধানে।
আর অপরূপ কথা কহিব এখনে।। ১।।
পঞ্চ বরিষের ঊর্দ্ধ দশের ভিতরে।
'পৌগণ্ড'-সময় তা'খে বলি নরেশ্বরে।। ২।।
পৌগণ্ড-সময় তবে করিয়া স্বীকার।
রামকৃষ্ণ শিশু-সঙ্গে করেন বিহার।। ৩।।

ধেনু চরাইতে যোগ্য হৈল বুদ্ধি-বল।
শিশুগণ-সঙ্গে ধেনু রাখে দামোদর।। ৪।।
বৃন্দাবন ধন্য করে চরণ-পরশে।
রামকৃষ্ণ ধেনু রাখে ব্রজশিশু-বেশে।। ৫।।
চৌদিগে বালকগণ নিজগুণ গায়।
বলরাম-সঙ্গে হরি মুরলী বাজায়।। ৬।।
গোধন চালাঞা আগে পাছে হৃষীকেশ।
কুসুমিত বৃন্দাবনে কৈল পরবেশ।। ৭।।
শিশুগণ-চরণ-নূপুর-ঝনঝনী।
অলিকুল-বিহগ-মধুর-মৃদু-বাণী।। ৮।।
মহাজন-মন যেন নিরমল জল।
শতপত্র গন্ধ-যুক্ত পবন শীতল।। ৯।।
হেন অদভুত বন দেখি' বনমালী।
মনে করে—'এথা রহি' করি বালকেলি'।। ১০।।
বনে-বনে অরুণ পল্লব মনোহর।
ফল-ফুলে লম্বিত বিবিধ তরুবর।। ১১।।
শিরে ফল-ফুল ধরি' চরণ পরশে।
তরুগণ দেখি' কৃষ্ণ মনে-মনে হাসে।। ১২।।
আদি পুরুষ হরি, অনাদি-নিধন।
নিজ-অগ্রজেরে তবে কি বলে বচন।। ১৩।।

শ্রীব্রজধামের তরু-লতা-খগ-মৃগাদির সেবা-বর্ণন

'অহো! দেববর সুরবন্দিত-চরণ।
ফল-ফুল দিয়া পূজা করে তরুগণ।। ১৪।।
পল্লব-শিখায় করে চরণ-বন্দনা।
তরুজন্ম-কৃত পাপ করিতে খণ্ডনা।। ১৫।।
তোমার নির্ম্মল যশ ভুবন-পাবন।
এ-সব ভ্রমরগণ গায় অনুক্ষণ।। ১৬।।
ভৃঙ্গ-দেহে ভকতের ধর্ম্মপথ ভজে।
প্রায় মুনিগণ এই বৃন্দাবন মাঝে।। ১৭।।
গূঢ়রূপে ভৃঙ্গবেশে রহে বনে বনে।
নিজ নাথ তোমারে না ছাড়ে একমনে।। ১৮।।
শিখিগণ নৃত্য করে মধুর-মূরতি।
প্রিয়-নিরীক্ষণে মৃগী করয়ে পীরিতি।। ১৯।।
কলরবে কোকিল মধুর গায় গীত।
ধন্য বৃন্দাবনবাসী সংসার-পূজিত।। ২০।।
ভকত-জনার এই সহজেই রীতি।
কোন দেহে না ছাড়য়ে ঈশ্বর-পীরিতি।। ২১।।
ধন্য-তৃণ-লতা-তরু, ধন্য মৃগীগণ।
ধন্য নদী-খগ-মৃগ, ধন্য বৃন্দাবন।। ২২।।
তোমার চরণধূলি পরশিল শিরে।
নখ-পরশন কেহ লভিল শরীরে।। ২৩।।
লক্ষ্মী যাঁ'রে বাঞ্ছা করে সতত ধেয়ানে।
হেন কর পরশন করে তরুগণে।।' ২৪।।

গোধন চারণকালে শ্রীকৃষ্ণের বিবিধ কৌতূহল

এইরূপে বৃন্দাবনে রমে রমাপতি।
গোধন চরায় ব্রজবালক-সংহতি।। ২৫।।
মদমত্ত ভৃঙ্গগণ-শবদ-ঝঙ্কার।
অনুগত-সঙ্গে গায় পঞ্চম রসাল।। ২৬।।
হংসের শবদ শুনি' হংসরব করে।
শিশুগণ তা'র গুণ গায় উচ্চস্বরে।। ২৭।।
ময়ূরের নৃত্য দেখি' ময়ূর নাচয়।
ময়ূর-পেখম ধরি' বালক হাসায়।। ২৮।।
ক্ষেণে শুক-শবদ করয়ে অনুকার।
কোকিল-শবদ ক্ষেণে করয়ে রসাল।। ২৯।।
ক্ষেণে মেঘ-শবদ-গম্ভীর নাদ করি'।
দূরে যদি যায় ধেনু, ডাকে নাম ধরি'।। ৩০।।
দূরে থাকি' ধেনু যদি নিজ-নাম শুনে।
উর্দ্ধপুচ্ছে ধাঞা আইসে কৃষ্ণ-সন্নিধানে।। ৩১।।
চকোর-ভারুই-হংস-চক্রবাক-নাদে।
হাসায় বালকগণ বিবিধ-শবদে।। ৩২।।
ক্ষেণে শিশুগণে ভয় দেই দামোদর।
সিংহ-ব্যাঘ্র-শবদ করয়ে ভয়ঙ্কর।। ৩৩।।

স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের শ্রীবলদেব-পাদ-সম্বাহন

ক্ষেণে ক্রীড়া-পরিশ্রমে বলদেব রায়।
শিশু-উরে শির দিয়া শুইয়া ঘুমায়।। ৩৪।।

আপনে করয়ে কৃষ্ণ পাদসম্বাহন।
বিশ্রাম করয়ে হরি লঞা শিশুগণ।। ৩৫।।

বালকগণসহ শ্রীকৃষ্ণের সখ্যরসাস্বাদন

ক্ষেণে নৃত্য করে হরি, ক্ষেণে গীত গায়।
অন্যো ন্যে যুঝয়ে, ক্ষণে ডাকে ঘনরায়।। ৩৬।।
হাতাহাতি করিয়া করয়ে মল্লরণে।
হাসিয়া হাসায় হরি সর্ব্ব শিশুগণে।। ৩৭।।
ক্ষণে বাহুযুদ্ধ-শ্রম করিতে খণ্ডন।
কোমল পল্লবদলে করয়ে শয়ন।। ৩৮।।
বালকের উরে শির করিয়া নিধান।
বৃক্ষমূলে শয়ন করেন ভগবান্।। ৩৯।।
কোন শিশু করে তাঁ'র পাদসম্বাহন।
কোন ধন্য শিশু করে পবন-ব্যজন।। ৪০।।
কোন ধন্য শিশুগণ গায় মনোহর।
প্রেমরসে শিথিল সকল কলেবর।। ৪১।।
এইরূপে নিজ-মায়া-নিগূঢ়-মহিমা।
গোপশিশুরূপে করে বিবিধ ভঙ্গিমা।। ৪২।।
কমলা-লালিত-পদ-কমল মুরারি।
ব্রজশিশু-সঙ্গে করে নানা বালকেলি।। ৪৩।।
রাম-কেশবের সখা শ্রীদাম-গোপাল।
স্তোককৃষ্ণ-আদি আর যতেক ছাওয়াল।। ৪৪।।

তালবনে ধেনুকাসুরের উৎপাত

কহিতে লাগিলা তা'রা মধুর-বচনে।
'রাম রাম, মহাবাহু, শুন নিবেদনে।। ৪৫।।
কৃষ্ণ, কৃষ্ণ! মহাবল দুষ্ট-বিনাশন।
ইথে কত দূরে আছে মহাতালবন।। ৪৬।।
মহাতালকুল-পরিপূরিত সকল।
ভূমিতলে কতেক পড়িয়া আছে ফল।। ৪৭।।
কিন্তু তালবন রাখে ধেনুক-অসুরে।
নিকটে না যায় কেহ দুরন্তের ডরে।। ৪৮।।
অতি মহাবল সে অসুর দুরাচার।
খরতর রূপ ধরে গর্দ্দভ-আকার।। ৪৯।।
সমবেশ, সমবল, জ্ঞাতিগণ লঞা।
তালবনে বৈসে নানা জীবজন্তু খাঞা।। ৫০।।
ক্ষিতিতল পূরিয়া বিস্তর ফল রহে।
হের-দেখ, ফলের সুন্দর গন্ধ বহে।। ৫১।।
তাল আনি' দেহ যদি, খায় শিশুগণ।
বাঞ্ছা যদি কর, কৃষ্ণ, যাই তালবন।।' ৫২।।
শিশুগণ-বচন শুনিয়া বনমালী।
হাসিয়া চলিলা বলভদ্রে সঙ্গে করি'।। ৫৩।।
বলভদ্র করি' তালবনে পরবেশ।
দুই হস্তে ধরি' গাছ ঝাড়িল বিশেষ।। ৫৪।।
গাছের ঠেলায় গাছ কাঁপে থর-থর।
ভূমিতল পূরিয়া পড়িল তালফল।। ৫৫।।

শ্রীবলরাম-দ্বারা ধেনুকাসুর-বধ*

'দুড়দুড়ি'-শব্দ উঠিল ক্ষিতিতলে।
শুনিঞা ধেনুক-দৈত্য ধাইল সত্বরে।। ৫৬।।
পদভরে পৃথিবী করে টলমল।
কাঁপিল পর্ব্বত, তরু, ধরণীমণ্ডল।। ৫৭।।
দুইখান পাছ্য পাও উর্দ্ধ করি' তুলি'।
মারিল রামের বুকে গাধা শব্দ করি'।। ৫৮।।
লাথি মারি' তবে সরি' গেল কথোদূরে।
পুনরপি ধাইল দৈত্য গর্জ্জিয়া নিষ্ঠুরে।। ৫৯।।
উর্দ্ধ করি পাছু-পদ তুলি' আরবার।
রামের হৃদয়ে দৃঢ় মারিল প্রহার।। ৬০।।
দুই পদ ধরিলা রাম দিয়া বাম হাথ।
আকাশে তুলিয়া পাক মারে পাঁচ সাত।। ৬১।।
ভ্রমাইতে জীবন ছাড়িল দুরাচারে।
তুলিয়া মারিল পাক তালের উপরে।। ৬২।।
ভাঙ্গিল তালের গাছ কাঁপে থর-থর।
গাছের ঠেলায় গাছ কাঁপিল বিস্তর।। ৬৩।।
লীলায় ফেলিলা দৈত্যে গাছের উপরে।
মহাতাল শঙ্খচুর হৈলা তা'র ভরে।। ৬৪।।
গাছে গাছে ঠেলাঠেলি, কাঁপে তালবন।
আচম্বিতে যেন মহাঝড়-বরিষণ।। ৬৫।।

* ধেনুকবধ—স্থূলবুদ্ধি, সজ্জ্ঞানাভাব, মূঢ়তাজনিত তত্ত্বান্ধতা স্বরূপজ্ঞান বিরোধ। (শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত)

অনন্ত-ধরণীধর ত্রিজগৎ-পতি।
চরাচর-আধার, সকল-লোকপতি।। ৬৬।।
এ কোন্ বিচিত্র কর্ম্ম বলিব তাঁহার।
এহ লোকে কৈল এক লীলায় বিহার।। ৬৭।।
ধেনুকের মরণ শুনিঞা বন্ধুগণে।
ক্রোধ করি' ধাঞা তা'রা আইল সেইক্ষণে।। ৬৮।।
রামকৃষ্ণ দুই ভাই কোন কর্ম্ম করে।
বামহস্তে লীলায় চরণ চাপি' ধরে।। ৬৯।।
পাক মারি' ফেলে তাল-বৃক্ষের উপরে।
তালবন পূরিল দৈত্যের কলেবরে।। ৭০।।
দৈত্য-দেহে ক্ষিতিতল সকল পূরিল।
বিস্তর গাছের মাথা ভাঙ্গিয়া পড়িল।। ৭১।।
দীপ্তিকরে ভূমিখান দেখিতে সুন্দর।
মহামেঘে পূরে যেন গগনমণ্ডল।। ৭২।।
মহা-অদ্ভুত কর্ম্ম দেখি' সুরগণে।
নৃত্য-গীত-স্তুতি কৈল পুষ্প-বরিষণে।। ৭৩।।

বালকগণের আনন্দে তালফল ভক্ষণ

থাবাথাবি দিয়া তাল শিশুগণে ধরে।
তাল খায় শিশুগণ, আনন্দে বিহরে।। ৭৪।।
কৌতুকে সকল লোক দেখিয়ে বেড়ায়।
পশুগণ পরবেশি' নব তৃণ খায়।। ৭৫।।
অমল কমলদল-বিশাল-লোচন।
কমলা-বন্দিত, পুণ্য-শ্রবণ-কীর্ত্তন।। ৭৬।।
অনুগত বালকে চৌদিকে গুণ গায়।
ব্রজ-পরবেশ কৈল ত্রিজগৎ রায়।। ৭৭।।

দিনান্তে শ্রীকৃষ্ণ বলদেবের গোষ্ঠ
হইতে স্ব-গৃহে প্রত্যাগমন

গোরজেতে আচ্ছাদিত কুন্তল উজ্জ্বল।
বিচিত্র বরিহা-চূড়া শিরের উপর।। ৭৮।।
রুচির কুসুমদাম, মন্দ-মধু-হাস।
অনুগত শিশুগণ গায় চারি পাশ।। ৭৯।।
শিশু-মাঝে বায় কানু মধুর-মুরলী।
পথে-পথে রহি' চাহে আভীরসুন্দরী।। ৮০।।
মুখ-পদ্ম-মধু পিয়ে নয়ন-ভ্রমরে।
দিবস-বিরহ-তাপ ছাড়িল অন্তরে।। ৮১।।
ব্রজবধূগণ-প্রেম-আনন্দ-বিলাস।
সলজ্জ কটাক্ষপাত, মন্দ-মধু-হাস।। ৮২।।
বুঝিয়া রমণীগণ-মন বনমালী।
ব্রজপুরে পরবেশ করিলা শ্রীহরি।। ৮৩।।
যশোদা-রোহিণী দুই হরষিত-মনে।
আশীর্ব্বাদ কৈল রাম-কৃষ্ণ-দরশনে।। ৮৪।।
মর্দন-মজ্জন করাইল পুণ্যজলে।
দিব্যগন্ধ-বিলেপন দিল কলেবরে।। ৮৫।।
বসন-ভূষণ, দিব্য আভরণ দিল।
দিব্য অন্নপান দিয়া ভোজন করাইল।। ৮৬।।
লালন-পালন কৈল বিবিধ-বিধানে।
শয়ন করাইল মাতা উত্তম-শয়নে।। ৮৭।।

যমুনার বিষাক্ত জলপানে বালকগণের মৃত্যু
এবং কৃষ্ণ-কৃপায় পুনর্জ্জীবন-লাভ

এইরূপে আনন্দে বিহরে বনমালী।
মায়া-নরনারায়ণ শিশু-লীলা করি'।। ৮৮।।
বৃন্দাবনে বনমালী গেলা এক দিনে।
শিশুগণে সঙ্গে করি' বলরাম বিনে।। ৮৯।।
ধেনু লঞা গেলা কৃষ্ণ কালিন্দীর তীরে।
তৃষ্ণায় আকুল ধেনু দাইল সত্বরে।। ৯০।।
ধাঞা গিয়া শিশুগণ কৈলা জলপান।
বিষজল পান করি' হরিল গেয়ান।। ৯১।।
প্রাণ হরি' বৎস-শিশু পড়িল সকল।
দেখিয়া বিস্ময় হৈলা প্রভু যোগেশ্বর।। ৯২।।
চাহিলা সদয়ে হরি অমৃত-নয়নে।
গোধন-বালক জীয়া উঠিলা তখনে।। ৯৩।।

ব্রজবালকগণের শ্রীকৃষ্ণানুগ্রহ-স্মরণ

বিস্ময়ে বালক-সব মুখামুখি চায়।
মরিয়া বর্ত্তিলুঁ পুন কেমন উপায় ? ৯৪

কৃষ্ণ অনুগ্রহে জীল বুঝি' অনুমানে।
প্রভু-বিনে কে আর করিব পরিত্রাণে?" ৯৫
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস-গান।
সুখে লোক, কর কৃষ্ণকথা-রস পান।। ৯৬।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী-পঞ্চদশঃ অধ্যায়ঃ।। ১৫।।

ষোড়শ অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণের কালিয়-দমন

(নট-রাগ)

"কালসর্প-বিদূষিত যমুনার জল।
দেখিয়া পন্নগ দূর কৈলা যোগেশ্বর।।" ১।।
তবে রাজা জিজ্ঞাসিল ভয় পাঞা মনে।
"জলের ভিতরে সাপ ধরিল কেমনে? ২
সে-বা সর্প তথা কেন আছে এত কাল?
কহিবে সকল, মুনি' করিয়া বিস্তার।। ৩।।
পরিপূর্ণ ভগবান্ গুণকর্ম্মহীন।
ভকতবৎসল হরি, ভকত-অধীন।। ৪।।
তাঁহার উদারলীলা-চরিত্র-শ্রবণে।
কাহার তৃপিত হয় সুধারস-পানে?" ৫
শুকমুনি বলে,—"শুন কহি, ক্ষিতীশ্বর।
আছিল বিষম এক হ্রদ ভয়ঙ্কর।। ৬।।
যমুনার জলে, তা'থে কালিনাগ বৈসে।
উথলিয়া উঠে জল তা'র মহাবিষে।। ৭।।
তাহার উপরে কোন জীব না সঞ্চরে।
উড়িয়া যাইতে পাখী বিষজ্বালে মরে।। ৮।।
বিষকণাযুত বায়ু যত দূর চলে।
তাবৎ-পর্য্যন্ত তা'র বৃক্ষ নাহি তীরে।। ৯।।
পরচণ্ড, বিষবীর্য্য দেখি ফণধর।
বিষ-বিদূষিত দেখি' যমুনার জল।। ১০।।
খল-সংযমন-হেতু অবতার করে।
লম্ফ দিয়া চড়ে উচ্চ কদম্বের ডালে।। ১১।।

যমুনায় শ্রীকৃষ্ণের ঝম্প

দৃঢ় করি' পরিধান বান্ধিল খেঁচিয়া।
জলে ঝাঁপ দিল হরি মালসাট দিয়া।। ১২।।
অখিলপুরুষ-সার ঝাঁপ দিল জলে।
ক্ষোভিল পন্নগরাজ কম্পিত-অন্তরে।। ১৩।।
ঘনশ্বাস-বিষজ্বালে উথলিল নীর।
শতধনু-পর্য্যন্ত উঠিল দুই তীর।। ১৪।।
অনন্ত-বিক্রম-বল, অমিত মহিমা।
এই কোন্ অদ্ভুত বিক্রমের সীমা? ১৫
সর্পহ্রদে করে হরি বিবিধ বিহার।
উন্মত্ত বারণবর, বিক্রমে বিশাল।। ১৬।।
বিঘূর্ণিত ভুজদণ্ড তরঙ্গ-কল্লোলে।
নাগরাজে শবদ বাজিল উতরোলে।। ১৭।।
শবদ শুনিয়া নাগ প্রকোপে জ্বলিল।
সসৈন্যে আসিয়া কৃষ্ণে চৌদিকে বেঢ়িল।। ১৮।।
মনোহর কলেবর, নবঘন শ্যাম।
শ্রীবৎস লক্ষণ, পীতবস্ত্র পরিধান।। ১৯।।
মন্দ মধুস্মিত চারু সুন্দর বদন।
পদ্মগর্ভদল—করপল্লব চরণ।। ২০।।

কালিয়দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের অচেতন-লীলা

মরমে মরমে নাগ সর্ব্বাঙ্গে দংশিয়া।
বেঢ়িল কৃষ্ণের অঙ্গ নিজ-অঙ্গ দিয়া।। ২১।।
নাগভোগ-বেষ্টিত সকল কলেবর।
অচেতন-লীলা করি' রহে প্রাণেশ্বর।। ২২।।

বুঝিতে সর্পের বল বিক্রমের সীমা।
আপনে আচ্ছাদে প্রভু আপন মহিমা।। ২৩।।

শ্রীকৃষ্ণের অচেতনাবস্থা দর্শনে
গোপ-গোপীগণের বিলাপ

গোপগণ অচেতন দেখিয়া শ্রীহরি।
মূরছিত হঞা তা'রা পড়ে প্রাণ ছাড়ি'।। ২৪।।
চিত্ত-বিত্ত-সুত-দারা কৃষ্ণে আরোপণ।
গোবিন্দ-বান্ধব তা'রা গোবিন্দ-জীবন।। ২৫।।
হেন কৃষ্ণ বিনে কি গোয়ালা সব জীয়ে ?
প্রাণ ছাড়ি' পড়িল দারুণ শোক ভয়ে।। ২৬।।
ধেনু, বৃষ, বৎসগণ কান্দিতে লাগিল।
কৃষ্ণে দৃষ্টি আরোপিয়া দাণ্ডাঞা রহিল।। ২৭।।
হেনকালে বিবিধপ্রকার উতপাত।
ব্রজপুরে উপজিল অতি পরমাদ।। ২৮।।
তা' দেখিয়া নন্দ-আদি বৃদ্ধ গোপগণে।
ভয়েতে ব্যাকুল হঞা চিন্তে মনে মনে।। ২৯।।
'আজি কৃষ্ণ বনে গেল, বলরাম ঘরে।
না জানি, কাননে কোন্ পরমাদ ফলে ? ৩০
জীয়ে বা না জীয়ে কৃষ্ণ, হেন ল'য় মনে।
নানা উতপাত দেখি, বড় কুলক্ষণে।।' ৩১।।
কৃষ্ণ প্রাণ, কৃষ্ণ মন, কৃষ্ণ বন্ধু-ধন।
কৃষ্ণ বিনে কিছুই না জানে গোপগণ।। ৩২।।
দুঃখ-শোকে বিয়াকুল চলিল ত্বরিতে।
আবাল-বনিতা-বৃদ্ধ সকল-সহিতে।। ৩৩।।
অন্ধ-খঞ্জ-আদি করি' দীন-হীন জন।
সকল গোকুলবাসী হঞা অচেতন।। ৩৪।।
বন-পরবেশ কৈল কৃষ্ণের উদ্দেশে।
বলভদ্র সর্ব্বতত্ত্ব জানেন বিশেষে।। ৩৫।।
হাসিয়া রহিলা রাম, না দিলা উত্তর।
কৃষ্ণের মহিমা রাম জানেন সকল।। ৩৬।।
গোপগণে চাহিয়া বেড়ায় বনে-বনে।
গো-পথে কৃষ্ণের পদ চিনিল লক্ষণে।। ৩৭।।
সেই পথ-অনুসারে যায় গোপগণে।
যমুনার তীরে গিয়া হৈল উপসন্নে।। ৩৮।।
গোপগণ পড়ি' আছে অচেতন হঞা।
ধেনু-বৎসগণ কান্দে কৃষ্ণমুখ চাঞা।। ৩৯।।
কালীদহে ভাসে কৃষ্ণ জলের উপর।
কালী-নাগে দংশিল সকল কলেবর।। ৪০।।
ভুজঙ্গে-বেষ্টিত অঙ্গ, না ধরে গেয়ান।
তা' দেখিয়া গোপগণের হরিল পরাণ।। ৪১।।
গোপীগণ সতত গোবিন্দে ধরে চিত্ত।
গোবিন্দ-জীবন তা'দের পতি সুত-বিত্ত।। ৪২।।
হেন প্রিয়তম কৃষ্ণে দংশিল পন্নগে।
স্মঙরি' প্রভুর গুণ মনে দুঃখ লাগে।। ৪৩।।
কৃষ্ণ-বিনে দেখে গোপী শূন্য ত্রিভুবন।
শরীর না ধরে গোপী' না রহে জীবন।। ৪৪।।
কান্দে ব্রজরমণী, যশোদাদেবী কান্দে।
কেহ কা'র গলে ধরে, কেশ নাহি বান্ধে।। ৪৫।।
যশোদা বিলাপ করি' কৃষ্ণগুণ কহে।
আঁখি আরোপিয়া গোপী কৃষ্ণপানে চাহে।। ৪৬।।
কৃষ্ণে আরোপিত চিত্ত, তনু, মন, প্রাণ।
কৃষ্ণ-বিনে পরাণে না জীয়ে গোপগণ।। ৪৭।।

ব্রজবাসীগণকে শ্রীবলদেবের সান্ত্বনা প্রদান

কালীদহে পরবেশি' তেজিব পরাণ।
নিষেধ করিয়া রাখে প্রভু বলরাম।। ৪৮।।
বলভদ্র শ্রীকৃষ্ণের অনুভব জানে।
নিবারিয়া গোপগণে রাখিল যতনে।। ৪৯।।

ব্রজবাসীগণের বিলাপ দর্শনে
শ্রীকৃষ্ণের কালিয়-মর্দন

তবে প্রভু গোকুলনন্দন বনমালী।
ক্ষেণেক মানুষ-জাতি-পথ অনুসারি'।। ৫০।।
গোকুল আকুল দেখি' যশোদাকুমার।
বলে,—'আমা'-বিনে ব্রজে গতি নাহি আর।। ৫১।।

আমার কারণে দুঃখ-শোকে বিমোহিত।
নিজজনদুঃখ দেখি' এ কোন্ উচিত ?' ৫২
এতেক চিন্তিয়া কৃষ্ণ কোন কর্ম্ম করে।
লীলায় বাড়ায় হরি নিজকলেবরে।। ৫৩।।
ছিণ্ডিল সর্পের অঙ্গ হঞা খানখান।
সন্ধিবন্ধ ছিণ্ডে, সর্প তেজয়ে পরাণ।। ৫৪।।
বন্ধন ছাড়িয়া নাগ রহিল অন্তরে।
ঘন-শ্বাস ছাড়ে সর্প, ছটফট করে।। ৫৫।।
নাসারন্ধ্রে বিষজ্বালে আগুনি-সঞ্চার।
স্তম্ভিত-লোচন যেন তপত অঙ্গার।। ৫৬।।
মুখজ্বালে ঝলঝল উল্কা-বরিষণ।
ক্রোধ করি' চাহে নাগ, ঘন গরজন।। ৫৭।।
সর্প লঞা খেলে খেলা ত্রিজগতনাথ।
মন্ত্রগুরু-প্রধান সর্পের জানে বাত।। ৫৮।।
কালিনাগে বেড়িয়া ভ্রময়ে চারি পাশে।
কালিহো ভ্রময়ে কৃষ্ণে দংশিবার আশে।। ৫৯।।
ফণাগণ তুলিয়া ভ্রময়ে নিরন্তর।
ঘন-ঘন ভ্রমণে টুটিল বুদ্ধি-বল।। ৬০।।
রসিকশেখর হরি কোন কর্ম্ম করে।
লম্ফ দিয়া উঠে সর্প ফণার উপরে।। ৬১।।
ফণা-মণি-রতন-নিকর-পরশনে।
বিলসিত নখচন্দ্র রাতুল-চরণে।। ৬২।।
সর্ব্ব-কলারস-গুরু নৃত্য ভাল জানে।
ফণধর-ফণে নাচে চরণ-সন্ধানে।। ৬৩।।
নৃত্যারম্ভ দেখিয়া প্রভুর সুরগণে।
'জয় জয়' ধ্বনি কৈল, পুষ্প-বরিষণে।। ৬৪।।
গন্ধর্ব-কিন্নরে বাদ্য করে সাবধানে।
সুমধুর গায় গীত সুরবধূগণে।। ৬৫।।
মৃদঙ্গ-পণব-শঙ্খ-দুন্দুভি বাজন।
গীত-অনুগত বাদ্য, সরস ভাষণ।। ৬৬।।
মধুর, মঙ্গল স্তুতি-গীত মনোহর।
সাবধানে সুরগণে সেবয়ে তৎপর।। ৬৭।।
যে যে ফণা না নোঙায় ফণী দুরাচার।
সেই ফণে উঠি' করে চরণ-প্রহার।। ৬৮।।

দুষ্টনিবারণ হরি, খল-দণ্ডধর।
চরণে মর্দন করে শিরের উপর।। ৬৯।।
প্রাণ ছাড়ি' মরে সর্প, না ধরে শরীর।
ঝলকে ঝলকে পড়ে মুখের রুধির।। ৭০।।
গরল পড়য়ে ধারে নাসিকাবিবরে।
আঁখি ফুটি' ছটফটি রুধির সঞ্চরে।। ৭১।।
যে যে ফণা না নোঙায়ে দুষ্ট ফণধর।
সেই ফণে লম্ফ দিয়া উঠে যদুবর।। ৭২।।
পুরাণ-পুরুষ হরি-সুরগুরু-রায়।
নৃত্য করে সর্পশিরে, চরণে দমায়।। ৭৩।।
সুরগণে করে দিব্য পুষ্প-বরিষণ।
ফণি-ফণে নৃত্য করে আদি-নারায়ণ।। ৭৪।।
কৃষ্ণের তাণ্ডব-নৃত্যে চরণ-প্রহারে।
ভাঙ্গিল ভুজঙ্গ ভোগ, রুধির উগারে।। ৭৫।।
সহস্রেক ফণাফুটি' হৈল খানখান।
সহিতে না পারে তেজ, তেজয়ে পরাণ।। ৭৬।।
চরাচরগুরু হরি, পুরুষ-পুরাণ।
সর্ব্বলোকগতি-পতি প্রভু ভগবান্।। ৭৭।।

স্ত্রীগণসহ কালিয়ের শ্রীকৃষ্ণচরণে শরণগ্রহণ

মনে স্মঙরিয়া নাগ পশিল শরণে।
'এবার উদ্ধার মোরে কর নারায়ণে'।। ৭৮।।
বিশ্বম্ভর, জগৎ উদয়ে যাঁ'র বৈসে।
হেন প্রভু সর্প শিরে নাচে নৃত্যরসে।। ৭৯।।
প্রাণ ছাড়ে ফণধরে দেখি' পত্নীগণে।
শোকেতে ব্যাকুল হঞা পশিল শরণে।। ৮০।।
কুলশীল গুণবতী, সতী, পতিব্রতা।
পতিগত-রতি মতি, পরম পণ্ডিতা।। ৮১।।
খসিল অঙ্গের বেশ, বসন ভূষণ।
বিগলিত কেশপাশ, হরল চেতন।। ৮২।।
নিজ-নিজ সুত কোলে, শিরে কর ধরে।
দণ্ড-পরণাম, করি' ক্ষিতিতলে পড়ে।। ৮৩।।
অপরাধ মাগি' নৈল প্রভুর চরণে।
স্তুতি করে নাগপত্নী পশিয়া শরণে।। ৮৪।।

নাগপত্নীগণের শ্রীকৃষ্ণ-স্তুতি

(ধানসী-রাগ)

'কৃত অপরাধ, ভুজঙ্গ দেব-দেব,
নিবারিলে খল পরচণ্ড।
রিপু-সুতে সমান-দরশী তুঁহু ভগবান্,
সমুচিত কর খল-দণ্ড।। ৮৫।।
গোসাঞি, বারেক দেহ পতি-দান।
হাম নারীজাতি, সহজে লোকগর্হিতি,
পতিগত কেবল পরাণ।। ধ্রু।। ৮৬
কৃতদুষ্কৃতজন, দুরিত-হরণ দম,
অনুগ্রহ পরম তোমার।
কুযোনি জনম অতি, ক্রুর ভুজঙ্গম জাতি,
কৃতপাপ করিলে সংহার।। ৮৭।।
নিজমান তেজি', জগ-জন-কৃত-মান,
কোন্ তপ করল ভুজঙ্গ?
অখিল-দয়াপর, ধরম-করণে কিবা,
তোষণে জগজনানন্দ? ৮৮
না বুঝলুঁ হাম তা'র—ফণীর কোন্ অধিকার,
শ্রীচরণের রজ-পরশনে?
নিজ-গুণ-দোষ তেজি', লছমী যো বাঞ্ছই,
তপ-যোগ করই ধেয়ানে।। ৮৯।।
যো চরণারবিন্দ, রজ-গত-মতি,
তছু বিনে আন নাহি জানে।
সুরপতি-পদ আর, অখিল ক্ষিতিপতি,
প্রজাপতি-পদ নাহি মানে।।৯০।।
অখিল-সম্পদপদ, রসাতল-সম্পদ,
সম্পদ করিয়া নাহি জানে।
অষ্টযোগসিদ্ধি, নিরবাণ মুকতি,
সকল তড়িৎ সমানে।। ৯১।।
তমোগুণজনিত, ক্রোধপর কলেবর,
ফণধর সেহো তুয়া পদধূলি পায়
ভাগবতাচার্য্যে ভনে, তছু-পদ-চিন্তনে,
এ-ভববন্ধন দূরে যায়।। ৯২।।

নমো নমো মহাযোগী, নমো ভগবান্।
'পরমাত্মা' অন্তর্য্যামী, পুরুষ-পুরাণ।। ৯৩।।
জ্ঞানগম্য, জ্ঞানময়, অনন্তশকতি।
গুণ-বিবর্জ্জিত, নৃত্য, সর্ব্বভূতপতি।। ৯৪।।
কালময়, কালনাভ, সংহারকারণ।
নমো নমো বিশ্বরূপ, বিশ্বপরায়ণ।। ৯৫।।
নিগূঢ়মহিমা, সর্ব্বভূতাশয়বাসী।
নমো নমো মহাসূক্ষ্ম, পূর্ণ গুণরাশি।। ৯৬।।
বাচ্য-বাচক-শক্তি, পুরুষ-পুরাণ।
প্রমাণ-কারণ, বেদ-উতপতি-স্থান।। ৯৭।।
নমঃ কৃষ্ণায় রামায় বাসুদেবায় তে নমঃ।
প্রদ্যুম্নায় নমো নমঃ সাত্বতাং পতয়ে নমঃ।। ৯৮।।
অনিরুদ্ধ নমো নমো, নমো হৃষীকেশ।
পরাপরগতি, বিশ্বময় বিশ্ববেষ।। ৯৯।।
নমো নমো অবিকার-বিহার-বিলাস।
নমো নমো নিজজন হৃদয় প্রকাশ।। ১০০।।
তুমি সৃজ, তুমি পাল, তুমি সে সংহার।
মায়ায় ত্রিগুণে তুমি তিন মূর্ত্তি ধর।। ১০১।।
ভাল-মন্দ-চরাচর সৃজিলে আপনে।
সভার জনক তুমি—উৎপত্তির স্থানে।। ১০২।।
তথাপি উত্তম জনে পীরিতি তোমার।
দুষ্ট নিবারণ কর—উচিত বিচার।। ১০৩।।
নিজধর্ম্ম স্থাপিবে দণ্ডিয়া দুষ্ট জন।
খলে দণ্ড তুমি, নাথ, ধর তে-কারণ।। ১০৪।।
প্রভু হঞা ভৃত্য-অপরাধে দণ্ড করে।
একবার অপরাধ ক্ষেম দণ্ডধরে।। ১০৫।।
ক্ষেম ক্ষেম মহাপ্রভু, ক্ষেম একবার।
না জানে তোমার তত্ত্ব মূঢ় দুরাচার।। ১০৬।।
অনুগ্রহ কর নাথ, দেহ পতিদান।
আমি-সব স্ত্রীজাতি পতিগত প্রাণ।। ১০৭।।
আমি-সব তোমার কিঙ্করী আজি হনে।
আজ্ঞা দেহ, কি কাজ করিব দাসীগণে।। ১০৮।।
শ্রদ্ধায় তোমার আজ্ঞা যে জন আচরে।
সেই জন অনাদি-সংসারদুঃখতরে।।' ১০৯।।

এতস্তুতি কৈল যদি নাগপত্নীগণে।
কৃপা কৈলা দেবদেব, প্রভু-নারায়ণে।। ১১০।।
ফণিফণা ছাড়িয়া নামিলা জনার্দ্দন।
মূরছিত হৈয়া নাগ রহে কতোক্ষণ।। ১১১।।

শ্রীকৃষ্ণ-সমীপে কালিয়ের নিবেদন

ধীরে ধীরে চিত্ত স্থির করে ফণিরাজ।
দীন, হীনগতি, ঘন তেজয়ে শোয়াস।। ১১২।।
করজোড় করিয়া কৃষ্ণের পাশে রহে।
নিবেদন করে কিছু, নিজ দোষ কহে।। ১১৩।।
'উতপতি-হনে-আমি-সব খল-মতি।
ক্রোধময়, তমোগুণ, দুষ্ট সর্পজাতি।। ১১৪।।
স্বভাব-খণ্ডন, নাথ, কাহারো না যায়।
স্বভাবে সকল লোক নানা-পথে ধায়।। ১১৫।।
তোমার সৃজিত বিশ্ব ত্রিগুণজনিত।
নানা-বীর্য্য-বল-বুদ্ধি-স্বভাব-রচিত।। ১১৬।।
তা'র মধ্যে আমি-সব হই সর্পজাতি।
নিরবধি ক্রোধপরায়ণ, দুষ্টমতি।। ১১৭।।
এ-সব তোমার মায়া ছাড়িতে না পারি।
মায়াবিমোহিত হঞা নানা-পথে ফিরি।। ১১৮।।
ইহাতে প্রমাণ তুমি সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর।
তোমার চরণে নাথ সকল গোচর।। ১১৯।।
নিগ্রহ করহ, কিংবা অনুগ্রহ কর।
যে তোমার ইচ্ছা, নাথ, সেই আজ্ঞা কর।।' ১২০।।

কালিয়কে শ্রীকৃষ্ণের কৃপাদেশ

কালীনাগ বচন শুনিঞা ভগবান্।
কারণে মানুষ হরি, পুরুষ-পুরাণ।। ১২১।।
আজ্ঞা দিলা কালীনাগে করিতে গমনে।
'বিলম্ব না কর সর্প, চল এথা হনে।। ১২২।।
পুত্র-দার-পরিবার-বন্ধুগণ-সহে।
তুমি সব কেহ না থাকিহ কালীদহে।। ১২৩।।
সেই রমণক দ্বীপে শীঘ্র করি' চল।
সর্ব্বজন সুখে যেন পিয়ে এই জল।। ১২৪।।
এই আজ্ঞা দিলুঁ, সর্পরাজ, আমি তোরে।
ইহার কীর্ত্তন যেবা দুই সন্ধ্যা করে।। ১২৫।।
তা'র যেন সর্পভয় কভু নহে আর।
এই আজ্ঞা সর্ব্বকাল পালিহ আমার।। ১২৬।।
এই কালিন্দীর জলে করিয়া মজ্জন।
দেব পিতৃ তর্পণ করয়ে যেই জন।। ১২৭।।
উপবাস ব্রত করি' আমারে স্মঙরে।
সর্ব্ব পাপ খণ্ডিব, চলিব বিষ্ণুপুরে।। ১২৮।।
যা'র ভয়ে রমণক-দ্বীপ পরিহরি'।
রহিলে কালিন্দী-হ্রদে পরবেশ করি'।। ১২৯।।
সে গরুড় সর্প ধরি' না খাইব আর।
পাদপদ্ম-চিহ্ন শিরে দেখিব যাহার।।' ১৩০।।

গণসহ কালিয়ের শ্রীকৃষ্ণপূজা

আজ্ঞা শিরে ধরি' সর্প কোন কর্ম্ম করে।
সপুত্র-বান্ধবে কৃষ্ণ পূজিল সাদরে।। ১৩১।।
দিব্যবস্ত্র-মণিরত্ন, বিচিত্র-ভূষণে।
দিব্য উৎপল-মালা, দিব্য বিলেপনে।। ১৩২।।
ভূষিয়া কৃষ্ণের অঙ্গ পূজিলা বিধানে।
আজ্ঞা মাগি' নিল সর্প প্রভুর চরণে।। ১৩৩।।
প্রদক্ষিণ করি' কৈলা দণ্ড-পরণামে।
সবন্ধুবান্ধবে নাগ গেলা নিজ-স্থানে।। ১৩৪।।
সেই-দিনে সেইক্ষণে যমুনার জল।
অমৃত-সমান হৈল অতি সুশীতল।।" ১৩৫।।
কৃষ্ণগুণ, শুন ভাই, কৃষ্ণে ধর আশা।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস-ভাষা।। ১৩৬।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী-ষোড়শো ধ্যায়ঃ।। ১৬।।

কালিয়দমন—অভিমান, খলতা, পরাপকারিতা, ক্রূরতা, জীবে দয়াশূন্যতা দূরীকরণ। (শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত)

সপ্তদশ অধ্যায়

কালিয় ও গরুড় বিবাদ-কথা

(কেদার রাগ)

তবে রাজা পরীক্ষিৎ শুকদেব-স্থানে।
এই কথা জিজ্ঞাসিলা সন্দেহ-বচনে।। ১।।
"কালীনাগ স্থানত্যাগ কৈলা কি কারণে?
গরুড়ের কৈল কিবা পীরিতি-লঙ্ঘনে?" ২
মুনি বলে,—"শুন রাজা, বিবরণ-বাণী।
খগরাজে-ফনিরাজে বিবাদকাহিনী।। ৩।।
গরুড়ে আসিয়া সর্প নিতি ধরি' খায়।
সর্পগণ মেলি' তা'র চিন্তিল উপায়।। ৪।।
'এক ঘরে এক বলি দিব মাসে-মাসে।
এই বনস্পতি-মূলে পূর্ণিমা-দিবসে।।' ৫।।
মর্য্যাদা স্থাপিল তা'র এই সর্পগণে।
গরুড়ের তাহাতে সন্তোষ হৈল মনে।। ৬।।
মাসে-মাসে সর্পগণ দিয়া এক বলি।
সুখে থাকে সর্পগণ 'চিন্তা পরিহরি'।। ৭।।
কদ্রুর কুমার এই ফণধর-রাজে।
বিষবীর্য্য-বল-দর্পে কৈল কোন কাজে।। ৮।।
বৃক্ষ মূলে বলি আনি' দেয় সর্পগণে।
আপনি ধরিয়া খায়, নিষেধ না মানে।। ৯।।
তাহা শুনি' ক্রোধে বলে পন্নগ-অশন।
সর্প হঞা করে মোর মর্য্যাদা-লঙ্ঘন!! ১০
সবংশে করিব আজি কালীর সংহার।
সর্প হঞা করে বেটা এত অহঙ্কার!!' ১১
এতেক বচন বলি' বিনতানন্দন।
রমণক-দ্বীপে আসি' হৈলা উপসন্ন।। ১২।।
খগপতি দেখিয়া কুপিল ফণধর।
সহস্রেক-ফণা তুলি' ধাইল সত্বর।। ১৩।।
করাল-দশন অস্ত্র, স্তম্ভিত-লোচন।
গরুড়ে বেড়িয়া ফিরে কদ্রুর নন্দন।। ১৪।।
আশপাশে গরুড়ের সর্ব্বাঙ্গে দংশিল।
কশ্যপনন্দন যেন অনল জ্বলিল।। ১৫।।
বাম-পাকসাট দিয়া মারে এক বাড়ি।
দূরে গিয়া পড়ে সর্প প্রায় প্রাণ ছাড়ি'।। ১৬।।

কালিয়ের যমুনা-জলে আশ্রয়-কারণ

তবে কদ্রুসুত ভয়ে কোন কর্ম্ম করে।
প্রবেশ করিল গিয়া কালিন্দী-গহ্বরে।।" ১৭।।
মুনি বলে,—"শুন রাজা কহিব বিশেষ।
গরুড় না কৈল, কেন হ্রদে পরবেশ।। ১৮।।
এককালে মৎস্যপতি দেখি খগরাজে।
খেদিয়া আনিল তা'রে যমুনার মাঝে।। ১৯।।
ক্ষুধায় ধরিয়া মৎস্য খাইব খগেশ্বর।
আছিল সৌভরি-মুনি জলের ভিতর।। ২০।।
মুনি নিবারিল তা'রে নিষেধ-বচনে।
'আমার সাক্ষাতে মৎস্য না কর ভক্ষণে'।। ২১।।
তবু মৎস্য ধরিয়া খাইল খগরাজে।
মৎসীগণ বিলাপ করয়ে জলমাঝে।। ২২।।
মীনগণ-ক্রন্দন দেখিয়া যোগেশ্বর।
কৃপা করি' দিলা শাপ সহজে বৎসল।। ২৩।।
'যদি আর এই জলে পরবেশ করি'।
গরুড়ে আসিয়া মৎস্য খায় কভু ধরি'।। ২৪।।
প্রাণ ছাড়ি' সেইক্ষণে মরিবে সর্ব্বথা।
আমার বচন কভু না হ'ব অন্যথা।।' ২৫।।
এ-সকল তত্ত্ব-কথা কালী-নাগ জানে।
তথা গিয়া কৈল বাস, সেই-সে কারণে।। ২৬।।
পুনরপি কৃষ্ণ দূর কৈল তথা-হনে।
আর কথা কহি, রাজা, শুন সাবধানে।। ২৭।।

শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তিতে ব্রজবাসীগণের আনন্দ

কালিন্দীর হ্রদ হৈতে উঠিলা শ্রীহরি।
দিব্য-গন্ধ-চন্দন-কুসুম-মালা ধরি'।। ২৮।।
মহামণিগণ জাম্বুনদ-বিরাজিত।
মুকুট-কুণ্ডল-হারে অঙ্গবিভূষিত।। ২৯।।
সকল গোকুলবাসী উঠিল সত্বরে।
মরা জীয়া উঠে, যেন জীবন-সঞ্চারে।। ৩০।
আনন্দে পূরিয়া গোপ দিল আলিঙ্গন।
শিরে হস্ত দিয়া কৈল বদন চুম্বন।। ৩১।।

যশোদা, রোহিণী, নন্দ, গোপ-গোপীগণে।
সচেতন হৈল সভে কৃষ্ণ-দরশনে।। ৩২।।
কৃষ্ণের মহিমা জানে প্রভু বলরাম।
আলিঙ্গন করিয়া হাসিলা মতিমান্।। ৩৩।।
কৃষ্ণ কোলে করিয়া বসিলা মহাশয়।
প্রেমরসে পুলকিত আনন্দ-হৃদয়।। ৩৪।।
ধেনুবৃষ-বৎসগণ হৈল আনন্দিত।
সকল গোকুলবাসী প্রমোদে মুদিত।। ৩৫।।
সকলত্র, গুরু-পুরোহিত-দ্বিজগণে।
আসিয়া নন্দেরে তবে কৈলা সম্ভাষণে।। ৩৬।।
'ভাগ্যে নন্দ, পুত্র জীয়া উঠিল তোমার।
দংশিল পাপিষ্ঠ নাগ বড় দুরাচার।। ৩৭।।
ভাগ্যে শিশু জীল দ্বিজ-গুরু-আশীর্ব্বাদে।
কেবল তোমার পুণ্যে, দেবের প্রসাদে।।' ৩৮।।
এইরূপে গোবিন্দে লভিয়া গোপগণে।
সর্ব্বদুঃখ পাসরিল আনন্দিত-মনে।। ৩৯।।
সে-রাত্রি রহিল সেই যমুনার কূলে।
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় কেহ চলিতে না পারে।। ৪০।।
'শুচিবন'-নামে বন তথাই আছিল।
উপবাস করি গোপ তথাই রহিল।। ৪১।।
ঘোরতর দাবাগ্নি উঠিল নিশাকালে।
চৌদিগে বেড়য়ে বন পুড়িবার তরে।। ৪২।।
দাবানলে পুড়ে অঙ্গ চৌদিকে বেড়িয়া।
উঠিল গোকুলবাসী সম্ভ্রমে দেখিয়া।। ৪৩।।

শ্রীকৃষ্ণের দাবানল পানদ্বারা ব্রজবাসীগণের রক্ষা

শরণ পশিল সভে কৃষ্ণের চরণে।
'কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাভাগ, কর পরিত্রাণে।। ৪৪।।
অমিত-বিক্রম রাম করুণাসাগর।
দাবানল চৌদিগে বেড়িল ঘোরতর।। ৪৫।।
আমি-সব নিজজন, সেবক তোমার।
কাল-দাবানল হৈতে রাখ একবার।। ৪৬।।
আগুনে পুড়ুক, তাহে নাহি বাসি ডর।
ছাড়িতে না পারি তোমার চরণ-কমল।।' ৪৭।।
নিজজন বিকল দেখিয়া দয়াময়।
অনন্ত শকতি ধরে, সর্ব্ব-জীবাশ্রয়।। ৪৮।।
অগ্নি পান কৈলা কৃষ্ণ আঁখির নিমিষে।
সেই বনে গোপগণ রহিল সন্তোষে।। ৪৯।।
রজনী-প্রভাতে গোপ গেল ব্রজপুরে।
হেন অদভুত, রাজা, কহিলুঁ তোমারে।।" ৫০।।
ভাগবত-আচার্য্যের সরস-বচনে।
সুখে যেন ভাগবত বুঝে সর্ব্বজনে।। ৫১।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে কৃষ্ণপ্রেমতরিণী-সপ্তদশঃ অধ্যায়ঃ।। ১৭।।

অষ্টাদশ অধ্যায়

গ্রীষ্ম কালের বর্ণন

(মল্লার-রাগ)

"তবে গোপগোপী লঞা প্রভু হৃষীকেশ।
সঙ্গিগণ গায় গুণ, গোকুলে প্রবেশ।। ১।।
নিদাঘ-সময় ভেল হেন অবসরে।
রবিজ্বাল প্রচণ্ড, পবন খরতরে।। ২।।
দিনকর-কিরণে সকল চরাচর।
নীরস দেখিয়ে যেন শুষ্ক কলেবর।। ৩।।
হেনই নিদাঘ-কালে বৃন্দাবন-গুণে।
সাক্ষাৎ বসন্ত যেন হৈল বিদ্যমানে।। ৪।।
যাহাতে নির্ঝর-জল-তরঙ্গ-কল্লোল।
শুক-পিক-বিহগ-শবদ উতরোল।। ৫।।

দাবাগ্নিনাশ—পরস্পরবাদ, সম্প্রদায় বিদ্বেষ, অন্য দেবাদির বিদ্বেষ, যুদ্ধ ইত্যাদি সংঘর্ষমাত্রই দাবানল। (শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত)

জলকণে স্নিগ্ধ তরু-মণ্ডলে মণ্ডিত।
নানা ফুল-ফলে বন অতি সুশোভিত।। ৬।।
কহ্লার-কুমুদ, কুঞ্জ, নীল-উতপল।
চৌদিগে উজ্জ্বল নদ-নদী, সরোবর।। ৭।।
হংস, কারণ্ডব-খগ যত জলচরে।
নানাবিধ কলরবে জলকেলি করে।। ৮।।
মলয়জ মরুত, বসন্ত পাঁচবাণ।
এ-সব সাক্ষাৎ যেন হৈলা মূর্ত্তিমান্।। ৯।।
ব্রহ্মার বিচিত্র বিশ্ব-নির্ম্মাণ-নৈপুণ।
প্রকাশিলা একত্র করিয়া নিজ-গুণ।। ১০।।
হেন বৃন্দাবনে হরি অনুগত-সঙ্গে।
গোধন চরায় বালকেলি-রস-রঙ্গে।। ১১।।
বলদেব—অগ্রজ, অনুজ—বনমালী।
তিনলোক-মোহন-লাবণ্যরূপধারী।। ১২।।
সমকান্তি বালক, সমান-রূপ-বেশ।
বনধাতু-বিচিত্র শিখণ্ড-চূড়া-কেশ।। ১৩।।
বন-পুষ্প, গুঞ্জা, নব-পল্লব-ভূষণ।
হেনরূপে শিশু-সঙ্গে খেলে নারায়ণ।। ১৪।।
বিবিধ বিচিত্র-গতি, বিচিত্র খেলন।
বিবিধ ভঙ্গিমা-ভাতি, বিবিধ মেলন।। ১৫।।
বিবিধ কৌতুক-রস, বিবিধ বিহার।
বিবিধ চঞ্চল-লীলা, বিবিধ সঞ্চার।। ১৬।।
বিবিধ-আনন্দ-রসে বিবিধ নাচন।
বিবিধ কৌতুক-গীত, বিবিধ বাজন।। ১৭।।
বহুবিধ পরিহাস, বিবিধ ভাষণ।
বহুবিধ আস্ফোটন, বহুবিধ রণ।। ১৮।।
বহুবিধ ভ্রমণ, বিবিধ ভাতি লীলা।
সঙ্গিগণ লঞা হরি করে শিশুখেলা।। ১৯।।

শ্রীবলদেবদ্বারা দুষ্টভিপ্রায়ে আগত
গোপবালকরূপি প্রলম্বাসুর-বধ

হেনকালে আইল দৈত্য শিশুরূপ ধরি'।
'প্রলম্ব' তাহার নাম, বলে মহাবলী।। ২০।।
'হরিয়া কৃষ্ণেরে নিব—হেন চিত্তে তা'র।
অখিল ভুবনে কিবা প্রভু-অগোচর ? ২১
দুষ্ট দৈত্য প্রলম্ব, জানেন বনমালী।
তথাপি তাহার সনে পাতিল মিতালী।। ২২।।
ধন্য কৈল বৃন্দাবন এ-সব আনন্দে।
আর এক বালকেলি রচিল প্রবন্ধে।। ২৩।।
যে জিনে, তাহাকে বহে, হারে যেই জন।
বহিয়া থুইতে স্থান কৈলা নিরূপণ।। ২৪।।
'ভাণ্ডীরক'-নামে বট সংকেত করিয়া।
প্রলম্ব-সহিত খেলে দু-ভাই মেলিয়া।। ২৫।।
সভার প্রধান তা'থে হৈলা দুই ভাই।
বিভজিয়া সব শিশু কৈলা দুই ঠাঞি।। ২৬।।
বলরাম নিল আধ, আধ ত' শ্রীহরি।
আনন্দে খেলায় ত্রিভুবন-অধিকারী।। ২৭।।
বলদেব জিনিল সহিত তা'র গণে।
সগণে হারিল খেলি' প্রভু নারায়ণে।। ২৮।।
শ্রীদাম-বালকে হরি বহিল আপনে।
অন্যে-অন্যে বহিল-সকল জনে জনে।। ২৯।।
বৃষভ-বালক বহে 'ভদ্রসেন'-নামে।
প্রলম্ব-অসুরে বহি' নিল বলরামে।। ৩০।।
সভাই সভারে থুইল ভাণ্ডীর-নিকটে।
বলদেবে লঞা দৈত্য চলি' যায় ঝাটে।। ৩১।।
সেইক্ষণে রামে লৈয়া আকাশ-উপরে।
উঠিয়া প্রলম্ব-দৈত্য নিজরূপ ধরে।। ৩২।।
দন্ত-মুখ বিকট, পিঙ্গল জটাভার।
অতি ঘোর কলেবর পর্ব্বত-আকার।। ৩৩।।
দৈত্যস্কন্ধে হলধর দেখি সুশোভনে।
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন শোভে নবঘনে।। ৩৪।।
তা' দেখিয়া রাম কিছু মনে পাইল ভয়।
সেইক্ষণে আপনা স্মরিল মহাশয়।। ৩৫।।
কোপে রাম জ্বলে দেখি' দৈত্য দুরাচার।
দৈত্য-মুণ্ডে মাইল দৃঢ়-মুষ্টির প্রহার।। ৩৬।।
ভাঙ্গিল দৈত্যের মুণ্ড, হৈল খান-খান।
সর্ব্বাঙ্গ বিদীর্ণ হৈল, তেজিল পরাণ।। ৩৭।।

ভূমিতলে পড়িল প্রলম্ব-কলেবর।
তাহার উপরে শোভে প্রভু হলধর।। ৩৮।।
সুরগণে কৈল স্তুতি, পুষ্প-বরিষণ।
পারিষদ বালক মেলি' দিল আলিঙ্গন।। ৩৯।।
'সাধু সাধু' বলি' সব লোকে ত' বাখানে।
অদ্ভুত প্রলম্ব-বধ কৈলা বলরামে।। ৪০।।

শ্রীকৃষ্ণ-কথা-শ্রবণে সংসার হইতে উদ্ধার লাভ হয়

ভবসিন্ধু তরিতে কৃষ্ণের গুণ-গাথা।
অষ্টাদশ অধ্যায়ে 'প্রলম্ব-বধ' কথা।।" ৪১।।
ভক্তিরস-গুরু শ্রীল-গদাধর জান।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস গান।। ৪২।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী-অষ্টাদশঃ অধ্যায়ঃ।। ১৮।।

ঊনবিংশ অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণের দ্বিতীয়বার দাবানল-পানদ্বারা
গোপবালকগণকে রক্ষা
(সুহই-রাগ)

"তবে আর যে কহিব , শুন নৃপবর।
গোবিন্দচরিত্র—পুণ্যপ্রবন্ধ সুন্দর।। ১।।
এইরূপে নানা-ক্রীড়া করে দামোদর।
গোয়ালা ছাওয়াল লঞা সঙ্গে হলধর।। ২।।
হেনই সময়ে যা'র যতেক গোধন।
নব-নব-তৃণ-লোভে গেল দূরবন।। ৩।।
'মুঞ্জাটবী' পশি' ধেনু সব আউলাইল।
নানা-ভিতে গোঠে-গোঠে সব ধেনু গেল।। ৪।।
হেনকালে শিশু-সব না দেখি' গোধন।
ভাঙ্গিয়া খেলার মেলি চাহে বনে-বন।। ৫।।
ভয়েতে ব্যাকুল শিশু গোধন হারাঞা।
চৌদিগে চাহিয়া বুলে ব্যাকুল হইয়া।। ৬।।
দন্তচ্ছেদ-তৃণ, ক্ষুর-চিন মহীতলে।
সেই অনুসারে শিশু চলিল সকলে।। ৭।।
সেই পথে মুঞ্জাটবী-বনে উত্তরিল।
আউলাঞা গোধন বুলে, তথাই দেখিল।। ৮।।
ক্ষুধায় ছাওয়াল-সব হঞাছে কাতর।
পালটিয়া আইলা গোপীনাথের গোচর।। ৯।।
বেণুনাদে নাম ধরি' গোঠের গোধন।
আপনার নিকটে আনয়ে ততক্ষণ।। ১০।।
হেনকালে দাবাগ্নি অরণ্যে উপজিল।
পুড়িয়া সকল বন চৌদিগে বেড়িল।। ১১।।
সব শিশুগণ দেখে চৌদিগে আগুনি।
কান্দিছে ব্যাকুল হঞা মনে ভয় মানি'।। ১২।।
'কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! মহাপ্রভু, প্রণতপালন।
ভবভয়-ভঞ্জন, দুরিত-বিনাশন।। ১৩।।
তুমি প্রাণ, তুমি পতি, বান্ধব আমার।
তোমা' বই শিশু-সব নাহি জানে আর।। ১৪।।
যে-যে বৈসে গোকুলে তোমার পরিজন।
জানিঞা উদ্ধার', পা'য় লইলুঁ শরণ।।' ১৫।।
এতেক বলিয়া শিশু গোধন-সহিতে।
অভয় চরণে পড়ি' লাগিলা কান্দিতে।। ১৬।।
ভয়ে ভীত ছাওয়াল, দেখিয়া দয়াময়।
'ভয় নাঞি, ভয় নাঞি, বলে মহাশয়।। ১৭।।
'তুমি সব আঁখি মুদ, এ ভয় খণ্ডন।
এখনে করিব আমি'—বলে নারায়ণ।। ১৮।।
কৃষ্ণের এ সব বাণী শুনিঞা ছাওয়ালে।
দুই আঁখি মুদি' তারা রহিল নিশ্চলে।। ১৯।।
যোগবলে কৈলা পান দাব হুতাশন।
অগ্নি পান করিয়া উদ্ধারে নিজজন।। ২০।।

'প্রণত-পালন'-নাম, 'ভকতবৎসল'।
'ভকত-উদ্ধার নাম করিতে সফল।। ২১।।
অগ্নি পান করি' কৈলা গোপের রক্ষণ।
গোকুলে চলিতে চিত্ত কৈলা নারায়ণ।। ২২।।
আগে সব গোধন চলিল যুথে যুথে।
পাছে গোপতনয় চলিল কৃষ্ণ-সাথে।। ২৩।।
ভুবনপাবন গুণ অনুগতে গায়।
গোকুলেতে প্রবেশ করিলা যদুরায়।। ২৪।।
গোপীর আনন্দ হৈল কৃষ্ণ-দরশনে।
তিলে এক যুগশত জানে যাহা বিনে।। ২৫।।
'দৈত্য বধে বলভদ্র বড় চমৎকার।
অগ্নি পান কৈল কৃষ্ণ—এহ চিত্র আর।।' ২৬।।
শতমুখে গোপগণ এই কথা কহে।
তাহা শুনি' গোকুলে আনন্দনদী বহে।। ২৭।।
উনবিংশ অধ্যায়ে এ-সব কথা কহি।
ভবসিন্ধু-তরণে উপায় সবে এহি।।" ২৮।।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুর-রচনা।
সুখে যেন ভাগবত বুঝে সর্ব্বজনা।। ২৯।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণ্যেকোনবিংশঃ অধ্যায়ঃ।। ১০।।

বিংশ অধ্যায়

শ্রীব্রজধামে বর্ষা ঋতুর-বিবরণ

(মল্লার-রাগ)

কথোদিন বই হৈল বরিষা-সময়।
কালগুণে যাহাতে সকল জীব হয়।। ১।।
বিদ্যুৎ-চমকে দশদিগ্ চমকিত।
ক্ষেণে-ক্ষেণে আকাশে দেখিয়ে প্রকাশিত।। ২।।
মহামেঘ গর্জন, বিদ্যুত-ছটা তাহে।
আকাশমণ্ডলে জ্যোতি ক্ষেণে-ক্ষেণে বহে।। ৩।।
পৃথিবীর যত রস নিল অষ্টমাসে।
মেঘপথে সে-সব তেজিল দিননাথে।। ৪।।
রাজায় পৃথ্বীর ধন যেন হরি' লয়।
শতগুণ করে দান, পাইলে সময়।। ৫।।
প্রচণ্ড পবন বহে, মহামেঘ-মালা।
সর্ব্বলোক-জীবন বরিখে জলধারা।। ৬।।
দয়ালু পুরুষ যেন দেখি' দুঃখী জন।
তাহাকে রাখিতে তেজে আপন-জীবন।। ৭।।
নিদাঘ-আতপ-তাপে ধরণী তাপিতা।
মেঘ-বরিষণ পাঞা হৈলা আনন্দিতা।। ৮।।
কাম্যব্রতী তপস্বীর যেন তনু ক্ষীণ।
কাম্যফল-সিদ্ধি হৈলে দেখিয়ে নবীন।। ৯।।
রাত্রিকালে জোনিকীট জ্বলে অতিশয়।
মেঘ-আচ্ছাদনে নহে নক্ষত্র-উদয়।। ১০।।
অধর্ম্মে পাষণ্ড যেন কলিকালে বাঢ়ে।
দুষ্ট কলি দেখি' বেদ না হয় প্রচারে।। ১১।।
জলদ-শবদ শুনি' হরষিত-মনে।
কোলাহল-শবদ করয়ে ভেকগণে।। ১২।।
মৌন আচরিয়া ব্রতে আছিল ব্রাহ্মণ।
নিয়ম খণ্ডিলে, যেন বেদ-উচ্চারণ।। ১৩।।
পূরিয়া কলুষ জলে, ক্ষুদ্র-নদী বহে।
তা'র তীর ভাঙ্গে স্রোতে, বেগে স্থির নহে।। ১৪।।
অহঙ্কারে মত্ত, যেন আপনা' পাসরে।
তনু-ধন-সুত-দার পাঞা গর্ব্ব করে।। ১৫।।
হরিৎ-বরণ ঘাসে কোথাহ হরিতা।
'ইন্দ্রগোপ'-নামে কীট কোথাহ লোহিতা।। ১৬।।
কোথাহ ছত্রাক-ছায়া শোভে বসুমতী।
যেন রাজসম্পৎ সাক্ষাতে মূর্ত্তিমতী।। ১৭।।

শস্যপূর্ণ ক্ষেত্র দেখি' কৃষক হরিষ।
অনুতাপে কারো কারো বাঢ়ে বিমরিষ।। ১৮।।
নবজল-স্নান-পানে সব চরাচর।
ধরয়ে উত্তম রূপ, দেখি মনোহর।। ১৯।।
ভকত-জনার চিত্ত কৃষ্ণসেবা-রসে।
রূপ-তেজ-বল যেন সর্ব্বত্র প্রকাশে।। ২০।।
সাগর ক্ষোভিত নদনদীর সংগমে।
অপূর্ণ যোগীর যেন হত চিত্ত কামে।। ২১।।
ধারাপাত-বরিষণে পর্ব্বত না টুটে।
ভকতের চিত্ত যেন কামে নাহি ছুটে।। ২২।।
কর্দম দেখিয়া পথে কেহ নাহি হাঁটে।
তৃণ-জল-পঙ্গে কৈল অধিক সংকটে।। ২৩।।
দুষ্ট কলিযুগে যেন দুষ্ট ব্যবহার।
ব্রাহ্মণে না পড়ে বেদ, নাহিক প্রচার।। ২৪।।
মেঘচয়ে স্থির নহে চঞ্চল তড়িৎ।
নির্গুণ পুরুষে যেন কামিনীর চিত।। ২৫।।
নবঘন-গরজিত গগন-উপরে।
গুণহীন শক্র-ধনু তাহে দীপ্ত করে।। ২৬।।
যদি লোকে নিজ-গুণ হয় পরিচয়।
নির্গুণ পুরুষ তা'থে শোভে অতিশয়।। ২৭।।
চন্দ্রতেজে সর্ব্ব-লোক দেখে জলধর।
সেই আবরণে নাহি শোভে শশধর।। ২৮।।
নবঘন-দরশনে আনন্দিত হৈয়া।
শিখী সব নৃত্য করে হরষে পূরিয়া।। ২৯।।
নানা-গৃহতাপে তাপী যেন গৃহিজনে।
অতুল আনন্দ পায় সাধু-সমাগমে।। ৩০।।
ঘন-বরিষণে জল পাঞা তরুগণ।
সুন্দর মূরতি ধরে, বিবিধ লক্ষণ।। ৩১।।
তপ করি' তপস্বীর ক্ষীণ কলেবর।
কাম্য-সিদ্ধি হৈলে যেন দেখিয়ে সুন্দর।। ৩২।।
দৃঢ় সেতুবন্ধ টুটে ধারা-বরিষণে।
যেন কলিযুগে বেদ পাষণ্ডবচনে।। ৩৩।।
বরিষা-কালের গুণ যত যত হয়।
সকল শ্রীবৃন্দাবনে করিল উদয়।। ৩৪।।

তাল, জম্বু, খর্জুর—বিবিধ নানাফল।
বহুবিধ কুসুম শোভিত থরে-থর।। ৩৫।।
সঙ্গে ব্রজবালক, গোধন আগে যায়।
বৃন্দাবনে পরবেশ কৈল যদুরায়।। ৩৬।।
রামকৃষ্ণ দুই ভাই মিলিয়া আনন্দে।
বহুবিধ বালকেলি করয়ে প্রবন্ধে।। ৩৭।।
যদি ধেনু তৃণলোভে দূর বনে যায়।
নাম ধরি' উচ্চস্বরে ডাকে যদুরায়।। ৩৮।।
পয়োধর-ভারে ধেনু গমন-মন্থর।
'হুহুঙ্কার'-শবদ করয়ে উতরোল।। ৩৯।।
প্রেম-রসে সব ধেনু আকুল হৃদয়।
যথা-যথা কৃষ্ণ, তথা বেঢ়ি' বেঢ়ি' রয়।। ৪০।।
যখনে বরিখে মেঘ দেব পুরন্দর।
শিশু-সঙ্গে তরুতলে রহে দামোদর।। ৪১।।
পর্ব্বতগহ্বরে ক্ষেণে করেন প্রবেশ।
ফল-ফুল ভোজন করয়ে হৃষীকেশ।। ৪২।।
যমুনা-নিকটতটে উত্তম পাথর।
ধরিল ওদন-দধি তথির উপর।। ৪৩।।
গোপশিশু-সঙ্গে বলদেব-নারায়ণ।
অখিল-ব্রহ্মাণ্ডনাথ করেন ভোজন।। ৪৪।।
বরিষাকালের দেখি' সম্পদ বিশেষ।
মনে মনে হরষিত প্রভু হৃষীকেশ।। ৪৫।।
এইমতে শ্রীগোকুলে বৃন্দাবনে বৈসে।
গোপগোপী-সঙ্গে হরি বহুবিধ রসে।। ৪৬।।

শরৎকাল-শোভা-বর্ণন

তবে ত শরৎকাল হৈল পরবেশ।
সর্ব্বলোকে বাঢ়ে সুখ-সম্পদ-বিশেষ।। ৪৭।।
অমল সলিল, মন্দ-পবন-সঞ্চার।
সকল নির্ম্মল গুণ হৈল আরবার।। ৪৮।।
যোগভ্রষ্ট যোগীর মলিন যেন চিত্ত।
পুনঃ আর যোগ সেবি' যেন প্রকাশিত।। ৪৯।।
যতেক আছিল মেঘ আকাশমণ্ডলে।
বহু জীব-বসতি আছিল এক মেলে।। ৫০।।

পৃথিবীর আছিল যতেক পঙ্কচয়।
জলের কলুষ-আদি যে-যে দোষ হয়।। ৫১।।
সকল হরিল তাহা শরতের গুণে।
সকল নির্ম্মল হৈল, সুখী সর্ব্বজনে।। ৫২।।
বহু-দুঃখে ব্রহ্মচারী গুরু-সেবা করি'।
নিতি-নিতি সমিধ্ আনয়ে কুশ-বারি।। ৫৩।।
পুত্র-দার পরিবার-মমতা-বন্ধনে।
নানা-গৃহকর্ম্ম-দুঃখে রহে গৃহিজনে।। ৫৪।।
বনবাসী কন্দমূল করয়ে আহার।
বিবিধ সংযমে করে বহু দুঃখ-ভার।। ৫৫।।
সন্ন্যাসীর নিজ-ধর্ম্ম করিতে পালন।
দুঃখ বই, নাই কিছু সন্ন্যাস-কারণ।। ৫৬।।
যদি ভাগ্যবশে ভক্তি হয় নারায়ণে।
এ চারি আশ্রমধর্ম্ম ছাড়ে চারি জনে।। ৫৭।।
শুদ্ধভাব, শুদ্ধচিত্ত, হয় শুদ্ধমতি।
যেন কর্ম্ম-বন্ধ, সব ছাড়ায় ভকতি।। ৫৮।।
জলময় ধন ছাড়ি' মেঘ নিরমল।
বাসনা তেজিলে যেন শান্ত মুনিবর।। ৫৯।।
অল্প জলে বৈসে যেন ক্ষুদ্র জলচরে।
অনুদিনে জল টুটে বুঝিতে না পারে।। ৬০।।
নষ্টবুদ্ধি গৃহী যেন মূর্খ অতিশয়।
দিনে দিনে টুটে আয়ু, তবু না বুঝয়।। ৬১।।
অল্পজলে বৈসে যেন ক্ষুদ্র জলচর।
রবির কিরণতাপে দহে কলেবর।। ৬২।।
যেন দুঃখী গৃহস্থ না গণে দুঃখভার।
সতত আকুল হঞা পুষে পুত্র-দার।। ৬৩।।
অলপে অলপে পঙ্ক ছাড়য়ে মেদিনী।
পুত্র-দার-আদি-মোহ যেন তত্ত্বজ্ঞানী।। ৬৪।।
নিশ্চলে রহিলা সিন্ধু শরৎ-সময়ে।
যেন মহামুনি তত্ত্বজ্ঞান পরিচয়ে।। ৬৫।।
দৃঢ়-সেতু বান্ধি' জল রাখিল কৃষাণে।
ইন্দ্রিয়-সংযম যেন কৈল যোগিগণে।। ৬৬।।
শরৎ রবির জ্বালা হরে নিশাপতি।
গোপীর বিরহতাপ যেন যদুপতি।। ৬৭।।
নির্ম্মেঘ গগনে হৈল নক্ষত্র নির্ম্মল।
সত্ত্বযুত চিত্ত যেন শুদ্ধ কলেবর।। ৬৮।।
আকাশমণ্ডলে শশী-নক্ষত্র-সমাঝে।
শোভে, যেন যদুনাথ যদুবংশ-মাঝে।। ৬৯।।
সমশীত, সমতাপ, কুসুম-পবন।
এ সুখ-সম্পদে সুখী হৈল সর্ব্বজন।। ৭০।।
ধেনু, মৃগী, পক্ষিণী, যতেক নারীজাতি।
গর্ভযোগ ধরিলে সংযোগে নিজ-পতি।। ৭১।।
প্রফুল্ল জলজ-সব রবির উদয়ে।
কুমুদ-মুদিত ভয়ে হৈল অতিশয়ে।। ৭২।।
যেন লোক হরষিত রাজ-দরশনে।
দুষ্ট চৌর পলায় রাখিতে নিজ-প্রাণে।। ৭৩।।
পুর-গ্রাম দ্বিবিধ উৎসবে উল্লসিতা।
বিবিধ সুপক্ক ধান্যে পৃথিবী পূরিতা।। ৭৪।।
বাণিজ্যে চলিল যত আছে বাণিজার।
নৃপ সব কৈল যাত্রা শত্রু জিনিবার।। ৭৫।।
চলিল তপস্বী, মুনি তপ সাধিবারে।
যা'র যথা মনোরথ, সেই তথা চলে।। ৭৬।।
এ সব শরৎকাল-গুণের ব্যাখ্যান।
বিংশতি অধ্যায় কহি কৃষ্ণগুণ-গান।।" ৭৭।।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস-বাণী।
মন দিয়া শুন কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী।। ৭৮।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী-বিংশঃ অধ্যায়ঃ।। ২০।।

একবিংশ অধ্যায়

শরৎকালে শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন-বিহার

(ধানসী-রাগ—দীর্ঘছন্দ)

"মধুমত্ত মধুব্রত, বিবিধ-কুসুমযুত,
মকরন্দ-সুগন্ধি পবনে।
নদ-নদী, সরোবর, শরৎ-নির্ম্মল জল,
বহু অদভুত বৃন্দাবনে।। ১।।
শুক-শারী, পরভৃত, বিবিধ-বিহগ-যুত,
বহুবিধ শবদ-ঝঙ্কার।
হেন বনে পরবেশি', অখিল-হৃদয়বাসী,
করে হরি বিবিধ বিহার।। ২।।
চঞ্চল বরিহাপীড়, বান্ধল কুসুমে চূড়,
নটবর-শেখর গোপাল।
দৃঢ়বন্ধ পীত-ধটী, উজ্বল কিঙ্কিণী-কটি,
শ্রুতিযুগে শোভে কর্ণিকার।। ৩।।
বৈজয়ন্তী-মালা দোলে, মণি-আভরণ ধরে,
অধর-সুধায় বেণু পূরে।
নব নব গোপসুত, চৌদিকে আনন্দ-যুত,
গায় গুণ, মাঝে যদুবরে।। ৪।।
যব ধ্বজ-পদ্মাঙ্কিত, সুললিত পদযুগ,
ভূষণ-ভূষিত বৃন্দাবনে।
অমিত গোধন-সঙ্গে বিবিধ কৌতুক-রঙ্গে,
পরবেশ কৈল নারায়ণে।। ৫।।

ব্রজগোপীগণের সঙ্গীত

শ্রীবৃন্দাবিপিনে শুনি, মধুর বংশীর ধ্বনি,
ব্রজবধূ সব এক মেলে।
আকুল মদনবাণে, বাহ্য কিছু নাহি জানে,
কহে গুণ, বর্ণিতে না পারে।। ৬।।
'ইথে ধিক্, নাহি আর' নয়ন সফল তা'র
যে যে দেখে কৃষ্ণমুখ-জ্যোতি।
চন্দ্র-কোটি-পরকাশ, মন্দ মধু সুধা হাস,
কি সখি, কহিব নারীজাতি ? ৭
নব চূতপল্লব, ময়ূরচন্দ্রিকা নব,
উতপল-কমলে রচিত।
আজানু কুসুম-মালে, মাঝে মাঝে শোভা করে,
পরিধান বিচিত্র-ভূষিত।। ৮।।
বলদেব-দামোদর, দিব্য-বেশ মনোহর,
শোভে ব্রজ-বালকের মাঝে।
ভুবন-মোহন-লীলা, খেলে নৃত্য-গীত-খেলা,
রাম-কৃষ্ণ নটবর-রাজে।। ৯।।

শ্রীকৃষ্ণ-বংশীর পরম সৌভাগ্য ও আকর্ষণ শক্তি

ওহে সখি, হের বল, বেণু কোন তপ কৈল
সব গোপী করিয়া নৈরাশে।
হরিমুখ-সুধানিধি, পান করে নিরবধি,
ধন্য বেণু জন্ম যেবা বংশে।। ১০।।
প্রফুল্ল কমলযুতা, সব নদী পুলকিতা,
জনমিল ভকততনয়।
'নিবসে আমার বনে, পুত্র বেণু এই-মনে
মুক্তি দিব এ কোন্ সংশয়।।' ১১।।
মধুরূপ অশ্রুধারে, সকল বৃক্ষের ক্ষরে,
পুত্রপ্রেম হৈল তরুগণে।
'জনমিল এই কুলে, আমরা তরিব হেলে',
এসব অদ্ভুত বৃন্দাবনে।। ১২।।
যেন কোন ধন্য কুলে, বৈষ্ণব জনম নিলে,
আনন্দ বাঢ়য়ে বৃদ্ধগণে।
অচেতন ধর্ম্ম যা'র, জীবধর্ম্ম হয় তা'র,
কি কহিব বৃন্দাবন-গুণে ? ১৩
শুন সখি সাবহিতা, শ্রীবৃন্দাবনের কথা,
বিস্তারিল বিশ্বকীর্ত্তি-ভার।
ধ্বজ-বজ্র-সুলক্ষিত, মুকুন্দ-পদ-ভূষিত,
যা'তে প্রভু করেন বিহার।। ১৪।।
গভীর বংশীর স্বনে, ঘন-বুদ্ধি শিখিগণে'
উল্লাসিতে করয়ে নাচনে।
ভক্ষ্য-ভক্ষকে মেলি', দেখে সেই নৃত্যকেলি,
সখ্যভাব হৈল জনে-জনে।। ১৫।।
ধন্য ঐ মৃগীগণ, দেখে শ্রীনন্দনন্দন
চিত্রবেশ, মধুর-মূরতি।

বংশীর মধুর ধ্বনি, নিশ্চল হইল শুনি',
প্রেমভাবে বাঢ়ল পীরিতি।। ১৬।।
মধুর মুরলীরব, শুনি' দেববধূ সব,
মন্দগতি রহে শূন্যপথে।
অখিল লাবণ্যধাম, গুণশীলে অবিরাম,
দেখিয়া মূরছি' পড়ে রথে।। ১৭।।
যবে কৃষ্ণ বেণু বায়, সব ধেনু রহি' চায়,
শ্রুতিযুগ-পুট ধরে তুলি'।
মুদিত নয়ন করি', হৃদয়ে চিন্তয়ে হরি,
দশনে কবল-ঘাস ধরি'।। ১৮।।
বৎস করে ক্ষীর পান, যবে শুনে বেণু-গান,
ক্ষীর-কবল মুখে ধরি'।
শ্রুতিযুগ উভ করি', অমনি ধেয়ায় হরি,
প্রেমরসে আপনা' পাসরি'।। ১৯।।
শুন সখি, হেন দেখি, বৃন্দাবনে যত পাখী,
ও-সব সাক্ষাৎ মুনিগণে।
রুচির বিরল ডালে, চড়িয়া গোপাল-পানে
চাহিয়া মুরলীনাদ শুনে।। ২০।।
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-যুত, নানা-বেদপথ যত,
তেজিয়া সকল একেবারে।
নিরমল ভক্তিপথে, রহে মুনি যেন-মতে
সে ধর্ম্ম দেখিলুঁ পক্ষিবরে।। ২১।।
মধুর মুরলীধ্বনি, সব নদীগণে শুনি',
কামভরে গমনমন্থরা।
অচল তরঙ্গ-ভুজে, মুকুন্দ-পদ-পঙ্কজে,
ধরিল কমল-উপহারা।। ২২।।
বলভদ্র-সহ হরি, গোপশিশু সঙ্গে করি',
বৃন্দাবনে চরায় গোধন।
দেখিয়া রবির জ্বালে, মেঘে আসি' ছত্র ধরে,
দেবে করে পুষ্প-বরিষণ।। ২৩।।
ও-সব শবর-নারী, কোন্ 'পুণ্য-তপ করি',
চরণকুঙ্কুম পাইল বনে?
গোপী-কুচযুগ-গত, গোবিন্দ-চরণে রত,
নিজ-কুচে করে আলেপনে।। ২৪।।
শুন, হের, গোপনারি, ধন্য গোবর্দ্ধন-গিরি,
উহা গণি—ভকতপ্রধান।
চরণ-রেণু-পরশে, পুলকে সর্ব্বাঙ্গ ভাসে,
হরিপদচিহ্ন নিজ-নাম।। ২৫।।
কন্দ, মূল, তৃণ, জল, বিবিধ-কুসুম, ফল,
বহুবিধ দিয়া উপহারে।
ধেনু-সঙ্গে শিশুগণ, রাম-সঙ্গে নারায়ণ,
আরাধিল বহু পরকারে।। ২৬।।
যতেক বালক মেলি', রাম-সঙ্গে বনমালী,
গোধন চরায় যদি বনে।
চরের স্থাবর-ধর্ম্ম, স্থাবরের চর-ধর্ম্ম,
হেন চিত্র দেখিল নয়নে।।' ২৭।।
এইরূপে বাল্যকেলি, কৈলা যত বনমালী,
শ্রীবৃন্দাবিপিনে কুতূহলে।
গোকুল-নগর-নারী, সভে হঞা এক মেলি,
বর্ণিতে থাকয়ে নিরন্তরে।। ২৮।।
প্রেম-রভস-রসে, আনন্দ-মানস-রসে,
কৃষ্ণময়ী ভেল ব্রজরামা।"
এ-সব চরিত্র লীলা, কৈলা দেবকীর বালা,
ভাগবত-আচার্য্য-রচনা।। ২৯।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণ্যেকবিংশঃ অধ্যায়ঃ।। ২১।।

দ্বাবিংশ অধ্যায়

শ্রীগোপরামাগণের শ্রীকাত্যায়নী-পূজা

(বরাড়ী-রাগ)

"অগ্রহায়ণ-মাস হৈল প্রথম হেমন্ত।
ব্রজবধূ-সব কৈল ব্রত-অনুবন্ধ।। ১।।
'দুর্গার্চন',-নাম ব্রত, হবিষ্য ভোজন।
কালিন্দীর জলে করে প্রভাতে মজ্জন।। ২।।
বালুকায় করে দেবী-প্রতিমা নির্ম্মাণ।
গন্ধমাল্য, ধূপ, বিবিধ বিধান।। ৩।।
প্রবাল, তণ্ডুল, ফল, নানা-উপহারে।
প্রতিদিন প্রাতঃকালে দুর্গাপূজা করে।। ৪।।
উঠিয়া রজনীশেষে আভীর-কুমারী।
সভেই সভারে ডাকে নাম ধরি' ধরি'।। ৫।।
বাহু-বাহু ধরিয়া কুমারী এক মেলে।
কৃষ্ণের নির্ম্মল যশ গায় উচ্চস্বরে।। ৬।।
আনন্দে চলিয়া যায় যমুনার তীর।
বিধিবোধে পরশ করয়ে তীর্থনীর।। ৭।।
কালিন্দীর তীরে থুঞা বস্ত্র-পরিধান।
বিবসনা হঞা জলে করে তীর্থস্নান।। ৮।।
দুর্গাদেবী পূজা করে পূরব-বিধানে।
বহুবিধ স্তুতি করি, করয়ে প্রণামে।। ৯।।
'কাত্যায়নি, মহামায়ে, মহাযোগিন্যধীশ্বরি!
নন্দগোপসুত পতি হৌক বনমালী।।' ১০।।
পূজিয়া চণ্ডিকা-দেবী দুর্গা-মহামায়া।
'নন্দসুত পতি দেহ—কর দেবি, দয়া।। ১১।।
জনমে জনমে হৌক নন্দসুত পতি।'
এই বর মাগিয়া পূজিলা ভগবতী।। ১২।।
এইমতে ব্রত পূর্ণ হৈল এক-মাসে।
অখিল-হৃদয়বাসী জানিলা বিশেষে।। ১৩।।

শ্রীকৃষ্ণের গোপী-বস্ত্রহরণ

মহাযোগেশ্বর হরি, ভকতবৎসল।
যা'র যে হৃদয় প্রভু জানেন সকল।। ১৪।।
'আমারে পাইতে কৈল দুর্গা-আরাধনে।
আমি সে পূরা'ব আশা যা'র যেন মনে।।' ১৫।।
গোপীর সঙ্কল্প-সিদ্ধি করিব কারণে।
গোপবালকের সাথে চলে নারায়ণে।। ১৬।।
অনুগত শিশু-সব নিজ-গুণ গায়।
অখিল-লাবণ্যধাম মধ্যে যদুরায়।। ১৭।।
যমুনার তীরে গেলা যথা ব্রজাঙ্গনা।
সঙ্কল্প করিয়া করে দেবী-আরাধনা।। ১৮।।
পরিধান-বস্ত্র যত তীরেতে আছিল।
তাহা লঞা জগন্নাথ কদম্বে চড়িল।। ১৯।।
হাসে গোপশিশু, কৃষ্ণ বলে পরিহাস।
'এথা আসি' লহ তোরা, যা'র যেই বাস।। ২০।।
মিথ্যা নাহি বলি আমি, কহি সত্যবাণী।
দেখিতেছি এথা রহি' তোরা তপস্বিনী।। ২১।।
তোমা'-সভায় মিথ্যা বাণী না হয় উচিত।
আমিহ না কহি মিথ্যা, বালকে বিদিত।। ২২।।
কবহু না কহি আমি অসত্য-বচনে।
পুছিয়া দেখহ সভে এই শিশুগণে।। ২৩।।
তমু যদি চিত্তে সবে প্রতীত না পাও।
একে একে আসি' নিজ বস্ত্র লঞা যাও।।' ২৪।।
পরিহাস-বচন শুনিয়া ব্রজাঙ্গনা।
আনন্দে মজিল গোপী, পাসরে আপনা।। ২৫।।
লাজে পড়ি' গোপীগণ হেঁট মাথা কৈল।
সভেই সভাকে চাহি' হাসিতে লাগিল।। ২৬।।
উঠিয়া না গেল কেহ কৃষ্ণের নিকটে।
শীতে কাঁপে সব গোপী পড়িয়া সঙ্কটে।। ২৭।।
কৃষ্ণের বচনে সভার হরিয়াছে মন।
আকণ্ঠ মজ্জিয়া জলে কি বলে বচন।। ২৮।।
'তোমাকে জানিঞে ভাল, নন্দের তনয়।
সর্ব্বলোকে মান্য তুমি, করিছ অন্যায়।। ২৯।।
লাজে, শীতে মরি আমি, দেহ ত বসন।
হইব তোমার দাসী, পালিব বচন।। ৩০।।
তবু যদি বস্ত্র তুমি না দিবে আমারে।
রাজারে জানা'ব, পাছে দোষ দিবে কারে? ৩১

এ বোল শুনিঞা প্রভু দেব দামোদর।
কুমারীগণেরে তবে দিলেন উত্তর।। ৩২।।
'তোরা হেন জান—আমি করি পরিহাস।
এথা আসি' লহ তোরা নিজ-নিজ বাস।। ৩৩।।
নহে বা না দিব বস্ত্র, কহিলু তোমারে।
ক্রুদ্ধ হৈলে তো'দের রাজা কি করিতে পারে? ৩৪
জানিঞা কুমারীগণ বচন নিশ্চয়।
কৃষ্ণের নিকটে যাইতে চিন্তিল হৃদয়।। ৩৫।।
দুই হস্তে ঝাপি' যোনি, জল হৈতে উঠে।
লাজে, শীতে কাঁপে গোপী, হাঁটে বা না হাঁটে।। ৩৬
শুদ্ধভাব গোপীর দেখিয়া বনমালী।
প্রসন্নহৃদয় হৈলা প্রভু নরহরি।। ৩৭।।
সকল বসন কৃষ্ণ তুলি' লৈল স্কন্ধে।
হাসিয়া বচন কিছু বলেন প্রবন্ধে।। ৩৮।।
'তপস্বিনী হৈয়া কৈলে দেবী আরাধনা।
জলেতে মজ্জিলে কেনে হঞা বিবসনা? ৩৯
গায়ের গরবে কৈলে এত অহঙ্কার।
এ বড় বিষম দেখি দুরিত তোমার।। ৪০।।
এ-সব পাপের যদি বাঞ্ছ প্রতিকার।
কর যুড়ি', শিরে ধরি' কর নমস্কার।। ৪১।।
এইমতে হইব সব দুরিত খণ্ডন।
তবে লঞা যাহ আসি, যা'র যে বসন।।' ৪২।।
কৃষ্ণের বচনে গোপীর হৃদয়ে প্রতীত।
'বিবসনে ব্রতভঙ্গ, এ হয় উচিত।। ৪৩।।
ব্রতভঙ্গ হঞা থাকে যদি ওই দোষে।
কৃষ্ণে করিলে প্রণাম পূর্ণ হৈব শেষে।। ৪৪।।
সর্ব্ব-কর্ম্ম ফলদাতা এই জগন্নাথ।'
এই চিন্তি' শিরেতে যুড়িল দুই হাত।। ৪৫।।

ব্রজগোপীগণের শ্রীকৃষ্ণ-
চরণপদ্মে আত্মসমর্পণ

সর্ব্ব-কলা-রস-শিরোমণি নারায়ণে।
জানিঞা প্রণাম কৈল অভয় চরণে।। ৪৬।।
শুদ্ধভাব গোপীর দেখিয়া দয়াময়।
ফেলাঞা বসন দিল সন্তোষ-হৃদয়।। ৪৭।।
নিজ-নিজ বসন পরিয়া ব্রজনারী।
দাণ্ডাইয়া রইল কদম্বতরু বেড়ি'।। ৪৮।।
চলিতে না পারে যেন চিত্রের পুত্তলি।
ঈষৎ কটাক্ষে চাহে শ্রীমুখ নেহালি'।। ৪৯।।
তপ, ব্রত, পূজা কৈল এই সে কারণে।
মহানিধি পাঞা গোপী তেজিব কেমনে? ৫০
গোপীর চিত্তের কথা জানিঞা সকল।
পুনঃ আর প্রভু তা'থে কি দিল উত্তর? ৫১

গোপীগণকে শ্রীকৃষ্ণের বরদান

'আমা পাইবারে সভে কৈলে সংকল্পনা।
হইব সফল তোমার দুর্গা-আরাধনা।। ৫২।।
সর্ব্বভাবে শরণ যে লইল আমাতে।
পুন অন্য কাম সভার না উঠিবে চিত্তে।। ৫৩।।
তিল, যব, ধান্য যদি ভাজিয়ে অনলে।
পুন কি তাহার আর উপজে অঙ্কুরে? ৫৪
চল চল ব্রজরামা, সিদ্ধ-ভক্তি হৈয়া।
আসিব রজনী, তা'থে রমিহ আসিয়া।। ৫৫।।
মোর সঙ্গে তুমি-সব করিহ রমণ।
যাহার উদ্দেশে কৈলে চণ্ডী-আরাধন।।' ৫৬।।
সর্ব্ব-মনোরথ-সিদ্ধি পাঞা গোপীগণে।
পদযুগ চিন্তিতে চলিল নিজ-স্থানে।। ৫৭।।

বৃক্ষ জন্মের প্রশংসা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের শিক্ষাদান

তবে গোপশিশু-সাথে দৈবকীনন্দন।
বৃন্দাবন ছাড়ি' গেলা আর দূর বন।। ৫৮।।
সুরভি চরায়' সঙ্গে অগ্রজ বলাই।
তরুগণ দেখি' কিছু বলিছে কানাঞি।। ৫৯।।
'হে শ্রীদাম, স্তোক-কৃষ্ণ, বিশাল, ঋষভ।
হে অংশ, অর্জ্জুন, দেবপ্রস্থ, বরূথপ।। ৬০।।
হে সুবল, হে ওজ, দেখ-দেখ ভাই।
অনেক জনম-ফলে বৃক্ষ-জন্ম পাই।। ৬১।।

শীতল মরুত, ছায়া, পত্র, ফল, ফুল।
ভস্ম, দারু, পল্লব, কলিকা, কন্দ, মূল।। ৬২।।
পরতুষ্টি-হেতু সব সম্পদ যাহার।
সকল জন্মের মাঝে বৃক্ষজন্ম সার।। ৬৩।।
সুজন জনের এইরূপ ব্যবহার।
পর-হেতু সকল তেজয়ে আপনার।। ৬৪।।
প্রাণ-ধন-দেহ-মনে করে পরহিত।
সুজন জনের হয়—এই সে চরিত।।' ৬৫।।
এইরূপে প্রশংসিতে যত তরুগণ।
যমুনার তীরে গিয়া হৈলা উপসন্ন।। ৬৬।।
সব ধেনুগণে করাইল জলপান।
পাছে গোপশিশু সঙ্গে কৃষ্ণ-বলরাম।। ৬৭।।
শীতল অমৃতজল সুখে কৈল পান।
তরুমূলে তথা প্রভু করেন বিশ্রাম।। ৬৮।।
বালক মেলিয়া তথা গোধন চরায়।
ক্ষুধায় আকুল শিশু, কৃষ্ণেরে জানায়।। ৬৯।।
দ্বাবিংশ অধ্যায়ে কহি এ গুণ-চরিত।
আর কৃষ্ণগুণ কহি, শুন পরীক্ষিত।।" ৭০।।
শুক-পরীক্ষিতে কথা দু'হার সংবাদ।
সুখে লোক বুঝিতে রচিল গুণবাদ।। ৭১।।
শ্রীগদাধর জান ধীরশিরোমণি।
ভাগবত-আচার্য্যের প্রেমতরঙ্গিণী।। ৭২।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী-দ্বাবিংশঃ অধ্যায়ঃ।। ২২।।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণ-সমীপে গোপবালকগণের অন্নপ্রার্থনা
(তুড়ি-রাগ)

"কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাবাহু, রাম হলধর।
ক্ষুধায় আকুল হৈল রাখাল-সকল।। ১।।
হেন বুঝি' কর' যেন ক্ষুধা নাহি পাই।
কোন পরকারে ভক্ষ্য মিলে এই ঠাঞি?' ২
জানাইল বালকে—শুনিঞা হৃষীকেশ।
যথা অন্ন পা'বে, তা'র কহিল উদ্দেশ।। ৩।।

যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণের নিকট অন্নযাজ্ঞা করিতে শ্রীকৃষ্ণের আদেশ

'এই ত কাননে বৈসে বৃদ্ধ দ্বিজগণ।
সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদ মহাতপোধন।। ৪।।
অঙ্গিরস'-নামে যজ্ঞ করে স্বর্গকামে।
তোরা যাঞা মাগ অন্ন সেই বিপ্র-স্থানে।। ৫।।
অগ্রজ রামের নাম প্রথমে ধরিহ।
আমার বচন তা'থে পশ্চাতে করিহ।। ৬।।
তবে তা'রা দিবে অন্ন, চলহ তুরিতে।'
আজ্ঞা শিরে ধরি' শিশু চলে সেই মতে।। ৭।।

ব্রাহ্মণগণের নিকট গোপবালকগণের অন্নযাজ্ঞা

উঠিয়া দাঁড়াইল শিশু সেই যজ্ঞ-স্থানে।
ভূমেতে পড়িয়া কৈল দণ্ড-পরণামে।। ৮।।
কর যোড় করি' বলে বিনয়-বচনে।
'শুনহ ব্রাহ্মণগণ, কর অবধানে।। ৯।।
গোপশিশু আমি সব হই কৃষ্ণদাস।
আজ্ঞাপাঞা আইলুঁ বিপ্র, তোমা'-সবা'-পাশ।। ১০।।
অগ্রজ বলাই তাঁ'র, সঙ্গে শিশুগণ।
নিকটে থাকিয়া প্রভু চরায় গোধন।। ১১।।
গণ-সহে হঞাছেন বড় বুভুক্ষিত।
অন্ন দেহ বিপ্রগণ, তাঁ'র সমুচিত।। ১২।।
যে যে বিপ্র হৈয়া থাকে যজ্ঞেতে দীক্ষিত।
তাঁ'র অন্নে দোষ যদি বলিবে পণ্ডিত।। ১৩।।

শুন হে ভূদেবগণ, তা'র সমাধান।
ধর্ম্মশাস্ত্র কহি কিছু তোমা-বিদ্যমান।। ১৪।।
'পশুসংস্থো'-নাম যজ্ঞ, আর 'সৌত্রামণী'।
তা'র অন্ন খাইলে পতিত হয় জানি।। ১৫।।
আর যজ্ঞে অন্ন খাইলে দোষ নাহি দেখি।
আমি কি কহিব বিপ্র, তুমি তা'র সাক্ষী।।' ১৬।।

ব্রাহ্মণগণ দ্বারা উপেক্ষিত গোপবালকগণের দুঃখ

কহিল এতেক যদি বিনয়-বচনে।
শুনিয়াও না শুনিল সব দ্বিজগণে।। ১৭।।
মনে দুঃখ পাঞা শিশু কি বোলে বচনে।
'কে বলে ইহারা বৃদ্ধ, কে বলে ব্রাহ্মণে? ১৮
বড় বড় কর্ম্ম করে, অল্প আশা ধরে।
জ্ঞানমূঢ় সাক্ষাতে, পণ্ডিত হেন বলে।। ১৯।।
মন্ত্র-তন্ত্র, দেশ-কাল, যজ্ঞ হুতাশন।
দেব-দ্বিজ, যজ্ঞ যত—সব নারায়ণ।। ২০।।
কৃষ্ণ বিনে অন্য কিছু নাহিক কল্পনা।
হেন কৃষ্ণ সাক্ষাতে, না দেখে মূর্খজনা।। ২১।।
সাক্ষাৎ পরমব্রহ্মে মানুষ-গেয়ানে।
অতি-মূর্খ ব্রাহ্মণ জানিল অনুমানে।।' ২২।।
আসিয়া জানাইল শিশু কৃষ্ণ-বিদ্যমানে।
এ বোল শুনিঞা কৃষ্ণ হাসে মনে-মনে।। ২৩।।
'যাচকের এই গতি— ভিক্ষা মাগি' খায়।'
ছলে কৃষ্ণ তত্ত্বজ্ঞান লোকেরে বুঝায়।। ২৪।।

ব্রাহ্মণ পত্নীগণের নিকট অন্নযাজ্ঞার জন্য
গোপবালকগণের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের আদেশ

'চল যজ্ঞস্থানে গোপশিশু আরবার।
বলভদ্র-সহ নাম ধরিহ আমার।। ২৫।।
পুণ্যবতী যজ্ঞপত্নী সতী পতিব্রতা।
শুনিলেই দিব অন্ন আমাতে ভকতা।।' ২৬।।
পাঠাইলা গোপশিশু, গেলা পত্নী-স্থানে।
ভূমেতে পড়িয়া গিয়া করিল প্রণামে।। ২৭।।
কর যোড়ি' শিরে ধরি' বিনয়-বচনে।
দূরে থাকি, কহে যজ্ঞপত্নী-বিদ্যমানে।। ২৮।।
'গোপশিশু আমি-সব কৃষ্ণ-অনুচর।
আমা' পাঠাইল প্রভু তোমার গোচর।। ২৯।।
এই ত' নিকট-বনে সঙ্গে হলধর।
গোপ-সহ সুরভি চরায় দামোদর।। ৩০।।
গণ-সহে রাম-কৃষ্ণ হঞাছে ক্ষুধিত।
অন্ন দেহ যজ্ঞপত্নী, তা'র সমুচিত।।' ৩১।।

শ্রীকৃষ্ণ-আজ্ঞা-শ্রবণ করে ব্রাহ্মণ পত্নীগণের
প্রেমভরে অন্নাদিসহ শ্রীকৃষ্ণসমীপে গমন

কৃষ্ণ-আগমন কথা শুনি' সেইক্ষণে।
মূরছিত হঞা ভূমে পড়ে সেই মনে।। ৩২।।
প্রেমরসে দ্বিজপত্নী আপনা' পাসরে।
কৃষ্ণকে দেখিব বলি' উঠিল সত্বরে।। ৩৩।।
দিব্যরত্ন-রচিত ভোজনপাত্র ধরি'।
বহুগুণ, চতুর্ব্বিধ, ওদন নৈল ভরি'।। ৩৪।।
আনন্দে পূরিয়া দ্বিজপত্নী চলি' যায়।
পতি, পুত্র বন্ধুগণে ধরিয়া রহায়।। ৩৫।।
গোবিন্দ হরিল চিত্ত, রাখে কা'র শক্তি?
তুরিতে চলিয়া গেল সব দ্বিজ-সতী।। ৩৬।।
খরবেগ নদী যদি চলে সিন্ধুমুখে।
হেন কা'র শক্তি আছে, যে তাহারে রাখে? ৩৭

শ্রীযাজ্ঞিক-পত্নীগণের শ্রীগোবিন্দ-দর্শন-লাভ

যেরূপ দেখিল কৃষ্ণ দ্বিজপত্নীগণে।
কহিব তোমারে, রাজা, শুন সাবধানে।। ৩৮।।
শীতল যমুনাকূলে অশোকের তলে।
ললিত-লহরী-বাত বহে পরিমলে।। ৩৯।।
বহু সুখ, বহু গন্ধ, বিবিধ আনন্দ।
বহুবিধ কুসুম, কমল-মকরন্দ।। ৪০।।
নবদল-পল্লব অশোক-তরুবরে।
কনক-পরিধি পরে শ্যাম-কলেবরে।। ৪১।।

ময়ূর-চন্দ্রিকা, নবধাতু, বনমালা।
নবদল-পল্লব ধরয়ে নন্দলালা।। ৪২।।
নটবর-বেশ ধরে ত্রিভঙ্গ-সুন্দর।
অনুগত শিশু-স্কন্ধে দিয়া বামকর।। ৪৩।।
অখিল-লাবণ্য-লীলা ধরে যদুরায়।
দক্ষিণ কোমল-করে কমল ঢুলায়।। ৪৪।।
ললিত-চলিত উতপল শ্রুতিমূলে।
চঞ্চল অলকা চারু সুন্দর কপোলে।। ৪৫।।
শ্রীমুখ-পঙ্কজে চারু মন্দ মৃদু হাস।
যেন ঘন-মেঘে চন্দ্র-কোটী-পরকাশ।। ৪৬।।
এরূপ-দেখিল দ্বিজসতী পতিব্রতা।
জনমে জনমে তাঁ'রা মুকুন্দ-ভকতা।। ৪৭।।
প্রথম শ্রবণ-রসে শ্রুতিযুগ পূরে।
দরশন-রসে দুই আঁখিরন্ধ্র ভরে।। ৪৮।।
ধ্যানভাবে কৈলা হরি হৃদয়-কমলে।
ভাবে আলিঙ্গন দিল যুড়ি' দুই করে।। ৪৯।।

ব্রাহ্মণপত্নীগণের শ্রীকৃষ্ণে আত্মা-নিবেদন ও
শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক তাঁহাদের অনুরাগ-পরীক্ষা

পতি-পুত্র, গৃহ-ধন তেজিয়া সকলে।
যজ্ঞপত্নী শরণ হইল পদমূলে।। ৫০।।
অখিল-ভুবন-সাক্ষী প্রভু নারায়ণে।
বুঝিয়া হাসিয়া তা'রে কি বোলে বচনে।। ৫১।।
'আইস' 'আইস' নারীগণ, 'কহ ত কল্যাণে।
দেখিবারে আইলে, আমা' দেখিলে নয়নে।। ৫২।।
ধন্য পুণ্য-জন্ম, যা'র থাকে আত্মরতি।
নিরবধি করে তা'রা আমাতে ভকতি।। ৫৩।।
ধন, জন, সুত, দার যে যে অনুবন্ধে।
প্রিয় করি' মানে তা'রা আত্মার সম্বন্ধে।। ৫৪।।
যাবৎ আত্মার থাকে শরীরে সংযোগ।
তাবৎ মানিঞা ধন-সুত-সুখভোগ।। ৫৫।।
হেন সাক্ষাৎ আত্মা—আমি নারায়ণ।
আমা' ছাড়ি' কা'তে প্রীতি করে বুধজন? ৫৬
উচিতে আমাতে তুমি করিলে ভকতি।
যাহ যাহ নিজ গৃহে শীঘ্র, দ্বিজসতি।। ৫৭।।
বিপ্রজাতি স্বামী তোর, ছিদ্র অনুসারে।
ছিদ্র পাঞা তেজিতে বিলম্ব নাহি করে।। ৫৮।।
যজ্ঞ করে দ্বিজগণ গৃহবাসী হঞা।
সেই যজ্ঞ সমাধিব তোমা-সভা লঞা।। ৫৯।।
এ-বোল বুঝিয়া তুমি চল শীঘ্র ঘরে।'
তবে যজ্ঞপত্নীগণে কি বোলে উত্তরে।। ৬০।।
'হেন কি নিষ্ঠুর বাণী বলিতে যুয়ায়?
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডপতি তুমি যদুরায়।। ৬১।।
জগতে বিদিত সত্য তোমার বচন।
প্রণত জনেরে তুমি করহ পালন।। ৬২।।
হেন অঙ্গীকার প্রভু হঞ্যাছে তোমার।
সর্ব্ব বেদশাস্ত্রে কহে এই সমাচার।। ৬৩।।
হেন সত্য বাক্য, প্রভু, করহ পালন।
যজ্ঞপত্নী মোরা লৈলুঁ চরণে শরণ।। ৬৪।।
চরণে ঠেলিয়া তুমি ফেলিবে তুলসী।
কেশে ধরি' মোরা তাহা রাখিব শিরসি।। ৬৫।।
এই সে কারণে আইলুঁ বন্ধুগণ তেজি।
থাকিব এথাই মোরা পদযুগ ভজি'।। ৬৬।।
পতি, সুত, জনক-জননী যদি তেজে।
ভাই, বন্ধু, বান্ধব আনের কিবা কাজে।। ৬৭।।
তমু ত' অভয়-পদে পড়িল তোমার।
অভয়চরণ-বিনে গতি নাহি আর।। ৬৮।।
বুঝিয়া করিবে আজ্ঞা, তুমি সে প্রমাণ।
তোমার চরণ ছাড়ি' গতি নাহি আন।।' ৬৯।।

ব্রাহ্মণপত্নীগণের শ্রীকৃষ্ণাদেশে
পুনরায় যজ্ঞস্থলে গমন

এ-সব বচন শুনি' করুণাসাগর।
কৃপা করি' দিলা তা'রে প্রবোধ উত্তর।। ৭০।।
'কেহ ক্রোধ না করিব পতি-সুতগণে।
বিশেষে করিব পূজা এ-তিন ভুবনে।। ৭১।।

দেবে পূজা করিব, আনের কিবা দায় ?
আমার প্রসাদে সুখে থাক সর্ব্বথায়।। ৭২।।
নিকটে থাকিলে নাহি বাড়ে অনুরাগ।
মনেতে ভাবিহ, আমা পাইবে সংযোগ।।' ৭৩।।
প্রবোধ-বচন পাঞা যজ্ঞপত্নীগণে।
পালটি আইল পুন সেই যজ্ঞস্থানে।। ৭৪।।

ব্রাহ্মণগণের নিজপত্নীদের ভাগ্যের প্রশংসা
ও নিজদিগকে আত্মধিক্কার

নিজ-নারী দেখিয়া আনন্দ দ্বিজগণে।
যজ্ঞপত্নী লঞা কৈল যজ্ঞ-সমাধানে।। ৭৫।।
ধরিয়া রাখিল স্বামী এক দ্বিজসতী।
ঘরের ভিতরে রৈল, না পাইল সংহতি।। ৭৬।।
হৃদয়ে চিন্তিয়া কৃষ্ণে দিল আলিঙ্গন।
ছাড়িল শরীর কর্ম্ম-নিবন্ধ-বন্ধন।। ৭৭।।
সর্ব্ব-যজ্ঞপতি যজ্ঞভোজী নারায়ণ।
বালক সহিতে কৈল ওদন ভোজন।। ৭৮।।
লীলানর-শরীর মাধব, হৃষীকেশ।
নানারূপে সর্ব্বলোকে মোহে গোপবেশ।। ৭৯।।
দ্বিজগণে দেখিল আপন পাপচয়।
মনে বিমরিষ হঞা ভাবিল বিস্ময়।। ৮০।।
'নারীজাতি হৈয়া দেবদেব নারায়ণে।
সাধিল এরূপ ভক্তি নাহি অন্য জনে।। ৮১।।
আমি সব হই ব্রহ্ম-কুলেতে প্রবীণ।
সর্ব্বশাস্ত্রতত্ত্ব-জ্ঞাতা তমু ভক্তিহীন।। ৮২।।
ধিক্ ধিক্ রহু তপ, জ্ঞান, ব্রত, দানে।
ধিক্ ধিক্ রহু এই পামর জীবনে।। ৮৩।।
নিশ্চয় কৃষ্ণের মায়া মোহে সর্ব্বজ্ঞানী।
নরগুরু হৈয়া আমি না জানি আপনি।। ৮৪।।
সর্ব্বলোক-বিমোহীন মায়া ভগবতী।
খণ্ডিবারে পারে তাহা কাহার শকতি ? ৮৫।।
সর্ব্বলোক নাথ লক্ষ্মীকান্ত, যদুপতি।
সাধিল তাহাতে ভক্তি, হঞা নারীজাতি।। ৮৬।।
দ্বিজধর্ম্ম না ধরে, না বৈসে গুরুকুলে।
তপ, শৌচ, জ্ঞান, কর্ম্ম—একহি না করে।। ৮৭।।
সুদৃঢ়-ভকতি তহু ধরে নারায়ণে।
আমি সব বঞ্চিত, থাকিতে এত গুণে।। ৮৮।।
মত্ত হৈয়া রহিলাম পুত্র-দার পাঞা।
গর্গমুনি যে কহিলা, তাহা পাসরিয়া।। ৮৯।।
পূর্ণকাম জগন্নাথ নাহি তাঁ'র কামে।
তবে সে মাগিল অন্ন, লোক-বিড়ম্বনে।। ৯০।।
সর্ব্বভাবে লক্ষ্মী যাঁ'র ভজে পদমূলে।
হেন প্রভু অন্ন মাগে, কে বুঝিতে পারে।। ৯১।।
মন্ত্র-তন্ত্র-ধর্ম্ম-যজ্ঞ-দেব-দ্বিজময়।
হেন কৃষ্ণ সাক্ষাৎ মানুষরূপ হয়।। ৯২।।
যদুকুলে জন্ম হৈল, এহ জানি ভালে।
হেন মূর্খ আমি-সব বিস্মরিল হেলে।। ৯৩।।
পূর্ণব্রহ্ম, জগন্নাথ, কমলানিবাস।
যাঁহার মায়ায় ভ্রমি নানা গর্ভবাস।। ৯৪।।
সে-দেবচরণে আমি কৈলুঁ নমস্কার।
না জানিয়া দোষ কৈল, ক্ষেম একবার।।' ৯৫।।
'শীঘ্র গিয়া দেখি হরি'—হেন চিত্তে আছে।
কংসভয়ে তথা নাহি চলি' গেলা পাছে।।" ৯৬।।
বিপিন-বিহারি, কৃষ্ণ-চরিত্র রচন।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুর ভাষণ।। ৯৭।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী-ত্রয়োবিংশঃ অধ্যায়ঃ।। ২৩।।

চতুর্বিংশ অধ্যায়

নন্দাদি গোপগণের ইন্দ্রপূজার আয়োজন
দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের জিজ্ঞাসা
(ললিত-রাগ)

শুকমুনি বলে,—"রাজা, শুন সাবহিতে।
আর অদভুত কহি গোপাল-চরিতে।। ১।।
'গোবর্দ্ধন'-নামে গিরি বৃন্দাবনে আছে।
নন্দ আমি যত গোপ গেল তা'র কাছে।। ২।।
নানা-ভক্ষ্য-পান নিল, বিবিধ সম্ভার।
ইন্দ্রযোগ করিতে রচিল পরকার।। ৩।।
হেনকালে গেলা কৃষ্ণ, সঙ্গে বলরাম।
অনুগত গোপশিশু গায় গুণ-নাম।। ৪।।
অখিল-ব্রহ্মাণ্ড প্রভু দেখে নিজ-জ্ঞানে।
জানিঞাহো পুছে নন্দ-আদি গোপগণে।। ৫।।
'কি ভয় 'গোকুলে, কিবা হঞাছে সংশয় ?
কি কারণে কর এত সম্ভার-সঞ্চয় ? ৬
কি ফল, কি বিধি হয়, কি হয় উদ্দেশ ?
কি দেবতা পূজ, পিতা, কহিবা বিশেষ।। ৭।।
সাধুজনে গুপ্ত-কথা গোপ্য নাহি করে।
যাঁ'র বুদ্ধি নাহি শত্রু-মিত্র-পরে।। ৮।।
শুনিবারে যোগ্য যদি হই যোগ্য পাত্র।
কহিবে সকল কথা, শুন মোর তাত।। ৯।।
না জানিঞা, জানিঞা, মানুষে কর্ম্ম করে।
জানিঞা যে করে কর্ম্ম, সিদ্ধি হয় তা'রে।। ১০।।
না জানিঞা করে কর্ম্ম সম্পূর্ণ না হয়।
কেমন বিচারে তুমি কর ব্রজরায় ? ১১
নহে বা লৌকিক, পারম্পর্য্য-ক্রমাগতে।
সর্ব্বকাল করিছ, কহিবা এই তত্ত্বে।।' ১২।।

নন্দমহারাজের ইন্দ্রপূজা করিবার কারণ বর্ণন

এ-বোল শুনিঞা নন্দ দিলেন উত্তর।
কহিয়ে তোমারে বাপু, বিশেষ সকল।। ১৩।।
ইন্দ্র ত্রিভুবনে রাজা দেবের ঈশ্বর।
যত মেঘগণ তা'র সব অনুচর।। ১৪।।
মেঘ বরিষয়ে জল সর্ব্বলোকহিত।
এই সে কারণে ইন্দ্র লোকের পূজিত।। ১৫।।
নানা দ্রব্য-উপহার, বিবিধ বিধানে।
নানা যজ্ঞ করি, ইন্দ্র পূজে সর্ব্বজনে।। ১৬।।
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম—এই তিন পুণ্যফল।
ইন্দ্র ফলদাতা, তিন ফলের ঈশ্বর।। ১৭।।
এই সে কারণে বাপু করি ইন্দ্রপূজা।
লোকের জীবন ওই, ত্রিভুবনরাজা।। ১৮।।
পারম্পর্য্যগত কুলধর্ম্ম এই আছে।
কাম-লোভে যে ছাড়ে, নরক যায় পাছে।।' ১৯।।

শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক ইন্দ্রপূজা নিষেধ ও যুক্তিদ্বারা
শ্রীগোবর্দ্ধন পূজা-প্রবর্ত্তন

এতেক শুনিঞা প্রভু দেব-চূড়ামণি।
ইন্দ্রে বাঢ়াইতে কোপ বলে কোন বাণী।। ২০।।
'কর্ম্মে লোক জনমে, প্রমাণ ওই কর্ম্ম।
সুখ-দুঃখ-কুশল যতেক জীবধর্ম্ম।। ২১।।
যদি বল—কর্ম্ম-প্রভু করে ফল-দানে।
সেহ আর প্রভু ভজে, সেহ আর জনে।। ২২।।
কর্ম্ম-প্রভু ছাড়ি' আর নাহি ফলদাতা।
হেন কর্ম্ম ছাড়ি' কেন ইন্দ্র পূজ পিতা ? ২৩
ইন্দ্রে কি করিব, কর্ম্মে যে যে আছে যা'র ?
সে পুন অন্যথা নৈব—এই সে বিচার।। ২৪।।
স্বভাব-অধীন লোক স্বভাবেই নড়ে।
স্বভাবে বান্ধিয়া রাখে সব সুর-নরে।। ২৫।।
ছোট-বড় তনু পায় স্বভাবের ফলে।
স্বভাবে ছাড়িয়া তনু নানা দিগে চলে।। ২৬।।
শত্রু-মিত্র-গুরু-ধর্ম্ম স্বভাবে মিলায়।
কর্ম্ম ছাড়ি' আন কেন পূজ ব্রজরায় ? ২৭
স্বধর্ম্ম তেজিয়া যেবা করে পরধর্ম্ম।
কুশল না হয় তা'র, সভে পরিশ্রম।। ২৮।।
নিজ-পতি ছাড়িয়া অসতী নারীগণে।
উপপতি সেবে যেন নরক-কারণে।। ২৯।।

ব্রাহ্মণ-কুলের ধর্ম্ম—ব্রহ্ম-উপাসন।
ক্ষত্রিয়কুলের ধর্ম্ম—পৃথিবী-পালন।। ৩০।।
বৈশ্য-কুলধর্ম্ম আছে—'বার্ত্তা' হেন নামে।
শূদ্রজাতির এই ধর্ম্ম—ব্রাহ্মণ-সেবনে।। ৩১।।
কৃষিকর্ম্ম, বাণিজ্য, আর গো-রক্ষণা।
লভ্যবৃত্তি কহে আর এ চারি যোজনা।। ৩২।।
তা'র মধ্যে পশুবৃত্তি আমি গোপ জাতি।
তবে কেন পশু ছাড়ি' পূজ সুরপতি? ৩৩
সত্ত্ব-রজ-তম হেন আছে তিন গুণ।
উৎপতি-প্রলয়-স্থিতি-হেতু ভিন্ন ভিন্ন।। ৩৪।।
রজোগুণে বিবিধ বিশ্বের উৎপতি।
রজোগুণে রাখিব, কি করে সুতপতি? ৩৫
রজোগুণে আজ্ঞা দিলে মেঘে দিব জল।
তবে সর্ব্বলোক সুখী হৈব নিরন্তর।। ৩৬।।
গ্রামে নাহি বসি আমি, নাহি পুর-ঘর।
বনবাসী আমি, বনে থাকি নিরন্তর।। ৩৭।।
পর্ব্বত-নিকটে বসি, ও হয় দেবতা।
সভে কর ওই পর্ব্বতের পূজা, পিতা।। ৩৮।।
ইন্দ্র পূজিবারে যত হঞাছে রচনা।
তাই দিয়া কর ওই গিরি আরাধনা।। ৩৯।।
আজ্ঞা দেহ দ্বিজগণে করুন রন্ধন।
নানা পাক, সূপ হউক, বিবিধ ওদন।। ৪০।।
পিষ্টক, মোদক হৌক, বহু গুড়পাক।
ঘৃতপক্ক বিবিধ ব্যঞ্জন, বহু শাক।। ৪১।।
কুণ্ড জ্বালি দ্বিজগণে করুন হবন।
এই মতে যজ্ঞ করি' পূজহ ব্রাহ্মণ।। ৪২।।
প্রচুর ভূষণ, ধেনু, কনক-দক্ষিণা।
ব্রাহ্মণকে দিলে হৈব যজ্ঞ-সমাপনা।। ৪৩।।
সর্ব্বলোকে দেহ অন্ন ভোজন, ভূষণ।
চণ্ডাল-পতিত-আদি পূজ সর্ব্বজন।। ৪৪।।
নব ঘাস আনি' দেহ গোধনের তরে।
পর্ব্বতে সাজিয়া দেহ সর্ব্ব-উপহারে।। ৪৫।।
সর্ব্ব-গোপ সুখী হঞা করুন ভোজন।
গন্ধ, পুষ্প, দিব্য বস্ত্র ধরিয়া ভূষণ।। ৪৬।।
দিব্য বেশ, ভূষণ ধরিয়া সর্ব্বলোকে।
গোধন চালাঞ্যা কথো গোপ চলু আগে।। ৪৭।।
প্রদক্ষিণ কর বিপ্র-পর্ব্বত বেঢ়িয়া।
কহিলু তোমারে, পিতা, তত্ত্ব বিচারিয়া।। ৪৮।।
বুঝিয়া করহ যজ্ঞ, কহিল যুগতি।
সর্ব্ব-গোপগণে যদি থাকে অনুমতি।।" ৪৯।।
মুনি বলে—"শুন রাজা, বলিয়ে তোমারে।
শক্র-দর্প খণ্ডিলা এতেক পরকারে।। ৫০।।
কালরূপী নারায়ণ সর্ব্ব মায়া জানে।
কা'র চিত্তে নহে ভ্রম তাঁহার বচনে? ৫১
নন্দ-আদি যত গোপ শুনিঞা উত্তরে।
'সাধু সাধু' বলিয়া বাখানে দামোদরে।। ৫২।।
ব্রাহ্মণ বরিয়া স্বস্তি করিল বাচন।
আরম্ভ করিয়া যজ্ঞ কৈল সমাপন।। ৫৩।।
বিবিধ দক্ষিণা-দান দিলা দ্বিজগণে।
ভূষণ-ভোজন-পান দিল সর্ব্বজনে।। ৫৪।।
উত্তম কোমল তৃণ গোধনে ভুঞ্জাঞ্যা।
আনন্দে গোয়ালা চলে গোধন চালাঞ্যা।। ৫৫।।
বড় বড় শকট বলদ-স্কন্ধে যুড়ি'।
দিব্য বেশ ধরি' গোপ শকটেতে চড়ি'।। ৫৬।।
প্রদক্ষিণ করে বিপ্র-পর্ব্বত বেঢ়িয়া।
কৃষ্ণগুণ গায় গোপী শকটে চড়িয়া।। ৫৭।।
নর-নারী-বাল-বৃদ্ধ দিব্য বেশ ধরে।
আনন্দে পর্ব্বত বেঢ়ি' প্রদক্ষিণ করে।। ৫৮।।
কৃষ্ণের মঙ্গলযশ গায় উচ্চস্বরে।
উঠিল মঙ্গল-ধ্বনি গগন-উপরে।। ৫৯।।

শ্রীকৃষ্ণের গোবর্দ্ধনরূপ ধারণ ও
বিবিধ নৈবেদ্য গ্রহণ

হেনকালে প্রভু কৃষ্ণ হৈল আর রূপ।
মূর্ত্তিমান্ হৈলা যেন পর্ব্বত স্বরূপ।। ৬০।।
'আমি এই পর্ব্বত সাক্ষাতে মূর্ত্তিমান্।
ভুঞ্জিব সকল যজ্ঞ, দেখ বিদ্যমান।।' ৬১।।

এ বোল বলিয়া যত যজ্ঞ-উপহার।
ভুঞ্জিয়া রহিল সেই পর্ব্বত-মাঝার।। ৬২।।
গোপগণে প্রতীত করাইল পরকারে।
আপনে প্রণাম প্রভু কৈলা আপনারে।। ৬৩।।
দেখিয়া সম্ভ্রম পাইলা সকল গোয়ালে।
'সাক্ষাৎ পর্ব্বত দেব জানি এতকালে।। ৬৪।।
আমি সব না জানিঞা করি' অবজ্ঞানে।
এত উৎপাত-দুঃখ পাইলুঁ তে-কারণে।। ৬৫।।
আজি হৈতে পর্ব্বতে পূজিব সর্ব্বকালে।'
দণ্ডবৎ হঞা গোপ পড়ে ভূমিতলে।। ৬৬।।
পুনঃ পুনঃ প্রণাম করয়ে দৃঢ়মনে।
সে রূপ ছাড়িয়া রহে নন্দের নন্দনে।। ৬৭।।
যজ্ঞ-সাঙ্গ হৈল গোপ পূরিয়া হরষে।
রাম-কৃষ্ণ-সহিতে গোকুলে চলি' আইসে।। ৬৮।।
চতুর্বিংশোধ্যায়ে কহি এ গুণ-চরিত।
কৃষ্ণের নির্ম্মল যশে জগৎ পূরিত।। ৬৯।।
ভাগবত-আচার্য্যের প্রবন্ধ রসময়।
সুখে যেন সর্ব্বলোক বুঝে অতিশয়।। ৭০।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী-চতুর্বিংশঃ অধ্যায়ঃ।। ২৪।।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

যজ্ঞভঙ্গে ইন্দ্রের ক্রোধ ও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দুর্বাক্য

(বসন্ত-রাগ)

"যজ্ঞ ভঙ্গ শুনি' কোপ কৈল দেবরাজ।
'কে হয় গোয়ালা-জাতি, করে হেন কাজ? ১
দেবাসুর-গন্ধর্বে আমার করে পূজা।
কে হয় মানুষ-জাতি, সুর-লোকে রাজা? ২
মানুষ গোয়াল-জাতি করে অপমান।
ছাওয়াল কানাঞিঃ, তা'রে বড়-হেন জ্ঞান।। ৩।।
বাচাল, বালিশ, স্তব্ধ, অজ্ঞ, হেন জানি।
'কৃষ্ণ-নাম, মানুষ, পণ্ডিত-হেন-মানী।। ৪।।
হেন কৃষ্ণ পাঞা হেলা করে এত বড়।
বনে বৈসে গোপজাতি, বুদ্ধি কত বড়? ৫
অহঙ্কারে ক্রুদ্ধ ইন্দ্র গালি এত দিল।
ইন্দ্রমুখে সরস্বতী সেই স্তুতি কৈল।। ৬।।
যাহা-হনে সর্ব্বশাস্ত্র, বেদ-উৎপতি।
তে-কারণে 'বাচাল' বলিল সুরপতি।। ৭।।
'বালিশ' বলিল ইন্দ্র—ওই বাণী সার।
কোন কালে প্রভু নাহি করে অহঙ্কার।। ৮।।
তে-কারণে বালিশ বলিল বনমালী।
'স্তব্ধ' বলি' দিল ইন্দ্র আর এক গালি।। ৯।।
আপনা' চাহিতে বড় নাহি সর্ব্বলোকে।
তে-কারণে নম্র হঞা কোথাহ না থাকে।। ১০।।
'অজ্ঞ' বলি' এক গালি দিল পুরন্দর।
অজ্ঞ-পদ বাখানিব শুন নৃপবর।। ১১।।
কৃষ্ণকে অধিক' তত্ত্ব-জ্ঞান নাহি আর।
তে-কারণে 'অজ্ঞ' বোলে, ওই নাম সার।। ১২।।
বলিয়া 'পণ্ডিতমানী' দিল এক গালি।
সমস্ত-পণ্ডিত-মান্য, সেই সত্য বুলি।। ১৩।।
'কৃষ্ণ'-নাম ধরি' ইন্দ্র বলে তিরস্কার।
'কৃষ্ণ'-হেন নাম—এই চারিবেদ-সার।। ১৪।।
আনন্দ-পরমব্রহ্ম কহি কৃষ্ণ-নামে।
'মর্ত্ত্য' বলি' দিল গালি করিয়া বাখানে।। ১৫।।
ভক্ত তরাইতে কৃষ্ণ নররূপ ধরে।
ইন্দ্রমুখে সরস্বতী এই স্তুতি করে।। ১৬।।

ইন্দ্রকর্ত্তৃক ব্রজ-ধ্বংসে-প্রচেষ্টা

সম্বর্তক-আদি যত আছে মেঘগণ।
আজ্ঞা দিয়া ইন্দ্র তা'র ছাড়ায় বন্ধন।। ১৭।।

'আরে আরে মেঘগণ চল সাবধানে।
যজ্ঞভঙ্গ করিয়াছে যত গোপগণে।। ১৮।।
প্রলয়-কালের যত ধারা-বরিষণে।
ঝড়-বাত-বজ্রপাত-প্রলয়-গর্জনে।। ১৯।।
গোধন-সহিতে গোপ করহ সংহারে।
'গোপ'-হেন শব্দ যেন না থাকে সংসারে।। ২০।।
ভয় হেন মান যদি, শুন, মেঘগণ।
গজস্কন্ধে চড়ি' আমি আসিব এখন।।' ২১।।
আজ্ঞা পাঞা জলধর চলে সেইক্ষণে।
গোকুল বিনাশ করে ধারা-বরিষণে।। ২২।।
যেন-রূপ দিল আজ্ঞা ইন্দ্র সুরপতি।
সেইরূপে বরিষণে পূরায় জগতী।। ২৩।।
উচ্চ-নীচু না দেখি, পৃথিবী সমসর।
কেহ কাহো না দেখে, না চিনে নিজ-পর।। ২৪।।
বজ্রঘাত-ঝড়বাত-ধারা-বরিষণে।
অচেতন হৈল গোপ ঘন-গরজনে।। ২৫।।
শ্রবণে না শুনে কেহ, না দেখে নয়নে।
কে আছে কোথাতে, কেহ কাহে নাহি জানে।। ২৬

ব্রজবাসীগণের শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে শরণ-গ্রহণ

বসনে ঢাকিয়া শিশু কোলে নিল তুলি'।
শরণ পশিল কৃষ্ণে 'রাখ রাখ' বলি'।। ২৭।।
কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, দীনবন্ধু, দুরিত-ভঞ্জন!
তোমার সাক্ষাতে মরে নিজ-পরিজন! ২৮
যজ্ঞভঙ্গ শুনিঞা কুপিল সুরপতি।
তে-কারণে গোপকুলে এতেক দুর্গতি।।' ২৯।।
গোকুল আকুল দেখি' প্রভু দয়াময়।
কেমন যুগতি, কৃষ্ণ ভাবিল হৃদয়।। ৩০।।
'গোকুল রাখিব, ইহা কত বড় কাজ?
হেন বুদ্ধি করি দর্প—ছাড়ে দেবরাজ।। ৩১।।
ঈশ্বর বলিতে সভে আমাতে ঘটনা।
আমি-বিনে ঈশ্বর বলায় কোন্ জনা? ৩২
অলপ সম্পদ্ পাঞা, অলপ অধিকার।
আপনে ঈশ্বর-হেন করে অহঙ্কার।। ৩৩।।
নষ্টবুদ্ধি যে হয় সম্পদ্-অভিমানে।
তা'র দর্প-ভঙ্গ আমি করিব আপনে।। ৩৪।।
এই সে কারণে আমি কৈলুঁ অবতার।
অবশ্য করিব দুষ্ট-সম্পদ্-সংহার।।' ৩৫।।

শ্রীগোকুল-রক্ষার্থ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীগোবর্দ্ধন-ধারণ

এতেক ভাবিয়া কৃষ্ণ কোন বুদ্ধি করে।
টান দিয়া গোবর্দ্ধন-পর্ব্বত উপাড়ে।। ৩৬।।
বাম-হস্তে গোবর্দ্ধন ধরি' নিল তুলি'।
'ভয় নাহি' বলিয়া আশ্বাসে বনমালী।। ৩৭।।
'আসিয়া প্রবেশ কর পর্ব্বতের তলে।
দেখি, ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হঞা কি করে গোকুলে? ৩৮
পর্ব্বত পড়িব—হেন ভয় জানি কর।
যা'র যত আছে, লঞা প্রবেশ' ভিতর।। ৩৯।।
ধন-জন-গোধন যাহার যেই হয়।
তাহা লঞা প্রবেশহ, না করিহ ভয়।।' ৪০।।
কৃষ্ণের অভয়বাণী শুনি' গোপগণে।
তুরিতে প্রবেশ করি' রহে যথাস্থানে।। ৪১।।
এত বড় সঙ্কট তরিয়া ভাগ্যবশে।
ধন-জন-গোধন-সহিতে সুখে বৈসে।। ৪২।।
ঊর্দ্ধমুখে কৃষ্ণমুখ চাহে গোপগণে।
না ভোক, না শোষ, তা'রা রহে সেই মনে।। ৪৩।।
সপ্তদিন এক-হস্তে পর্ব্বত ধরিলা।
এক-পদ হৈতে আর পদ না তুলিলা।। ৪৪।।
যাঁ'র একরূপে ধরে অশেষ জগতী।
সে প্রভু পর্ব্বত ধরে—এ কোন্ শকতি? ৪৫

লজ্জিত ইন্দ্রের অহঙ্কার বিনাশ এবং ব্রজবাসীগণের নিজ-নিজ স্থানে গমন

সপ্তদিন মেঘ বরিষয়ে নিরন্তর।
ঐরাবত-গজে চড়ি' চাহে পুরন্দর।। ৪৬।।
কিছুই সম্ভ্রম নৈল গোকুল-উপরে।
লজ্জা পাঞা ইন্দ্র মেঘ আপনে নিবারে।। ৪৭।।

ভগ্নদর্প হৈল ইন্দ্র পাঞা অপমানে।
পালটিয়া মেঘ লঞা চলে নিজ-স্থানে।। ৪৮।।
দেখিয়া গোপাল বলে,—'শুন গোপগণে।
ধন-ধেনু লঞা সভে চল নিজ-স্থানে।। ৪৯।।
চৌদিগে বিমল সূর্য্য উদিত গগনে।
সুখে চলি' চল সভে গোকুল-ভুবনে।।' ৫০।।
এ বোল শুনিঞা গোপ হরিষত মনে।
ধন-ধেনু লঞা গোপ চলে সেইক্ষণে।। ৫১।।
শকটে তুলিয়া নিল সকল সম্ভার।
আনন্দে গোকুলে চলে যতেক গোয়াল।। ৫২।।
অমিতবিক্রম প্রভু ধরে শিশুলীলা।
পূর্ব্বস্থানে পর্ব্বত স্থাপিল নন্দবালা।। ৫৩।।
এ তিন ভুবনে হৈল 'জয় জয়'-নাদ।
গোপগোপী মেলি' সভে কৈল আশীর্ব্বাদ।। ৫৪।।
যশোদা-রোহিণী-নন্দ দিল আলিঙ্গন।
শিরে হস্ত দিয়া কৈল শ্রীমুখ-চুম্বন।। ৫৫।।
দ্বিজগণে বেদ পঢ়ে শিরে দিয়া হাথ।
ধান্য-দূর্ব্বা দিয়া মাথে কৈল আশীর্ব্বাদ।। ৫৬।।
আকাশে বাজিল শঙ্খ-দুন্দুভি-বাজন।
সুরগণে করে স্তুতি, পুষ্প-বরিষণ।। ৫৭।।
বিদ্যাধরী গায় গীত, অপ্সরা-নাচন।
সিদ্ধ-সাধ্য-মুনিগণে করয়ে স্তবন।। ৫৮।।
গোপগোপী মেলিয়া চৌদিগে গুণ গায়।
গোকুল প্রবেশ কৈলা প্রভু যদুরায়।। ৫৯।।
লীলায় পর্ব্বত প্রভু ধরিলা কৌতুকে।
'গোবর্দ্ধনধর'-নাম হৈল সর্ব্বলোকে।। ৬০।।
পঞ্চবিংশে কহি এই গোপালচরিত।
আর কথা শুন, রাজা, হঞা সাবহিত।।" ৬১।।
গোবর্দ্ধন-ধারণ-চরিত-পুণ্য-কথা।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস-গাথা।। ৬২।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী-পঞ্চবিংশঃ অধ্যায়ঃ।। ২৫।।

ষড়বিংশ অধ্যায়

শ্রীনন্দমহারাজাদি গোপগণের শ্রীকৃষ্ণগুণাবলী-কীর্ত্তন

(শ্যামগড়া-রাগ)

"এইরূপে অদভুত কৈল কত কর্ম্ম।
তা' দেখিয়া গোপকুলে লাগিলা সম্ভ্রম।। ১।।
গোপগণ মেলি' গেলা নন্দঘোষ-স্থানে।
কহিতে লাগিলা কথা নন্দ-বিদ্যমানে।। ২।।
'শুন শুন ব্রজপতি, নন্দঘোষ-রায়।
তোমার পুত্রের রীত বুঝনে না যায়।। ৩।।
সপ্ত বৎসরের শিশু কিবা শক্তি ধরে।
সপ্তদিন গোবর্দ্ধন এক-হস্তে ধরে।। ৪।।
শিশু হঞা পর্ব্বত লীলায়-হস্তে তোলে।
যেন মদমত্ত গজ কমলের ফুলে।। ৫।।
মহা-বলবতী নারী পূতনা রাক্ষসী।
স্তন পিতে তা'র প্রাণ হরিল গরাসি'।। ৬।।
তিন মাসের শিশু আছিল যখনে।
শকটের তলে থুঞা করাইল শয়নে।। ৭।।
স্তন খাইবার তরে যুড়িল ক্রন্দন।
উভ করি' তুলি' ধরে দু'খানি চরণ।। ৮।।
ঠেলায় শকট ভাঙ্গি' হৈল সাত খান।
শিশু হেন কর্ম্ম করে, কর অনুমান।। ৯।।
এক বৎসরের শিশু আছিল যখনে।
চক্রবাত-রূপে দৈত্য তুলিল গগনে।। ১০।।

গলা চাপি' ধরি' মারে তথাই অসুরে।
শিলাতে পড়িয়া দৈত্য হৈল শঙ্খচূরে।। ১১।।
ঘরে পশি' ক্ষীর-ননী চুরি করি' খায়।
উদুখলে বান্ধি' তা'রে যশোদা রহায়।। ১২।।
উখলি টানিঞা গেল বৃক্ষের নিয়ড়ে।
যমল-অর্জুন-হেন দুই বৃক্ষ পাড়ে।। ১৩।।
অঘ-বক দুই দৈত্য—পর্ব্বত-আকার।
তাহাকে মারিয়া রাখে শিশু চমৎকার।। ১৪।।
বৎসরূপী আর এক দৈত্য-গোটা মারে।
কালীনাগ মারিল নদীর বিষ-নীরে।। ১৫।।
উড়ি' যাইতে পাখা যা'র মরে বিষজলে।
হেন নাগ দমিল বিষম নদীজলে।। ১৬।।
কালীনাগ দমিয়া সবংশে কৈল দূর।
সেই যমুনার জল হৈল সুমধুর।। ১৭।।
আর এক মহাদৈত্য আইল ঘোরতর।
বলভদ্রে লঞা গেল আকাশ-উপর।। ১৮।।
তথায় মারিল দৈত্যে মুষ্টির প্রহারে।
শিশু হঞা হেন অদভুত কর্ম্ম করে।। ১৯।।
বৎস শিশু রাখে বনে পিয়া হুতাশন।
এ-দুই শিশুর মহাপুরুষ-লক্ষণ।। ২০।।
এ বড় অদ্ভুত, নরকুলেতে জনম।
কহ কহ নন্দঘোষ, না বুঝি কারণ।। ২১।।
সর্ব্বলোকে অনুরাগ বাঢ়ে অনুক্ষণে।
এ-দুই বালক বৈ আন নাহি জানে।। ২২।।
বুঝিতে না পারি, নন্দ, এ কোন শকতি।
মনে শঙ্কা লাগে, নন্দ, কহিবে যুগতি।। ২৩।।
গোপগণের বচন শুনিয়া নন্দঘোষ।
কহিতে লাগিলা পাঞা হৃদয়ে সন্তোষ।। ২৪।।

"গর্গমুনি যে কহিল, শুন গোপগণ।
মনে জানি, শঙ্কা কর শুনিয়া বচন।। ২৫।।
সত্যযুগে ধরে পুত্র শুক্ল-কলেবর।
ত্রেতাযুগে রক্তবর্ণ ধরে মনোহর।। ২৬।।
কলিযুগে পীতবর্ণ হ'বে কলেবরে।
কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছে এখনে দ্বাপরে।। ২৭।।
'বসুদেব'-নামে ছিল এক মহাজন।
একবার তাঁ'র ঘরে লঞাছে জনম।। ২৮।।
তে-কারণে 'বাসুদেব'-নামে লোকে করে।
গুণ-কর্ম্ম-অনুরূপে নানা নাম ধরে।। ২৯।।
গোপকুলে আনন্দ বাঢ়াইব নিরমল।
সর্ব্বলোক সুখী হৈব, তরা'ব সকল।। ৩০।।
অরাজক হঞাছিল জগৎ যখনে।
দুষ্ট লোক পীড়া দিল সব সাধুজনে।। ৩১।।
এই কৃষ্ণ সাধুলোকে বাঢ়াইল শকতি।
দুষ্ট লোক খণ্ডিয়া শাসিলা বসুমতী।। ৩২।।
এই কৃষ্ণে প্রেম যা'র হৈব ভাগ্যবশে।
খণ্ডিব সংসারবন্ধ, দুরিত-বিশেষে।। ৩৩।।
এই কৃষ্ণে জানিহ সাক্ষাৎ নারায়ণে।
গর্গমুনি বলিলেন এ-সব বচনে।। ৩৪।।
কহিলুঁ তোমারে গোপ, শঙ্কা জানি কর।
গর্গমুনি যে কহিল, সত্য করি' ধর।।' ৩৫।।

শ্রীনন্দনন্দনের স্বয়ং ভগবত্তা-শ্রবণে শ্রীব্রজবাসিগণের হর্ষোদয়

নন্দের বচন শুনি' সন্তোষ হৃদয়।
আনন্দিত হৈল লোক, খণ্ডিল সংশয়।।" ৩৬।।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস-ভাষা।
কৃষ্ণগুণ শুন, লোক, কৃষ্ণে ধর আশা।। ৩৭।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী-ষড়্বিংশঃ অধ্যায়ঃ।। ২৬।।

সপ্তবিংশ অধ্যায়

ভগ্নদর্প ইন্দ্রের শ্রীকৃষ্ণচরণে শরণ গ্রহণ ও তাঁহার স্তুতি

(শ্রীরাগ)

শুকমুনি বলে,—"রাজা, শুন সাবধানে।
গোবর্দ্ধন-গিরি যদি ধরিল নারায়ণে।। ১।।
ভগ্নদর্প হঞা ইন্দ্র আইল তৎক্ষণে।
সুরভি আইলা আর সুর-মুনিগণে।। ২।।
দণ্ডবৎ হঞা ইন্দ্র পড়ে ভূমিতলে।
কিরীট পরশ করে চরণযুগলে।। ৩।।
নমিত-কন্ধর, শিরে যুড়ি' দুই কর।
গদগদ হঞা স্তুতি করে পুরন্দর।। ৪।।
শুদ্ধসত্ত্ব-কলেবর, তুমি শান্তরূপ।
রজস্তমোগুণ-হীন পরম-স্বরূপ।। ৫।।
গুণ-অনুবন্ধ কলেবর—মায়াময়।
তা'র সহে তোমার সম্বন্ধ নাহি হয়।। ৬।।
লোভ-ক্রোধ-আদি যত দেহ অনুবন্ধ।
অজ্ঞান জনার হয় তাহাতে সম্বন্ধ।। ৭।।
গুণময়-দেহে নাহি তোমার সংযোগ।
কেমনে বলিব—আছে ক্রোধ-মোহ-লোভ ? ৮
তমু দণ্ড কর তুমি সুজান পণ্ডিত।
দুষ্ট নিবারিতে হয় এই সমুচিত।। ৯।।
দুষ্ট নিবারিয়া ধর্ম্ম করহ পালন।
অবতার কর তুমি, এই সে কারণ।। ১০।।
তুমি পিতা হিতকারী জগৎ-ঈশ্বর।
তে-কারণে দণ্ড করি' বুঝাহ সকল।। ১১।।
জগতের হিত-হেতু দণ্ড সমুচিত।
জানিয়া সে কর তুমি জ্ঞানে সুপণ্ডিত।। ১২।।
জগদীশ হেন যা'র হয় অভিমান।
তা'র সমুচিত দণ্ড কর, অপমান।। ১৩।।
আমা' হেন বুদ্ধিহীন থাকে যে যে জনা।
দণ্ড করি' কর তা'র কুমতি-খণ্ডনা।। ১৪।।
খলেরে নিগ্রহ তুমি কর এই মতে।
তবে দর্প ছাড়ি' রহে নিজ-ধর্ম্মপথে।। ১৫।।
সুরপতি হেন মোর হৈল অহঙ্কার।
সম্পদ তিমিরে হৈল দুর্মতি-সঞ্চার।। ১৬।।
তে-কারণে তোমা' প্রভু পাসরিলুঁ হেলে।
আর হেন মতি যেন নহে কোন কালে।। ১৭।।
না জানিঞা কৈলুঁ দোষ, ক্ষেম একবার।
কৃপা কর, হেন বুদ্ধি নহে যেন আর।। ১৮।।
দুষ্ট মারি' হরিব পৃথিবী-গুরুভার।
এই সে কারণে প্রভু, কৈলে অবতার।। ১৯।।
প্রণত জনের তুমি করিবে পালন।
অধর্ম্ম খণ্ডিয়া ধর্ম্ম করিবে স্থাপন।। ২০।।
কৃষ্ণ, বাসুদেব, নারায়ণ, ভগবান্।
সর্ব্বময়, সর্ব্বজীব, সর্ব্বভূত-প্রাণ।। ২১।।
শুদ্ধজ্ঞান, শুদ্ধমূর্ত্তি, শুদ্ধ কলেবর।'
এত বলি' প্রণাম করয়ে পুরন্দর।। ২২।।
'কোপে আমি কৈলুঁ এত ধারা বরিষণ।
গোকুল করিব নাশ—হেন মতিচ্ছন্ন।। ২৩।।
সেই মোর অনুগ্রহ হৈল, হেন বুঝি।
ভগ্নদর্প হঞা এবে প্রভু তোমা' ভজি।। ২৪।।
পিতা, মাতা, হিতকারী জগৎ-ঈশ্বর।
জানিঞা শরণ এবে নিল পুরন্দর।। ২৫।।

ইন্দ্রের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের করুণা ও সদুপদেশ

এত স্তুতি কৈল যদি ইন্দ্র সুরপতি।
তবে কৃষ্ণ বলে মেঘ-গম্ভীর ভারতী।। ২৬।।
'শুন ইন্দ্র, আমি তোমা'—যজ্ঞ-ভঙ্গ কৈল।
আমার প্রসাদে সেই অনুগ্রহ হৈল।। ২৭।।
ইন্দ্রপদ পাঞা তুমি মত্ত হইয়াছিলে।
দর্প-ভগ্ন হৈলে তুমি আমাকে জানিলে।। ২৮।।
সম্পদ্ তিমিরে অন্ধ না চিনে আমারে।
দণ্ড করি' আমি তবে করিয়ে উদ্ধারে।। ২৯।।
যা'রে অনুগ্রহ আমি করিব নিশ্চয়।
সম্পদ্ খণ্ডিলে তা'র সৎ-বুদ্ধি হয়।। ৩০।।
চল ইন্দ্র, থাক লঞা নিজ-অধিকার।
আর কোনকালে জানি কর অহঙ্কার।।' ৩১।।

শ্রীকৃষ্ণচরণপদ্মে সুরভির প্রণাম ও স্তব

সুরভি আসিয়া তবে করে দণ্ড-নতি।
পুষ্প-বরিষণ করে, বহুরূপ স্তুতি।। ৩২।।
'কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাযোগী, জগৎ-জীবন।
তুমি পতি, আমি সব নিজ পরিজন।। ৩৩।।
তুমি ইন্দ্র, তুমি প্রভু, পরম-দেবতা।
তুমি বন্ধু, তুমি গুরু, তুমি মাতা-পিতা।। ৩৪।।
কহিলা যে ব্রহ্মা—তুমি কর অবতার।
ইন্দ্রপদে অভিষেক করিব তোমার।। ৩৫।।
ব্রহ্মার আদেশ পাঞা আইল মুনিগণ।
আজ্ঞা দেহ অভিষেক করিব এখন।।' ৩৬।।

সুরভি ও ইন্দ্রের শ্রীকৃষ্ণাভিষেক

এতেক বলিয়া তবে জগৎ-জননী।
নিজ-ক্ষীরে অভিষেক করে চক্রপাণি।। ৩৭।।
আকাশ গঙ্গার জল আনি' পুরন্দর।
গজ-শুণ্ডে অভিষেক করে নিরন্তর।। ৩৮।।
সুর-ঋষিগণ নানা তীর্থ-জল আনি'।
অভিষেক-উৎসব করয়ে চক্রপাণি।। ৩৯।।
দেবমাতৃগণ আসি' অভিষেক করে।
আনন্দ-মঙ্গলে তবে তিন লোক পূরে।। ৪০।।
সুর-মুনি করাইল অভিষেক-স্নান।
সর্ব্ব লোক ধরিল 'গোবিন্দ' হেন নাম।। ৪১।।
তুম্বুরু-নারদ, সুর- সিদ্ধ-বিদ্যাধর।
গন্ধর্ব-চারণ-মুনি, বিবিধ কিন্ন র।। ৪২।।
নাচন-বাজন, গীত, পুষ্প-বরিষণ।
বিবিধ মঙ্গল-স্তুতি করে সর্ব্বজন।। ৪৩।।
আনন্দিত সর্ব্বলোক হৈল ত্রিভুবনে।
ক্ষীর-ধারে পূর্ণ হৈল সব ধেনুগণে।। ৪৪।।
নদীগণ বহে নানা রসময়-জলে।
বৃক্ষগণে মধুধারা স্রবে নিরন্তরে।। ৪৫।।
নানা শস্যে পূর্ণ হৈল ধরণীমণ্ডল।
উজ্বল বিবিধ মণি পর্ব্বত-শিখর।। ৪৬।।
দুষ্ট লোকে দুষ্ট-বুদ্ধি ছাড়িল তখনে।
হৃষ্টপুষ্ট সুখী ভোগী হৈল সর্ব্বজনে।। ৪৭।।
কৃষ্ণ-অভিষেক যত হৈল মহোদয়।
কহিতে না পারি, রাজা, শুন মহাশয়।। ৪৮।।
করিয়া গোবিন্দ-অভিষেক সুরপতি।
আজ্ঞা পাঞা চলি' গেলা সগণ-সংহতি।।" ৪৯।।
ভাগবত-আচার্য্য-রচিত রসময়।
শুনিলে দুরিত হরে খণ্ডে ভবভয়।। ৫০।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী-সপ্তবিংশো ধ্যায়ঃ।। ২৭।।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়

বরুণ-ভৃত্যের শ্রীনন্দাপহরণ

(সিন্ধুড়া-রাগ)

শুকমুনি বলে,—"শুন রাজা পরীক্ষিৎ।
আর অদভুত কহি কৃষ্ণের চরিত।। ১।।
নন্দঘোষ মহাবুদ্ধি একাদশী-দিনে।
নিরাহার উপবাস কৈলা শুদ্ধমনে।। ২।।
অল্পক্ষণ দ্বাদশী পারণা-দিবসে।
তে-কারণে নন্দঘোষ উঠি' রাত্রিশেষে।। ৩।।
স্নান করিবারে গেলা যমুনার জলে।
অসুরে হরিয়া নন্দ নিল হেনকালে।। ৪।।
আসুরী বেলায় নন্দ করে নিত্যকর্ম্ম।
অসুরে হরিয়া নিল দেখিয়া বিধর্ম্ম।। ৫।।

বর্ব্বর অসুর ধর্ম্মশাস্ত্র নাহি জানে।
অল্পক্ষণ দ্বাদশী, পারণা তে-কারণে।। ৬।।
নন্দঘোষ স্নান করে রাত্রি-অবসানে।
নিত্যকর্ম্ম করে, হেন অসুরে না জানে।। ৭।।
বরুণ-নিকটে নন্দে লইল হরিয়া।
ব্যাকুল হইলা গোপ নন্দে না দেখিয়া।। ৮।।
কান্দিয়া গোয়ালাগণ কৃষ্ণেরে জানায়।
অসুরে হরিয়া নন্দে নিল, যদুরায়'।। ৯।।

বরুণ-গৃহে শ্রীকৃষ্ণের গমন

অসুরে হরিল পিতা শুনি' নারায়ণে।
বরুণের পুরী হরি গেলা সেই ক্ষণে।। ১০।।
সাগরের জলমধ্যে বরুণের পুরী।
আঁখির নিমিষে তথা গেলেন শ্রীহরি।। ১১।।

বরুণকর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের পূজা ও স্তব

শুনিলা বরুণরাজ—আইলা যদুনাথ।
চরণকমলে পড়ে হঞা দণ্ডবৎ।। ১২।।
দিব্য রত্ন-মণি দিয়া পূজিল চরণ।
ত্রৈলোক্যের তুল্য-মূল্য দিল বহু ধন।। ১৩।।
বিবিধ উৎসব কৈল, বিবিধ মঙ্গল।
আনন্দে বরুণরাজা কি বলে উত্তর।। ১৪।।
'সফল শরীর মোর, জনম সফলে।
সর্ব্বমনোরথ-সিদ্ধি হৈল এতকালে।। ১৫।।
যা'র পদযুগ ভজি' গর্ভবাস তরি।
হেন প্রভু সাক্ষাতে দেখিল বনমালী।। ১৬।।
তোমার চরণে মোর বহু নমস্কার।
যা'র নামে তরে লোক এ-ঘোর সংসার।। ১৭।।
আমার কিঙ্কর মূর্খ, নাহি কর্ম্মবোধে।
আনিল তোমার পিতা, ক্ষেম অপরাধে।। ১৮।।
হের নন্দঘোষ পিতা, লেহ বিদ্যমানে।
অপরাধ ক্ষেম, প্রভু, জানাইল চরণে।।' ১৯।।

শ্রীকৃষ্ণের নন্দোদ্ধার ও গোকুলে প্রত্যাবর্ত্তন

এইরূপে সাধিল বরুণ লোকপাল।
পিতা লঞা গোপকুলে আইলা গোপাল।। ২০।।
দেখিয়া আনন্দ হৈল গোকুল-নগরে।
পরম বিস্মিত হঞা নন্দঘোষ বলে।। ২১।।
বরুণের দেখিলু সম্পদ, মহোদয়।
ত্রিভুবনে কেবা আছে তা'র বড় হয় ? ২২
দিব্যরত্ন-রচিত বিচিত্র পুরীখান।
যা'থে প্রবেশিলে খণ্ডে মানুষ-গেয়ান।। ২৩।।
আর যত দেখিলুঁ রতন-মহাধন।
সে সব আমার মুখে না যায় কহন।। ২৪।।
দিব্য মণি-রত্ন দিয়া পূজিল গোপাল।
কত কত স্তুতি-ভক্তি কৈল নমস্কার।। ২৫।।

শ্রীনন্দ-বাক্যে শ্রীকৃষ্ণকে গোপগণের ঈশ্বর-জ্ঞান
ও গোপগণকে শ্রীকৃষ্ণের ব্রহ্মলোক-প্রদর্শন

কহিতে না পারি আমি' শুন গোপগণ।
মোর কৃষ্ণ জানিলুঁ—সাক্ষাৎ নারায়ণ।।' ২৬।।
এ বোল শুনিঞা গোপ হরষিত মনে।
জগদীশ-হেন কৃষ্ণে জানিল গেয়ানে।। ২৭।।
হেলায় তরিব ঘোর সংসার-সাগর।
নিস্তার-কারণ—এই ত্রৈলোক্য-ঈশ্বর।। ২৮।।
গোপগণে যদি কিছু হৈল তত্ত্বজ্ঞান।
তা' দেখিয়া কৃপা কৈলা পুরুষ-পুরাণ।। ২৯।।
"নানা গর্ভবাসে লোক ভ্রমে কর্ম্মপথে।
কখনে কি গতি হয়, না বুঝে সাক্ষাতে।। ৩০।।
নিজ-জন গোপগণ সুহৃদ্ আমার।
সদ্‌গতি দিয়া আমি করিব উদ্ধার।।' ৩১।।
এ-বোল বলিয়া প্রভু যোগযোগেশ্বর।
ব্রহ্ম-হ্রদে নিল সব গোকুল-নগর।। ৩২।।
নিত্যব্রহ্ম সনাতন, সত্য জ্যোতির্ম্ময়।
ব্রহ্মা-আদি যোগে যাহা ধ্যানযোগে লয়।। ৩৩।।
হেন ব্রহ্ম-হ্রদে নিল সব গোপপুরী।
আনন্দে পূরাইল প্রভু গোকুল-নগরী।। ৩৪।।
পুনঃ ব্রহ্ম-হ্রদ হৈতে আনিল তুলিয়া।
নিঃশব্দে রহিল গোপ বিস্ময় ভাবিয়া।।" ৩৫।।

নন্দ-বিমোচন, ব্রহ্মহ্রদ-দরশন।
ভাগবত-আচার্য্যের সরস-বচন।। ৩৬।।
অষ্টাবিংশে কহি কৃষ্ণগুণ-সার।
সাবধানে শুণ, রাজা, যে কহিব আর।।" ৩৭।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণ্যষ্টাবিংশো ধ্যায়ঃ।। ২৮।।

ঊনত্রিংশ অধ্যায়

বিনোদবালকৈঃ সার্দ্ধমখণ্ডিতসুখো হরিঃ।
ক্রীড়াশ্চক্রে ব্রজস্ত্রীভিস্তন্মনোরথসিদ্ধয়ে।। ১।।
কামদর্পবিঘাতার্থং পূর্ণকামঃ স্বয়ংপ্রভুঃ।
লোকানুকরণেনৈব ভগবাংস্তত্ত্বমাদিশৎ।। ২।।

শ্রীকৃষ্ণের গোপিকা-সঙ্গে রাসলীলা সূচনা
(বরাড়ী-রাগ)

"গোপিকার সঙ্গে কৃষ্ণ করিব রমণ।
মনে হেন কৈলা যদি প্রভু-নারায়ণ।। ৩।।
শরৎ-যামিনী চারু, চৌদিগে বিমল।
প্রফুল্ল মালতী, মল্লী, যূথিকা সুন্দর।। ৪।।
বহু গুণ, বহু সুখ হৈল বৃন্দাবনে।
অখণ্ড পূর্ণিমা-শশী উদিত গগনে।। ৫।।
চিরদিনে যেন নারী পতি-দরশনে।
সর্ব্ব দুঃখ-শোক হরে আনন্দিত-মনে।। ৬।।
কমলা-বদন-তুল্য পূর্ণ-শশধর।
তা' দেখিয়া আনন্দিত হৈলা গদাধর।। ৭।।
ঝলমল বৃন্দাবন চন্দ্রের কিরণে।
বনে রহি' গোপীনাথ দিলা বংশী-স্বানে।। ৮।।

শ্রীব্রজগোপীগণের শ্রীকৃষ্ণসহ
মিলন-নিমিত্ত অভিসার

শুনিঞা' বাঁশীর শব্দ ব্যাকুলিতা-চিতা।
মূরছি' পড়ল গোপী মদন-উদিতা।। ৯।।
গোবিন্দ হরল চিত্ত, নাহি অবধানে।
চৌদিগে বেড়িয়া গোপী চলে বৃন্দাবনে।। ১০।।
এক পথে চলে, কেহ কাহে-নাহি জানে।
চঞ্চল কুণ্ডলযুগ, ত্বরিত গমনে।। ১১।।
দোহনে আছিল গোপী, তেজিল দোহনে।
দধি মন্থে ব্রজনারী, তেজে সেইক্ষণে।। ১২।।
গোরস উথলি' পড়ে, তেজে সেই মনে।
গুরুজনে তেজিল ওদন-পরিষণে।। ১৩।।
স্তন পিয়াইতে শিশু ভূমিতে ফেলিয়া।
ভোজন করিতে অন্ন চলিল তেজিয়া।। ১৪।।
পতি-সেবা করিতে আছিল ব্রজনারী।
আকুলে চলিল গোপী পতিসেবা ছাড়ি'।। ১৫।।
কেহ করিতে আছিল কেশ-সংস্করণ।
কেহ করিতে আছিল অঙ্গবিভূষণ।। ১৬।।
বংশীধ্বনি শুনি' গোপী সকল তেজিল।
বৃন্দাবন-অভিমুখে ত্বরিতে চলিল।। ১৭।।
নেত্রের অঞ্জন নিজ-চরণে লেপিয়া।
পায়ের আলতা নেত্রযুগলে অর্পিয়া।। ১৮।।
এক আঁখি অঞ্জন, কুণ্ডল এক কাণে।
পরিয়ে চলিল গোপী শুনি' বেণুস্বানে।। ১৯।।
চরণে কুণ্ডল, হরে—নূপুর, রসনা।
শিরে পরে ব্রজনারী, পাসরে আপনা।। ২০।।
উর্দ্ধ-বস্ত্র অধে পরে, উর্দ্ধে অধোবাস।
কে বা কি করিব, মনে না হয় প্রকাশ।। ২১।।
মুগধ গোপীর মনে কিছুই না ভায়।
কৃষ্ণ-অভিমুখে সব গোপী চলি' যায়।। ২২।।

কৃষ্ণপ্রেমের সহজ-রীতি

কৃষ্ণপ্রেমে এই সে সহজ-রীতি বৈসে।
ধর্ম্ম, অর্থ, কাম—তিন ছাড়য়ে বিশেষে।। ২৩।।
কুলধর্ম্ম, নিজ-সুখ, আর ধন-জনে।
প্রেমরসে এ-সব ছাড়িল গোপীগণে।। ২৪।।
পতি, পিতা, বন্ধুগণে ধরিয়া রহায়।
রাখিতে না পারে, গোপী শীঘ্র চলি' যায়।। ২৫।।
দৃঢ়বন্ধে কপাট বান্ধিল বন্ধুগণে।
নিজ-ঘরে কথো গোপী রাখিল যতনে।। ২৬।।
তা'রা সব ধ্যানে কৃষ্ণ ভাবিল হৃদয়ে।
মুক্তিপদ পাইল, দেহ ছাড়ি' গুণময়ে।। ২৭।।

ব্রজগোপী-প্রেমের শ্রেষ্ঠতা

জার-ভাবে কৈল গোপী গোবিন্দ-ধেয়ানে।
তবু মুক্তিপদ পাইল বিনি তত্ত্বজ্ঞানে।। ২৮।।
বস্তুর শকতি বুদ্ধি-অপেক্ষা না করে।
অজ্ঞানে অমৃত খাঞা কে নহে অমরে? ২৯
যদি বা বলিবে—'কর্ম্মবন্ধ নাহি যায়।
মুকতি লভিল গোপী, কেমন উপায়?' ৩০
কহিব অদ্ভুত-কথা, শুন সাবহিতে।
'গোপীগণের কর্ম্মভোগ খণ্ডিল যেমতে।। ৩১।।
প্রলয় আনল-তুল্য বিরহ-সন্তাপে।
দুঃখভোগ টুটিল জনম কোটি-পাপে।। ৩২।।
ধ্যানযোগে পাইল গোপী গোবিন্দ-সংযোগ।
সেই সুখে হৈল সর্ব্ব পুণ্যকর্ম্মভোগ।। ৩৩।।
পাপ-পুণ্যকর্ম্মবন্ধ টুটে সেইক্ষণে।
হেনমতে মুকতি লভিল গোপীগণে।।' ৩৪।।
প্রবোধ না পাইল রাজা পণ্ডিত সুজানে।
মুনিকে পুছিল কিছু বিনয়-বচনে।। ৩৫।।
"শুন মুনি, যদি কিছু করিয়ে বিচার।
পতি-পুত্র ব্রহ্ম ছাড়ি' বস্তু নহে আর।। ৩৬।।
ব্রহ্মভাবে পতি-পুত্র কেহ নাহি সেবে।
এই সে কারণে কেহ মুকতি না লভে।। ৩৭।।
ব্রহ্মভাবে গোপী না ভজিল গদাধর।
কি প্রকারে মুক্তি পাইল, কহ ত উত্তর? ৩৮
জারভাবে কেবল ভজিল ব্রজনারী।
কেমনে মুকতি পাইল কর্ম্মবন্ধ ছাড়ি'?" ৩৯
তবে শুকমুনি দিল রাজারে উত্তর।
"না কর সংশয়, কথা শুন নৃপবর।। ৪০।।
সর্ব্বলোকে ব্রহ্ম বৈসে কেবল গোপতে।
এই কৃষ্ণ পূর্ণব্রহ্ম, জানিহ সাক্ষাতে।। ৪১।।
গোপাল-ভজনে জ্ঞান-অপেক্ষা না ধরে।
যেন-তেন-মতে ভজি' কর্ম্মবন্ধ ছাড়ে।। ৪২।।
পূরবে কহিলুঁ রাজা, তাহা বিস্মরিলে।
অরিভাবে মুক্তিপদ পাইল শিশুপালে।। ৪৩।।
গোপনারী সাক্ষাৎ কৃষ্ণের প্রিয়তমা।
তাহাতে করিছ, রাজা, বিস্ময়-ভাবনা।। ৪৪।।
করুণাসাগর, দীনবন্ধু, হিতকারী।
সর্ব্বলোক উদ্ধারিলা ব্যক্তরূপ ধরি'।। ৪৫।।
নির্লেপ, নির্গুণ, ক্ষয়-প্রমাণ-রহিত।
লোক-প্রতিকার-হেতু সাক্ষাতে বিদিত।। ৪৬।।
কাম, ক্রোধ, ভয়, প্রেম-সম্বন্ধ, ভকতি।
এ-সব ভাবনা কৈলে কৃষ্ণময়-গতি।। ৪৭।।
মহাযোগযোগেশ্বর প্রভু, দয়াময়।
কোন্ বুদ্ধ্যে রাজা তুমি করি'ছ বিস্ময়? ৪৮
তরু-লতা, তৃণ-গুল্ম-পাইল নিস্তার।
গোপীর কারণে কেনে বিস্ময় তোমার? ৪৯
তবে রাসকেলি, রাজা, কহিব এখনে।
দৃঢ়মতি হঞা, রাজা, শুন সাবধানে।। ৫০।।

শ্রীকৃষ্ণের কুতূহলসহযোগে গোপীগণকে যুক্তিযুক্ত বচনে গৃহে প্রত্যাবগমনাদেশ

চৌদিগে বেঢ়িয়া গোপী নিকটে দাণ্ডায়।
হাসিয়া কি বলে বাণী প্রভু যদুরায়।। ৫১।।
'আইস আইস গোপী, কহ কুশল-কল্যাণ।
কি করিব আমি তোমা', কহ বিদ্যমান।। ৫২।।

গোপকুলে কি হয় সঙ্কট উতপাতে ?
তে-কারণে আইলে কি আমার সাক্ষাতে ? ৫৩
আগমন-কারণ কহিবে ব্রজনারি।
বনেতে প্রবেশ কৈলে কি ভরসা করি'? ৫৪
ঘোর-নিশি, এথাতে বিপিন ঘোরতর।
এই বনে নানা জন্তু বৈসে নিরন্তর।। ৫৫।।
কেমন সাহসে গোপি, কৈলে হেন কাজ ?
জনমে-জনমে থুইলে গুরুকুলে লাজ।। ৫৬।।
পুতি-পুত্র-বন্ধুগণ তোমা' না দেখিয়া।
অন্বেষণ করি' বুলে ব্যাকুল হইয়া।। ৫৭।।
কুলবতী নারী হৈয়া কর হেন কাজ।
দুই কুল ভরি' গোপী থুইলে বড় লাজ।। ৫৮।।
যদি বল, দেখিতে আইলাঙ বৃন্দাবন।
চাহিয়া নেহার গোপী কুসুমকানন।। ৫৯।।
শরৎ-যামিনী, চন্দ্র ঝলমল-জ্যোতি।
যমুনা-লহরী, বাত বহে মন্দগতি।। ৬০।।
মধুর-সৌরভ, বহু বিহগ-সুনাদ।
এ বনে উপজে গোপি, কাম-উনমাদ।। ৬১।।
যাবত হৃদয়ে নাহি মনমথ উঠে।
তাবত প্রমাদ নাহি, চলি' যাহ ঝাটে।। ৬২।।
বিলম্ব না কর গোপি, নিজ-ঘর চল।
নারীকুলে এই ধর্ম্ম, পতিসেবা কর।। ৬৩।।
স্তন্যপ ছাওয়াল, বৎস রহিল বন্ধনে।
ছাওয়ালকে দেহ স্তন, কর গোদোহনে।। ৬৪।।
যদি বা বলিবে,—'আইলুঁ তোমা' দরশনে।
দেখিলে আমারে, যাহ গোকুল ভুবনে।। ৬৫।।
এ পুন সহজ হয় সর্ব্বলোক-রীতি।
আমা' দেখিবারে লোক বাড়ায় পীরিতি।। ৬৬।।
আমারে দেখিলে গোপী, এ বড় সুন্দর।
সুখে যাহ সুন্দরি, চলিয়া নিজ ঘর।। ৬৭।।
নারীকুলে মুখ্য ধর্ম্ম—পতি সুসেবন।
পতিবন্ধু-পালন, পোষণ পরিজন।। ৬৮।।
রোগযুক্ত, দরিদ্র, দুর্গত, জড়মতি।
তবু পতি না ছাড়িব নারী কুলবতী।। ৬৯।।
তেজিতে পাতকী পতি সবে অধিকার।
পতিসেবা ছাড়ি' নারীর ধর্ম্ম নাহি আর।। ৭০।।
নিজপতি ছাড়ি' অন্যে যে করে সেবন।
কুলে অপযশ তা'র, নরকে গমন।। ৭১।।
প্রবেশ-নিগম-কালে হয় দুঃখ-ভয়।
নরক ছাড়িয়া তা'র স্বর্গে বাস নয়।। ৭২।।
যদি বা বলিবে—'ভক্তি করিব তোমাতে।'
নিকটে থাকিলে ভক্তি নহিব সাক্ষাতে।। ৭৩।।
শ্রবণ, কীর্ত্তন, ধ্যান করিহ সদায়।
অচলা ভকতি হৈব—এই সে উপায়।। ৭৪।।
সন্তোষ করিয়া চিত্তে চলি' যাহ ঘর।
ঘরে থাকি' ভকতি করিহ নিরন্তর।।' ৭৫।।
কৃষ্ণের নিষ্ঠুর বাণী শুনি' ব্রজরামা।
বিষাদে মোহিতা গোপী হৈল হতকামা।। ৭৬।।
ত্যাগ ভয়ে শোক-শ্বাসে শুখাইল অধর।
হেঁটমাথে, পদনখে লেখে ক্ষিতিতল।। ৭৭।।
নয়নে গলয়ে জল, তনু বাঞা পড়ে।
কাজল-মলিন কুচকুঙ্কুম পাখালে।। ৭৮।।
নিশবদে রহে গোপী পাঞা দুঃখভার।
এক পদ হৈতে পদ না তুলিল আর।। ৭৯।।
বহুক্ষণ ব্রজনারী রহে সেই মনে।
বিমরিষ হঞা দিল চিত্ত-সমাধানে।। ৮০।।
রোদন তেজিয়া জল পুছিল নয়নে।
কোপে গদগদ-বাণী বলে গোপীগণে।। ৮১।।
'কে বলে দয়াল কানু ভকতবৎসল ?
কে বলে জীবননাথ, করুণাসাগর ? ৮২
সর্ব্বকাম তেজে গোপী যাহার কারণে।
সে-হেন নিষ্ঠুর-বাণী বলিল কেমনে ? ৮৩
শুন শুন প্রাণনাথ, প্রভু যদুরায়।
হেন কি নিষ্ঠুর-বাণী বলিতে জুরায় ? ৮৪
এই ঠাকুরালী কৃষ্ণ, তোমার বুঝিল।
ব্রজনারী সর্ব্বধর্ম্ম তেজিয়া ভজিল।। ৮৫।।
পদযুগ-সেবা—সভে এই আশা ধরে।
তাহাকে তেজিবে তুমি কেমন প্রকারে ? ৮৬

না ছাড়, না ছাড়, কানু, ধরিলুঁ চরণে।
পদযুগসেবা সবে মাগে গোপীগণে।। ৮৭।।
ধর্ম্মশাস্ত্র জান তুমি, উত্তম পণ্ডিত।
নানাধর্ম্ম, বেদশাস্ত্র তোমাতে বিদিত।। ৮৮।।
তে-কারণে কৈলে নারীধর্ম্ম-উপদেশ।
পতিবন্ধু-সুত সেবা কহিলে বিশেষ।। ৮৯।।
ওই পরম-ধরম সত্য নারীকুলে।
সব সমর্পিলু তোমার চরণ-কমলে।। ৯০।।
তুমি সে পরম-পতি, বন্ধু, হিতকারী।
সর্ব্বধর্ম্ম তোমাতে স্থাপিল ব্রজনারী।। ৯১।।
পতি-সুত-বন্ধু সেবা করি জনে জনে।
সে সকল ধর্ম্ম তোমার কমল-চরণে।। ৯২।।
অজ্ঞবুদ্ধি নারী আমি, না বুঝি বিচার।
হেন যদি বল, তত্ত্ব কহিব তাহার।। ৯৩।।
বড় বড় উত্তম যতেক মহাজনে।
সর্ব্বধর্ম্ম তেজি' ভজে তোমারি চরণে।। ৯৪।।
আমি-সব দেখিলুঁ ওই সে সুপ্রমাণ।
তে-কারণে সর্ব্বধর্ম্ম কৈলুঁ সমাধান।। ৯৫।।
পতি-সুত-ভজনে কেবল দুঃখ সার।
আরতি-ভঞ্জন, শ্যাম, চরণ তোমার।। ৯৬।।
সুসদয় হও প্রভু, না ছাড়িহ আর।
আশা করি' গোপীগণ আছে চিরকাল।। ৯৭।।
গৃহধর্ম্ম, নারীধর্ম্ম কৈলে উপদেশ।
কহিব তাহার কথা, শুনহ বিশেষ।। ৯৮।।
গৃহধর্ম্ম কেমতে করিব ব্রজনারী ?
তুমি সে হরিলে চিত্ত, ধরিতে না পারি।। ৯৯।।
করে কর্ম্ম না করে, না চলে দুই পাও।
কেমতে বা চলিব, ধরিতে নারি গাও।। ১০০।।
কোথা বা চলিব, কিবা করিব উপায় ?
সকল হরিয়া তুমি নিলে যদুরায়।। ১০১।।
মন্দ-হাস, মন্দ-গীত, মধুর-বচনে।
হৃদয়ে জ্বলয়ে কানু, কাম-হুতাশনে।। ১০২।।
অধর-অমিঞা-রসে করহ সেচন।
মদন-আনলে দহে, না রহে জীবন।। ১০৩।।
হের, যদি না দেহ অধর-মধু-দানে।
বিরহ-আনলে গোপী তেজিব পরাণে।। ১০৪।।
ধ্যান করি' পদযুগ চিন্তিব তোমার।
জনমে-জনমে, প্রভু, গতি নাহি আর।। ১০৫।।
কমলাসেবিত, সুরবন্দিত চরণ।
বিপিন-অটনে আমি দেখিলুঁ যখন।। ১০৬।।
গৃহে স্থির হৈতে নারি সে-দিন-অবধি।
সঙ্কটে পড়িলুঁ আমি, করিব কি বুদ্ধি? ১০৭
চরণপঙ্কজরজে কত না মাধুরী।
হৃদে রহি' লক্ষ্মী যাহা বাঞ্ছে স্তুতি করি'।। ১০৮।।
ব্রহ্মা-আদি সুর যাঁ'রে সেবয়ে যতনে।
হেন লক্ষ্মী পদধূলি বাঞ্ছয়ে আপনে।। ১০৯।।
আমি-সব কেমতে তেজিব তাঁ'র আশ ?
না জানি চরণে কত মাধুরী-প্রকাশ? ১১০
দুরিত-ভঞ্জন, কানু, করহ প্রসাদ।
নহে বা তেজিলে পাছে ফলিব প্রমাদ।। ১১১।।
দাসী হঞা থাকিব সেবিয়া পদ তুয়া।
দাস্যভাব দেহ প্রভু, না ছাড়িহ দয়া।। ১১২।।
চঞ্চল-অলকাযুত শ্রীমুখমণ্ডল।
কুণ্ডল উজ্জ্বল জ্যোতি—অরুণ অধর।। ১১৩।।
অমৃত-মধুর-ভাষা, মন্দ-মৃদু হাস।
ভুজদণ্ডযুগল অভয়-পরকাশ।। ১১৪।।
কমলানিবাস বক্ষ দেখিল সুন্দর।
তে-কারণে দাসী হঞা রহি নিরন্তর।। ১১৫।।
মধুর বংশীর স্বান শুনিঞা শ্রবণে।
তোমার সুন্দর রূপ দেখিয়া নয়নে।। ১১৬।।
কোন্ কুলবতী নারী নহিব মোহিতা ?
ধর্ম্মপথ না ছাড়িব হঞা সাবহিতা? ১১৭
তিন লোকে আছে এত বড় কোন্ নারী ?
নিজধর্ম্ম না ছাড়িয়া আছে ধৈর্য্য ধরি'? ১১৮
তরু, মৃগ, বিহগ—এ সব পুলকিত।
কোন্ চিত্র, নরলোক হয় যে মোহিত? ১১৯
বেকতে জানিল—তুমি পুরুষ-পুরাণ।
গোপকুলে অবতার দেখি বিদ্যমান।। ১২০।।

ব্রজজনার আরতি হরিবে নারায়ণ।
গোপকুলে জনমিলে—এই সে কারণ।। ১২১।।
আমি-সব ব্রজনারী গোকুলবাসিনী।
তবে কেনে উদ্ধার না কর যদুমণি? ১২২
মদন-দহন-তাপে দহে পয়োধর।
প্রাণরক্ষা কর ইথে দিয়া পদ্ম-কর।। ১২৩।।
নহে বা না জীব গোপী মদন-আনলে।
পাছে জানি, নারী-বধ-পরমাদ ফলে।। ১২৪।।
হেন যদি বল—গোপী করে অহঙ্কার।
তবু দাসী ছাড়ি' গোপী কভু নহে আর।। ১২৫।।
এ বোল বুঝিয়া, কৃষ্ণ, কুচে দেহ হাথ।
তবে প্রাণে জীয়ে গোপী, শুন প্রাণনাথ।।' ১২৬।।

ব্রজগোপী সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা

গোপীগণের শুনিঞা করুণ কাকুবাণী।
হাসিয়া সদয় হৈলা প্রভু যদুমণি।। ১২৭।।
মহাযোগযোগেশ্বর নিজ-যোগবলে।
সর্ব ব্রজরমণী রমিল এককালে।। ১২৮।।
আপনেহি সহজে আনন্দ আত্মারাম।
রমিয়া পূরায় কৃষ্ণ গোপীগণকাম।। ১২৯।।
রমণীসমাজে কৃষ্ণ শোভে সুশোভিত।
মদালস-বিলোচন, উদার চরিত।। ১৩০।।
তারাগণ-মাঝে যেন পূর্ণ শশধর।
অভিমুখী ব্রজনারী-মাঝে যদুবর।। ১৩১।।
জগতপাবন যশ গোপীগণ গায়।
মধুর-মুরলী কানু আনন্দে বাজায়।। ১৩২।।
বৈজয়ন্তী-মালা দোলে আজানুলম্বিত।
যুবতী-সমাজে কৃষ্ণ দেখিতে শোভিত।। ১৩৩।।
যমুনাপুলিন-বন, কুসুম-সুগন্ধ।
শীতল বালুকাযুত, পবন সুমন্দ।। ১৩৪।।
প্রবেশ করিলা সেই পুলিন-কাননে।
অপরূপ রাসরস রচিল পুলিনে।। ১৩৫।।
বিশাল মৃমাল-ভুজদণ্ড-আলিঙ্গন।
করে ধরি' দৃঢ় নীবিবন্ধ-বিমোচন।। ১৩৬।।
বহুবিধ পরিহাস, বিবিধ ভাষণ।
বদনে চুম্বন-দান, কুচ-পরশন।। ১৩৭।।
বিবিধ খেলন, মন্দ-মধু সুধাহাস।
মদনে মদন-পীড়া হইল প্রকাশ।। ১৩৮।।
সর্ব্বকলা-রস-শিরোমণি নারায়ণ।
নানা-রসে রমিয়া রসাইল গোপীগণ।। ১৩৯।।

রাসস্থলী হইতে শ্রীগোপীনাথের অন্তর্দ্ধান

তবে গোপীগণে এই কৈল অহঙ্কার।
'আমা বই পুণ্যবতী নারী নাহি আর।। ১৪০।।
আমাতে অধিক ধন্য নাহি ত্রিভুবনে।
আমি সব সাক্ষাতে ভজিল নারায়ণে।।' ১৪১।।
দেখিয়া গোপাল বলে,—'এত বড় দর্প।
আমা' পাঞা গোপীগণ করে এত গর্ব্ব।। ১৪২।।
এখনে খণ্ডিব আমি গর্ব-অভিমান।'
এ বোল বলিয়া কৃষ্ণ হৈলা অন্তর্দ্ধান।।" ১৪৩।।
ভাগবত-আচার্য্য-রচিত রাসকেলি।
শুনিলে দুরিত হরে, বুঝহ বিচারি'।। ১৪৪।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণ্যেকোনত্রিংশো ধ্যায়ঃ।। ২৯।।

ত্রিংশ অধ্যায়

বিরহ কাতরা গোপীগণের বনে বনে শ্রীকৃষ্ণান্বেষণ

(কামোদ-রাগ)

শুকমুনি বলে,—"রাজা, কর অবধান।
অন্তর্দ্ধান করি' হরি গেলা বিদ্যমান।। ১।।
কৃষ্ণ না দেখিয়া গোপী মূরছিয়া পড়ে।
মজিল রমণীগণ এ শোক-সাগরে।। ২।।
নিজপতি হারাইলে যেন করিণীগণ।
তরাসে পড়িয়া তা'রা হয় অচেতন।। ৩।।
যেনরূপ কৈল হরি বিহার-বিলাস।
যেন গতি, যেন লীলা, যেন মন্দহাস।। ৪।।
সেই সেই চরিত করয়ে ব্রজনারী।
এই অবলম্বনে রহিল চিত্ত ধরি'।। ৫।।
কৃষ্ণরূপ আপনে ভাবিল ব্রজরামা।
সেই লীলা করে গোপী, পাসরে আপনা।। ৬।।
সর্ব্বগোপী মেলিয়া গোপাল-গুণ গায়।
বনে বনে ব্রজনারী চাহিয়া বেড়ায়।। ৭।।
উনমত্ত হঞা গোপী পুছে তরুগণে।
'তোরা কি দেখিলে যাইতে শ্রীনন্দনন্দনে? ৮
কহ কহ তরুগণ, দেখিলে কিরূপে?
না দেখিলে ব্রজনারী না জীব' স্বরূপে।। ৯।।
শুনহ অশ্বত্থ, বট, কহ সাবধানে।
মন হরি' নন্দসুত গেলা এই বনে।। ১০।।
ওহে কুরুবক, নাগ, পুন্নাগ, অশোকে।
ওহে চম্পক, কেশর, পুছি তোমাদিকে।। ১১।।
তোমরা দেখিলে কৃষ্ণে, কহ দেখি তত্ত্বে?
বলরামের কনিষ্ঠ সহজে উনমত্তে।। ১২।।
নারীদর্প হরে—তা'র এই সে বড়াই।
সহজেই শিশুবুদ্ধি, চঞ্চল কানাই।।' ১৩।।
কহ তুলসি কল্যাণি, গোবিন্দ-প্রেয়সি।
তোমার প্রিয় আইলা তোমায় দিতেসুখরাশি? ১৪
শুনহে মালতি, মল্লি, শুন জাতি, যূথি।
এ-পথে কি গেলা কৃষ্ণ করিয়া পীরিতি? ১৫
শুন হে কদম্ব, চূত, পনস, পিয়াল।
আসন, অর্জ্জুন, বিল্ব, জম্বু, কোবিদার।। ১৬।।
যমুনার তীরে তুমি-সব তীর্থবাসী।
দুঃখিনী গোপিনী সব মোরা পাপীয়সী।। ১৭।।
ধন্য তীর্থবাসী জন, করে পরহিত।
কহ কৃষ্ণ-উপদেশ, স্থির কর চিত্ত।। ১৮।।
কহ হে ধরণি, তুমি কোন্ তপ কৈলে?
গোবিন্দ-চরণ-চিহ্ন শরীরে ধরিলে।। ১৯।।
পুলকিত হৈল তরু-লতা-রোমাবলী।
কোন্ তপ কৈলে তুমি কহিতে না পারি।। ২০।।
কৃষ্ণোদ্দেশ কহি' মোদের রাখহ পরাণ।
দয়াক্ষমাশীল নাহি তোমার সমান।।' ২১।।
'কহ হে হরিণীগণ', পুছে ব্রজনারী।
সখীসঙ্গে যাইতে কি দেখিলে মুরারি? ২২
চপল নয়ন কি সফল হৈল তোরে?
জনম সফল তোর হৈল পশুকুলে।। ২৩।।
প্রিয়া-কুচ-কুঙ্কুম-রঞ্জিত কুন্দমালে।
হের দেখ, বহে তা'র গন্ধ-পরিমলে।। ২৪।।
স্বরূপে দেখিলে তোরা সে নন্দনন্দন।
কহ উপদেশ-কথা, শুন মৃগীগণ।।' ২৫।।
উত্তর না পেয়ে মৃগীস্থানে গোপীগণ।
তা'রে বিরহিণী মানি' করিলা গমন।। ২৬।।
অগ্রে দেখে পাদপ-সকল পুষ্পভরে।
নম্রমাথে আছে, শাখা মধুধারা ক্ষরে।। ২৭।।
কৃষ্ণে প্রণমিল বৃক্ষ মনে অনুমানি'।
কৃষ্ণের উদ্দেশ পুছে সকল গোপিনী।। ২৮।।
'কহ দেখি তরুগণ, পুছিয়ে সবাকারে।
তোমরা দেখিলে যাইতে নন্দের কুমারে? ২৯
ফল-ফুলে নম্র হৈয়া কৈলে পরণাম।
'সাধু সাধু' বলি' হরি কৈলা কি বাখান? ৩০
কৃষ্ণদরশন-চিহ্ন দেখিল বিদিতে।
কলিকা ভাঙ্গিয়া কৃষ্ণ গেলা এই-ভিতে? ৩১
গোপীস্কন্ধে বামবাহু দিয়া কাম-রঙ্গে।
দক্ষিণে কমল ধরি' ফিরায় শ্রীঅঙ্গে।। ৩২।।

কুসুম-তুলসীমাল আপাদলম্বিত।
তাহার আমোদে মত্ত মধু-প্রচুম্বিত।। ৩৩।।
অভাগিনী গোপনারী করয়ে জিজ্ঞাসা।
স্বরূপে কহিবে তুমি কৃষ্ণ উপদেশা।। ৩৪।।
এইমতে তরু-লতায় পুছিয়া বেড়ায়।
সর্ব্ব-বৃন্দাবনে চাহি' উদ্দেশ না পায়।। ৩৫।।
ধরিতে না পারে চিত্ত, না রহে জীবন।
উপায় করিয়া প্রাণ রাখে কথো জন।। ৩৬।।

শ্রীকৃষ্ণবিরহ-কাতরা গোপীগণের কৃষ্ণলীলানুকরণ

যত-যত কর্ম্ম কৃষ্ণ কৈলা অবতারে।
গোপীগণ সেই-সেই লীলা-রূপ-ধরে।। ৩৭।।
এক গোপী বলে—আমি রাক্ষসী পূতনা।
আর গোপী কৃষ্ণরূপ ভাবিল আপনা।। ৩৮।।
পূতানাভাবিনী-স্তন পিয়ে কৃষ্ণমতি।
কহিতে না পারি দুই-ভাবনা শকতি।। ৩৯।।
এক গোপী বলে—'আমি শকটস্বরূপা।'
চরণে ক্ষেপিল তা'রে আর কৃষ্ণ-রূপা।। ৪০।।
এক গোপী হৈল তৃণাবর্ত-চক্রবাত।
আর গোপী বলে—'আমি গোপাল সাক্ষাৎ'।। ৪১।।
দৈত্য-রূপা গোপী হরে গোপাল-রূপিণী।
সে ভাব দুহার মুই কহিতে না জানি।। ৪২।।
বৎস-দৈত্য-রূপ-ভাব ধরে এক রামা।
আর গোপী কৃষ্ণভাব চিন্তিলে আপনা।। ৪৩।।
দৈত্যরূপা গোপা ধরে গোপাল-ভাবিনী।
আর এক গোপী হৈল গোবিন্দ-রূপিণী।। ৪৪।।
পায়ে ঠেলি' করে কালী-দমন-বিহার।
কহে—'দুষ্ট নিবারিতে মোর অবতার।।' ৪৫।।
এতেক বলিয়া কালীনাগ-মাথে চড়ে।
আর এক গোপী বক-দৈত্য-রূপ ধরে।। ৪৬।।
বকাসুর যেমতে বধিল যদুমণি।
বকরূপা গোপী বধে গোপাল-রূপিণী।। ৪৭।।
বলরাম-রূপ ধরে কথো ব্রজরামা।
কথো গোপী কৃষ্ণ-রূপ চিন্তিল আপনা।। ৪৮।।
বৎস-রূপ ধরে কত আভীর-যুবতী।
কত গোপী ধরে ব্রজবালক-মূরতি।। ৪৯।।
রামকৃষ্ণ-রূপিণী রমণী বেণু বায়।
শিশু-রূপ গোপীগণ কৃষ্ণগুণ গায়।। ৫০।।
আর গোপী কৃষ্ণরূপ ধরিয়া আপনে।
বসন উড়ায়্যা হস্তে ধরিল যতনে।। ৫১।।
গোবর্দ্ধন গিরি আমি তুলিয়া ধরিল।
নাহি ঝড়-বরিষণ সব দূরে গেল।। ৫২।।
যশোদা-রূপিণী হৈল আর রূপবতী।
কুসুম-মালায় বান্ধে গোপাল-মূরতি।। ৫৩।।
দধি-দুগ্ধ খায়্যা ভাণ্ড ফেলিল ভাঙ্গিয়া।
এখনো শকতি বুঝো, ফেল ত' আসিয়া।। ৫৪।।
এইরূপে গোপল-চরিত্র-রূপ ধরি'।
বনে-বনে গোপীনাথ চাহে ব্রজনারী।। ৫৫।।

গোবিন্দ-চরণ-চিহ্নদর্শনে গোপীগণের
আনন্দ ও সংজল্প

এইমতে বনে-বনে গেল কথোদূরে।
গোবিন্দ-চরণ-চিহ্ন দেখে ক্ষিতিপরে।। ৫৬।।
আনন্দে পূরিল গোপী চকিত-নয়নে।
সভে মেলি' কৃষ্ণপদ করয়ে সন্ধানে।। ৫৭।।
হের, দেখ কৃষ্ণপদ পরম শোভিত।
ধ্বজ-বজ্রঙ্কুশ-আদি-লক্ষণ-লক্ষিত।। ৫৮।।
চলি' যাই প্রাণ-সখি, এই অনুসারে।
দেখি—কতদূরে গেলে মিলে গদাধরে।। ৫৯।।
এ বোল বলিয়া সব গোপীগণ মেলি'।
বনে বনে চলে কৃষ্ণচরণ নেহালি'।। ৬০।।
এই মতে বনে-বনে কথোদূর গেলে।
এক গোপী পদচিহ্ন দেখে ক্ষিতিতলে।। ৬১।।
'দেখ দেখ' প্রাণসখি, কোন দ্বিচারিণী।
কৃষ্ণ লয়্যা দূরবনে আইল একাকিনী।। ৬২।।
এই উনমতি কৈল এত পরমাদ।
এ-ঘোর গহন-বনে আনে প্রাণনাথ। ৬৩

কৃষ্ণ-অঙ্গে হস্ত দিয়া গমন তাহার।
অনুমানে বুঝি— পদ যায় ধারে ধার।। ৬৪।।
এ দুষ্ট মো'-সভারে করাইল অনাদরে।
কৃষ্ণের অধরমুধ পিয়ে একেশ্বরে।। ৬৫।।
শুদ্ধভাবে হরি আরাধিল এই রামা।
সফল 'রাধিকা'-নাম ধরে পূর্ণকামা।। ৬৬।।
তা'র ভক্তিরসে ভগবান্ তুষ্ট হৈল।
যা'রে লঞা শ্রীগোবিন্দ গুপ্তস্থানে নিল।। ৬৭।।
আত্মরাম, অখণ্ডিত নিজসুখ ধরে।
সে হরি মোহিল সখি, কোন্ পরকারে? ৬৮
এত ব্রজরমণী তেজিয়া দূরবনে।
এক সখী লঞা হরি আইল কোন্ গুণে? ৬৯
হের দেখ, বসিয়া আছিল এইখানে।
এথা রহি' রতিসুখ কৈল দুই জনে।। ৭০।।
ধন্য এই কৃষ্ণ-পদ-রেণু ত্রিভুবনে।
বিরিঞ্চি-শঙ্কর শিরে ধরয়ে যতনে।। ৭১।।
লক্ষ্মীদেবী সদা করে ওই রেণু-আশ।
হেন পদ-রেণু ঘোর বনেতে প্রকাশ।। ৭২।।
কত দূরে নিল হরি কোন্ ভিচারিণী?
তা'র পদচিহ্ন দেখি' উঠে হৃদয়ে আগুনি।। ৭৩।।
এবে পদচিহ্ন তা'র কেন নাহি দেখি?
বহিয়া কামুক হরি নিল—হেন লখি।। ৭৪।।
শিলা-তৃণ-অঙ্কুরে চরণে হৈল ঘাত।
আপনে বহিয়া সখী নিল জগন্নাথ।। ৭৫।।
হের দেখ, কৃষ্ণপদ অধিক মগন।
রমণী বহিতে ভার, বুঝিল লক্ষণ।। ৭৬।।
হের দেখ, রমণী নামায়্যা এইখানে।
কুসুম তুলিয়া হরি সখীর কারণে।। ৭৭।।
বিচিত্র বিবিধ ফুলে গাঁথি' দিব্যমালে।
এথায় গোপাল দিল কামিনীর গলে।। ৭৮।।
এইখানে বসিয়া আছিল দুইজন।
এথা থাকি' কৈল গোপীর কবরীবন্ধন'।। ৭৯।।
এই মতে বনে-বনে ফিরে ব্রজরামা।
না দেখিয়া প্রাণনাথ হৈল হতকামা।। ৮০।।

পূর্ণকাম নারায়ণ নিজ-সুখময়।
তবু ব্রজ-রমণী রমিল অতিশয়।। ৮১।।
কামিনী লাগিয়া কামী এত দুঃখ পায়।
নারীর কঠিন চিত্ত জগতে বুঝায়।। ৮২।।
সুখ-হেতু রতি যদি করে নারায়ণে।
তবে বা পরমানন্দ বলিব কেমনে? ৮৩
লীলা-নটবর হরি রসিক, সুজান।
রতিকেলি-ছলে হরি বুঝালেন জ্ঞান।।" ৮৪।।
মুনি বলে,—"শুন রাজা, আর অদ্ভুতে।
বনে বনে ব্রজনারী বেড়ায় চাহিতে।। ৮৫।।
যে রমণী লঞা হরি গেল দূরবনে।
সে গোপীর মনে উপজিল অভিমানে।। ৮৬।।
ত্রিভুবনে নাহি ধন্যা সমতুল মোর।
আমার লাগিয়া কানু কৈলা এতদূর।। ৮৭।।
কোটি কোটি রমণী তেজিল ভজমানা।
সকল-সুন্দরী-মাঝে আমি সে প্রধানা।। ৮৮।।
মনে গরবিতা গোপী বলে কোন বাণী।
'চলিতে না পারি আমি, শুন যদুমণি।। ৮৯।।
মনে দেখ, যথা ইচ্ছা বহি' নেহ মোরে।
নহে বা চলিতে নারি, জানাইলুঁ তোমারে।।' ৯০।।
এই বাক্যে অহঙ্কার বুঝিয়া তাহার।
হরি ভাবে—দর্প-চূর্ণ করিব ইহার।। ৯১।।
হাসিয়া গোপাল বলে,—'শুনহ, সুন্দরী।
চড়' সিয়া, তোমা' বহি' নিব স্কন্ধে করি'।।' ৯২।।
এ-বোল বলিয়া কৃষ্ণ হৈল অন্তর্দ্ধান।
ভূমিতে পড়িয়া গোপী হইয়া অজ্ঞান।।। ৯৩।।
গোপীর দগধে তনু বিরহ-সন্তাপে।
ধরণী লোটায়্যা সখী করয়ে বিলাপে।। ৯৪।।
'হে নাথ, হা প্রাণপতি পুরুষরতন।
মহাভুজ, হে বান্ধব, গোপীকুল-ধন।। ৯৫।।
দরশন দিয়া প্রভু দেহ প্রাণদান।
নহে বা উদ্দেশে আমি তেজিব পরাণ।।' ৯৬।।
এইরূপে বলে গোপী কাকুতি-বচনে।
হেনকালে তথা আসি' মিলে গোপীগণে।। ৯৭।।

তা'রে দেখি' দুনা দুঃখ-শোক পেয়্যা মনে।
বিরহিণী সখীরে পুছিলা গোপীগণে।। ৯৮।।
'এত দূরে আনি' তোমা' তেজে কি কারণে?
'কহ দেখি, সখি, বাত'—পুছে গোপীগণে।। ৯৯।।

শ্রীমতী রাধিকার বিরহ ও কৃষ্ণগুণ গান

আদি-অন্ত—সকল কহিল ব্রজনারী।
যতেক পিরীতি-রতি দিলা বনমালী।। ১০০।।
দূর-বনে আনি' যত করিল সম্মান।
তেজি' গেল পাছে যত দিয়া অপমান।। ১০১।।
সকল কহিল গোপী যুবতীসমাজে।
বিস্ময় ভাবিয়া সবে প্রমাদেতে মজে।। ১০২।।
সকল গোপীর তবে মনে হৈল ভয়।
নিতান্ত নৈরাশ-প্রায় হইল হৃদয়।। ১০৩।।
পরে সব সখীগণ হয়া একমতি।
ব্যাকুলা হইয়া খুঁজে, ভ্রমে কত রাতি।। ১০৪।।
যাবত উদিত চন্দ্র আছিল গগনে।
তাবত চাহিল তা'রা প্রতি বনে-বনে।। ১০৫।।
ভয়ঙ্কর বন হৈল ঘোর অন্ধকারে।
গহন-কাননে কেহ চলিতে না পারে।। ১০৬।।
পালটি আইলা পুনঃ যমুনাপুলিনে।
সভে মেলি' কৃষ্ণগুণ গায় অনুক্ষণে।। ১০৭।।
কৃষ্ণের চরণে মন, কৃষ্ণগুণ গায়।
কৃষ্ণের চরিত্র-বিনে অন্য নাহি ভায়।। ১০৮।।
কৃষ্ণভাবে ব্রজনারী আপনা পাসরে।
পতি-সুত-গৃহ-চিন্তা মনেহ না পড়ে।। ১০৯।।
গোপাল-চরিত্র-গুণ গায় উচ্চস্বরে।
হের, আইসে কৃষ্ণ-বলি' চৌদিগে নেহালে।। ১১০
এইরূপে বনে রহে গোপী বিরহিণী।
গীতবন্ধে কত-কত বলে কাকুবাণী।।" ১১১।।
ভাগবত-আচার্য্য রচিল রসময়।
শুনিলে দুরিত হরে, খণ্ডে ভবভয়।। ১১২।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী-ত্রিংশো ধ্যায়ঃ।। ৩০।।

একত্রিংশ অধ্যায়

গোপীগণের শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ-গীতি
(ভাটিয়ারী-রাগ)

মুনি বলে,—"শুন রাজা, ভকত-প্রধান।
কহিব গোপাল-গুণ-চরিত্র-বাখান।। ১।।
সকল গোপীকা মেলি' যমুনা-পুলিনে।
গোপাল-উদ্দেশে বলে কাকুতি-বচনে।। ২।।
'যে দিনে জনম হৈল নন্দঘোষ-ঘরে।
সে-অবধি লক্ষ্মী আসি' রহিল গোকুলে।। ৩।।
সকল সম্পদ্ বাড়ে সে-দিন-অবধি।
গোকুলে আসিয়া রহে অষ্ট মহাসিদ্ধি।। ৪।।
সতত আনন্দ বাড়ে, সর্ব্বলোক জয়।
তোমার জনম-গুণে এত সুখ হয়।। ৫।।
আমি-সব গোপী সেই গোকুলবাসিনী।
তবে কেন তেজ' নারী বিরহদুখিনী? ৬
আমি-সব ব্রজনারী নিজ পরিজন।
প্রাণ রাখ, প্রাণপতি, দিয়া দরশন।। ৭।।
কি কহিব প্রভু, তোমার নয়ন সুন্দর।
শারদ-কমল-গর্ভ-কান্তি মনোহর।। ৮।।
ইহা দরশনে আদি-সব দাসী হৈল।
সুন্দরী গোপিনী বিনি-মূলে বিকাইল।। ৯।।
দরশন দিয়া যদি না রাখ পরাণে।
নারী-বধ হৈল, হের, দেখ বিদ্যমানে।। ১০।।
কালীনাগ তোমারে দংশিল বিষজ্বালে।
তাহাতে রাখিলে তা'কে আপনে এড়াইলে।। ১১।।

অঘাসুর বধিয়া রাখিলে আরবার।
তোমা-বিনে গোপী জিয়ে কোন্ পরকার? ১২
পর্ব্বত ধরিয়া নিবারিলে বরিষণে।
এইমত কতবার রাখিলে আপনে।। ১৩।।
আরবার রক্ষা কৈলে অগ্নিপান করি'।
তবে রক্ষা কৈলে বৃষ-দৈত্যেরে সংহারি'।। ১৪।।
এইরূপে নানা ভয় করিয়া খণ্ডন।
রাখি' মো-সভারে কেন না রাখ এখন? ১৫
যদি বল—'আমি হই নন্দের তনয়।
কেমতে খণ্ডিব তোমা'-সবার সংশয়?' ১৬
এ-বোল বলিয়া তুমি ভাণ্ডিবে কাহারে?
নন্দসুত নহ তুমি স্বরূপ-বিচারে।। ১৭।।
অখিল জীবের তুমি সর্ব্ব-বুদ্ধ্যে সাক্ষী।
বিশ্ব-প্রতিকার-হেতু মূর্ত্তিমান্ দেখি।। ১৮।।
ব্রহ্মা আরাধিল তোমায় লোক-হিত-হেতু।
যদুকুলে জনমিঞা রাখ ধর্ম্মসেতু।। ১৯।।
ভবভয়ে যে লয় শরণ পদতলে।
জনম-সঙ্কট-ভয় নহে কোন কালে।। ২০।।
এ-হেন অভয়-পায় লইলুঁ শরণ।
শিরে কর দিয়া প্রভু রাখহ জীবন।। ২১।।
সর্ব্বসিদ্ধি বৈসে হরি তব ওই করে।
গোপীগণ জীয়ে তবে, যদি দেহ শিরে।। ২২।
ব্রজকুলে কর তুমি দুরিত-ভঞ্জন।
নিজ-জন-অভিমান করহ খণ্ডন।। ২৩।।
ব্রজনারী আমি-সব নিজ দাসীগণ।
প্রাণ রহে, যদি দেখি সে চাঁদ-বদন।। ২৪।।
অমল-কমল-তুল চরণযুগল।
প্রণত জনের হরে দুরিত-সকল।। ২৫।।
লক্ষ্মী-দেবী যে-পদ-কমল-তলে বৈসে।
ধেনু-পাছে হেন-পদ কাননে প্রবেশে।। ২৬।।
ব্রহ্মাদি-দুর্লভ ওই অভয়-চরণ।
হেন পদ কৈল কালী শিরের ভূষণ।। ২৭।।
তবে কেনে কৃপা নাহি নিজ দাসীগণে?
প্রাণ রাখ, স্তনে পদ কর আরোপণে।। ২৮।।

তোমার মধুর বাণী মোহে বুধজন।
নারীজাতি আমারে মোহিতে কতক্ষণ? ২৯
সেই সুধা-বাণী শুনি' হয়্যাছি কিঙ্করী।
প্রাণ রাখ অধর-অমৃত দান করি'।। ৩০।।
তোমার চরিত্র-কথা অমৃতের ধারা।
এ-ঘোর-সংসার-দুঃখ-সন্তাপ-নিবারা।। ৩১।।
পুরাণ-পুরুষগণে গায় নিরন্তর।
শুনিলে দুরিত হরে শ্রবণ-মঙ্গল।। ৩২।।
মহাজন জনে কৈল জগৎ নিস্তার।
কেবল চরিত-কথা করিয়া বিস্তার।। ৩৩।।
হেন পুণ্য গুণকথা কহে যে বা জনে।
সর্ব্বদান-পুণ্য-ফল লভে সেই জনে।। ৩৪।।
অমৃত-মধুর ভাষা, মন্দ-মধু-হাস।
কুটিল কটাক্ষপাত, লীলা-পরিহাস।। ৩৫।।
ললিত-চঞ্চল-লীলা-চলন চপল।
এ-সব তোমার লীলা স্মরণ-মঙ্গল।। ৩৬।।
আমি-সব মুগ্ধ হেলুঁ দেখি' এই লীলা।
দরশন দিয়া প্রাণ রাখ, নন্দবালা।। ৩৭।।
গোধন চালায়্যা তুমি যদি চল বনে।
অমল-কমল জিনি' কোমল-চরণে।। ৩৮।।
শিলা-তৃণ-অঙ্কুরে লাগয়ে জানি যাও।
তা' লাগি' হৃদয় দহে, স্থির নহে গাও।। ৩৯।।
গোকুলে যখন আইস দিন-অবসানে।
চৌদিগে বালক-সঙ্গে চালায়্যা গোধনে।। ৪০।।
কুটিল-কুন্তলযুত শ্রীমুখমণ্ডল।
গোধূলি-ধূসর চারু অরুণ অধর।। ৪১।।
তা' দেখিয়া মনে উঠে মদন-আগুনি।
কেমন উপায়ে প্রাণ রাখিব রমণী? ৪২
প্রণত-জনের সর্ব্বকাম-ফলদায়ী।
লক্ষ্মীদেবী যে-চরণ যুগল পূজই।। ৪৩।।
গোপীর ধেয়ানপদ ধরণী-ভূষণ।
হেন পদ কর প্রভু, কুচে আরোপণ।। ৪৪।।
তোমার অধরযুগ শোক-বিনাশন।
মধুর মুরলীরন্ধ্র করয়ে চুম্বন।। ৪৫।।

দেখিলে বাঢ়য়ে রতি-কাম-অনুরাগ।
না দেখিলে সে বড় সঙ্কট পরমাদ।। ৪৬।।
হেন সে অধর-মধু যদি কর দান।
তবে সে রহিব গোপীগণের পরাণ।। ৪৭।।
দিবসে বেড়াহ যদি কানন-অটনে।
তিল এক—যুগশত, হেন লয় মনে।। ৪৮।।
না দেখিলে কত-কত বাঢ়য়ে বিষাদ।
চান্দমুখ দেখি যদি' সে বড় প্রমাদ।। ৪৯।।
নয়ন ভরিয়া যদি, দেখিব আনন।
তা'থে বিধি জড়মতি কৈল বিড়ম্বন।। ৫০।।
আঁখির নিমিষ দিল, আর লোমাবলি।
মনের সন্তোষে মুখ চাহিতে না পারি।। ৫১।।
পতি-সুত-কুল-ধন-গৃহ-পরিবার।
তেজিয়া চরণযুগ ভজিল তোমার।। ৫২।।
মধুর-মুরলীনাদে মোহিলে যুবতী।
নিশিতে রমণী ত্যেজে, কেমন কুমতি? ৫৩
হাস-পরিহাস-বাণী, প্রেম-দরশন।
কমলা-নিবাস বক্ষ, হসিতবদন।। ৫৪।।
এ-সব চিন্তিতে মন মোহে অতিশয়।
সঙ্কটে পড়িলা গোপী, জীবন-সংশয়।। ৫৫।।
চরণ-কমল-যুগ অতি সুকোমল।
সহজেই নারীর কঠিন কুচস্থল।। ৫৬।।
ভয় মানি' কুচে আমি করি আরোপণ।
হেন-পদে কর তুমি বিপিনে ভ্রমণ।। ৫৭।।
শিলা-তৃণ অঙ্কুরে বেদনা, জানি লাগে।
স্মঙরি' স্মঙরি' মনে বহু দুঃখ জাগে।। ৫৮।।
যদি বল—'মোরে বাজে, তোদের কি দায়?'
তাহার কারণ শুন, অহে শ্যামরায়।। ৫৯।।
তুমি মোদের পরমায়ু হও, যদুবীর।
তোমারে বাজিলে, প্রাণ কৈছে রহে স্থির?' ৬০
এই পরকারে বিরহিণী ব্রজনারী।
কতেক বিলাপ কৈল কহিতে না পারি।।' ৬১।।
ভাগবত-আচার্য্য-রচিত রসময়।
শুনিলে দুরিত হরে, খণ্ডে ভবভয়।। ৬২।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণ্যেকত্রিংশঃ অধ্যায়ঃ।। ৩১।।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়

হঠাৎ শ্রীগোপীনাথের আবির্ভাবে গোপীগণের হর্ষোল্লাস

(শ্রী-রাগ)

শুকমুনি বলে,—"রাজা শুন, পরীক্ষিৎ।
রসময় রাসকেলি গোপালচরিত।। ১।।
এইরূপ বিলাপ করিয়া ব্রজনারী।
কান্দিতে লাগিলা গোপী উচ্চস্বর করি'।। ২।।
নিজ-জন-দুঃখ দেখি' প্রভু দয়াময়।
দরশন দিলা হরি করুণ-হৃদয়।। ৩।।
আচম্বিতে মধ্যে কৃষ্ণে দেখে গোপীগণ।
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন দিলা দরশন।। ৪।।
ভুবনমোহন রূপ কহিতে না পারি।
পীতবাস-পরিধান, বনমালাধারী।। ৫।।
ইন্দুকোটি জিনি' মুখ, রূপে কোটি-কাম।
ভুবনমোহন-লীলা, জলধর-শ্যাম।। ৬।।
গোপাল দেখিয়া গোপী চকিতনয়ন।
সেইক্ষণে ত্বরিতে উঠিল গোপীগণ।। ৭।।
চৌদিগে রমণীগণ দাঁড়ায় সন্তোষে।
প্রাণ আইলে যেন তনু ইন্দ্রিয় প্রকাশে।। ৮।।
কেহ কর-সরোজ ধরিল ব্রজনারী।
কেহ বাহু চন্দন চর্চিত অংসে ধরি'।। ৯।।

অঞ্জলী পাতিয়া লৈল তাম্বূল-চর্ব্বণ।
কেহ কুচযুগে পদ কৈল আরোপণ।। ১০।।
কেহ কোপে ভ্রুকুটি কটাক্ষপাত করি'।
অধর দংশিয়া দন্তে রহে ব্রজনারী।। ১১।।
কোন গোপী আঁখিযুগ ধরিয়া নিমিষে।
শ্রীমুখ-পঙ্কজ-মধু পিয়ে সুধারসে।। ১২।।
কোনো গোপী আঁখিরন্ধ্রে হৃদয়ে ধরিয়া।
মনে আলিঙ্গন দিল আনন্দে পূরিয়া।। ১৩।।
কৃষ্ণ-দরশনে হৈল আনন্দ প্রচুর।
খণ্ডিল বিরহতাপ, দুঃখ গেল দূর।। ১৪।।
পরম-আনন্দরসে মজিল রমণী।
কেবা কোথা আছে, কেহ কিছুই না জানি।। ১৫।।
সহজে কন্দর্পকোটি-রূপ মনোহর।
রমণীমণ্ডলে শোভে অধিক সুন্দর।। ১৬।।
যমুনা-পুলিন-বনে বিকস-মন্দার।
প্রফুল্ল কুসুম-কুন্দ, ভ্রমর-ঝঙ্কার।। ১৭।।
শারদ-বিমল চান্দ-কিরণ-সংহতি।
খণ্ডিল রজনীতম, ঝলমল জ্যোতিঃ।। ১৮।।
যমুনা-তরঙ্গ তট কৈল বিরচিত।
কোমল-তরল-তর বালুকা শোভিত।। ১৯।।
ব্রজবধূ লয়্যা তাহে কৈলা পরবেশ।
বিবিধ কৌতুক-কেলি করে হৃষীকেশ।। ২০।।
রাসরসবিলাস, বিবিধ কেলিকলা।
ত্রৈলোক্যমোহন বেশ ধরে নন্দবালা।। ২১।।
মনোরথ-সাগরে রমণী হৈল পার।
যেন শ্রুতিগণ পাইল তত্ত্বের বিচার।। ২২।।
নিজ-নিজ বাসে গোপী রচিল আসন।
তাহার উপরে বৈসে প্রভু নারায়ণ।। ২৩।।
যোগীন্দ্র-হৃদয়ে যাঁ'র কল্পিত আসনে।
হেন প্রভু রহে ব্রজ-যুবতী-শয়নে।। ২৪।।
কমলার মন হরে-হেন রূপ ধরে।
তা' দেখিয়া ব্রজগোপী আপনা পাসরে।। ২৫।।
কটাক্ষ-মোচনে কেহ করয়ে বিলাস।
মধুর বচনে কেহ কৈল পরিহাস।। ২৬।।
চরণ তুলিয়া কেহ কোলে করি' নিল।
কুচের উপরে কেহ হস্ত তুলি' দিল।। ২৭।।
ঈষৎ করিয়া ক্রোধ বলে ব্রজনারী।
শুন প্রভু, বলি কিছু বোল দুই চারি।। ২৮।।
যে ভজে, তাহাকে পাছে ভজে কথোজন।
না ভজিতে কেহ ভজে, কি তা'র কারণ? ২৯
ভজে বা না ভজে কেহ, নহে ভজমানা।
কহত কি হেতু হয় এসব ঘটনা? ৩০
গোপী-সব দিল যদি কটাক্ষে উত্তর।
হাসিয়া বলিল বাণী প্রভু দামোদর।। ৩১।।
'ভজিলে যে ভজে, সখি, ধর্ম্ম নাহি লেখি।
পরহিত নহে সে, আপন কার্য্য দেখি।। ৩২।।
না ভজিলে ভজে, যে কেবল দয়াময়।
বিনা হেতু যেন পুত্রে পিতার হৃদয়।। ৩৩।।
এই সে পরমধর্ম্ম, এই পরহিত।
শুন, সখি, আর আমি যে কহি বিহিত।। ৩৪।।

বিরহ কাতরা গোপীগণকে শ্রীকৃষ্ণের সান্ত্বনা প্রদান

না ভজিলে ভজিব—আছুক তা'র কাজ।
সর্ব্বভাবে যে ভজে, না যায় তা'র কাছ।। ৩৫।।
কেহ তা'র আত্মারাম নিজসুখে সুখী।
তে-কারণে ধর্ম্মাধর্ম্ম অপেক্ষা না দেখি।। ৩৬।।
আপ্তকাম কেহ তা'র অমোঘ-বাঞ্ছিত।
তে-কারণে নাহি তা'র পরহিতাহিত।। ৩৭।।
মুরখজনের নাহি কার্য্যের বিচার।
ভজিতেহ না ভজে, অজ্ঞান দুরাচার।। ৩৮।।
গুরুদ্রোহী কোন জন ভজিলে না ভজে।
কহিল সকল, সখি, তোমার সমাজে।। ৩৯।।
এ-সব জনের মাঝে আমি কেহ নহি।
শুন সখি, আমার সহজ কথা কহি।। ৪০।।
ভজিলেহ না ভজি—আমার এই রীতি।
নিরবধি ভজে যেন করিয়া পিরীতি।। ৪১।।
অধনে লভিলে ধন হারায় যখনে।
তাহার চিন্তায় আর কিছুই না জানে।। ৪২।।

ভজিলে না ভজি আমি এই সে কারণে।
চিন্তিতে ভকতি যেন বাড়ে অনুক্ষণে।। ৪৩।।
লোক-বেদ-পতি-সুত-গৃহ-পরিজনে।
এ-সব ছাড়িলে তো'রা আমার কারণে।। ৪৪।।
তবে-যে তোমারে ছাড়ি' রহিল অন্তরে।
আমাতে ভকতি যেন বাড়ে নিরন্তরে।। ৪৫।।
জানিঞা করিহ ক্রোধ, শুন, ব্রজরামা।
আমি অপরাধী, তোমার গুণের নাহি সীমা।। ৪৬।।

গোপীপ্রেমে ঋণী শ্রীকৃষ্ণের উক্তি

তো'রা যে করিলে প্রেম করিয়া ভকতি।
তাহা কি শুধিতে পারে আমার শকতি? ৪৭
ব্রহ্মার বয়সে যদি করি উপকার।
তবু ত শুধিতে সখি, না পারিব ধার।। ৪৮।।
গৃহ-বন্ধু ছাড়ি' আইলে দুর্জ্জর শৃঙ্খলা।
কোন্ উপকারে তাহা শুধি, ব্রজবালা? ৪৯
তুমি সব যত কৈলে ভকতি-প্রণয়।
সভে ওই, আর কিছু উপকার নয়।।" ৫০।।
কৃষ্ণকেলি-রাসরস-সুধা-অনুবন্ধ।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুর-প্রবন্ধ।। ৫১।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী-দ্বাত্রিংশঃ অধ্যায়ঃ।। ৩২।।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা-বিলাস
(কামোদ-রাগ)

শুক মুনি বলে,—"রাজা, শুন পরীক্ষিৎ।
অপরূপ রাসকেলি গোপালচরিত।। ১।।
এইরূপে কৃষ্ণের মোহন-মধুবাণী।
চাতুরীবচন যত শুনিঞা রমণী।। ২।।
ছাড়িল বিরহতাপ, পূর্ণ হৈল সিদ্ধি।
আনন্দে মজিল গোপী পায়্যা গুণনিধি।। ৩।।
তবে কৃষ্ণ রাসকেলি কৈলা অনুবন্ধে।
বাহু বাহু যুবতী ধরিয়া বাহুবন্ধে।। ৪।।
রাস-মহোৎসব কৈল রমণী-সমাজে।
দুই দুই যুবতী, গোপাল মাঝে-মাঝে।। ৫।।
হেনকালে সুর-সিদ্ধি-গন্ধর্ব-কিন্নর।
নিজ নিজ নারী-সব আইল বিদ্যাধর।। ৬।।
দেবরথে পূরাইল আকাশমণ্ডল।
শঙ্খ-ভেরী-দুন্দুভি বাজয়ে নিরন্তর।। ৭।।
ব্রহ্মাণ্ড ভরিয়া বাজে দেবের বাজন।
আকাশ ভরিয়া হৈল পুষ্পবরিষণ।। ৮।।
রথের উপরে নাচে দেবের নাচনী।
বিদ্যাধরে গায় গীত সুমধুর-ধ্বনি।। ৯।।
সিদ্ধগণ, মুনিগণ করয়ে স্তবন।
কৃষ্ণের নির্ম্মল যশ-গায় সুরগণ।। ১০।।
কঙ্কণ-কিঙ্কণী-নূপুরের ঝন্ঝনি।
অঙ্গ-আভরণ শব্দে পূরিল মেদিনী।। ১১।।
অতুল-শবদ হৈল এ-রাস-মণ্ডলে।
রমণীর মাঝে মাঝে কৃষ্ণ শোভে ভালে।। ১২।।
হেম-মনি-মাঝে যেন ইন্দ্রনীলমণি।
বিনি সুতে হার যেন বিচিত্র গাঁথুনি।। ১৩।।

দুই দুই গোপীমধ্যে এক এক কৃষ্ণ

দুই-দুই গোপী-মাঝে দেবকীনন্দন।
কত গোপী, কত কৃষ্ণ না যায় গণন।। ১৪।।

পদ-আরোপণ, ভুজযুগল কম্পিত।
কটাক্ষবিলাস দৃগঞ্চল-বিরচিত।। ১৫।।
ক্ষীণ কটিভঙ্গ, কুচ আলোলিত-বাস।
গণ্ডযুগে তরলিত কুণ্ডল-বিলাস।। ১৬।।
ঘর্মকণা-বিরাজিত বদনমণ্ডল।
বিগলিত-নীবিবন্ধ-কবরী-কুন্তল।। ১৭।।
রতি-রস-বিলাস বেকত বহু ভাতি।
বিগতবসনা হৈল সকল যুবতী।। ১৮।।
জলধরচয়ে যেন সৌদামিনী মালা।
বহু কৃষ্ণ-মাঝে শোভে বহু ব্রজবালা।। ১৯।।
রতিরস-অনুরাগে ভুলিল রমণী।
বিমল গোপাল-যশ গায় উচ্চধ্বনি।। ২০।।
ধন্য ব্রজনারী, ধন্য এ-তিন ভুবন।
গোপীর পবিত্র গুণ গায় অনুক্ষণ।। ২১।।

রাসমণ্ডলে গোপীগণের গীত-নৃত্য-ক্রীড়া

বহুবিধ গীত-ভেদ গোপালের গানে।
কেহ কেহ 'সাধু সাধু' করয়ে বাখানে।। ২২।।
ধ্রুপদ করিয়া সুর কোন গোপী গায়।
ধন্য ধন্য বলিয়া প্রশংসে যদুরায়।। ২৩।।
স্তম্ভিত-নয়ন-ভুজ-চরণ-সঞ্চারা।
চিত্রের পুত্তলি যেন রহে ব্রজবালা।। ২৪।।
গোবিন্দের স্কন্ধে কেহ দিয়া নিজকর।
গলিত-বসন-বেশে রহে নিরন্তর।। ২৫।।
কৃষ্ণের আজানু-বাহু কেহ লৈল স্কন্ধে।
পুলকিত হয়্যা গোপী রহে বাহুবন্ধে।। ২৬।।
নটন-চঞ্চল-গণ্ড কুণ্ডলমণ্ডিত।
নিজ গণ্ড গোপী তাহে কৈল আরোপিত।। ২৭।।
তাম্বূল-চর্বিত তাহে দিল গদাধরে।
নাচয়ে গোপিকা, কেহ গায় মন্দস্বরে।। ২৮।।
কিঙ্কিণী-মঞ্জীর রব ঝন্‌ঝনি বোলে।
কি ভেল আনন্দ রস এ-রাসমণ্ডলে! ২৯
কমলাসেবিত যাঁ'র চরণযুগল।
পতিভাবে ভজে গোপী হেন দামোদর! ৩০
করে কণ্ঠ ধরিয়া করয়ে আলিঙ্গন।
বিহরে, গোপালগুণ গায় গোপীগণ।। ৩১।।
কপোল অলকাবলী, কর্ণে উতপল।
ললাটে চন্দনবিন্দু, গণ্ডে ঘর্মজল।। ৩২।।
নানা বেশ-ভূষণ পরিয়া ব্রজনারী।
বহুবিধ কৌতুকে করয়ে রাসকেলি।। ৩৩।।
বলয়া-নূপুর-নাদ, কিঙ্কিণী-বাজন।
ব্রজবধূ নাচয়ে, নাচয়ে নারায়ণ।। ৩৪।।
অলিকুল-রোল ভেল সুগীত-সুসার।
কি রাসমণ্ডল ভেল, কি রস-বিহার!! ৩৫
তিন লোক হৈল, রাজা, ভাবে বিমোহিত।
কি পুন কহিব, তাহা শুন, পরীক্ষিৎ।। ৩৬।।
কাখো করে আলিঙ্গন, কুচে নখরেখা।
কটাক্ষে ভুলায় কাখো, কাখো, অঙ্গে দেহা।। ৩৭।।
উদার বিলাস-হাস্য করে কারো সঙ্গে।
রময়ে রমণী কানু রাস-রস-রঙ্গে।। ৩৮।।
প্রতিবিম্ব চাহি' যেন বালক বিহরে।
সেইরূপে রমণী রময়ে গদাধরে।। ৩৯।।
নিজসুখে পূর্ণ প্রভু, আপ্ত সর্ব্বকাম।
সর্ব্বরস-রসিক-শেখর, গুণধাম।। ৪০।।
সকলজগতে হয় কৃষ্ণের মূরতি।
কৃষ্ণ-বিনে আন নাহি বিচার-যুগতি।। ৪১।।
আপনেহি আপনা রময়ে নারায়ণ।
বালক-বিহার-লীলা, কে বুঝে কারণ? ৪২
না সম্বরে কুচপট্ট, পরিধান-বাস।
বিগলিত ভূষণ, গলিত কেশপাশ।। ৪৩।।
চরকি' পড়েয়ে অঙ্গ ধরণ না যায়।
ভাবেতে ভরল গোপী, কি আর উপায়? ৪৪

রাসলীলা-দর্শনে দেব-দেবীগণের বিস্ময়

দেখিয়া গোপাল-কেলি বিবুধবনিতা।
মূরছি' পড়ল রথে, কামে বিমোহিতা।। ৪৫।।
নিজগণ-সহিত মোহিত শশধর।
সুর-সিদ্ধ বিমোহিত হৈল নিরন্তর।। ৪৬।।

যত ব্রজবধূ, তত দেবকীনন্দন।
লীলায় রমিল গোপী প্রভু নারায়ণ।। ৪৭।।
শ্রমজল ভেল গোপীর বদনমণ্ডলে।
তা' দেখিয়া দয়া কৈলা প্রভু দামোদরে।। ৪৮।।
নিজ করকমলে মুছিল শ্রমজল।
নিজ ভুজে আলিঙ্গন দিল গদাধর।। ৪৯।।
কনক-কুণ্ডল-জ্যোতি গণ্ড বিরাজিত।
মুকুতাদশন, বিম্ব-অধর শোভিত।। ৫০।।
নানা-রতিভাব গোপী করিয়া বিস্তার।
গায়েন গোপাল-গুণ-জন্ম-অবতার।। ৫১।।

গোপীবৃন্দ সহ শ্রীকৃষ্ণের যমুনায় জল-ক্রীড়া

তবে যত ব্রজনারী করিয়া সংহতি।
যমুনার জলে কেলি করে যদুপতি।। ৫২।।
জলকেলি করয়ে বিবিধ পরিপাটী।
হাসিয়া গোপিকা করে জল ছিটাছিটি।। ৫৩।।
চৌদিকে রমণী করে জল বরিষণ।
রথে চড়ি' পুষ্প বরিষয়ে সুরগণ।। ৫৪।।
দেববাদ্য বাজে, যত নাচে বিদ্যাধরী।
সুর-সিদ্ধ করে স্তব দিব্যরথে চড়ি'।। ৫৫।।
গজেন্দ্রলীলায় হরি করে জলকেলি।
ভাবে বিমোহিত হৈলা সব গোপনারী।। ৫৬।।
জলকেলি করিয়া উঠিল নারায়ণ।
চৌদিগ্ ভরিয়া তথা রহে গোপীগণ।। ৫৭।।
যমুনার তীরে তীরে করয়ে বিহার।
সুগন্ধি কুসুম, মত্ত-ভ্রমর ঝঙ্কার।। ৫৮।।
শারদপূর্ণিমা-শশী রজনী বিরাজে।
বিহরে গোপাল গোপযুবতী-সমাজে।। ৫৯।।
নানা-ছল-রসে প্রভু নিজ যোগ-বলে।
রময়ে রমণী-সব সুরতিবিহারে।। ৬০।।
রসিক-নাগর হরি সুখ রসময়।
রমিল রমণী কাম করিয়া উদয়।। ৬১।।

পরীক্ষিতের প্রশ্ন—পরস্ত্রীসহ শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়া কেন?

রাজা বলে—"শুন, শুক মুনি মহাশয়।
আমার হৃদয়ে ভেল এ-বড় সংশয়।। ৬২।।
অধর্ম্ম করিব নাশ, ধর্ম্মের স্থাপনে।
অবতার কৈলা হরি—এই-সে কারণে।। ৬৩।।
আপনে করিয়া কর্ম্ম লোকেরে বুঝায়।
তবে কেন পরদার করে যদুরায়? ৬৪
তুমি কহ—'নিজসুখে পূর্ণ নারায়ণ।'
পরদার-রতিসুখ, কি তা'র কারণ? ৬৫
সুখময় হয়্যা করে পরদারে রতি।
ঘুচাহ সংশয় মোর, শুক মহামতি।।" ৬৬।।

উত্তর—শ্রীভগবানের লীলা প্রাকৃত দোষ-শূন্য;
তদনুকরণে জীবের সর্ব্বনাশ

এ-বোল শুনিঞা বলের ব্যাসের নন্দন।
"শুন রাজা, সাবধানে কহিব কারণ।। ৬৭।।
যে পুন ঈশ্বর হয় জ্ঞানে বলবান্।
ধর্ম্ম করিয়া তা'র নহে বস্তুজ্ঞান।। ৬৮।।
ধর্ম্মে লাভ নহে তা'র, পাপে অপচয়।
সর্ব্বভক্ষ হুতাশন, তবু তেজোময়।। ৬৯।।
ঈশ্বর না হয়, যদি দুষ্ট কর্ম্ম করে।
নরকে পতন তা'র হয় নিরন্তরে।। ৭০।।
রুদ্র নহে, না ধরে রুদ্রের সম বল।
বিষ খায়্যা সেই ক্ষণে ত্যেজে কলেবর।। ৭১।।
ঈশ্বরের বচন প্রমাণ করি' ধরি।
ঈশ্বর-আচার লয়্যা বেভার না করি।। ৭২।।
ঈশ্বরের আচার বিচার নাহি হয়।
পুণ্যে লাভ নাহি তা'র, পাপে অপচয়।। ৭৩।।
ঈশ্বরের হৃদয়ে না উঠে অহঙ্কার।
শুভাশুভ-কর্ম্মফল না হয় তাহার।। ৭৪।।
অখিল-জগদ্গুরু, সর্ব্বলোক গতি।
তাঁ'র কর্ম্মে বিচার না করহ নরপতি।। ৭৫।।
যাঁ'র পদরজ ভজি' মহামুনিগণে।
তপোযোগ-সমাধি করিয়া সমাধানে।। ৭৬।।

স্বচ্ছন্দে বিহরে, তবু নহে ভববন্ধ।
হেন প্রভু লাগিয়া তোমার এত ধন্ধ? ৭৭

শ্রদ্ধাযুক্ত-হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণলীলা শ্রবণে
জীবের নিত্য মঙ্গললাভ

সর্ব্ব-ভূত-হৃদয়ে বসয়ে বনমালী।
লীলায় শরীর ধরি' করে নানা কেলি।। ৭৮।।
সেই সেই ক্রীড়া করে প্রভু নারায়ণ।
শুনিলেই হয় নর কৃষ্ণপরায়ণ।। ৭৯।।
গোপগণে কেহ চিত্তে, ক্রোধ না করিল।
যা'র যেই নারী, তা'র নিকটে আছিল।। ৮০।।
হেন মায়া ধরে প্রভু মহাযোগেশ্বর।
তবে যে কহিব আর, শুন, নরেশ্বর।। ৮১।।
মহানিশা বহি গেল প্রভাতসময়।
গোপীগণে আজ্ঞা তবে দিলা দয়াময়।। ৮২।।
আজ্ঞা শিরে ধরি' গোপী গেল নিজঘরে।
প্রভুর বিচ্ছেদ-দুঃখ রহিল অন্তরে।। ৮৩।।
রাসকেলি-রসময় কৃষ্ণের চরিত।
যেবা কহে, যেবা শুনে, হৈয়া সাবহিত।। ৮৪।।
অতুল-ভকতি তা'র হয় নারায়ণে।
ভবদুঃখ খণ্ডে তা'র, আনন্দ-বর্দ্ধনে।।" ৮৫।।
ধীর-শিরোমণি শ্রীল গদাধর জান।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস-গান।। ৮৬।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাম্প্র সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী-ত্রয়স্ত্রিংশঃ অধ্যায়ঃ।। ৩৩।।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়

নন্দাদি গোপগণের হর-গৌরী-পূজা
(কেদার-রাগ)

একদিন দেবযাত্রা হৈল দেবীবনে।
কৌতুকে চলিল গোপ হরষিত-মনে।। ১।।
নন্দ-আদি গোপগণ শকটে চড়িয়া।
চলিলা অম্বিকা-বনে আনন্দ করিয়া।। ২।।
সরস্বতী-নদী জলে কৈল স্নান-দানে।
হরগৌরী আরাধিল বিবিধ-বিধানে।। ৩।।
গোদান, কাঞ্চনদান, বসন-ভূষণ।
ভক্ষ্য-ভোজ্য দিয়া কৈল ব্রাহ্মণ তোষণ।। ৪।।
তথাই রহিল তীর্থ-উপবাস করি'।
রাত্রিকালে আইল এক সর্প মহাবলী।। ৫।।

সর্পাক্রান্ত শ্রীনন্দের শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে আর্তনাদ

নন্দকে ধরিয়া সর্প গিলিল সত্বরে।
'ত্রাহি ত্রাহি' করি' নন্দ ডাকে উচ্চস্বরে।। ৬।।
'কৃষ্ণ কৃষ্ণ যোগেশ্বর প্রপন্ন-পালন।
সর্প হৈতে কর, বাপু, মোর বিমোচন।।' ৭।।
নন্দের ক্রন্দন শুনি' যত গোপগণে।
সর্পের উপরে কৈল শর-বরিষণে।। ৮।।
তবু নন্দে না তেজিল সর্প দুরাচার।
গোপকুলে শবজ উঠিল হাহাকার।। ৯।।

শ্রীকৃষ্ণচরণ-স্পর্শে সর্পের মুক্তি

তবে কৃষ্ণ পরশিল বামপদ দিয়া।
দিব্যরূপ হৈল সর্প শরীর তেজিয়া।। ১০।।
হেম-আভরণ ধরে দিব্য বিদ্যাধর।
তবে তা'রে জিজ্ঞাসিলা প্রভু গদাধর।। ১১।।
'সর্পরূপ ধরিয়া আছিলে কি কারণে?
কোন্ পুণ্যে দিব্যরূপ ধরিলে এখনে?' ১২

বিদ্যাধর সুদর্শনের সর্পশরীর-লাভের কারণ

সর্প বলে,—'শুন, গোসাঞি, কহি বিদ্যমান।
তোমার কৃপায় মোর হৈল পরিত্রাণ।। ১৩।।

বিদ্যাধর ছিলুঁ মুঞি নামে 'সুদর্শন'।
বিকৃত-আকার মুঞি দেখিলুঁ ঋষিগণ।। ১৪।।
তা'-সভা দেখিয়া মোর উপজিল হাস।
ক্রোধ করি' মুনিগণ মোরে দিলা শাপ।। ১৫।।
দেহের গরবে, বেটা, কর অহঙ্কার।
সর্পজাতি হয়্যা গিয়া রহ চিরকাল।। ১৬।।
তোমার কৃপায় হৈল শাপ-বিমোচন।
কুযোনি-জনমদুঃখ খণ্ডিল এখন।। ১৭।।
অখিল-জগত গুরু পরশে চরণে।
দ্বিজ-দণ্ড-বিমোচন হৈল তে-কারণে।। ১৮।।
যাঁ'র নাম শুনিলে অশেষ পাপ হরে।
সে প্রভু চরণ দিয়া পরশে যাহারে।। ১৯।।
তা'র কি দুরিত-দুঃখ রহে কোনকালে?
আজ্ঞা দেহ প্রভু, মোরে, চলি নিজ ঘরে।।' ২০।।
প্রদক্ষিণ করিয়া করিল দণ্ডনতি।
আজ্ঞা শিরে ধরিয়া চলিল দিব্যগতি।। ২১।।
কৃষ্ণের মহিমা দেখি' ব্রজবাসিগণে।
স্নান-দান-ব্রত সমাপিল পর-দিনে।। ২২।।
কৃষ্ণের মহিমা-গুণ সর্ব্বলোকে গাই।
গোকুলে চলিলা গোপ মহানন্দ পাই'।। ২৩।।

শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের রাসক্রীড়া

একদিন রামকৃষ্ণ দুই সহোদর।
বৃন্দাবনে রাসকেলি রচিল সুন্দর।। ২৪।।
মল্লিকা-মালতী-জাতি-গন্ধ পরচার।
বিমল-যামিনী, চারু ভ্রমর-ঝঙ্কার।। ২৫।।
হেন অদভুত বনে রমণীমণ্ডল।
তা'র মাঝে শোভে বনমালী-হলধর।। ২৬।।
দিব্যগন্ধ তুলসী, লম্বিত বনমাল।
ললিত কুণ্ডল দোলে, বিলোলিত হার।। ২৭।।
দিব্যগন্ধ-মলয়জ-বিলেপিত অঙ্গ।
বহুবিধ মনোরথ উদিত তরঙ্গ।। ২৮।।
রমণীমণ্ডল-মাঝে করে রাসকেলি।
ললিত-মধুর গীত গায় বনমালী।। ২৯।।

শ্রীকৃষ্ণের শঙ্খচূড়-বধ

হেনকালে শঙ্খচূড় কুবের কিঙ্কর।
সম্মুখে আসিয়া দেখা দিল নিশাচর।। ৩০।।
হরিয়া রমণীগণ নিল বিদ্যমানে।
গোধন হরিয়া যেন লয় দুষ্টগণে।। ৩১।।
চলিল উত্তর দিগে পর্ব্বত আকার।
ভয় নাহি মনে তা'র, মহাদুরাচার।। ৩২।।
'রাম-কৃষ্ণ' বলি' গোপী কান্দে উচ্চস্বরে।
রামকৃষ্ণ দুই ভাই কোন যুক্তি করে।। ৩৩।।
দুই ভাই উফাড়িল দুই গাছ শাল।
'ধর ধর' বলিয়া ধাইল যেন কাল।। ৩৪।।
ভয় পায়্যা শঙ্খচূড় ছাড়ি' গোপীগণ।
পালায় পাপিষ্ঠ যক্ষ রাখিয়া জীবন।। ৩৫।।
তা'র পাছে পাছে তবে গেলা দামোদর।
গোপীগণ-রক্ষার্থে রহিল হলধর।। ৩৬।।
কথোদূরে গিয়া তা'রে ধরিল সত্বরে।
দুই খান কৈল শির মুষ্টিক-প্রহারে।। ৩৭।।
তা'র শিরে আছিল বিচিত্র মণিবর।
বলরাম হস্তে লয়্যা দিল গদাধর।। ৩৮।।
হেনরূপে শঙ্খচূড় বধিয়া শ্রীহরি।
রমণীমণ্ডলে কৈল অপরূপ কেলি।। ৩৯।।
ভক্তিরস-গুরু শ্রীল গদাধর জান।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস-গান।। ৪০।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পামরহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী-চতুস্ত্রিংশঃ অধ্যায়ঃ।। ৩৪।।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে গোপীগণের তদীয় লীলাকীর্ত্তন

(ভাটিয়ারী-রাগ)

"বনে বনে বনমালী গোধন চরায়।
নানা-দুঃখে গোপীগণ দিবস গুঙায়।। ১।।
সর্ব্বগোপী একত্র মিলিয়া দিনে-দিনে।
কৃষ্ণগুণ গাঞা গোপী রাখয়ে জীবনে।। ২।।
বাম বাহু ধরি' বাম-কপোলমণ্ডলে।
ললিত-চলিত-ভুরু মুরলী অধরে।। ৩।।
বেণুরন্ধ্রে বিলোলিত কোমল-অঙ্গুলী।
যখনে বাজায় বেণু শ্রীবনমালী।। ৪।।
সিদ্ধবধূগণ তা'র সঙ্গে সিদ্ধগণ।
মূরছিয়া পড়ে রথে হঞা অচেতন।। ৫।।
বিগলিত নীবিবন্ধ, কামে বিমোহিতা।
লাজে-ভয়ে ব্যাকুলিত সিদ্ধের বনিতা।। ৬।।
শুন শুন গোপি, আর কহি অদভুত।
করয়ে মোহন-লীলা ওহি নন্দসুত।। ৭।।
অচল তড়িততুল্য উরে হার হাসে।
আরত-জনার দুঃখ কটাক্ষে বিনাশে।। ৮।।
যখনে বাজায় বেণু রহি' বৃন্দাবনে।
যুথে যুথে মৃগ-পশু মিলয়ে গোধনে।। ৯।।
শ্রবণ তুলিয়া দন্তে তৃণ ধরি' রহে।
চিত্রের পুত্তলি যেন প্রভু-মুখ চাহে।। ১০।।
নবদল-ময়ূরচন্দ্রিকা-চারু কেশ।
বিচিত্র-পল্লবে চারু ধরে নটবেশ।। ১১।।
যখনে মুকুন্দ বেণু বাজায় মধুর।
তখনে সকল নদীগতি হয় দূর।। ১২।।
হরিয়া চরণরেণু আনিব পবনে।
এই মনে করিয়া থাকয়ে নদীগণে।। ১৩।।
শিশুগণে নিজগুণ গায় চারি পাশে।
বনে বনে বিহার করয়ে নট-বেশে।। ১৪।।
নাম ধরি' যবে ধেনু ডাকে বেণুস্বানে।
তখনে প্রাণীর ধর্ম্ম ধরে তরুগণে।। ১৫।।
সর্ব্বভূতে বৈসে হরি প্রভু দয়াময়।
লতাবলী প্রকট করিল অতিশয়।। ১৬।।
প্রেমভাবে পুলকিত মধুধারা বহে।
ভকতলক্ষণ ধরি' তরু-লতা রহে।। ১৭।।
দিব্যগন্ধ তুলসী, ললিত বনমালে।
অলিকুলে বেণুরব করে অনুকারে।। ১৮।।
সুধারসময় বেণু পূরয়ে সন্ধানে।
হংস-সারস আসি' মিলয়ে তখনে।। ১৯।।
জলচর বেণুনাদে হঞা বিমোহিতে।
সরোবর তেজিয়া দাণ্ডায় চারিভিতে।। ২০।।
মুদিত-নয়নে করে চিত্ত-সমাধান।
নিশবদে রহে কৃষ্ণে করিয়া ধেয়ান।। ২১।।
শুন, ব্রজবধূ, আর বিচিত্র-কথনে।
রাম-কৃষ্ণ রহে গিরি-তট-উপবনে।। ২২।।
বেণুরবে জগৎ করয়ে হরষিত।
তখনে মেঘের গতি' মন্দ-গরজিত।। ২৩।।
ঈশ্বর-লঙ্ঘন জানি হয় কোন মতে।
মন্দ-মন্দ গরজে, গমন সাবহিতে।। ২৪।।
ছায়া করি' ছত্র ধরে, পুষ্প-বরিষণ।
হেন সে মেঘের ধর্ম্ম দেখিল তখন।। ২৫।।
শুন হে যশোদা, তুমি পুণ্যবতী নারী।
তোমার পুত্রের কথা কহিতে না পারি।। ২৬।।
বিদগধ-শিরোমণি গুণের সাগর।
কত ভাতি জানে সে-যে রসিক-নাগর।। ২৭।।
বিবিধ-বিনোদ-বেণু বাজায় রসাল।
তখনে দেখিল সখি, বড় চমৎকার।। ২৮।।
ব্রহ্মা-ভব-পুরন্দর-আদি সুরগণে।
আসিয়া করয়ে স্তুতি বিবিধ-বিধানে।। ২৯।।
করযোড়, প্রণত-কন্ধর তনু-চিত্ত।
তত্ত্ব না জানিঞা দেব হয় বিমোহিত।। ৩০।।
ধ্বজ-বজ্র-বিরাজিত চরণকমলে।
যখন বেড়ায় কৃষ্ণ গোকুলমণ্ডলে।। ৩১।।
তখন দেখিয়ে তা'র রূপ মনোহর।
আমি সব তখনে না জানি নিজপর।। ৩২।।
বসন, ভূষণ, কেশ—এসব পাসরি।
কেবল থাকিয়ে যেন বৃক্ষভাব ধরি'।। ৩৩।।

নবদল-তুলসী-ললিত বেশ ধরি'।
মণি ধরি' গোধন গণয়ে বনমালী।। ৩৪।।
অনুচর বালকের কান্ধে বাম হাথ।
যখনে মোহন বেণু বাজায় গোপীনাথ।। ৩৫।।
বেণুরবে বিমোহিতা বনের হরিণী।
পতি-সুত ছাড়িয়া সেবয়ে যদুমণি।। ৩৬।।
ছাড়িল কৃষ্ণের গুণে পতি-সুত-দয়া।
হেন প্রভু বিহরে গোপাল-বেশ হয়্যা।। ৩৭।।
কুন্দকুসুমদাম-বিলসিত বেশ।
ব্রজশিশু-মাঝে নটবর হৃষীকেশ।। ৩৮।।
যখনে তোমার পুত্র করয়ে বিহার।
হরয়ে গোপীর চিত্ত নন্দের কুমার।। ৩৯।।
তখনে মলয়বাত বহে সুশীতল।
চৌদিগে বেড়িয়া রহে গন্ধর্ব-কিন্নর।। ৪০।।
কেহ নাচে, কেহ গীত সুমধুর গায়।
হেন অপরূপ লীলা করে যদুরায়।। ৪১।।
গোধন চরায়্যা হরি দিন-অবশেষে।
যখনে আসিয়া হরি গোকুলে প্রবেশে।। ৪২।।
ব্রহ্মা-আদি সুরগণ আসিয়া তখনে।
পথে-পথে রহি' করে চরণ-বন্দনে।। ৪৩।।
অনুচর বালকে বেড়িয়া গুণ গায়।
হেনরূপে কত লীলা করে ব্রজরায়।। ৪৪।।
তরলিত শ্রমজল বদনমণ্ডলে।
গোধূলি-ধূসর অঙ্গ, কুটিল-কুন্তলে।। ৪৫।।
ব্রজবধূ-নয়নের আনন্দ বাড়ায়।
কত ভাঁতি, কত লীলা করে যদুরায়।। ৪৬।।
দেবকীজঠরে দ্বিজরাজ উতপন্ন।
ওহি গোপকুলে আসি হৈলা উপসন্ন।। ৪৭।।
মদমত্ত গজরাজ বিহরে বিশাল।
কনক-কুণ্ডল দোলে গলে বনমাল।। ৪৮।।
বদন সুন্দর জিনি' পূর্ণ-শশধর।
গোকুলের দিন-তাপ হরয়ে সকল।।' ৪৯।।
এইরূপে গোপীগণ কৃষ্ণগুণ গায়।
গীত অবলম্ব করি দিবস গুঙায়।। ৫০।।
কৃষ্ণ-বিনে গোপীগণে নাহি জানে আন।
গোপীনাথে নিয়োজিল তনু-মন-প্রাণ।। ৫১।।
কি কহিব গোপীকুলে প্রেমের উদয়?
ক্ষণে যুগশত যা'র কৃষ্ণ-বিনে হয়।। ৫২।।
এই গোপী-গীত যেবা ভক্তিভাবে শুনে।
প্রেমভক্তি হয় তার, পুণ্য দিনে-দিনে।।" ৫৩।।
জান গুরু-গদাধর ধীরশিরোমণি।
ভাগবত-আচার্য্যের প্রেমতরঙ্গিণী।। ৫৪।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী-পঞ্চত্রিংশঃ অধ্যায়ঃ।। ৩৫।।

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণের অরিষ্টাসুর বধ

(সারঙ্গ-রাগ)

"আর অদভুত-কথা শুন সাবধানে।
বৃষাসুর-বধ-কথা কহিব এখনে।। ১।।
বৃষরূপ ধরি' এক দৈত্য মহাবল।
গোকুলে প্রবেশ কৈল মহা ভয়ঙ্কর।। ২।।
লাঙ্গুলের বাড়ি মারি পর্ব্বত উপরে।
ভাঙ্গিয়া পর্ব্বত-চূড়া পড়ে ভূমিতলে।। ৩।।
যেখানে চরণ ধরে, সেখানে তলায়।
গোকুলের প্রজাগণ দেখিয়া ডরায়।। ৪।।
মল-মূত্র ছাড়ে বেটা, নয়ন ঢুলায়।
সেই প্রাণ ছাড়ি' মরে, যা'র দিগে চায়।। ৫।।

দেবলোক কম্পমান নিষ্ঠুর-গর্জনে।
অকালে খসিয়া গর্ভ পড়িল তখনে।। ৬।।
শতে শতে মেঘগণ পর্ব্বত গেয়ানে।
ঝোঁটের উপরে তা'রা রহে স্থানে-স্থানে।। ৭।।
এইরূপ দুরন্ত অসুর মহাকায়।
গোকুল ছাড়িয়া লোক তরাসে পলায়।। ৮।।
গোপীগোপী, গোকুলের যতেক গোধন।
কৃষ্ণের চরণে গিয়া পশিল শরণ।। ৯।।
'কৃষ্ণ কৃষ্ণ, ভকতবৎসল ভগবান্।
নিজ পরিজন প্রভু কর পরিত্রাণ।।' ১০।।
গোকুলের ক্রন্দন দেখিয়া দয়াময়।
আশ্বাসিল গোপগোপী 'না করিহ ভয়'।। ১১।।
ডাক দিয়া বলে কৃষ্ণ 'আরে দুরাচার।
পশুগণে ভয় দিয়া কি সুখ তোমার? ১২
দুষ্ট-বিনাশন আমি, খল বিনাশন।
থাকে তো'র শক্তি বেটা করসিয়া রণ।।' ১৩।।
এতেক বলিয়া কৃষ্ণ মারে মালসাট।
অনুগত-স্কন্ধে প্রভু দিয়া বামহাথ।। ১৪।।
মরকত-গিরি যেন রহিল দাণ্ডায়্যা।
কোপে দুষ্ট দৈত্য আসে পৃথিবী কাঁপায়্যা।। ১৫।।
লাঙ্গুল ফিরাইয়া মেঘ কৈল খান-খান।
দুই শৃঙ্গ সম্মুখে পাতিল খরসান।। ১৬।।
'বিন্ধিয়া মারিব কৃষ্ণে'—মনে আছে তা'র।
ধাইয়া আইল দৈত্য পর্ব্বত-আকার।। ১৭।।
দুই শৃঙ্গ প্রভু তা'র দু'হাতে ধরিয়া।
অষ্টাদশ পদ লঞা ফেলিল ঠেলিয়া।। ১৮।।
মহামত্ত গজে যেন ফেলে গজ আর।
সেইক্ষণে তুরিতে উঠিল দুরাচার।। ১৯।।
সঘনে পবন বহে, ক্রোধে মূরছিত।
সেইরূপে আরবার ধাইল ত্বরিত।। ২০।।
তবে প্রভু দুই শৃঙ্গ দুই হাথে ধরি'।
ভূমিতলে অসুরে ফেলিল পাক মারি'।। ২১।।
মোচড়িয়া, চাপিয়া রাখিল ভূমিতলে।
আর্দ্রবস্ত্র লোক যেন চিপিয়া নিঙ্গাড়ে।। ২২।।
নির্জীব করিয়া দৈত্যে ঘষিল প্রচুর।
শৃঙ্গ উপাড়িয়া বাড়ি মারিল নিষ্ঠুর।। ২৩।।
হস্তপদ আছাড়ে, দৈত্য করি' ধড়্‌ফড়্।
মল-মূত্র ছাড়িয়া তেজিল কলেবর।। ২৪।।
পড়িল অরিষ্ট-দৈত্য, গেল যমঘর।
গীত-বাদ্য-নৃত্য করে গন্ধর্ব-কিন্নর।। ২৫।।
সুরগণে কৈল স্তুতি, পুষ্প-বরিষণ।
জয়-জয়কার করে গোপগোপীগণ।। ২৬।।
মারিয়া 'অরিষ্ট'-দৈত্য বালক-লীলায়।
গোকুলে প্রবেশ কৈলা গোকুলের রায়।। ২৭।।
হেনকালে আসিয়া নারদ তপোধন।
কহিলা কংসেরে তবে মন্ত্রণা-বচন।। ২৮।।

নারদবাক্যে শ্রীকৃষ্ণ-বলরামকে বসুদেব পুত্র
জানিয়া কংসকর্ত্তৃক তাঁহাদের বিনাশের চেষ্টা

'শুন, কংস মহারাজ, কহি সবিশেষ।
দৈবকীর পুত্র কৃষ্ণ গোকুলে প্রবেশ।। ২৯।।
যশোদার কন্যা যে চলিল স্বর্গপথে।
রোহিণীর পুত্র বলরাম বলি যা'কে।। ৩০।।
এ-বোল শুনিঞা কংস জ্বলিল অন্তরে।
তীক্ষ্ণ খগড় নিল বসুদেব কাটিবারে।। ৩১।।
তবে শ্রীনারদ তা'রে কৈল নিবারণে।
'বৃথা বসুদেব তুমি মার কি কারণে? ৩২
আমার বচন শুন, বিলম্ব না কর।
প্রকার করিয়া তুমি রাম-কৃষ্ণে মার।।' ৩৩।।
এতেক বুলিয়া মুনি কৈলা অন্তর্দ্ধান।
তবে কংস রাজা কৈল বিবিধ সন্ধান।। ৩৪।।
বসুদেব-দেবকীরে নিগড়ে বান্ধিয়া।
'কেশী'-নামে মহাসুরে কহয়ে ডাকিয়া।। ৩৫।।
'শুন, কেশী, সখা তুমি, বান্ধব আমার।
রামকৃষ্ণে মার গিয়া, না কর বিচার।।' ৩৬।।
তবে কেশী পাঠায়্যা দারুণ কংসাসুর।
ডাক দিয়া আনে দৈত্য মুষ্টিক-চাণুর।। ৩৭।।

শল-তোশল-আদি পাত্র-মিত্রগণ।
'শুন শুন, দৈত্যগণ, আমার বচন।। ৩৮।।
বসুদেবের দুই পুত্র গোকুল-নগরে।
'রাম-কৃষ্ণ'-নামে তা'রা বৈসে নন্দঘরে।। ৩৯।।
সেই সে আমার মৃত্যু—কহে সর্ব্বজনে।
কহ দেখি, কোন্ বুদ্ধি করিব এখনে? ৪০
প্রকার করিয়া তবে আন দুই ভাই।
চাণুর-মুষ্টিক তা'রে মারিব এথাই।। ৪১।।
মল্ললীলা করিয়া মারিব দুইজন।
শুন শুন, মন্ত্রিগণ আমার বচন।। ৪২।।
বহুবিধ মঞ্চ কর, বিবিধ সঞ্চার।
রঙ্গভূমি কর দৃঢ়-প্রাচীর-প্রাকার।। ৪৩।।
পুরজন-জানপদে দেখিব সংগ্রাম।
আরে আরে মাহুত, করহ অবধান।। ৪৪।।
কুবলয়-গজ লঞা রাখহ দুয়ারে।
হস্তি দিয়া রাম-কৃষ্ণে মারিবে সত্ত্বরে।। ৪৫।।
ধনুর্যজ্ঞ আরম্ভিয় চতুর্দ্দশী-দিনে।
বহুবিধ পশুবলি করিহ বিধানে।। ৪৬।।
ধূপ-দীপ-গন্ধ-পুষ্প নানা উপহারে।
পশুপতি পূজা কর বিবিধ-সম্ভারে'।। ৪৭।।

ধনুর্যজ্ঞে মল্লক্রীড়ায় শ্রীকৃষ্ণ-বলরামকে আনয়নার্থ
কংসকর্ত্তৃক অক্রূরকে ব্রজে প্রেরণ

আজ্ঞা দিয়া মন্ত্রিগণে পাঠাই সত্ত্বরে।
অক্রূরে আনিঞা কংস পশিল মন্দিরে।। ৪৮।।
অক্রূরের হস্তে ধরি' বলে কংসরাজ।
'শুন শুন, অক্রূর, বলিয়ে নিজ কাজ।। ৪৯।।
তুমি হেন হিতকারী বন্ধু নাহি আর।
তে-কারণে বলি কিছু কার্য্য সাধিবার।। ৫০।।
ইন্দ্র সুখে আছে বিষ্ণু করিয়া আশ্রয়।
হেন হিতকারী তুমি বন্ধু মহাশয়।। ৫১।।
বসুদেবের দুই পুত্র নন্দঘোষ-ঘরে।
রথে তুলি' রাম-কৃষ্ণে আনহ সত্ত্বরে।। ৫২।।
সেই সে আমার মৃত্যু দেবগণে কহে।
শীঘ্র করি' চলিবে, বিলম্ব যেন নহে।। ৫৩।।
দধি-দুগ্ধ উপায়ন সাজিয়া অপার।
নন্দ আদি গোপ যেন হয় আগুসার।। ৫৪।।

কংসের দুরভিসন্ধি

রাম-কৃষ্ণে আন তুমি রথেতে তুলিয়া।
দ্বারেতে মারিব কুবলয়-গজ দিয়া।। ৫৫।।
তবু যদি না মরে, মারিব মল্লরণে।
তবে বসুদেবে আমি মারিব পরাণে।। ৫৬।।
তবে তা'র মরিব যতেক বন্ধুগণ।
উগ্রসেন পিতা, তা'র লইব জীবন।। ৫৭।।
বৃদ্ধকালে রাজ্যলোভ যা'র এত বড়।
মারিব দেবক তা'র ভাই সহোদর।। ৫৮।।
তবে যে যে দ্বেষ-ভাব করএ আমার।
সবংশে তাহার আমি করিব সংহার।। ৫৯।।
তবে অকন্টক হৈব রাজ্য-অধিকার।
জরাসন্ধ আছে গুরু সহায় আমার।। ৬০।।
শম্বর, নরক, বাণ সহস্রেক-কর।
এই-আদি আছে মোর বান্ধব-সকল।। ৬১।।
এ-সব সহায় করি' বিপক্ষ মারিব।
সুখে বসি' রাজ্যভোগ আনন্দে করিব।। ৬২।।
এ-বোল বুঝিয়া তুমি চল ত্বরাত্বরি।
রাম-কৃষ্ণ দুই শিশু আন রথে করি'।। ৬৩।।
'রাজপুরী নাহি দেখ, তুমি থাক বনে।
যজ্ঞ-মহোৎসব আসি' দেখ দুই জনে।।' ৬৪।।
এই ছলে ভাণ্ডিয়া আনহ দুই ভাই।
পরম-বান্ধব দেখি' তোমারে পাঠাই।।' ৬৫।।
তবে কিছু কহিলা অক্রূর সুপণ্ডিত।
'যে কিছু কহিলে রাজা সব সমুচিত।। ৬৬।।
পরম-যতনে কাজ আপনার সাধি।
হয় বা না হয়, তাহে বলবান্ বিধি।। ৬৭।।
বিধি করিবারে পারে অঘট-ঘটনা।
যতনেহ নহে সিদ্ধি বিধির খণ্ডনা।। ৬৮।।

তথাপি পুরুষে কাজ সাধিব যতনে।
হউ বা না হউ সিদ্ধি বিধির ঘটনে।। ৬৯।।
সাদিব তোমার কার্য্য যতন করিয়া'।
অক্রুর চলিলা তবে এতেক বলিয়া।। ৭০।।
বিদায় মাগিয়া মন্ত্রিগণ গেলা ঘরে।
আজ্ঞা দিয়া কংস প্রবেশিলা নিজপুরে।।" ৭১।।
ধীর-শিরোমণি শ্রীল-গদাধর জান।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস-গান।। ৭২।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী-ষট্‌ত্রিংশঃ অধ্যায়ঃ।। ৩৬।।

অরিষ্টাসুর-বৃষ-বধ—ছলধর্ম্মাদির অভিমানে ভক্তিকে অবহেলা করণ। তাহার বধ।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক কেশীদৈত্যবধ
(কানাড়া-রাগ)

কংসের আদেশে কেশী ঘোড়ারূপ ধরে।
নন্দের গোকুলে গিয়া উঠিলা সত্ত্বরে।। ১।।
পৃথিবী বিদার করে পদখুরাঘাতে।
ত্রিভুবন কাঁপাইল হ্রেষিত-শবদে।। ২।।
সটা-ছটাছটি মেঘ কৈল খণ্ডখণ্ড।
অঙ্গভরে টলমল করে ভূমিখণ্ড।। ৩।।
বিশাল নয়ন তা'র, বিকট বদন।
মহামেঘ-কলেবর ভীম-দরশন।। ৪।।
নন্দের গোকুলে বেটা কৈল আগুয়ান।
তা' দেখিয়া গোপগণ হৈলা কম্পমান।। ৫।।
সম্মুখে দেখিল দৈত্য প্রভু যদুবর।
প্রভু দেখি' ক্রোধে তা'র জ্বলিল অন্তর।। ৬।।
দুরন্ত অসুর সেই মহাপাপমতি।
দুই পদ তুলিয়া মারিল এক লাথি।। ৭।।
লাথি মারিলেক বেটা বুকের উপরে।
কটাক্ষে বঞ্চিল তাহা প্রভু গদাধরে।। ৮।।
সেই দুই পদ তা'র দুই হস্তে ধরি'।
সপ্তপাক ফিরাইল আকাশেতে তুলি'।। ৯।।
অবজ্ঞাতে পাক মারি' ফেলিল নিষ্ঠুর।
চারি শত হস্ত গিয়া পড়িল অসুর।। ১০।।
কথোক্ষণ রহি' বেটা উঠিল সত্ত্বরে।
মুখপান মেলিয়া আইসে গিলিবারে।। ১১।।
কোন বুদ্ধি কৈল তবে প্রভু যদুবর।
বামহস্ত প্রবেশাইল মুখের ভিতর।। ১২।।
ভুজ প্রবেশায় প্রভু মুখের ভিতরে।
মহাগর্তে সর্প যেন পরবেশ করে।। ১৩।।
দশন খসিয়া তা'র পড়িল সকল।
মহাভুজ বাড়ে তা'র মুখের ভিতর।। ১৪।।
শ্রীভুজে নিরুদ্ধ কৈল এ-দশ দুয়ার।
শ্বাস-রুদ্ধ হয়্যা প্রাণ ছাড়ে দুরাচার।। ১৫।।
দুই আঁখি উলটিল, পড়িল সঙ্কটে।
হস্ত পদ আছাড়িয়া করে ছট্‌ পটে।। ১৬।।
ত্রাসে মলমূত্র ছাড়ি' তেজিল পরাণ।
বিদরিয়া অঙ্গ তা'র হৈল খানখান।। ১৭।।
কাকুড়ি ফুটিয়া যেন হৈল খণ্ড-খণ্ড।
মুখ হৈতে বাহির করিলা ভুজদণ্ড।। ১৮।।
ব্রহ্মা-আদি দেবগণ করয়ে স্তবন।
সুরবধূগণ কৈল পুষ্প-বরিষণ।। ১৯।।
দুন্দুভি-বাজনা বাজে, 'জয় জয়'-ধ্বনি।
লীলায়ে অসুর-বধ কৈলা চক্রপাণি।। ২০।।

শ্রীনারদের শ্রীকৃষ্ণস্তুতি

নারদ আসিয়া তবে দিলা দরশন।
নিভৃতে কৃষ্ণের সঙ্গে কৈলা সম্ভাষণ।। ২১।।

'কৃষ্ণ কৃষ্ণ, যোগেশ্বর, অখিলনিবাস।
বাসুদেব, ভকতবৎসল, শ্রীনিবাস।। ২২।।
সর্ব্বভূত-আত্মা তুমি, প্রভু একরূপ।
কাষ্ঠভেদে একই বহ্নি দেখি নানারূপ।। ২৩।।
সর্ব্বভূতে বৈস তুমি, গূঢ়, গুহাশয়।
সর্ব্বসাক্ষী' পরিপূর্ণ, তুমি সর্ব্বময়।। ২৪।।
আপনে আপনা কর মায়ায় সৃজন।
আপনে সংহার কর, আপনে পালন।। ২৫।।
পৃথ্বীর হরিতে ভার দৈত্য বিনাশিবে।
নিত্যধর্ম্ম জগতে স্থাপিয়া যশ থুইবে।। ২৬।।
এই-সে কারণে তুমি কৈলে অবতার।
দেখিল তাহার আজি কিছু চমৎকার।। ২৭।।
অশ্বরূপ মহাদৈত্য মারিলে লীলায়।
যা'র ভয়ে স্বর্গ ছাড়ি' দেবতা পলায়।। ২৮।।
চাণূর-মুষ্টিক আর শল-তোশল।
কুবলয়-গজ আর যত মহাবল।। ২৯।।
কংস-আদি আর যত দৈত্য দুরাচার।
দুই দিন-ব্যাজে তুমি করিবে সংহার।। ৩০।।
শঙ্খ-মুর-নরক-যবন-দৈত্যক্ষয়।
পারিজাত-হরণে ইন্দ্রের পরাজয়।। ৩১।।
বীর্য্যমূল্য দিয়া রাজকন্যা-পরিণয়।
নৃগের মোক্ষণ, আর দ্বারকাবিজয়।। ৩২।।
ভার্য্যা-সহ স্যমন্তক-মণির-হরণ।
তাহার লাগিয়া প্রাণ দিবে কথোজন।। ৩৩।।
ব্রাহ্মণের মৃতপুত্র করিবে প্রদান।
মারিবে পৌণ্ড্রক-রাজা মহাবলবান্।। ৩৪।।
বারাণসী পোড়াইবে, মারিবে দন্তবক্র।
শিশুপাল-বধ মহাযজ্ঞের ভিতর।। ৩৫।।
আর যত যত কর্ম্ম করিবে বিশাল।
আমি-সব কৌতুকে দেখিব তাহা ভাল।। ৩৬।।
কালরূপ প্রভু তুমি, জগৎ সংহার।
সংহার-কারণে তুমি কালরূপ ধর।। ৩৭।।
অর্জ্জুন-সারথি হয়্যা আপনি ভারতে।
হরিবে পৃথ্বীর ভার, দেখিব সাক্ষাতে।। ৩৮।।
যদি বল-'শত্রু-মিত্র আছে, রাগ-দ্বেষ।
আন জীব চাহি' আমি কেমনে বিশেষ?' ৩৯
বিশুদ্ধ-বিজ্ঞানঘন, শুদ্ধ-সত্ত্বময়।
অমোঘবাঞ্ছিত তুমি, নিজ-সুখময়।। ৪০।।
নিজ-তেজে মায়াগুণ দূরে পরিহর।
কেবল নিষ্কল ব্রহ্ম নানাশক্তিধর।। ৪১।।
স্বাধীন ঈশ্বর তুমি যোগমায়া-বলে।
অশেষ নির্ম্মাণ কর তিলেক ভিতরে।। ৪২।।
ক্রীড়া করিবারে ধর নর-কলেবর।
যদুকুলনাথ তুমি, প্রভু যদুবর।।' ৪৩।।
এইরূপে স্তুতি করি' দণ্ড-পরণাম।
প্রদক্ষিণ করিয়া চলিলা মতিমান্।। ৪৪।।
আজ্ঞা দিয়া নারদে পাঠাইলা বনমালী।
গোকুলে প্রবেশ কৈলা অসুর সংহারি'।। ৪৫।।

শ্রীকৃষ্ণের ব্যোমাসুর-বধ-কথা

আর দিনে শিশু-সঙ্গে প্রভু যদুরায়।
গোবর্দ্ধন-গিরি-তটে গোধন চরায়।। ৪৬।।
তা'তে আর এক খেলা পাতিল কৌতুকে।
'পাইক-লুকানি'—যা'রে বলে শিশুলোকে।। ৪৭।।
কেহ চোর, কেহ তা'তে পাইকরূপ ধরে।
ভেড়ারূপ ধরি' কত বালক বিহরে।। ৪৮।।
ভেড়া চুরি করি' চোর-শিশু লয়্যা যায়।
পাইক চোর ধরি' ভেড়া কাড়িয়া রহায়।। ৪৯।।
ময়দানবের পুত্র ব্যোম মহাবল।
চোররূপে প্রবেশিল চোরের ভিতর।। ৫০।।
বালকের মাঝে কৈল অসুর প্রবেশ।
বুঝিয়া রহিলা মনে প্রভু হৃষীকেশ।। ৫১।।
গুটি গুটি করি' বেটা বালক চোরায়।
পর্ব্বত-গহ্বরে গিয়া বালক ভরায়।। ৫২।।
পাষাণে রুন্ধিয়া তা'র দুয়ার রাখিল।
অবশেষে চারি পাঁচ ছাওয়াল রহিল।। ৫৩।।

দুষ্টকর্ম্ম দুষ্টের জানিঞা হৃষীকেশ।
আর শিশু লয়্যা যাইতে ধরিল বিশেষ।। ৫৪।।
পালাইতে না পারিয়া দৈত্য দুরাচার।
নিজরূপ ধরে তবে পর্ব্বত-আকার।। ৫৫।।
তবে প্রভু অসুরে ফেলিয়া ভূমিতলে।
চাপিয়া বসিল তা'র বুকের উপরে।। ৫৬।।
মুণ্ড উপাড়িয়া স্কন্ধে প্রবেশ করায়।
টান দিঞা চারি হস্ত-পদ উপড়ায়।। ৫৭।।
তথাই প্রবেশ করাইল আরবারে।
পশুমারণ কৈলা, ব্যোম-দৈত্যের সংহারে।। ৫৮।।
মেলিয়া দিলেন প্রভু গহ্বর-দুয়ার।
তবে শিশুগণ লয়্যা কৈলা আগুসার।। ৫৯।।
অনুগতে গায় গীত, দেবে করে স্তুতি।
গোকুলে প্রবেশ কৈলা ত্রিভুবনপতি।।" ৬০।।
ধীর-শিরোমণি শ্রীল গদাধর জান।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুররস গান।। ৬১।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী সপ্তত্রিংশঃ অধ্যায়ঃ।। ৩৭।।

কেশীবধ—'আমি বড় ভক্ত ও আচার্য্য'—এই অভিমান, ঐশ্বর্য্য-বুদ্ধি ও পার্থিব অহঙ্কারবর্জ্জন।
ব্যোমাসুরবধ—চৌরাদি ও কপটভক্ত-সঙ্গত্যাগ। (শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত)

অষ্টাত্রিংশ অধ্যায়

শ্রীঅক্রূরের গোকুলে যাত্রা এবং পথিমধ্যে
শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের মহিমাস্মরণ
(পাহিড়া-রাগ)

"রজনী বঞ্চিয়া ঘরে, অক্রূর প্রভাতকালে,
গোকুলে চলিলা হরষিতে।
রথে করি' আরোহণ, এই চিন্তে মনে মন
'মোর ভাগ্য হৈল আচম্বিতে'।। ১।।
শুন শুন, নরপতি, অক্রূর সে মহামতি,
পথে-পথে এই চিন্তে মনে।
'মুঞি কোন্ তপ কৈলুঁ, মহাজনে দান দিলুঁ,
আজি কৃষ্ণ দেখিমু নয়নে।। ২।।
হেন মোর কি ঘটিব, প্রভু-দরশন-পাইব,
মুঞি সে অধম মন্দমতি ?
যেন বেদে অধিকার, শূদ্রে নাহি ব্যবহার,
তেন মুঞি হীন অধোগতি।।' ৩।।
পুন বলে সে অক্রূর,- 'অমঙ্গল গেল দূর,
আমি মোর জনম সফলে।
যোগী ধ্যান করে যাঁ'র' মুঞি হৈব নমস্কার,
সে প্রভুর চরণকমলে।। ৪।।
কংস অনুগ্রহ কৈল, গোকুলে পাঠায়া দিল
পাদপদ্ম দেখিব নয়নে।
যাঁ'র নখ-মণিজ্যোতি, পায়্যা হইল দিব্যগতি
পার হৈল মহা মহাজনে।। ৫।।
ব্রহ্মা-ভব-আদি সুরে, ধ্যানে যাঁ'র পূজা করে
লক্ষ্মীদেবী করয়ে চিন্তনে।
এমত দুর্লভ পদ, বনে-বনে উপগত,
গোপীকুচ-কুঙ্কুম-মণ্ডনে।। ৬।।
ললিত কপোলদেশ, কুটিল অলকা-কেশ
নব-কঞ্জ-অরুণ লোচন।
নিশ্চয় দেখিব আজি, শ্রীমুখমণ্ডল-জ্যোতি,
প্রদক্ষিণ করে মৃগগণ।। ৭।।
পৃথ্বীর হরিতে ভার, নররূপে অবতার,
অশেষ-লাবণ্য-গুণ-ধাম।
মোর ভাগ্যে তাঁ'র সনে, যদি হয় দরশনে,
তবে পূর্ণ হয় সর্ব্বকাম।। ৮।।

সভার হৃদয়ে থাকে, সাক্ষিরূপে সব দেখে,
অন্তর্য্যামী প্রভু নিরাকার।
হেন প্রভু করে লীলা, গোকুলে শিশুর খেলা,
গোপরূপে গূঢ়-অবতার।। ৯।।
যাঁ'র গুণকর্ম্মরত, বচন সুকৃতি-যুত,
অশেষ মঙ্গল গুণগানে।
জগৎ পবিত্র করে, শুনিলে আনন্দ ধরে
সর্ব্বজীবে করে প্রাণদানে।। ১০।।
যাঁ'র গুণহীন-বাণী, যেন শব-মণ্ডলী,
হেন প্রভু বিহরে গোকুলে।
বিস্তারিয়া যশোভার, যদুকুলে অবতার,
ব্রহ্মা-আদি গায় নিরন্তরে।। ১১।।
অখিল-জগদ্গুরু ভকত-কলপতরু,
কমলাসেবিত-পদধূলি।
মোর শুভ দিন হৈল, শুভ রাত্রি পোহাইল,
নয়নে দেখিব বনমালী।। ১২।।
হেন কি ঘটিব মোরে, যোগী ধ্যান করে যাঁ'রে'
হেন পদে করিব প্রণাম।
তবে আমি ধন্য মানি, আপনে আপনা গণি
তবে মুঞি পুরুষপ্রধান।। ১৩।।
দণ্ড পরণাম করি, পড়িমু চরণ ধরি',
শিরে কর দিবে কি মুরারি ?
বলিদান দিয়া যাঁ'কে, পূজ্য হৈল সর্ব্বলোকে,
ভকত-অভয়-বরধারী।। ১৪।।
কংসের আদেশ পায়্যা, আমা' নিতে আইল ধায়্যা
যদি মোতে হেন জ্ঞান হয়।
যদি থাকে নিজপর, তা'কে নাহি অগোচর,
তবে ভয় করিতে যুয়ায়।। ১৫।।

শ্রীঅক্রূরকর্ত্তৃক শ্রীরাম-কৃষ্ণের বন্দন

কর যুড়ি' ধরি' শিরে, পড়িমু চরণমূলে,
প্রভু যদি চাহিবে সদয়।
এই ত পরমানন্দ, অশেষ-দুরিত-বন্ধ,
খসিব, খণ্ডিব ভবভয়।। ১৬।।
'আমার বান্ধব হয়ে, আমা-বিনে না জানয়ে
এ-বোল বুলিয়া যদুরায়।
যদি দেন আলিঙ্গন, মহাভুজ-বন্ধন,
তবে তীর্থ এই মোর কায়।। ১৭।।
তাঁ'র অঙ্গ-সঙ্গ পায়্যা, পড়িমু প্রণত হয়্যা,
কর যুড়ি' চরণকমলে।
জ্ঞাতির সম্বন্ধ ধরি', বলিব 'অক্রূর' করি',
তবে মোর ধন্য কলেবরে।। ১৮।।
নিজ-পর নাহি তাঁ'র, শত্রু-মিত্র-ব্যবহার,
তথাপি ভকত-হিতকারী।
হেন কল্পতরুবরে, যে জন আশ্রয় করে
সেই সে ফলের অধিকারী।। ১৯।।
অগ্রজ সে বলরাম, অশেষ মঙ্গল-ধাম,
করে ধরি' নিব কি মন্দিরে ?
আতিথ্য-বিধান করি', নন্দ-আদি গোপ মেলি,
বন্ধুবার্ত্তা পুছিব সত্ত্বরে ?' ২০
শ্রীঅক্রূর গুণনিধি, হেনমত শুদ্ধ বুদ্ধি,
কত কত চিন্তিল হৃদয়।"
ভাগবত-আচার্য্যবাণী, কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী,
শুনিলে দুরিত দূর হয়।। ২১।।

শ্রীকৃষ্ণচরণচিহ্ন-দর্শনে অক্রূরের রথ হইতে উত্তরণ
এবং প্রেমানন্দে ধূলীতে গড়াগড়ি
(ভাটিয়ারী-রাগ)

এই মতে পথে কৃষ্ণে চিন্তিল অন্তরে।
সন্ধ্যাকালে উত্তরিলা গোকুলনগরে।। ২২।।
প্রণাম করিঞা আছে সব দেবে আসি'।
ছিন্ন-ভিন্ন হয়্যাছে মুকুট ঘষাঘষি।। ২৩।।
ধ্বজ-বজ্র-বিরাজিত চরণকমলে।
দেখিল অক্রূর পদচিহ্ন আছে ধূলে।। ২৪।।
বাড়িল আনন্দ-প্রেম, ভাবে বিমোহিত।
নয়নে আনন্দজল, অঙ্গ পুলকিত।। ২৫।।
রথ হৈতে লম্ফ দিয়া নাম্বিলা সত্ত্বরে।
পড়িয়া লোটায় সেই ধূলার উপরে।। ২৬।।

ধন্য মুঞি আজি মোর সফল জীবন।
সাক্ষাতে দেখিলুঁ নিজ-প্রভুর চরণ।। ২৭।।

শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের সৌন্দর্য্য-বর্ণন

এইমতে গড়াগড়ি কথোদূর যাই।
রামকৃষ্ণে একত্রে দেখিল দুই ভাই।। ২৮।।
অখিল-জগৎ-নাথ করে গো-দোহন।
নীল-পীত-পরিধান দুহার বসন।। ২৯।।
শারদ-বিমল কঞ্জ নয়ন বিশাল।
ললিত-খেলন বালদ্বিরদ-বিহার।। ৩০।।
কিশোর' শ্যামল-শ্বেত অঙ্গের বরণ।
ধ্বজবজ্র-বিরাজিত দুঁহার চরণ।। ৩১।।
হেম-মণি-রতন দুঁহার অলঙ্কার।
দুহে মনোহর-বেশ, বিক্রম বিশাল।। ৩২।।
রজত-পর্ব্বত যেন কনকে খচিত।
মরকত-গিরি যেন রতনে ভূষিত।। ৩৩।।
দিব্যগন্ধ-তুলসী-ললিত-বনমালা।
দুইজন মনোহর-ব্রজবরবালা।। ৩৪।।
চন্দ্রকোটি জিনি' চারু বয়ান-মণ্ডল।
কমলানিবাস দুঁহার শ্রীভুজযুগল।। ৩৫।।
দিব্যগন্ধ-বিলেপন, ভূষণ দিব্যবেশ।
শিখণ্ড-মণ্ডিত-চূড়া, বিললিত কেশ।। ৩৬।।
জগতের কারণ দুঁহে, জগতের গতি।
জগতের আদি-অন্ত, জগতের পতি।। ৩৭।।
জগত-তারণ-হেতু দুঁহা অবতার।
দুহে গাভী দুঁহে, ব্রজবালক-বিহার।। ৩৮।।
হেনরূপ রামকৃষ্ণে দেখিল গোকুলে।
অক্রূর মজিল তবে আনন্দসাগরে।। ৩৯।।
ভূমিতে পড়িয়া হৈল দণ্ডপরণাম।
বাহ্য পাসরিল, কিছু নাহি অবধান।। ৪০।।
নয়নে আনন্দজল, পুলকিত অঙ্গ।
কহিতে না পারে কিছু, যেন জড় অন্ধ।। ৪১।।

শ্রীকৃষ্ণ-বলরামকর্ত্তৃক অক্রূরকে অভ্যর্থনা ও কুশলবার্ত্তাদি জিজ্ঞাসা

শ্রীভুজে ধরিয়া তাঁ'রে তুলিলা শ্রীহরি।
দৃঢ় আলিঙ্গন দিলা ভুজপাশে বেঢ়ি'।। ৪২।।
করুণাসাগর হরি, ভকতবৎসল।
ভকতের মনোরথ পূরায় সকল।। ৪৩।।
দুই করে ধরিয়া অক্রূর-দুই-কর।
নিজঘরে তবে তা'রে নিলা হলধর।। ৪৪।।
দুঁহে ধরি' আসনে বসায়্যা দিব্যজলে।
পাখালিলা পদযুগ বিশেষ আদরে।। ৪৫।।
পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়া কৈল মধুপর্ক-দান।
কুশল-কল্যাণ তবে পুছে ভগবান্।। ৪৬।।
দুই ভাই কৈলা তাঁ'র পাদ-সম্বাহন।
দিব্য অন্ন-পান দিয়া করায় ভোজন।। ৪৭।।
মুখবাস দিলা তবে কর্পূর-তাম্বুল।
দিব্যগন্ধ-বাস দিয়া পূজিলা প্রচুর।। ৪৭।।
তবে নন্দ সম্মুখে দাঁড়ায়ে মতিমান্।
কুশল জিজ্ঞাসা কিছু কৈলা সন্বিধান।। ৪৯।।
'তুমি-সব কুশলে কি আছ নিরাকুলে?
কংস-হেন দুরাচার, তা'র অধিকারে? ৫০
কংস হেন খল যাহে আছে দণ্ডধর।
কি তা'র জিজ্ঞাসা করি প্রজার কুশল? ৫১
কুক্কুর পালয় যদি ভেড়া-রাখোয়াল।
তবে কি তাহার আর আছে প্রতিকার? ৫২
তুমি-সব আছ যা'তে ধন্য মহাজন।
এই পুণ্যে যেবা হয় প্রজার রক্ষণ।।' ৫৩।।
এইরূপে যদি জিজ্ঞাসিলা নন্দঘোষে।
অক্রূরের পথশ্রম ঘুচিল সন্তোষে।। ৫৪।।
ধীর-শিরোমণি শ্রীল-গদাধর জান।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস-গান।। ৫৫।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণ্যষ্টাত্রিংশঃ অধ্যায়ঃ।। ৩৩।।

ঊনচত্বারিংশ অধ্যায়

অক্রূরের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ

(ভাটিয়ারী-রাগ)

শুকমুনি বলে,—"রাজা, শুন নরেশ্বর।
অক্রূর হইলা অতি আনন্দ-অন্তর।। ১।।
শয়ন করিয়া সুখে খট্টার উপরে।
পূর্ণ-মনোরথ, সুখ লভিল অক্রূরে।। ২।।
যত মনোরথ কৈল গান্দিনীকুমারে।
সে-সকল মনোসিদ্ধি হৈল একবারে।। ৩।।
লক্ষ্মীনাথ পরসন্ন হয়েন যাহারে।
তা'র কি দুর্ল্লভ আছে সংসার-ভিতরে? ৪
তথাপি না মাগে কিছু মাগে মাত্র ভক্তি।
দিলেহ না লয় বল—ভকতের রীতি।। ৫।।
দিব্যসিংহাসনে বসি' দৈবকীনন্দন।
অক্রূরের সনে তবে কৈল সম্ভাষণ।। ৬।।
'কহ তাত' কহ সৌম্য, কুশল তোমার।
জ্ঞাতিবর্গ সুখে আছে, বন্ধু-পরিবার? ৭
কেন বা জিজ্ঞাসি আমি কুশল-কল্যাণ?
কংস-হেন দুষ্ট রাজা যথা বিদ্যমান।। ৮।।
কুলের অধম সেই কুল-বিনাশন।
সে বাঁচিতে কা'র আছে কুশল-কল্যাণ? ৯
নামে সে মাতুল, মোর তত্ত্বে কেহ নয়।
সে দুষ্ট থাকিতে কারো না ঘুচিব ভয়।। ১০।।
এত অপরাধ হৈল আমার কারণে।
আমার কারণে পিতামাতার বন্ধনে।। ১১।।
তোমা' সহ দরশন হৈল শুভদিনে।
কহ দেখি, এথা তুমি আইলে কি কারণে? ১২

শ্রীঅক্রূরের প্রত্যুত্তর

এ-বোল শুনিয়া তবে গান্দিনীনন্দন।
আদি হৈতে কহিল সকল বিবরণ।। ১৩।।
'দূত করি' কংস ব্রজে পাঠাইল মোরে।
কালি তোমা'-সভা লঞা যা'ব মধুপুরে।। ১৪।।
নন্দ-আদি গোপ সবে সাজিয়া সম্ভার।
দধি-দুগ্ধ-ঘৃত লৈব রাজ-উপহার।। ১৫।।
সকলে চলিয়া যা'বে রাজ-বিদ্যমান।
আর এক কথা কহি, কর অবধান।। ১৬।।
নারদে আসিয়া তত্ত্ব কহিল তাহারে।
'রামকৃষ্ণ গোপতে থাকয়ে নন্দঘরে।। ১৭।।
বসুদেবের দুই পুত্র রাম-দামোদর।
সেই সে মারিল যত দৈত্য-অনুচর।। ১৮।।
তোমার নাশের হৈতু দেবের মন্ত্রণা।
উপায় করিয়া তাহা করহ খণ্ডনা।।' ১৯।।
নারদে কহিল যদি এ-সব বচন।
ক্রোধে কংস জ্বলে যেন দীপ্ত হুতাশন।। ২০।।
বসুদেবে কাটিবারে খড়্গ নিল হাতে।
নিবারিয়া নারদ রাখিলা নানামতে।। ২১।।
বসুদেব দৈবকীরে বান্ধিয়া নিগড়ে।
এইরূপে বন্ধুবর্গে পরাভব করে।। ২২।।
সভার হৃদয়ে থাক, তুমি সব জান।
আমি কি কহিব, তুমি চিত্তে অনুমান।।' ২৩।।
এ সব বচন শুনি' রাম-দামোদর।
হাসিয়া কহিলা তবে নন্দের গোচর।। ২৪।।

শ্রীনন্দমহারাজাদির মথুরা-যাত্রার আয়োজন

এ-বোল শুনিয়া তবে নন্দঘোষ রায়।
কোটাল পাঠায়্যা সব গোকুলে জানায়।। ২৫।।
ডাক দিয়া কোটাল কহয়ে ঘরে-ঘরে।
'দধি-দুগ্ধ-ঘৃত লহ শকট-উপরে।। ২৬।।
ভেট-ঘাট সাজি' লহ যা'র যে যোগান।
চলিবে সকল গোপ কংস-বিদ্যমান।। ২৭।।
প্রভাতে চলিব কালি মথুরা-নগর।
দেখিতে রাজার পুরী বিবিধ-মঙ্গল।। ২৮।।
ধনুর্যজ্ঞ কংসরাজা কৈলা অনুবন্ধ।
সকলে দেখিবে গিয়া কৌতুক-আনন্দ।। ২৯।।
অক্রূর কংসের দূত আইল নন্দঘরে।
কালি রামকৃষ্ণে লঞা যা'ব মধুপুরে।।' ৩০।।

শ্রীকৃষ্ণবিরহে শ্রীব্রজগোপীগণের অবস্থা
ও তাঁহাদের আক্ষেপোক্তি

এইরূপে গোকুলে কোটাল দিল সাড়া।
শুনিঞা চিন্তিত হৈল যত ব্রজবালা।। ৩১।।
হৃদয়ে উঠিল তাপ, বদনে সোয়াস।
মলিন হইল মুখ-কমল-প্রকাশ।। ৩২।।
কোন গোপী রহে ধ্যান করি' অবলম্ব।
খসিল দুকূল-বাস, আর কেশবন্ধ।। ৩৩।।
চিত্রের পুত্তলি যেন কোন গোপী রহে।
কোথা আছে, কিবা করে, কিছু না জানয়ে।। ৩৪।।
কৃষ্ণের ঈষৎ হাস্য, মধুর-বচন।
কটাক্ষ-ভঙ্গিমা কারো হইল স্মরণ।। ৩৫।।
কেহ স্মঙরিল গতি-ললিত-বিলাস।
কোন গোপী স্মঙরিল মন্দ-পরিহাস।। ৩৬।।
উদারচরিত্র কারো হইল স্মরণ।
সেই সেই ভাবে গোপীর হরিল চেতন।। ৩৭।।
লাজ-ভয় পরিহরি' ব্রজপুরনারী।
এক এক স্থানে কত শতেক আভিরী।। ৩৮।।
সহিতে না পারি' গোপী কৃষ্ণের বিচ্ছেদ।
উচ্চস্বরে কান্দে গোপী মনে পায়্যা খেদ।। ৩৯।।

শ্রীগোপীগণকর্ত্তৃক শ্রীঅক্রূর ও
নির্দয় বিধির নিন্দোক্তি

কান্দিতে কান্দিতে কোন গোপী কহে বাণী।
'আরে রে বিধাতা' তোমা' ভাল হেন জানি।। ৪০।।
সখ্যভাবে পীরিতি বাঢ়ায়্যা দিলা সঙ্গ।
এমত নির্দয় তুমি পাছে কর ভঙ্গ? ৪১
না পূরাঞা পীরিতি কেমতে তাহা হর?
ছাওয়ালের খেলা যেন ব্যর্থ যত কর।। ৪২।।
যদি বোল—'আমি কিছু নাহি করি মন্দ।
তবে কেনে করাইলে মুকুন্দের সঙ্গ? ৪৩
অলকা-মণ্ডিত মন্দ হসিত সুন্দর।
কেন বা দেখাইলে তা'র শ্রীমুখমণ্ডল? ৪৪
এখনে হরিয়া লহ—এ নহে উচিত।
কেবলমূরুখ তুমি, কে বলে পণ্ডিত? ৪৫
কে বলে অক্রূর তোরে, ক্রূর দুরাচার।
হরিলি নারীর চক্ষু, এ তো'র বেভার? ৪৬
যদি বল—আমি নাহি হরিয়ে লোচন।
কৃষ্ণে হরি' নিলে, চক্ষে কোন্ প্রয়োজন? ৪৭
বিশ্ব নিরমিলে তুমি বিচিত্র-নির্ম্মাণে।
সকল দেখিয়ে তাঁর এক অঙ্গ-স্থানে।। ৪৮।।
হেন কৃষ্ণে হরিলে, নয়নে কিবা কাজ?
ভাল ত বিধাতা তুমি, কৈলে কোন্ কাজ? ৪৯
ভাল নন্দসুত, তাঁ'র ভাল এই রীতি।
নব-অনুরাগে গোপীর ত্যেজিলে পীরিতি।। ৫০।।
পতি-সুত-বন্ধু ত্যজি যাহার লাগিয়া।
সে কেমনে যায় গোপ-যুবতী ত্যজিয়া? ৫১
ধন্য পুরবধূ, তাদের সফল জীবন।
শুভ-রাত্রি পোহাইল, শুভ দিন-ক্ষণ।। ৫২।।
মধুপুরে পরবেশ করিব মুরারি।
শ্রীমুখ দেখিব তা'রা প্রেমরসধারী।। ৫৩।।
তা' সভার মৃদু-মন্দ মধুর-বচনে।
হরিব কৃষ্ণের চিত্ত, আসিব কেমনে? ৫৪
গ্রাম্যবধূ আমি সব গোপী বনচারী।
আর কি আসিব পুরবধূ-প্রেম ছাড়ি'? ৫৫
ধন্য হৈব আজি সব মধুপুর-লোক।
বাঢ়িবে সম্পদ্, দূরে যাবে দুঃখ-শোক।। ৫৬।।
পথে যাইতে যে দেখিব দৈবকীনন্দন।
সফল নয়ন তা'র, সফল জীবন।। ৫৭।।
হের দেখ, দারুণ 'অক্রূর'-নাম ধরে।
বচনেহ আমা' সভায় সন্তোষ না করে।। ৫৮।।
'কৃষ্ণকে হরিয়া নিব'—এই তা'র চিত।
তিলেকে হরিয়া নিবে কৃষ্ণের পীরিত।। ৫৯।।
হের দেখ, রথে কৃষ্ণ চঢ়িল নিশ্চয়।
এমন দারুণ লোকে বলে দয়াময়? ৬০
যুবা গোপগণ মত্ত করয়ে ত্বরিত।
বৃদ্ধ গোপগণ কেহ না বলে উচিত।। ৬১।।

গোপীগণের লজ্জাত্যাগপূর্ব্বক রোদন

এতেকে জানিল আজি বিধি হৈল বাম।
কি বুদ্ধি করিব, কিছু না বুঝি গেয়ান।। ৬২।।
ধরিয়া রাখিব, লজ্জা-ভয় পরিহরি'।
দেখি, বৃদ্ধ-গুরুগণে কি করিতে পারি? ৬৩
যাহা-বিনে যায় প্রাণ, তিলেক না রয়।
কেন সে করিব গুরুজনে লাজ-ভয়? ৬৪
যাঁহার সঙ্গেতে রাস-বিহারমণ্ডলে।
ললিতবিলাস-হাস-কেলি-কুতূহলে।। ৬৫।।
কত কত রাত্রি গেল তিলেক সমানে।
কেমনে রাখিব প্রাণ হেন কৃষ্ণ-বিনে?' ৬৬
এই বলি' গোপীগণ হইয়া ব্যাকুলি।
উচ্চস্বরে কান্দে, লজ্জা ত্যজি' কৃষ্ণ বলি'।। ৬৭।।
'গোবিন্দ মাধব' বলি' কান্দে উচ্চস্বরে।
রজনী প্রভাত হৈল হেন অবসরে।। ৬৮।।

শ্রীকৃষ্ণ-বলরামসহ শ্রীঅক্রূরের মথুরা-গমন

সন্ধ্যাকর্ম্ম করিয়া অক্রূর মতিমান।
রামকৃষ্ণ রথে তুলি হৈল আগুয়ান।। ৬৯।।
শকট পূরিয়া দধি-দুগ্ধের কলসে।
গোপগণ সাজিয়া চলিল চারি পাশে।। ৭০।।
গোপীগণ চলিলা কৃষ্ণের অনুসারে।
'না জানি, কি বোলে কৃষ্ণ প্রবোধে আমারে?' ৭১
বুঝিয়া গোপীর ভাব প্রভু দয়াময়।
দূতমুখে প্রবোধিল গোপীর হৃদয়।। ৭২।।
'আসিব গোকুলে আমি' শোক পরিহর।
হৃদয়ে সন্তোষ করি' নিজঘরে চল।।' ৭৩।।
এ-সব বচন তব শুনি গোপীগণে।
চিত্তেতে প্রবোধ করি' রহে সেইখানে।। ৭৪।।
যাবত দেখিল রথ, রথের মণ্ডলী।
যাবত দেখিল রথ, ধ্বজ-পত্রাবলী।। ৭৫।।
যাবত রথের রেণু দেখিল নয়নে।
চিত্রের পুত্তলী যেন রহিলা ধেয়ানে।। ৭৬।।
তবে গোপী বাহুড়িয়া গেল নিজঘর।
কৃষ্ণকথা কহি' জীউ রাখে নিরন্তর।। ৭৭।।
নন্দ-আদি গোপগণ, সঙ্গে হলধর।
কালিন্দীর তীরে উত্তরিলা দামোদর।। ৭৮।।
তীর্থজল পরশিয়া কৈলা জলপান।
বসিলা বৃক্ষের তলে রাম-ভগবান্।। ৭৯।।
অক্রূর বসাইয়া কৃষ্ণে রথের উপরে।
আজ্ঞা লঞা গেলা তীর্থে স্নান করিবারে।। ৮০।।

যমুনার জলমধ্যে শ্রীঅক্রূরের শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীবৈকুণ্ঠ-দর্শন

ব্রহ্মমন্ত্র পড়িয়া অক্রূর কৈলা স্নান।
কেবল নিষ্কল ব্রহ্ম করিয়া ধেয়ান।। ৮১।।
রাম-কৃষ্ণে দেখে তবে জলের ভিতরে।
বিস্ময় ভাবিয়া মনে চিন্তিল বিস্তরে।। ৮২।।
বসুদেব পুত্র দুই রথের উপরে।
তবে কেন দেখি এথা জলের ভিতরে? ৮৩
রথে বা না থাকে, উঠি' দেখিএ তথাই।
দেখে সেইরূপে রথে আছে দুই ভাই।। ৮৪।।
আবার আসিয়া মজ্জিল সেই জলে।
মহা-সর্পরাজ দেখে মৃণাল-ধবলে।। ৮৫।।
সহস্রবদন, ফণা সহস্র উজ্জ্বল।
পর্ব্বতের শৃঙ্গ যেন শ্বেত কলেবর।। ৮৬।।
অহিপতি করে স্তুতি সুর-সিদ্ধগণে।
অমর-কিন্নর করে বিবিধ স্তবনে।। ৮৭।।
তা'র কোলে দেখে এক শ্যাম-কলেবর।
পীতবাস পরিধান, পুরুষ-শেখর।। ৮৮।।
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম শোভে চারি করে।
পদ্মপত্র-নয়ন অরুণ মনোহরে।। ৮৯।।
প্রসন্নবদন, চারু-হাস-আলোকন।
চারু কর্ণ, চারু ভুরু, কপোল শোভন।। ৯০।।
আজানুলম্বিত ভুজ, অরুণ অধর।
শ্রীবৎস-লক্ষণ, পীন উচ্চ-বক্ষঃস্থল।। ৯১।।
কম্বুকণ্ঠ, নাভি— গভীর-সরোবর।
ত্রিবলী-বলিত চারু উদর সুন্দর।। ৯২।।
পৃথু কটিতট-শ্রোণি, উরু—গজ-শুণ্ড।
চারু জানুযুগ, চারু জঙ্ঘাযুগদণ্ড।। ৯৩।।

তুঙ্গ গুল্‌ফ, অরুণ নখর চন্দ্রপাঁতি।
বিলসিত পদযুগ সরোজ সুভাতি।। ৯৪।।
মহামূল্য-মণিময় মুকুট-কুণ্ডল।
কটিসূত্র, ব্রহ্মসূত্র, হার মনোহর।। ৯৫।।
কনক-নূপুর, চারু অঙ্গদ-কঙ্কণ।
বনমালা বিরাজিত, কৌস্তুভ-ভূষণ।। ৯৬।।
নন্দ-সুনন্দ-আদি পারিষদগণে।
চতুর্ম্মুখ, পঞ্চমুখ, সহস্রবদনে।। ৯৭।।
সুরবৃন্দপতি যত সুরের প্রধান।
সনকাদি ব্রহ্মঋষি নব দ্বিজোত্তম।। ৯৮।।
প্রহ্লাদ-নারদ-আদি ভকত-শেখর।
নানাভাবে স্তুতি করে প্রণতকন্ধর।। ৯৯।।
শ্রীলা, পুষ্টি, তুষ্টি, কীর্ত্তি, কান্তি, উর্জ্জা, বাণী।
বিদ্যা, অবিদ্যা, মায়াশক্তি সেবে যদুমণি।। ১০০।।
এইরূপ দেখিয়া কৃষ্ণে অক্রূর সুধীর।
ভক্তিযুক্ত পুলকিত হইল শরীর।। ১০১।।
ভাবে গদগদ-বাণী, কম্পিত অধর।
প্রণাম করিয়া স্তুতি করে জোড়কর।।" ১০২।।
শ্রীলগদাধর ভক্তি-রস-গুরু জান।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস গান।। ১০৩।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণ্যুনচত্বারিংশঃ অধ্যায়ঃ।। ৩৯।।

চত্বারিংশ অধ্যায়

শ্রীঅক্রূরকর্ত্তৃক মূল নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের স্তব
(পঠমঞ্জরী-রাগ)

নমো নমো আদিদেব প্রভু নারায়ণ।
পুরাণ-পুরুষ তুমি অখিল কারণ।। ১।।
যাঁর নাভি-হ্রদে লোক-পদ্ম উতপতি।
তাহাতে জন্মিল ব্রহ্মা হয়্যা প্রজাপতি।। ২।।
যাঁহা হইতে হইল এ-লোক-রচনা।
পৃথিবী-পবন-বহ্নি-আকাশ-কল্পনা।। ৩।।
মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, ইন্দ্রিয়-সকল।
ইঁহার নির্ম্মিত সব জীব, চরাচর।। ৪।।
এ-সব তোমার অঙ্গ, কেহ নাহি জানে।
ব্রহ্মাহ না জানে তত্ত্ব মায়ার বন্ধনে।। ৫।।
সাক্ষাত পুরুষরূপে ভজে যোগেশ্বরে।
অন্তর্য্যামি-রূপে কেহ উপাসনা করে।। ৬।।
বেদযজ্ঞে পূজে তোমা বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ।
নানারূপে নানাযজ্ঞে পূজে নানা জন।। ৭।।
কেহ কেহ সন্ন্যাস করিয়া শুদ্ধ হয়।
জ্ঞানযজ্ঞে পূজে তোমা হয়্যা জ্ঞানময়।। ৮।।
কেহ কেহ গুরুমুখে লভিয়া সংস্কার।
বহুরূপে একরূপ চিন্তয়ে তোমার।। ৯।।
শিবপথে তোমাকেই ভজে শিবরূপে।
বহুগুরু-উপদেশ-ভেদে বহুলোকে।। ১০।।
সকলে তোমারে ভজে সর্ব্বদেবময়।
তোমা' বিনে আর কেহ নানা-দেব নয়।। ১১।।
'তবে কেনে নানাদেব ভজে নানাজনে?'
হেন যদি বল প্রভু কহিব কারণে।। ১২।।
নানা নদনদী যেন নানা দিগে ধায়।
তবু তা'রা সভে গিয়া সমুদ্রে মিলায়।। ১৩।।
যেবা পথে যেবা চলে যেন-তেন-মনে।
অন্তকালে গতি লভে তুমি নারায়ণে।। ১৪।।
প্রকৃতির গুণ—সত্ত্ব, রজ, তম তিন।
সেই গুণে সর্ব্বলোক করে ভিন-ভিন।। ১৫।।

আব্রহ্ম-স্থাবর মায়াগুণের গাঁথনি।
কাহার শকতি আছে তা'র তত্ত্ব জানি? ১৬
সর্ব্বজীব-আত্মা তুমি, সাক্ষী, সর্ব্ববুদ্ধি।
তোমাতে প্রণাম মোর রহু নিরবধি।। ১৭।।
তোমার মায়ায়ে করে প্রপঞ্চ-নির্ম্মাণ।
হেন তুমি অনাদি নিধন ভগবান্।। ১৮।।
দহন বদন তোমার, পৃথিবী চরণ।
আকাশমণ্ডল নাভি, দিনেশ লোচন।। ১৯।।
দশদিগ্ শ্রুতিযুগ, সুরলোক শির।
ইন্দ্র-আদি সুরগণ শ্রীভুজ গম্ভীর।। ২০।।
সাগর উদর তোমার, বৃক্ষ রোমাবলি।
জলদ কুন্তল, নখগণ যত গিরি।। ২১।।
নিমিষ—রজনী দিন, বীর্য্য বরিষণ।
তোমাতে কল্পিত সব স্থাবর-জঙ্গম।। ২২।।
যেন জলজন্তু জলে করয়ে সঞ্চার।
উডুম্বর-ফলে যেন মশকবিহার।। ২৩।।
যত যত রূপ ধর, যে যে অবতারে।
সে-সব মহিমা গাই' সুখে লোক তরে।। ২৪।।
নমো নমো মৎস্যরূপ আদ্য-অবতার।
প্রলয় সাগর-জলে বিচিত্রবিহার।। ২৫।।
হয়গ্রীবরূপে মধুকৈটভ-মর্দন।
নমো নমো হয়গ্রীব বেদ-বিচারণ।। ২৬।।
নমো নমঃ কূর্ম্মরূপে দিব্য-অবতার।
অমৃতমথনে ক্ষীরসমুদ্র বিহার।। ২৭।।
নমো যজ্ঞ-কলেবর বরাহ-মূরতি।
দশন-শিখরে ধরি' উদ্ধারিলে ক্ষিতি।। ২৮।।
নমো নরসিংহ মহাদৈত্য-বিদারণ।
ত্রিভুবনে সাধুজনের ভয়-নিবারণ।। ২৯।।
নমো নমো অদভুত-বিক্রম বামন।
বলি ছলি, পুরন্দরে দিলা ত্রিভুবন।। ৩০।।
নমো রাম ভৃগুপতি দ্বিজ-অবতার।
হরিলে ক্ষত্রিয় বধি' পৃথিবীর ভার।। ৩১।।
নমো রাম রঘুবর রাবণমর্দন।
নমো বাসুদেব, কৃষ্ণ, দৈবকীনন্দন।। ৩২।।
নমঃ সঙ্কর্ষণ, নমঃ প্রদ্যুম্ন চরণে।
অনিরুদ্ধ-পদযুগ করিয়ে বন্দনে।। ৩৩।।
নমো বুদ্ধরূপ, দৈত্য-দানব-মোহন।
কল্কিরূপে কৈলে ম্লেচ্ছকুল-বিনাশন।। ৩৪।।
তোমার মায়ায়ে সর্ব্বলোক বিমোহিত।
অসত্য ভাবিয়া কর্ম্মপথে নিয়োজিত।। ৩৫।।
দেহ-গেহ-পুত্র-দার স্বপন-সমানে।
সত্য বলি' আমি তা'তে করিয়ে ভ্রমণে।। ৩৬।।
অনিত্য এ সব, সভে দুঃখ-মাত্র সার।
সত্যবুদ্ধ্যে করিয়ে তাহাতে অহঙ্কার।। ৩৭।।
হেন সে অধম মুঞি, মূর্খ অতিশয়।
তুমি আত্মা, বন্ধু, ধন—হৃদয়ে না লয়।। ৩৮।।
তৃষিত জনের যেন হয় মতিনাশ।
তৃণ-আচ্ছাদিত জল আছে নিজপাশ।। ৩৯।।
তাহা ত্যজি' ধায় যেন মৃগতৃষ্ণা দেখি'।
এমত অধম, তোমা না দেখিল আঁখি।। ৪০।।
কাম্যকর্ম্মে হত মন, নিরোধ না যায়।
ইন্দ্রিয় সবাই বলে বান্ধি' লয়্যা ধায়।। ৪১।।
এখনে শরণ লৈনু চরণকমলে।
'অসৎ-দুরাপ দুই-পদ'—বেদে বলে।। ৪২।।
যখনে সংসার-বন্ধ ছুটিল যাহার।
অনায়াসে সাধুসঙ্গ মিলয়ে তাহার।। ৪৩।।
তবে তা'র মতি হয় তোমার চরণে।
সেই সে ঘটিল মোর, বুঝি অনুমানে।। ৪৪।।
নমো জ্ঞানদাতা প্রভু পুরুষ-প্রধান।
সভার জ্ঞানের হেতু তুমি ভগবান্।। ৪৫।।
তুমি বাসুদেব ব্রহ্ম অনন্ত-শকতি।
তোমার চরণে রহু অনন্ত প্রণতি।। ৪৬।।
মহাভয়-নিবারণ প্রপন্ন-পালন।
রক্ষ রক্ষ রক্ষ মোরে প্রভু নারায়ণ।।" ৪৭।।
শ্রীল গদাধর ধীর-শিরোমণি জান।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস গান।। ৪৮।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী-চত্বারিংশঃ অধ্যায়ঃ।। ৪০।।

একচত্বারিংশ অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণে সর্ব্বাদ্ভুতচমৎকারিতা

(বেলোয়ার-রাগ)

শুকমুনি বলে,—"রাজা, কহিব বিশেষ।
অক্রূরের স্তুতি শুনি' প্রভু হৃষীকেশ।। ১।।
নিজরূপ সম্বরিয়া কৈলা অন্তর্দ্ধান।
জল হৈতে উঠিলা অক্রূর মতিমান্।। ২।।
নিত্যকর্ম্ম করিয়া উঠিলা নিজরথে।
তবে তাঁ'রে কিছু জিজ্ঞাসিলা গোপীনাথে।। ৩।।
'অক্রূর তোমারে কিছু দেখিএ বিস্মিত।
জলে কি দেখিলে তুমি কিছু অদ্‌ভুত?' ৪
এ-বোল শুনিএগ্রা দিল অক্রূর উত্তর।
'তোমা-বিনে কি অদ্ভুত আছে যদুবর? ৫
যত অদ্‌ভুত আছে এ-মহীমণ্ডলে।
যত যত অদ্‌ভুত আছে জলে স্থলে।। ৬।।
যত অদভুত আছে আকাশ-পাতালে।
শ্রীঅঙ্গের এক-দেশে আছয়ে সকলে।। ৭।।
হেন অদ্ভুতময় তোমারে দেখিল।
কোন্ অদ্‌ভুত আর দরশন নৈল?' ৮

শ্রীকৃষ্ণ-বলরামসহ অক্রূরের মথুরায় প্রবেশ

এ-বোল বুলিয়া রথ চালায়্যা সত্ত্বরে।
রাম-কৃষ্ণে লঞা গেলা মথুরা-নগরে।। ৯।।
পথে পথে যতগ্রাম নগর আছিল।
আসিয়া তাঁহারে লোকে আনন্দে দেখিল।। ১০।।
বিলম্ব দেখিয়া নন্দ-আদি গোপগণে।
আগুবাড়ি রহিল গিয়া পুর-উপবনে।। ১১।।
ধীরে ধীর বলরাম অক্রূর-সহিতে।
দৈবকীনন্দন গিয়া উত্তরিল রথে।। ১২।।
একত্র মিলিল গিয়া দিন-অবসানে।
অক্রূরেরে তবে কৃষ্ণ বলিলা আপনে।। ১৩।।
হাতে হাতে ধরিয়া বোলয়ে হৃষীকেশ।
'তুমি আগে কর গিয়া পুর-পরবেশ।। ১৪।।
রথে হৈথে নামিঞা রহিব এই স্থানে।
দেখিব কিরূপ পুরী বিচিত্র-নির্ম্মাণে?' ১৫

শ্রীকৃষ্ণ-বলরামকে অক্রূরের স্তুতি

এ-বোল শুনিএগ্রা বলে গান্দিনীকুমার।
'তোমা' ছাড়ি' নাহি পুর-প্রবেশ আমার।। ১৬।।
না ছাড়, না ছাড় নাথ! ভকতবৎসল।
মোর ঘরে আইস তুমি দুই সহোদর।। ১৭।।
সগণ বান্ধবে নাথ, চল মোর ঘরে।
মোর ঘর পবিত্র করহ পদধূলে।। ১৮।।
এই পদ পাখালিয়া বলি দৈত্যেশ্বর।
জগৎ ভরিয়া যশ রাখিল নির্ম্মল।। ১৯।।
একান্ত-ভকত-গতি লভিল মুকতি।
এ-পদ পূজিয়া ইন্দ্র হৈল সুরপতি।। ২০।।
এই পাদপদ্ম-জল—গঙ্গা পুণ্যময়ী।
ত্রৈলোক্য পবিত্র করে নানা ভেদ হই।। ২১।।
দ্রবময় ব্রহ্ম বলি' শিব ধরে শিরে।
তরিল সগরবংশ এই পদ নীরে।। ২২।।
দেব দেব জগন্নাথ, নাথ নারায়ণ।
না ছাড়, না ছাড়, দেহ চরণে শরণ।।' ২৩।।
অক্রূরের বচন শুনিঞা দয়াময়।
সন্তোষ-বচনে তা'র তুষিলা হৃদয়।। ২৪।।
'আসিব তোমার ঘরে দুই সহোদরে।
কুলাধম কংস আমি বধিব সত্ত্বরে।। ২৫।।
পাছে বন্ধুগণে আমি করিব পীরিতি।
চল বাপু, ঘরে তুমি বুদ্ধ্যে বৃহস্পতি।।' ২৬।।
কৃষ্ণের বচন শুনি' গান্দিনীনন্দন।
তবু মনে দুঃখ তা'র নহিল খণ্ডন।। ২৭।।

অক্রূরকর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের
গমন-সংবাদ কংসসমীপে কথন

পুর-পরবেশ করি' কংস-বিদ্যমানে।
কৃষ্ণ-আগমন-কথা কৈল নিবেদনে।। ২৮।।

বিদায় মাগিয়া তবে গেলা নিজঘর।
এখনে যে কহি, তাহা শুন নরেশ্বর।। ২৯।।
সমান বালক সঙ্গে রাম-দামোদর।
প্রবেশ করিলা তবে মথুরা-নগর।। ৩০।।

মথুরার সৌন্দর্য্য-বর্ণন

স্ফটিকরচিত উচ্চ পুরের দুয়ার।
হেম-মণিময় মহা কপাট বিশাল।। ৩১।।
কনকরচিত চারু বিচিত্র তোরণ।
তাম্রের নির্ম্মিত কোঠা দেখি সুশোভন।। ৩২।।
বিষম দুর্লজ্ঘ্য গড়খাই ভয়ঙ্কর।
উপবন-উদ্যান বিচিত্র থরে থর।। ৩৩।।
সুবর্ণকলস মহামন্দির-উপরে।
সারি সারি নগর দেখিতে মনোহরে।। ৩৪।।
বহুমূল্য মণিরত্ন, বিবিধ বসন।
বহুমূল্য মহানিধি রজত-কাঞ্চন।। ৩৫।।
গন্ধ, পুষ্প, ভক্ষ্য, ভোজ্য বিবিধ পসার।
সারি সারি দুই পাশে দিব্য পাটোয়ার।। ৩৬।।
নানা ধাতুবিরচিত পসারবেদিকা।
মাঝে মাঝে শোভে ঘরে সোণার ভূমিকা।। ৩৭।।
হেমবিরচিত সব ধনিক-মন্দির।
পুষ্পবন বেড়ি' সব সোণার পাঁচীর।। ৩৮।।
শিল্পকার-ঘর সব বিচিত্র-নির্ম্মাণ।
নানা বর্ণের নানা লোক রহে স্থানে স্থান।। ৩৯।।
বৈদূর্য্য-বিদ্রুম-বজ্র-নীলমণিময়।
মরকত-স্ফটিক-রচিত গৃহচয়।। ৪০।।
ঘরের উপরে ঘর উচ্চ থরে থরে।
ময়ূর-কপোত নাদে তাহার উপরে।। ৪১।।
রাজপথ লোকপথ চন্দনে সিঞ্চিত।
মাল্য-ফুল-তণ্ডুল-অঙ্কুর-বিরাজিত।। ৪২।।
পূর্ণকুম্ভ দধি-দুগ্ধ-চন্দনে মণ্ডিত।
উজ্জ্বল প্রদীপ তা'র মাঝে সুশোভিত।। ৪৩।।
তাহার উপরে ফল, পুষ্প, আম্রসার।
হেনরূপ পূর্ণকুম্ভ দেখিতে সুসার।। ৪৪।।
সারি সারি কদলী দুয়ারে আরোপণ।
সকল গুবাক-বৃক্ষ, ধ্বজ সুশোভন।। ৪৫।।
হেমপট্ট-অলঙ্কৃত দুয়ারে দুয়ারে।
বিচিত্র পতাকা উড়ে মন্দিরে মন্দিরে।। ৪৬।।
দেখিয়া বিচিত্র পুরী রাম দামোদর।
প্রবেশ করিল গিয়া গড়ের ভিতর।। ৪৭।।
সমান-বয়স-বেশ শিশুগণ-সঙ্গে।
রাজপথে চলি' যায় দুই ভাই রঙ্গে।। ৪৮।।
নগর-নাগরী শুনি' কৃষ্ণ-আগমন।
চৌদিগ্ ভরিয়া তা'রা করিল গমন।। ৪৯।।

শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম দর্শনে মথুরাবাসিনীগণের ব্যাকুলতা

রাম-কৃষ্ণ-কথা শুনি' পুরনারীগণ।
পাসরে আনন্দ-ভরে বসন-ভূষণ।। ৫০।।
অধোবস্ত্র পরে কেহ অঙ্গের উপরে।
কেহ কেহ চরণ-নূপুর পরে করে।। ৫১।।
কেহ পাসরিল এক আঁখির অঞ্জন।
কেহ পাসরিল নিজ-অঙ্গ-আভরণ।। ৫২।।
কেহ পাসরিল এক কর্ণের কুণ্ডল।
ভরমে বিস্মরি' কেহ না বান্ধে কুন্তল।। ৫৩।।
ভোজন করিতে কেহ ভোজন ত্যজিয়া।
মর্দন ত্যজিয়া, কেহ মজ্জন ছাড়িয়া।। ৫৪।।
স্তন পিয়াইতে শিশু ফেলিয়া ভূমিতে।
রামকৃষ্ণ দেখিবারে চলিল ত্বরিতে।। ৫৫।।
বিস্মরিল ভরমে যাহার যে যে কর্ম্ম।
বিস্মরিল পতি-সুত-সেবা গৃহধর্ম্ম।। ৫৬।।
মুগধা নগরনারী চলিল তুরিতে।
উঠিল প্রাসাদোপরি হয়্যা হৃষ্টচিত্তে।। ৫৭।।
রসিক-শেখর কৃষ্ণ জানি সর্ব্বচিত্ত।
ভ্রূভঙ্গ লীলাচ্ছলে চাহে চারিভিত।। ৫৮।।
হরিল নাগরীমন মত্তগজ-লীলা।
মোহিল নাগরী দেখি' মনমথ-খেলা।। ৫৯।।
আনন্দ-মূরতি হরি শুনিল শ্রবণে।
কেবল লাবণ্য-ধাম দেখিল নয়নে।। ৬০।।

প্রভুর কটাক্ষপাতে আনন্দ-উদয়।
গাঢ় আলিঙ্গন দিল ধরিয়া হৃদয়।। ৬১।।
খণ্ডিল মদন-ব্যথা, পুলকিত অঙ্গ।
কহনে না যায়, যত বাড়িল আনন্দ।। ৬২।।
মন্দির উপরে উঠি' পুর-নারীগণ।
আনন্দে শ্রীমুখ-পদ্ম করে নিরীক্ষণ।। ৬৩।।
পুষ্পবরিষণ করি' প্রভুর উপরে।
ভাসিল নগর-নারী আনন্দসাগরে।। ৬৪।।
পথে পথে রাম-কৃষ্ণে পূজে দ্বিজবরে।
ধান্য, দূর্বা, গন্ধ, পুষ্প দিয়া উপহারে।। ৬৫।।
পুরনারী বলে,—গোপী কোন্ তপ কৈল?
এমন আনন্দধাম সদাই দেখিল।। ৬৬।।

শ্রীকৃষ্ণের রজকবধ

এইরূপে যান প্রভু হরষিতমনে।
পথে দরশন হৈল রজকের সনে।। ৬৭।।
রজক দেখিয়া প্রভু মধুর বচনে।
রজকের সঙ্গে কিছু কৈলা সম্ভাষণে।। ৬৮।।
'শুন হে রজক ভাই, আমার বচন।
পরিবার যোগ্য দেহ মোদিগে বসন।। ৬৯।।
তোমার নিকটে হৈব পরমকল্যাণ।
পরিবার যোগ্য দেহ দিব্যপরিধান।।' ৭০।।
পরিপূর্ণ প্রভু যদি মাগিল বসন।
রুষিল রজক বেটা ক্রোধে অচেতন।। ৭১।।
সহজে অলপ-জাতি অত্যন্ত মুখর।
রাজার কিঙ্কর, তা'র নাহি কারেও ডর।। ৭২।।
'কি বোল বলিলি আরে শিশু উনমত্ত।
কভু কি শুনিস নাঞি রাজার মহত্ত্ব।। ৭৩।।
বনে বৈস তুমি-সব গোয়াল-ছাওয়াল।
রাজ দ্রব্য চাহিতে কি তো'র অধিকার? ৭৪
গোপজাতি শিশুমতি মূর্খ অগেয়ান।
নিশবদে যাহ, যদি রাখিবে পরাণ।। ৭৫।।
কাটে, ছিড়ে, বান্ধে, মারে রাজার কিঙ্করে।
দুষ্ট পাইলে তা'রা বিচার না করে।। ৭৬।।
অরণ্যে পর্ব্বতে সদা বাস তো'-সভার।
রাজপুরে আসি' এত তো'র অহঙ্কার?' ৭৭
রজকের বচন শুনিঞা বনমালী।
নির্ঘাত মারিল কান্ধে অঙ্গুলির বাড়ি।। ৭৮।।
ছিণ্ডিয়া পড়িল মুণ্ড, হৈল দুইখান।
পলাইল সব ভৃত্য রাখিয়া পরাণ।। ৭৯।।
বড় বড় বস্ত্র-কোষ ভূমিতে ফেলিয়া।
অনুচরগণ গেলা চৌদিকে পলায়্যা।। ৮০।।
বাছিয়া উত্তমবস্ত্র পরে দামোদর।
আপনার প্রিয় বস্ত্র পরে হলধর।। ৮১।।
গোপগণে দিল বস্ত্র বিবিধ বিশেষ।
ভূমিতে ফেলিল আর যত ছিল শেষ।। ৮২।।
এইরূপে কথো দূর যায় বনমালী।
মোহন বালক-সঙ্গে করি নানা কেলি।। ৮৩।।

তন্তুবায়কে শ্রীকৃষ্ণের বরপ্রদান

ধন্য এক তন্তুবায় তথায় আছিল।
রাম-কৃষ্ণে দেখি' তা'র আনন্দ বাড়িল।। ৮৪।।
বিচিত্র-বসনে অঙ্গে কৈল নিরমাণ।
বিবিধ-ভূষণ-বেশ বিবিধ লক্ষণ।। ৮৫।।
সকল সৌন্দর্য্য-রূপ-লাবণ্যের ধাম।
দেখিতে বিশেষ শোভা জিনি' কোটি কাম।। ৮৬।।
যেন শুক্ল-কৃষ্ণ বালগজ অলঙ্কৃত।
রাম-কৃষ্ণ দুই ভাই দেখি সুশোভিত।। ৮৭।।
প্রসন্ন হইয়া বর দিলা ভগবান্।
বল-বীর্য্য-ঐশ্বর্য্য-সম্পদ্-তত্ত্বজ্ঞান।। ৮৮।।
অন্তকালে তা'রে দিল সারূপ্য-মুকতি।
মালাকার-ঘরে তবে গেলা যদুপতি।। ৮৯।।

সুদামা-মালাকারকে শ্রীকৃষ্ণের বর-প্রদান

ধন্য মহামতি সে 'সুদামা' মালাকার।
দণ্ডবৎ হয়্যা পড়ি' কৈলা নমস্কার।। ৯০।।
আদরে পূজিয়া তবে বসায়্যা আসনে।
পাদ্য-অর্ঘ্য-গন্ধ-পুষ্পে পূজিল বিধানে।। ৯১।।

দিব্যমাল্যে ভূষিল দোঁহার কলেবর।
দিব্য অঙ্গ-বিলেপন, তাম্বূল মনোহর।। ৯২।।
মালাকার বলে,—'মোর জনম সফল।
আজি মোর কুল হৈল পবিত্র সকল।। ৯৩।।
পিতৃগণ তুষ্ট হৈল, দেব-ঋষিগণ।
অখিল-ব্রহ্মাণ্ডনাথ কৈল আগমন।। ৯৪।।
বিশ্ব-পরিত্রাণ-হেতু কৈলে অবতার।
নিজ-পর-বুদ্ধি প্রভু নাহিক তোমার।। ৯৫।।
জগতের আত্মা প্রভু, জগত-সুহৃদ্।
সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি, নাহি ভিন্নরীত।। ৯৬।।
অনুগ্রহ এই মোকে কর একবার।
আজ্ঞা কর—কোন্ কর্ম্ম করিব তোমার?' ৯৭
এতেক বচন তবে বলি' মালাকার।
সুগন্ধি কুসুমমালা দিল পুনর্বার।। ৯৮।।
শিশুগণে সঙ্গে মালা পরিয়া মুরারি।
তুষ্ট হয়্যা বর দিল বর-অধিকারী।। ৯৯।।
সুদামা মাগিল বর—চরণে ভকতি।
ভকত জনের সব সৌহার্দ্দ-পীরিতি।। ১০০।।
সর্ব্বভূতে সম দয়া—মাগে এই বর।
সেই বর দিলা তবে বরের ঈশ্বর।। ১০১।।
অতুল-সম্পত্তি দিল, বল-বীর্য্য-যশ।
দীর্ঘ-পরমায়ু দিল হয়্যা তা'র বশ।। ১০২।।
বলরাম-সব প্রভু শিশুগণ-সঙ্গে।
চলিলা মথুরাপুরী নিজ-রস-রঙ্গে।।" ১০৩।।
জান গুরু-গদাধর ধীর-শিরোমণি।
ভাগবত-আচার্য্যের প্রেমতরঙ্গিণী।। ১০৪।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণ্যেকচত্বারিংশঃ অধ্যায়ঃ।। ৪১।।

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়

কুব্জার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের করুণা

(বসন্ত-রাগ)

"রাজপথে যান প্রভু, সঙ্গে হলধর।
চৌদিগে বালকগণ অতি মনোহর।। ১।।
কতদূরে দেখিলা কুবজা বরনারী।
নবীন-যৌবনা সে যে পরম-সুন্দরী।। ২।।
রসিক-নাগর-গুরু ঈষৎ হাসিয়া।
জিজ্ঞাসিল তা'রে কিছু প্রসন্ন হইয়া।। ৩।।
'কোথা হৈতে কোথা যাহ্ন, কি নাম তোমার?
কার তরে বহ তুমি গন্ধের পসার? ৪
কাহার বনিতা তুমি, কোথায় বসতি?
কহিবে স্বরূপে তুমি ওহে রূপবতী।। ৫।।
অগ্রজের তরে দেহ দিব্য বিলেপনে।
কিছু গন্ধ দেহ, আমি করিব লেপনে।। ৬।।
পরুক উত্তমগন্ধ মোর সখাগণে।'
কুবুজী বোলয়ে তবে হরসিত-মনে।। ৭।।
'ত্রিবক্রা আমার নাম, কংসের কিঙ্করী।
আমি ভাল গন্ধ-বিলেপন সজ্জ করি।। ৮।।
ভোজপতি পরে এই গন্ধ সবেমাত্র।
তোমা' সবা-বিনে, আর কেবা যোগ্য পাত্র? ৯
মধুরবচন, মধুহসিত মূরতি।
দেখিয়া মোহিত হৈলা কুবজা যুবতী।। ১০।।
শ্যাম-অঙ্গে দিল গন্ধ শুক্ল, সুবরণ।
শ্বেত-অঙ্গে কৃষ্ণবর্ণ দিল বিলেপন।। ১১।।
যাঁ'র যেন যোগ্য গন্ধ দিল শিশুগণে।
রাম-কৃষ্ণ শোভে কোটি জিনিঞা মদনে।। ১২।।
'ভাঙ্গিয়া অঙ্গের কুঁজ করিয়া সোসর।
লোকে দেখাইব নিজ-দরশন ফল।।' ১৩।।

ভাবিয়া যুকতি মনে হয়্যা পরসন্ন।
থাবা দিয়া কুবজীরে ধরিল সেইক্ষণ।। ১৪।।
চরণে চরণ তা'র ধরিল চাপিয়া।
বাম-হস্ত-অঙ্গুলে চিবুক পরশিয়া।। ১৫।।
উবুড় করিয়া তা'র, নুঙাইল অঙ্গ।
সমরূপ হৈল তা'র, তিন ঠাঞি বঙ্ক।। ১৬।।
দিব্য-রূপ-বেশ হৈল কৃষ্ণ-পরশনে।
নানাগুণ-শীল-বুদ্ধি হৈল সেইক্ষণে।। ১৭।।
অঞ্চলে ধরি কৃষ্ণে কামে বিমোহিতা।
'আইস মোহার ঘরে, না কর বঞ্চিতা।। ১৮।।
আকুল হৃদয় মোর তোমা'-দরশনে।
না ছাড়িমু প্রভু, তুমি যাইবে কেমনে?' ১৯
এতেক বচন শুনি' রসিক প্রধান।
মনে লজ্জা পাইলা কিছু দেখি' বলরাম।। ২০।।
'আসিব তোমার ঘরে কার্য্যসিদ্ধি করি'।
ইহাতে অন্যথা নাহি শুনহ সুন্দরি।। ২১।।
বেশ্যা-ঘর পথিকের বিশ্রামের স্থান।
না কর বিস্ময় মনে, কহি বিদ্যমান।।' ২২।।
কুব্জারে পাঠায়্যা দিল মধুর-বচনে।
বণিক্-বর্গের সঙ্গে পথে দরশনে।। ২৩।।

বণিকগণের শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম-পূজা

দেখিয়া বণিক্ বর্গ দুই মহাবীর।
আনন্দে পূরিল চিত্ত, পুলক-শরীর।। ২৪।।
গন্ধ, পুষ্প, তাম্বূল, বিবিধ উপহারে।
রাম-কৃষ্ণ দুই ভাই পূজিল আদরে। ২৫।।
মনোহর বেশ দেখি' নগর-নাগরী।
বাহ্য পাসরিল যেন চিত্রের পুতলী।। ২৬।।

শ্রীকৃষ্ণদ্বারা কংসের
বিচিত্রধনু-ভঙ্গ

পথে-পথে পুছে প্রভু দেখি' পুরজনে।
'কহ ভাই, ধনুর মন্দির কোন্ স্থানে?' ২৭
পুছিতে পুছিতে গেলা তাহার নিকট।
দেখিল ধনুক তথা প্রাচীরে প্রকট।। ২৮।।
ধরাধরি করি' রাখে দ্বারেতে প্রহরী।
প্রবেশ করিলা কৃষ্ণ হুড়াহুড়ি করি'।। ২৯।।
গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-দীপে করিয়া অর্চনা।
আসনেতে করিয়াছে ধনুর স্থাপনা।। ৩০।।
নানা পরিচ্ছদ-দিব্যভূষণে ভূষিত।
যেন ইন্দ্রধনু শোভে জগৎ-পূজিত।। ৩১।।
দেখিয়া বিচিত্র ধনু প্রভু যদুরায়।
বামহস্ত দিয়া ধনু তুলিলা লীলায়।। ৩২।।
গুণ চড়াইতে ধনু হৈল দুইখান।
উঠিল শবদ, দশ দিক্ কম্পমান।। ৩৩।।
ধনুখান ভাঙ্গিল, শব্দ গেল দূর।
ক্ষিতিতল কাঁপিল, কাঁপিল সুরপুর।। ৩৪।।
কিরূপে ধরিল ধনু, তিলেকে ভাঙ্গিল।
দেখিতে আছয়ে লোক, কিছু না বুঝিল।। ৩৫।।

শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক ধনুক-রক্ষকগণের বিনাশ

শবদ শুনিঞা কংসের লাগিল তরাস।
যতেক রক্ষকগণ বেড়ে চারি পাশ।। ৩৬।।
অস্ত্র-শস্ত্র ধরে তা'রা কোপে প্রজ্বলিত।
'ধর, মার' বুলিয়া বেঢ়িল চারিভিত।। ৩৭।।
ভগ্ন ধনু দুইখান ধরি' দুই ভাই।
সকল রক্ষকগণে বধিল তথাই।। ৩৮।।
আর যত সৈন্য পাঠাইল কংসাসুরে।
ধনুর প্রহার করি' বধিল তাহারে।। ৩৯।।
বাহিরে আসিয়া কৃষ্ণ বেড়ায় নগরে।
মধুপুরী-শোভা দেখে হরিষ-অন্তরে।। ৪০।।
দেখিয়া কৃষ্ণের তেজ, বল, বীর্য্য, রূপ।
লীলায় ভাঙ্গিল ধনু অতি অদভুত।। ৪১।।
'সর্ব্বদেবোত্তম রাম-কৃষ্ণ দুই ভাই।'
পুরজনে এই কথা কহে ঠাঞি ঠাঞি।। ৪২।।

নগর ভ্রমনান্তে মথুরায় নন্দগৃহে শ্রীকৃষ্ণ-
বলরামের বিশ্রাম-লাভ

এইরূপে খেলে বলরাম-হৃষীকেশে।
দিনমণি অস্ত গেল, সন্ধ্যা পরবেশে।। ৪৩।।
তথাই আছিল এক নন্দের আবাস।
তথা গিয়া গোপগণ করিলেক বাস।। ৪৪।।
রাম-কৃষ্ণ দুই ভাই শিশুগণ সঙ্গে।
পথে-পথে তথা গিয়া উত্তরিল রঙ্গে।। ৪৫।।
পদযুগ পাখালিলা, শ্রীঅঙ্গ মার্জ্জনে।
অমৃত ভোজন করি' করিল শয়নে।। ৪৬।।
সুখে শুইয়া রজনী বঞ্চিল গোপগণে।
ধনু ভাঙ্গা গেল, কংস শুনে নিজকাণে।। ৪৭।।

কংসের ভয়, দুঃস্বপ্ন ও দুশ্চিন্তা

সর্ব্ব-সৈন্য রাম-কৃষ্ণ কৈল নিপাতনে।
কংসাসুর শুনিঞা চিন্তিল মনে-মনে।। ৪৮।।
এই রাম-দামোদর অদ্ভুত-বিহার।
শুনিয়া কংসের মনে লাগে চমৎকার।। ৪৯।।
ভয়ে নিদ্রা না যায়, জাগয়ে নিরন্তর।
মৃত্যু-হেতু কুলক্ষণ দেখিল বিস্তর।। ৫০।।
দর্পণে ধরিয়া যদি নিজমুখ চায়।
আপনে আপন মাথা দেখিতে না পায়।। ৫১।।
আপনার দুই মূর্ত্তি দেখে বিদ্যমানে।
চন্দ্র-সূর্য্য দুই দুই দেখে স্থানে-স্থানে।। ৫২।।
আপনার নিজ-ছায়া দেখে ছিদ্রময়।
প্রাণঘোষ-ধ্বনি তা'র শ্রবণে না লয়।। ৫৩।।
আপনার পদযুগ না দেখে আপনে।
তবে আর নানারূপ দেখিল স্বপনে।। ৫৪।।
স্বপনে মরার অঙ্গ করে আলিঙ্গন।
বিষপান, খর-যান করে আরোহণ।। ৫৫।।
জবাপুষ্পমালা গলে দেখে দিগম্বর।
দেখয়ে তিতিয়া আছে তৈলে কলেবর।। ৫৬।।
এইরূপ দেখে কংস নানা কুলক্ষণ।
নিদ্রা নাহি গেল ভয়ে দেখিয়া মরণ।। ৫৭।।
রাত্রি-অবশেষে কংস উঠি' ভয় মনে।
মল্লকেলি রচনা রচয়ে স্থানে-স্থানে।। ৫৮।।

ধনুর্যজ্ঞ-স্থানে কংস, মল্লগণ, নাগরিকগণ
ও শ্রীনন্দাদি গোপগণ

রঙ্গভূমি পূজে কংস বিবিধ-বিধানে।
শঙ্খ-ভেরী বহুবিধ বাজয়ে বাজনে।। ৫৯।।
মঞ্চ সব ভূষিলা বিবিধ অলঙ্কারে।
পতাকা-তোরণ-ধ্বজ তুলিলা উপরে।। ৬০।।
রাজমঞ্চ, নরমঞ্চ সাজিল বিস্তর।
মঞ্চে-মঞ্চে পুরজন বসিল সকল।। ৬১।।
ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য, যত শূদ্র-জাতি।
রাজমঞ্চে বসিল যতেক নরপতি।। ৬২।।
মহামঞ্চে বসিল আপনে কংস-রায়।
পাত্র-মিত্র-মন্ত্রিগণ চৌদিগে দাণ্ডায়।। ৬৩।।
বসিল মণ্ডলেশ্বর চিন্তিত-অন্তরে।
তূরী-ভেরী-মৃদঙ্গ বাজন-কোলাহলে।। ৬৪।।
গুরু-শিষ্য-ভেদে যত আছে মল্লগণ।
মল্লবেশ কৈল তা'রা অঙ্গের সাজন।। ৬৫।।
প্রবেশ করিল তা'রা দিয়া মল্লতাল।
রঙ্গভূমি টলমল, গর্জ্জন বিশাল।। ৬৬।।
চাণূর, মুষ্টিক, কূট, শল ও তোশল।
আর যত মহামল্ল আছে ভয়ঙ্কর।। ৬৭।।
হরিষে নাচয়ে তা'রা রঙ্গভূমি-মাঝে।
কোলাহল শবদ, তুমুল বাদ্য বাজে।। ৬৮।।
নন্দ-আদি গোপগণে আনিল ডাকিয়া।
রাজারে ভেটিলা তাঁ'রা উপহার দিয়া।। ৬৯।।
এক পাশ হয়্যা তাঁ'রা বসিল সম্ভ্রমে।
কংসের বেভার দেখি' চমকিত-মনে।।" ৭০।।
জান গুরু-গদাধর ধীর-শিরোমণি।
ভাগবত-আচার্য্যের প্রেমতরঙ্গিণী।। ৭১।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী-দ্বিচত্বারিংশঃ অধ্যায়ঃ।। ৪২।।

ত্রিচত্বারিংশঃ অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণ-বলরামকর্তৃক কুবলয়াপীড়-বধ

শুকমুনি বলে,—"রাজা, কর অবধানে।
রাম-কৃষ্ণ উঠিলা রজনী-অবসানে।। ১।।
নিত্যকর্ম্ম সমাধিয়া আছেন তথাই।
মল্লঘোষ শুনিয়া উঠিলা দুই ভাই।। ২।।
কৌতুক দেখিতে আইলা রাজার দুয়ারে।
মহাগজ দেখে তথা পর্ব্বত-আকারে।। ৩।।

(কানাড়া-রাগ)

দুয়ারে করিবর, দেখিয়া দামোদর,
বান্ধল দৃঢ় পরিকরে।
কুটিল-কুন্তল বান্ধল দৃঢ়তরে,
রহল যেন বীরবরে।। ৪।।
মেঘ-নাদ করি', ডাকিয়া বলে হরি,
পালাহ মাহুত ঝাট রে।
যাবত যম-ঘরে, পাঠাও নাহি তো'রে,
তাবত ছাড়ি' দেহ বাট-রে।। ধ্রু।। ৫
হরির কটু-বাণী, মাহুত বেটা শুনি',
জ্বলিল কোপে দুরাচার রে।
শমন-সম সে যে, টোয়াইয়া দিল গজে,
ধাইল পবন-সঞ্চার রে।। ৬।।
বিশাল করে ধরি' বেড়িল শ্রীমুরারি,
ঠাকুর চিন্তিল উপায়রে।
খসায়্যা করবন্ধ, মুটকি পরচণ্ড,
মারিয়া চরণে লুকায় রে।। ৭।।
ক্রোধিত করিবরে, ফিরয়ে চারি ধারে,
দেখিল গন্ধ-অনুসারে রে।
বেড়িল করে ধ'রি, খসায়্যা বনমালী,
তথাই লীলায়ে বিহার রে।। ৮।।
লাঙ্গুলে ধরি' তা'কে, মারিল এক পাকে
পঁচিশ ধনুর অন্তরে রে।
ফেলিল দূর করি', লীলায়ে খেলে হরি
গরুড়ে যেন ফণধরে রে।। ৯।।
বিষম গজরাজ, না পায়ে অবকাশ,
ফিরয়ে দুহে দুহা বেড়ি' রে।
নিঠুর চাপড় মারি', ফেলিল ক্ষিতি-পরি
পলায় ত' প্রভু কুতূহলী রে।। ১০।।
উঠিয়া গজবর, ধাইল আরবার,
দন্ত দিল ক্ষিতিতলে রে।
মাহুত দিল টোয়াইয়া, চলিল ধাইয়া ধাইয়া,
ধরিতে ধরিতে না পারে রে।। ১১।।
বুঝিয়া বল তা'র, চিন্তিল যদুবর,
ধরিল শুণ্ড নিজ হাথে রে।
ধরণীতলে পেলি', দশন উপাড়ি' হরি,
মারলি দন্তের বাড়ি মাথে রে।। ১২।।
সগণে গজবরে, করিল সংহারে,
দন্ত লইয়ে শ্রীভুজে রে।
রুধির, মদ-কণ, শ্যাম নবঘন,
প্রভুর অঙ্গে বিরাজে রে।। ১৩।।

রঙ্গভূমিতে শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের প্রবেশ

বদনে ঘর্মজল, শোভা করে কলেবর
গোপশিশুগণ সঙ্গেরে।
রাম-শ্রীমুরারি, দন্ত করে ধরি',
প্রবেশ কৈল মল্ল-রঙ্গে রে।। ১৪।।
মধু খেলন, মধুর বোলন,
মধুর-মন্দ-গতি লীলা রে।
মধুর শিশুসঙ্গ, মধুর গতিভঙ্গ,
মধুর ব্রজ-শিশু খেলা রে।। ১৫।।
ললিত-গতি-বেশ, ললিত পরিবেশ,
ললিত চলিত বিলাস রে।
ললিত শিশুগণ, ললিত বিহরণ,
ললিত স্মিত মধুহাস রে।। ১৬।।
চকিত নিরীক্ষণ, চকিত শ্রীনয়ন,
চকিত গোপকুমার রে।
চকিত ভুরু ভাতি, চকিত মন্দ-গতি,
চকিত বিবিধ বিহার রে।। ১৭।।

গোপ-শিশু-বেশ, রঙ্গে পরবেশ,
জগত-জন মনোহরে রে।
দেখিয়া সব লোক, ছাড়ল ভয়শোক,
মজিল আনন্দসাগরে রে।। ১৮।।

রঙ্গভূমিতে বিভিন্ন জনের দর্শনে শ্রীকৃষ্ণ

কেবল বজ্র-সম, দেখিল মল্লগণ,
নৃগণে দেখে নরবর রে।
দেখিল নারীগণে, মদন মূর্ত্তিমানে,
স্বজন গোয়াল-সকল রে।। ১৯।।
নৃপতি-মণ্ডল, দেখিল দণ্ডধর,
স্তন্যপ শিশু মাতা-পিতা রে।
দেখিল কংস যেন, কেবল যম-সম
বিরাট্‌-রূপ অগেয়াতা রে।। ২০।।
পরম-তত্ত্বরূপে, যোগীন্দ্রগণ দেখে,
ইষ্টদেব দেখে বৃষ্ণিগণে রে।
রাম-হৃষীকেশে, রঙ্গে পরবেশে,
পণ্ডিত-রঘুনাথ গানে রে।। ২১।।

কুবলয়নিধন-সংবাদ-শ্রবণে কংসের ভীতি

(সুহই-রাগ)

কুবলয় পড়িল শুনিএগ কংসরায়।
রাম-কৃষ্ণে দেখিয়া দুর্জয় বজ্রকায়।। ২২।।
চিন্তে কংস—'কি আজি করিব প্রতিকার?
ইহার হস্তেতে মোর নাহিক নিস্তার।।' ২৩।।
রঙ্গভূমে দুই ভাই ফিরয়ে আনন্দে।
দিব্য বেশ মহাভুজ গজদন্ত স্কন্ধে।। ২৪।।
বিচিত্রবসন-বেশ, দিব্য অলঙ্কার।
দুই মহানট যেন চরণ সঞ্চার।। ২৫।।

রঙ্গভূমিতে শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের দর্শনে শ্রীমথুরাবাসিগণের আনন্দভরে তাঁহাদের গুণাবলী-কীর্ত্তন

কত ভাতি, কত লীলা—নাহি পরিচ্ছেদ।
জগজন-মনোহর দেখিতে অঙ্গতেজ।। ২৬।।
সে শ্রীঅঙ্গ নিরখিতে সর্ব্বলোক মোহে।
হরষিত-নয়নে প্রভুর মুখ চাহে।। ২৭।।
তৃপ্ত না হইল কারো, বাঢ়িল আনন্দ।
কহনে না যায় সে যে প্রেমের তরঙ্গ।। ২৮।।
দেখিতে দেখিতে যেন পিয়য়ে নয়নে।
নাকে গন্ধ লয়, যেন লিহয়ে রসনে।। ২৯।।
বাহুপাশে বেঢ়ি' যেন দেয় আলিঙ্গন।
এইরূপে আনন্দে মজিল সর্ব্বজন।। ৩০।।
সাতে পাঁচে মিলিয়া কৃষ্ণের কথা কয়।
কৃষ্ণ-দরশনে হৈল তত্ত্ব-পরিচয়।। ৩১।।
এই সে সাক্ষাৎ নারায়ণ ভগবান্‌।
বসুদেব, ঘরে গিয়া হৈলা উপাদান।। ৩২।।
দেবকী-উদরে এই দুঁহার জনম।
অবতার কৈলা আসি' জগত-কারণ।। ৩৩।।
বসুদেব থুইল দুঁহায় গোকুলনগরে।
গুপ্তবেশে বাঢ়িল শ্রীনন্দ-গোপ-ঘরে।। ৩৪।।
এই কৃষ্ণ পুতনাকে করিল সংহার।
এই সে মারিল চক্রবাত দুরাচার।। ৩৫।।
এই সে ভাঙ্গিল দুই যমল-অর্জ্জুন।
এই সে ধেনুক-দৈত্যে মারিল দারুণ।। ৩৬।।
'কেশী'-নামে দৈত্য এই বধিল আপনে।
এই কৃষ্ণ গোধন চরায় বনে-বনে।। ৩৭।।
এই কৃষ্ণ কৈলা পান দাব-হুতাশন।
এই কৃষ্ণ কৈল কালী-নাগের দমন।। ৩৮।।
এই সে ইন্দ্রের কৈল দণ্ড-অপমান।
এই সে ধরিল গিরি কমল-সমান।। ৩৯।।
গোকুল রাখিল এই বাত-বরিষণে।
নয়ন ভরিয়া এই দেখে গোপীগণে।। ৪০।।
এ-শ্রীমুখ নিরখিএ ব্রজে ব্রজনারী।
তরিল সংসারদুঃখ কোন পুণ্য করি'।। ৪১।।
যদুবংশে ধন্য কৈল এই নারায়ণে।
যাঁহার মহিমা-যশ গায় ত্রিভুবনে।। ৪২।।
এই সে কৃষ্ণের ভাই জ্যেষ্ঠ হলধর।
অমল-কমল-দল শ্বেত-কলেবর।। ৪৩।।

এই সে মারিল দুষ্ট প্রলম্ব-অসুর।
ধেনুক মারিয়া তাল খাইল প্রচুর।। ৪৪।।
এইরূপে পাঁচ সাত নরনারীগণে।
আনন্দে কৃষ্ণের কথা কহে স্থানে-স্থানে।। ৪৫।।

শ্রীকৃষ্ণ-সহিত চাণূরের উক্তি-প্রত্যুক্তি

হেনকালে ডাকিয়া চাণূর-বীর বলে।
'শুনহে নন্দের সুত, কহিয়ে তোমারে।। ৪৬।।
শুনিঞা তোমার বলবীর্য্য চমৎকার।
কৌতুক দেখিতে ইচ্ছা হইল রাজার।। ৪৭।।
'গোপের ছাওয়াল হয়্যা যুদ্ধ ভাল জানে।
দেখিব সে যুদ্ধ, আন আমা'-বিদ্যমানে।।' ৪৮।।
রাজার আজ্ঞায়ে আইলে তুমি দুই জন।
এ-বোল বুঝিয়া শুন আমার বচন।। ৪৯।।
রাজার পীরিতি করে কায়-মনোবাক্যে।
সেই প্রজা কুশলে যাবতকাল থাকে।। ৫০।।
রাজার পীরিতি-ভক্তি যে প্রজা না করে।
কুশল নাহিক, গুরুদ্রোহী বলি তারে।। ৫১।।
এ বোল বুঝিয়া তুমি, আমি, সব মেলি।
কায়-মনোবচনে রাজার প্রীতি করি।। ৫২।।
সর্ব্বজীব তুষ্ট হৈব, সকল দেবতা।
সর্ব্বদেবময় নৃপ, সর্ব্বলোকপিতা।।' ৫৩।।
চাণূরের বচন শুনিঞা সুরেশ্বর।
প্রশংসা করিয়া দিলা উচিত উত্তর।। ৫৪।।
'ভাল ভাল শুনহে চাণূর বীরবর।
রাজার কিঙ্কর তুমি, আমি বনচর।। ৫৫।।
রাজার পীরিতি যদি আমা হৈতে হয়।
এত বড় অনুগ্রহ ভাগ্যে সে মিলয়।। ৫৬।।
কিন্তু আমি-সব শিশু-মতি খেলাই সদায়।
ছাওয়ালের সঙ্গে খেলি আমাকে যুয়ায়।। ৫৭।।
ছাওয়ালের সঙ্গে খেলা করাহ আমারে।
যুদ্ধধর্ম্মে ছাওয়ালের নাহি অধিকারে।। ৫৮।।
মহামল্ল তুমি-সব এ-রাজমণ্ডলে।
অধর্ম্ম উচিত নহে ইহার ভিতরে।। ৫৯।।
হাসিয়া চাণূর বলে,—'না বল এ-বোল।
না হও ছাওয়াল তুমি, না হও কিশোর।। ৬০।।
কুবলয় হেন গজ মারিলে লীলায়।
তোমারে বড়র সঙ্গে যুঝিতে যুয়ায়।। ৬১।।
ইহাতে অধর্ম্ম নাহি, না দেখি অন্যায়।
নহিয় বিমুখ কৃষ্ণ, যুঝ সর্ব্বথায়।। ৬২।।
বলরাম যুঝিবে মুষ্টিক-বীর-সঙ্গে।
রাজসভা বসিয়া দেখুক যুদ্ধ রঙ্গে।। ৬৩।।
ভাগবত আচার্য্যের মধুরস-ভাষা।
কৃষ্ণে মন ধর ভাই, কৃষ্ণে ধর আশা।। ৬৪।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী-ত্রিচত্বারিংশঃ অধ্যায়ঃ।। ৪৩।।

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের সহিত চাণূর-মুষ্টিকের মল্ল-যুদ্ধারম্ভ
(ধানসী-রাগ)

শুক বলে,—"শুন রাজা, তাহার বিধান।
চাণূরের বচন শুনিঞা ভগবান্।। ১।।
ধায়্যা গিয়া চাণূরে ধরিল শ্রীহরি।
বলরাম মুষ্টিকে ধরিল দৃঢ় করি'।। ২।।
হাতে-হাতে, পদে-পদে করিয়া বন্ধন।
ঠেলাঠেলি, পেলাপেলি, ভূমিতে পতন।। ৩।।

আগুয়ানি, পাছুয়ানি, তোলনি, পাতনি।
দুই বীরে বাহুযুদ্ধ, কেহ নাহি জিনি।। ৪।।
যেরূপে চাণূরে কৃষ্ণে বাহুযুদ্ধ করে।
সেইরূপে যুঝয়ে মুষ্টিক-হলধরে।। ৫।।
পদাঘাতে মল্লভূমি করে থরথর।
চৌদিগে পূরিয়া লোকে চাহে নিরন্তর।। ৬।।

সভাসদগণসহ কংসের নিষ্ঠুরতা দর্শনে নারীগণের উদ্বেগ

বীরের সংগ্রাম দেখি' বালকের সহে।
অন্যোন্যে নারীগণ মিলি' কথা কহে।। ৭।।
'সভাসদে এত বড় দেখিলুঁ অধর্ম্ম।
রাজার সাক্ষাতে হয় হেন অপকর্ম্ম? ৮
মহাবীর মল্ল-সহে বালক যুঝায়।
হেন পুণ্যবান্ নাহি রাজারে বুঝায়।। ৯।।
বজ্রসার-সম অঙ্গ, পর্ব্বত-আকার।
নবদল কলেবর, স্তন্যপ ছাওয়াল।। ১০।।
ইহার উহার সনে যুদ্ধের ঘটনা।
কোন্ পাপী দিল আসি' হেন কুমন্ত্রণা? ১১
রাজার সভায় হয় এ-হেন দুর্নীতি।
এমত সভায় নহে বসিতে উচিত।। ১২।।
যে সভায় বসয়ে অধর্ম্ম-দুরাচার।
বুধজন সে সভায় না করে সঞ্চার।। ১৩।।
কিছুই না বলে যদি দেখিয়া দুর্নীতি।
সভার সন্তোষে যদি না বলে উচিত।। ১৪।।
দুইমতে অপরাধ দেখি' বুধজন।
এমত সভায় কভু না করে গমন।। ১৫।।

নারীগণকর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের সৌন্দর্য্য-বর্ণন ও ব্রজবাসিগণের ভাগ্যের প্রশংসা

দেখ দেখ কৃষ্ণ-মুখ-সরোজ-মণ্ডল।
মুকুতার ঝারা যেন শোভে শ্রমজল।। ১৬।।
পদ্মপত্রে জল যেন করে ঢল ঢল।
সেইরূপ কৃষ্ণমুখ দেখিতে সুন্দর।। ১৭।।
হের কিনা দেখ বলভদ্রের বদন।
ক্ষণে হাস, ক্ষণে ক্রোধ, অরুণ-লোচন।। ১৮।।
পুণ্য-ব্রজভূমি, যাথে কৃষ্ণের বিলাস।
পুরাণ-পুরুষ গোপরূপে পরকাশ।। ১৯।।
পূর্ণব্রহ্ম গূঢ়রূপে ধরে নরবেশ।
বনে-বনে গোধন চরায় হৃষীকেশ।। ২০।।
বনচিত্র-মাল্যধারী দুই সহোদর।
চরণে শিঞ্জিত মণিমঞ্জীর সুন্দর।। ২১।।
অজ-ভব-রমা যাঁ'র পূজয়ে চরণ।
হেন প্রভু ব্রজকুলে চরায় গোধন।। ২২।।
গোপী কোন্ তপ কৈল, কহনে না যায়।
এমত লাবণ্যধাম দেখয়ে সদায়।। ২৩।।
কেবল সহজ-সিদ্ধ, অনন্য-নির্ম্মিত।
নিরন্তর নব-নব, যোগীন্দ্র-বাঞ্ছিত।। ২৪।।
জগতে যাঁহার নাহি অধিক-সমান।
একান্ত ঐশ্বর্য্য-যশ-সম্পদের ধাম।। ২৫।।
হেন রূপ গোপী সব পিয়য়ে নয়নে।
কে করিতে পারে তা'র পুণ্য-নিরূপণে? ২৬
দোহনে, মন্থনে, গৃহ-মার্জন-লেপন।
ধান্য-অবঘাত, গোপী করয়ে যখনে।। ২৭।।
ছাওয়াল কান্দিতে তা'র করিতে প্রবোধ।
স্নান-অঙ্গ-মারজনে যখনে সংযোগ।। ২৮।।
এ-সব সময়ে কৃষ্ণ গায়ে অনুরাগে।
অশ্রুমুখী গোপী, অঙ্গ পূরিত পুলকে।। ২৯।।
ধন্য ব্রজবধূ, যা'র এমত চরিত্র।
কৃষ্ণ-বিনে তিলেক নহিল আন-চিত্ত।। ৩০।।
প্রভাত-সময়ে কৃষ্ণ যায় বৃন্দাবনে।
গোকুলে আইসে পুন দিন-অবসানে।। ৩১।।
মুরলী অধরবর লহু লহু বায়।
চৌদিগে বালকগণ বেঢ়ি' গুণ গায়।। ৩২।।
পথে-পথে ব্রজবধূ রহিয়া তখনে।
এমত সুন্দর মুখ করে নিরীক্ষণে।। ৩৩।।
ধন্য-ধন্য পুণ্যতম রমণীমণ্ডল।
এমত শ্রীমুখ তা'রা দেখে নিরন্তর।। ৩৪।।

এই মত শত শত পুরনারীগণে।
প্রেমভাবে কৃষ্ণকথা কহে স্থানে-স্থানে।। ৩৫।।
পুত্রের মহিমা-যশ মাতা-পিতা শুনি'।
শোকেতে ব্যাকুল হৈল তত্ত্ব নাহি জানি।।' ৩৬।।

শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম-কর্ত্তৃক মল্লযুদ্ধে
চাণূর-মুষ্টিকাদি-নিহত

হেনকালে মনে কৈলা ত্রিদশ-ঈশ্বর।
শীঘ্র করি' মারি রিপু, বিলম্বে কি ফল? ৩৭
যুদ্ধবিশারদ ভাল বাহুযুদ্ধ জানে।
রাম-কৃষ্ণ বাহুযুদ্ধ করয়ে বিধানে।। ৩৮।।
চাণূর-মুষ্টিক দুই বলেতে প্রখর।
বাজিল তুমুল রণ, মহা ভয়ঙ্কর।। ৩৯।।
চালন, পাতন, কর তাড়ন বিশাল।
অঙ্গে অঙ্গে ঘাত যেন বজ্রের প্রহার।। ৪০।।
ভাঙ্গিল দুহার অঙ্গ, নাহি পরকাশ।
টুটিল দুহার বল, অন্তরে তরাস।। ৪১।।
দুরন্ত চাণূর মুষ্টি করি দুই করে।
মুটকি মারিল কৃষ্ণের বুকের উপরে।। ৪২।।
না চলিল কৃষ্ণ তা'র মুষ্টির প্রহারে।
মত্তগজ-অঙ্গে যেন পুষ্পমালা পড়ে।। ৪৩।।
হেনকালে প্রভু করে কোন পরকার।
দুই বাহু ধরিয়া ভ্রমাইল সাত-বার।। ৪৪।।
ভূমিতলে পেলিয়া ঘষিল দৃঢ় করি'।
পড়িল চাণূর বীর নিজপ্রাণ ছাড়ি'।। ৪৫।।
এইরূপে মুষ্টিকে মারিল বলরাম।
পড়িল দুহার অঙ্গ পর্ব্বত-সমান।। ৪৬।।
তবে 'কূট'-নামে বীর আইল ভয়ঙ্কর।
মুষ্টির প্রহারে তা'রে মারে হলধর।। ৪৭।।
'শল'-নামে আইল বীর পর্ব্বত প্রমাণ।
পদাঘাতে কৃষ্ণ তা'রে কৈল দুইখান।। ৪৮।।
দুরন্ত তোশল বীর আইল মারিবারে।
পায়ের ঠেলায় তা'রে মারিলা দামোদরে।। ৪৯।।
চাণূর, মুষ্টিক, কূট, শল, তোশল।
এ-সব পড়িল যদি রণের ভিতর।। ৫০।।
যতেক আছিল বীর মল্লের প্রধান।
চৌদিগে পলায়্যা গেল রাখিয়া পরাণ।। ৫১।।

রঙ্গভূমিতে সখাগণসহ শ্রীকৃষ্ণের নৃত্যলীলা

তবে কৃষ্ণ ডাকিয়া আনিল শিশুগণ।
রঙ্গ-ভূমি-মাঝে খেলে নন্দের নন্দন।। ৫২।।
রাম-কৃষ্ণ দুই ভাই বিহরে আনন্দে।
চরণে নূপুর বাজে গোপশিশু সঙ্গে।। ৫৩।।
তূর্য্য, ভেরী, বীরঢাক, দুন্দুভি-বাজনে।
নানারঙ্গে নাচে শিশু দেখিতে শোভনে।। ৫৪।।
আনন্দিত সর্ব্বলোক করে 'জয় জয়'।
আশীর্ব্বাদ করে দ্বিজে প্রসন্ন-হৃদয়।। ৫৫।।
'সাধু সাধু' বলিয়া বাখানে সাধুজনে।
কংসরাজ ব্যাকুলিত চিন্তে মনে-মনে।। ৫৬।।

দুষ্ট কংসের নিষ্ঠুর আদেশ

উচ্চস্বরে ডাক দিয়া বলে কংসরাজ।
এথা হৈতে ঘুচাহ, বাজনে নাহি কাজ।। ৫৭।।
এ-দুই দুরন্তে দেহ বাহির করিয়া।
দুষ্ট নন্দঘোষে নিঞা পেলাহ বান্ধিয়া।। ৫৮।।
গোপগণে দণ্ডিয়া সভার ধন হর।
দুষ্ট বসুদেবে লঞা শীঘ্র করি' মার।। ৫৯।।
উগ্রসেন পিতা লঞা মার ঝাট করি'।
নিরবধি থাকে সে যে রিপুপক্ষ ধরি'।। ৬০।।
এইরূপ আজ্ঞা করে কংস দুরাচার।
লম্ফ দিয়া কৃষ্ণ মঞ্চে উঠিল তাহার।। ৬১।।

শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক কংস-বধ

লম্ফ দিলা কৃষ্ণ যেন বিজুরী সঞ্চারে।
কেহ না বুঝিলা, গেলা কোন্ পরকারে।। ৬২।।
সিংহ যেন ধরিবারে চলে করিবর।
এইরূপে গেলা কৃষ্ণ তাহার গোচর।। ৬৩।।

গোবিন্দ দেখিয়া কংস মঞ্চের উপরে।
সিংহাসন হৈতে ভয়ে উঠিলা সত্বরে।। ৬৪।।
কাতর নহিল বীর রণে সুপণ্ডিত।
খড়্গ-চর্ম ধরিয়া উঠিল সচকিত।। ৬৫।।
চৌদিগে ফিরয়ে কংস মঞ্চের উপরে।
থাবা দিয়া প্রভু তা'র চুলমুষ্টে ধরে।। ৬৬।।
লীলায় গরুড় যেন ধরে ফণধর।
ধরিলা চুলের মুষ্টে দিয়া বামকর।। ৬৭।।
সেইরূপে ঠেলিয়া পেলিলা ভূমিতলে।
আপনে পড়িলা কৃষ্ণ তাহার উপরে।। ৬৮।।
পদ্মনাভ প্রভু সে যে বিশ্বের আশ্রয়।
নিরাধার, নিরালম্ব, অক্ষয়-অব্যয়।। ৬৯।।
পড়িতেই মৈল কংস জীবন ছাড়িয়া।
ভূমেতে ঘষিলা তা'রে নির্য্যাস করিয়া।। ৭০।।
কংসরাজ পড়িল—সকল লোকে দেখে।
হাহাকার-শবদ উঠিল চারিদিকে।। ৭১।।
শয়ন, ভোজন, পান করিতে মজ্জন।
সতত দেখিল কংস মাত্র নারায়ণ।। ৭২।।
সতত আছিল তা'র সমুদ্বিগ্ন চিত্ত।
যথা চাহে, চক্রপাণি দেখে সেই ভিত।। ৭৩।।
যোগীন্দ্র-দুর্ল্লভ-গতি তে-কারণে পায়।
কৃষ্ণরূপ হৈল, কৃষ্ণ চিন্তিয়া সদায়।। ৭৪।।

শ্রীবলদেবদ্বারা কংসের
ভ্রাতৃগণ নিহত

কঙ্ক-ন্যগ্রোধ-আদি অষ্ট সহোদর।
আছিল কংসের ভাই মহাভয়ঙ্কর।। ৭৫।।
মারিবার তরে আসি' দিল দরশন।
গদাঘাতে সংহারিলা রোহিণীনন্দন।। ৭৬।।
আকাশমণ্ডলে বাজে দুন্দুভি-বাজন।
ব্রহ্মা-আদি দেবে করে পুষ্প-বরিষণ।। ৭৭।।
গন্ধর্বে কিন্নরে গায়, নাচে বিদ্যাধরী।
উঠিল মঙ্গলধ্বনি ত্রিজগত ভরি'।। ৭৮।।

কংসপত্নীগণের বিলাপ
(পঠমঞ্জরী-রাগ)

বীরগণ-মরণ শুনিঞা বীরনারী।
রঙ্গস্থলে আসি' কান্দে ভূমিতলে পড়ি'।। ৭৯।।
শিরে কর হানে, কেশ পেলায় ছিণ্ডিয়া।
বিলাপ করিয়া কান্দে অঙ্গ আছাড়িয়া।। ৮০।।
কংসের মরণ দেখি' কংসের বনিতা।
কংসে কোলে করি' কান্দে সতী পতিব্রতা।। ৮১।।
'হা নাথ, হা প্রিয়তম, অনাথ-বৎসল।
তোমা'-বিনে শূন্য আজি মথুরা-নগর।। ৮২।।
কোথা গেল উৎসব-মঙ্গল, নৃত্যগীত।
একা তোমা-বিনে সব দেখি বিপরীত।। ৮৩।।
উঠিয়া বোলান দেহ, আমি গৃহনারী।
কি লাগি ছাড়িয়া যাহ হেন রাজ্য-পুরী? ৮৪
সেই ভুজদণ্ড, মুখ, সেই বক্ষঃস্থল।
তিলেকে কোথাতে গেল সে-রূপ সকল? ৮৫
সেই নাক, মুখ, সেই আঁখি, দন্ত পাঁতি।
সেই ভুরু ললাট, এখনে আন ভাতি।। ৮৬।।
অকারণে কৈলে লোক-দণ্ড নিরন্তর।
পর-অপকারে অন্তকালে এই ফল।। ৮৭।।
দেব-দ্বিজ হিংসিলে, হিংসিলে সুরগণ।
জ্ঞাতি-বন্ধু-বান্ধব হিংসিলে অকারণ।। ৮৮।।
আছুক এ-সব কথা, আর পরমাদ।
নিরন্তর কৈলে তুমি কৃষ্ণ-সনে বাদ।। ৮৯।।
যে প্রভু সৃজয়ে পালে বিশ্ব-চরাচর।
সভার রক্ষিতা পিতা, সভার ঈশ্বর।। ৯০।।
নাহি আদি অন্ত যা'র মৃত্যু-উতপতি।
তাথে অপরাধী তুমি, হেন সে কুমতি।।' ৯১।।

শোকার্ত্তদিগকে শ্রীকৃষ্ণের সান্ত্বনাদান

এ-দীনবৎসল হরি করুণার সীমা।
আশ্বাসিয়া রাখিল যতেক বীর-রামা।। ৯২।।
প্রবোধিল তা'-সভারে কহি' তত্ত্বধর্ম্ম।
পরলোক-উচিত করাইল সব কর্ম্ম।। ৯৩।।

শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের দ্বারা শ্রীবসুদেব-দেবকীর
বন্ধন বিমোচন ও চরণ-বন্দন

পিতামাতার বন্ধন করায়্যা বিমোচন।
দুই ভাই কৈলা তবে চরণ-বন্দন।। ৯৪।।
পুত্রের প্রভাব দেখি' জনক-জননী।
জানিল সাক্ষাৎ এই প্রভু চক্রপাণি।। ৯৫।।
তত্ত্ব জানি' সম্ভ্রমে নাহি কৈল আলিঙ্গন।
বিনয়-বচনে কিছু কৈল সম্ভাষণ।।" ৯৬।।
জান গুরু-গদাধর ধীর-শিরোমণি।
ভাগবত-আচার্য্যের প্রেমতরঙ্গিণী।। ৯৭।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী চতুশ্চত্বারিংশঃ অধ্যায়ঃ।। ৪৪।।

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়

মাতাপিতার নিকটে শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের বিনয়বচন
(ধানসী-রাগ)

বসুদেব-দেবকীর দেখি' তত্ত্বজ্ঞান।
নিজমায়া বিস্তারিলা প্রভু ভগবান্।। ১।।
নিকটে দাণ্ডায়্যা বলে দুই সহোদর।
'শুন মাতা, শুন তাত, যে কহি উত্তর।। ২।।
'আমি-সব পুত্র হয়্যা জন্মিলু বিফলে।
মোদের কারণে দুঃখ পাইলে নিরন্তরে।। ৩।।
পুত্র-সুখ কিছু নৈল আমা-সভা হনে।
না জানিলে সুখ পুত্র-লালন-পালনে।। ৪।।
বিধিহত আমি সব ছাড়ি' পিতামাতা।
দৈবযোগে এতকাল বঞ্চিলাঙ কোথা।। ৫।।
যেই পুত্রে বাপ-মায়ে না কৈল পালনে।
ব্যর্থ জন্ম হৈল তা'র, বিফল জীবনে।। ৬।।
পিতামাতা হৈতে হয়, দেহ-উপাদান।
পিতামাতা করে দুঃখে পোষণ-পালন।। ৭।।
হেন পিতামাতায় যদি সেবে নিরন্তরে।
শুধিতে না পারে ধার শতেক বৎসরে।। ৮।।
পুত্র হয়্যা মাতাপিতায় যেবা না সেবিল।
ধন-প্রাণ দিয়া তা'র সন্তোষ না কৈল।। ৯।।
অন্তকালে যমদূতে বান্ধি লয়্যা যায়।
কাটিয়া তাহার মাংস তাহারে খাওয়ায়।। ১০।।
বৃদ্ধ-মাতা-পিতা, সুত, শিশু, সতীনারী।
গুরু-দ্বিজ, প্রপন্ন, দুর্গত, হিতকারী।। ১১।।
শক্ত হয়্যা এ-সভার না করে পালন।
জীয়ন্তে সে মরা, তা'র বিফল জীবন।। ১২।।
কংস-ভয়ে বুদ্ধি বল না ছিল আমার।
বাপমায়ে না সেবিল, ব্যর্থ গেল কাল।। ১৩।।
সে-সব যতেক দোষ ক্ষমিবা আমার।
মাতা-পিতা না লয় পুত্রের দোষভার।।' ১৪।।

শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের প্রতি শ্রীবসুদেব-দেবকীর বাৎসল্য

মায়ার ঈশ্বর কৃষ্ণ, নানা মায়া জানে।
এতেক বচন বলি' ধরিল চরণে।। ১৫।।
যাঁহার মায়ায় অজ-ভব বিমোহিত।
আনকে মোহিব তা'র এ কোন বিচিত্র? ১৬
তত্ত্বজ্ঞান পাসরিল তাঁ'রা দুইজনে।
পুত্রভাবে কোলে করি' দিলা আলিঙ্গনে।। ১৭।।
বিমোহিত হৈলা রাম-কৃষ্ণ করি' কোলে।
সিঞ্চিল সকল অঙ্গ নয়নের জলে।। ১৮।।
প্রভু বলে,—'জ্ঞান হৈতে পুত্র-প্রেম বড়।
আমাতে রহিতে চাহি প্রেমভক্তি দঢ়? ১৯
নিজ-প্রেম দিয়া প্রভু জ্ঞান দূর করে।
আপনার ভক্তজনে আপনে উদ্ধারে।। ২০।।

এইরূপে মাতাপিতায় করিয়া সম্ভাষা।
বন্ধুবর্গ আনি' তবে করয়ে জিজ্ঞাসা।। ২১।।

শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক শ্রীউগ্রসেনকে শ্রীমথুরার সিংহাসনে স্থাপন ও নিজে রাজত্ব গ্রহণ না করিবার কারণ

ডাক দিয়া মাতামহ উগ্রসেনে আনি'।
নৃপতি করিয়া তা'রে স্থাপিল আপনি।। ২২।।
যযাতি রাজার শাপ আছে পূর্ব্বকালে।
'যদুবংশে না করিব রাজ্য-অধিকারে'।। ২৩।।
সেই যদুবংশে রাজা, জনম আমার।
তে-কারণে না করিব রাজ্য-অধিকার।। ২৪।।

উগ্রসেনকে শ্রীকৃষ্ণের অভয় বাণী

তুমি রাজা হও, কিছু না করিহ ডর।
আমি আজ্ঞাকারী আছি, তোমার কিঙ্কর।। ২৫।।
পৃথিবীমণ্ডলে যত আছে নরপতি।
ধন দিয়া পদযুগে করিবে প্রণতি।। ২৬।।
ইন্দ্র-আদি দেবে আজ্ঞা রাখিব তোমার।
পৃথিবী যুড়িয়া হৈব রাজ্য-অধিকার।। ২৭।।
আমি হেন ভৃত্য যা'র থাকিব নিকটে।
ত্রিভুবনে তা'র কিছু নহিব সঙ্কটে।।' ২৮।।
এইরূপে উগ্রসেনে করিয়া আশ্বাস।
স্থাপিলা নৃপতি করি, প্রভু শ্রীনিবাস।। ২৯।।

শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক আত্মীয়গণের সন্তোষ বিধান

ইষ্ট, মিত্র, জ্ঞাতি, বন্ধু, বান্ধব সকল।
তা'-সভা আনিঞা কৃষ্ণ তুষিল বিস্তর।। ৩০।।
কংস-ভয়ে সে-সব আছিল নানাদেশে।
দুঃখ-শোক পাইল চির-পরবাসে।। ৩১।।
তাহা সভা আনাইলা আশ্বাস-বচনে।
সন্তোষিয়া দিল নানা-বসন-ভূষণে।। ৩২।।
মহাধন দিয়া কৈল পীরিতি বিস্তর।
নিজঘরে নিজপুরে স্থাপিল সকল।। ৩৩।।

রাম-কৃষ্ণ-শ্রীভুজ করিয়া অবলম্ব।
খণ্ডিল সকল দুঃখ, বাড়িল আনন্দ।। ৩৪।।
তা'-সভার সর্ব্ব-দুঃখ হৈল বিমোচন।
সর্ব্ব-মনোরথ-সিদ্ধি হৈল সেই ক্ষণ।। ৩৫।।
বৃদ্ধগণ যুবা হৈল, মহাবীর্য্য বল।
সর্ব্বলোক সুকুমার দেখিতে সুন্দর।। ৩৬।।
শ্রীমুখ সতত তা'রা করে নিরীক্ষণ।
কেবল আনন্দময় হৈল সর্ব্বজন।। ৩৭।।

শ্রীনন্দসমীপে শ্রীকৃষ্ণের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

তবে রাম-কৃষ্ণ গেলা নন্দ-বিদ্যমানে।
ভুজ আলিঙ্গন দিয়া কৈল সম্ভাষণে।। ৩৮।।
'কি কথা কহিব পিতা, তোমার নিয়ড়।
পুষিয়া পালিয়া তুমি কৈলে এত বড়।। ৩৯।।
তুমি সে আমার পিতা, যশোদা জননী।
তোমা'-সভা বিনে আর কিছুই না জানি।। ৪০।।
পুত্রের অধিক প্রীতি কৈলে সর্ব্বক্ষণ।
সেই মাতা, সেই পিতা, যে করে পালন।। ৪১।।
বন্ধুগণে না পারিল পুষিতে পালিতে।
তোমার মন্দিরে আমি রহিলুঁ গোপতে।। ৪২।।
তুমি যত করিয়াছ পীরিতি-পালন।
পুত্রের অধিক করি' দেখিলে সর্ব্বক্ষণ।। ৪৩।।
কোটিযুগে শুধিতে নারিব সেই ধার।
এবে আজ্ঞা দেহ, দোষ ক্ষমহ আমার।। ৪৪।।
বন্ধুগণ দেখি' এথা কথোদিন বসি'।
তা'-সভার পীরিতি করিয়া পাছে আসি।। ৪৫।।
গোপগণ লঞা তুমি চল নিজঘরে।
সতত আমারে তুমি দেখিবে নিয়ড়ে।। ৪৬।।
নন্দঘোষে সন্তোষিয়া এতেক বচনে।
বহু ধন-রত্ন দিল, বিবিধ-ভূষণে।। ৪৭।।
নানা ধাতুপাত্র, সোণা-রূপার কলসী।
শকট ভরিয়া কত দিল রাশি রাশি।। ৪৮।।
কোল দিয়া কৈল পাছে চরণ-বন্দন।
সন্তোষ করিয়া পাঠাইল গোপগণ।। ৪৯।।

নন্দ-আদি গোপগণ চলিল গোকুলে।
অঙ্গ তিতিল সভার নয়নের জলে।। ৫০।।
রাম-কৃষ্ণ রহি' তবে মথুরামণ্ডলে।
যদুবংশে ডুবাইল আনন্দসাগরে।। ৫১।।

শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের উপনয়ন

বসুদেব বিচারিয়া কৈল শুভক্ষণ।
পুরোহিত-আদি যত আনিল ব্রাহ্মণ।। ৫২।।
ব্রহ্মমন্ত্র উপদেশ কৈল শুভকালে।
যজ্ঞসূত্র দিল সবে বিধি-অনুসারে।। ৫৩।।
ব্রাহ্মণ পূজিল দিব্য বসন-ভূষণে।
বৎস-সহ ধেনু দিলা ভূষিয়া কাঞ্চনে।। ৫৪।।
বিবিধ দক্ষিণা দিল, বহুবিধ ধন।
দিব্য আভরণ দিয়া পূজিলা ব্রাহ্মণ।। ৫৫।।
বসুদেব মহামতি কৃষ্ণ-জন্ম-দিনে।
দশসহস্র ধেনু দিয়াছিলা মনে-মনে।। ৫৬।।
সে ধেনু হরিয়া কংস লঞাছিল বলে।
সেই ধেনু আনি' দিল ব্রাহ্মণ-সকলে।। ৫৭।।
হেনমতে কৈল দ্বিজকুলোচিত কর্ম্ম।
শিখাইল গর্গমুনি দ্বিজ-কুল-ধর্ম্ম।। ৫৮।।
যাঁহা হৈতে সকল বিদ্যার উতপতি।
সর্ব্বজ্ঞশেখর, যাঁ'র ভার্য্যা সরস্বতী।। ৫৯।।
লক্ষ্মী পরিচর্য্যা করে, ব্রহ্মাদি কিঙ্কর।
জ্ঞানময়, শুদ্ধরূপ, জগত-ঈশ্বর।। ৬০।।
হেন প্রভু মায়ায় ধরিয়া নরবেশ।
আন হৈতে লয় তত্ত্বজ্ঞান-উপদেশ।। ৬১।।
দ্বিজকুলে ধর্ম্ম-আছে—'ব্রহ্মবিদ্যা লই'।
পড়িব ব্রাহ্মণ বেদ গুরুকুলে যাই'।। ৬২।।
সেই নিত্যকর্ম্ম প্রভু স্থাপিলা সংসারে।
গুরুসেবা করিতে চলিলা গুরুঘরে।। ৬৩।।

শ্রীসান্দীপনি-সমীপে শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের অধ্যয়ন ও গুরুসেবা

সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত নামে 'সান্দীপনি'।
অবন্তিনগরে ঘর, দ্বিজকুলমণি।। ৬৪।।
তাঁ'র ঘরে গিয়া প্রভু হৈলা উপসন্ন।
আরম্ভিলা গুরুসেবা, যেন শিষ্য-ধর্ম্ম।। ৬৫।।
শিক্ষা-গুরু ভগবান্ সর্ব্বতত্ত্ব জানে।
আমি সে করিলে কর্ম্ম করিবেক আনে।। ৬৬।।
সর্ব্বলোক-পিতা রাম-কৃষ্ণ যদুরায়।
আপনে করিয়া ধর্ম্ম সংসারে বুঝায়।। ৬৭।।
গুরু-ভক্তি, অনুভাব দুহার দেখিয়া।
সর্ব্বশাস্ত্র ব্রাহ্মণ পড়ায় তুষ্ট হয়্যা।। ৬৮।।
সভে একবার দ্বিজ করয়ে উচ্চার।
শুনিলেহি হয় দুঁহে বিদ্যার সঞ্চার।। ৬৯।।
সাঙ্গোপাঙ্গো চারি বেদ ব্রাহ্মণে পড়ায়।
ধনুর্ব্বেদ, জ্যোতির্ব্বেদ, বিবিধ উপায়।। ৭০।।
তন্ত্র-মন্ত্র, ধর্ম্মশাস্ত্র, ন্যায়, অলঙ্কার।
আত্মবিদ্যা, রাজনীতি নানা ব্যবহার।। ৭১।।
একবারমাত্র বিপ্র করে উপদেশ।
শুনিলে তখনি ধরে রাম-হৃষীকেশ।। ৭২।।
পড়ায় ব্রাহ্মণে শাস্ত্র পরম-সন্তোষে।
পড়িল চৌষট্টি বিদ্যা চৌষট্টি দিবসে।। ৭৩।।
সর্ব্বশাস্ত্র পড়ি' তবে দুই সহোদর।
দক্ষিণা দিবারে গেলা গুরুর গোচর।। ৭৪।।
'কি দক্ষিণা দিব গুরু, কহ বিদ্যমানে।
গুরুর কৃপাতে শিষ্য পায় পরিত্রাণে।।' ৭৫।।
দিতে কিছু অশক্ত না দেখি দুই জনে।
যে মাগিব, তাই দিবে—মুনি অনুমানে।। ৭৬।।
এতেক চিন্তিয়া বিপ্র গেলা ভার্য্যাস্থানে।
কহিল সকল কথা ভার্য্যা-বিদ্যমানে।। ৭৭।।
ব্রাহ্মণী চতুরা বড় কহিল মন্ত্রণা।
'আমি যাহা বলি, সেহি মাগিহ দক্ষিণা।। ৭৮।।
সমুদ্রে ডুবিয়া মৈল আমার কুমার।
তাহা আনি' দেহ, সেই দক্ষিণা আমার।।' ৭৯।।
ভার্য্যার বচন বিপ্র দঢ়াইল চিত্তে।
সেই মনে গেলা রাম-কৃষ্ণের সাক্ষাতে।। ৮০।।
'প্রভাসে ডুবিয়া মৈল আমার তনয়।
তাহা আনি' দেহ তুমি দুই মহাশয়।।' ৮১।।

শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের গুরুদক্ষিণা-প্রদান

গুরুর বচন শুনি' রাম-দামোদর।
রথের উপরে চড়ি, চলিলা সত্বর।। ৮২।।
সিন্ধুতীরে গিয়া যদি হৈলা উপসন্ন।
পাদ্য-অর্ঘ্য লঞা সিন্ধু আইল তৎক্ষণ।। ৮৩।।
পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়া দিল দিব্য উপহার।
মহারত্নমণি দিল দিব্য অলঙ্কার।। ৮৪।।
করজোড় করি' সিন্ধু নিকটে দাণ্ডায়।
'গুরুপুত্র আনি' দেহ'—বলে যদুরায়।। ৮৫।।
সিন্ধু বলে,—'আমি নাহি হরিয়ে কুমার।
এহি জলে আছে এক দৈত্য দুরাচার।। ৮৬।।
শঙ্খরূপ ধরে সেই, নামে 'পঞ্চজন'।
সেই সে হরিল শিশু, কহিলুঁ কারণ।।' ৮৭।।
সমুদ্রের বচন শুনিঞা হৃষীকেশ।
সেইক্ষণে সিন্ধুজলে কৈলা পরবেশ।। ৮৮।।
শঙ্খাসুরে ধরিয়া মারিল সেই জলে।
চাহিয়া না পাইল শিশু তাহার উদরে।। ৮৯।।
সেই শঙ্খ লয়্যা হরি উঠিল সত্বরে।
রথে চড়ি' চলিলা দু'ভাই যমপুরে।। ৯০।।
দক্ষিণে যমের পুরী নামে 'সংযমনী'।
তাহার নিকটে গিয়া কৈল শঙ্খধ্বনি।। ৯১।।
পাঞ্চজন্য-শবদ শুনিঞা অনুমানে।
সভাসদে ধর্ম্মরাজ উঠিলা সম্ভ্রমে।। ৯২।।
তুরিতে চলিয়া গেলা প্রভুর গোচরে।
শিরে কর ধরিয়া পড়িলা ভূমি পরে।। ৯৩।।
'নমো নমো, জয় জয় ত্রিজগত-নাথ।'
পুন উঠে, পুনঃপুনঃ করে দণ্ডপাত।। ৯৪।।
পদযুগ পূজিয়া বিবিধ উপহারে।
প্রণতকন্ধর হই বলে জোড়করে।। ৯৫।।
'লীলা-নর-অবতার, সুরাসুর-রাজ।
আজ্ঞা কর, আমা হৈতে হয় কোন কাজ।।' ৯৬।।
প্রভু বোলে,—'গুরুপুত্রে আনি' দেহ ঝাটে।
কর্ম্ম-নিবন্ধনে তুমি আনিলে নিকটে।। ৯৭।।
আমার আজ্ঞায় নহে মর্য্যাদা-লঙ্ঘন।
শীঘ্র আন গুরুপুত্র বুঝিয়া কারণ।।' ৯৮।।
আজ্ঞা শিরে ধরি' যম-আনিল সত্বরে।
রাম-কৃষ্ণ গেলা তবে গুরুর গোচরে।। ৯৯।।
পুত্র সমর্পিয়া বলে রাম-দামোদর।
'আর কি দক্ষিণা দিব, কহ দ্বিজবর'।। ১০০।।

শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের মথুরায় প্রত্যাবর্ত্তন

তুষ্ট হয়্যা দ্বিজ বলে,—'না মাগিব আর।
পূর্ণ-মনোরথ, বাপ, করিলে আমার।। ১০১।।
তুমি সব যেরূপ করিলে গুরুভক্তি।
ত্রিভুবনে হেন করে কাহার শকতি? ১০২
যে তোমার গুরু তুমি-হেন শিষ্য যা'র।
ত্রিভুবনে দুর্লভ নাহিক কিছু তা'র।। ১০৩।।
জগতে নির্ম্মল-কীর্ত্তি রহিল তোমার।
চিরজীবী হও, বৎস, লভ যশোভার।। ১০৪।।
নিজঘরে চল, বাপু' না কর বিলম্ব।
তোমা দেখি, যদুকুলে বাড়ুক আনন্দ।। ১০৫।।
গুরুর বচনে কৃষ্ণ বলরাম সাথে।
নিজপুরে চলি' গেলা বায়ু-বেগ রথে।। ১০৬।।
আনন্দিত যদুকুল দেখি' দুই ভাই।
ঘরে-ঘরে মধুপুরে আনন্দ বাড়াই।। ১০৭।।
এই মতে নানা কর্ম্ম করে যদুরায়।
আপনে করিয়া কর্ম্ম জগতে বুঝায়।। ১০৮।।
ধীর-শিরোমণি শ্রীল গদাধর জান।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুররস গান।। ১০৯।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী পঞ্চচত্বারিংশঃ অধ্যায়ঃ।। ৪৫।।

ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায়

মাতাপিতা ও গোপগোপীগণকে সান্ত্বনা প্রদানার্থ
শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক শ্রীউদ্ধবকে গোকুলে প্রেরণ
(সিন্ধুড়া-রাগ)

"যদুকুল-প্রিয়সখা কৃষ্ণের দয়িত।
বৃহস্পতির শিষ্য মহাবুদ্ধি' সুচরিত।। ১।।
সর্ব্বলোকপ্রিয়কর, ভকতপ্রধান।
ডাক দিয়া উদ্ধবে আনিলা ভগবান্।। ২।।
হাতে হাত ধরিয়া বোলয়ে শ্রীমুরারি।
'চল তুমি উদ্ধব' গোকুলে শীঘ্র করি'।। ৩।।
জনক-জননী আছে বিরহে দুঃখিত।
মধুর-বচনে তাঁ'র করিহ পীরিত।। ৪।।
গোপীগণ আছে তথা বিরহে দুঃখিনী।
জীবার কারণে জীয়ে' খায় অন্নপানি।। ৫।।
কহিয় আমার কথা তা'-সভার স্থানে।
খণ্ডাহ সে দুঃখ তুমি সন্দেশ-বচনে।। ৬।।
সতত আমাতে মন' ধরয়ে পরাণ।
আমা'-বিনে গোপী কিছু না জানয়ে আন।। ৭।।
পতি-সুত না সেবে, না করে গৃহকর্ম্ম।
আমা' লাগি' তেজিল সকল কুলধর্ম্ম।। ৮।।
আমি প্রাণ, আমি গতি, আত্মা, বন্ধু, ধন।
আমাতে সকল গোপী কৈলা সমর্পণ।। ৯।।
যেবা লোক-ধর্ম্ম তেজে আমার নিমিত্তে।
আমি তা'র সর্ব্বসিদ্ধি করি ভালমতে।। ১০।।
আমার বিরহে তা'রা সতত ব্যাকুলা।
স্মঙরি' স্মঙরি' মোরে সতত বিহ্বলা।। ১১।।
জীয়ে বা না জীয়ে গোপী, দৈবে ধরে প্রাণ।
শান্ত করি' গোপীর দুঃখ কর সমাধান।।" ১২।।
শুকদেব বলে,—"শুন, নৃপতি-কেশরী।
এতেক বচন যদি বলিলা শ্রীহরি।। ১৩।।
আজ্ঞা শিরে ধরিয়া উদ্ধব মতিমান্।
রথে চড়ি' ব্রজপুরে করিলা পয়াণ।। ১৪।।

শ্রীউদ্ধবের ব্রজগমন ও তথাকার সৌন্দর্য্য-বর্ণন

দিনমণি অস্ত গেল সন্ধ্যা পরবেশ।
হেন কালে উদ্ধব কৈলা গোকুলে প্রবেশ।। ১৫।।
শুক্লবর্ণ মত্ত বৃষগণ করে নাদ।
হাম্বারব করিয়া সুরভি ছাড়ে ডাক।। ১৬।।
ক্ষীরভরে খসিয়া পড়য়ে উধোভার।
উর্দ্ধমুখে করে ধেনু বাছুরে হাঁকার।। ১৭।।
এদিগে ওদিগে বৎস পুচ্ছ তুলি' ধায়।
গোপীগণ চৌদিগে কৃষ্ণের গুণ গায়।। ১৮।।
গোদোহন-ধ্বনি বেণু শবদে পূরিত।
দিব্য-বেশ গোপ-গোপীগণ অলঙ্কৃত।। ১৯।।
গো-ব্রাহ্মণ-পিতৃদেব-অর্চন-বন্দন।
হোমকর্ম্ম, সূর্য্যপূজা অতিথি-সেবন।। ২০।।
প্রতি-ঘরে ধূপ-দীপ সুগন্ধে পূরিত।
বিচিত্র নির্ম্মিত পুর মন্দির-মণ্ডিত।। ২১।।
কুসুমিত বনবৃন্দ সর্ব্বত্র পূরিত।
বিবিধ-বিহঙ্গ-ভৃঙ্গকুল-সুনাদিত।। ২২।।
বিমলিত-জল নদনদী-সরোবর।
হংস-কারণ্ডব-জলচর-কোলাহল।। ২৩।।
দিব্যগন্ধ পদ্মবন, পবন সুমন্দ।
হৃষ্ট-পুষ্ট সর্ব্বলোক, দেখিতে আনন্দ।। ২৪।।
সুখময়, গুণময় আশ্চর্য্যের সীমা।
হেন কেবা আছে, তা'র কহিব মহিমা? ২৫

শ্রীনন্দকর্ত্তৃক শ্রীউদ্ধবের পূজা ও শ্রীকৃষ্ণের
কুশলাদি জিজ্ঞাসা এবং তদীয়-লীলা-স্মরণে বিরহ-কাতর

উঠিলা উদ্ধব যদি হেন ব্রজপুরে।
পরম আনন্দে নন্দ পূজিল সাদরে।। ২৬।।
ভক্তিভাবে পূজে নন্দ কৃষ্ণবুদ্ধি করি'।
বিচিত্র-মন্দিরে নিল ভুজে ভুজ ধরি'।। ২৭।।
বসাইল তাঁ'রে লঞা কনক-আসনে।
মিষ্ট অন্ন-পান দিয়া করাইল ভোজনে।। ২৮।।
দিব্যসিংহাসনে লঞা করাইল শয়ন।
মুখবাস দিয়া কৈল প্রণাম-বন্দন।। ২৯।।
পাদসংবাহন নন্দ করয়ে আপনে।
পুছিতে লাগিলা তবে মধুর-বচনে।। ৩০।।

'যদুকুল-নন্দন, উদ্ধব, মহাভাগে।
কুশল জিজ্ঞাসা কিছু করিব তোমাকে।। ৩১।।
বসুদেব প্রিয়-সখা আছেন কুশলে?
সপুত্র-বান্ধবে কি আছেন নিরাকুলে? ৩২
এই বড় ভাগ্য পাপ-কংসে গেল ক্ষয়।
সাধুজনে হিংসে, তা'র কিছুই না রয়।। ৩৩।।
কদাচিৎ কৃষ্ণ কি স্মঙরে মাতাপিতা।
কিংবা গোপশিশুগণ, আভীরবনিতা? ৩৪
ধেনু, বৃন্দাবন কিবা গোকুলনগর।
তরু-গিরি কভু কি স্মঙরে দামোদর।। ৩৫।।
বন্ধুগণ দেখিতে আসিব কদাচিত?
কবে আর সে-মুখ দেখিব সুশোভিত? ৩৬
দাবাগ্নি করিয়া পান গোকুলে রাখিল।
ঝড়-বরিষণে তুলি' পর্ব্বত ধরিল।। ৩৭।।
বৃষাসুর মারিয়া সে রাখিল গোপকুল।
কালীনাগ দমিয়া তাহারে কৈল দূর।। ৩৮।।
এইরূপে কত দৈত্য করিয়া সংহার।
কতরূপে গোকুলে রাখিল কতবার।। ৩৯।।
কি কহিব, উদ্ধব, পুত্রের বীর্য্যবল।
কোন্ পাপে আমি-সব বঞ্চিত সকল? ৪০
স্মঙরিতে তা'র বল-বীর্য্যের মহিমা।
সে রূপ-লাবণ্য, মুখ, কটাক্ষ-ভঙ্গিমা।। ৪১।।
সে মধুর হাস্য, তা'র মধুর ভাষণ।
পাসরিল নিজধর্ম্ম গোকুলের জন।। ৪২।।
বিস্মরিলে কৃষ্ণগুণ নহে বিস্মরণ।
পুনঃপুনঃ সেই গুণ হয় ত' স্মরণ।। ৪৩।।
অঙ্গনে-অঙ্গনে সেই চরণ-ভূষণ।
সেই বৃন্দাবন-গিরি, সেই শিশুগণ।। ৪৪।।
এ-সব দেখিতে মন হয় কৃষ্ণময়।
কৃষ্ণ-বিনে আন কিছু মনে নাহি লয়।। ৪৫।।
হেন বুঝি রাম-কৃষ্ণ দুই সুরেশ্বর।
সুরকার্য্য সাধিতে মানুষ-কলেবর।। ৪৬।।
গর্গের বচন আছে, ইহাতে প্রমাণ।
প্রভাব দেখিয়া আর করি অনুমান।। ৩৭।।
কংস হেন অসুর মারিল অবহেলে।
দশ-সহস্র মত্তগজ-সম বল ধরে।। ৪৮।।
'কুবলয়' গজ মারে কংসের সমান।
সিংহ যেন মৃগ মারে, নাহি বস্তু জ্ঞান।। ৪৯।।
তিন-তাল মহাসার ভাঙ্গে ধনুখণ্ডে।
গজরাজ যেন হেলে ভাঙ্গে ইক্ষুদণ্ডে।। ৫০।।
সপ্তদিন এক-হস্তে ধরে মহাগিরি।
প্রলম্ব-ধেনুক-বক মারে লীলা করি'।। ৫১।।
তৃণাবর্ত্ত-আদি যত দৈত্য দুরাচার।
এ-সব দৈত্যের কৈল লীলায়ে সংহার।। ৫২।।
সুরাসুর যা'র ভয়ে কম্পিত সদায়।
হেন সব দৈত্য কৃষ্ণ বধিল লীলায়।। ৫৩।।
এইরূপে নন্দ কৃষ্ণে সোঙরি' সোঙরি'।
কান্দে নন্দঘোষ তবে কৃষ্ণে মন ধরি'।। ৫৪।।
আঁখি ভরি' পড়ে নীর, কান্দে উচ্চস্বরে।
ধরিতে না পারে অঙ্গ প্রেমরস-ভরে।। ৫৫।।

শ্রীযশোদাদেবীর শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে ব্যাকুলতা

এইরূপ কৃষ্ণ-গুণ শুনিয়া বর্ণনা।
কান্দিয়া যশোদা রাণী পাসরে আপনা।। ৫৬।।
প্রেমভরে পয়োধরে বহি' পড়ে ক্ষীর।
নয়নে জল পড়ে তিতিয়া শরীর।। ৫৭।।
দেখিয়া দুঁহার কৃষ্ণে প্রেম-অনুরাগ।
প্রেমানন্দে পূরিল উদ্ধব মহাভাগ।। ৫৮।।

শ্রীনন্দ ও শ্রীউদ্ধবের শ্রীকৃষ্ণকথায় রাত্রিযাপন

ধন্য রাণী, ধন্য নন্দ' করিয়া বাখানে।
প্রবোধ-উত্তর তবে দিল মতিমানে।। ৫৯।।
'অখিল-জগতগুরু প্রভু নারায়ণ।
তাহাতে এরূপে কৈলা চিত্ত-আরোপণ।। ৬০।।
বলদেব জানি—বিশ্ব উতপতি-স্থান।
পুরুষ-পুরাণ কৃষ্ণ—বিশ্ব-উপাদান।। ৬১।।
সর্ব্বভূতে বেয়াপিত, জগতের ভিন্ন।
জ্ঞানময়, পুরাণ-পুরুষ, গুণহীন।। ৬২।।

মরণ-সময়ে যাঁ'র চরণযুগলে।
তিলেক ধরিয়া চিত্ত তেজে কলেবরে।। ৬৩।।
কর্ম্মবন্ধ সকল করিয়া বিনাশন।
সূর্য্যসম হয়্যা তাঁ'র বৈকুণ্ঠ-গমন।। ৬৪।।
হেন প্রভু নারায়ণ সর্ব্বভূতগতি।
জগত-কারণ মায়া-মানুষ-মূরতি।। ৬৫।।
তাঁহাতে নিতান্ত-ভক্তি দেখিলুঁ তোমার।
পুণ্যফল অবশেষ কি কহিব আর? ৬৬
আসিব গোবিন্দ এথা, না করিব খেদ।
তাঁ'র সহ কভু তব নহিব বিচ্ছেদ।। ৬৭।।
কংস বধি' যে কহিলা রঙ্গভূমি-মাঝে।
'অবশ্য আসিব আমি গোকুল-সমাঝে'।। ৬৮।।
সত্যবাদী প্রভু সে করিব সত্য বাণী।
এ-বোল বুঝিয়া আর খেদ কর জানি।। ৬৯।।
হৃদয়ে চিন্তিয়া চাহ, দেখিবে গোপাল।
সভার হৃদয়ে কৃষ্ণ থাকে সর্ব্বকাল।। ৭০।।
অন্তর্য্যামী ভগবান্ সর্ব্বভূতে বৈসে।
হৃদয়কমলে কৃষ্ণ চিন্তিলে প্রকাশে।। ৭১।।
কাষ্ঠের ভিতরে যেন থাকে হুতাশন।
মথিলে বেকত হয়, জানিঞে তখন।। ৭২।।
উত্তম, অধম তাঁ'র নাহিক সমান।
সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি, এক ভগবান্।। ৭৩।।
পিতা-মাতা নাহি তাঁ'র প্রিয়সুত-দার।
নিজ-পর নাহি তাঁ'র জনম সংহার।। ৭৪।।
ধর্ম্মকর্ম্ম কিছু তাঁর নাহি ত্রিভুবনে।
অবতার করে প্রভু সাধু-পরিত্রাণে।। ৭৫।।
ইচ্ছা যদি করে কৃষ্ণ করিতে বিহার।
তখনে লীলায় করে দিব্য-অবতার।। ৭৬।।
আপনে নির্গুণ হরি, তিন গুণ ধরে।
ব্রহ্মারূপে রজোগুণ ধরি' সৃষ্টি করে।। ৭৭।।
তমোগুণে রুদ্ররূপে করয়ে সংহার।
সত্ত্বগুণে সৃষ্টি পালে বিষ্ণু-অবতার।। ৭৮।।
কর্ত্তা নহে, কর্ম্ম করে, অজ হয়্যা জন্ম।
জগতে বুঝিতে পারে কেবা তা'র মর্ম্ম।। ৭৯।।
প্রভুর অধীন সব, কেহ কিছু নহে।
অভিমানে 'কর্ত্তা', 'ভোক্তা' আপনাকে কহে।। ৮০।।
ভাঙরি ফিরিলে যেন ফিরয়ে ধরণী।
এইরূপে ভ্রমে জীব আপনা না জানি'।। ৮১।।
সে-প্রভু তোমার পুত্র নহে কোনকালে।
জগতের পুত্র তেঁহো বন্ধু-সহোদরে।। ৮২।।
জগতের মাতা-পিতা, সভার ঈশ্বর।
কীট-পতঙ্গাদি জীব, যত চরাচর।। ৮৩।।
দেখি' শুনি' ভূত-ভব্য-ভবিষ্য সকল।
কৃষ্ণ-বিনে কিছু সত্য নহে চরাচর।। ৮৪।।
ছোট-বড়-তৃণ-গিরি কিছু নহে আন।
যত দেখ সত্য নহে, সত্য ভগবান্।। ৮৫।।
এ-বোল বুঝিয়া তুমি স্থির কর চিত্ত।
চিন্তিলে এথাই কৃষ্ণ দেখিবে নিশ্চিত।।' ৮৬।।
এইরূপে নন্দঘোষে আর উদ্ধবেতে।
রজনী বঞ্চিলা দুঁহে শ্রীকৃষ্ণকথাতে।। ৮৭।।

রাত্রিশেষে গোপীগণের শ্রীকৃষ্ণ-গুণাবলী কীর্ত্তন ও দধিমন্থন

গোপী-সব উঠিয়া রজনী-অবশেষে।
প্রদীপ জ্বালিয়া কৈল মন্দিরে প্রবেশে।। ৮৮।।
বাস্তুপূজা কৈল গোপী প্রতি ঘরে-ঘরে।
দধি মন্থে ব্রজনারী হেন অবসরে।। ৮৯।।
মণিময় কুণ্ডল কপোল বিরাজিত।
ভুজযুগে কনক-কঙ্কণ বিলসিত।। ৯০।।
দীপ্তমণি-অলঙ্কৃত শোভে কলেবরে।
দধি মন্থে ব্রজনারী প্রতি ঘরে-ঘরে।। ৯১।।
কমলনয়ন-গুণ গায় উচ্চস্বরে।
দধিমন্থনের ধ্বনি শুনি কোলাহলে।। ৯২।।
শবদে শবদ মেলি' উঠিল গগনে।
দশদিক্ পাপ হরে যাহার শ্রবণে।। ৯৩।।
দধি মন্থে ব্রজনারী, গায় কৃষ্ণগুণ।
রজনী প্রভাত হৈল, উদিল অরুণ।। ৯৪।।

শ্রীউদ্ধবের সুবর্ণ-রথ-দর্শনে শ্রীগোপীগণের
পরস্পর আলোচনা

দেখিল সুবর্ণরথ নন্দের দুয়ারে।
দুই চারি গোপী মেলি' বলাবলি করে।। ৯৫।।
'এ-রথ কাহার, কেবা আইল ব্রজপুরে ?
সেই বা অক্রুর হয় কংস-অনুচরে।। ৯৬।।
গোপীর জীবন কৃষ্ণ, যে নিল হরিয়া।
কি কার্য্য সাধিব এবে গোপীগণ দিয়া ?' ৯৭
এইরূপে গোপী-সব মিলি' কহে কথা।
নিত্যকর্ম্ম করিয়া উদ্ধব আইলা তথা।। ৯৮।।
ধীর শিরোমণি শ্রীল-গদাধর জান।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস গান।। ৯৯।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী-ষট্চত্বারিংশঃ অধ্যায়ঃ।। ৪০।।

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়

শ্রীউদ্ধবের সৌন্দর্য্য-দর্শনে গোপীগণের
পরস্পর বাক্যালাপ
(সিন্ধুড়া-রাগ)

"এইরূপে গোপীগণে কহে কৃষ্ণকথা।
নিত্যকর্ম্ম করিয়া উদ্ধব গেলা তথা।। ১।।
আজানুলম্বিত-ভুজ রাজীব-লোচন।
প্রফুল্ল-কমল-মালা প্রসন্ন-বদন।। ২।।
শ্যাম কলেবর, কটিতটে পীতবাস।
গণ্ডযুগে মণিময়-কুণ্ডল-বিলাস।। ৩।।
সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, মহাপুরুষলক্ষণ।
উদ্ধবে দেখিয়া গোপী চিন্তে মনে মন।। ৪।।
'এ কোন্ পুরুষ কৃষ্ণসম বেশ ধরে ?
কোথা হৈতে কোথা যায়, কি নাম ইহারে ?' ৫
এ-বোল বুলিয়া গোপী বেড়ে চারি পাশে।
কোন কোন গোপী গিয়া নিকটে জিজ্ঞাসে।। ৬।।
কিঞ্চিৎ লজ্জিতমুখ অবনত হই'।
সলজ্জ মধুরহাস ভুরুভঙ্গে চাই'।। ৭।।
কনক-আসনে যদি উদ্ধব বসিলা।
মধুর-বচনে তবে কহিতে লাগিলা।। ৮।।
'তোমা ভালে জানি—পুরপতি-অনুচর।
তোমাকে পাঠাঞা দিল গোকুল-নগর।। ৯।।
পিতা-মাতা-বন্ধুগণে করিতে পীরিতি।
ব্রজপুরে পাঠাইল মধুপুরপতি।। ১০।।
নন্দরাজ-যশোদার করিতে পীরিতি।
ইহ বহু কার্য্য আর কি আছে সম্প্রতি ? ১১
পিতা-মাতা যদি তা'র না থাকিব মনে।
তবে হেন বুঝি— কিছু নাহিক স্মরণে।। ১২।।
স্নেহ-অনুবন্ধ কেহ জগতে না ছাড়ে।
মুনি যদি হয়, সেহ ছাড়িতে না পারে।। ১৩।।
অন্য-সনে অন্যের মিত্রতা-বিড়ম্বন।
নিজকার্য্য-অবধি তাহার প্রয়োজন।। ১৪।।
রতিসুখ ভুঞ্জিয়া পুরুষে নারী তেজে।
মধুপান করিয়া ভ্রমরে পুষ্প বর্জ্জে।। ১৫।।
নির্ধন পুরুষ হৈলে বেশ্যা-নারী ছাড়ে।
দুর্ব্বল নৃপতি দেখি' প্রজা পরিহারে।। ১৬।।
বিদ্যা পড়ি, শিষ্য ছাড়ে গুরু-সন্নিধান।
ফল না থাকিলে বৃক্ষ তেজে পক্ষীগণ।। ১৭।।
অতিথি ভোজন করি' গৃহ ছাড়ি' যায়।
রতিভোগ করি' জার তেজিয়া পলায়।। ১৮।।
মৃগ নাহি থাকয়ে দেখিলে দগ্ধবন।
জলহীন সরোবরে তেজে হংসগণ।। ১৯।।
এ-সব পীরিতি নিজকার্য্য সাধিবার।
প্রয়োজন বহি কিছু কার্য্য নাহি আর।। ২০।।

এইরূপে কহে গোপী উদ্ধবের আগে।
কহিতে কহিতে স্তব্ধ হৈল অনুরাগে।। ২১।।
দেহ মনোবচন গোবিন্দে সমর্পিল।
লজ্জা পরিহরি' গোপী কাঁদিতে লাগিল।। ২২।।
মুক্তকণ্ঠ হঞা কৃষ্ণ-গুণ-কর্ম্ম গায়।
স্মঙরি' স্মঙরি' গোপী কান্দে উচ্চরায়।। ২৩।।
কোন গোপী ক্রোধ করি' উদ্ধব-গোচরে।
ভ্রমর কল্পিয়া দূত-ছলে কিছু বলে।। ২৪।।

ভ্রমরোদ্দেশে কোন গোপীর উক্তি (ভ্রমর-গীতা)
(মল্লার-রাগ)

'সৌতিনের কুচতট-বিলোলিত-মালে।
তাহার কুঙ্কুম তো'র মুখ-লোমজালে।। ২৫।।
পরশ না কর, ভৃঙ্গ, চরণ আমার।
যদুকুল-বিড়ম্বন, এ-দূত যাহার।। ২৬।।
শুন শুন ভ্রমর, হে কিতবের মিত।
ভাল ত' বলি এ তুমি দূত সুচরিত? ২৭
পুরনারীপ্রসাদ করুক পুররাজে।
তা'র কথা না কহিবে গোপীর সমাজে।। ২৮।।
সকৃত অধর-মধু করাইয়া পান।
তেজি গেল কৃষ্ণ যেন তুহারি সমান।। ২৯।।
কিরূপে কমলা দেবী সেবে পদযুগে।
এমত বঞ্চকে না বাড়াই অনুরাগে।। ৩০।।
হেন বুঝি তাহার উত্তম যশ শুনি'।
ভুলিল কমলা দেবী তত্ত্ব নাহি জানি'।। ৩১।।
বনচরী আমি-সব, নাহি গৃহপুরী।
তা'র গুণ কেন বা গাইস্ উচ্চ করি'? ৩২
পুরপতি-কথা পুরনারী-আগে কহ।
তা'র ঠাঞি যে তোমার বাঞ্ছিত, তা' লহ।। ৩৩।।
অর্জুনের প্রিয় কৃষ্ণ নপুংসক-সখা।
আমা-বিদ্যমানে তা'র না কহিও কথা।। ৩৪।।
ভ্রমর, বলহ যদি—'এত দোষ জান।
তবে কেন ভজিলে?'—তাহার কথা শুন।। ৩৫।।
স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতালে এমত নারী বৈসে।
তাহার কপট হাস-কটাক্ষ-বিলাসে।। ৩৬।।
সে রূপ দেখিয়া যে নহিব বিমোহিতা।
কি দোষ আমার, যা'র কমলা বনিতা? ৩৭
পায়ে না পড়িহ, ভৃঙ্গ, না ধর চরণে।
বিনয়ে পণ্ডিত, সে কপট ভাল জানে।। ৩৮।।
তুঞি সে তাহার দূত, জানিস্ চাতুরী।
তাহার কপট গোপী ভাণ্ডিতে না পারি।। ৩৯।।
পতি-সুত-গৃহ-কুল তাহা লাগি' তেজি।
সে কেন তেজিয়া যায়, মর্ম্ম নাহি বুঝি? ৪০
এতেকে জানিলুঁ তা'র মূর্খ ব্যবহার।
ধর্ম্মাধর্ম্ম কিছু তা'র নাহিক বিচার।। ৪১।।
বিনা অপরাধে বালি বিন্ধি' কেন মারে?
সূর্য্যবংশে জন্মিঞা ব্যাধের কর্ম্ম করে।। ৪২।।
স্ত্রীর লাগি' বনে বনে বেড়ায় ভ্রমিয়া।
শূর্পণখার নাক-কান ফেলায় কাটিয়া।। ৪৩।।
বলিরাজা ত্রিভুবনে আছিল ঈশ্বর।
তা'র পূজা লঞা তার হরয়ে সকল।। ৪৫।।
পাতালে বান্ধিয়া তা'রে থুইল নাগপাশে।
কা'কে যেন বলি খাঞা সেই যজ্ঞ নাশে।। ৪৫।।
নামে কালা রূপে কালা, কালিয়া অন্তরে।
তা'র সঙ্গে পীরিতি বা কোন্ জনা করে? ৪৬
তবু তা'র কথাখানি ছাড়ন না যায়।
না দেখিল আমি-সব তাহার উপায়।। ৪৭।
যদি বল—'তা'র কথা না কহিও আর।'
নারী হঞ্যা কেমতে পারিব ছাড়িবার? ৪৮
সকৃত যাঁহার গুণ শুনি' ধীরগণে।
সুত-দার দুঃখিত তেজয়ে সেইক্ষণে।। ৪৯।।
পক্ষী যেন ভ্রমি' ভ্রমি' ভিক্ষা মাগি খায়।
নারীজাতি আমি-সব, কি আছে উপায়? ৫০
কুটিলের বচন মানিল সত্য করি'।
কুলিকের গীতে যেন মৃগ মরে ভুলি'।। ৫১।।
এবে তা'র কথা ছাড়ি' আন কথা কহ।
কিছু যদি চাহ তুমি, তাহা মাগি' লহ।। ৫২।।

সত্য কি আসিব হেথা সে নন্দনন্দন।
কিবা তথা লঞা যা'বে এই গোপীগণ? ৫৩
কিবা মধুপুরে হরি আছেন কুশলে?
পিতামাতা-বন্ধুগণ কভু কি স্মঁঙরে? ৫৪
কিঙ্করীগণের কথা শুনিলে কহিতে?
শ্রীভুজ তুলিয়া আর কবে দিবে মাথে?" ৫৫
ভৃঙ্গ লক্ষ্য করি' গোপী উদ্ধবের তরে।
এইরূপে নানা বাণী বলে নানা ছলে।। ৫৬।।

শ্রীগোপীগণের প্রতি শ্রীউদ্ধবের সান্ত্বনাবাক্য
ও তাঁহাদের মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন

উদ্ধব দেখিয়া ভক্তিরস-মহোদয়।
গোপীগণে শান্তিয়া কি বলে মহাশয়।। ৫৭।।
'আসিব গোবিন্দ গোপী, চিত্ত স্থির কর।
নিকটে দেখিবে হরি, খেদ পরিহর।। ৫৮।।
অহো ধন্যা গোপী, তুমি জগতে পূজিতা।
সাধিলে সকল সিদ্ধি ত্রৈলোক্য-বন্দিতা।। ৫৯।।
গোবিন্দে এরূপ যা'র চিত্ত-আরোপণ।
কি তা'র কহিব ভাগ্য, সফল জীবন।। ৬০।।
দান, ব্রত, তব হোম, জপ, যজ্ঞ করি'।
কোটি কোটি জন্মে যদি সাধিবারে পারি।। ৬১।।
তবে সে এমন ভক্তি হয় নারায়ণে।
হেন ভক্তি তুমি-সব লভিলে কেমনে? ৬২
মুনির দুর্লভ ভক্তি দেখিল তোমার।
ভাগ্যে তুমি তেজিলে বান্ধব-পরিবার।। ৬৩।।
অহো ভাগ্য, পতি, সুত তেজিলে সকল।
কুলশীল তেজিয়া ভজিলে দামোদর।। ৬৪।।
পূর্ণব্রহ্ম কৃষ্ণে কৈলে সর্ব সমর্পণ।
ভাগ্যে তোমা'-সভা-সঙ্গে হৈল দরশন।। ৬৫।।
এত অনুগ্রহ কৈল কৃষ্ণের বিরহে।
তে-কারণে দরশন তোমা'-সভা-সহে।। ৬৬।।

গোপীগণ-সমীপে শ্রীকৃষ্ণের বার্ত্তা

শুন গোপী, কৃষ্ণের সন্দেশ সুখময়।
যে কহিয়া আমাকে পাঠাইলা দয়াময়।। ৬৭।।
সর্ব্বভাবে নাহি হয় আমার বিচ্ছেদ।
বিচারিয়া বুঝ, গোপী, পরিহর খেদ।। ৬৮।।
পঞ্চভূত-বেয়াপিত সব চরাচর।
অন্তরে বাহিরে যেন আছে নিরন্তর।। ৬৯।।
এইরূপ তুমি-সব জানিহ নিশ্চয়।
সর্ব্বজীবে বসি আমি, সর্ব্বজীবময়।। ৭০।।
আপনে আপনা সৃজি, করিয়ে সংহার।
আপনাকে আপনি পালিয়ে সর্ব্বকাল।। ৭১।।
হেন আছে আমার মায়ার অনুভাব।
ব্রহ্মাদি বুঝিতে নারে অচিন্ত্যপ্রভাব।। ৭২।।
জ্ঞানময় জীব নিত্য, শুদ্ধ, সুখময়।
নাহি হানি-লাভ তা'র, নাহি অতিশয়।। ৭৩।।
সুখ-দুঃখ যত তা'র মনের বিলাস।
জ্ঞান হৈলে সেই সব অবিদ্যা-বিনাশ।। ৭৪।।
মিথ্যা হেন জানি যেন জাগিলে স্বপন।
এইরূপে বিচারিলে ছুটয়ে ভরম।। ৭৫।।
সকল ইন্দ্রিয় যদি রুধিয়ে যতনে।
নিত্যশুদ্ধ জীব তবে জানিয়ে তখনে।। ৭৬।।
এই অর্থ সর্ব্ববেদ, কহে সর্ব্বশাস্ত্র।
সাংখ্যযোগে কহে সভে এই তত্ত্বমাত্র।। ৭৭।।
ত্যাগ, তপ, দয়া, সত্য—এই মাত্র সাধি।
নদ-নদী-গতি যেন সমুদ্র-অবধি।। ৭৮।।
দূরে আছি আমি' তা'র কহিয়ে কারণ।
আমার ধেয়ান যেন করে অনুক্ষণ।। ৭৯।।
যা'র প্রিয়পতি থাকে অতি দূরদেশে।
সতত নারীর চিত্ত পতিদেহে বৈসে।। ৮০।।
নিকটে থাকিলে তা'র হয় অনাদর।
বিশেষে নারীর চিত্ত সহজে চপল।। ৮১।।
এই সে কারণে আমি দূরদেশে বসি।
সতত থাকিবে চিত্ত আমাতে নিবেশি'।। ৮২।।
আমা লাগি' লোক, বেদ সকল তেজিলে।
চিত্তবৃত্তি সকল আমাতে নিয়োজিলে।। ৮৩।।
আমার চরিত্র কর সতত ধেয়ান।
আমা-বিনে চিত্তে কিছু নাহি ভাব আন।। ৮৪।।

সতত পীরিতি করি' আমারে ভজিলে।
এতেকেহি তুমি-সব আমারে পাইলে।। ৮৫।।
আমাকে পাইলে তা'র নৈল কোন্ সিদ্ধি?
এ-বোল বুঝিয়া আমা' চিন্ত নিরবধি।।' ৮৬।।
এতেক বচন কৃষ্ণ কহিল সাক্ষাতে।
তুমি-সব বুঝিয়া সন্তোষ কর চিত্তে।।' ৮৭।।
কৃষ্ণের বচন শুনি' উদ্ধবের মুখে।
শুনিঞা গোপীর চিত্ত পূরিল কৌতুকে।। ৮৮।।

গোপবধূগণের শ্রীকৃষ্ণপ্রতি সাভিমান উক্তি ও
পুনঃ তৎদর্শন লালসা

এতেক বচন শুনি' ব্রজবধূগণে।
কহিতে লাগিলা কিছু হরষিত মনে।। ৮৯।।
'এই ভাগ্য—কংস সবংশে হইল নাশ।
রিপু সংহারিয়া কৈলা যদুকুলে বাস।। ৯০।।
সর্ব্বমনোরথসিদ্ধি হৈল বন্ধুগণে।
গোষ্ঠি-সহ কুশলে ত' আছেন এখনে? ৯১
এক কথা পুছিব, উদ্ধব মহাভাগ।
পুরবধূগণে কৃষ্ণ করে অনুরাগ? ৯২
বিদগধ-শিরোমণি রসিক-শেখর।
মোহিব নারীর চিত্ত—কাজ কত বড়? ৯৩
পীরিতি বাড়ায় কি নগর-নারীগণে?
তা'রা সব পীরিতি করয়ে কেমনে? ৯৪
সলজ্জ-মধুর-হাস-লীলা-নিরীক্ষণে।
আমি-সব গোবিন্দ ভজিনুঁ অনুক্ষণে।। ৯৫।।
বিবিধলাবণ্য তা'রা জানে পুরনারী।
রতিকলা-রস গুরু রসিক মুরারি।। ৯৬।।
দুহাঁর পীরিতি লাগি' দুহাঁর বন্ধন।
আর কি গোকুলে হরি আসিব এখন।। ৯৭।।
পুরনারী-সমাজে বসিয়া কোনকালে।
গোষ্ঠি-মধ্যে নানাবিধ কথা-অবসরে।। ৯৮।।
কভু কি স্মঙরে হরি ব্রজপুরনারী।
কবে আর সে-রূপ দেখিব আঁখি ভরি'? ৯৯
সে-সব রজনী কিবা করয়ে স্মরণে?
কুন্দ-কুমুদ-চন্দ্র-চারু-বৃন্দাবনে? ১০০
কিঙ্কণী-কঙ্কণ মণি-নূপুর বাজন।
মধুর বেণুর রব' মধুর ভাষণ? ১০১
রমণী-সমাজে যা'থে কৈলা রাসকেলি।
সে-সব রমণী কি স্মঙরে বনমালী? ১০২
আর কি আসিব এথা সে নন্দনন্দন।
দেখা দিয়া গোপীগণের রাখিব জীবন? ১০৩
আর কেনে এথাতে আসিব শ্রীহরি?
রাজ্যপদ পাইল রিপু নিপাতন করি'।। ১০৪।।
বন্ধুগণ-সহ হৈল একত্র মিলন।
বিভা করি, আনিব কৃষ্ণ রাজকন্যাগণ।। ১০৫।।
গোপনারী মোরা সব বসি বনে-বনে।
কি কাজ এখন তাঁ'র আমা-সভা-সনে? ১০৬
আন নারী করি' তাঁর কিবা বস্তুজ্ঞান?
লক্ষ্মীপতি আপনেই পূর্ণ ভগবান।। ১০৭।।
কহিলা পিঙ্গলা বেশ্যা, তাহাই স্মঙরি।
তবু তা'র আশাখানি ছাড়িতে না পারি।। ১০৮।।
'নৈরাশ্য—পরমসুখ, আশা—দুঃখময়।'
পিঙ্গলা বেশ্যার বাণী—সেই সত্য হয়।। ১০৯।।
তাহা জানি, তবু তা'র ছাড়িতে নারি আশা।
না পাসরি তিলেক তাহার গুণভাষা।। ১১০।।
ভজুক কমলাদেবী ইচ্ছাও না করে।
তবু লক্ষ্মীদেবী তাঁ'র অঙ্গ নাহি ছাড়ে।। ১১১।।
হেন কৃষ্ণ গোপী পাসরিব কেমনে?
সেই যমুনার জল, সেই বৃন্দাবনে।। ১১২।।
সেই ধেনু-বৎস, সেই শিশু বিদ্যমান।
সেই গোবর্দ্ধন-গিরি, মুরলীর স্থান।। ১১৩।।
পুনঃ পুনঃ নন্দসুত হয়ে স্মঙরণে।
বিস্মরিলে কৃষ্ণগুণ, নহে বিস্মরণে।। ১১৪।।
সেই পদকমল দেখিয়ে ভূমিতলে।
পাসরিলে দশগুণ অনুরাগ বাড়ে।। ১১৫।।
হে কৃষ্ণ, হে রমানাথ, দুঃখ-বিনাশন।
হে গোবিন্দ, ব্রজনাথ, দুরিত-খণ্ডন।। ১১৬।।

মজিল গোকুল, কৃষ্ণ, এ-শোকসাগরে।
বারেক উদ্ধার' নাথ নিজ পরিকরে।।' ১১৭।।
এইরূপে বিলাপ করিয়ে ব্রজনারী।
রহিল ক্ষণেক গোপী চিত্ত স্থির করি'।। ১১৮।।

শ্রীগোপীগণ-কর্ত্তৃক শ্রীউদ্ধবের পূজা

কৃষ্ণের সন্দেশ শুনি চিত্ত সমাধিল।
কৃষ্ণবুদ্ধি করিয়া উদ্ধবে পূজা কৈল।। ১১৯।।
পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়া তাঁ'রে পূজিল বিধানে।
কুশল জিজ্ঞাসা কৈল স্বাগত-বচনে।। ১২০।।

কৃষ্ণকথা-প্রসঙ্গে শ্রীউদ্ধবের চারি মাসকাল ব্রজে বাস

এইরূপে প্রতিদিন প্রত্যুষ-বিহানে।
উদ্ধবের সঙ্গে বসি' রহে গোপীগণে।। ১২১।।
কৃষ্ণকথা কহিয়া গোঙায় দিন-রাতি।
কৃষ্ণ-বিনে আন কা'র নাহি অবগতি।। ১২২।।
দেখিয়া গোপীর প্রেম-ভক্তির উদয়।
দেহধর্ম্ম পাসরিল উদ্ধব মহাশয়।। ১২৩।।
দেখিয়া গোকুলবাসীর প্রেমের তরঙ্গ।
তিলে-তিলে উদ্ধবের বাড়য়ে আনন্দ।। ১২৪।।
রাত্রি-দিন উদ্ধব গোবিন্দ-গুণ গায়।
নিরবধি গোপকুলে আনন্দ বাড়ায়।। ১২৫।।
যত দিন উদ্ধব আছিলা ব্রজকুলে।
ক্ষণ-প্রায় গোপগোপী মানিল সকলে।। ১২৬।।
দেখিয়া গোকুলে কৃষ্ণ-প্রেমের প্রকাশ।
আজি-কালি করিয়া বঞ্চিলা চারি মাস।। ১২৭।।
গিরিতট উপবন চাহিতে চাহিতে।
আনন্দে উদ্ধব লঞা বেড়ায় দেখিতে।। ১২৮।।
বিমল যমুনাজল, কুসুমিত বন।
তরু, গিরি, নদ-নদী দেখি সুশোভন।। ১২৯।।
বনে-বনে দেখিয়া প্রভুর পদচিহ্ন।
না বুঝিল উদ্ধব কিছুই রাত্রি-দিন।। ১৩০।।
গোপগোপী-বৈকল্য দেখিয়া কৃষ্ণাবেশে।
উদ্ধবের মনে কিছু না হয় প্রকাশে।। ১৩১।।

এইরূপে চারি মাস বঞ্চি' ব্রজপুরে।
মথুরা যাইতে ইচ্ছা জন্মিল তাহারে।। ১৩২।।

মথুরায় প্রত্যাবর্ত্তনকালে শ্রীউদ্ধবের
শ্রীগোপী-মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন

চলিব উদ্ধব, তবে বলে কোন বাণী।
'ধন্য গোপকুল, ধন্য গোকুল-রমণী।। ১৩৩।।
তুমি-সব ক্ষিতিতলে সফল জন্মিলে।
এমত একান্ত-ভক্তি গোবিন্দে লভিলে।। ১৩৪।।
মুনি যাহা বাঞ্ছা করে পাঞা ভবভয়।
হেন ভক্তি গোপীগণে দেখিল উদয়।। ১৩৫।।
আমি-সব যাহা বাঞ্ছা করি নিরন্তর।
ভক্তিশূন্য জন্ম যদি ব্রহ্মার বিফল।। ১৩৬।।
বনে বৈসে গোপজাতি গোয়ালার নারী।
ভক্তিযোগে ইহার কি অধিকার ধরি? ১৩৭
কিবা এইরূপে কৃপা করয়ে ঈশ্বরে।
না জানিঞা যেবা ভজে, তাহাকে উদ্ধারে।। ১৩৮।।
না জানিঞা করে যদি ঔষধ ভক্ষণ।
তবু তা'র রোগ যেন হয় নিবারণ।। ১৩৯।।
বস্তুশক্তি কার্য্যের অপেক্ষা নাহি ধরে।
ভজিলেই মাত্র কৃপা করয়ে ঈশ্বরে।। ১৪০।।
করিয়া নিতান্ত-রতি ভজয়ে সদায়।
লক্ষ্মী হঞা এ-মত প্রসাদ নাহি পায়।। ১৪১।।
পদ্মগন্ধা সুরবধূ কি বলিব তা'রে?
এমত প্রসাদ আনে লভিতে না পারে।। ১৪২।।
মহারাসোৎসবে ভুজদণ্ড কণ্ঠে ধরি'।
কৃষ্ণ লঞা কৈলা রাস রসময়কেলি।। ১৪৩।।
যেমত প্রসাদ কৃষ্ণ কৈলা গোপীগণে।
তেমন প্রসাদ কে লভিল ত্রিভুবনে? ১৪৪

শ্রীগোপীপদধূলি লাভার্থ শ্রীউদ্ধবের ব্রজে
তরুলতা-জন্ম-প্রার্থনা

বৃন্দাবনে যত আছে তরুলতাগণে।
গোপীর চরণ-ধূলি করয়ে সেবনে।। ১৪৫।।

তৃণ এক হঞা জন্ম হউ মোর তা'থে।
পদরজ গোপীর লভিব কোনমতে।। ১৪৬।।
স্বজন, বান্ধব, আর্য্যকুল-ধর্ম্ম ছাড়ি'।
ভজিল মুকুন্দপদ দৃঢ়ভক্তি করি'।। ১৪৭।।
যে পদবী অন্বেষণ করে শ্রুতিগণে।
হেন কৃষ্ণপদ গোপী লভিল আপনে।। ১৪৮।।
কমলা-পূজিত পদ ব্রহ্মাদি-বন্দন।
মহাযোগেশ্বর যাঁ'র করয়ে চিন্তন।। ১৪৯।।
হেন চরণারবিন্দ কুচে অরোপিয়া।
ছাড়িল বিরহতাপ হৃদয়ে ধরিয়া।। ১৫০।।
বন্দোঁ ব্রজবধূ-পদ-রেণু নিরন্তর।
যাঁ'র পুণ্যগুণ-কথা ভুবন-মঙ্গল।।' ১৫১।।

শ্রীউদ্ধবের গোকুল হইতে মথুরা-গমন

গোপীগণে আজ্ঞা মাগি', লৈল অনুমতি।
নন্দ-যশোদার ঠাঞি করিয়া মিনতি।। ১৫২।।
গোপগণে সম্ভাষিয়া মাগিল বিদায়।
রথে চড়ি' উদ্ধব চলিলা মথুরায়।। ১৫৩।।
পাছে পাছে চলিলা গোকুল-নরনারী।
নানা উপহার দিয়া কাকুবাদ করি'।। ১৫৪।।
নন্দ-আদি গোপগণে করি' জোড়করে।
কান্দিতে কান্দিতে কিছু বলে উচ্চস্বরে।। ১৫৫।।
'চিত্তবৃত্তি রহু কৃষ্ণচরণ-আশ্রয়ে।
কৃষ্ণ-বিনে চিত্তে যেন আন নাহি লয়ে।। ১৫৬।।
বাণী যেন কৃষ্ণগুণ কহে নিরন্তর।
প্রণাম করিতে যেন রহে কলেবর।। ১৫৭।।
কর্ম্মবন্ধে যথা-তথা হয় উতপতি।
জনমে-জনমে যেন রহে কৃষ্ণে রতি।। ১৫৮।।
প্রভুর ইচ্ছায় জন্ম হৌক যথা-তথা।
কভু যেন না ছাড়ি কৃষ্ণের গুণকথা।।' ১৫৯।।
এই মতে গোপগণে কৃষ্ণে ধরি' আশা।
উদ্ধবে পাঠাঞা দিলা করিয়া সম্ভাষা।। ১৬০।।
উদ্ধব মথুরা আসি' কৃষ্ণে সম্ভাষিলা।
প্রণাম করিয়া সব কথা নিবেদিলা।। ১৬১।।
বসুদেব-বলভদ্র বন্দিয়া চরণ।
রাজ-বিদ্যমানে লঞা দিল উপায়ন।। ১৬২।।
'উদ্ধব-সংবাদ'—এই বুদ্ধি অনুসারে।
কহিল প্রবন্ধবন্ধ বুঝিবার তরে।। ১৬৩।।
ভক্তিরসগুরু শ্রীল-গদাধর জান।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস গান।। ১৬৪।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী-সপ্তচত্বারিংশঃ অধ্যায়ঃ।। ৪৭।।

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণের কুব্জার বাঞ্ছা-পূরণ
(বসন্ত-রাগ)

শুকদেব বলে,—"রাজা ভকতপ্রধান।
আর অদভুত কহি, কর অবধান।। ১।।
সর্ব্বজ্ঞের শিরোমণি সর্ব্বতত্ত্ব জানে।
সত্যবাদী প্রভু সত্য করিব পালনে।। ২।।
সর্ব্বভূত-আত্মা পরিপূর্ণ নারায়ণ।
কুবুজীর পীরিতি করিব আছে মন।। ৩।।
কামানলে দগধে কুব্জার কলেবর।
তে-কারণে গেলা কৃষ্ণ কুবুজার ঘর।। ৪।।
আপ্তবর্গ যদুগণ উদ্ধব-সংহতি।
কুবুজীর ঘর গেলা প্রভু যদুপতি।। ৫।।
দিব্য-পরিচ্ছদ, ঘর বিচিত্রনির্ম্মাণ।
বহুবিধ বসন, ভূষণ, অন্নপান।। ৬।।
বিচিত্র পতাকা-ধ্বজ, মুকুতার ঝারা।
বিলোলিত তোরণ, বিতান, মণিমালা।। ৭।।

ধূপ-দীপ-কুসুম-গন্ধেতে বিমোহিত।
দিব্য সিংহাসন হেম-মণি-বিরাজিত।। ৮।।
দিব্য পুর-মন্দির, প্রাচীর থরে থরে।
উত্তরিলা গিয়া কৃষ্ণ কুবুজীর ঘরে।। ৯।।
কৃষ্ণ-আগমন শুনি' উঠিলা সম্ভ্রমে।
ত্বরিতে চলিয়া গেলা কৃষ্ণ-বিদ্যমানে।। ১০।।
চারি পাশে সখীগণ, মাঝে দিব্য নারী।
প্রণাম করিয়া রহে করজোড় করি'।। ১১।।
দিব্য উপহার দিয়া পূজিল বিধানে।
আনন্দে পূজিল কৃষ্ণ সব নারীগণে।। ১২।।
উদ্ধব পূজিয়া দিল বসিতে আসন।
একে একে পূজিল সকল সঙ্গিগণ।। ১৩।।
তবে কৃষ্ণ কৈল তা'র মন্দিরে প্রবেশ।
নরলীলা করে প্রভু ধরি' নরবেশ।। ১৪।।
দিব্য-সিংহাসনে তবে বসিলা শ্রীহরি।
চন্দনে লেপিল অঙ্গ মারজন করি'।। ১৫।।
সুগন্ধি কুসুমমালা, বসন, ভূষণ।
কর্পূর তাম্বূল দিয়া কৈল আরাধন।। ১৬।।
সলজ্জ-কটাক্ষ, ভুরভঙ্গিম-বিলাস।
কুঞ্চিত অধরপুট, মন্দ-মধুহাস।। ১৭।।
কামভাব প্রকাশিয়া নিকটে দাণ্ডায়।
করে ধরি' কুবুজী আনিল যদুরায়।। ১৮।।
রমিঞা রমায় প্রভু কুবুজীর মন।
সভে পুণ্যলেশ তা'র—গন্ধ-আরোপণ।। ১৯।।
সেই হেতু কুবুজী রমিল রমাকান্ত।
বুঝায়—ভকত-বশ আপনে নিতান্ত।। ২০।।
বাহুপাশে গোবিন্দ করি আলিঙ্গন।
কুবুজীর সর্ব্বদুঃখ কৈল বিমোচন।। ২১।।
আনন্দ মূরতি, রসময় শ্রীনিবাস।
কেবল-কৈবল্যেশ্বর জগত-নিবাস।। ২২।।
যোগেন্দ্র-মুনীন্দ্র যাঁ'রে না পায় ধেয়ানে।
হেন কৃষ্ণ কুবুজী লভিল গন্ধদানে।। ২৩।।
কর জোড়ি' কুবুজী প্রভুর আগে বলে।
'কথোদিন রহ প্রভু, না ছাড়িহ মোরে।।' ২৪।।
হাসিয়া গোবিন্দ তা'রে দিল কামবর।
নিজপুরে চলি' গেলা প্রভু সুরেশ্বর।। ২৫।।
দুঃখে আরাধিলে যাঁ'র নহে আরাধনে।
হেন কৃষ্ণ আরাধিয়া বিবিধ-বিধানে।। ২৬।।
বর মাগি' লয়, যে কুবুদ্ধি মূঢ় জন।
কুমতি লভিয়া লয় আপন-বন্ধন।। ২৭।।

শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের অক্রূর গৃহে শুভাগমন

অক্রূরের ঘরে তবে গেলা ভগবান্।
উদ্ধব করিয়া সঙ্গে, ভাই বলরাম।। ২৮।।
কিছু কার্য্য সাধিব, প্রভুর আছে মনে।
অক্রূর সন্তোষ হৈলা প্রভুর দর্শনে।। ২৯।।
সেই সে কারণে গেলা অক্রূরের ঘরে।
অক্রূর দেখিয়া কৃষ্ণে উঠিলা সত্বরে।। ৩০।।
প্রণাম করিয়া কৈল প্রেম-আলিঙ্গন।
পরম সন্তোষ হৈল, হসিতবদন।। ৩১।।
বলদেব, উদ্ধব, মাধব—তিন জনে।
অক্রূরের কৈল সবে চরণ-বন্দনে।। ৩২।।

শ্রীঅক্রূরের শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম-পূজা ও স্তব

আতিথ্য-বিধানে তবে পূজিলা অক্রূর।
আনন্দে প্রণতি-স্তুতি করিলা প্রচুর।। ৩৩।।
দিব্য সিংহাসনে বসাইলা তিনজনে।
সুবাসিত জলে কৈল পাদ-প্রক্ষালনে।। ৩৪।।
পীত পট্ট-অম্বর, বিবিধ অলঙ্কার।
ধূপ-দীপ, চন্দন, বিবিধ উপহার।। ৩৫।।
বহুবিধ বিধানে পূজিল মহামতি।
ভূমে লোটাইয়া কৈলা বহু দণ্ডনতি।। ৩৬।।
তুলিয়া ধরিল শিরে চরণ-কমল।
তবে আরোপিল লঞা বুকের উপর।। ৩৭।।
হৃদয়ে চরণ ধরি' বলে কোন বাণী।
'পাপ কংস মৈল—এই মহাভাগ্য মানি।। ৩৮।।
যদুকুল উদ্ধারিলে তুমি নারায়ণ।
দুরন্ত দুঃখের তুমি কৈলে বিমোচন।। ৩৯।।

দুই ভাই তোমরা সাক্ষাৎ ভগবান্।
জগত-কারণ, দুই পুরুষ-প্রধান।। ৪০।।
তোমা-বিনে কিছু আর নাহি ত্রিভুবনে।
কার্য্য-কারণ নহে তোমা-সব বিনে।। ৪১।।
আপনে আপনা তুমি সৃজ মায়া করি'।
সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া আছ নানা শক্তি ধরি'।। ৪২।।
যত দেখি, যত শুনি, জীব চরাচর।
না জানিঞা নানারূপ কহিয়ে সকল।। ৪৩।।
এক এক পঞ্চভূত যেন দেখি নানা।
বিবিধ-শরীরে করি বিবিধ-কল্পনা।। ৪৪।।
বিচারিলে পঞ্চভূত বিনে নহে আন।
বিচারিলে এইরূপ তুমি ভগবান্।। ৪৫।।
তুমি সে কেবল আত্মা, স্বতন্ত্রবিহার।
জীবরূপে কর তুমি জগত সঞ্চার।। ৪৬।।
এক হঞা নানারূপে করহ প্রকাশ।
তোমা'-বিনে আর যত মনের বিলাপ।। ৪৭।।
রজোগুণে সৃজ তুমি, সত্ত্বগুণে পাল'।
তমোগুণ ধরি' তুমি জগত সংহার'।। ৪৮।।
তবু গুণে বন্ধ নহ, তুমি জ্ঞানময়।
কর্ম্ম কর, কর্ম্মফলে বন্ধন না হয়।। ৪৯।।
জীবের বন্ধন-মোক্ষ—সেহ সত্য নহে।
অজ নিরঞ্জন জীব—সর্ব্বলোকে কহে।। ৫০।।
তোমার বন্ধন-মোক্ষ— এ কোন্ বিচার?
সকৃৎ শ্রবণে যাঁ'র খণ্ডয়ে সংসার।। ৫১।।
তবে মূর্ত্তি ধর তা'র কহিব কারণ।
বেদপথ-ধর্ম্ম হয় যখনে লঙ্ঘন।। ৫২।।
তখনে প্রকট তুমি করহ প্রকাশ।
ধর্ম্মপথ স্থাপিয়া পাষণ্ড কর নাশ।। ৫৩।।
এখনে হরিতে চাহ পৃথিবীর ভার।
বসুদেবঘরে আসি' কৈলে অবতার।। ৫৪।।
রাজবেশ ধরিয়া অসুরগণ বৈসে।
সসৈন্যে তা'-সভা তুমি বধিবে সবংশে।। ৫৫।।
জগতে নির্ম্মল যশ করিবে বিস্তার।
সেই সে কারণে তুমি কৈলে অবতার।। ৫৬।।
আজি ধন্য হৈল মোর এ-ঘর-বসতি।
তুমি প্রবেশিলে যা'তে ত্রিজগতপতি।। ৫৭।।
তুমি সর্ব্ব-পিতৃদেব, ব্রাহ্মণ-মূরতি।
তুমি সে জগতগুরু, সর্ব্বলোক-গতি।। ৫৮।।
ত্রিজগত পবিত্র যাঁহার পদজলে।
হেন প্রভু প্রবেশ করিলা মোর ঘরে।। ৫৯।।
হেন কি পণ্ডিত আছে, তোমা পরিহরি'।
অন্যদেব শরণ লইব দৃঢ় করি'? ৬০
ভকতের প্রিয় তুমি' জগত-সুহৃদ্।
সত্যবাদী প্রভু, কৃত্য বুঝে সুপণ্ডিত।। ৬১।।
ভজিলেই মাত্র তুমি দেহ সর্ব্বকাম।
ভকতের তরে তুমি দেহ আত্ম-দান।। ৬২।।
তথাপি তোমার কিছু নাহি অপচয়।
তোমাকে ছাড়িয়া কি পণ্ডিতে আন লয়? ৬৩
এই ভাগ্য, প্রভু, মোর দেখিলুঁ তোমারে।
তত্ত্বগতি যাঁ'র নাহি জানে যোগেশ্বরে।। ৬৪।।
হেন প্রভু-সনে মোর হৈল দরশন।
কৃপা করি' ছিণ্ড মোর মায়ার বন্ধন।। ৬৫।।
দেহ-গেহ, সুত, বিত্ত, দারা-পরিজন।
ছিঁড় ছিঁড় প্রভু, মোর এ-সব বন্ধন।।' ৬৬।।
এত স্তুতি কৈলা যদি অক্রূর সুধীর।
হাসিয়া বোলয়ে প্রভু বচন গম্ভীর।। ৬৭।।

শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক শ্রীঅক্রূরকে পাণ্ডবগণের তত্ত্বাবধানের জন্য হস্তিনাপুরে প্রেরণ

'তুমি গুরু, পিতৃব্য, আমার বন্ধুজন।
আমি-সব পুত্র হই, করিবে পালন।। ৬৮।।
পোষণ, রক্ষণ তুমি করিবে সর্বথা।
তুমি পূজ্য, বন্দ্য—কভু এ নহে অন্যথা।। ৬৯।।
তুমি-সব বিশেষে জগতে সুপূজিত।
সাধুজনে তোমা'-সব সেবয়ে নিশ্চিত।। ৭০।।
পুণ্যতীর্থ-বৈষ্ণব-দেবতা-আরাধন।
অবশ্য এ-সব সেবা করে সাধুজন।। ৭১।।

জলময় যত তীর্থ আছে ক্ষিতিতলে।
ধাতু-শিলাময় যত দেবমূর্ত্তি ধরে।। ৭২।।
এ-সবে পবিত্র করে কিছু চিরকালে।
দেখিলেই মাত্র সাধুজন ত্রাণ করে।। ৭৩।।
পরম বৈষ্ণব তুমি, সভার পূজিত।
বিশেষে আমার তুমি পরম সুহৃদ্।। ৭৪।।
একখানি কার্য্য তুমি সাধিবারে চাহ।
পাণ্ডুপুত্রে দেখিতে হস্তিনাপুরে যাহ।। ৭৫।।
পঞ্চটী পাণ্ডব যুধিষ্ঠির-আদি করি'।
পরম দুঃখিত তা'রা শিশুকাল ধরি'।। ৭৬।।
পিতার বিয়োগ তা'দের হৈল শিশুকালে।
ধৃতরাষ্ট্র তা'-সভারে আনিল নিজপুরে।। ৭৭।।
তথাই থাকয়ে তা'রা—লোকমুখে শুনি।
বড় দুঃখ পায় তা'রা, হেন অনুমানি।। ৭৮।।
অন্ধরাজা ধৃতরাষ্ট্র কুপুত্র-অধীন।
পালিতে না পারে রাজা বৃদ্ধ, মতিহীন।। ৭৯।।
ভাল-মন্দ আপনে জানিঞা আইস তুমি।
তবে আমি কুশল করিব তত্ত্ব জানি'।।' ৮০।।
এতেক বচন প্রভু বলিয়া অক্রূরে।
সগণে চলিয়া তবে গেলা নিজপুরে।। ৮১।।
শ্রীযুত-গদাধর ধীর-শিরোমণি।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস-বাণী।। ৮২।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণ্যষ্টচত্বারিংশঃ অধ্যায়ঃ।। ৪৮।।

ঊনপঞ্চাশ অধ্যায়

কৌরবগণ ও পাণ্ডবগণ-সমীপে অক্রূর
(শ্রী-রাগ)

শুকমুনি বলে,—"রাজা কহিয়ে তোমারে।
অক্রূর মিলিলা গিয়া হস্তিনা-নগরে।। ১।।
ধৃতরাষ্ট্র-সহ গিয়া কৈল দরশন।
দ্রোণ, ভীষ্ম, বিদুর ভেটিলা জনে জন।। ২।।
দুঃশাসন, ভারদ্বাজ, কর্ণ, দুর্যোধন।
দ্রোণপুত্র, পাণ্ডুপুত্র—ভাই পঞ্চজন।। ৩।।
কুন্তী-আদি আর যত আছে বন্ধুগণ।
সভারে ভেটিল গিয়া গান্দিনী-নন্দন।। ৪।।
তা'রা সব জিজ্ঞাসিল স্বাগত-বচনে।
পুছিল সকল বার্ত্তা করি' সম্ভাষণে।। ৫।।
অক্রূরেহো তা-সভারে পুছিলা কুশল।
অন্যোন্যে সভারে সুখে পূরিল অন্তর।। ৬।।
গুণদোষ রাজার বুঝিব দিনে দিনে।
কথোদিন অক্রূর রহিলা তে-কারণে।। ৭।।
কুপুত্র-অধীন সেহি অন্ধ-হীনবল।
কপট-কুসঙ্গ-সঙ্গে রহে নিরন্তর।। ৮।।
নিজপুত্রে,পাণ্ডুপুত্রে কেমত বেভার?
অক্রূর রহিল তত্ত্ব জানিতে তাহার।। ৯।।

অক্রূর-সমীপে কুন্তীদেবী ও বিদুর-কর্ত্তৃক ধৃতরাষ্ট্রের
অসূয়া ও দুর্যোধনাদির অত্যাচার-জ্ঞাপন

কুন্তী বিদুরের সহ কৈল সম্ভাষণ।
তাঁ'রা দুহেঁ কহিল সকল বিবরণ।। ১০।।
'পাণ্ডবের বল-বুদ্ধি, তেজ-বীর্য্য দেখি'।
ধৃতরাষ্ট্র রাজা হয় মনে বড় দুঃখী।। ১১।।
প্রজা-অনুরাগ শুনি না পায় সন্তোষ।
তবে আর কহিব যতেক তা'র দোষ।। ১২।।
বিষ লাড়ু খাওয়াইল মারিবার তরে।
ভীমকে বান্ধিয়া লঞা ফেলাইল জলে।। ১৩।।
অগ্নি ভেজাইল নিয়া থুঞা জউ-ঘরে।
এইরূপে নানা-কর্ম্ম কৈল নানা-ছলে।। ১৪।।

ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্যোধন দুরাচার।
মারিয়া ফেলিতে করে কতেক প্রকার।।' ১৫।।
কুন্তী বলে,—'আরে ভাই' শুনহ অক্রূর।
আমার দুঃখের কথা কহিব প্রচুর।।' ১৬।।
আঁখি ভরি' পড়ে নীর গদগদ বাণী।
কান্দিয়া কহিল কুন্তী দুঃখের কাহিনী।। ১৭।।
জন্ম হৈতে কহিল সকল বিবরণ।
তবে অক্রূরের ঠাঞি বলয়ে বচন।। ১৮।।
'মাতাপিতা কভু কি করয়ে স্মঙরণ?
বসুদেব-আদি যত আছে ভাইগণ।। ১৯।।
ভ্রাতৃ পুত্র যত আছে, ভগিনী সকলে।
কেহ কি জিজ্ঞাসা মোরে করে কোনকালে? ২০
ভ্রাতুষ্পুত্র আছে মোর কৃষ্ণ-বলরাম।
ভকতবৎসল তাঁ'রা, পুরুষ-পুরাণ।। ২১।।
অনন্ত ধরণীর 'বলভদ্র'-নাম।
বসুদেবের দুই পুত্র জগতে প্রধান।। ২২।।
কবে রাম-কৃষ্ণ মোরে শান্তিবে আসিয়া?
শত্রুগণ-মধ্যে আছি শোকাকুলী হঞা।। ২৩।।
ব্যাঘ্রের ভিতরে যেন থাকয়ে হরিণী।
সেইরূপ রহিঞাছো মুঞি অভাগিনী।। ২৪।।
এ-পঞ্চ বালক আছে পিতৃহীন হঞা।
না জানি কৃষ্ণের হয় কোন্ কালে দয়া? ২৫

শ্রীকুন্তীদেবী কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণস্তুতি

কৃষ্ণ কৃষ্ণ, জগতপালক, যোগেশ্বর।
জগতের আত্মা, গতি, জগত-ঈশ্বর।। ২৬।।
রক্ষ রক্ষ গোবিন্দ, উদ্ধার এইবার।
তুয়া পদযুগ-বিনে গতি নাহি তার।। ২৭।।
অপবর্গ-পদ-দাতা—সে দুই চরণ।
ভবভীত-জন্ম-মৃত্যু-ভয়-বিনাশন।। ২৮।।
নমো নমো নমো কৃষ্ণ, শুদ্ধ আত্মময়।
নমো যোগেশ্বর, যোগানন্দ, যোগাশ্রয়।।' ২৯।।
মুনি বলে,—"শুন রাজা, অবধান করি'।
কুন্তীর গুণের কথা কহিতে না পারি।। ৩০।।
তোমার প্রপিতামহী কুন্তী মহাসতী।
কৃষ্ণগুণ স্মঙরিয়া কান্দে দিবারাতি।। ৩১।।

শ্রীকুন্তীর ক্রন্দনে শ্রীঅক্রূর ও শ্রীবিদুরের ক্রন্দন

কুন্তীর ক্রন্দনে কান্দে অক্রূর-বিদুর।
রাত্রিদিন ক্রন্দন-শবদ নহে দূর।। ৩২।।
কথোদিন থাকিয়া অক্রূর মহাশয়।
শান্তিয়া কুন্তীরে তবে বলিলা বিনয়।। ৩৩।।
'মথুরা চলিব'—হেন বিচারিল মনে।
বলিলা নিষ্ঠুর-বাণী ধৃতরাষ্ট্র-স্থানে।। ৩৪।।

ধৃতরাষ্ট্রকে শ্রীঅক্রূরের হিত-বাণী

ধৃতরাষ্ট্র-রাজা আছে সভাতে বসিয়া।
ছলে কিছু অক্রূর কহিল সম্ভাষিয়া।। ৩৫।।
'শুন শুন' ধৃতরাষ্ট্র, অম্বিকানন্দন!
বিচিত্রবীর্য্যের পুত্র, তুমি মহাজন।। ৩৬।।
কুরুকুলে যশ তুমি স্থাপিলে নির্ম্মল।
ধর্ম্মে প্রজা পালিবে, শাসিবে ক্ষিতিতল।। ৩৭।।
পাণ্ডুরাজা আছিল তোমার ছোট ভাই।
দৈবযোগে হৈল তাঁ'র স্বর্গলোকে ঠাঞি।। ৩৮।।
এবে রাজ্যে, সম্প্রতি তোমার অধিকার।
হেন কর, যশ যেন রহে চিরকাল।। ৩৯।।
আপনার পুত্র তুমি দেখ যেইরূপ।
পাণ্ডুপুত্র পাঁচটী দেখিবে সেইরূপ।। ৪০।।
যদিবা ইহাতে তুমি করহ অন্যথা।
লোক ভরি', অপযশ রহিবে সর্বথা।। ৪১।।
অন্তকালে নরকে তোমার হৈবে স্থান।
এ-বোল বুঝিয়া রাজা হও সাবধান।। ৪২।।
চিরকাল কভু হেথা কেহ না রহিব।
অবশ্য দেহের সহে বিচ্ছেদ হইব।। ৪৩।।
ধন-পুত্র-কলত্রের কি কহিব কথা?
এ-সব স্বপন হেন, জানিহ সর্বথা।। ৪৪।।

এক হৈয়া আইসে জীব, এক হৈয়া যায়।
এক হৈয়া পুণ্যপাপ, সুখ-দুঃখ পায়।। ৪৫।।
অধর্ম্ম করিয়া বিত্ত যে করে সঞ্চিত।
অন্যে হরি, লয় তাহা, সে হয় বঞ্চিত।। ৪৬।।
পুত্র-মিত্র-বন্ধুগণে সব ধন খায়।
অধর্ম্ম করিয়া সভে অধোগতি যায়।। ৪৭।।
অধর্ম্ম করিয়া করে ধন-উপার্জন।
আপন করিয়া পোষে দারা-পুত্রগণ।। ৪৮।।
ধন না থাকিলে সেই ত্যজে বন্ধুগণ।
বৃথা পাপ করে জীব তাহার কারণ।। ৪৯।।
আপনে নরক-ভোগ করে কুপণ্ডিত।
ব্যর্থ পরিশ্রম করি' সে হয় বঞ্চিত।। ৫০।।
এ-সকল যত তুমি দেখ মায়াময়।
শয়নে স্বপন যেন, কিছু সত্য নয়।। ৫১।।
এ-বোল বুঝিয়া, রাজা, স্থিরচিত্ত হ'বে।
সমান করিয়া তুমি সভারে দেখিবে।।' ৫২।।

দুর্ব্বলহৃদয় ধৃতরাষ্ট্র শ্রীঅক্রূরের হিতোপদেশ গ্রহণে অসমর্থ

ধৃতরাষ্ট্র বোলে,—'সত্য কহিলে সকল।
তথাপি আমার চিত্ত সতত চঞ্চল।। ৫৩।।
তুমি যত কহিলে, সকল সত্য হয়।
কি কহিব মোর চিত্তে একই না লয়।। ৫৪।।
ঈশ্বরের ইচ্ছা কভু না যায় খণ্ডন।
সেই প্রভু যদুবংশে লভিল জনম।। ৫৫।।
হরিতে পৃথ্বীর ভার তাঁ'র অবতার।
তাঁ'র ইচ্ছা খণ্ডিব, শকতি আছে কা'র? ৫৬
যাঁহার মায়ার পথ বুঝনে না যায়।
মায়ায় ব্রহ্মাণ্ড-কোটি সৃজয়ে লীলায়।। ৫৭।।
জগতে প্রবেশ করে করিয়া সৃজন।
নানা-জীব নানা-পথে করে নিয়োজন।। ৫৮।।
তাঁহার চরণে মোর রহু নমস্কার।
অচিন্ত্য-মহিমা-সিন্ধু দুর্বোধ বিহার।।' ৫৯।।
এতেক বচন যদি বলিলা নৃপতি।
তা'র চিত্ত বুঝিলা অক্রূর মহামতি।। ৬০।।
একে একে বলিয়া সকল বন্ধুগণে।
তবে মধুপুরে তেঁহ কৈলা আগমনে।। ৬১।।
কহিল সকল কথা কৃষ্ণ-বিদ্যমানে।"
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস-গানে।। ৬২।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণ্যেকোনপঞ্চাশঃ অধ্যায়ঃ।। ৪৯।।

পঞ্চাশ অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক কংসবধ শ্রবণে জরাসন্ধের যাদবগণ বিনাশার্থ প্রতিজ্ঞা

(কর্ণাট-রাগ)

শুক মুনি বলে, রাজা পরীক্ষিৎ শুনে।
সেই কথা কহি, লোক, শুন সাবধানে।। ১।।
"জরাসন্ধের দুই কন্যা পরম-রূপসী।
'অস্তি', 'প্রাপ্তি' নামে—দুই কংসের মহিষী।। ২।।
স্বামীর মরণে তা'রা শোকাকুলী হঞা।
বাপের সাক্ষাতে গিয়া কহিল কান্দিঞা।। ৩।।
জরাসন্ধ রাজা শুনি' কংসের মরণ।
চমকি' উঠিল, ক্রোধে অরুণ লোচন।। ৪।।
'প্রতিজ্ঞা করিলুঁ আজি সভার ভিতর।
অযাদব করিব সকল ক্ষিতিতল।।' ৫।।

জরাসন্ধ-কর্ত্তৃক মথুরা আক্রমণ

ইহা বলি' রাজা ত্রয়োবিংশ অক্ষৌহিণী।
চতুরঙ্গ কৈল তবে সেনার সাজনী।। ৬।।
কটক সাজিয়া রাজা চলিল সত্ত্বর।
চৌদিগে বেড়িল গিয়া মথুরা-নগর।। ৭।।

রিপুদলে বেড়িল সকল মধুপুরী।
কোলাহল-শবদ উঠিল পুরী ভরি'।। ৮।।
ভয়েতে ব্যাকুল লোক, করে হাহাকার।
রিপুদল দেখিয়া লাগিল চমৎকার।। ৯।।

শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের যুদ্ধক্ষেত্রে গমন

তবে প্রভু চিন্তিতে লাগিল মনে মনে।
'অবতার করি আমি এই সে কারণে।। ১০।।
খল বিনাশিব, ধর্ম্ম করিব স্থাপন।
অবতার দেখি সবে—এই প্রয়োজন।। ১১।।
জরাসন্ধ রাজা এই কৈল উপকার।
আনিল অনেক সৈন্য, করিব সংহার।। ১২।।
জিনিয়া নৃপতিগণে নিজবশ করি'।
মহা সৈন্য সাজিয়া বেড়িল মধুপুরী।। ১৩।।
না মারিব জরাসন্ধ, আছে প্রয়োজন।
আনিব অনেক সৈন্য করিয়া সাজন।। ১৪।।
এই ত' অসুর-বল পৃথিবীর ভার।
এখনে করিব এই সৈন্যের সংহার।।' ১৫।।
হেনকালে দুই রথ হৈল উপসন্ন।
নাম্বিল আকাশ-হনে সূর্য্যের বরণ।। ১৬।।
দিব্য পরিচ্ছদ, দিব্য-ভূষণে ভূষিত।
দিব্য দিব্য ঘোড়া, দিব্য সারথি-সহিত।। ১৭।।
শঙ্খ-চক্র-আদি যত দিব্য অস্ত্রগণ।
রহিল প্রভুর আগে দেখে সর্ব্বজন।। ১৮।।
তাহা দেখি' হৃষীকেশ বলেন বচন।
'শুন দাদা বলভদ্র, রোহিণীনন্দন।। ১৯।।
এই রথে চড়' তুমি, এই অস্ত্র ধর'।
রিপু-সৈন্য নিপাতিয়া মথুরা উদ্ধার'।। ২০।।
আমি-সব জনমিলুঁ এই সে কারণে।
খল বিনাশিয়া ধর্ম্ম করিতে স্থাপনে।। ২১।।
তেইশ অক্ষৌহিণী সেনা করিয়া সংহার।
প্রথমে খণ্ডাহ' কিছু পৃথিবীর ভার।।' ২২।।

এইরূপে দুই ভাই করিয়া মন্ত্রণা।
অঙ্গেতে সাজনী কৈল দিব্য-অস্ত্র নানা।। ২৩।।
দিব্যরথে চড়ি' গেলা পুরীর বাহিরে।
যেন দুই সূর্য্য দেখা দিলা একবারে।। ২৪।।
নিজ অস্ত্র দুই প্রভু ধরে নিজ-করে।
অলপ বাহিনী-সঙ্গে রহিল দুয়ারে।। ২৫।।
শঙ্খনাদ কৈল কৃষ্ণ, শবদ বিশাল।
সকল সৈন্যের কৈল হৃদয় বিদার।। ২৬।।

শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের প্রতি জরাসন্ধের
নিন্দা ও গর্ব্ব প্রকাশ

তবে রাজা জরাসন্ধ ডাক দিয়া বলে।
'শুনরে পুরুষাধাম কৃষ্ণ, বলি তোরে।। ২৭।।
তোর সনে মোর যুদ্ধ—এত বড় লাজ।
ছাওয়াল জিনিঞা বা সাধিব কোন্ কাজ? ২৮
গোপতে থাকিস তুই, বড় মন্দবুদ্ধি।
কপটে যুঝিস্ তুই, আরে বন্ধুবধী।। ২৯।।
যদি রাম, যুঝিতে তোহোর আছে মন।
স্থির হঞা মোর সহে করসিঞা রণ।। ৩০।।
মোর অস্ত্রে কাটা গিয়া স্বর্গবাসে চল।
যদি বা পারিস্, তবে মোর প্রাণ হর।।' ৩১।।

শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যুত্তর

হাসিয়া শ্রীহরি তবে কি বলে বচন।
'শূর হঞা না কহে কেহ আপন পরাক্রম।। ৩২।।
আপন বড়াঞি তুঞি আপনি কহিস্।
এ কথা কহিয়া তুই কি সুখ পাইস্? ৩৩
তোহোর বচনে আমি না করিব রোষ।
নিকটে মরণ তোর, না লইব দোষ।।' ৩৪।।

জরাসন্ধ-সহ শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের যুদ্ধ

তবে জরাসন্ধ শুনি' কৃষ্ণের বচন।
সসৈন্যে বেড়িল রাজা রাম-নারায়ণ।। ৩৫।।

রাম-কৃষ্ণে বেড়িলেক সবল-বাহনে।
সূর্য্য যেন আচ্ছাদিল মেঘ-পরশনে।। ৩৬।।
কোটি কোটি গজ, বাজী, রথোপরি সেনা।
কেহ কা'র, নিজ পর, না চিনে আপনা।। ৩৭।।
পুরনারীগণ উঠে অট্টালি-উপরে।
গড়ের উপরে, কেহ উঠিল মন্দিরে।। ৩৮।।
শোকে বিমোহিত হঞা পুরনারী চায়।
কোথা রাম-কৃষ্ণ আছে, দেখিতে না পায়।। ৩৯।।
গরুড় ধ্বজ-লাঞ্ছন কৃষ্ণের রথখানি।
তালধ্বজ বলরামের রথ অনুমানি।। ৪০।।
দুই রথ-বিনে কিছু চিহ্নে না যায়।
তাহা দেখি' পুরনারী কান্দে উচ্চরায়।। ৪১।।
দারুণ মগধবল, মহাপরচণ্ড।
কাটিয়া গোবিন্দ সৈন্য কৈল খণ্ড খণ্ড।। ৪২।।
শিলীমুখ-খরতর-বাণ-বরিষণ।
বিন্ধিয়া কৃষ্ণের বল কৈল নিপাতন।। ৪৩।।
সুর-সিদ্ধ-পূজিত প্রভুর নিজ-সেনা।
রিপুসৈন্যে আসিয়া তাহাতে দিল হানা।। ৪৪।।
নিজ-জন-দুঃখ দেখি' করুণাসাগর।
তুলিলা শারঙ্গ-ধনু দিয়া বামকর।। ৪৫।।

শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের বাণে বিপক্ষ
সৈন্যের চরম দুরবস্থা

আঁখির নিমিষে গুণ ধনুতে চড়ায়।
চোখ চোখ বাছি' বাণ তিলেকে যোড়ায়।। ৪৬।।
যুড়িতে মেলিতে বাণ বিজুরী সঞ্চারে।
অলক্ষিত-গতি, কেহ লখিতে না পারে।। ৪৭।।
এইরূপে কৈলা কৃষ্ণ বাণ বরিষণ।
রিপুদল বিদারিয়া কৈলা নিপাতন।। ৪৮।।
কোটি কোটি হস্তী-ঘোড়া কাটা গেল বাণে।
কোটি কোটি রথ কাটি' কৈল খান-খানে।। ৪৯।।
কারো হাত-পাও কাটে, কারো নাক-কান।
কেহ রণ তেজি' গেল রাখিয়া পরাণ।। ৫০।।
কারো মাথা কাটা গেল, উঠিল আকাশে।
রুধিরের নদী মাঝে কারো দেহ ভাসে।। ৫১।।
রকতের নদী বহে শত শত ধারে।
তরঙ্গ-কল্লোল দেখি মহাভয়ঙ্করে।। ৫২।।
ভুজদণ্ড হৈল সর্প নদীর ভিতরে।
গজদেহে বালিচর হৈল থরে থরে।। ৫৩।।
নরমুণ্ড কূর্ম্ম হৈল নদীর ভিতর।
কর-পদ মৎস্য যেন করে ধড়-ফড়।। ৫৪।।
হয়-দেহে হৈল যেন কুম্ভীর করাল।
ধনুর তরঙ্গ বহে মহা উতরোল।। ৫৫।।
কেশ-লোম হৈল যত নদীর শেহলা।
বায়ুর আবর্ত্তে নদী দেখি ভয়ঙ্করা।। ৫৬।।
এইরূপে কত নদী বহল রুধিরে।
শত শত বহে নদী রণের ভিতরে।। ৫৭।।
যেরূপে কেশব কৈলা সৈন্য নিপাতন।
বলরাম সেইরূপে কৈলা বিনাশন।। ৫৮।।
রিপু-সৈন্য সংহারিলা মুষল-প্রহারে।
বধিলা সকল সৈন্য দুই সহোদরে।। ৫৯।।
জরাসন্ধ-মহা-সৈন্য অপার সাগর।
দুরন্ত গভীর নীর, মহাভয়ঙ্কর।। ৬০।।
লীলামাত্রে কৈলা সৈন্য-সাগর সংহার।
প্রভুর কেবল খেলা—সমর-বিহার।। ৬১।।
ত্রিভুবন-উতপতি-স্থিতি-পরলয়।
যে প্রভুর কেবল ইচ্ছামাত্র হয়।। ৬২।।
এ কোন্ বিচিত্র—শত্রু করিব বিনাশ!
তথাপি বর্ণন করি সমর-বিলাস।। ৬৩।।

জরাসন্ধ শ্রীবলদেবকর্ত্তৃক বন্দী এবং
শ্রীকৃষ্ণ কৃপায় মুক্ত

পড়িল সকল সৈন্য রণের ভিতরে।
সভে জরাসন্ধ মাত্র জীয়ে একেশ্বরে।। ৬৪।।
অস্ত্র-শস্ত্র নাহি তা'র, নাহি রথ ঘোড়া।
ভূমিতে বেড়ায় যেন পর্ব্বতের চূড়া।। ৬৫।।

সিংহে সিংহ ধরে যেন বিক্রম করিয়া।
বলরাম জরাসন্ধে আনিল ধরিয়া।। ৬৬।।
নাগপাশ দিয়া যবে করয়ে বন্ধন।
নিবারিয়া কৃষ্ণ তা'র কৈলা বিমোচন।। ৬৭।।
তবে জরাসন্ধ রাজা পাঞা অপমান।
চলিল লজ্জিত হঞা রাখিয়া পরাণ।। ৬৮।।
পথে রহি' জরাসন্ধ কৈল সঙ্কল্পনা।
'করিমু দুষ্কর তপ শিব-আরাধনা'।। ৬৯।।
পথে আসি' রাজগণে কৈলা নিবারণ।
'কেন মহারাজ, তুমি চিন্ত' অকারণ? ৭০
জয়-পরাজয়-ধর্ম্ম—যুদ্ধের বেভার।
তাহাতে না করে বুদ্ধিমানে অহঙ্কার।। ৭১।।
জয়-পরাজয়—সব অদৃষ্ট-অধীন।
অদৃষ্ট মানিয়া রহে, যে হয় প্রবীণ।। ৭২।।
জগতে জিনিলে তুমি নিজ-ভুজবলে।
অক্ষত্রিয়-বংশে আজি অপমান করে।। ৭৩।।
যখনে অদৃষ্ট ভাল হৈবে শুভকালে।
এই যুদ্ধ তখন জিনিবে আরবারে।।' ৭৪।।
চিত্ত স্থির কৈল রাজা প্রবোধ-বচনে।
নিজপুরে গেল রাজা দুঃখ পাঞা মনে।। ৭৫।।

পুরবাসিগণ-কর্ত্তৃক বিজয়ী শ্রীকৃষ্ণ-
বলরামের অভিনন্দন

রিপুদল-গভীর-সাগর পার করি'।
নিজবলে উদ্ধারিয়া আনিলা শ্রীহরি।। ৭৬।।
পুর পরবেশ কৈলা ত্রিভুবন-রায়।
সুত, মাগধ ভাটে জয়মালা গায়।। ৭৭।।
প্রবাল-তণ্ডুল-ফল-লাজ-বরিষণ।
বিবিধ মঙ্গল-যশ গায় গুরুজন।। ৭৮।।
শঙ্খ-দুন্দুভি বাজে, বিবিধ মঙ্গল।
বীণা-বেণু-মৃদঙ্গ-শবদ-কোলাহল।। ৭৯।।
সুগন্ধি-চন্দন-ছড়া প্রতি পথে পথে।
হৃষ্টপুষ্ট রহে লোক পূর্ণমনোরথে।। ৮০।।
পতাকা-তোরণ-ধ্বজে পুর অলঙ্কৃত।
ব্রাহ্মণের বেদ-ঘোষ-শবদে পূরিত।। ৮১।।
প্রেমসুখে পথে রহি' পুরজনে চায়।
অঙ্কুর-অক্ষত-মাল্য চৌদিগে ছিটায়।। ৮২।।
পুরনারীগণ করে দধি-বরিষণ।
পুর পরবেশ কৈলা দৈবকীনন্দন।। ৮৩।।

শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক যুদ্ধেপ্রাপ্ত ধনাদি
শ্রীউগ্রসেন-সমীপে অর্পণ

বীরগণে জিনিঞা আনিল মহাধন।
অনন্ত ভূষণ-বাস, রাজ-আভরণ।। ৮৪।।
অশেষ-সম্পদ্-দাতা প্রভু ভগবান্।
সকল আনিঞা দিল রাজ-বিদ্যমান।। ৮৫।।
উগ্রসেন-রাজারে সকল সমর্পিয়া।
পুর পরবেশ কৈলা লোক সন্তোষিয়া।। ৮৬।।

জরাসন্ধের ১৭বার মথুরা
আক্রমণ ও পরাজয়
(মল্লার-রাগ)

শুন, রাজা পরীক্ষিৎ, অপরূপ-বাণী।
কোন্ কর্ম্ম কৈলা জরাসন্ধ অভিমানী।। ৮৭।।
তেইশ অক্ষৌহিণী সেনা করিয়া সাজন।
প্রথমে যেরূপে আসি' কৈল মহারণ।। ৮৮।।
সেইরূপ মথুরা বেঢ়িল দুরাচার।
যুঝিল কৃষ্ণের সহে সপ্তদশবার।। ৮৯।।
ভুরুভঙ্গে কৈলা হরি বৈরী বিনাশন।
সবে জরাসন্ধ যায় রাখিয়া জীবন।। ৯০।।
সপ্তদশবার রাজা করিয়া সংগ্রাম।
হারিয়া হারিয়া যায় রাখিয়া পরাণ।। ৯১।।

জরাসন্ধ ও কালযবন-কর্ত্তৃক শ্রীমথুরা অবরোধ

অষ্টাদশবার আসি' রণে পরবেশে।
চতুরঙ্গ-সৈন্য কৈল সাজন-বিশেষে।। ৯২।।

হেনকালে কালযবন দুরাচার।
তিন কোটি ম্লেচ্ছ-বল যা'র পাটোয়ার।। ৯৩।।
নারদের বচনে যবন দুরাশয়।
মথুরা বেড়িল আসি' প্রভাত-সময়।। ৯৪।।
নারদ কহিল গিয়া,—'শুন, মহারাজ!
আমি কিছু তোমারে সাধিয়া দিব কাজ।। ৯৫।।
ত্রিভুবনে নাহি কেহ তোমার সমান।
কিন্তু যদুকুলে আছে বৈরী বলবান্।। ৯৬।।
নবঘন-শ্যাম, মহাপুরুষ-লক্ষণ।
শ্রীবৎস-কৌস্তুভ গলে, কমললোচন।। ৯৭।।
আজানুলম্বিত চারু ভুজ বিরাজিত।
পীতবস্ত্র-পরিধান, ভুবন-পূজিত।। ৯৮।।
সেই মহাবৈরী আছে বিক্রমে বিশাল।
তা'র সনে যুঝ' গিয়া না কর বিচার।।' ৯৯।।
এ-বোল শুনিঞা কালযবন-নৃপতি।
তিন কোটি ম্লেচ্ছ লৈয়া সাজিল কুমতি।। ১০০।।
মথুরা বেড়িয়া রহে গড়ের বাহিরে।
বলভদ্রে লঞা কৃষ্ণ কোন যুক্তি করে।। ১০১।।

জরাসন্ধ ও কালযবনের-আক্রমণ হইতে যাদবগণকে রক্ষার্থ শ্রীকৃষ্ণের সাগরপরিবেষ্টিত শ্রীদ্বারকাপুরী নির্মাণ ও যোগবলে যাদবগণকে তথায় স্থাপন

'এখনে ফলিল যদুকুলে পরমাদ।
যবনে বেড়িল আসি' মথুরা-সমাজ।। ১০২।।
কালি কিংবা পরশ্ব আসিবে জরাসন্ধ।
তবে কোন্ উপায় করিব অনুবন্ধ? ১০৩
যবনের সহ যুদ্ধ করিতে থাকিব।
জরাসন্ধে বেড়িয়া সকল হরি' নিব।। ১০৪।।
এতেকেই দেখি যদুকুলের সংহার।
এ-বোল বুঝিয়া করি রাখিতে প্রকার।। ১০৫।।
দুর্গম বিষম গড় নির্ম্মাণ করিয়া।
তাহার ভিতরে নিঞা বন্ধুগণে থুঞা।। ১০৬।।
তবে কালযবন মারিব পরকারে।'
মন্ত্রণা করিয়া হরি চলিলা সত্বরে।। ১০৭।।
সমুদ্র-ভিতরে গড় দ্বাদশ যোজন।
তার মাঝে পুরী, নিরমিল বিলক্ষণ।। ১০৮।।
বিশ্বকর্ম্মা আসি' কৈল অদভুতময়।
শ্রুতিবাণী-অগোচর, কহিলে না হয়।। ১০৯।।
রাজপথ, উপপথ বিবিধ সঞ্চার।
বিবিধ প্রাচীর, পুর, অঙ্গন, দুয়ার।। ১১০।।
আকাশ পরশে হেম-মন্দির-শিখর।
স্ফটিক-অট্টালি উচ্চতর থরে থর।। ১১১।।
মরকত-নিরমিত বিবিধ লক্ষণ।
কল্পদ্রুম, কল্পলতা, বন, উপবন।। ১১২।।
বড় বড় ঘোড়াশালা, আওরী আওরী।
রজতনির্ম্মিত তা'থে কোঠা সারি সারি।। ১১৩।।
মণিময় রতন-শিখর বিলসিত।
তাহার উপরে হেম-কুম্ভ বিরাজিত।। ১১৪।।
মরকত-স্থল-বিনির্ম্মিত ক্ষিতিতল।
দেবতা-মন্দির বিরাজিত থরে থর।। ১১৫।।
রাজপুর, মন্দির বিচিত্র স্থানে স্থান।
ব্রহ্মাদি-দেবের অগোচর নিরমাণ।। ১১৬।।
সুধর্ম্মা পাঠাঞা দিল দেব পুরন্দর।
'পারিজাত' সুরতরু প্রভুর গোচর।। ১১৭।।
দিব্য দিব্য ঘোড়া দিল বরুণে সাজিয়া।
শ্বেতবর্ণ, শ্যামকর্ণ, ভূষণে ভূষিয়া।। ১১৮।।
ধনদ পাঠাঞা দিল অষ্ট মহানিধি।
লোকপাল সব দিল যা'র যে যে সিদ্ধি।। ১১৯।।
যে কিছু সম্পদ্ হরি দিয়াছেন যা'রে।
তা'রা তাহা আনি' দিল প্রভুর গোচরে।। ১২০।।
তবে কোন কর্ম্ম কৈল প্রভু ভগবান্।
সকল মথুরা-লোক আনি' বিদ্যমান।। ১২১।।
যোগবলে থুইলা লঞা দ্বারকা-ভিতরে।
আসিয়া মথুরাপুরে কোন যুক্তি করে।। ১২২।।
অস্ত্র নাহি ধরে, চারি ভুজ বিরাজিত।
পদ্মমাল্য গলে দোলে, শ্রীবৎসলাঞ্ছিত।। ১২৩।।

পুরীর বাহির হঞা দিল এক লড়।
হেন অদভুত কর্ম্ম করে যোগেশ্বর।।" ১২৪।।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুর ভাষণ।
সুখে যেন ভাগবত বুঝে সর্ব্বজন।। ১২৫।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী-পঞ্চাশঃ অধ্যায়ঃ।। ৫০।।

একপঞ্চাশ অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গের কতিপয় লক্ষণ
(গৌরী-রাগ)

"তবে কালযবন চিনিল অনুমানে।
'পূর্ণচন্দ্র-সব মহাপুরুষ-লক্ষণে।। ১।।
শ্রীবৎস-লক্ষণ উরে, কৌস্তুভ-ভূষণ।
মুদিত-বদন, নবকঞ্জ-বিলোচন।। ২।।
আজানুলম্বিত চারু ভুজ বিরাজিত।
মকরকুণ্ডল গণ্ডযুগে বিলোলিত।। ৩।।
এই বাসুদেব-বিনে নহে অন্যজন।
নারদ কহিল যত, দেখিল লক্ষণ।। ৪।।

কালযবনের শ্রীকৃষ্ণের পশ্চাদ্ধাবন

অস্ত্র নাহি ধরে কৃষ্ণ পায়ে হাঁটি' যায়।
আমার তরাসে প্রাণ লইয়া পলায়।। ৫।।
মুঞি অস্ত্র না ধরিমু, না চড়িমু রথে।
ধাঞা গিয়া এখনি ধরিমু এই মতে।।' ৬।।
এতেক চিন্তিয়া কালযবন সত্বরে।
পাছে পাছে ধায় কৃষ্ণে ধরিতে না পারে।। ৭।।
হাতে হাতে পা'য় পা'য় আপনা দেখায়।
যোগীন্দ্র-দুর্লভ কৃষ্ণে ধরিতে না পায়।। ৮।।
'না পালাহ, আরে কৃষ্ণ, না হয় উচিত।
যদুকুলে জনমিয়া কর, বিপরীত?' ৯
এইরূপে গালি দিয়া পাছে পাছে ধায়।
হতপুণ্য দুরাচার ধরিতে না পায়।। ১০।।

শ্রীকৃষ্ণের পর্ব্বত গুহায় প্রবেশ ও মুচুকুন্দের দৃষ্টিতে কালযবন ভস্মীভূত

প্রবেশ করিল প্রভু পর্ব্বত-কন্দরে।
একদিকে লুকাঞা রহিল অন্ধকারে।। ১১।।
যবন প্রবেশ কৈল গুহার ভিতরে।
দেখিল পুরুষ এক খট্টার উপরে।। ১২।।
'দুঃখ দিয়া আমারে আনিঞা এতদূরে।
সুখে শুঞা আছ তুমি খট্টার উপরে!!' ১৩
এতেক বলিয়া সেই ম্লেচ্ছ দুরাচার।
দৃঢ় করি' দিল এক চরণপ্রহার।। ১৪।।
জাগিয়া উঠিল তবে পুরুষপ্রবর।
আঁখি মেলি, চারিপাশে চাহিলা সত্বর।। ১৫।।
সম্মুখে দেখিল—দুষ্ট এ-কালযবন।
দৃষ্টিমাত্র হৈল তাঁ'র ক্রোধ-উপসন্ন।। ১৬।।
ক্রোধনল জনমিল নয়ন-যুগলে।
ভস্ম হৈল পুড়িয়া যবন-কলেবরে।।" ১৭।।

মহারাজ শ্রীমুচুকুন্দের উপাখ্যান

তবে রাজা জিজ্ঞাসিলা ভাবিয়া বিস্ময়।
"কি নাম পুরুষের, তিহঁ কাহার তনয়? ১৮
কোন্ বল-বীর্য্য ধরে দহিতে যবনে?
পর্ব্বত-গহ্বরে কেন আছিল শয়নে? ১৯
বিশেষ ইহার, মুনি, কহিবে সকল।"
তবে ব্যাস-সুত কহে, শুন নৃপবর।। ২০।।

"সূর্য্যবংশে জনমিল মান্ধাতা-কুমার।
'মুচুকুন্দ' নাম তাঁ'র, ধর্ম্ম-অবতার।। ২১।।
ধৃতব্রত, সত্যবন্ত, ব্রহ্মাণ্যশেখর।
আছিলা নৃপতি এই পৃথিবী-ভিতর।। ২২।।
ইন্দ্র-আদি সুরগণে আসিয়া সাধিল।
অসুর জিনিতে রাজা সুরপুরে গেল।। ২৩।।
চিরকাল গেল তাঁ'র করিতে সংগ্রাম।
ক্রোধাবেশে না জানিল রাজা বলবান্।। ২৪।।
সেনাপতি কার্ত্তিকে লভিয়া সুরগণে।
রাজারে রাখিল যুদ্ধ করি' নিবারণে।। ২৫।।
'রহ রহ, মুচুকুন্দ, না কর সংগ্রাম।
যুদ্ধ রাখি' কর রাজা, ক্ষণেক বিশ্রাম।। ২৬।।
সুরগণ পালন করিতে এতকাল।
রাজ্যপদ-সুখভোগ নহিল তোমার।। ২৭।।
পাত্র-মিত্র, মন্ত্রিগণ, বন্ধু-সুত-দার।
তা'রা কেহ নাহি, কালে করিল সংহার।। ২৮।।
কালরূপী—ভগবান্ সভার ঈশ্বর।
দেবের শকতি নাহি কালের উপর।। ২৯।।
কালে সৃজে, কালে পালে, কালে করে নাশ।
কালের অধীন জীব, কালেতে বিনাশ।। ৩০।।
পশু রাখে পশুপালে, ইচ্ছা যদি করে।
কাহো রাখে কাহো যেন ইচ্ছায়ে সংহারে।। ৩১।।
এইরূপে ক্রীড়া করে কাল মহেশ্বর।
যাঁ'রে রাখে, যাঁ'রে হরে, যাঁ'র যেন ফল।। ৩২।।
কালের উপরে কোন্ দেবের শকতি ?
বুঝিয়া না কর খেদ, শুন মহামতি।। ৩৩।।
বর মাগ, রাজা, তুমি মুক্তি-পদ-বিনে।
মুক্তি দিতে পারে সবে এক নারায়ণে।।' ৩৪।।
সুরগণ-বচন শুনিয়া নরেশ্বর।
দেবগণ-সাক্ষাতে মাগিলা এই বর।। ৩৫।।
'সুখে নিদ্রা যাই যেন চির-পরিশ্রমে।
এই বর সভে আমি মাগিএ এখনে।।' ৩৬।।
তবে সুরগণ সেই নিদ্রা-বর দিয়া।
কহিলা রাজাকে তবে পরিতুষ্ট হইয়া।। ৩৭।।
'সুখে শুইয়া থাক তুমি পর্ব্বত-গহ্বরে।
কোন মূঢ় গিয়া যদি জাগায় তোমারে।। ৩৮।।
তুমি দেখিলেই মাত্র হৈবে ভস্মসাৎ।
মহাভাগবত তুমি, কহিল সাক্ষাৎ।।' ৩৯।।

পরমভাগবত শ্রীমুচুকুন্দের গুহামধ্যে
শ্রীকৃষ্ণদর্শন ও তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা

মুচুকুন্দ রাজা তবে বিচারিল মনে।
'অবতার করিব আপনে নারায়ণে।। ৪০।।
কথোকাল রহি' আমি করিয়া শয়ন।
যাবত প্রভুর সহে নহে দরশন।।' ৪১।।
মহাভাগবত রাজা মনে যুক্তি করি'।
শয়ন করিয়া রহে এই আশা ধরি'।। ৪২।।
ভকতের ইচ্ছা প্রভু করয়ে পালন।
আপনে তথায় গেলা তাহার কারণ।। ৪৩।।
ভস্ম হঞা গেল যদি ম্লেচ্ছকুলনাথ।
আপনে হইল কৃষ্ণ রাজার সাক্ষাৎ।। ৪৪।।
সজল-জলদ-তনু, পীতবাস ধরে।
শ্রীবৎস লক্ষণ উরে, বনমালা দোলে।। ৪৫।।
চারু-চতুর্ভুজ, গলে কৌস্তুভ-ভূষণ।
মকর-কুণ্ডল দোলে, রাজীব-লোচন।। ৪৬।।
প্রসন্ন-বদন-চন্দ্র-কোটি-পরকাশ।
বৈজয়ন্তী-মালা দুলে, মদন-বিলাস।। ৪৭।।
মত্ত মহাসিংহে জিনি' বিক্রমের সীমা।
অতুল-লাবণ্যধাম, ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিমা।। ৪৮।।
অঙ্গতেজে দশদিক্ কৈল পরসন্ন।
তবে রাজা জিজ্ঞাসিতে হৈলা উপসন্ন।। ৪৯।।
মহাতেজ দেখি' রাজা সঙ্কোচ-হৃদয়।
ধীরে ধীরে পুছে কিছু করিয়া বিনয়।। ৫০।।
'এথা কেন আইলে তুমি, কি নাম তোমার ?
ঘোর মহাবনে কেন তোমার সঞ্চার ? ৫১
পদ্মপত্র-সমতুল দু'খানি চরণ।
কন্টক-বিজন বনে হাঁট কি কারণ ? ৫২

তেজস্বীর তেজ যেন দেখি কলেবর।
কিবা চন্দ্র, সূর্য্য তুমি, অগ্নি-পুরন্দর? ৫৩
তিনি দেব দেবের প্রধান হেন লখি।
সাক্ষাতে ঈশ্বর হেন, এই মনে দেখি।। ৫৪।।
হরিলে সকল গিরিগুহা-অন্ধকার।
চন্দ্র-সূর্য্য জিনি' তেজ প্রকাশ তোমার।। ৫৫।।
জন্ম-কর্ম্ম-নাম যদি কহ মহাশয়।
কৃপা যদি কর, তবে দেহ পরিচয়।। ৫৬।।
ইক্ষ্বাকু-নৃপতিকুলে মোর উতপতি।
'মুচুকুন্দ'-নাম মোর জগতে খেয়াতি।। ৫৭।।
যুবনাশ্বপৌত্র মুঞি, মান্ধাতাতনয়।
যোগ্য যদি হও, তবে দেহ পরিচয়।। ৫৮।।
চিরকাল জাগিয়া শ্রমিত হঞাছিলুঁ।
তে-কারণে এতকাল ধরি' নিদ্রা গেলুঁ।। ৫৯।।
কেবা আসি' মোরে জাগাইব এতকালে।
সেহ ভস্ম হৈল মোর নয়ন-অনলে।। ৬০।।
হেন অবসরে তুমি দিলে দরশন।
তেজঃপুঞ্জধর, মহাপুরুষ-লক্ষণ।। ৬১।।
সহিতে না পারি তোমার তেজের প্রতাপ।
পুছিতে না পারি, কিছু তোমার সাক্ষাত।।' ৬২।।
এতেক বচন শুনি' প্রভু গদাধর।
হাসিয়া রাজার তরে দিলেন উত্তর।। ৬৩।।
মেঘনাদ-গম্ভির, মধুরতর বাণী।
কহিতে লাগিলা তবে প্রভু চক্রপাণি।। ৬৪।।

শ্রীকৃষ্ণের মুচুকুন্দকে স্ব-পরিচয়-প্রদান ও
বর-গ্রহণার্থ নির্দ্দেশ

'জন্ম-কর্ম্ম-নামের আমার অন্ত নাই।
আমিহ কহিতে তা'র অন্ত নাহি পাই।। ৬৫।।
পৃথ্বীখান ধূলা করি গণিবারে পারে।
এত বড় কেহ যদি থাকয়ে সংসারে।। ৬৬।।
তমু ত' গণিতে নারে—নাম, গুণ, জন্ম।
কত অবতারে আমি করি কত কর্ম্ম।। ৬৭।।
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ে থাকিয়ে সর্ব্বকাল।
কত নাম, গুণ, কর্ম্ম, জনম আমার।। ৬৮।।
সৃষ্টিকালে ব্রহ্মা-আদি ঋষি উতপন্ন।
এ-সব তাঁহারা কিবা জানিবে মরম? ৬৯
সম্প্রতি আমার জন্ম, শুন, নরেশ্বর!
ব্রহ্মা-আদি দেবে স্তুতি করিল বিস্তর।। ৭০।।
পৃথ্বীর হরিতে ভার বসুদেব-ঘরে।
জনম লভিল আসি' পুণ্য যদুকুলে।। ৭১।।
'বাসুদেব' করি' লোক বলে তে-কারণে।
এইরূপে নাম ধরি নানা স্থানে-স্থানে।। ৭২।।
কালনেমি কংস হঞা জনমিঞাছিল।
কংস আদি অনেক অসুর নিপাতিল।। ৭৩।।
তোমার নয়নতেজে দহিল যবন।
অনুগ্রহ কারণে আমার আগমন।। ৭৪।।
পূর্ব্বকালে প্রচুর করিলে আরাধনে।
ভকতবৎসল আমি, আইলুঁ তে-কারণে।। ৭৫।।
বর মাগ, মহারাজ, যাহা ইচ্ছা কর।
সর্ব্ব বর দিব আমি, বিস্ময় না ধর।। ৭৬।।
আমার প্রপন্ন-জন দুঃখ নাহি পায়।
বর মাগ, নরেশ্বর, যাহা মনে লয়।।' ৭৭।।
এ-বোল শুনিঞা মুচুকুন্দ নৃপবর।
গর্গবাক্য স্মঙরিলা মনের ভিতর।। ৭৮।।
জানিল—সাক্ষাত সেই প্রভু ভগবান্।
স্তুতি করে নরপতি মহা-মতিমান্।। ৭৯।।

শ্রীমুচুকুন্দের শ্রীকৃষ্ণস্তুতি ও অহৈতুকী
ভক্তি-প্রার্থনা

'বিমোহিত সর্ব্বলোক মায়াতে তোমার।
না ভজে পদারবিন্দ, চিন্তয়ে অসার।। ৮০।।
সুখ-হেতু গৃহবাস করে মূঢ়জনে।
সুখলেশ নাহি তা'থে মাত্র দুঃখ-বিনে।। ৮১।।
স্ত্রীগণের মাঝে সবে পুরুষ প্রধান।
বঞ্চিত পামর লোক, মূঢ় অগেয়ান।। ৮২।।

কোটি কোটি জন্ম যা'র পুণ্য সুসঞ্চিত।
দুর্লভ মানুষ-জন্ম লভে কথঞ্চিত।। ৮৩।।
তা'থে অবিকল অঙ্গ পাঞা মূঢ়জনে।
না ভজে পদারবিন্দ অসত্য-ধেয়ানে।। ৮৪।।
গৃহ-অন্ধকূপে পড়ি, মরয়ে কুমতি।
তৃণ-লোভে কূপে যেন পড়ে পশুজাতি।। ৮৫।।
আছুক আনের কাজ, মুঞি বড় অন্ধ।
এতকাল ধরি' কৈলুঁ ব্যর্থ অনুবন্ধ।। ৮৬।।
রাজ-অভিমানে মোর ব্যর্থ গেল কাল।
রাজ্যপদ-সম্পদে বাঢ়িল অহঙ্কার।। ৮৭।।
এ মোর পৃথিবী, সুত, বিত্ত, পরিজন।
এই সবে সতত চিন্তিলুঁ অকারণ।। ৮৮।।
যেন ঘট-কুড্য এ-সকল কলেবর।
তা'থে রাজা—হেন গর্ব কৈলুঁ নিরন্তর।। ৮৯।।
তুরঙ্গ-মাতঙ্গ-রথ, চতুরঙ্গ সেনা।
সাজিয়া বেড়াঙ, কাখো না কৈল গণনা।। ৯০।।
ইতিকৃত্য চিন্তায়ে না কৈলুঁ অবধান।
বিবিধ বাসনা-লোভে হরল গেয়ান।। ৯১।।
বিষয়লম্পট হঞা তোমা' পাসরিলুঁ।
অসত্য ধেয়ানে, নাথ, আপনা বঞ্চিলুঁ।। ৯২।।
তুমি কালরূপী আছ সতত জাগিয়া।
তিলেকে ফেলিবে তুমি সংহার করিয়া।। ৯৩।।
কনকনির্ম্মিত রথে পূরবে চঢ়িল।
মত্ত-মতঙ্গজ স্কন্ধে উঠিয়া বসিল।। ৯৪।।
'নরদেব' হেন নাম ধরে কলেবর।
অন্তকালে হৈব এক ক্রিমি-ভস্ম-মল।। ৯৫।।
দশদিগ জিনিয়া বসিলুঁ রাজাসনে।
রাজচক্র দাস হঞা রহিল চরণে।। ৯৬।।
সংগ্রাম করিতে কা'রো না রাখিলুঁ বল।
নারী-ক্রীড়ামৃগ হৈলুঁ ঘরের ভিতর।। ৯৭।।
যদি বল—'যজ্ঞ দান-পুণ্য-তপ কর।
শুভকর্ম্ম করি, তুমি স্বর্গবাসে চল।।' ৯৮।।
তা'র কথা নিবেদিব চরণে তোমার।
স্বর্গবাস হৈলেও না ঘুচে অহঙ্কার।। ৯৯।।
নানা-কর্ম্ম করে লোক বিবিধ যতন।
মহাতপ করি' করে শরীর শোষণ।। ১০০।।
সর্ব্বভোগ ত্যাগ করে ভোগের কারণে।
দ্রব্যের আশায় করে দ্রব্য-সমর্পণে।। ১০১।।
তবে যদি স্বর্গবাস হয় পুণ্যবশে।
স্বর্গ-সুখ ভোগ তা'রা করে নানা-রসে।। ১০২।।
তবে ইন্দ্র হৈতে তৃষ্ণা বাঢ়ে আরবার।
সুখ নহে, দুঃখময় জানিলুঁ সংসার।। ১০৩।।
যখনে যাহার হৈব ভব-বিমোচন।
তখনে তাহার হয় সাধু-সমাগম।। ১০৪।।
সাধুসঙ্গ-মাত্র যা'র হয় যেই দিনে।
তোমার চরণে মতি হয় সেই ক্ষণে।। ১০৫।।
এই অনুগ্রহ মোরে কৈলে দয়াময়।
রাজ্যপদ গেল মোর, ভাগ্যের উদয়।। ১০৬।।
অখণ্ড-পৃথিবীপতি ভক্ত-রাজগণ।
পরিচর্য্যা করি' করে একান্ত ভজন।। ১০৭।।
বনে পরবেশ তা'রা করিবার তরে।
যে রাজ্য তেজিতে বাঞ্ছা করে নিরন্তরে।। ১০৮।।
হেন রাজ্যপদ মোর গেল অনায়াসে।
এতেকে জানিলুঁ কৃপা করিলে বিশেষে।। ১০৯।।

শ্রীকৃষ্ণচরণে শ্রীমুচুকুন্দের
অন্যশরণাগতি

বর মাগিবারে প্রভু তুমি যে বলিলে।
বুঝিতে ভৃত্যের চিত্ত পরীক্ষা করিলে।। ১১০।।
তোমার পদারবিন্দ-সেবা পরিহরি'।
অন্য বর নাহি মাগোঁ, প্রভু শ্রীমুরারি।। ১১১।।
হেন কোন্ পণ্ডিত আছয়ে ত্রিভুবনে?
কৈবল্য-সম্পদ্-দাতা করি' আরাধনে।। ১১২।।
আপনার বন্ধন মাগিয়া লৈব বর।
হেন কেবা আছে' প্রভু জগতে বর্বর? ১১৩
তেজিয়া সকল বর আপন বন্ধন।
তোমার চরণে, নাথ, লইলুঁ শরণ।। ১১৪।।

চিরদিন ধরি' মুঞি দুঃখে জরজর।
নানা অনুতাপে মোর দহে কলেবর।। ১১৫।।
কদাচিৎ শান্তি মোর নহিল হৃদয়ে।
ছয় রিপু দেহে মোর তুষ্ট নাহি হয়ে।। ১১৬।।
অভয়-পদারবিন্দ শোক-বিবর্জ্জিত।
শুদ্ধসত্ত্বময়, সর্ব্ব-ত্রিদেব-বন্দিত।। ১১৭।।
জানিঞা শরণ নিলুঁ চরণে তোমার।
এ-ভবযাতনা যেন নহে আরবার।।' ১১৮।।

শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক শ্রীমুচুকুন্দকে বর-প্রদান

শুনিয়া ভৃত্যের বাণী প্রভু দয়াময়।
তুষ্ট হঞা বলে,—'শুন, রাজা মহাশয়।। ১১৯।।
ধন্য তুমি সার্ব্বভৌম, মহানরপতি।
বরলোভে তোমার চঞ্চল নৈল মতি।। ১২০।।
বর-লোভে ভ্রমাইয়া কৈল সাবধান।
বরে না ভুলিলে তুমি মহামতিমান্।। ১২১।।
ভকতের কামে চিত্ত হরিতে না পারে।
একান্ত-ভকতি করি রহে নিরন্তরে।। ১২২।।
যোগ-তপে বশ যা'র হঞা থাকে মন।
আমার ভকতি ছাড়ি' কর্ম্মপরায়ণ।। ১২৩।।
সকাম-বাসনা থাকে চিত্তের ভিতরে।
কামভোগে অবশ্য তাহার মন হরে।। ১২৪।।
সুখে, রাজা, কর' তুমি পৃথ্বী পর্য্যটন।
আমার চরণে চিত্ত করি' আরোপণ।। ১২৫।।
আমাতে রহিল তোমার সুদৃঢ়-ভকতি।
তপ করিবারে তুমি চল মহামতি।। ১২৬।।
রাজধর্ম্মে থাকি' যত মৃগয়া করিলে।
পশুবধ করি' দেব-পিতৃযজ্ঞ কৈলে।। ১২৭।।
তপ করি' কর সে দুরিত-বিনাশন।
তবে আর জন্মে হৈবে উত্তম ব্রাহ্মণ।। ১২৮।।
সর্ব্বভূত-হিতকারী ভজিবে আমারে।
তবে তুমি আমারে পাইবে অন্তকালে।।" ১২৯।।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস-বাণী।
ভক্তিভাবে শুন, ভাই, প্রেমতরঙ্গিণী।। ১৩০।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণ্যেকপঞ্চশঃ অধ্যায়ঃ।। ৫১।।

দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায়

শ্রীমুচুকুন্দের বদরিকাশ্রমে গমন ও আরাধনা-দ্বারা শ্রীকৃষ্ণচরণপ্রাপ্তি

(দেশাগ-রাগ)

"তবে মুচুকুন্দ রাজা আজ্ঞা শিরে ধরি'।
প্রদক্ষিণ হঞা দণ্ড-পরণাম করি।। ১।।
পর্ব্বত-গহ্বর হৈতে আসিয়া বাহিরে।
ছোট ছোট সর্ব্বজীব দেখিল সংসারে।। ২।।
'কলিযুগ হৈল'—হেন বুঝি অনুমানে।
চলিলা উত্তরমুখে বদরিকাশ্রমে।। ৩।।
গন্ধমাদনে নর-নারায়ণ-স্থান।
তথা গিয়া কৃষ্ণ আরাধিলা মতিমান্।। ৪।।
শ্রদ্ধাযুত হৈয়া তপ কৈলা নিরন্তর।
সর্ব্বসঙ্গ তেজিয়া ভজিল গদাধর।। ৫।।
সহিল বিস্তর রাজা শীত-বাত-ক্লেশ।
কৃষ্ণ আরাধিয়া কৈল কৃষ্ণে পরবেশ।। ৬।।

শ্রীকৃষ্ণের মথুরায় প্রত্যাবর্ত্তন যবনসৈন্য-বিনাশ ও ধনাদিসহ দ্বারকা-গমন

পুনরপি মথুরা আসিয়া নারায়ণ।
তিনকোটি ম্লেচ্ছবধ কৈলা নিপাতন।। ৭।।
যতেক আছিল ধন শকট পুরিয়া।
ভারিগণে লৈল ধন বলদে ভরিয়া।। ৮।।

জরাসন্ধের ভয়ে শ্রীকৃষ্ণের পলায়ন লীলা

ধন লঞা চলে কৃষ্ণ দ্বারকানগরে।
জরাসন্ধ রাজা আইল হেন অবসরে।। ৯।।
তেইশ অক্ষৌহিণী সেনা করিয়া সাজন।
তাহা দেখি' কোন বুদ্ধি করে নারায়ণ।। ১০।।
নরলীলা জগতে করিতে পরচার।
তেজিয়া সকল ধন দুই সহোদর।। ১১।।
রড় দিয়া দুই ভাই সত্বরে পলায়।
পদ্মপত্র-কোমল-চরণে বলে ধায়।। ১২।।
মহাভয়যুত যেন সহজে নির্ভয়।
তাহা দেখি জরাসন্ধ হাসে দুরাশয়।। ১৩।।
পশ্চাতে ধাইল রাজা সর্ব্ব সৈন্য লৈঞা।
বিস্তর প্রহর-পথ গেল খেদাড়িয়া।। ১৪।।

শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের 'প্রবর্ষণ'-পর্ব্বতে আরোহণ ও জরাসন্ধ-দ্বারা পর্ব্বতের চতুর্দ্দিকে অগ্নি-সংযোগ

তবে কৃষ্ণ কৈলা মহাগিরি আরোহণ।
'প্রবর্ষণ' নাম তা'র, ঘোরদরশন।। ১৫।।
মেঘ-বরিষণ তা'থে হয় নিরন্তর।
একাদশ-যোজন পর্ব্বত উচ্চতর।। ১৬।।
তবে জরাসন্ধ রাজা কোন কর্ম্ম করে।
আগুন ভেজাঞা, তা'র চারিদিক পোড়ে।। ১৭।।
চৌদিকে কাষ্ঠের গড় বান্ধিল বন্ধনে।
পোড়ায় পর্ব্বত রাজা বিবিধ-সন্ধানে।। ১৮।।

শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক নির্বিঘ্নে দ্বারকায় যাত্রা ও জরাসন্ধের নিজরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন

তবে রাম-কৃষ্ণ দুঁহে বিক্রমে বিশাল।
ঝাঁপ দিঞা ভূমিতলে নাম্বিলা তৎকাল।। ১৯।।
জরাসন্ধ বলে,—'তারা পুড়িল আনলে।'
না জানিল জরাসন্ধ, গেলা নিজপুরে।। ২০।।
সৈন্য লঞা নিজপুরে গেলা দুরাচার।
এখনে কহিব রাজা দ্বারকা-বিহার।। ২১।।

শ্রীবলদেবকর্ত্তৃক শ্রীরেবতীর পাণিগ্রহণ

আছিল 'রেবত'-নামে এক নরপতি।
তাঁ'র কন্যা জনমিল মহারূপবতী।। ২২।।
পূর্ব্ব মন্বন্তরে কন্যা হইল উতপতি।
'রেবতী' তাঁহার নাম, লক্ষ্মী মূর্ত্তিমতী।। ২৩।।
কন্যা লঞা গেল রাজা ব্রহ্মার গোচর।
মাগিল কন্যার তরে দিব্য এক বর।। ২৪।।
আজ্ঞা দিলা ব্রহ্মা,—'তুমি থাক কথোকাল।
ক্ষিতিতলে হৈব অনন্তের অবতার।। ২৫।।
'বলরাম'-নাম হৈব পুরুষ পুরাণ।
তাঁহারে করিহ তুমি কন্যা-সম্প্রদান।।' ২৬।।
তবে কন্যা ল'য়ে রাজা গেলা নিজপুরে।
বলভদ্র অবতার হৈলা ক্ষিতিতলে।। ২৭।।
কন্যা আনি' দিল বলরাম-বিদ্যমান।
শুভকালে, শুভক্ষণে কৈলা কন্যাদান।। ২৮।।

শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক রুক্মিণী-হরণ-কথা

জন্মিলা সাক্ষাৎ লক্ষ্মী ভীষ্মক-দুহিতা।
অখিল-লাবণ্যধাম, গুণশীলযুতা।। ২৯।।
আপনে গোবিন্দ গেলা কন্যা-স্বয়ম্বরে।
হরিয়া আনিল কন্যা প্রভু গদাধরে।। ৩০।।
শাল্ব-জরাসন্ধ-আদি যত নৃপগণ।
হারাঞা আনিল কন্যা দ্বারকাভুবন।। ৩১।।
অমৃত হরিল যেন বিনতানন্দন।'
তবে রাজা জিজ্ঞাসিল মুনির চরণ।। ৩২।।
"রাক্ষস-বিবাহে হরি কৈলা পরিণয়।
শাল্ব-জরাসন্ধ-আদি নৃপে করি' জয়।।" ৩৩।।
শুনি' পরীক্ষিৎ পুছে হইয়া বিস্ময়।
"এ বড় অদ্ভুত কথা কহ, মহাশয়।। ৩৪।।
শাল্ব-জরাসন্ধ-আদি নৃপগণে জিনি'।
কেমনে আনিলা দেবী দেব-চক্রপাণি? ৩৫
কৃষ্ণকথা পুণ্যময়, সর্ব্ব পাপহরা।
শ্রবণমঙ্গল যেন অমৃতের ধারা।। ৩৬।।

তৃপ্তি বা কাহার হয় হরিকথা পানে?
শুনিতে শুনিতে হয় নিত্য নূতনে।।" ৩৭।।
তবে শুকমুনি কহে,—"শুন, ক্ষিতীশ্বরে।
আছিল 'ভীষ্মক' রাজা বিদর্ভনগরে।। ৩৮।।
পঞ্চপুত্র হৈল তা'র মহাবলবান্।
'রুক্মী' জ্যেষ্ঠ, 'রুক্মবাহু', 'রুক্মরথ' নাম।। ৩৯।।
'রুক্মকেশ', 'রুক্মমালী'; 'রুক্মিণী' ভগিনী।
সাক্ষাৎ কমলাদেবী জগত জননী।। ৪০।।

শ্রীরুক্মিণীর শ্রীকৃষ্ণকে মনে মনে পতিত্বে বরণ

কৃষ্ণের মহিমা, যশ, গুণ রূপ, বল।
আসিয়া সকল লোক কহে নিরন্তর।। ৪১।।
নারদাদিমুখে কৃষ্ণগুণ-কথা শুনি'।
সেই সে সদৃশ বর মানিল রুক্মিণী।। ৪২।।

শ্রীকৃষ্ণেরও শ্রীরুক্মিণীকে ভার্য্যারূপে স্বীকার

রুক্মিণীর গুণ, শীল শুনি' রূপ-ভাব।
কৃষ্ণহো সদৃশী ভার্য্যা কৈলা অঙ্গীকার।। ৪৩।।
ভীষ্মক-রাজার পাত্র-মিত্র, বন্ধুগণ।
সভাই ইচ্ছিল বর—দেবকীনন্দন।। ৪৪।।
কৃষ্ণদ্বেষী রুক্মী তাহা করিয়া খণ্ডন।
'শিশুপালে দিব কন্যা'—কৈল নিরূপণ।। ৪৫।।

শ্রীরুক্মিণীদেবীকর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণ-সমীপে এক
বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে প্রেরণ

তাহা শুনি' মনে দুঃখ ভাবিয়া সুন্দরী।
'কি হবে উপায়, এবে কোন্ যুক্তি করি?' ৪৬
আপ্ত এক বৃদ্ধ-দ্বিজে আনিল ডাকিয়া।
আপন অক্ষরে দেবী পত্র নিরমিঞা।। ৪৭।।

শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক শ্রীরুক্মিণী-প্রেরিত বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে
আদর ও তৎকুশলাদি-জিজ্ঞাসা

দ্বারকা পাঠাঞা দিল ত্বরিতে ব্রাহ্মণ।
বিপ্র গিয়া উত্তরিলা দ্বারকা-ভুবন।। ৪৮।।
দাণ্ডাঞা রহিল বিপ্র পুরীর দুয়ারে।
দ্বারীকে পাঠাঞা দিল কৃষ্ণের গোচরে।। ৪৯।।
আজ্ঞা পাঞা দ্বিজ কৈলা পুর পরবেশ।
হেম সিংহাসনে গিয়া দেখে হৃষীকেশ।। ৫০।।
ব্রাহ্মণ দেখিয়া দেব ব্রহ্মণ্যশেখর।
হেম-সিংহাসন হৈতে নাম্বিলা সত্তর।। ৫১।।
ব্রাহ্মণে ধরিয়া বসাইলা নিজসনে।
পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়া বিপ্রে পূজিলা বিধানে।। ৫২।।
দিব্য অন্ন-পান দিয়া করাইলা ভোজন।
আপনে করয়ে হরি-পাদ সংবাহন।। ৫৩।।
তবে কৃষ্ণ জিজ্ঞাসিলা—'শুন দ্বিজবর!
নিরাকুলে আছ তুমি, সর্ব্বত্র কুশল? ৫৪
দ্বিজধর্ম্ম আছে কি তোমার ভালমতে?
নিজ-ধর্ম্মপথে আছ কুটুম্ব সহিতে? ৫৫
যেন-তেন মতে বিপ্র তুষ্ট হঞা থাকে।।
দুঃখ-সুখ দূর করি' নিজধর্ম্ম রাখে।। ৫৬।।
সেই সে ব্রাহ্মণ তা'র সর্ব্বসিদ্ধি হয়।
অসন্তুষ্ট বিপ্রের কল্যাণ কভু নয়।। ৫৭।।
অসন্তুষ্ট হৈলে নহে ইন্দ্রপদে সুখ।
তুষ্ট হৈলে দরিদ্রের নহে কোন দুঃখ।। ৫৮।।
নিজলাভে তুষ্ট, সর্ব্বভূত হিতোত্তম।
অহঙ্কার-বিবর্জিত ব্রাহ্মণসত্তম।। ৫৯।।
নিরন্তর তা'কে আমি করি নমস্কার।
কহ বিপ্র, রাজ্যগত কুশল তোমার? ৬০
যে রাজা স্বধর্ম্মে করে প্রজার পালন।
সেই সে আমার প্রিয়, কহিলুঁ, ব্রাহ্মণ।। ৬১।।
কোন্ কার্য্যে আইলে দুর্গ করিয়া লঙ্ঘন?
গুহ্য যদি নহে, তা'র কহিবে কারণ।। ৬২।।
আজ্ঞা কর, কোন্ কার্য্য করিব তোমার?'
তবে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ লাগিল কহিবার।। ৬৩।।
'হের-দেখ, রুক্মিণীর পড়ি' পত্রখান।
শুন, দেব-দেব, কিছু কর অবধান।।' ৬৪।।

শ্রীশ্রীরুক্মিণীদেবীর পত্র

"ভুবন-সুন্দর, পদ্মপত্র-বিলোচন!
সতত তোমার গুণ কহে সর্ব্বজন।। ৬৫।।
সর্ব্বতাপ হরে যাঁ'র কেবল শ্রবণে।
হেন গুণ নিতি-নিতি শুনি নিজকাণে।। ৬৬।।
শুনিঞা রূপের কথা নিরুপম-ধামে।
আঁখির অখিল লাভ হয় দরশনে।। ৬৭।।
তোমাতে, অচ্যুত! চিত্ত কৈল পরবেশ।
লজ্জা পরিহরি' ধৈর্য্য ছাড়িল বিশেষ।। ৬৮।।
'স্ত্রী হৈয়া কেন তুমি লজ্জা পরিহর?'
হেন যদি বল, নাথ, অবধান কর।। ৬৯।।
হেন কোন্ নারী আছে কুল-শীলবতী।
সকল-লাবণ্যধাম তুমি হেন পতি।। ৭০।।
না বরিব তোমারে রাখিয়া নিজ মান?
হেন নারী নাহি, নরসিংহ ভগবান্।। ৭১।।
মুঞি তোমা' বরিলুঁ, অখিল-লোকপাল।
আত্মা সমর্পণ কৈলুঁ চরণে তোমার।। ৭২।।
বুঝিয়া করিবে, নাথ, যে হয় উচিত।
আপনে সকল জান, পরম-পণ্ডিত।। ৭৩।।
পুরুষসিংহের ভাগ মুঞি এক নারী।
শিশুপাল জানি মোরে লঞা যায় হরি'।। ৭৪।।
জম্বুকে সিংহের ভাগ যেন লঞা যায়।
বুঝিয়া করহ, নাথ, যে হয় উপায়।। ৭৫।।
যত পুণ্য কৈলুঁ, নাথ, জন্ম-জন্মান্তরে।
দান, ব্রত, তপ, যজ্ঞ—বিবিধ-প্রকারে।। ৭৬।।
দেব-গুরু-আরাধন, ব্রাহ্মণ-সেবন।
চরণারবিন্দে সব কৈলুঁ সমর্পণ।। ৭৭।।
যদি আরাধিয়া থাকোঁ চরণ তোমার।
আপনে আসিয়া, নাথ! ল'বে একবার।। ৭৮।।
তুমি পাণিগ্রহণ করিবে, দয়াময়!
দুষ্ট নৃপগণ যেন সন্নিধান নয়।। ৭৯।।
কালি মোর বিবাহের আছে সমাগম।
শীঘ্র তুমি আইস সৈন্য করিয়া সাজন।। ৮০।।
গোপতে আসিবে তুমি দেখিবার ছলে।
বিপক্ষ-সকলে যেন নারে লখিবারে।। ৮১।।
শিশুপাল-জরাসন্ধ-বল বিচারিয়া।
আঁখির নিমিষে মোরে লইবে হরিয়া।। ৮২।।
রাক্ষস-বিবাহে মোরে কর পরিণয়।
বীর্য্য দেখাইয়া মোরে হর', দয়াময়।। ৮৩।।

পত্রমধ্যে নিজ-হরণোপায়-নিবেদন

যদি বল,—'কন্যা, তুমি থাক অন্তঃপুরে।
বন্ধুগণ না মারিব, হরিব তোমারে।।' ৮৪।।
কিরূপে এ-সব কার্য্যের হইব ঘটনা?
তাহাতে আছয়ে, নাথ, উত্তম মন্ত্রণা।। ৮৫।।
কুলদেব-যাত্রা আছে বিভার পূর্ব্বদিনে।
পুরের বাহিরে হয় কন্যার গমনে।। ৮৬।।
দুর্গাদেবী-আরাধনা—কুলের বিধান।
নববধূ যায় তা'থে দুর্গা-সন্নিধান।। ৮৭।।
তখনে হরিয়া তুমি নিহ অলক্ষিতে।
সকল গোচর, নাথ, তোমার সাক্ষাতে।। ৮৮।।
যাঁ'র পাদপদ্ম-রজ মহা-মহাজনে।
বাঞ্ছয়ে পার্ব্বতী-পতি আদি যোগিগণে।। ৮৯।।
হেন প্রভু-চরণ-পরশ-আশা তেজে।
সে কেন উত্তম নারী, যদি আন ভজে? ৯০
যদি, নাথ, তোমার চরণ-কৃপা নয়।
ব্রত করি' দেহ মুঞি ছাড়িমু নিশ্চয়।। ৯১।।
শত-শত জন্ম ধরি' তেজিমু জীবন।
যাবত পদারবিন্দ নহে দরশন।। ৯২।।
এই নিবেদন কৈলুঁ অভয়-চরণে।
যে হয় উচিত, নাথ, করিবে আপনে।।" ৯৩।।
ভাগবত আচার্য্যের মধুরস-ভাষা।
কৃষ্ণগুণ শুন, ভাই, কৃষ্ণে ধর আশা।। ৯৪।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী-দ্বিপঞ্চাশঃ অধ্যায়ঃ।। ৫২।।

ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায়

শ্রীরুক্মিণীর পত্র-শ্রবণে শ্রীকৃষ্ণের বিদর্ভ-গমন

(বেলোয়ার-রাগ)

শুকমুনি বলে,—"রাজা, শুন পরীক্ষিত।
লক্ষ্মীনারায়ণ-পুণ্য-পবিত্র-চরিত।। ১।।
বৈদর্ভীর পত্র যদি পড়িল ব্রাহ্মণ।
শুনিঞা কি বলে তবে দেব জনার্দ্দন।। ২।।
হাতে হাত ব্রাহ্মণের ধরিয়া শ্রীহরি।
হাসিয়া উত্তর তাঁ'রে দিল বনমালী।। ৩।।
'আমার তাঁহাতে চিত্ত, নিদ্রা নাহি যাই।
তাঁহার চিন্তায় আমি সন্তোষ না পাই।। ৪।।
কন্যা দিতে অঙ্গীকার কৈলা বন্ধুগণে।
দ্বেষ করি' রুক্মী তাহা কৈলা নিবারণে।। ৫।।
আনিব রুক্মিণী আমি নৃপগণ জিনি'।'
দারুকে আনিঞা আজ্ঞা দিল চক্রপাণি।। ৬।।
'ঝাট করি' আন' রথ করিয়া সাজন।'
সাজিল দারুকে রথ গরুড়লাঞ্ছন।। ৭।।
'মেঘপুষ্প', 'বলাহক', 'শৈব্য', 'সুগ্রীব'।
চারি অশ্ব মহাবেগ, গতি সুললিত।। ৮।।
আনিল সাজিয়া রথ দারুক সারথি।
করজোড় করিয়া দাণ্ডাইল মহামতি।। ৯।।
ব্রাহ্মণে তুলিয়া রথে চলিলা শ্রীহরি।
রাতারাতি আইলা প্রভু বিদর্ভনগরী।। ১০।।

ভীষ্মকের শিশুপালকে কন্যা

সমর্পণ উদ্‌যোগ

সে রাজা কুণ্ডিনপতি পুত্রবশ হঞা।
'কন্যা দিব শিশুপালে'—নিশ্চয় করিয়া।। ১১।।
বিবাহ-মঙ্গল-কর্ম্ম করায় আপনে।
ধ্বজ-পতাকায় করে পুর নিরমাণে।। ১২।।
রাজপথ, পুরপথ করিয়া মার্জ্জন।
সর্ব্বত্র করায় দধি, চন্দন-সেচন।। ১৩।।
বিচিত্র তোরণ পুর কৈল অলঙ্কৃত।
চত্বরে চত্বরে কৈল বিতানে মণ্ডিত।। ১৪।।
গন্ধ-মাল্য-আভরণ, বিরজ বসন।
দিব্যবেশ ধরে পুর-নর-নারীগণ।। ১৫।।
বিচিত্র মন্দির, পুর সুধূপে ধূপিত।
দেব-পিতৃ-অর্চ্চন বিধান-নিয়মিত।। ১৬।।
নানাদ্রব্য বিপ্রগণে করাই' ভোজন।
শুভকালে কৈল স্বস্তি-মঙ্গল-বাচন।। ১৭।।
শীতল সুগন্ধি জলে করাইল স্নান।
কৌতুক-মঙ্গলে কৈল অঙ্গ নিরমান।। ১৮।।
বিচিত্র বসনযুগ পরাইল অঙ্গে।
ভূষিয়া আনিল দিব্যকন্যা মহারঙ্গে।। ১৯।।
বেদমন্ত্রে বধূরক্ষা কৈল দ্বিজগণে।
পুরোহিত গ্রহযজ্ঞ কৈল হুতাশনে।। ২০।।
দ্বিজগণে দিল রাজা রজত-বসন।
গুড়বিমিশ্রিত-তিল, হিরণ্যভূষণ।। ২১।।
বিধিবিদাম্বর রাজা সর্ব্বধর্ম্ম জানে।
বিবিধ-দক্ষিণা দিল, দিব্য-ধেনুদানে।। ২২।।

পুত্র শিশুপালাদি-সহ দম ঘোষের

কুণ্ডিননগরে গমন

এইরূপে দমঘোষ শিশুপাল আনি'।
সকল মঙ্গলকর্ম্ম কৈলা তত্ত্ব জানি'।। ২৩।।
বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনি' কৈলা স্বস্ত্যয়ন।
পূজিলা ব্রাহ্মণগণে দিয়া বহুধন।। ২৪।।
মদমত্ত গজ, ঘোড়া পবন-সঞ্চার।
কাঞ্চন-নির্ম্মিত রথে কৈল পাটোয়ার।। ২৫।।
চতুরঙ্গ-বলে করি' সেনার সাজন।
বিবিধ কৌতুকগীত, মঙ্গল বাজন।। ২৬।।
চলিল কুণ্ডিন-দেশ রাজা চেদিপতি।
পাত্র, মিত্র, পুরোহিত চলিল সংহতি।। ২৭।।

ভীষ্মক-কর্ত্তৃক দমঘোষ ও শিশুপালের অভ্যর্থনা

সাজিয়া ভীষ্মক রাজা গেলা কথোদূরে।
পূজিয়া আনিল দমঘোষে নিজপুরে।। ২৮।।

থুইয়াছিল দিব্যপুরী করিয়া নির্ম্মাণ।
তা'থে লঞা রহিতে তাহারে দিল স্থান।। ২৯।।
শাল্ব-জরাসন্ধ-দন্তবক্র-আদি করি'।
শিশুপাল-পক্ষ যত নৃপতি-কেশরী।। ৩০।।
সভেই সাজিয়া আইল, চতুরঙ্গ-সেনা।
'কদাচিৎ আসি' কৃষ্ণ যদি দেয় হানা।। ৩১।।
সভেই মেলিয়া তবে করিব সংগ্রাম।
হারিয়া পালাবে কৃষ্ণ পাঞা অপমান।।' ৩২।।
এইরূপ নিশ্চয় করিয়া নৃপগণে।
আসিয়া কুণ্ডিন-পুরে রহে সাবধানে।। ৩৩।।

শ্রীবলদেবের মহাসৈন্য-সহ বিদর্ভ-যাত্রা

বলভদ্র শুনিল বিপক্ষ নৃপগণে।
সাজিয়া চলিল তা'রা বিবাদ-কারণে।। ৩৪।।
একেশ্বর গেলা কৃষ্ণ কন্যা হরিবারে।
পাছে তা'তে কোন জানি পরমাদ ফলে।। ৩৫।।
মহাসৈন্য সাজিয়া ঠাকুর হলধর।
ত্বরিতে চলিয়া গেলা বিদর্ভ-নগর।। ৩৬।।

শ্রীরুক্মিণীর উৎকণ্ঠা ও শ্রীকৃষ্ণাগমন সংবাদে আনন্দ

বৈদর্ভী ভীষ্মকসুতা চিন্তে মনে-মনে।
'হয় বা, না হয় এথা কৃষ্ণ-আগমনে।। ৩৭।।
এতক্ষণ নহিল বিপ্রের আগমন।
না জানি, কি আছে মোর অদৃষ্টে লিখন!! ৩৮
সভে এক রাত্রি আছে বিবাহ-অবধি।
অরবিন্দ-লোচন না আইলা গুণনিধি।। ৩৯।।
না জানি, কি আছে মোর বিধির লিখনে।
ব্রাহ্মণ পাঠাইলুঁ, না আইল এতক্ষণে।। ৪০।।
কিবা মোর কুৎসিত শুনিলা কোন স্থানে?
ঘৃণা করি' প্রভু না আইলা তে-কারণে।। ৪১।।
মোর পাণিগ্রহণে করিয়া অবজ্ঞান।
উদ্যম করিয়া না আইলা ভগবান্।। ৪২।।

বিধি মোরে বাম, প্রতিকূল মহেশ্বর।
বিমুখী পার্ব্বতী, না আইলা যদুবর।।' ৪৩।।
এইরূপে চিন্তিতে লাগিলা নিরন্তর।
নিবারিতে না পারে, আঁখিতে পড়ে জল।। ৪৪।।
সময় বুঝিয়া দুই মুদিল নয়ন।
না রহে আঁখির জল, করে সমাধান।। ৪৫।।
বামনেত্র, বামভুজ, বাম-উরুভাগ।
হেনকালে স্ফুরিল, বাড়িল অনুরাগ।। ৪৬।।
ব্রাহ্মণ পাঠাঞা দিল প্রভু ভগবান্।
হেনকালে আইল দ্বিজ দেবী-বিদ্যমান।। ৪৭।।
প্রসন্নবদন বিপ্রে দেখিয়া রুক্মিণী।
লক্ষণে জানিল—কার্য্যসিদ্ধি অনুমানি'।। ৪৮।।
কহিলা ব্রাহ্মণ,—'দেব দৈবকীনন্দন।
এথাতে আসিয়া তিঁহো হৈলা উপসন্ন।। ৪৯।।
কহিলা তোমারে সত্য বচনবিশেষ।
অবশ্য তোমারে হরি' নিব হৃষীকেশ।। ৫০।।
এ-বোল শুনিঞা দেবী হরষিত-চিত্তা।
আনন্দে পূরিল তনু ভীষ্মক-দুহিতা।। ৫১।।
ব্রাহ্মণের যোগ্য দ্রব্য দিতে নাহি আর।
কেবল রুক্মিণী দেবী কৈলা নমস্কার।। ৫২।।
উৎসব দেখিতে রাম-কৃষ্ণ-আগমন।
শুনিঞা বিদর্ভ-রাজা হরষিত-মন।। ৫৩।।

শ্রীভীষ্মক দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের অভিনন্দন

নৃত্য-গীতবাদ্য-ঘোষ মঙ্গল-আচারে।
চলিল বিদর্ভ-রাজা কৃষ্ণ-আগুসারে।। ৫৪।।
পূরবে কল্পিয়াছিল দিব্য মহাপুরী।
তা'থে আনি' রাম-কৃষ্ণে থুইল ভক্তি করি'।। ৫৫।।
রাম-কৃষ্ণে বসাইল দিব্য-সিংহাসনে।
পূজিল সকল সৈন্যে বিবিধ-বিধানে।। ৫৬।।
যত নৃপগণ আইল বিদর্ভনগরে।
যা'র যেন যোগ্য পূজা কৈল নরেশ্বরে।। ৫৭।।

কৃষ্ণ-আগমন তবে শুনি' পুরজনে।
আসিয়া দেখিল কৃষ্ণে আনন্দিত-মনে।। ৫৮।।
'এই সে রুক্মিণী-যোগ্য সমুচিত পতি।
ইঁহার সেই সে যোগ্য ভার্য্যা রূপবতী।। ৫৯।।
আমি-সব যত পুণ্য কৈলুঁ জন্মান্তরে।
সকল অর্পিলুঁ দেব-চরণযুগলে।। ৬০।।
তুষ্ট হঞা বর দেহ' দেব মহেশ্বর।
রুক্মিণীর পতি যেন হয় যদুবর।।' ৬১।।
এইরূপে পুরজনে কহে স্থানে-স্থানে।
প্রভুর শ্রীমুখ দেখে নিশ্চল নয়নে।। ৬২।।

শ্রীরুক্মিণীদেবীর অম্বিকা-মন্দিরে যাত্রা ও
শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে প্রাপ্তি-নিমিত্ত প্রার্থনা

হেনকালে আইল কন্যা পুরের বাহিরে।
মহাভট্টগণ বেড়ি' ডাকে উচ্চস্বরে।। ৬৩।।
চলিল অম্বিকা-পুরে সুললিত-গতি।
পূজিতে পার্ব্বতী দেবী করিয়া ভকতি।। ৬৪।।
মুকুন্দ-পদারবিন্দ হৃদয়ে ধেয়ায়।
অপরূপ গতিভঙ্গী, ধীরে ধীরে যায়।। ৬৫।।
মৌনব্রত ধরে দেবী, দ্বিজপত্নীগণে।
চৌদিগে বেষ্টিত নিজ-সখী-পরিজনে।। ৬৬।।
রাজভট মহাশূর, বিক্রমে বিশাল।
খড়গ তুলি' ধরে তা'রা দিব্য পাটোয়ার।। ৬৭।।
শঙ্খ-ভেরী-মৃদঙ্গ-বাজন আগুয়ান।
দিব্যবেশ নরনারী বধূর যোগান।। ৬৮।।
দিব্যবেশ বেশ্যাগণ লঞা উপহার।
সহস্র সহস্র তা'রা যোগান সুসার।। ৬৯।।
গন্ধ-মাল্য-বস্ত্র-আভরণ-সুরঞ্জিত।
দ্বিজপত্নীগণে কৈল চৌদিগে বেষ্টিত।। ৭০।।
স্তাবকে স্তবন করে, বাদকে বাজন।
গায়কে মধুর গীত, নর্ত্তকে নাচন।। ৭১।।
কত কত সাজন, বাজন-নৃত্য-গীত।
কত কত নর-নারী চৌদিগে বেষ্টিত।। ৭২।।
এইরূপে চলি' গেলা চণ্ডিকা-সদনে।
হস্ত-পদ পাখালিয়া কৈলা আচমনে।। ৭৩।।
তবে প্রবেশিলা দেবী-মন্দির-ভিতরে।
প্রণাম করিলা দেবী-চরণ-নিয়ড়ে।। ৭৪।।
বৃদ্ধ দ্বিজপত্নীগণে পূজায় পার্ব্বতী।
বন্দনা করায় তা'রা দুর্গা-ভগবতী।। ৭৫।।
পড়া'য়া অম্বিকা-মন্ত্র করায় বন্দনা।
হর-সহে কৈলা কন্যা দুর্গা-আরাধনা।। ৭৬।।
ধূপ-দীপ-বসন, ভূষণ-উপহার।
প্রবাল-তণ্ডুল-ফল—বিবিধ সম্ভার।। ৭৭।।
লবণ-পিষ্টক-কণ্ঠসূত্র-ইক্ষুদণ্ড।
বিবিধ তাম্বূল-আদি দিয়া গুড়-খণ্ড।। ৭৮।।
পূজায় পার্ব্বতী দ্বিজপত্নী পতিব্রতা।
প্রণাম করায় বিধি-বিধান-পণ্ডিতা।। ৭৯।।
আশীর্ব্বাদ করিয়া নির্ম্মাল্য দিল শিরে।
মঙ্গল-আচার কৈল কুল-অনুসারে।। ৮০।।
পূজিয়া রুক্মিণীদেবী দুর্গা-ভগবতী।
বর মাঙ্গে—'কৃষ্ণ যেন হয় মোর পতি।। ৮১।।
যদি তুষ্ট হয় মোর পার্ব্বতী-শঙ্কর।
বসুদেবসুত কৃষ্ণ হউ মোর বর।।' ৮২।।
এই বর মাঙ্গি' কৈল দণ্ড-পরণাম।
হৃদয়ে গোবিন্দপদ কৈল প্রণিধান।। ৮৩।।
দ্বিজপত্নীগণের কৈল চরণবন্দন।
মৌনব্রত ত্যজি' পুনঃ কৈল আগমন।। ৮৪।।

শ্রীরুক্মিণী অপূর্ব্ব রূপ-লাবণ্য দর্শনে
বীররাজগণ মোহিত

রতন-অঙ্গরি বিরাজিত বাম করে।
ধরিয়া সখীর স্কন্ধে গমন মন্থরে।। ৮৫।।
স্বয়ম্বর-স্থানে দেবী কৈলা আগমন।
কিবা দেবমায়া আসি' দিলা দরশন!! ৮৬
বীর-বিমোহিনী দেবী পরম-রমণী।
স্খলিত-মধুরগতি ললিতগমনী।। ৮৭।।
স্তনবিনিহত-তনু বসন-বিলাস।
কুণ্ডলমণ্ডিত গণ্ড, মধুস্মিত হাস।। ৮৮।।

কুঞ্চিত কুন্তল, বিলসিত মণিমালা।
কটীতট-বিনিহিত রতন-মেখলা।। ৮৯।।
শ্যাম কলেবর, বিরাজিত পীতবাস।
ঘন নবঘনে যেন তড়িত-বিলাস।। ৯০।।
বিম্বফল-অধর, সুন্দর দন্তপাঁতি।
কলহংস-চপল-গমন বহু ভাতি।। ৯১।।
পদযুগে বিরাজিত শিঞ্জিত মঞ্জীর।
সলজ্জ কটাক্ষগতি, চলন সুধীর।। ৯২।।
দেখিয়া সুন্দরী যত রাজার কুমার।
মহাবীর, মহাবল, মহাযশভার।। ৯৩।।
হেন সব বীরগণ হঞা বিমোহিত।
ভূমিতে পড়িল কামশরে জর্জরিত।। ৯৪।।
গজস্কন্ধে গজপতি আছিল বিস্তর।
আছিল বিস্তর বীর রথের উপর।। ৯৫।।
যতেক আছিল বীর তুরঙ্গ-বাহনে।
মূরছিয়া ভূমেতে পড়িল সেই-মনে।। ৯৬।।
খসিল হস্তের খড়্গ, হরিল চেতন।
ভূমিতলে পড়িল সকল বীরগণ।। ৯৭।।

শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরুক্মিণী হরণ

ধীরে ধীরে যায় দেবী চরণ চালিয়া।
কৃষ্ণ-আগমন-পথ চাহে নিহারিয়া।। ৯৮।।
বামকর-পল্লবে অলকাবলী তুলি'।
কটাক্ষে নৃপতিগণে চাহিল সুন্দরী।। ৯৯।।
হেনকালে দেখিল—অচ্যুত নিজপতি।
আপনে উঠিতে রথে চিন্তিল যুগতি।। ১০০।।
তবে কৃষ্ণ হরিয়া তুলিলা নিজরথে।
বিপক্ষ নৃপতিগণ চাহে চারিভিতে।। ১০১।।
গরুড়লাঞ্ছন-রথে তুলিয়া সুন্দরী।
চলিলা দ্বারকানাথ পুরুষকেশরী।। ১০২।।

শ্রীরুক্মিণী-হরণে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বিরুদ্ধনৃপগণের ক্রোধ

সিংহভাগ হরে যেন শৃগাল-মণ্ডলে।
হরিয়া রুক্মিণীদেবী সত্বরেতে চলে।। ১০৩।।
সৈন্য লঞা তাঁ'র পাছে যান' হলধর।
দেখিয়া নৃপতিগণ জ্বলিল অন্তর।। ১০৪।।
জরাসন্ধ-আজি যত নৃপতিমণ্ডল।
তা'রা বলে,—ধিক্ ধিক্' জীবন বিফল।। ১০৫।।
বিদ্যমানে গোপে হরি' নিল বীরধন।
সিংহের ভিতরে যেন শৃগাল-বিক্রম!!" ১০৬
শ্রীযুত শ্রীগদাধর, পদযুগ জান।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস গান।। ১০৭।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী-ত্রিপঞ্চাশঃ অধ্যায়ঃ।। ৫৩।।

চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায়

শ্রীরুক্মিণী-হরণে শ্রীকৃষ্ণকে বাধা-প্রদানকারী
রাজগণের পরাজয়
(সিন্ধুড়া-রাগ)

মুনি বলে, "শুন, রাজা, তা'র বিবরণ।
ক্রোধ করি' উঠিল সকল নৃপগণ।। ১।।
নিজ-নিজ বলে সৈন্য সাজিল বিশাল।
বিক্রম করিয়া দিল ধনুকে টঙ্কার।। ২।।
ধাইল নৃপতিগণ করিয়া সাজন।
বলদেব রহিলা দেখিয়া নৃপগণ।। ৩।।
মহাসেনাপতিগণ হৈল আগুয়ান।
তা' দেখিয়া নৃপগণ যোড়ে চোখ বাণ।। ৪।।
শর-বরিষণ করে সৈন্যের উপরে।
মেঘ বরিষয়ে যেন পর্ব্বত-শিখরে।। ৫।।
রথের উপরে বিন্ধে রথের সারথি।
গজের উপরে বিন্ধে যত গজপতি।। ৬।।

ঘোড়ার উপরে বিন্ধে ঘোড়া-আসোয়ার।
শর-বরিষণ কৈল করি' অন্ধকার।। ৭।।
সকল যাদবগণে আচ্ছাদিল শরে।
দেখিয়া কৃষ্ণের মুখ চাহে দেবী ডরে।। ৮।।
হাসিয়া গোবিন্দ বলে,—'না করিহ ভয়।
এখনি বিপক্ষসৈন্য সব যাবে ক্ষয়।।' ৯।।
গদ-বলভদ্র-আদি সেনাপতিগণে।
রিপুপরাক্রম দেখি' ক্রোধ হৈল মনে।। ১০।।
আকর্ণ পূরিয়া দিল ধনুকে টঙ্কার।
যুড়িল ভল্লক-বাণ পবন-সঞ্চার।। ১১।।
কাটিল ঘোড়ার মুণ্ড, সারথির শির।
শত-খান করিয়া কাটিল মহাবীর।। ১২।।
কাটিল রথীর শির, গজরাজমুণ্ড।
ভূমিতলে পড়িল বিস্তর বীরমুণ্ড।। ১৩।।
কিরীট-কুণ্ডলযুক্ত কোটি কোটি শির।
ভূমিতে লোটায় কত বীরের শরীর।। ১৪।।
ধনুর্বাণ, গদা, খড়্গ গড়াগড়ি যায়।
বীরের মুকুট-পাগ ভূমিতে লোটায়।। ১৫।।
সৈন্য কাটা গেল যত দেখি' নৃপগণ।
যুদ্ধ তেজি গেল তা'রা রাখিয়া জীবন।। ১৬।।

বিমর্ষ শিশুপালকে জরাসন্ধাদির
সান্ত্বনা-প্রদান

হতভাগ্য শিশুপাল চিন্তিত অন্তর।
ভূমিতে বসিয়া আছে হঞা হতবল।। ১৭।।
তাহার নিকটে গিয়া যত নৃপগণে।
শান্তিয়া প্রবোধ দিল সন্তোষ-বচনে।। ১৮।।
'শুন শুন, মহাবীর, বিষাদ না কর।
বীর হঞা কেনে তুমি মনে দুঃখ ধর? ১৯
প্রিয়াপ্রিয়, সুখ-দুঃখ—অদৃষ্ট ঘটনা।
ক্ষণে হারি, ক্ষণে জিনি—বিধির যোজনা।। ২০।।
ঈশ্বর-ইচ্ছায় আমি-সব নৃত্য করি।
কুহকে নাচায় যেন কাষ্ঠের পুতলি।। ২১।।
ঈশ্বর-অধীন সব জানিহ সংসার।
ঈশ্বর-নির্ম্মিত সুখ-দুঃখ-ব্যবহার।। ২২।।
তেইশ অক্ষৌহিণী সেনা করিয়া সাজন।
অষ্টাদশবার আমি কৈলুঁ মহারণ।।২৩।।
হারিয়া সকল যুদ্ধ আইল বারে বারে।
সবে একবার যুদ্ধে জিনিলুঁ তাহারে।। ২৪।।
তথাপি না করি শোক, না করি হরিষ।
ভাল কর্ম্ম অদৃষ্টে করায় বিমরিষ।। ২৫।।
সহজে অলপ লোক যদুগণে বুলি।
তাহাতে সহায় তা'র গোপজাতি হরি।। ২৬।।
এই বড় অপমান, তা'র সহে রণ।
তা'থে আমি-সব হারি, বিধি-বিড়ম্বন।। ২৭।।
এক এক বীরে পৃথ্বী জিনিবারে পারে।
হেন বীর গোয়ালার যুদ্ধে গিয়া হারে।। ২৮।।
এখনে জিনিল, তা'র অদৃষ্ট প্রধান।
গোয়ালা জিনিব, তা'থে কোন্ বস্তু-জ্ঞান? ২৯
শুভকালে আমি-সব জিনিব ইঙ্গিতে।
এখনে উচিত নহে বিবাদ করিতে?' ৩০
জরাসন্ধ-আদি করি' যত নৃপগণে।
শিশুপালে প্রবোধিল এতেক বচনে।। ৩১।।
যে কিছু রহিল সৈন্য রণ-অবশেষ।
তাহা লঞা নৃপগণ গেলা নিজ-দেশ।। ৩২।।

রুক্মীর-প্রতিজ্ঞা

রুক্মী ক্রোধে কম্পমান সহিতে না পারে।
প্রতিজ্ঞা করিল গিয়া সভার ভিতরে।। ৩৩।।
'কৃষ্ণেরে মারিয়া যদি না আনি রুক্মিণী।
না আসিমু কুণ্ডিনপুরে—মোর সত্য-বাণী।।' ৩৪।।

শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক রুক্মীর পরাজয়

এ-বোল বুলিয়া বীর লৈল শরাসন।
অঙ্গেতে করিল দিব্য অস্ত্রের কাছন।। ৩৫।।
এক অক্ষৌহিণী সেনা সাজিল বাছিয়া।
চলিল ভীষ্মক-সুত প্রতিজ্ঞা করিয়া।। ৩৬।।

রথের উপরে বীর চড়িয়া সত্বরে।
গর্ব করি ডাকিয়া বোলয়ে সারথিরে।। ৩৭।।
'শুন রে, সারথি, রথ চালাহ সত্বর।
শীঘ্র লঞা যাহ—কৃষ্ণ গোপের গোচর।। ৩৮।।
গোপজাতি হঞা তা'র এত অহঙ্কার?
ভগিনী হরিয়া মোর আনিল গোয়াল? ৩৯
আজি দর্প মুঞি তা'র করিব সংহার।
তবে জানি—আমার বচন চমৎকার।। ৪০।।
ডাকিতে ডাকিতে বীর যায় এক রথে।
'রহ রহ আরে কৃষ্ণ, যাইবি কোন্ পথে?' ৪১
এ-বোল বলিয়া দিল ধনুকে টঙ্কার।
তিন গোটা বান তা'থে যুড়িল বিশাল।। ৪২।।
ডাকিয়া বোলয়ে তবে ভীষ্মকতনয়।
'রহ কৃষ্ণ, আজি তোর ফলিব সংশয়।। ৪৩।।
রহ রহ ক্ষণেক, পলাঞা যা'বে কতি?
যদুকুলে কলঙ্ক রাখিলে মন্দমতি!! ৪৪
কাকে যেন হরিয়া পলায় যজ্ঞভাগ।
ভগিনী হরিয়া মোর নিবে হেন সাধ? ৪৫
কপটে যুঝিয়া তুঞি জিনিস্ সংগ্রাম।
আজি তোর দর্প চূর্ণ করো বিদ্যমান।। ৪৬।।
যাবত কাটিয়া তোর প্রাণ নাহি হরো।
তাবৎ ভগিনী দেহ', প্রাণ রক্ষা করো।।' ৪৭।।
শুনিঞা এসব বাণী হাসে ভগবান্।
বামহস্ত দিয়া কৃষ্ণ তোলে ধনুখান।। ৪৮।।
একবারে বাছিয়া যুড়িল চোখ বাণ।
ছয় বাণে ধনু কাটি' কৈল ছয়খান।। ৪৯।।
অষ্ট বাণে রুক্মের বিন্ধিল অষ্ট স্থানে।
চারি ঘোড়া বিন্ধিয়া মারিল চারি বাণে।। ৫০।।
দুই বাণে সারথির হরিল পরাণ।
তিন বাণে ধ্বজ কাটি, কৈল তিনখান।। ৫১।।
আর এক ধনু বীর তুলিলা বাছিয়া।
পঞ্চ বাণ যুড়ে তা'থে সন্ধান পূরিয়া।। ৫২।।
কৃষ্ণের উপরে বাণ করয়ে প্রহার।
হেনকালে ধনুখান কাটিল অহার।। ৫৩।।
তবে আর ধনু লৈল, কাটিল শ্রীহরি।
তবে আর বিশাল মুষল নিল তুলি'।। ৫৪।।
কাটা গেল মুষল, তুলিল পট্টিখান।
কাটিয়া গোবিন্দ কৈলা তিল-পরমাণ।। ৫৫।।
তবে শূল তুলি' আর খড়্গ-চর্ম্ম ধরে।
শক্তি-তোমর বীর তোলে বারে বারে।। ৫৬।।
যত-যত অস্ত্র তোলে করিয়া সন্ধান।
লীলায় সকল অস্ত্র কাটে ভগবান্।। ৫৭।।
রথে হৈতে নাম্বে তবে খড়গ-চর্ম্ম হাতে।
ধাঞা যায় দুরাচার কৃষ্ণের সাক্ষাতে।। ৫৮।।
খড়্গ তুলি' ধায় বীর মারিবার তরে।
পতঙ্গ মরিতে যেন ধাইল অনলে।। ৫৯।।
তবে কৃষ্ণ ধনুকে যুড়িল চোখ বাণ।
খাণ্ডা-ঢাল কাটি' কৈল তিল-পরমাণ।। ৬০।।

শ্রীরুক্মিণীর প্রার্থনায় শ্রীকৃষ্ণের রুক্মীর প্রাণরক্ষণ

ক্রোধ করি' খড়গ নিল কাটিবার মনে।
দেখিয়া রুক্মিণীদেবী ধরিল চরণে।। ৬১।।
'দেব-দেব, যোগেশ্বর, অমোঘ-বিহার!
না মারিহ ভাই মোর, রাখ একবার।।' ৬২।।
তরাসে কম্পিত অঙ্গ, শুখায় বদন।
আউলাইল বসন-কেশ, না সরে বচন।। ৬৩।।
চরণে পড়িয়া দেবী বলে কাকুবাণী।
দেখিয়া দেবীর দুঃখ দেব-চক্রপাণি।। ৬৪।।
ফেলিয়া হস্তের খড়্গ প্রভু দয়াময়।
বস্ত্র দিয়া নির্য্যাসে বান্ধিল দুরাশয়।। ৬৫।।

রুক্মীর অপমান

বীর-আভরণ তা'র সব কৈল দূর।
ঠাঞি ঠাঞি রাখিয়া মুণ্ডিল দাড়ি-চুল।। ৬৬।।

শ্রীবলভদ্র কর্ত্তৃক রুক্মীর মুক্তি ও শ্রীরুক্মিণীকে সান্ত্বনা-দান

হেনকালে বলদেব সঙ্গে বীরগণ।
রুক্মীর যতেক সৈন্য কৈল নিপাতন।। ৬৭।।

আসিয়া দেখিল তবে রুক্মীর দুর্গতি।
চারিভিতে বেড়িয়া দাণ্ডায় সেনাপতি।। ৬৮।।
বন্ধন খসাঞা-বলে বলভদ্র-রায়।
'হেন কি কুৎসিত কর্ম্ম করিতে যুয়ায় ?' ৬৯
বুলিলা কৃষ্ণেরে কিছু ভর্ৎসনা-বিশেষ।
'কেনে হেন অপকর্ম্ম কৈলে, হৃষীকেশ ? ৭০
বন্ধুজন-মুণ্ডন—মরণ-সমতুল।
তুমি হঞা কেন তবে কৈলে এতদূর ?' ৭১
তবে রুক্মিণীর তরে বলে যদুপতি।
'ক্রোধ না করহ তুমি, কুলবতী সতী! ৭২
সুখ-দুঃখ কা'রে কেহ দিতে নাহি পারে।
সর্ব্বলোক নিজ-নিজ কর্ম্ম ভোগ করে।। ৭৩।।
বধযোগ্য হয় যদি নিজ-বন্ধুজন।
তবু তা'র বধ না করিয়ে অকারণ।। ৭৪।।
তা'র দোষে করিয়ে তাহারে পরিত্যাগ।
মরা যদি মারি, তবে কিবা কার্য্যভাগ ?' ৭৫
কিন্তু ক্ষত্র-কুলধর্ম্ম, ব্রহ্মার নির্ম্মাণ।
ভাই হঞা ভাই-বধ করে বিদ্যমান।। ৭৬।।
স্ত্রী-রাজ্য-বিত্ত-ভূমি-সম্পদ-কারণে।
একে এক মারিয়া মরয়ে অভিমানে।। ৭৭।।
বিষ্ণুমায়া-কল্পিত অজ্ঞান-মোহময়।
শত্রু-মিত্র, নিজ-পর নানা বুদ্ধি হয়।। ৭৮।।
এক আত্মা, নানা ভেদ,—দেখে মূঢ়জনে।
এক সূর্য্য দেখি যেন—নানা, স্থানে স্থানে।। ৭৯।।
অজর-অমর আত্মা, নাহি তার ভেদ।
পঞ্চভূতময় দেহে দেখি পরিচ্ছেদ।। ৮০।।
অজ্ঞান-কল্পিত দেবি, জীবের সংসার।
অজর-অমর আত্মা, শুদ্ধ অবিকার।। ৮১।।
অসত্য শরীরে নাহি আত্মার সংযোগ।
দেহের বিচ্ছেদে নাহি আত্মার বিয়োগ।। ৮২।।
দেহ-যোগ-কারণে আত্মার পরিচয়।
রবির প্রকাশে যেন চক্ষু রূপ লয়।। ৮৩।।
শরীর বিকারযুক্ত, আত্মা নির্ব্বিকার।
চন্দ্রকলা জন্মে, যেন মরে আরবার।। ৮৪।।
পরিপূর্ণ চন্দ্র তা'র নাহি বৃদ্ধি হ্রাস।
পরিপূর্ণ আত্মা, সভে দেহের বিনাশ।। ৮৫।।
না বুঝিয়া ভ্রমে লোক অসত্য-সংসারে।
স্বপনে পুরুষ যেন কামভোগ করে।। ৮৬।।
এ-বোল বুঝিয়া দেবি, শোক পরিহর।
তত্ত্বজ্ঞান ধরি' তুমি চিত্ত স্থির কর।।' ৮৭।।
এতেক বচন বলি' প্রবোধিল রামে।
চিত্ত নিবারিয়া দেবী কৈল সমাধানে।। ৮৮।।

দুষ্ট রুক্মীর 'ভোজকট'-পুরী নির্ম্মাণ
ও তথায় অবস্থান

তবে রুক্মী বলভদ্র দিলেন ছাড়িয়া।
হতবুদ্ধি হঞা গেল প্রাণ-মাত্র লঞা।। ৮৯।।
মারিল সকল সৈন্য বলভদ্র রণে।
আত্ম-বিড়ম্বন কৈল প্রভু ভগবানে।। ৯০।।
ব্যর্থ হৈল চিত্তের সকল অঙ্গীকার।
প্রাণ লঞা কেবল চলিল দুরাচার।। ৯১।।
'ভোজকট'-নামে কৈল পুরী নিরমাণ।
তথাই রহিল গিয়া পাঞা অপমান।। ৯২।।
'যাবত কুমতি কৃষ্ণে প্রাণে নাহি হানো।
যাবত ভগিনী উদ্ধারিলা নাহি আনো।। ৯৩।।
তাবৎ 'কুণ্ডিনপুরী' না দেখিব আর।
ভোজকট-পুর-বাস কৈলুঁ অঙ্গীকার।।' ৯৪।।
এ-বোল বুঝিয়া কৈল পুর-পরবেশ।
দ্বারকা-নগরে গেলা প্রভু হৃষীকেশ।। ৯৫।।

দ্বারকায় মহা আড়ম্বরে শ্রীকৃষ্ণের
শ্রীরুক্মিণীর পাণিগ্রহণ

শুভকালে বিভা কৈল বিধি-অনুসারে।
বিবিধ উৎসব হৈল প্রতি ঘরে-ঘরে।। ৯৬।।
পূরিল দ্বারকাপুরী আনন্দ-মঙ্গলে।
নরনারী হরষিত আনন্দে বিহ্বলে।। ৯৭।।
বিবিধ যৌতুক আনি' দিল পুরজনে।
ধ্বজ-পতকায় কৈল পুরী নিরমাণে।। ৯৮।।

বিচিত্র অম্বর-মালা-রতন তোরণ।
দুয়ারে দুয়ারে হেমঘট-আরোপণ।। ৯৯।।
ধূপ-দীপ বিরাজিত দ্বারকানগর।
প্রতিঘরে প্রতিপুরে আনন্দ-মঙ্গল।। ১০০।।
রাজপথে, পুরপথে চন্দনের ছড়া।
ফলকে ফলকে চলে নানা-বর্ণে ঘোড়া।। ১০১।।
মত্ত-গজ-মদ-জলে কর্দম উঠিল।
নৃপগণে যদুপুরী পূরিয়া রহিল।। ১০২।।
সর্ব্বলোক আনন্দিত, হসিত বদন।
নানা পরিহাস-কথা, ইষ্ট সম্ভাষণ।। ১০৩।।
আসিয়া বিদর্ভ-রাজ কৈল কন্যাদান।
বিবিধ যৌতুক দিল মহামতিমান্।। ১০৪।।
এইরূপে বিভা হৈল লক্ষ্মী-নারায়ণে।
বিহরে দ্বারকানাথ দ্বারকা-ভুবনে।। ১০৫।।
'রুক্মিণী-হরণ'-কথা শুনি' নৃপগণে।
রাজপুত্র, রাজকন্যা, নরনারীগণে।। ১০৬।।
বিস্ময় ভাবিয়া তা'রা হৈল চমকিত।
কহিল রুক্মিণীদেবী-হরণ-চরিত।।' ১০৭।।
হরিবংশে কহিলেন করিয়া বিস্তার।
ভাগবতে কহি সার করিয়া উদ্ধার।। ১০৮।।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস-বাণী।
রুক্মিণী-হরণ-কথা প্রেমতরঙ্গিণী।। ১০৯।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী-চতুঃপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।। ৫৪।।

পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায়

শম্বরাসুরকর্ত্তৃক প্রদ্যুম্ন-হরণ ও সমুদ্রে নিক্ষেপ
(বসন্ত-রাগ)

শুকমুনি বলে,—"রাজা শুন, পরীক্ষিত।
অতি অদভুত কথা দ্বারকা-চরিত।। ১।।
পূরবে আছিল কাম—বাসুদেব-অংশ।
হর-ক্রোধানলে তিঁহ হঞাছিলা ভস্ম।। ২।।
শরীর ধরিতে পুনরপি ইচ্ছা হৈল।
কৃষ্ণ-কলেবরে আসি' পরবেশ কৈল।। ৩।।
রুক্মিণীর গর্ভে তাঁ'র হৈল অবতার।
'প্রদ্যুম্ন' তাঁহার নাম—কৃষ্ণের কুমার।। ৪।।
আছিল 'শম্বর' নামে এক মহাসুর।
নানা-মায়াবিশারদ, পরম নিষ্ঠুর।। ৫।।
'শত্রু হঞা জনমিবে কৃষ্ণের নন্দন।'
সাবধানে আছে তা'র জানিয়া কারণ।। ৬।।
জনমিল শিশু, দশ দিন নাহি পূরে।
কামরূপ ধরি' পুর-পরবেশ করে।। ৭।।
ছাওয়াল হরিয়া নিঞা ফেলিল সাগরে।
সাগরের জলে ছাওাল নাহি মরে।। ৮।।
ছাওয়ালে গিলিল এক মৎস্য বলবানে।
জালে মৎস্য বন্দী কৈল মৎস্যজীবিগণে।। ৯।।
মৎস্য আনি' দিল শম্বরের বিদ্যমানে।
শম্বরের চিত্তে হৈল অদ্ভুত গেয়ানে।। ১০।।
মৎস্য লঞা গেল তবে সূপকারগণে।
খড়গ দিয়া মৎস্য কাটি কৈল খানখানে।। ১১।।
মৎস্যের উদরে তা'রা ছাওয়াল দেখিল।
মায়াবতী বিদ্যমানে শিশু নিঞা দিল।। ১২।।

শ্রীনারদকর্ত্তৃক মায়াবতীকে প্রদ্যুম্নের পরিচয়-দান

শিশু দেখি' মায়াবতী শঙ্কা পাইল মনে।
নারদ আসিয়া তত্ত্ব কহিল তখনে।। ১৩।।
যে নাম বালক যেন রূপে উপাদান।
যেরূপে শম্বরে হরি' নিল বিদ্যমান।। ১৪।।

যেনরূপে পরবেশ মৎস্যের উদরে।
কহিল সকল তত্ত্ব মুনি যোগেশ্বরে।। ১৫।।

মায়াবতীর পূর্ব্ব কাহিনী ও শিশু
প্রদ্যুম্নকে মায়াবতীর পালন

সে বোল শুনিঞা মায়াবতী হরষিতা।
পূরবে আছিলা তেঁহো কামের বনিতা।। ১৬।।
'রতি' নাম তাহার, পরম-রূপবতী।
অবধি করিয়া রহে—জনমিব পতি।। ১৭।।
শম্বরের ঘরে রহে ধরি' মায়াবেশ।
শুনিয়া নারদ-মুখে মরম-বিশেষ।। ১৮।।
জানিঞা শিশুর তত্ত্ব করয়ে পালন।
দিনে দিনে বাড়ে শিশু সর্ব্ব-সুলক্ষণ।। ১৯।।
অল্প দিবসে হৈল যৌবন সঞ্চার।
মহাভুজ, মহাবল বিক্রমে বিশাল।। ২০।।
সাক্ষাৎ মদন যেন দিল দরশন।
দেখিয়া নারীর চিত্ত মোহে সেইক্ষণ।। ২১।।
অমল-কমল-পত্র নয়ন সুন্দর।
আজানুলম্বিত ভুজ-অঙ্গ মনোহর।। ২২।।
দেখিয়া স্বামীর নব যৌবন-বিলাস।
মাতৃভাব তেজি' রতি দিল পরকাশ।। ২৩।।
ব্যঞ্জিয়া সুরতি-রস রহে সন্নিধান।
দেখিয়া কি বলে তবে কাম পঞ্চবাণ।। ২৪।।
'মাতৃভাব তেজিয়া কামিনীভাব ধর।
মা হইয়া কেন তুমি হেন কর্ম্ম কর?' ২৫

মায়াবতীর প্রদ্যুম্নকে নিজ পরিচয় প্রদান

রতি বলে,—'তুমি, নাথ, স্বামী যে আমার।
'রতি'-নামে হই আমি রমণী তোমার।। ২৬।।
যখনে তোমার দশ দিন নাহি পুরে।
তুমি নারায়ণ-সুত, হরিল শম্বরে।। ২৭।।
দৈবযোগে লাগ পাইলুঁ মৎস্যের উদরে।
তুমি গিয়া মার' এই শম্বর-অসুরে।। ২৮।।
শম্বর তোমার রিপু নানা-মায়া জানে।
তুমিহ মায়ায় তা'রে মারহ যতনে।। ২৯।।
তোমার জননী, নাথ, শোকেতে আতুরা।
হত-সুতা ধেনু যেন সতত ব্যাকুলা।।' ৩০।।
এতেক বচন বলি' রতি মায়াবতী।
মহামায়া-বিদ্যা তা'রে দিলা যোগগতি।। ৩১।।

শ্রীপ্রদ্যুম্নকর্ত্তৃক শম্বরাসুর-বধ

তবে গেলা প্রদ্যুম্ন শম্বর বিদ্যমান।
ডাকিয়া কি বলে তবে বীরের প্রধান।। ৩২।।
'আরে রে শম্বর, অসুর দুরাচার।
আসিয়া সংগ্রাম কর অগ্রেতে আমার।। ৩৩।।
নহে বা সগণে তোর হরিব জীবন।
নহে বেটা মোর সহে করসিয়া রণ।।' ৩৪।।
অসহ্য-বচন শুনি' শম্বর-অসুর।
বীরদর্প করি' বীর ডাকিল নিষ্ঠুর।। ৩৫।।
পদাঘাতে যেন ফণধরে ক্রোধ করে।
ক্রোধ করি' মহাবীর উঠিল সত্বরে।। ৩৬।।
প্রলয়-কালের যেন জ্বলন্ত অনল।
গদা হাথে করি' বীর নাম্বিলা সত্বর।। ৩৭।।
গদাপাট তুলিয়া ভ্রময়ে মহাবীর।
'রহ রহ আরে বেটা, রণে হও স্থির।।' ৩৮।।
নির্ঘাত নিষ্ঠুর ঘোর শবদ করিয়া।
ফেলিয়া মারিল গদা এ-বোল বুলিয়া।। ৩৯।।
গদাপাট পড়িল দেখিয়া ভগবান্।
তুলিলা আপন গদা বীরের প্রধান।। ৪০।।
গদায় কাটিয়া গদা কৈল খণ্ড-খণ্ড।
আকর্ণ পূরিয়া কৈল শবদ প্রচণ্ড।। ৪১।।
তবে কোন কর্ম্ম করে দৈত্য দুরাশয়।
ময়-বিনির্ম্মিত মায়া করিয়া আশ্রয়।। ৪২।।
শিলা-বরিষণ করে কামের উপরে।
উড়ায় রুক্মিণী-সুত এ-গাছ-পাথরে।। ৪৩।।

তবে কোন কর্ম্ম করে গোবিন্দনন্দন।
সত্ত্বময়ী মহাবিদ্যা কৈল স্মঙরণ।। ৪৪।।
খণ্ডিল অসুর-মায়া—শিলা-বরিষণ।
তবে নানা-মায়া করে অসুর সৃজন।। ৪৫।।
গন্ধর্ব-অসুর-নাগ পিশাচের মায়া।
শত শত সৃজিলেক ক্রোধপর হঞা।। ৪৬।।
সকল আসুরী মায়া করিয়া খণ্ডন।
তীক্ষ্ণ খড়্গ লৈল তবে কৃষ্ণের নন্দন।। ৪৭।।
মুকুট-কুণ্ডল-সহে শম্বরের শির।
ভূমিতলে কাটিয়া পাড়িলা মহাবীর।। ৪৮।।
পড়িল শম্বর বীর, দেবের হরিষ।
শুনিঞা অসুরগণে করে বিমরিষ।। ৪৯।।
দেবগণে স্তুতি করে, পুষ্প-বরিষণ।
বধিল শম্বর-বীর কৃষ্ণের নন্দন।। ৫০।।

প্রদ্যুম্ন ও রতির আকাশ-
মার্গে দ্বারকা-যাত্রা

কোন কর্ম্ম করে তবে রতি মায়াবতী।
চলিল আকাশ-পথে লঞা নিজপতি।। ৫১।।
আনিল দ্বারকাপুরী আঁখির নিমিষে।
রতিপতি-রতি কৈল পুর-পরবেশে।। ৫২।।
জলধর-শ্যাম তনু রাজীব-লোচন।
আজানুলম্বিত ভুজ, মুদিত-বদন।। ৫৩।।
পীতবস্ত্র পরিধান মন্দ-মন্দ হাস।
বিলোল-অলকাবলি কপোল-বিলাস।। ৫৪।।
পুরনারী কৃষ্ণ হেন মানিঞা তাঁহারে।
লজ্জায় লুকায় তাঁ'রা, চিনিতে না পারে।। ৫৫।।
অলপে অলপে কৈলা ভিন্ন অনুমান।
ধীরে ধীরে নারীগণ গেলা সন্নিধান।। ৫৬।।

প্রদ্যুম্ন-দর্শনে রুক্মিণীদেবীর পুত্রবাৎসল্যোদয়

স্মঙরিলা রুক্মিণীদেবী আপন তনয়।
পুত্র-প্রেম উপজিল আনন্দ-হৃদয়।। ৫৭।।

নিকটে দাণ্ডাঞা দেবী কি বলে বচন।
'কোথা হৈতে আইলা এথা পুরুষ-রতন? ৫৮
নবঘন-শ্যাম তনু, রাজীব-লোচন।
পরম সুন্দর, মহাপুরুষ-লক্ষণ।। ৫৯।।
কাহার তনয় হয়, কিবা নাম ধরে?
কোন্ পুণ্যবতী গর্ভে ধরিল ইঁহারে? ৬০
মোর পুত্র নষ্ট হৈল, হরিল অসুরে।
যদি বা কোথাতে জীয়ে কোন পুণ্যফলে।। ৬১।।
হেন হয় ইহারি সমান রূপ-বেশ।
হরিল অসুরে, তা'র না পাই উদ্দেশ।। ৬২।।
ইহাতে কৃষ্ণের সম কেনে রূপ দেখি।
আকৃতি প্রকৃতি যেন কৃষ্ণ-হেন লখি।। ৬৩।।
এই বা ছাওয়াল হয়, লয় মোর মতি।
ইহারে বাড়য়ে মোর অধিক-পীরিতি।।' ৬৪।।
এইরূপে করে দেবী নানা অনুমান।
হেনকালে গেলা তথা প্রভু ভগবান্।। ৬৫।।

যাদবগণ-সমীপে শ্রীনারদের
প্রদ্যুম্ন-বিবরণ প্রদান

দাণ্ডাঞা রহিলা গিয়া প্রভু যদুমণি।
তভু কিছু না বুলিলা সর্ব্বতত্ত্ব জানি'।। ৬৬।।
বসুদেব, দৈবকী—যতেক পুরজনে।
সকলে দেখিতে গেলা হরষিত-মনে।। ৬৭।।
কহিলা নারদে আসি' তাহার কারণ।
শম্বর-হরণ-আদি যত বিবরণ।। ৬৮।।
শুনিঞা সকল লোক হৈলা চমকিত।
বিস্ময় ভাবিয়া পাছে হৈলা হরষিত।। ৬৯।।
পুত্র কোলে করি' দেবী দিল আলিঙ্গন।
হরিষে পূরিল তনু, চুম্বিল বদন।। ৭০।।
বসুদেব, দৈবকী আর আপনে শ্রীহরি।
অধিক আনন্দসিন্ধু, পুত্র কোলে করি'।। ৭১।।
নষ্টপুত্র প্রদ্যুম্ন লভিয়া পুরজনে।
পূজিয়া মন্দিরে নিল হরষিতমনে।। ৭২।।

কহিল শম্বর-বধ, প্রদ্যুম্ন-চরিত।
শুনিলে সম্পদ্ বাড়ে, হরয়ে দুরিত।।" ৭৩।।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস-বাণী।
প্রদ্যুম্নচরিত্র-কথা, প্রেমতরঙ্গিণী।। ৭৪।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী-পঞ্চপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।। ৫৫।।

ষট্‌পঞ্চাশ অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণের সত্রাজিত-কন্যার পাণিগ্রহণ

(তুড়ী-রাগ)

"সত্রাজিত অপরাধ করিতে খণ্ডন।
আপনে আনিঞা কন্যা কৈল নিবেদন।। ১।।
স্যমন্তক-মণি দিয়া কৈলা পরিহার।
কন্যা নিল কৃষ্ণ, মণি না লৈল তাহার।।" ২।।
তবে রাজা জিজ্ঞাসিল ভাবিয়া বিস্ময়।
'সত্রাজিত কোন্ পাপ কৈলা অতিশয়? ৩
আপনে আসিয়া কন্যা দিল কি কারণে?
স্যমন্তক-মণি সে পাইল কোন্ স্থানে?" ৪

সূর্য্য হইতে সত্রাজিতের স্যমন্তক-মণিলাভ

মুনি বলে,—"শুন, রাজা, হঞা সাবধান।
কহিব তোমারে স্যমন্তক-উপাখ্যান।। ৫।।
আছিল পুরুষ এক 'সত্রাজিত'-নাম।
সূর্য্যের পরম সখা, ভকতপ্রধান।। ৬।।
তুষ্ট হঞা মণি তা'রে দিলা দিন-করে।
মণি কণ্ঠে করি' সত্রাজিত যায় ঘরে।। ৭।।

সত্রাজিতকে অজ্ঞ জনগণের সূর্য্য-জ্ঞান

প্রবেশ করিল গিয়া দ্বারকামণ্ডলে।
তা'র তেজ কোন লোক সহিতে না পারে।। ৮।।
অদভুত দেখি' লোক ধাঞা গিয়া চায়।
দূরে থাকি' তা'র তেজ সহনে না যায়।। ৯।।
দ্যূত-কেলি করেন আপনে ভগবান্।
ধাঞা গিয়া সর্ব্বলোক কহে বিদ্যমান।। ১০।।
'নমো নারায়ণ, শঙ্খ-চক্র-গদাধর।
অরবিন্দ-লোচন, গোবিন্দ, দামোদর।। ১১।।
নিকটে আসিয়া সূর্য্য দিলা দরশন।
তোমারে দেখিতে হৈল সূর্য্য-আগমন।। ১২।।
দেবগণ তোমারে দেখিতে বাঞ্ছা করে।
ধরিয়া গোপত-বেশ আছ যদুকুলে।।' ১৩।।

শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক অজ্ঞতা-নিরাস

শুনিয়া লোকের বাণী হাসে নারায়ণ।
'তুমি-সব তা'র কিছু না জান মরম।। ১৪।।
মণি-লঞা সত্রাজিত যায় নিজঘরে।
স্যমন্তক-মণি তা'রে দিলা দিবাকরে।।' ১৫।।

স্যমন্তক-মণির প্রভাব

সত্রাজিত নিজপুরে কৈলা পরবেশ।
আনন্দ-উৎসব কৈল মঙ্গল-বিশেষ।। ১৬।।
দেবঘরে মণি লঞা স্থাপিল ব্রাহ্মণে।
অষ্টভার কাঞ্চন প্রসবে দিনে-দিনে।। ১৭।।
দুর্ভিক্ষ, অরিষ্ট, সর্প, আধি-ব্যাধি, ভয়।
সে মণি যথাতে থাকে, গ্রহপীড়া নয়।। ১৮।।

সত্রাজিত নিকটে শ্রীকৃষ্ণের স্যমন্তকমণি-প্রার্থনা

একদিন কৃষ্ণ মণি মাগিলা আপনে।
রাজারে দিবার তরে সত্রাজিত-স্থানে।। ১৯।।

সত্রাজিতের শ্রীকৃষ্ণ-প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান

সত্রাজিত না দিল ধনের লোভে মণি।
পুনরপি কিছু না বলিল চক্রপাণি।। ২০।।

সিংহকর্ত্তৃক প্রসেন-বধ

'প্রসেন'-নামেতে সত্রাজিত-সহোদর।
মৃগয়া করিতে গেলা বনের ভিতর।। ২১।।
মণি কণ্ঠে ধরি', অশ্বে আরোহণ করি'।
ঘোড়া-সহ বনে তা'রে মারিল কেশরী।। ২২।।

জাম্ববানের স্যমন্তকমণি-প্রাপ্তি

প্রসেন মারিয়া সিংহ মণি লঞা যায়।।
হেনকালে জাম্ববান্ তা'র লাগ পায়।। ২৩।।
সিংহ মারি' মণি লঞা গেল জাম্ববান্।
সুড়ঙ্গে প্রবেশ কৈলা বীরের প্রধান।। ২৪।।
ছাওয়ালে খেলিতে দিল সেই মণি লঞা।
সত্রাজিত মনে চিন্তে ভাই না দেখিয়া।। ২৫।।

মিথ্যা-অপবাদ-নিরাকরণার্থ শ্রীকৃষ্ণের
স্যমন্তক-অনুসন্ধান

'অন্য কেহ নাহি বধে মোর সহোদর।
প্রসনে বধিয়া মণি নিল গদাধর।।' ২৬।।
এই কথা সর্ব্বলোক জপে কাণে-কাণে।
আপনার নিন্দা কৃষ্ণ শুনিল আপনে।। ২৭।।
করিবারে চাহে কৃষ্ণ দুর্যশ-খণ্ডন।
চলিলা বিবিধ-সৈন্য করিয়া সাজন।। ২৮।।
প্রসেনের পথে গেলা সেই অনুসারে।
প্রসেন পড়িয়া আছে বনের ভিতরে।। ২৯।।
প্রসেনে মারিয়া সিংহ লঞা গেল মণি।
সগণে চলিলা কৃষ্ণ তা'র তত্ত্ব জানি'।। ৩০।।
বনে-বনে যায় কৃষ্ণ সিংহ-অনুসারে।
মরা সিংহ পড়ি' আছে পর্ব্বত-শিখরে।। ৩১।।
সিংহ মারি' মণি লঞা গেল জাম্ববান্।
জানিল সকল তত্ত্ব প্রভু ভগবান্।। ৩২।।
বাহিরে সকল সৈন্য থুঞা হৃষীকেশ।
সুড়ঙ্গ-ভিতরে তবে কৈলা পরবেশ।। ৩৩।।

শ্রীজাম্ববান-সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের যুদ্ধ

পাতালে প্রবেশ কৈল প্রভু যদুরায়।
রাজপুরে মণি লঞা ছাওয়াল খেলায়।। ৩৪।।
প্রভু মনে কৈল যদি মণি হরিবারে।
ধাত্রীমাতা দেখিয়া ডাকিল উচ্চস্বরে।। ৩৫।।
এ-বোল শুনিঞা ক্রোধ কৈল জাম্ববান্।
সত্ত্বরে চলিয়া গেলা কৃষ্ণ-সন্নিধান।। ৩৬।।
দেখিয়া মানুষ-বেশ কৈলা অবজ্ঞান।
যুঝিবার তরে তবে হৈলা আগুয়ান।। ৩৭।।
দুই বীরে বাজিল সমর ঘোরতর।
অস্ত্রে অস্ত্রে কাটাকাটি মহাভয়ঙ্কর।। ৩৮।।
গাছ-পাথরেতে যুদ্ধ, খড়্গে কাটাকাটি।
শূল-ত্রিশূলের রণ, বাণ-ছুটাছুটি।। ৩৯।।
বুকে বুকে ঠেলাঠেলি, মুষ্টির প্রহার।
বাহে বাহে জড়াজড়ি, আহব বিশাল।। ৪০।।
অষ্টাবিংশ দিন ধরি' আছিল সংগ্রাম।
রজনী-দিবস নাহি তিলেক বিশ্রাম।। ৪১।।
লীলায় যুঝয়ে হরি, নাহি পরিশ্রম।
দিনে-দিনে জাম্ববান্ হৈলা অবসন্ন।। ৪২।।
বজ্রসম মারে কৃষ্ণ মুষ্টির প্রহার।
সন্ধিবন্ধ ছিণ্ডি' যায়, দেখে অন্ধকার।। ৪৩।।

জাম্ববানের পরাজয় ও শ্রীকৃষ্ণকে ইষ্টদেবজ্ঞানে
নিজ-কন্যাসহ স্যমন্তকমণি-সমর্পণ

শ্রমজলে পূরিল সকল কলেবর।
যুঝিতে না পারে বীর হৈল হতবল।। ৪৪।।
তবে বীর জানিল—সাক্ষাত ভগবান্।
'মোর সনে যুঝিতে অন্যের কোন্ প্রাণ।। ৪৫

জানিল সাক্ষাত তুমি বিষ্ণু সুরপতি।
পুরাণ-পুরুষ তুমি, ত্রিজগত-গতি।। ৪৬।।
প্রাণ, বল, তেজ, বীর্য্য—সকল তোমার।
আপনে সৃজিয়া কর আপনে সংহার।। ৪৭।।
ব্রহ্মা-আদি সুরে কর আপনে সৃজন।
আপনে সংহার কর, আপনে পালন।। ৪৮।।
যাহার কিঞ্চিত-ক্রোধ-কটাক্ষ-পাতনে।
ভয়ে সিন্ধু পথ ছাড়ি' দিল সেইক্ষণে।। ৪৯।।
ইচ্ছা-মাত্র হৈল সেতু-বন্ধ-নিরমাণ।
রাবণের মুণ্ড কাটি দিল বলিদান।। ৫০।।
সেই-সে জানকী-পতি—মোর প্রাণনাথ।
অশেষ-করুণাসিন্ধু দেখিলুঁ সাক্ষাত।।' ৫১।।
জানিল প্রভুর তত্ত্ব যদি জাম্ববান্।
হাসিয়া উত্তর তবে দিলা ভগবান্।। ৫২।।
করিয়া কমল-করে অঙ্গ মারজন।
কৃপায় কি বলে, মেঘ-গম্ভীর বচন।। ৫৩।।
মণি-হেতু আমার এথাতে আগমন।
মিথ্যা অপযশ চাহি করিতে খণ্ডন।।' ৫৪।।
তবে জাম্ববান্ যুক্তি কৈল মনে-মনে।
জাম্ববতী-কন্যা আনি' কৈল সমর্পণে।। ৫৫।।
শুভক্ষণ করি' বীর কৈলা কন্যাদান।
কন্যার যৌতুকে দিল রতনপ্রধান।। ৫৬।।

শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যাগমনে বিলম্ব-দর্শনে
তদ্‌বিনাশাশঙ্কায় পরিজনগণের শোক

কৃষ্ণের বিলম্ব দেখি' সুড়ঙ্গ-দুয়ারে।
আছিল সকল লোক বনের ভিতরে।। ৫৭।।
দ্বাদশ দিবস ধরি' বিলম্ব চাহিয়া।
চলিল সকল লোক দুঃখ-শোক পাঞা।। ৫৮।।
বসুদেব-দৈবকী-রুক্মিণী-বিদ্যমানে।
কহিল সকল লোক দ্বারকা-ভুবনে।। ৫৯।।
সব পুরজন হৈল শোকে অচেতন।
বিলাপ করিয়া কান্দে প্রতি জনে-জন।। ৬০।।

সত্রাজিতে গালি তবে দেয় সর্ব্বলোক।
সতত আকুল হৈয়া করে দুঃখ-শোক।। ৬১।।
সর্ব্বলোক মেলি' করে দেবী-উপাসনা।
সঙ্কল্প করিয়া করে দুর্গা-আরাধনা।। ৬২।।

শ্রীজাম্ববতীসহ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীদ্বারকা-প্রত্যাবর্ত্তন

হেনকালে দেব-দেব ত্রিভুবন-নাথ।
সাধিয়া সকল কাজ, কন্যা করি' সাথ।। ৬৩।।
দ্বারকনগরে আসি' দিল দরশন।
দেখিয়া আনন্দ হৈল সব পুরজন।। ৬৪।।
ঘরে-ঘরে, পুরে-পুরে আনন্দ বাধাই।
সর্ব্বলোক উৎসব করয়ে সর্ব্ব ঠাঞি।। ৬৫।।

শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক সত্রাজিৎকে মণি-প্রত্যর্পণ

তবে সভা করিয়া বসিলা জগন্নাথ।
সত্রাজিতে ডাক দিয়া আনিল সাক্ষাত।। ৬৬।।
তা'র হাতে মণি দিয়া প্রভু নারায়ণ।
আদি হনে কহিল সকল বিবরণ।। ৬৭।।
মণি পাঞা সত্রাজিত হৈল হেঁট-মাথা।
লাজে কিছু না বলিলা মনে পাঞা ব্যথা।। ৬৮।।

সত্রাজিৎকর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণকে মণিসহ
শ্রীসত্যভামার্পণ

মণি লঞা সত্রাজিত গেলা নিজ ঘরে।
শোকেতে ব্যাকুল হঞা চিন্তে নিরন্তরে।। ৬৯।।
'ঈশ্বরের সনে মোর জন্মিল বিবাদ।
কিরূপে খণ্ডিবে মোর হেন অপরাধ? ৭০
কোন্ কর্ম্মে প্রসন্নতা হইবে শ্রীহরি?
কোন্ কর্ম্ম কৈলে লোকে নাহি দেয় গালি? ৭১
ধনলোভী মুঞি, মূঢ় অতি অগেয়ান।
কোন্ কর্ম্ম করিয়া তুষিব ভগবান? ৭২
সভে মোর আছে এক এই সে উপায়।
কন্যা দিলে যদি তুষ্ট হয় যদুরায়।।' ৭৩।।

এতেক চিন্তিয়া কন্যা লঞা সত্রাজিত।
গোবিন্দ-চরণে কন্যা কৈলা সমর্পিত।। ৭৪।।
মণি-সহে কন্যা দিয়া কৈলা পরিহার।
'মোর অপরাধ, নাথ, ক্ষেম একবার।।" ৭৫।।

শ্রীকৃষ্ণের সত্যভামাকে গ্রহণ কিন্তু মণি-প্রত্যাখ্যান

কন্যা লৈলা কৃষ্ণ তা'র, না লইলা মণি।
সত্যভামা বিভা কৈলা প্রভু চক্রপাণি।। ৭৬।।
"না নিব তোমার মণি, লঞা চল ঘর।
থাকুক সূর্য্যের মণি তোমার গোচর।। ৭৭।।
ফলভাগী আমি-সব, চিন্তা পরিহর।
সূর্য্য-ভক্ত তুমি, মণি লঞা চল ঘর।।' ৭৮।।
সন্তোষ করিয়া পাঠাইলা সত্রাজিত।
দেখিয়া সকল লোক হৈলা আনন্দিত।। ৭৯।।
সত্যভামা বিভা করি' প্রভু হৃষীকেশ।
আনন্দ-মঙ্গলে কৈল পুর-পরবেশ।।" ৮০।।
ধীর-শিরোমণি শ্রীল গদাধর জান।
ভাগবত আচার্য্যের মধুরস গান।। ৮১।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী-ষট্পঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।। ৫৬।।

সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায়

পাণ্ডবগণের মৃত্যু শ্রবণে শ্রীকৃষ্ণ-
বলরামের হস্তিনাপুর-যাত্রা
(গান্ধার-রাগ)

মুনি বলে,—"কহি আর অদভুত কথা।
সাবধানে শুন, রাজা কৃষ্ণ-গুণ-গাথা।। ১।।
সর্ব্বতত্ত্ব জানেন সর্ব্বজ্ঞ-চূড়ামণি।
তভু নানা নাট করে প্রভু চক্রপাণি।। ২।।
যুধিষ্ঠির-আদি করি' পঞ্চ সহোদর।
জউঘরে পুড়ি' মৈল—শুনি গদাধর।। ৩।।
কুল-ব্যবহার হরি করিবার তরে।
চলিলা হস্তিনাপুরে দুই সহোদরে।। ৪।।
ভীষ্ম-দ্রোণ-কৃপাচার্য্য ভেল দরশন।
বিদুর-গান্ধারী-সেহ হৈল সম্ভাষণ।। ৫।।
সকল বান্ধবগণে একত্র মিলিয়া।
নানা দুঃখ-শোক কৈল বিষাদ ভাবিয়া।। ৬।।
ইষ্ট-মিত্র-সম্ভাষণ-কথা-অনুসারে।
কথোদিন রহিলা বান্ধবগণ-মেলে।। ৭।।

শতধন্বার সত্রাজিত-হত্যা ও মণি-অপহরণ

হেনকালে কৃতবর্মা-অক্রূর মিলিয়া।
দুইজনে শতধন্বা আনিল ডাকিয়া।। ৮।।
কহিল তাহারে দুহেঁ মন্ত্রণাবচন।
'এখনে না লহ মণি হরি' কি কারণ? ৯
প্রতিজ্ঞা করিয়া আমা-সভা-বিদ্যমান।
তবে লঞা করে কৃষ্ণে কন্যা-সম্প্রদান।। ১০।।
সত্রাজিতে পাঠাহ ভাইর অনুসারে।
মণি হরি' আন গিয়া এই অবসরে।।' ১১।।
কৃতবর্মা-অক্রূরের শুনিঞা উত্তর।
খড়্গ লঞা শতধন্বা চলিলা সত্তর।। ১২।।
সত্রাজিতে নিদ্রায় বধি' দুষ্টমতি।
মণি লঞা দুরাচার গেল শীঘ্রগতি।। ১৩।।

সত্যভামার বিলাপ ও হস্তিনাপুরে শ্রীকৃষ্ণ-নিকট-গমন

বিলাপ করিয়া কান্দে যত নারীগণ।
সত্যভামাদেবী শুনে বাপের মরণ।। ১৪।।

মরা বাপ দেখি পাই বিস্তর সন্তাপ।
'হা তাত, হা তাত' করি' করয়ে বিলাপ।। ১৫।।
কাকুবাদ করি' দেবী কান্দিলা বিস্তর।
তৈলদ্রোণে ধরিয়া বাপের কলেবর।। ১৬।।
চলিলা হস্তিনাপুরে কৃষ্ণবিদ্যমানে।
বাপের মরণ—কথা কৈলা নিবেদনে।। ১৭।।
সত্রাজিত-বধ শুনি' রাম-দামোদর।
বিলাপ করিয়া দুঁহে কান্দিলা বিস্তর।। ১৮।।
নরবেশ ধরি' হরি করে নর-লীলা।
বিবিধ কৌতুক করি' করে নানা-খেলা।। ১৯।।
অনিত্য সংসার, ছলে জগতে বুঝায়।
সঙ্গদোষে সর্ব্বলোক সুখ-দুঃখ পায়।। ২০।।

শ্রীকৃষ্ণবলরাম ও শ্রীসত্যভামার দ্বারকা-প্রত্যাবর্ত্তন

তবে রাম, কৃষ্ণ, সত্যভামা—তিনজনে।
দ্বারকা চলিয়া গেলা ত্বরিত-গমনে।। ২১।।
কোন যুক্তি করে তবে প্রভু চক্রপাণি।
'শতধন্বা মারিয়া হরিয়া নিব মণি।।' ২২।।

শতধন্বার কৃতবর্মা-নিকটে আশ্রয় প্রার্থনা; কৃতবর্মার অস্বীকার

এ-বোল শুনিয়া শতধন্বা দুরাচার।
পরাণে কাতর হঞা চিন্তে প্রতিকার।। ২৩।।
কৃতবর্ম্মা-স্থানে গিয়া কৈলা নিবেদন।
'আমার সহায় হঞা রাখহ জীবন।।' ২৪।।
কৃতবর্ম্মা বলে,—ইহা না হয় উচিত।
ঈশ্বর সহে কেনে করিব দুরিত ? ২৫
তাঁর সনে বিবাদ করিব কোন্ জন ?
কেবা নাহি মরে করি' ঈশ্বর লঙ্ঘন ? ২৬
যাঁ'র দ্বেষ করি' কংস হারায় পরাণ।
জরাসন্ধ হঞা কত হারিল সংগ্রাম।। ২৭।।
তাঁ'র সহ আমি কেনে করিব বিবাদ ?
কোটি কল্পে না ঘুচে ঈশ্বর-অপরাধ।।' ২৮।।

অক্রূরের শতধন্বা-সমীপে শ্রীকৃষ্ণমহিমা-কীর্ত্তন

তবে অক্রূরের ঠাঞি কৈলা নিবেদন।
শুনিয়া অক্রূর তবে কি বোলে বচন।। ২৯।।
'হরি হরি, হেন বাণী কহিতে যুয়ায় ?
ঈশ্বরের সনে কেবা বিবাদ বাড়ায়!! ৩০
সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয় লীলায় হয়ে যাঁ'র।
যাঁ'র মায়া ব্রহ্মা নাহি পারে জানিবার।। ৩১।।
সপ্ত বৎসরের শিশু পর্ব্বত তুলিয়া।
সপ্ত দিন রহে এক হস্তে ত' ধরিয়া।। ৩২।।
ছাওয়াল তুলিয়া যেন তোলে ছাতিয়ানা।
তা'র সনে বিবাদ করিব কোন্ জনা ? ৩৩
সে দেব-চরণে মোর রহু নমস্কার।
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডপতি, অনন্ত-বিহার।।' ৩৪।।

অক্রূর-পাশে মণি রাখিয়া শতধন্বার পলায়ন

তবে শতধন্বা বীর কোন কর্ম্ম কৈল।
অক্রূরের স্থানে লঞা মণি সমর্পিল।। ৩৫।।
শতেক যোজনগামী ঘোড়ায় চড়িয়া।
যায় শতধন্বা বীর ত্বরিতে পলাঞা।। ৩৬।।

শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক শতধন্বার বধ ও মণি অনুসন্ধান

গরুড়-লাঞ্ছন রথে করি' আরোহণ।
তা'র পাছে ধাঞা যায় রাম-জনার্দ্দন।। ৩৭।।
মনোজব চারি ঘোড়া শীঘ্রগতি যাঁ'র।
রথখান চলে যেন পবন-সঞ্চার।। ৩৮।।
শতধন্বা গেল যদি শতেক-প্রহর।
ঘোড়া পড়ি মৈল তবে বনের ভিতর।। ৩৯।।
মিথিলার উপবনে ঘোড়াকে তেজিয়া।
হাঁটিয়া পলায় বনে মনে ভয় পাঞা।। ৪০।।
খরতর মহাচক্র নিজকরে ধরি'।
রথ হনে আপনি নামিলা শ্রীহরি।। ৪১।।
চক্রে শির কাটিয়া বসন বিচারিল।
বস্ত্রের ভিতরে তা'র মণি না পাইল।। ৪২।।

তবে কৃষ্ণ গিয়া কহে বলভদ্র-স্থানে।
'মিথ্যা কার্য্যে শতধন্বা বধিলু পরাণে।। ৪৩।।
মণি তা'র স্থানে নাহি, চাহিলু বিচারি'।
তবে রাম কহিলা কিঞ্চিৎ ক্রোধ করি'।। ৪৪।।
'না জানি, কাহার স্থানে মণিরাজ থুঞা।
শতধন্বা আইল এথা মনে ভয় পাঞা? ৪৫

শ্রীবলদেবের মিথিলা-যাত্রা ও শ্রীকৃষ্ণের
দ্বারকা-প্রত্যাগমন

তথা গিয়া মণি চাহ, যাহ নিজপুরে।
আমি কথোদিন রহি' বিদেহ-নগরে।। ৪৬।।
দেখিতে আমার ইচ্ছা মিথিলা-নগরী।
তুমি রথে চড়ি', কৃষ্ণ, যাহ নিজপুরী।।' ৪৭।।
এতেক বচন কহি' হলধর রায়।
মিথিলা প্রবেশ করি' রাজপুরে যায়।। ৪৮।।
দেখিয়া জনক রাজা হরষিত-মনে।
পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়া রামে পূজিল বিধানে।। ৪৯।।
দিব্য গন্ধ-মাল্য দিয়া বসন-ভূষণ।
পূজিল জনক-রাজা রামের চরণ।। ৫০।।
কথোদিন তথাতে রহিলা বলরাম।
জনকের পীরিতি করিলা অবিরাম।। ৫১।।
তবে সুযোধন গেলা মিথিলানগরে।
পূজিলা জনক-রাজা পরম-আদরে।। ৫২।।

শ্রীবলদেব-সমীপে দুর্যোধনের গদাযুদ্ধ-শিক্ষা

গদা-শিক্ষা কৈলা রাজা বলভদ্র-স্থানে।
কৌতুকে রহিলা রাম ইষ্ট-সম্ভাষণে।। ৫৩।।
কৃষ্ণ উত্তরিল গিয়া দ্বারকা-ভুবনে।
কহিলা সকল কথা লোক-বিদ্যমানে।। ৫৪।।
সত্যভামা-দেবী সম্ভাষিয়া যদুবর।
পোড়াইল নিঞা সত্রাজিত-কলেবর।। ৫৫।।
বন্ধুগণ দিয়া পরলোকে সমুচিত।
করায় সকল কর্ম্ম বিধান বিহিত।। ৫৬।।

অক্রূরের দ্বারকা হইতে পলায়ন ও
দ্বারকায় বহুবিধ উপদ্রব

শতধন্বা-বধ কৈলা প্রভু চক্রপাণি।
কৃতবর্ম্মা, অক্রূরের শুনিলা হেন বাণী।। ৫৭।।
ভয় পাঞা তা'রা পালাইল দুইজনে।
দ্বারকা ছাড়িয়া গেলা ত্বরিত-গমনে।। ৫৮।।
হেনকালে দ্বারকাতে হইল উৎপাত।
ভূমিকম্প, দুর্ভিক্ষ, অরিষ্ট, বজ্রপাত।। ৫৯।।
দ্বারকা তেজিয়া যদি অক্রূর চলিল।
বহুবিধ উতপাত দ্বারকায় হৈল।। ৬০।।

উপদ্রব-কারণ সম্বন্ধে অজ্ঞগণের জল্পনা

না জানিঞা কহে কেহো, হেন মনে গণে।
তা'রা সব কৃষ্ণের মহিমা নাহি জানে।। ৬১।।
যাঁর নাম শ্রবণে অশেষ বিঘ্ন হরে।
হেন প্রভু বৈসে যথা যোগ-যোগেশ্বরে।। ৬২।।
হেন কি তাহাতে ঘটে অরিষ্ট-সঞ্চার?
না বুঝিয়া কেহ কেহ করে অঙ্গীকার।। ৬৩।।
'অনাবৃষ্টি পূরবে আছিল কাশীপুরে।
শফল্ক আনিয়া কন্যা দিল কাশীশ্বরে।। ৬৪।।
তবে কাশীপুরে হৈল মেঘ বরিষণ।
তা'র পুত্র অক্রূর বৈষ্ণব-মহাজন।। ৬৫।।
যথাতে অক্রূর থাকে, তথা নাহি উতপাত।
দুর্ভিক্ষ অরিষ্ট নহে, না হয় নির্ঘাত।।' ৬৬।।
এইরূপে বৃদ্ধগণে বলে অনুক্ষণ।
পরমার্থ নহে কিছু সে-সব বচন।। ৬৭।।

শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক অক্রূরকে দ্বারকায় আনয়ন ও সভাস্থলে অক্রূর-
কর্ত্তৃক গচ্ছিত মণি-প্রদর্শন ও অক্রূরকে মণি প্রত্যর্পণ

বৃদ্ধগণ-বচন শুনিয়া যদুরায়।
যতন করিয়া তবে অক্রূরে আনায়।। ৬৮।।
তবে অক্রূরের সনে করি' সম্ভাষণে।
কুশল জিজ্ঞাসা কৈলা বিনয়-বচনে।। ৬৯।।

হাথাহাথি করিয়া কহিল প্রিয়-কথা।
জানিঞাহ জিজ্ঞাসিল সর্ব্বচিত্তজ্ঞাতা।। ৭০।।
'শতধন্বা মণি থুইল তোমা-বিদ্যমানে।
পূরবেই আমি তাহা জানি ভাল-মনে।। ৭১।।
অনপত্য হঞা দৈবে মৈল সত্রাজিত।
কন্যার পুত্রের হয় ন্যায় সমুচিত।। ৭২।।
তথাপি আমার তা'থে নাহি কিছু দায়।
আমার অগ্রজ ভাই প্রতীত না যায়।। ৭৩।।
খসাঞা দেখাহ মণি লোক-বিদ্যমানে।
জানুক ইহার মর্ম্ম সর্ব্ব-পুরজনে।। ৭৪।।
কাঞ্চন নির্ম্মিত বেদি, কাঞ্চনের ঘরে।
মণির প্রসাদে যজ্ঞ কর নিরন্তরে।। ৭৫।।
হস্তে করি' সকলে দেখাহ তুমি মণি।
ভ্রাতা বলরামে যেন রহে তত্ত্ব জানি'।।' ৭৬।।
শুনিয়া অক্রুর মনে বড় পাইল লাজ।
কোঁচা হৈতে খসাঞা দেখায় মণিরাজ।। ৭৭।।
সূর্য্যসম-তেজ, মণি দিল কৃষ্ণহাতে।
হস্তে করি' মণি দেখাইলা জগন্নাথে।। ৭৮।।
আপনার অপযশ করিয়া খণ্ডনে।
পুনরপি দিলা মণি অক্রুরের স্থানে।। ৭৯।।

মণিদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের শিক্ষা
অর্থ হইতে অনর্থ

অর্থ হইতে অনর্থ—দেখায় ভগবান্।
অর্থ হৈতে কারো কভু না হয় কল্যাণ।। ৮০।।
কৃষ্ণ হৈয়া দুঃখ পাইলা অর্থের কারণে।
এ-বোল বুঝিয়া অর্থ তেজে বধুজনে।। ৮১।।
আপনে করিয়া কর্ম্ম লোকেরে বুঝায়।
অর্থের কারণে লোক এত দুঃখ পায়।। ৮২।।
পুত্র হৈতে নহে কারো সুখ-উপাদান।
প্রদ্যুম্ন-হরণে দেখাইলা ভগবান্।। ৮৩।।
অর্থ হৈতে অনর্থ—দেখায় মণি-ছলে।
লোক বুঝাইতে প্রভু হেন কর্ম্ম করে।। ৮৪।।
অশেষ দুরিত হরে মণি-উপাখ্যান।
কৃষ্ণের মহিমা-বীর্য্য যা'থে উপাদান।। ৮৫।।
শুনে বা শুনায়, যেবা করয়ে স্মরণ।
অশেষ দুরিত হরে, দুর্যশ-খণ্ডন।। ৮৬।।
হরিভক্তি হয় তা'র বিষ্ণুপদে বাস।"
ভাগবত-আচার্য্যের প্রবন্ধ-প্রকাশ।। ৮৭।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী-সপ্তপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।। ৫৭।।

অষ্টাপঞ্চাশ অধ্যায়

পাণ্ডবগণসহ শ্রীকৃষ্ণের চারিমাস ইন্দ্রপ্রস্থে অবস্থান
(মল্লার-রাগ)

মুনি বলে,—"অদভুত কহিব কাহিনী।
সাবধানে শুন, রাজা কৃষ্ণ-গুণবাণী।। ১।।
পোড়া গেল পাণ্ডব, জানিল সর্ব্বজনে।
পুনরপি আইল তা'রা দ্রুপদ-ভবনে।। ২।।
বন্ধুগণ-সহে তথা হৈল দরশনে।
ইন্দ্রপ্রস্থে গেলা কৃষ্ণ তাহার কারণে।। ৩।।
মরা পাণ্ডবের পুন আগমন শুনি'।
ইন্দ্রপ্রস্থে দেখিতে চলিলা যদুমণি।। ৪।।
অখিল-ভুবনপতি কৈলা আগমন।
বার্ত্তা পাঞা ত্বরিতে উঠিলা বীরগণ।। ৫।।
আগুবাড়ি' দূরে গিয়া কৈল সম্ভাষণ।
পূজিয়া আনিল ঘরে দিয়া আলিঙ্গন।। ৬।।
অঙ্গস্পর্শে সকল দুরিত গেল দূর।
বাড়িল আনন্দ-রস-তরঙ্গ প্রচুর।। ৭।।

যুধিষ্ঠির-চরণ বন্দিয়া প্রভু হরি।
ভীমের চরণে তবে নমস্কার করি'।। ৮।।
কোলাকুলি কৈল তবে অজ্জুর্নের সহে।
বীরগণে কৃষ্ণচন্দ্র পূজিলা উৎসাহে।। ৯।।
সহদেব, নকুল করিয়া পরণাম।
পূজিয়া চরণপদ্মে কৈলা প্রণিধান।। ১০।।
মন্দিরে বসিলা হরি কনক-আসনে।
দ্রৌপদী আসিয়া তবে কৈলা সম্ভাষণে।। ১১।।
সাত্যকি পূজিয়া তবে কৃষ্ণ-অনুচর।
পূজিল সকল সৈন্য বিধান-কুশল।। ১২।।
কুন্তী সম্ভাষিয়া কৈল চরণ-বন্দন।
একে একে কৈলা কৃষ্ণ ইষ্ট-সম্ভাষণ।। ১৩।।
কুন্তী কিছু কহে প্রেমে গদগদ বাণী।
পূর্ব্ব-দুঃখ স্মঙরিয়া চক্ষে পড়ে পানি।। ১৪।।
'তখনি কুশল হৈল, দুঃখ গেল দূর।
যখনে এথাতে তুমি পাঠাইলে অক্রূর।। ১৫।।
তখনে জানিল, আছে স্মরণ তোমার।
সভার বান্ধব তুমি, পরমদয়াল।। ১৬।।
স্মরিলে সকল দুঃখ কর বিমোচন।
সভার হৃদয়ে বৈস, জীবের জীবন।।' ১৭।।
তবে যুধিষ্ঠির রাজা বলে কোন বাণী।
'কোন্ তপ কৈল আমি, মরম না জানি।। ১৮।।
যোগেশ্বরগণ যাঁ'রে না পায় ধেয়ানে।
হীনমতি আমি সব দেখিলুঁ নয়নে।।' ১৯।।
এইরূপে কৈল রাজা স্তবন-বন্দন।
চারিমাস তথাতে রহিলা নারায়ণ।। ২০।।

শ্রীকৃষ্ণলাভার্থ তপস্যারতা কালিন্দীর উপাখ্যান

বানর-লাঞ্ছন-রথে চড়ি' একদিনে।
অর্জ্জুনের সনে কৃষ্ণ গেলা ঘোর বনে।। ২১।।
তূণ, বাণ, গাণ্ডিব, কাছিয়া শরাসন।
অর্জ্জুন চলিলা বনে মৃগয়া-কারণ।। ২২।।
বিন্ধিয়া মারিল গণ্ডার, মহিষ, শূকর।
ব্যাঘ্র, ভল্লুক, মৃগ, গবয়, শরভ।। ২৩।।
যজ্ঞ-পশু লঞা গেল যত ভৃত্যগণে।
যজ্ঞকালে দিল লঞা রাজা-বিদ্যমানে।। ২৪।।
তৃষ্ণায় শ্রমিত হঞা দুই মহাবীর।
বায়ুবেগে রথে গেলা যমুনার তীর।। ২৫।।
জল পান করিয়া বসিলা দিব্যরথে।
হেনকালে দিব্য-কন্যা দেখিল সাক্ষাতে।। ২৬।।
অর্জ্জুনে পাঠাঞা দিল প্রভু যদুমণি।
'পুছ দেখি' কার' কন্যা পরম-রমণী? ২৭
সুন্দরী, সুরূপা কন্যা চারুদরশনা।
রমণীরতন, মহারুচির-বদনা।।' ২৮।।
পুছিলা অর্জ্জুন গিয়া কন্যা-বিদ্যমান।
'কা'র কন্যা, কেবা তুমি, কি তোমার নাম? ২৯
কোথা হৈতে কোথা যাহ, বৈস কোন্ স্থানে?
পতি-বাঞ্ছা কর—হেন বুঝি অনুমানে।।' ৩০।।
এ বোল শুনিঞা কন্যা দিলেন উত্তর।
কহিব আপন কথা, শুন, বীরবর! ৩১
'কালিন্দী' আমার নাম, সূর্য্যের দুহিতা।
যমুনার জলে বসি, হঞা ব্রতযুতা।। ৩২।।
তপস্যা করিয়া করি কৃষ্ণ-আরাধন।
যাবৎ কৃষ্ণের সঙ্গে না হয় দর্শন।। ৩৩।।
কৃষ্ণ-বিনে আমি বর না বরিব আন।
যতদিনে তুষ্ট হন প্রভু ভগবান্।। ৩৪।।
বাপের নির্ম্মিত ঘর জলের ভিতরে।
তথা রহি' তপ আমি করি' নিরন্তরে।।' ৩৫।।
শুনিঞা অর্জ্জুন তবে কন্যার উত্তর।
কৃষ্ণ-বিদ্যমানে গিয়া কহিলা সকল।। ৩৬।।
কন্যা লঞা রথে তুলি' প্রভু যদুবীর।
উত্তরিলা আসি' যথা রাজা যুধিষ্ঠির।। ৩৭।।
কহিল সকল কথা রাজা-বিদ্যমানে।
বিশ্বকর্ম্মা আনি' কৈলা পুরী নিরমাণে।। ৩৮।।
তবে রাজা যুধিষ্ঠির বিধানকুশল।
কন্যা আনি' থুইল সেই পুরীর ভিতর।। ৩৯।।

এইরূপে তথাতে আছেন যদুরায়।
দিনে দিনে বন্ধুগণে আনন্দ বাড়ায়।। ৪০।।

অগ্নিকর্ত্তৃক অর্জুন পুরস্কৃত

ইন্দ্রের 'খাণ্ডব' বন খাইব হুতাশনে।
অর্জুন সহায় তা'র গেলা তে-কারণে।। ৪১।।
কৃষ্ণ গেলা হঞা তা'র রথের সারথি।
অর্জুন যুঝিল গিয়া ইন্দ্রের সংহতি।। ৪২।।
খাণ্ডব পুড়িয়া তবে ভক্ষিল অনলে।
তুষ্ট হৈলা অগ্নি তবে অর্জুনের তরে।। ৪৩।।
অক্ষয়-কবচ দিল, দিব্য তূণ-বাণ।
শ্বেত-বর্ণের ঘোড়া দিল, ধনুক প্রধান।। ৪৪।।

ময়দানবদ্বারা পাণ্ডবগণ-
নিমিত্ত সভা-নির্ম্মাণ

'ময়'-নামে দানব আছিল সেই বনে।
বনদাহে রাখিল অর্জুন বলবানে।। ৪৫।।
দিব্য-সভা দিল ময় করিয়া নির্ম্মাণ।
অর্জুন আনিঞা দিল রাজা-বিদ্যমান।। ৪৬।।
জল-স্থল-ভ্রম যা'থে পাইলা দুর্য্যোধনে।
হেন সভা আনি' দিল রাজার সদনে।। ৪৭।।

শ্রীকৃষ্ণের কালিন্দী ও মিত্রবিন্দার পাণিগ্রহণ

এইরূপে কথোদিন থাকিয়া শ্রীহরি।
কৌতুকে চলিলা তবে দ্বারকানগরী।। ৪৮।।
আগুবাড়ি' কথোদূর গেলা যুধিষ্ঠির।
চৌদিগে যোগান ধরি' যায় যত বীর।। ৪৯।।
নিজগণ-সহ কৃষ্ণ গেলা নিজপুরে।
আনন্দে পূরিল সব দ্বারকা নগরে।। ৫০।।
সূর্য্যের দুহিতা-বিভা কৈল শুভক্ষণে।
উৎসবে পূরিল পুরী আনন্দ-বাজনে।। ৫১।।
'বিন্দ-অনুবিন্দ'-নামে দুই সহোদর।
অবন্তীনগরে রাজা মহাধনুর্দ্ধর।। ৫২।।
শিশুকাল হৈতে তা'রা ধরে কৃষ্ণদ্বেষ।
দুর্য্যোধনে রত তা'রা, তাহাতে বিশেষ।। ৫৩।।
'মিত্রবিন্দা'-নামে তা'র আছিল ভগিনী।
নিষেধ করিল কৃষ্ণে অনুরাগ শুনি'।। ৫৪।।
রাজাধিদেবীর কন্যা—পিসাত-ভগিনী।
হরিয়া আনিঞা বিভা কৈলা চক্রপাণি।। ৫৫।।

শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক
সপ্তবৃষ-বন্ধন

কোশলপুরের রাজা, নামে 'নগ্নজিত'।
পরম-ধার্ম্মিক রাজা, জ্ঞানে সুপণ্ডিত।। ৫৬।।
'সত্যা'-নামে কন্যা তা'র হৈলা নাগ্নজিতী।
পরম-রূপসী কন্যা গুণ-শীলবতী।। ৫৭।।
সপ্ত মহাবৃষ রাজা বান্ধিল দুয়ারে।
সেই সে করিবে বিভা, যে জিনিতে পারে।। ৫৮।।
তীক্ষ্ণ-উর্দ্ধ-শৃঙ্গ বৃষ বিষম-সন্ধান।
বীর-গন্ধ না সহে, প্রখর বলবান্।। ৫৯।।
আসিয়া যুঝিল যত নৃপতি-সমাজ।
সবেই হারিয়া গেলা মনে পাঞা লাজ।। ৬০।।
এ-বোল শুনিঞা গেলা আপনে শ্রীহরি।
বীরের প্রধান সেনাপতি সঙ্গে করি'।। ৬১।।
শুনিঞা কোশলপতি কৃষ্ণ-আগমন।
আগুবাড়ি' গিয়া কৈল চরণ-বন্দন।। ৬২।।
পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়া রাজা পূজিল বিধানে।
আনিয়া বসাইল কৃষ্ণে দিব্য-সিংহাসনে।। ৬৩।।
নানা-উপহার দিল করিয়া পীরিতি।
পূজিল পদারবিন্দ করিয়া ভকতি।। ৬৪।।
দেখিয়া রাজার কন্যা পুরুষ-রতন।
কাম্য করি' করে দেবী অগ্নি-আরাধন।। ৬৫।।
'ব্রতযুক্তা যদি মুঞি হঙ তপস্বিনী।
মোর পতি হউক তবে এই চক্রপাণি।।' ৬৬।।
পূজিয়া কোশলপতি শ্রীহরি-চরণ।
করজোড়ে করে কিছু আত্মনিবেদন।। ৬৭।।

'আত্মানন্দে পরিপূর্ণ তুমি ভগবান্।
অল্পমতি কি করিব ভকতি-প্রধান? ৬৮
যাঁ'র পদরজ শিরে ধরে প্রজাপতি।
গিরীশ, সুরেশগণ, কমলা, পার্ব্বতী।। ৬৯।।
ধর্ম্ম-পরিত্রাণ-হেতু নানা-তনু ধরে।
সে প্রভু তুষিব আমি কোন্ পরকারে?' ৭০
রাজার বচন শুনি' রাজরাজেশ্বর।
হাসিয়া দিলেন মেঘ-গম্ভীর উত্তর।। ৭১।।
'ক্ষত্রিকুলে এই ধর্ম্ম না করি প্রার্থনা।
মাগিলে জগতে রহে দুর্যশ-ঘোষণা।। ৭২।।
তথাপি তোমার কন্যা মাগি নরপতি।
তোমার সহিতে যেন বাঢ়য়ে পীরিতি।।' ৭৩।।
তবে রাজা বলে কিছু বিনয়-বচনে।
'তোমার অধিক বর নাহি ত্রিভুবনে।। ৭৪।।
অশেষ লাবণ্যধাম, সর্ব্বগুণ-নিধি।
লক্ষ্মী যাঁ'র পদযুগ সেবে নিরবধি।। ৭৫।।
কিন্তু একখানি মোর সভে আছে কাজ।
বীর-বল পরীক্ষিতে কৈল এই ব্যাজ।। ৭৬।।
সভে মোর সেইখানি আছে বিমরিষ।
সপ্ত-গোটা বৃষ আছে মহা দুর্দ্ধরিষ।। ৭৭।।
অনেক নৃপতিগণ যুদ্ধভঙ্গ হই'।
প্রাণ লঞা গেল তা'রা অপমান পাই'।। ৭৮।।
এই সপ্তগোটা বৃষ বান্ধ একবারে।
মোর কন্যার বর তুমি উচিত বিচারে।।' ৭৯।।
এতেক বচন শুনি' প্রভু দামোদর।
দৃঢ় পরিকর করি' বান্ধিলা কুণ্ডল।। ৮০।।
সপ্তরূপ আপনে ধরিয়া ভগবান্।
সপ্ত-বৃষ বান্ধে কাষ্ঠ-পুত্তলি-সমান।। ৮১।।
হতবল, হতদর্প করি' বৃষগণ।
দামদড়ি দিয়া কৈল নির্য্যাসে বন্ধন।। ৮২।।

নাগ্নজিতী-বিবাহ

'ধন্য ধন্য' সর্ব্বলোকে করয়ে বাখান।
তুষ্ট হঞা তবে রাজা কৈলা কন্যাদান।। ৮৩।।
লক্ষ্মীকান্ত বর দেখি' রাজ-পত্নীগণে।
মঙ্গল-আচার করে হরষিত-মনে।। ৮৪।।
উৎসব-আনন্দে পুরী পূরিল সকল।
শঙ্খ-ভেরী-মৃদঙ্গ-বাজন মনোহর।। ৮৫।।
নরনারীগণে মেলি' বাঢ়িল প্রসাদ।
পুরোহিত দ্বিজগণে করে আশীর্ব্বাদ।। ৮৬।।
দশ-সহস্র ধেনু দিল কনকে মণ্ডিত।
তিন-সহস্র নারী দিল ভূষণে ভূষিত।। ৮৭।।
মদমত্ত দিল নব-সহস্র কুঞ্জর।
তা'র শতগুণ দিল রথ মনোহর।। ৮৮।।
তা'র শতগুণ ঘোড়া শীঘ্র-গতি যা'র।
তা'র শতগুণ দিল পাইক যুঝার।। ৮৯।।
বর-বধূ রথে তুলি' করিয়া সাজন।
বিবিধ মঙ্গল-গীত, বিবিধ বাজন।। ৯০।।
চালাঞা কোশলপতি গেলা কথোদূর।
বিদায় করিয়া পাছে আইলা নিজপুর।। ৯১।।
রাজগণে শুনিয়া এ-সব সমাচার।
আসিয়া বেঢ়িল তা'রা পথের মাঝার।। ৯২।।
যা'র যা'র দর্পভঙ্গ হৈল বৃষ-সনে।
তা'রা তা'রা আসিয়া বেঢ়িল দৃঢ়মনে।। ৯৩।।
বাণ বরিষণ করে সৈন্যের উপর।
তা' দেখিয়া উঠিলা অর্জ্জুন ধনুর্দ্ধর।। ৯৪।।
গাণ্ডীবে যুড়িয়া বীর খরসান বাণ।
যুঝিলা অর্জুন বীর করিয়া সন্ধান।। ৯৫।।
বিচলিল রাজসৈন্য, গেল ভয় পাঞা।
সিংহ দেখি' মৃগ যেন যায় পলাইলা।। ৯৬।।
'সত্যা' বিভা করি' তবে প্রভু হৃষীকেশ।
সর্ব্ব সৈন্য লঞা কৈলা দ্বারকা-প্রবেশ।। ৯৭।।
'নাগ্নজিতী' লঞা কৃষ্ণ বিচিত্র-মন্দিরে।
রমাপতি বিবিধ কৌতুকে রতি করে।। ৯৮।।

ভদ্রা-পরিণয়

'শ্রুতকীর্ত্তি'-নামে বসুদেবের ভগিনী।
তা'র কন্যা 'ভদ্রা'-নামে পরম রমণী।। ৯৯।।

কেকয়-রাজার কন্যা—পিসাত-ভগিনী।
ভাইগণে দিলা, বিভা কৈলা চক্রপাণি।। ১০০।।
'সন্তর্দন'-আদি তা'র যত ভাইগণে।
কন্যা আনি' দিল তা'রা কৃষ্ণের চরণে।। ১০১।।

লক্ষ্মণা-বিবাহ

মদ্রদেশে আর এক আছিল নৃপতি।
'লক্ষণা' তাহার কন্যা মহারূপবতী।। ১০২।।
তা'র স্বয়ম্বর হয় শুনিঞা কেশবে।
কন্যা হরি' আনি' বিভা করিলা মাধবে।। ১০৩।।

ষোড়শ-সহস্র রাজকন্যা-বিবাহ

ষোড়শ-সহস্র আর রাজকন্যা আনি'।
'নরক' মারিয়া বিভা, কৈলা চক্রপাণি।। ১০৪।।
অষ্ট-মহিষী বিভা, গোবিন্দ-চরিত।
শুনিলে সম্পদ্ বাঢ়ে, হরয়ে দুরিত।।" ১০৫।।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস-বাণী।
ভাগবত-পুণ্যকথা প্রেমতরঙ্গিণী।। ১০৬।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণ্যষ্টপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।। ৫৮।।

একোনষষ্টিতম অধ্যায়

নরকাসুরের অত্যাচার-কাহিনী
(রামকিরী-রাগ)

তবে রাজা জিজ্ঞাসিলা মুনির চরণে।
"নরক-অসুর-বধ কৈল কি কারণে? ১
ষোড়শ-সহস্র কন্যা করিয়া হরণ।
নরকে আনিল, কিবা তাহার কারণ? ২
কহ গুরু,—যদুনাথ-বিক্রম-বিস্তার।
শ্রুতি-সুখ হরিকথা অমৃতরসাল।।" ৩।।
শুকদেব বলে,—"কহি শুন, নরেশ্বর।
অদভুত কৃষ্ণকথা শ্রুতি-মনোহর।। ৪।।
নরক ইন্দ্রের ছত্র আনিল হরিয়া।
অদিতির নিল শ্রুতি-কুণ্ডল কাঢ়িয়া।। ৫।।
দেবের বিহার-স্থল মণিময় গিরি।
সুরগণ-সম্পদ্ সকল নিল হরি'।। ৬।।
কৃষ্ণের চরণে ইন্দ্র কৈলা বিজ্ঞাপন।
নরক-জনিত দুঃখ যত নিবেদন।। ৭।।
এ-বোল শুনিঞা কৃষ্ণ চলিলা সত্ত্বরে।
সত্যভামা তুলি' লৈল গরুড়-উপরে।। ৮।।

শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক মুর ও নরকাসুর-বধ-কথা

প্রাগ্জ্যোতিষপুরে যাই হৈলা উপসন্ন।
পর্ব্বতের গড়, পুরী চৌদিগে দুর্গম।। ৯।।
অস্ত্রে-শস্ত্রে গড়, আর দেখি ভয়ঙ্কর।
বিষম জলের গড় তাহার ভিতর।। ১০।।
অনলের আর গড় পরশে-আকাশ।
পবনের গড় ঝড়বাত-পরকাশ।। ১১।।
দৃঢ়তর মুরপাশ তাহার ভিতরে।
তবে মুরহর-হরি কোন যুক্তি করে।। ১২।।
ভাঙ্গিলা পর্ব্বত-গড় গদার প্রহারে।
কাটিল অস্ত্রের গড় খরশান শরে।। ১৩।।
অগ্নি-গড়, জল-গড়, পবনের গড়।
চক্রে কাটি' কৈল দূর প্রভু গদাধর।। ১৪।।
খড়্গে মুরপাশ কাটি' কৈলা খান-খান।
শঙ্খনাদে দৈত্যগণে কৈলা কম্পমান।। ১৫।।
মারিয়া গদার বাড়ি ভাঙ্গিলা প্রাচীর।
শঙ্খনাদ শুনিঞা উঠিল মহাবীর।। ১৬।।

'মুর' নাম ধরে, তা'র পাঁচ হয় শির।
জলের ভিতরে শুইয়া থাকে মহাবীর।। ১৭।।
ত্রিশূল তুলিয়া বীর ধাইলা সত্বরে।
প্রলয়-কালের যেন জ্বলন্ত অনলে।। ১৮।।
ত্রৈলোক্য গিলিতে মুখ মেলে পঞ্চখান।
ফিরায় ত্রিশূল-পাট বজ্রের সমান।। ১৯।।
গরুড়ের শিরে তুলি' মারিল ত্রিশূল।
পঞ্চমুখে কৈল মহা শবদ নিষ্ঠুর।। ২০।।
দশদিক্, আকাশ পূরিল দিগন্তর।
ব্রহ্মাণ্ড-কটাহ যুড়ি' পূরিল অন্তর।। ২১।।
পড়িব ত্রিশূলপাট দেখিল শ্রীহরি।
দুই শরে কাটে শূল তিনখান করি'।। ২২।।
পাঁচ শরে পঞ্চমুখ বিন্ধিল তাহার।
ক্রোধেতে জ্বলিল সে অসুর দুরাচার।। ২৩।।
ফেলিয়া মারিল গদা কৃষ্ণের উপরে।
তবে নিজ গদা তুলি' নিল গদাধরে।। ২৪।।
গদায় কাটিয়া গদা কৈল খান-খান।
তবে দশ ভুজ তুলি' ধাইল বলবান্।। ২৫।।
চক্রে মাথা কাটি' তা'র প্রভু চক্রধর।
ছয়খান কৈল বীর রণের ভিতর।। ২৬।।
মুর কাটা গেল—যেন পর্ব্বত-শিখর।
পড়িল দারুণ বীর জলের ভিতর।। ২৭।।
মুরের আছিল সপ্ত-পুত্র মহাবলী।
বাপের মরণ শুনি' ধাইল ক্রোধ করি'।। ২৮।।
'তাম্র', 'অন্তরীক্ষ'-নাম, 'শ্রবণ' কুমার।
'বিভাবসু', 'বসু', 'নভস্বান্' দুরাচার।। ২৯।।
'অরুণ' কনিষ্ঠ, জ্যেষ্ঠ 'পীঠ'-নাম জানি।
সাত পুত্র ধাইল বাপের বধ শুনি'।। ৩০।।
নানা-অস্ত্র ধরে তারা সমরে যুঝার।
শর বরিষণ করে খড়্গের প্রহার।। ৩১।।
গদা-শক্তি-ত্রিশূল-তোমর-মুদগর।
ক্ষেপিল সকল অস্ত্র কৃষ্ণের উপর।। ৩২।।
অমোঘ-বিক্রম হরি কোন কর্ম্ম করে।
কাটিল সকল অস্ত্র খরতর শরে।। ৩৩।।
তিল-পরিমাণ করি' কৈলা খণ্ড খণ্ড।
কারো মাথা কাটিল, কারো ভুজদণ্ড।। ৩৪।।
মাঝে মাঝে কাটা গেল কেহ খর-শরে।
সাত বীর কাটা গেল, গেল যম-ঘরে।। ৩৫।।
শুনিঞা নরক-রাজা পৃথিবী-কুমার।
সাত বীর কাটা গেল, মহাবলী আর।। ৩৬।।
প্রলয় অনল যেন ক্রোধে বীর জ্বলে।
আকর্ণ শবদ করি' উঠিল সত্বরে।। ৩৭।।
মদমত্ত মহাগজ মেঘ-পরিমাণ।
সঙ্গে করি' লয় যত বীরের প্রধান।। ৩৮।।
ধাঞা আইল ধরাসুত পুরের বাহিরে।
চৌদিগে বেড়িয়া তা'রা রহে মহাবীরে।। ৩৯।।
গরুড়ের কান্ধে হরি দেখিল অসুরে।
সতড়িত মেঘ যেন সূর্য্যের উপরে।। ৪০।।
দেখিয়া জ্বলিল ভূমিসুত মহাবীর।
দংশিল অধরপুট, কম্পিত শরীর।। ৪১।।
শতঘ্নী ফেলিয়া মারে কৃষ্ণের উপরে।
যোধগণে নানা-অস্ত্র ফেলে একবারে।। ৪২।।
অস্ত্র-বরিষণে হৈল রণে অন্ধকার।
তবে কৃষ্ণ শিলীমুখ যুড়ে তীক্ষ্ণধার।। ৪৩।।
সৈন্যের উপরে মেলে শিলীমুখ-বাণ।
কা'রো মাথা কাটা গেল, কা'রো নাক-কাণ।। ৪৪।।
কেহ মাঝে কাটা গেল, কা'রো হাত-পা।
কা'রো আঁখি-মুখ, কা'রো কাটা গেল গা।। ৪৫।।
তুরঙ্গ-মাতঙ্গ পড়ে রণের ভিতরে।
রণ-ভূমি শোভা করে বীর কলেবরে।। ৪৬।।
যত বাণ ছাড়ে বীর করিয়া সন্ধান।
বাণে কাটি' করে কৃষ্ণ তিল পরমাণ।। ৪৭।।
তবে কোন কর্ম্ম করে বিনতা-নন্দন।
তুণ্ডের প্রহারে করে সৈন্য-নিপাতন।। ৪৮।।

গজকুম্ভে করি তীক্ষ্ণ নখের প্রহার।
পাখসাটে পাড়ে ঘোড়া শীঘ্রগতি যা'র।। ৪৯।।
তুণ্ড নখে খণ্ড খণ্ড গজ-কলেবর।
প্রাণ লঞা পলাইল পুরের ভিতর।। ৫০।।
ভূমিসুত দেখি' সর্ব্ব-সৈন্য বিচলিল।
শক্তি-পাট তুলি' বীর সাত পাক দিল।। ৫১।।
ফেলিয়া মারিল শক্তি কৃষ্ণের উপরে।
না কাঁপিল যদুসিংহ শক্তির প্রহারে।। ৫২।।
কুসুমের মালা যেন পড়ে গজ-শিরে।
ব্যর্থশক্তি দেখিয়া ত্রিশূল নৈল করে।। ৫৩।।
যাবত নরক-বীর শূল নাহি ছাড়ে।
চক্রে মাথা কাটিয়া আনিল চক্রধরে।। ৫৪।।
মুকুট-কুণ্ডল-হার শিরের ভূষণ।
ভূমিতে পাড়িল শির দেখিতে শোভন।। ৫৫।।
পড়িল নরকবীর রণের মাঝারে।
দৈত্যগণে শবদ উঠিল হাহাকারে।। ৫৬।।
মুনিগণে স্তুতি কৈল, দুন্দুভি-বাজন।
সুরগণে কৈল দিব্য মালা-বরিষণ।। ৫৭।।

শ্রীধরাদেবীকর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণস্তুতি

বৈজয়ন্তী-মালা, আর অদিতি-কুণ্ডল।
পৃথিবী আনিঞা দিল কৃষ্ণের গোচর।। ৫৮।।
আনিঞা ইন্দ্রের ছত্র কৈলা সমর্পণ।
মহামণি দিয়া দেবী কৈল নিবেদন।। ৫৯।।
প্রণাম করিয়া দেবদেবের চরণে।
করযোড় করি' স্তুতি করে শুদ্ধমনে।। ৬০।।
'নমো নমো, দেবদেব, শঙ্খচক্রধর।
ভকত-ইচ্ছায় ধর দিব্য কলেবর।। ৬১।।
নমো, হে পঙ্কজনাভ, হে পঙ্কজ-মালি!
নমো, হে পঙ্কজনেত্র, চিত্র-গাত্রধারী।। ৬২।।
নমো, হে পঙ্কজপদ, নমো, ভগবান্!
বাসুদেব, চক্রধর, পুরুষপুরাণ।। ৬৩।।
নমো, অজ, জগত-জনক, পূর্ণবোধ।
অনন্ত-শকতি, ভব-জলনিধি-পোত।। ৬৪।।
রজোগুণ ধরি' তুমি বিশ্ব সৃষ্টি কর।
তমোগুণ ধরি' তুমি জগত সংহার।। ৬৫।।
সত্ত্বগুণ ধরি' কর জগত-পালন।
প্রকৃতি-পুরুষ, কাল, তুমি নারায়ণ।। ৬৬।।
মুঞি পৃথ্বী, জল, জ্যোতি, আকাশ, পবন।
বিষয়, ইন্দ্রিয়-আদি, সব দেবগণ।। ৬৭।।
জীব, জীবগতি, আর যত চরাচর।
এ-সব কল্পিত প্রভু, ভরম-কেবল।। ৬৮।।
অদ্বৈত, পরমানন্দ, তুমি সভে সত্য।
তোমা-বিনে ভ্রম সব কিছু নহে নিত্য।। ৬৯।।
নরকের পুত্র এই ভয় পাঞা মনে।
চরণপঙ্কজে, নাথ, পশিল শরণে।। ৭০।।
প্রপন্ন-পালন, নাথ, করিবে পালন।
করপদ্ম কর' নাথ, শিরে আরোপণ।।' ৭১।।
এত স্তুতি কৈলা যদি ভক্তি-ভাব করি'।
পৃথিবীর তরে তুষ্ট হইলা শ্রীহরি।। ৭২।।

শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক ষোড়শ সহস্র
রাজকন্যার পাণিগ্রহণ

নরকের পুত্রকে অভয় বর দিয়া।
অন্তঃপুরে গেলা তবে আপনে চলিয়া।। ৭৩।।
ষোড়শ-সহস্র কন্যা জিনিঞা নৃপতি।
আনিঞা নরক-রাজা রাখিল দুর্ম্মতি।। ৭৪।।
ষোড়শ-সহস্র কন্যা দেখিয়া শ্রীহরি।
বিমোহিত হৈল তা'রা লজ্জা পরিহরি'।। ৭৫।।
মনে মনে বরিল সকল কন্যাগণে।
'এই পতি হৌক মোর জনমে জনমে।। ৭৬।।
দেবগণ তুষ্ট হউ, বিধি অনুকূল।
এই পতি হয় যেন রূপের ঠাকুর।।' ৭৭।।
তা'-সভার হৃদয় বুঝিয়া বনমালী।
দ্বারকা পাটাঞা দিল নরযানে তুলি'।। ৭৮।।

মহাধন-ভাণ্ডার, বিচিত্র রথ, ঘোড়া।
মদমত্ত গজ—যেন পর্ব্বতের চূড়া।। ৭৯।।
ঐরাবত-কুলজাত পাণ্ডুর-বরণ।
চারিদন্ত মনোহর, সর্ব্ব-সুলক্ষণ।। ৮০।।
বাছিয়া চৌষট্টি গজ আনি' গদাধরে।
সকল পাঠাঞা দিল দ্বারকানগরে।। ৮১।।

শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রপুরিতে গমন ও পারিজাত-হরণ

তবে কৃষ্ণ স্বর্গলোকে কৈলা আরোহণ।
ইন্দ্র-আদি দেবগণ কৈলা সম্ভাষণ।। ৮২।।
স্বর্গলোক পবিত্র করিতে আছে মন।
স্বর্গপুরে গেলা হরি তাহার কারণ।। ৮৩।।
অদিতির তরে দিল রতন-কুণ্ডল।
মহামণি-ছত্র দিল ইন্দ্রের গোচর।। ৮৪।।
ইন্দ্র-আদি দেবগণ পূজিল বিধানে।
সত্যভামাদেবী পূজে দেবপত্নীগণে।। ৮৫।।
দেবগণ-সনে হরি কৈলা সম্ভাষণ।
পুনরপি ক্ষিতিতলে করিলা গমন।। ৮৬।।
সত্যভামা বচনে তুলিয়া পারিজাত।
গরুড়ের উপরে স্থাপিলা যদুনাথ।। ৮৭।।
তবে দেবগণ-সঙ্গে বাজিল সংগ্রাম।
জিনিঞা আনিলা পারিজাত ভগবান্।। ৮৮।।
সত্যভামাদেবী-পুরে কৈলা আরোপণ।
গন্ধ-লোভে স্বর্গ হৈতে আইল ভৃঙ্গগণ।। ৮৯।।
'হরিবংশে' পারিজাত-হরণ বিস্তার।
'ভাগবতে' কহি সার করিয়া উদ্ধার।। ৯০।।

ভিন্ন ভিন্ন গৃহে ষোড়শ সহস্র মহিষীকর্ত্তৃক
শ্রীকৃষ্ণের বিবিধ-সেবা

ষোড়শ-সহস্র পুরী করিয়া নির্ম্মাণ।
ষোড়শ-সহস্র কন্যা থুইলা ভগবান্।। ৯১।।
ষোড়শ-সহস্র রূপ ধরিয়া আপনে।
ষোড়শ-সহস্র বিভা কৈলা একি-ক্ষণে।। ৯২।।
প্রতিরূপে প্রতিপুরে রহে সেই মনে।
যাঁ'র সম অতিশয় নাহি ত্রিভুবনে।। ৯৩।।
পুরে পুরে রামাগণ লঞা রমাপতি।
রমিঞা দেখায় গৃহসুখ-ভোগগতি।। ৯৪।।
হেন রমাপতি— পতি লঞা নারীগণে।
ব্রহ্মা-ভব-আদি যাঁ'র পথ নাহি জানে।। ৯৫।।
অবিরত কৈল তাঁ'রা চরণ-ভজন।
সলজ্জ কটাক্ষপাত, মধুর ভাষণ।। ৯৬।।
দূরে দেখি' ভয়ে সচকিত বধূগণে।
আসনে বসাঞা করে পাদপ্রক্ষালনে।। ৯৭।।
তাম্বূল যোগায়, ক্ষণে চামর ঢুলায়।
ক্ষণে দিব্য গন্ধ-মাল্য-ভূষণ পরায়।। ৯৮।।
শয়ন, ভোজন, পান, কেশপ্রসাধন।
সর্ব্বভাবে বধূগণ ভজে সর্ব্বক্ষণ।। ৯৯।।
শত শত দাসীগণ থাকে সন্নিধানে।
তবু তাঁ'রা পতিসেবা করয়ে আপনে।।" ১০০।।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুর-ভাষণ।
সুখে যেন ভাগবত বুঝে সর্ব্বজন।। ১০১।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণ্যেকোনষষ্ঠিতমোঽধ্যায়ঃ।। ৫৭।।

ষষ্টিতম অধ্যায়

শ্রীরুক্মিণীদেবীর শ্রীকৃষ্ণ-পরিচর্য্যা
(দেশাগ-রাগ)

শুকমুনি বলে,—"রাজা, শুন সাবধানে।
আর অপরূপ কথা কহিব এক্ষণে।। ১।।
একদিন সুখশয্যা হেম সিংহাসনে।
বসিয়া জগদ্-গুরু আছেন আপনে।। ২।।
পরিচর্য্যা করে দেবী ভীষ্মক-দুহিতা।
সখীগণ সঙ্গে করি' প্রেমে আনন্দিতা।। ৩।।

চামর ঢুলায়, কেহ বিবিধ সেবন।
যে প্রভু লীলায় করে জগত সৃজন।। ৪।।
ধর্ম্ম-সংস্থাপন-হেতু জন্ম যদুকুলে।
হেন প্রভু পতিভাবে সেবে নিরন্তরে।। ৫।।
রতননির্ম্মিত, চারু-বিতান-মণ্ডিত।
উজ্জ্বল মুকুতাদাম, তোরণ লম্বিত।। ৬।।
মণিময় দীপগণ, রচনা সুসার।
বিলোল মল্লিকামাল, ভ্রমর-ঝঙ্কার।। ৭।।
জালরন্ধ্রে চান্দের কিরণ ঝলমলি।
পারিজাত-পবন, আনন্দযুত-পুরী।। ৮।।
অগুরু-সুগন্ধ-ধূপ-গন্ধে আমোদিত।
পয়ঃফেনসম শয্যা, পর্য্যঙ্ক শোভিত।। ৯।।
হেন দিব্য-পুরী, মণি-মন্দির-ভিতরে।
বসিয়া আছেন সুখ-শয্যার উপরে।। ১০।।
রতন-রচিত দণ্ড, বিচিত্র চামর।
সখী-হস্ত হৈতে লঞা দাণ্ডায় নিয়ড়।। ১১।।
উপাসনা করে দেবী চামর-বীজনে।
শিঞ্জিত মঞ্জীর-মণি রঞ্জিত-চরণে।। ১২।।
রতন-অঙ্গুরী কর-অঙ্গুলী-বিলাস।
বিলোল চামর-দণ্ড করে পরকাশ।। ১৩।।
কুচ-বিনিহিত তনু-বসন বিরাজ।
কুঙ্কুমরঞ্জিত শ্যামতনু তছু মাঝ।। ১৪।।
নিতম্ব-বেষ্টিত হেম কিঙ্কিণী বিলোল।
তরলিত অঙ্গ, প্রেম-তরঙ্গ-কল্লোল।। ১৫।।
হেন রূপ ধরে দেবী লক্ষ্মী মূর্ত্তিমতী।
প্রভু-অনুরূপ রূপ ধরে গুণবতী।। ১৬।।

শ্রীকৃষ্ণের রুক্মিণী-প্রতি পরিহাস-বচন

তবে দেব-দেব বিদগধ-শিরোমণি।
হাসিয়া দেবীর তরে বলে কোন বাণী।। ১৭।।
'আমার বচন, শুন, রাজার কুমারী।
ইন্দ্র-চন্দ্র-সম নৃপগণ মহাবলী।। ১৮।।
মহা-অনুভাব, রূপ বল-বীর্য্য ধরে।
তা'রা সব তোমাকে বাঞ্ছিল নিরন্তরে।। ১৯।।
বাপ-ভাই তা'-সভারে অঙ্গীকার কৈল।
কেনে না বরিলে সেই-সব মহীপাল? ২০
তা'-সভায় তেজি' তুমি আমারে বরিলে।
নারী-বুদ্ধি তুমি, বিচারিয়া না বুঝিলে।। ২১।।
সে-সব রাজার আমি না হই সমান।
তা'-সভার ভয়ে আমি বড় কম্পমান।। ২২।।
সমুদ্র-শরণ করি' আছি তা'র ভয়ে।
মহাবলী তা'রা-সব সতত হিংসয়ে।। ২৩।।
যদুকুলে নাহি প্রায় রাজ্য-অধিকার।
হেন যদুকুলে, দেবি, জনম আমার।। ২৪।।
লোকধর্ম্ম নাহি যা'র—সর্ব্বত্র খেয়াতি।
তাহাকে ভজিলে দুঃখ পায় নারীজাতি।। ২৫।।
অকিঞ্চন-প্রিয় আমি, হই অকিঞ্চন।
না ভজে আমাকে প্রায় ধনাঢ্য যে জন।। ২৬।।
যা'র যা'র সমধন, সমান জনম।
সমান ঐশ্বর্য্য, বল, বীর্য্য, পরাক্রম।। ২৭।।
তা'র তা'র সহ যোগ্য—বিবাহ-মিত্রতা।
উত্তমের সহ নহে অধম-যোগ্যতা।। ২৮।।
বিচার না কৈলে তুমি অল্প গেয়ানে।
গুণহীন আমাকে বরিলে কি কারণে? ২৯
ভিক্ষুগণে সভে করে আমার প্রশংসা।
কুল-ধন-সম্পদে আমার করে হিংসা।। ৩০।।
আপনার অনুরূপ রাজার কুমার।
এখনে বুঝিয়া পতি বর' আরবার।। ৩১।।
হেন পতি বর' তুমি থাক যেন সুখে।
দুঃখ যেন নহে ইহলোকে, পরলোকে।। ৩২।।
শিশুপাল জরাসন্ধ আদি নৃপগণে।
তা'রা-সব দ্বেষভাব করে অনুক্ষণে।। ৩৩।।
তোমার অগ্রজ রুক্মী হিংসে নিরন্তর।
এ-বোল বুঝিয়া তুমি বর' যোগ্য বর।। ৩৪।।
তা'-সভার দর্প চূর্ণ করিব—কারণে।
তোমাকে হরিয়া আমি আনিলুঁ আপনে।। ৩৫।।

উদাসীন হঞা থাকি, নাহি পরিবার।
পুত্র-দার-কামুক না হই সর্ব্বকাল।। ৩৬।।
আপনেই পূর্ণ, দেহে-গেহে উদাসীন।
কোনকালে কর্ত্তা নহি, গুণ-কর্ম্মহীন।।' ৩৭।।
পরীক্ষার তরে বলি' এতেক বচন।
নিঃশব্দ হৈলা তবে দৈবকীনন্দন।। ৩৮।।
সখী-হাত হনে দেবী আনিলা চামর।
সেই তা'র গর্বখানি দেখি' গদাধর।। ৩৯।।
দর্পভঙ্গ করিব শুনিব তা'র বাণী।
তে-কারণে এতেক বলিলা যদুমণি।। ৪০।।

শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক পরিত্যাগ ভয়ে
শ্রীরুক্মিণীর মূর্চ্ছা

শুনিয়া প্রভুর বাণী ভীষ্মক-দুহিতা।
কম্প উপজিল চিত্তে, ভয়ে সচকিতা।। ৪১।।
দুরন্ত-চিন্তায় নাহি মুখের উত্তর।
অরুণ-চরণ নখে লেখে ক্ষিতিতল।। ৪২।।
কুচযুগ পাখালিল নয়নের জলে।
অধোমুখে রহে দেবী, বচন না সরে।। ৪৩।।
দুঃখ-শোক-ভয়ে দেবী হৈল মূরছিতা।
শিথিল বলয়াবলি, হস্ত-বিগলিতা।। ৪৪।।
হস্ত হৈতে চামর পড়িল ভূমিতলে।
আছাড়ে পড়িল দেবী, শরীর না ধরে।। ৪৫।।
পবনে কম্পিয়া যেন পড়য়ে কদলী।
পড়িলা রুক্মিণীদেবী জ্ঞান পরিহরি'।। ৪৬।।

শ্রীকৃষ্ণের রুক্মিণীকে সান্ত্বনা-প্রদান

দেখিয়া প্রিয়ার প্রেম প্রভু দয়াময়।
অনুকম্পা কৈলা তবে প্রসন্ন-হৃদয়।। ৪৭।।
সিংহাসন হৈতে হরি নাম্বিলা সত্ত্বরে।
চতুর্ভুজ হঞা—দেবী তুলি' নিলা কোলে।। ৪৮।।
দুই হস্ত দিয়া কৈল কেশ-প্রসাধন।
বাম হাত দিয়া দেবী কৈলা আলিঙ্গন।। ৪৯।।
দক্ষিণ-কমল-করে মুখ সম্মার্জ্জিল।
নয়নের জল প্রভু মুছিয়া ফেলিল।। ৫০।।
কুচ মারজন করি' সান্ত্বিয়া বচনে।
বলিতে লাগিলা তবে বিনয়-কথনে।। ৫১।।
'না কর, না কর, দেবি, দোষ-আরোপণ।
দুঃখ ছাড়ি' চিত্ত তুমি কর নিবারণ।। ৫২।।
তোমার বচন, দেবি, শুনিব—কারণে।
দেখিব তোমার মুখ ক্রোধপরায়ণে।। ৫৩।।
কুটিল কটাক্ষপাত, কম্পিত অধর।
তে-কারণে পরিহাসে বলিলুঁ উত্তর।। ৫৪।।
এই সে পরমলাভ দেখি গৃহিজনে।
পরিহাসে যায় কাল নারী-সম্ভাষণে।। ৫৫।।
এতেক বচন বুলি' দৈবকীনন্দন।
সান্ত্বিয়া দেবীর চিত্ত কৈল নিবারণ।। ৫৬।।

শ্রীরুক্মিণীর শ্রীকৃষ্ণ-মহিমা-বর্ণন

প্রিয়-পরিত্যাগ-ভয় তেজিয়া সুন্দরী।
ঈষৎ কটাক্ষভঙ্গে শ্রীমুখ নেহারি'।। ৫৭।।
সলজ্জ মধুর হাস্যে কি বলে বচন।
"সত্য, সত্য, সত্য, নাথ, তোমার কথন।। ৫৮।।
সত্য, শতপত্র-নেত্র, বচন তোমার।
তোমার সদৃশী আমি নহি যোগ্য-দার।। ৫৯।।
নিজ মহিমায় পূর্ণ, ত্রিগুণ-ঈশ্বর।
সর্ব্ব-অন্তর্য্যামী তুমি, প্রকৃতির পর।। ৬০।।
আমি গুণময়ী মায়া প্রকৃতি-স্বরূপা।
কোন্ গুণে হৈব, নাথ, তোমার অনুরূপা? ৬১
আমার কটাক্ষপাত লভিবার তরে।
ব্রহ্মা-আদি সুরগণ পদসেবা করে।। ৬২।।
হেন আমি প্রকৃতি, সকল-দোষময়ী।
কোন্ গুণে তোমার সদৃশী আমি হই? ৬৩
'সমুদ্র-শরণ করি' আমি আছি ভয়ে।'
সেই সত্য কহিলে, অন্যথা নাহি হয়ে।। ৬৪।।

সমুদ্র হৃদয়-পদ্ম, তা'থে বৈস তুমি।
কুপুরুষ-সঙ্গ তেজি' সুখে আছ স্বামী।। ৬৫।।
রাজপদ—তমোময় নরক-দুয়ার।
তাহা বস্তু-জ্ঞান করি' কি হয় তোমার? ৬৬
তোমার সেবক যাহা দূরে পরিহরে।
রাজপদ অধম-পুরুষে ভোগ করে।। ৬৭।।
যে তুমি কহিলে—'আমি লোকধর্ম্ম ছাড়ি'।
তেজিয়া বেকত-বেশ গুপ্ত-বেশ ধরি।।' ৬৮।।
সেহো সত্য, সত্যবাদী তুমি ভগবান্।
তা'র কথা কহি কিছু তোমা' বিদ্যমান।। ৬৯।।
তোমার পদারবিন্দ-মকরন্দ ভজে।
নর-পশুগণে তা'র পথ নাহি বুঝে।। ৭০।।
কে বুঝিবে তোমার গুপত-পথ-ধর্ম্ম।
পূর্ণব্রহ্ম ঈশ্বরের অলৌকিক কর্ম্ম? ৭১
লোক-বাহ্য-কর্ম্ম করে তোমার কিঙ্করে।
ঈশ্বরের পথ কেবা বুঝিবে সংসারে? ৭২
'অকিঞ্চন'-নাম তুমি সার্থক কহিলে।
তোমা-বিনে কিছু নাহি ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলে।। ৭৩।।
জগত পূজিত ব্রহ্মা-আদি দেবগণ।
তা'রা-সব করে যাঁ'র চরণ সেবন।। ৭৪।।
ধনলোভে অন্ধ, শিশ্নোদর-পরায়ণে।
তা'রা-সব তোমারে জানিব কোন্ মনে? ৭৫
পূজিতের পূজ্য তুমি, বিধির বিধাতা।
সর্ব্বফলময় তুমি, সর্ব্বফলদাতা।। ৭৬।।
নৃপশিরোমণিগণে তেজিয়া সকল।
তোমাকে বাঞ্ছিয়া যায় বনের ভিতর।। ৭৭।।
সে-সভা সমাজে তুমি বৈস মহাশয়।
স্ত্রী-পুরুষের সঙ্গ, নাথ, উচিত না হয়।। ৭৮।।
দণ্ড ত্যাগ করি' মহামুনি যোগেশ্বর।
যাঁ'র গুণ-কীর্ত্তন করয়ে নিরন্তর।। ৭৯।।
জগতের আত্মা তুমি, কর আত্ম-দান।
তে-কারণে তোমাকে বরিলুঁ, ভগবান্।। ৮০।।
অজ-ভব-পুরন্দর-আদি দেবগণ।
ভ্রুভঙ্গে তা'-সভায় কর নিপাতন।। ৮১।।
তে-কারণে তা'-সভা তেজিয়া দূরতরে।
শরণ পশিলুঁ তব চরণকমলে।। ৮২।।
এই সে বচনখানি জড় হেন মানি।
ধনুক-টঙ্কারে তুমি নৃপগণ জিনি'।। ৮৩।।
সিংহ যেন বলি হরে, হরিলে আমারে।
'তা'-সভার ভয়ে তুমি পশিলে সাগরে।।' ৮৪।।
এই সে বচনখানি না ঘটে তোমার।
আর যত কহিলে, সকল বাক্য সার।। ৮৫।।
পৃথু-গয়-যযাতি নৃপতি-শিরোমণি।
একচক্রে তা'রা-সব শাসিলা মেদিনী।। ৮৬।।
সপ্তদ্বীপেশ্বের এক-দণ্ড-অধিকার।
তা'রা-সব পাদপদ্ম বাঞ্ছিয়া তোমার।। ৮৭।।
রাজ্য তেজি' বনে গেলা তোমার কারণে।
হেন মহামহেশ্বর তুমি ত্রিভুবনে।। ৮৮।।
অভয় পদারবিন্দে করিয়া শরণ।
অবসাদ হৈব পুনঃ—এ নহে ঘটন।। ৮৯।।
তোমার চরণ-সরোরুহ-সুধাগন্ধ।
নির্ব্বাণ-সম্পদ্-পদ, জন-তাপ-ভঙ্গ।। ৯০।।
সাধুজনমুখরিত কমলা-আলয়।
হেন পাদপদ্ম কেবা করিয়া নিশ্চয়।। ৯১।।
গুণহীন কুপুরুষ ভজিব বিচারে।
হেন কোন্ নারী আছে সংসার-ভিতরে? ৯২
জগত-অধীশ তুমি, অনুরূপ পতি।
ইহলোক-পরলোক-ত্রিভুবন-গতি।। ৯৩।।
সর্ব্বকামপূরক, ঈশ্বর, গুণনিধি।
চরণে শরণ তোমার লৈল নিরবধি।। ৯৪।।
কর্ম্মবন্ধে যথা-তথা জনম লভিয়ে।
এই পদযুগ যেন গতি মোর হয়ে।। ৯৫।।
তুমি যে যে নৃপগণে কৈলে উপদেশ।
স্ত্রীজিত তাহারা-সব পশুনির্ব্বিশেষ।। ৯৬।।
নিরবধি তা'রা-সব রহে নারী-ঘরে।
গদর্ভ-বিড়াল-ভৃত্য-সম চাটুকারে।। ৯৭।।
সে-সব নারীর তেন পতি সমুচিত।
তা'রা সব নাহি শুনে তোমার চরিত।। ৯৮।।

যেবা নাহি করে হেন যশ-রস-পান।
ব্রহ্মা-ভব-সভায় যে যশ-কথা-গান।। ৯৯।।
দেহের বাহিরে নখ-লোম-আচ্ছাদিত।
মল-মূত্র-রক্ত-মাংসে অন্তরে পূরিত।। ১০০।।
জীয়ন্তেই শব-সম—নরকলেবর।
পতিভাবে নারীগণ ভজে নিরন্তর।। ১০১।।
মধুগন্ধ পাদপদ্ম যা'রা নাহি সেবে।
সেই নারীগণ তা'রে ভজে পতিভাবে।। ১০২।।
তোমার চরণে অনুরাগ নিরন্তর।
সবে মোর রহে যেন—এই মাঙ্গো বর।। ১০৩।।
নিজানন্দে পূর্ণ তুমি, সর্ব্ববুদ্ধি কর।
যদ্যপি কোথাহো তুমি পীরিতি না ধর।। ১০৪।।
সৃষ্টিকালে তথাপি করিবে দৃষ্টিপাত।
সেই অনুগ্রহ মোর-পরম-প্রসাদ।। ১০৫।।
নব নব পুরুষে কন্যার হয় মতি।
অসুরী সদৃশী সে-যে কন্যা, নহে সতী।। ১০৬।।
বুধজনে না করে অসতী-পরিণয়।
যাহা হৈতে পরলোক অধোগতি হয়।।' ১০৭।।

শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরুক্মিণী-মহিমা-বর্ণন

এতেক বচন শুনি' দেব-দেবেশ্বর।
সান্ত্বিয়া কি বলে তবে পীরিতি-উত্তর।। ১০৮।।
"শুন শুন, দেবি, আমি কৈলুঁ পরিহাস।
শুনিতে তোমার কিছু বচন-বিলাস।। ১০৯।।
তে-কারণে পরিহাস কৈলু সম্ভাষণ।
চিন্তা পরিহর তুমি, স্থির কর মন।। ১১০।।
যত তুমি কহিলে, সকল সত্য-বাণী।
সর্ব্বগুণ ধর তুমি, পরম-কল্যাণী।। ১১১।।
যে যে বাঞ্ছা কর তুমি, সতী পতিব্রতা।
লভিবে সকল তুমি, একান্তভকতা।। ১১২।।
চালনা করিতে কৈলুঁ এত পরকার।
তভু চিত্ত বিচলিত নহিল তোমার।। ১১৩।।
তপো-ব্রত করি' করে আমার ভজন।
অপবর্গদাতা আমি, ভৃত্য-পরায়ণ।। ১১৪।।
কামবর মাঙ্গে যদি মায়ায় মোহিত।
হতভাগ্য সেইজন, কেবল বঞ্চিত।। ১১৫।।
নরকেহো কামভোগ অদৃষ্টে মিলয়।
তাহার কারণে ভজে মূর্খ দুরাশয়।। ১১৬।।
যত পরিচর্য্যা তুমি কৈলে গৃহেশ্বরী।
সর্ব্বভাবে আমাতে ভজিলে প্রেম করি'।। ১১৭।।
যাহা হৈতে এই ভববন্ধ দূর হয়।
আনের শকতি—তাহা করণ না যায়।। ১১৮।।
তোমা-হেন গৃহিণী না দেখি' নারীকুলে।
নৃপগণ স্বয়ম্বরে আসি' সভে মিলে।। ১১৯।।
তা'-সভারে না গণিলে তৃণ-বুদ্ধি করি'।
ব্রাহ্মণে পাঠাঞা দিলে গুপ্তভাব ধরি'।। ১২০।।
ভাই-বিড়ম্বন তুমি সাক্ষাতে দেখিলে।
আমার প্রণয়-ভয়ে কিছু না বলিলে।। ১২১।।
ভ্রাতৃবধ-দুঃখ তুমি সেহ না গণিলে।
এতেকেহৈ, দেবি, তুমি আমাকে জিনিলে।।' ১২২।।
এতেক বচন বলি' দৈবকীনন্দন।
সান্ত্বিয়া রুক্মিণীদেবী কৈলা নিবারণ।। ১২৩।।

শ্রীকৃষ্ণ নিজলাভে পরিপূর্ণ

ত্রিজগৎ-গুরু হরি-নর-অবতার।
নরলোকে গৃহকর্ম্ম করিল প্রচার।। ১২৪।।
রময়ে রমণীগণ করিয়া রমণ।
নিজকামে পরিপূর্ণ প্রভু নারায়ণ।।" ১২৫।।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস-বাণী।
ভাগবতামৃত-কথা প্রেমতরঙ্গিণী।। ১২৬।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী-ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।। ৫১।।

একষষ্টিতম অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণের কুল বিস্তার ও বিলাস-বর্ণন
(ধানসী-রাগ)

"তবে, রাজা' শুন কৃষ্ণের বংশের বিস্তার।
মহাবল-পরাক্রম, বিক্রম বিশাল।। ১।।
এক এক রমণীর দশ দশ সুত।
কৃষ্ণসম রূপ, তেজ, সর্ব্বগুণযুত।। ২।।
প্রতি পুরে-পুরে কৃষ্ণ নিরন্তর বৈসে।
রমণীগণের মন পূরায় হরিষে।। ৩।।
চারু কর-কমল, বিশাল ভুজদণ্ড।
প্রেমহাস, রস-নিরীক্ষণ, ভুরুভঙ্গ।। ৪।।
অমল-কমল মুখ, বচন রসাল।
শত-পত্র-চারু-নেত্রযুগল বিশাল।। ৫।।
দেখিয়া বনিতাগণ হৈলা বিমোহিত।
শিথিল সকল অঙ্গ, বিগলিত চিত্ত।। ৬।।
সলজ্জ মধুর হাস্য, কটাক্ষবিলাস।
ভুরুভঙ্গ, ললিত-লাবণ্য-পরকাশ।। ৭।।
ষোড়শ-সহস্র বর-যুবতীমণ্ডল।
নানাভাবে রতিরস রচিল বিস্তর।। ৮।।
তমু কৃষ্ণ-মন না পারিল জিনিবার।
হেন কৃষ্ণ ত্রিভুবন-বিজয়-বিহার।। ৯।।
রমাপতি পতি—হেন মানে নারীগণে।
ব্রহ্মা-আদি যাঁ'র পথ তত্ত্ব নাহি জানে।। ১০।।
হেন কৃষ্ণ নিরবধি কৈল আরাধন।
পতিভাবে সতত সেবিল নারীগণ।। ১১।।
সহস্র সহস্রদাসী আছিল বিস্তর।
তমু তা'রা আপনে সেবিল নিরন্তর।। ১২।।

শ্রীকৃষ্ণের অষ্ট প্রধানা
মহিষীর পুত্রগণ

অষ্ট-মহিষীর পুত্র প্রদ্যুম্ন প্রধান।
শুন, পরীক্ষিত রাজা, কহি আর নাম।। ১৩।।
'প্রদ্যুম্ন' প্রথম পুত্র, সভার প্রধান।
'চারুদেষ্ণ', 'সুদেষ্ণ', কুমার বলবান্।। ১৪।।
'চারুদেহ', 'চারুগুপ্ত', 'সুচারু' সুধীর।
'ভদ্রচারু', 'চারুচন্দ্র', 'বিচারু' প্রবীর।। ১৫।।
আর পুত্র 'চারু'-নামে এ-দশ তনয়।
রুক্মিণীর গর্ভে জনমিল মহাশয়।। ১৬।।
'ভানু', 'সুভানু' আর 'স্বর্ভানু' সুন্দর।
'প্রভানু' কুমার, 'ভানুমান্' মহাবল।। ১৭।।
'চন্দ্রভানু', 'বৃহদ্ভানু', 'অতিভানু'-নাম।
'প্রতিভানু', 'শ্রীভানু' কুমার বলবান্।। ১৮।।
সত্যভামার দশপুত্র জগতে বিদিত।
জাম্ববতীর পুত্রের নাম শুন, পরীক্ষিত।। ১৯।।
'সাম্ব', 'সুমিত্র', 'পুরুজিৎ' বলবান্।
'শতজিৎ' কুমার, 'সহস্রজিৎ'-নাম।। ২০।।
'চিত্রকেতু', 'বিজয়', 'দ্রবিড়', 'বসুমান'।
'ক্রতু', নামে আর পুত্র বীরের প্রধান।। ২১।।
'বীর', 'চন্দ্র', 'অশ্বসেন', 'চিত্রগু' কুমার।
বেগবান্ 'বৃষ', 'আম' বিক্রম অপার।। ২২।।
'শঙ্কু', 'বসু', 'শ্রীমান্', কুমার 'কুন্তি'-নাম।
নাগ্নজিতীর দশ পুত্র মহাবলবান্।। ২৩।।
'শ্রুত', 'কবি', 'বৃষ', 'বীর', 'সুবাহু' তনয়।
'ভদ্র' একল 'শান্তি', 'দর্শ' মহাশয়।। ২৪।।
'পূর্ণমাস', আর পুত্র কালিন্দী-কুমার।
'সোমক' তনয় আর বিদিত সংসার।। ২৫।।
'প্রঘোষ', তনয় 'গাত্রবান্', 'সিংহ', 'বল'।
'প্রবল', 'উর্দ্ধগ', 'মহাশক্তি' ধনুর্দ্ধর।। ২৬।।
'সহ', 'ওজ' কুমার, 'অপরাজিত'-নাম।
মাদ্রীদেবীর দশ পুত্র মহাবলবান্।। ২৭।।
'বৃক', 'হর্ষ', কুমার 'অনিল', 'গৃধ্র'-নামে।
'বর্দ্ধন', 'অন্নাদ'-নামে বিদিত ভুবনে।। ২৮।।
'মহাংস', 'পাবন', 'বহ্নি', আর 'ক্ষুধি'-নাম।
মিত্রবিন্দার দশ পুত্র মহাবলবান্।। ২৯।।
অগ্রজ 'সংগ্রামজিৎ', 'বৃহৎসেন'-নাম।
'শূর', 'প্রহরণ', 'অরিজিৎ' বলবান্।। ৩০।।
'জয়', 'সুভদ্র', 'বাম', 'আয়ু', 'সত্য'-নামে।
ভদ্রাদেবীবর দশ পুত্র বিদিত ভুবনে।। ৩১।।

'দীপ্তিমান্', 'তাম্র'-আদি রোহিণীর সুত।
দশ পুত্র জনমিল মহাবল-যুত।। ৩২।।

প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধের বিবাহ

বিবাদ-খণ্ডন-হেতু রুক্মী নরপতি।
প্রদ্যুম্নেরে কৈলা দান কন্যা রুক্মবতী।। ৩৩।।
অনিরুদ্ধ জনমিল তাহার উদরে।
প্রদ্যুম্নের পুত্র তেহো বিদিত সংসারে।। ৩৪।।
ষোড়শ-সহস্র দেবী কৃষ্ণের রমণী।
মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীদেবী জগৎ-জননী।। ৩৫।।
কোটি কোটি পুত্র-পৌত্র জন্মিল তাঁহার।
সে-সব গণিবে হেন শকতি কাহার?" ৩৬
তবে রাজা জিজ্ঞাসিলা মুনি-সন্নিধানে।
"অরি-পুত্রে রুক্মী কন্যা দিল কি কারণে? ৩৭
কৃষ্ণেরে মারিতে করে সতত সন্ধান।
তবে কেনে প্রদ্যুম্নেরে কৈলা কন্যাদান? ৩৮
বৈরীভাবে দুঁহার বিবাদ অনুক্ষণে।
বিবাহ-সম্বন্ধ দুঁহে ঘটিল কেমনে? ৩৯
ভূত-ভব্য-বর্ত্তমান তোমার গোচর।
জ্ঞানচক্ষে সব তুমি দেখ যোগেশ্বর।। ৪০।।
মুনি বলে,—"শুন রাজা, কহি বিবরণ।
নিরবধি করে রুক্মী বৈরী সোঙরণ।। ৪১।।
মনে দুঃখ নাহি ছাড়ে পাঞা অপমান।
তথাপি ভাগিনা পাঞা কৈলা কন্যাদান।। ৪২।।
কন্যা-বিভা দিল রুক্মী পাঞা দিব্য বর।
স্বয়ম্বর-স্থল নিরমিল মনোহর।। ৪৩।।
নৃপগণে আসিয়া মিলিল স্বয়ম্বরে।
প্রদ্যুম্ন তাহাতে গেলা দেখিবার তরে।। ৪৪।।
কন্যা স্বয়ম্বর-স্থানে কৈলা আগমন।
কন্যা দেখি' মোহিত হইল বীরগণ।। ৪৫।।
সাক্ষাৎ কন্দর্প দেখি' কৃষ্ণের কুমার।
প্রদ্যুম্নের গলে কন্যা দিল রত্নমাল।। ৪৬।।
তবে নৃপগণ-সহে বাজিল সংগ্রাম।
জিনিঞা আনিল কন্যা বীরের প্রধান।। ৪৭।।
তবে রুক্মী ভগিনীর করিতে পীরিতি।
প্রদ্যুম্নেরে বিভা দিল কন্যা রুক্মবতী।। ৪৮।।
হেনমতে রুক্মি-সহে সম্বন্ধ-বিধান।
আর কথা কহি, রাজা, কর অবধান? ৪৯
রুক্মিণীদেবীর কন্যা 'চারুমতী'-নামে।
কৃতবর্ম্মার পুত্রে তাহা কৈলা সম্প্রদানে।। ৫০।।

শ্রীঅনিরুদ্ধ-বিবাহে শ্রীবলদেব-
দ্বারা রুক্মীর-বধ

আছিল 'রোচনা'-নামে রুক্মীর নাতিনী।
রুক্মী বিভা দিল তা'রে অনিরুদ্ধে আনি'।। ৫১।।
বন্ধু-বৈর-কর্ম্ম রাজা তথাপি চিন্তিল।
সম্বন্ধ-বিশেষ করি' প্রীতি বাঢ়াইল।। ৫২।।
যদ্যপি এরূপ হয় সম্বন্ধে অধর্ম্ম।
পীরিতি-কারণে রুক্মী কৈল হেন কর্ম্ম।। ৫৩।।
শুভকালে, শুভযোগে কৈল শুভক্ষণ।
আপনে চলিলা যা'থে দৈবকীনন্দন।। ৫৪।।
চলিল রুক্মিণীদেবী উৎসব দেখিতে।
সাম্ব-প্রদ্যুম্ন-আদি সন্তান-সহিতে।। ৫৫।।
বিবাহ দেখিতে গেলা প্রভু বলরাম।
চলিলা অনেক সৈন্য বীরের প্রধান।। ৫৬।।
আসিয়া মিলল যত নৃপতিমণ্ডল।
বিবিধ উৎসব হৈল বিবাহ-মঙ্গল।। ৫৭।।
দন্তবক্র-আদি যত মিলি' নৃপগণে।
কহিল রুক্মীর তরে মন্ত্রণা-বচনে।। ৫৭।।
'পাশাক্রীড়া করি' তুমি জিন' বলরাম।
না জানে পাসার মূল, নাহি অবধান।।' ৫৮।।
এ-বোল শুনিঞা রুক্মী বসিয়া সভাতে।
ডাক দিয়া বলরামে আনিল সাক্ষাতে।। ৬০।।
পাতিল পাশার খেড়ী কপট-সন্ধানে।
বলভদ্র খেলে খেড়ী অকপট-মনে।। ৬১।।

শতেক সহস্র পণ, অযুত ধরিয়া।
খেলায় রোহিণীসুত হরষিত হঞা।। ৬২।।
রুক্মী বলে,—'জিনিলুঁ জিনিলুঁ সব খেড়ী'।
দন্ত তুলি' দন্তবক্র হাসে উচ্চ করি'।। ৬৩।।
তবে রাম লক্ষেক ধরিয়া আর পণ।
ক্রোধ করি' খেলে খেড়ি রোহিণীনন্দন।। ৬৪।।
রুক্মী বলে,—'এহোবার কৈলুঁ আমি জয়'।
তবে বলভদ্র ক্রোধ কৈল অতিশয়।। ৬৫।।
অর্বুদ করিয়া পণ খেলে আরবার।
সকল জিনিল রাম বিপক্ষ-বিদার।। ৬৬।।
'জিনিলু সকল' রুক্মী বলে ছল করি'।
'সভাসদে পুছ, যদি আমি মিথ্যা বলি'।। ৬৭।।
অন্তরীক্ষ-বাণী হৈল হেনই সময়।
'জিনিল সকল বলভদ্র-মহাশয়।। ৬৮।।
ছল ধরি' রুক্মী বলে অসত্য বচন।
জিনিল সকল খেড়ী রোহিণীনন্দন।। ৬৯।।
সেহ বাণী না মানিল রুক্মী দুরাশয়।
ছলে পরিহাস-মন্দ বলে অতিশয়।। ৭০।।
'বনে বৈস তুমি, কি পাশার ধার দায় ?
সহজে গোয়াল-জাতি গোধন চরায়।। ৭১।।
পাশাক্রীড়া করে বিদগধ নৃপগণে।
গোপ-জাতি, তুমি, পাশা খেলিবে কেমনে ?' ৭২
এত মন্দ বলি' রুক্মী কৈল উপহাস।
ক্রোধে রাম জ্বলে যেন জ্বলন্ত হুতাশ।। ৭৩।।
মারিল রুক্মীর মুণ্ডে মুষলপ্রহার।
সভার ভিতরে রুক্মী করিল সংহার।। ৭৪।।

শ্রীবলদেবকর্তৃক কলিঙ্গরাজের দন্ত-উৎপাটিত

তবে সে কলিঙ্গরাজা পলায় সত্বরে।
দশ পায় গিয়া তা'রে ধরে হলধরে।। ৭৫।।
যে দন্ত দেখাঞা দুষ্ট পরিহাস কৈল।
গোটে গোটে ধরি সব দন্ত উপাড়িল।। ৭৬।।
কা'রো শির ভাঙ্গিল, কাহার নাক-কাণ।
কা'রো ভুজ, কা'রো বুক কৈল খান-খান।।৭৭।।
রকতে তিতিল অঙ্গ মুষল-প্রহারে।
প্রাণ লঞা নৃপগণ গেলা নিজপুরে।। ৭৮।।
ভাল-মন্দ কিছুই না বলিলা শ্রীহরি।
বলরাম রুক্মিণীর প্রেম রক্ষা করি'।। ৭৯।।
তবে বর-কন্যা দিব্যরথে আরোপিয়া।
বিবিধ সাজনে গেলা চৌদিগে সাজিয়া।। ৮০।।
রাম-কৃষ্ণ চলি' গেলা দ্বারকামণ্ডলে।
অনিরুদ্ধ-বিবাহ বর্ণিল পরকারে।।" ৮১।।
বিদগধ-শিরোমণি গদাধর জান।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস-গান।। ৮২।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণ্যেকষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।। ৬১।।

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়

বলি-তনয় বাণের শ্রীশিব-আরাধনা ও বরপ্রাপ্তি

(তুড়ী-রাগ)

"তবে আর কথা, রাজা শুন সাবধানে।
বলির কুমার 'বাণ'—বিদিত ভুবনে।। ১।।
সহস্রেক ভুজ তা'র, পুত্র-শত-জ্যেষ্ঠ।
বাণ রাজা আছিল—সকল নৃপশ্রেষ্ঠ।। ২।।
বাজনে তুষিল শিব তাণ্ডব-নটনে।
ভকতবৎসল শিব তুষিল রাজনে।। ৩।।

'বর মাঙ্গ' তারে যদি বলিল শঙ্কর।
'পুরের দুয়ারী হঞা থাক নিরন্তর।। ৪।।
সহস্রেক ভুজ মোর দেহ, মহেশ্বর!
ত্রিভুবনে নহে যেন মোর সমসর।।' ৫।।
এই বর বাণরাজা মাগিল শঙ্করে।
বর দিয়া শিব তা'র রহিলা দুয়ারে।। ৬।।

শিবসমীপে বাণের প্রতিদ্বন্দ্বি-প্রার্থনা

একদিন বাণরাজা করিয়া প্রণাম।
কহিতে লাগিলা কিছু শিব-বিদ্যমান।। ৭।।
'নমো নমো, মহাদেব, জগত-ঈশ্বর।
কামপূর, কল্পতরু—চরণ-যুগল।। ৮।।
সহস্রেক ভুজ দিলে, হৈল মোর ভার।
মোর সম নাহি বীর জগতে যুঝার।। ৯।।
সভে হেন বুঝি— তুমি আছ সমবল।
যুদ্ধ দিয়া কর মোর ভুজের সফল।। ১০।।
দিগ্‌গজের সহে গেনু করিবারে রণ।
পালাঞা দিগ্‌গজ গেল রাখিয়া জীবন।। ১১।।
চূর্ণ কৈলুঁ গিরিগণে ভুজের প্রহারে।
তে-কারণে যুদ্ধ মাঙ্গো তোমার গোচরে।।' ১২।।

ক্রোধান্বিত শিবের উত্তর

এ-বোল শুনিঞা ক্রোধ কৈল মহেশ্বর।
'ভুজবলে দর্প বেটা করে এত বড়? ১৩
ভাঙ্গিয়া রথের ধ্বজ পড়িব যখনে।
আমার সমান বীর মিলিব তখনে।।" ১৪।।
এ-বোল শুনিয়া বাণ হৈল হরষিত।
শিবের বচনে বাণ লভিল প্রতীত।। ১৫।।

শ্রীঅনিরুদ্ধের প্রতি বাণকন্যা উষার আসক্তি

তা'র কন্যা 'উষা'-নামে আছিল সুন্দরী।
অনিরুদ্ধ-সনে তা'র হৈল রতি-কেলি।। ১৬।।
অনিরুদ্ধ-সহে রতি লভিল স্বপনে।
জাগিয়া উঠিল কন্যা চকিত-নয়নে।। ১৭।।
'কতি গেল কান্ত মোর পুরুষ-রতন?
রতি-কেলি ভুঞ্জিঞা তেজিল কি কারণ?" ১৮
সখীগণ-মাঝে কন্যা হইয়া ব্যাকুলী।
বিলাপ করিয়া কান্দে লজ্জা পরিহরি'।। ১৯।।
আছিল বাণের মন্ত্রী 'কুম্ভাণ্ডক'-নামে।
'চিত্রলেখা' তার কন্যা বিদিত ভুবনে।। ২০।।
সর্ব্বমায়া জানে সে যে, পরম-যোগিনী।
পুছিল উষারে তবে বিনয়-বাদিনী।। ২১।।
'কোন্ বাঞ্ছা কর, সখি, কহ মোর আগে।
কোন্ কান্ত বাঞ্ছ তুমি চিত্ত-অনুরাগে? ২২
যে যে মনোরথ, সখি, কর বিদ্যমানে।
আনিঞা ভেটাব, যদি থাকে ত্রিভুবনে।।' ২৩।।
চিত্রলেখার বচন শুনিয়া রূপবতী।
কহিতে লাগিলা উষা হরষিত-মতি।। ২৪।।
'স্বপনে দেখিলুঁ এক পুরুষ-রতন।
ঘনশ্যাম-কলেবর, কমল-লোচন।। ২৫।।
মহাভুজ, পীতবস্ত্র, নারীমনোহর।
স্বপনে মিলিল যেন পুরুষ-শেখর।। ২৬।।
পিয়াঞা অধর-মধু গেল পরিহরি'।
এ-শোক-সাগরে, সখি, মজিল সুন্দরী।।' ২৭।।
চিত্রলেখা বলে,—'সখি, পরিহর খেদ।
আনিব তোমার কান্ত, নহিব বিচ্ছেদ।।' ২৮।।

যোগবলে চিত্রলেখাকর্তৃক উষা-সমীপে অনিরুদ্ধকে আনয়ন

এ-বোল বলিয়া চিত্রলেখা যোগেশ্বরী।
দিব্য পট করি' লেখে চিত্রের পুতুলী।। ২৯।।
দেব-বিদ্যাধর-যক্ষ-গর্ন্ধব-কিন্নর।
সিদ্ধ-চারণ-দৈত্যনর-ফণধর।। ৩০।।
যদুবংশ-বৃষ্ণিবংশ লিখিল সুসারে।
রামকৃষ্ণ-প্রদ্যুম্ন-অনিরুদ্ধ কুমারে।। ৩১।।

প্রদ্যুম্ন দেখিয়া উষা হইলা লজ্জিতা।
অনিরুদ্ধ দেখিয়া অধিক হরষিতা।। ৩২।।
'এই সেই নরবর—মোর প্রাণপতি।'
চিত্রলেখা বুঝিয়া চলিলা শীঘ্রগতি।। ৩৩।।
চলিলা আকাশপথে দ্বারকামণ্ডলে।
পুরেতে প্রবেশ তবে কৈলা যোগবলে।। ৩৪।।
অনিরুদ্ধ লঞা নারী উঠিল আকাশে।
আনিল শোণিতপুরে আঁখির নিমিষে।। ৩৫।।
অনিরুদ্ধে দিল লঞা উষা-বিদ্যমানে।
পতি দেখি' উষার সন্তোষ হৈল মনে।। ৩৬।।
অন্তঃপুরে পতি লঞা পরবেশ করি'।
পতি-সেবা করে উষা পত্নীভাব ধরি'।। ৩৭।।
ধূপ-দীপ-গন্ধ-মাল্য-বসন ভূষণে।
দিব্য-অন্ন-পান-ভক্ষ্য, মধুর বচনে।। ৩৮।।
পতিসেবা করে দেবী মহা-অনুরাগে।
কত রাত্রি-দিন যায় হৃদয়ে না লাগে।। ৩৯।।
উষায়ে হরিল চিত্ত নাহি অবধান।
অনিরুদ্ধ-চিত্তে নাহি দিবা-রাত্রি-জ্ঞান।। ৪০।।
বাহিরে প্রহরিগণ লখিল লক্ষণে।
কন্যা-সহে হৈল কোন পুরুষ-সঙ্গমে।। ৪১।।
ভয়ে জানাইল গিয়া রাজা-বিদ্যমানে।
'তোমার কন্যার দেখি পুরুষ সঙ্গমে।। ৪২।।
কুলে অপযশ থুইল তোমার কুমারী।
আমি-সব বিচারিয়া লখিতে না পারি।।' ৪৩।।
এ-বোল শুনিয়া বাণ মনে পাইল ব্যথা।
কুলের কলঙ্ক শুনি' হেঁট কৈল মাথা।। ৪৪।।
উঠিয়া চলিল বাণ ত্বরিত-গমনে।
কন্যাপুর-পরবেশ কৈল ক্রোধ-মনে।। ৪৫।।

উষা-গৃহে অনিরুদ্ধকে দর্শনে ক্রোধান্বিত
বাণের তৎসহ যুদ্ধ ও তাহাকে বন্ধন

দেখিলা পুরুষবর পুরের ভিতরে।
শ্যামল-সুন্দর-তনু পীতবস্ত্র ধরে।। ৪৬।।
ভুবন-মোহন মহাপুরুষ-লক্ষণ।
বিকসিত মুখপদ্ম, রাজীবলোচন।। ৪৭।।
কুটিল-কুন্তল, গলে দুলে বনমাল।
শ্রুতিবিহিত মণি কুণ্ডল বিশাল।। ৪৮।।
পাশা সারি খেলে দুহে নব-রস-রঙ্গে।
দুহার পীরিতি বাঢ়ে মদন-তরঙ্গে।। ৪৯।।
সম্মুখে দাণ্ডায় বাণ হেন অবসরে।
বীরগণে বেঢ়ি' লৈল পুরীর ভিতরে।। ৫০।।
তা' দেখিয়া অনিরুদ্ধ উঠিল সত্ত্বর।
পরিঘ তুলিয়া লৈল দিয়া বামকর।। ৫১।।
বাজিল তুমুল রণ পুরের ভিতরে।
মারিল সকল বীর পরিঘপ্রহারে।। ৫২।।
কা'র মাথা ভাঙ্গিল, ছিণ্ডিল নাক-কাণ।
কেহ গেল দৈবযোগে রাখিয়া পরাণ।। ৫৩।।
তা' দেখিয়া বাণ রাজা ক্রোধ কৈল মনে।
নাগপাশে অনিরুদ্ধে বান্ধিল যতনে।। ৫৪।।
স্বামীর বন্ধন দেখি' ব্যাকুলিতচিতা।
কান্দিতে লাগিলা উষা শোকে বিমোহিতা।।" ৫৫।।
ধীর-শিরোমণি শ্রীল-গদাধর জান।
ভাগবত আচার্য্যের মধুরস-গান।। ৫৬।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে
কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী-দ্বিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।। ৬২।।

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়

শ্রীনারদকর্ত্তৃক যাদবগণ সমীপে অনিরুদ্ধের বন্ধন-কথন

(দেশাগ-রাগ)

অনিরুদ্ধে না দেখিয়া সব বন্ধুগণে।
শোকেতে ব্যাকুল হঞা চাহে নানাস্থানে।। ১।।
চাহিতে চাহিতে কেহ না পায় উদ্দেশ।
চারি মাস হইল অলপ অবশেষ।। ২।।
হেনকালে আসিয়া নারদ তপোধন।
আদি হৈতে কহিলা সকল বিবরণ।। ৩।।
এ-বোল শুনিঞা যত মিলি' যদুগণে।
চতুরঙ্গ-সেনা সাজি' চলিল সন্ধানে।। ৪।।

যাদবগণের সহিত বাণের সৈন্যগণের এবং
শিবের সহিত শ্রীকৃষ্ণের যুদ্ধ

সাম্ব, গদ, যুযুধান, প্রদ্যুম্ন, প্রধান।
নন্দ, উপনন্দ, ভদ্র-আদি বলবান্।। ৫।।
রাম-কৃষ্ণ-অনুচর যত যদুগণ।
দ্বাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্য করিয়া সাজন।। ৬।।
চলিলা শোণিতপুরে বীরের প্রধান।
চৌদিগে বেঢ়িল পুরী করিয়া সন্ধান।। ৭।।
ভাঙ্গিল প্রাচীর-পুর, বাহির দুয়ার।
বড় বড় মহাগড়, কবাট দুর্ব্বার।। ৮।।
তাহা দেখি' বাণ-রাজা জ্বলিল অন্তরে।
দ্বাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্য সাজিল সত্বরে।। ৯।।
যুঝিবারে আইল বীর পুরের বাহির।
আসিয়া ডাকিল বাণ—শবদ গম্ভীর।। ১০।।
ডাকাডাকি, বলাবলি, বাজিল সংগ্রাম।
সগণে যুঝিতে আইলা হর ভগবান্।। ১১।।
পিশাচ, প্রমথগণ, সঙ্গে গণপতি।
বৃষে আরোহণ করি' কার্ত্তিক-সংহতি।। ১২।।
আপনে যুঝিতে আইলা হর-মহেশ্বর।
বাজিল তুমুল যুদ্ধ পৃথিবী-উপর।। ১৩।।
শঙ্করের সনে যুদ্ধ কৈল নারায়ণ।
কার্ত্তিকের সহ হৈল প্রদ্যুম্নের রণ।। ১৪।।
'কুম্ভাণ্ড', বাণের মন্ত্রী 'কৃপকর্ণ'-নাম।
দুহার সংহতি যুদ্ধ কৈল বলরাম।। ১৫।।
বাণের পুত্রের সঙ্গে সাম্বের সংগ্রাম।
সাত্যকির সহ যুঝে বাণ বলবান্।। ১৬।।
ব্রহ্মা-আদি করি' ইন্দ্র, যত সুরগণে।
সুর-মুনি-সিদ্ধ-সাধ্য-গর্ন্ধব-চারণে।। ১৭।।
যক্ষ-বিদ্যাধরগণ চঢ়ি' দিব্যরথে।
কৌতুকে সংগ্রাম দেখে রহি' শূন্যপথে।। ১৮।।
শিব-অনুচর যত—এ ভূত-বেতাল।
ডাকিনী-যোগিনীগণ, প্রমথ বিশাল।। ১৯।।
পিশাচ, কুষ্মাণ্ড, ব্রহ্ম-রাক্ষসের সেনা।
তা'রা সব আসি' কৃষ্ণ-সৈন্যে দিল হানা।। ২০।।
তীক্ষ্ণ-শরে কৃষ্ণ তা'রে কৈল নিবারণ।
তবে আর বাণ যুড়ে শিবের কারণ।। ২১।।
নিজ-অস্ত্রে কৈল শিব কৃষ্ণ-অস্ত্র দূর।
তবে কৃষ্ণ ব্রহ্ম-অস্ত্র মারিল নিষ্ঠুর।। ২২।।
ব্রহ্ম-অস্ত্র শিব তবে কৈলা নিবারণ।
তবে বায়ু-অস্ত্র যুড়ে প্রভু নারায়ণ।। ২৩।।
যুড়িয়া পর্ব্বত-অস্ত্র শিবে নিবারিল।
তবে অগ্নি-অস্ত্র প্রভু সন্ধান পূরিল।। ২৪।।
শঙ্কর-বরুণ-অস্ত্রে কৈলা নিবারণ।
অমোঘ-অস্ত্রে শঙ্করে মোহিলা নারায়ণ।। ২৫।।
তবে বাণ-সৈন্যে কৈল শর-বরিষণ।
গদার প্রহারে কৈল সৈন্য-নিপাতন।। ২৬।।
প্রদ্যুম্নের রণে হৈল কার্ত্তিকের ভঙ্গ।
শর-বরিষণে হৈল খণ্ড খণ্ড অঙ্গ।। ২৭।।
ঝলকে-ঝলকে পড়ে অঙ্গেতে রুধির।
রণ তেজি' পালাইল কার্ত্তিক মহাবীর।। ২৮।।
পড়িল 'কুম্ভাণ্ডবীর' মুষল-প্রহারে।
'কূপকর্ণে' মারিল ঠাকুর হলধরে।। ২৯।।
পালাইল সর্ব্ব-সৈন্য যুদ্ধ পরিহরি'।
তবে ক্রোধে ধাঞা আইল বাণ মহাবলী।। ৩০।।
সাত্যকি ছাড়িয়া বীর ধাইল সত্বরে।
রথে চঢ়ি' রহে গিয়া কৃষ্ণের গোচরে।। ৩১।।

পঞ্চশত বাণ যুড়ে পঞ্চশত করে।
একেক ধনুতে যুড়ে দুই দুই শরে।। ৩২।।
একবারে ছাড়ে রাজা দশশত বাণ।
লীলায় কাটিয়া কৃষ্ণ কৈল খান-খান।। ৩৩।।
খণ্ড খণ্ড কৈলা রথ, রথের সারথি।
কাটিল রথের ঘোড়া বায়ু বেগ-গতি।। ৩৪।।

বাণরাজের প্রাণসঙ্কটে শ্রীকৃষ্ণসম্মুখে
দেবীর বাধাদান

সঙ্কট দেখিয়া দেবী হঞা দিগম্বরা।
আউলাঞা মাথার কেশ গমন-মন্থরা।। ৩৫।।
দাণ্ডাঞা কৃষ্ণের আগে রহিলা কোটরী।
লাজে হেঁটমাথা হঞা রহিলা শ্রীহরি।। ৩৬।।
রথ কাটা গেল, কাটা গেল ধনুর্বাণ।
পুরে প্রবেশিল বাণ রাখিয়া পরাণ।। ৩৭।।

শ্রীবিষ্ণুজ্বরের নিকট শিবজ্বরের পরাজয় ও
শিবজ্বর কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণস্তুতি

পালাইল ভূতগণ, ভাঙ্গিল সংগ্রাম।
হেনকালে আইল জ্বর মহাবলবান্।। ৩৮।।
মহাভয়ঙ্কর জ্বর ধরে তিন শির।
'ধর ধর' করিয়া ডাকিল মহাবীর।। ৩৯।।
তা'-দেখিয়া সৃজে হরি তবে আর জ্বর।
দুই জ্বরে যুদ্ধ হৈল মহাভয়ঙ্কর।। ৪০।।
জিনিল বৈষ্ণব-জ্বরে শঙ্করের জ্বর।
কান্দিয়া রহিল গিয়া কৃষ্ণের গোচর।। ৪১।।
ভয় পাঞা হর-জ্বর কম্পিত-হৃদয়।
করজোড় করিয়া কৃষ্ণের আগে রয়।। ৪২।।
শরণ পশিয়া জ্বর কৃষ্ণের চরণে।
স্তুতি করে হর জ্বর ভয় পাঞা মনে।। ৪৩।।
'নমো নমো অনন্ত শকতি নারায়ণ।
জ্ঞানমাত্র, কেবল নির্গুণ, সনাতন।। ৪৪।।
সকলের আত্মা তুমি, উতপতি-স্থান।
জগত-কারণ তুমি, প্রলয়-নিদান।। ৪৫।।
তুমি কাল, তুমি জীব, তুমি দৈব, কর্ম্ম।
তুমি প্রাণ, তুমি আত্মা, তুমি দেহ-ধর্ম্ম।। ৪৬।।
তোমার মায়ায়, নাথ, জীবের সংসার।
তোমা' না ভজিয়া জীব ভবে নহে পার।। ৪৭।।
তোমার চরণে, নাথ, পশিলুঁ শরণ।
কৃপা করি' কর ভব-বন্ধ বিমোচন।। ৪৮।।
নানা লীলা কর তুমি পুরুষ-পুরাণ।
দুষ্ট সংহারিয়া কর শিষ্ট পরিত্রাণ।। ৪৯।।
সম্প্রতি লীলায় তুমি কৈলে অবতার।
অসুর মারিয়া হর পৃথিবীর ভার।। ৫০।।
মহাভয়ঙ্কর জ্বর তোমার সৃজিত।
তা'র তেজে মুঞি, নাথ, কেবল তাপিত।। ৫১।।
তাবত জীবের নহে তাপ-নিবারণ।
যাবৎ না লয়, নাথ, চরণে শরণ।।' ৫২।।

শিবজ্বরের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের অভয়বাণী

এইরূপে নানা স্তুতি কৈল হর-জ্বরে।
হাসিয়া বলেন বাণী প্রভু সুরেশ্বরে।। ৫৩।।
'শুন, হে ত্রিশির, আমি হইলুঁ পরসন্ন।
ভয় পরিহর তুমি, স্থির কর মন।। ৫৪।।
না করিহ আর তুমি জ্বর করি, ভয়।
সুখে গিয়া রহ তুমি, না কর সংশয়।। ৫৫।।
তোমার আমায় দুহে যে হৈল সংবাদ।
যে জন স্মঙরে, তা'র খণ্ডিব প্রমাদ।। ৫৬।।
না যাইহ, জ্বর তুমি তা'র সন্নিধান।'
বর পাঞা হর-জ্বর গেলা নিজস্থান।। ৫৭।।

শ্রীকৃষ্ণ সহিত বাণরাজের
পুনরায় যুদ্ধ

তবে বাণ পুনরপি আইলা রথে চড়ি'।
যুঝিল কৃষ্ণের সহ নানা অস্ত্র ধরি'।। ৫৮।।

সহস্রেক ভুজে আনি' গাছ-পাথর।
ক্রোধ করি' ফেলি' মারে কৃষ্ণের উপর।। ৫৯।।
অস্ত্র-বরিষণ বাণ কৈল ভয়ঙ্কর।
এক চক্রে কাটিলা সকল সুরেশ্বর।। ৬০।।
তবে তা'র কাটিল সকল ভুজদণ্ড।
ভূমিতে পড়িল ভুজ হঞা খণ্ড খণ্ড।। ৬১।।
কাটা গেল ডাল, যেন রহে তরুবর।
তবে কৃষ্ণ-আগে গিয়া দাণ্ডায় শঙ্কর।। ৬২।।

শ্রীশিবের শ্রীকৃষ্ণস্তুতি

ভকতবৎসল শিব কর যুড়ি' শিরে।
ভক্তিভাব করিয়া প্রভুরে স্তুতি করে।। ৬৩।।
'সত্য ব্রহ্ম প্রভু তুমি, নিগম-গোপিত।
গূঢ়রূপে, নরবেশে জগতে বিদিত।। ৬৪।।
কিরূপে তোমারে, নাথ, জানিব অসুরে?
ধ্যানযোগে যোগী যাঁ'রে জানিতে না পারে।। ৬৫।।
আকাশ—তোমার নাভি, মুখ—হুতাশন।
ত্রিদিব—তোমার শির, পৃথিবী—চরণ।। ৬৬।।
দশদিগ্—শ্রুতিগণ, মন—শশধর।
মুঞি শিব—আত্মা যা'র, আঁখি—দিনকর।। ৬৭।।
সমুদ্র—জঠর যাঁ'র, বৃক্ষ—রোমাবলি।
মেঘগণ—কেশ যাঁ'র, ব্রহ্মা—বুদ্ধি বলি।। ৬৮।।
হৃদয়—যাঁহার ধর্ম্ম, লিঙ্গ—প্রজাপতি।
লোকময় প্রভু তুমি, সর্ব্বলোক-গতি।। ৬৯।।
অবতার করি' কর সাধু পরিত্রাণ।
ধর্ম্ম-রক্ষা-হেতু নরলোকে উপাদান।। ৭০।।
তুমি, নাথ, কর আমা'-সভার পালন।
তে-কারণে আমি-সব ধরি ত্রিভুবন।। ৭১।।
তুমি এক পুরুষ, নির্গুণ, নিরাধার।
অদ্বৈত, পরমানন্দ, বিচিত্র-বিহার।। ৭২।।
নানা-ভেদে, বহুরূপে, করহ প্রকাশ।
আপন মায়ায় কর আপনে বিলাস।। ৭৩।।
আপন ছায়ায় যেন সূর্য্য আচ্ছাদিত।
তভু নিজতেজ লোকে করে প্রকাশিত।। ৭৪।।
সেইরূপে কর নানা-মায়ায়ে রচনা।
আপন মায়ায়, নাথ, আচ্ছাদ' আপনা।। ৭৫।।
আসি-সব কেহ, নাথ, নহি তোমা'-বিনে।
নানা-রূপ ধরি' তুমি বিহর আপনে।। ৭৬।।
সর্ব্বজীব বিমোহিত মায়ায়ে তোমার।
দুঃখময় সংসারে ভ্রময়ে বারবার।। ৭৭।।
পুত্র-দার-গৃহময় গভীর সাগরে।
তোমার মায়ায়ে জীব মজে নিরন্তরে।। ৭৮।।
মানুষ-জনম, নাথ, লভিয়া যতনে।
তোমার পদারবিন্দ না ভজে যে জনে।। ৭৯।।
সে জন কেবল নাথ, অধম, বঞ্চিত।
তোমার মায়ায় তা'রে জানিলুঁ মোহিত।। ৮০।।
যে পুন তোমারে ছাড়ে নরদেহ পাঞা।
অমৃত ত্যজিয়া যেন মরে বিষ খাঞা।। ৮১।।
মুঞি মহেশ্বর, নাথ, ব্রহ্মা প্রজাপতি।
মুনিগণ, সুরগণ, যত শুদ্ধমতি।। ৮২।।
সর্ব্বভাবে আমি-সব পশিলুঁ শরণে।
অন্যগতি নাহি, প্রভু, তুমি নাথ-বিনে।। ৮৩।।
জগতের উতপতি, প্রলয়, পালন।
সর্ব্বজীব-পতি তুমি, সভার জীবন।। ৮৪।।
জগতের আত্মা তুমি, পতি, গতি, প্রাণ।
চরণ ভজিলুঁ, নাথ, কর অবধান।। ৮৫।।
এ-মোর কিঙ্কর, নাথ, প্রিয় অনুচর।
মুঞি, নাথ, ইহাকে দিয়াছো এক বর।। ৮৬।।
পূরবে অভয় বর দিলুঁ তুষ্ট হঞা।
মোর সত্য রাখ, নাথ, যদি কর দয়া।। ৮৭।।
যদি বল—'অসুরে না করি বর-দান'।
প্রহ্লাদ তোমার ভৃত্য, তাহাতে প্রমাণ।।" ৮৮।।

শিবস্তবে ও প্রহ্লাদের প্রীতিতে শ্রীকৃষ্ণ-কর্তৃক বাণরাজের প্রাণরক্ষণ এবং তাহাকে অমরত্ব প্রদান

এতেক বচন শুনি' প্রভু চক্রপাণি।
শঙ্করের তরে তবে বলে প্রিয়বাণী।। ৮৯।।

'সত্য সত্য, শিব, তুমি কহিলে নিশ্চয়।
তোমার বচন যেন কভু মিথ্যা নয়।। ৯০।।
প্রহ্লাদের তরে আমি এই বর দিল।
অবধ্য তোমার বংশ আজি-হনে হৈল।। ৯১।।
সেই বংশে বাণরাজা হইল উৎপন্ন।
আমার অবধ্য এহ হৈল তে-কারণ।। ৯২।।
ভুজগণ কাটিয়া হরিল বল-দর্প।
পুনরপি আর যেন না করয়ে গর্ব।। ৯৩।।
চারিভুজ রাখিয়া অভয় বর দিল।
আজি হৈতে তোমার কিঙ্কর মুখ্য হৈল।। ৯৪।।
অজর, অমর, হঞা রহিল সংসারে।
এই বর দিলুঁ, শিব, তোমার গোচরে।।' ৯৫।।

বাণরাজ-কর্ত্তৃক শ্রীঅনিরুদ্ধকে
স্বীয়কন্যা দান

বর পাঞা বাণরাজা কৈলা সন্বিধান।
অভয়-পদারবিন্দে করিয়া প্রণাম।। ৯৬।।
রথে তুলি' অনিরুদ্ধ আনিল গোচরে।
কন্যা দিয়া নিবেদিল চরণ-যুগলে।। ৯৭।।
এক অক্ষৌহিণী সৈন্য, দিল বহুধন।
বিবিধ যৌতুক দিল, বসন-ভূষণ।। ৯৮।।
বিদায় মাগিয়া শিব রহিলা সগণে।
আনন্দে চলিলা হরি দ্বারকাভুবনে।। ৯৯।।

শ্রীকৃষ্ণের অনিরুদ্ধ ও উষাসহ
দ্বারকায় প্রত্যাবর্ত্তন

মহারথে বর-কন্যা করি' আগুয়ান।
দ্বারকা-বিজয় তবে কৈলা ভগবান্।। ১০০।।
শঙ্খ-ভেরী-মৃদঙ্গ-দুন্দুভি-কোলাহল।
বহুবিধ নৃত্যগীত আনন্দ মঙ্গল।। ১০১।।
দ্বারকা প্রবেশ কৈলা ত্রিজগৎ-রায়।
ত্রিভুবনে শঙ্কর-বিজয়-যশ গায়।। ১০২।।
বাণযুদ্ধ, মহাযশ, শঙ্কর-বিজয়।
যে জন সোঙরে নিতি প্রভাত-সময়।। ১০৩।।
রণে ভঙ্গ নহে তা'র নহে ভব-ভয়।
বিষ্ণু-ভক্তি হয় তা'র, খণ্ডয়ে সংশয়।।" ১০৪।।
'হরিবংশে' কহিয়াছে করিয়া বিস্তার।
'ভাগবতে' কহি সার করিয়া উদ্ধার।। ১০৫।।
জান গুরু-গদাধর ধীরশিরোমণি।
ভাগবত-আচার্য্যের প্রেমতরঙ্গিণী।। ১০৬।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে
কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী-ত্রিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।। ৬৩।।

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়

যাদব বালকগণের জলহীন কূপে অদ্ভুত কৃকলাস-দর্শন
(সুহই-রাগ)

মুনি বলে,—" শুন, রাজা, অদভুত-বাণী।
কহিব তোমারে তবে বিচিত্র-কাহিনী।। ১।।
এক দিন কৃষ্ণের কুমারগণ মেলি'।
সাম্ব-প্রদ্যুম্ন-ভানু-গদ-আদি করি'।। ২।।
উপবনে শিশুগণে করে নানা খেলা।
খেলা-রসে রহিলা' বিস্তর হৈল বেলা।। ৩।।
তৃষ্ণায় আকুল শিশু বনে-বনে ধায়।
জল চাহে শিশুগণ' জল নাহি পায়।। ৪।।
সম্মুখে দেখিল—এক কূপ ভয়ঙ্কর।
জল নাহি তাথে মহা-গভীর, প্রসর।। ৫।।
এক মহাপ্রাণী তা'থে পর্ব্বত-আকার।
দেখিয়া বিস্মিত হইল যতেক ছাওয়াল।। ৬।।
চর্ম্ম-দড়ি দিয়া তারে বান্ধিল যতনে।
টানাটানি পাড়ে তবে যত শিশুগণে।। ৭।।

আছুক তুলিবার কাজ, নাড়িতে না পারে।
কৌতুকে ছাড়িয়া গেল যতেক ছাওয়ালে।। ৮।।

শ্রীকৃষ্ণস্পর্শে-কৃকলাসদেহ প্রাপ্ত
নৃগরাজের উদ্ধার

কহিল কৃষ্ণের আগে সব বিবরণ।
আপনে চলিয়া তথা গেলা নারায়ণ।। ৯।।
পরশিয়া মাত্র প্রভু দিয়া বামকর।
লীলায় তুলিলা তা'রে কূপের উপর।। ১০।।
কৃষ্ণ-পরশনে তা'র সর্ব্বপাপ হরে।
কৃকলাস মূর্ত্তি ছাড়ি' দিব্যমূর্ত্তি ধরে।। ১১।।
তপত-কাঞ্চন জিনি' দীপ্ত কলেবর।
রতন-কুণ্ডল-হার মুকুট সুন্দর।। ১২।।

নৃগরাজের কৃকলাসদেহ প্রাপ্তির কারণ

জানেন ত সকল তত্ত্ব জ্ঞান-শিরোমণি।
তথাপি পুছিলা তা'রে দেব চক্রপাণি।। ১৩।।
লোক বুঝাইতে জিজ্ঞাসিলা নারায়ণ।
কহ, হে পুরুষ, তুমি নিজ-বিবরণ।। ১৪।।
কোন্ পাপে আছিল তোমার অধোগতি?
কোন্ পুণ্যে দিব্যরূপ ধরিলে সম্প্রতি? ১৫
আপনার জন্ম-কর্ম্ম কহ মহাশয়।
কি নাম তোমার, তুমি কাহার তনয়? ১৬
ইচ্ছা যদি কর সব কহিবে কারণ।'
তবে নৃগরাজা কহে পূর্ব্ব বিবরণ।। ১৭।।
ইক্ষাকু-তনয় আমি, রাজা 'নৃগ'-নামে।
সকল বিদিত, নাথ, তোমার চরণে।। ১৮।।
সর্ব্বভূত-সাক্ষী তুমি, সর্ব্বজ্ঞ-শেখর।
সকল জীবের কর্ম্ম তোমাতে গোচর।। ১৯।।
তথাপি তোমারে কহি আজ্ঞা শিরে ধরি'।
মোর ভাগ্যে তুমি জিজ্ঞাসিলে কৃপা করি'।। ২০।।
যতেক পৃথ্বীর রেণু, আকাশের তারা।
যতেক মেঘের হয় বরিষণ-ধারা।। ২১।।
তত ধেনু দিল দান কাঞ্চনে ভূষিয়া।
তরুণী কপিলা হেমময় শৃঙ্গ দিয়া।। ২২।।
রজতের চারি খুর, ধর্ম্ম-অরজিতা।
পট্টপট মাল্য-আভরণ-বৎসযুতা।। ২৩।।
যুবক ব্রাহ্মণ যত বিপ্রের প্রধান।
কুল-শীল গুণযুক্ত মহা মতিমান।। ২৪।।
সত্যব্রত, তপোযুক্ত, বেদবিদাম্বর।
কাঞ্চনে ভূষিয়া তা'র পুণ্য কলেবর।। ২৫।।
হেনরূপ দ্বিজগণ আনি' বিদ্যমান।
নিতি-নিতি লক্ষ-লক্ষ করি ধেনু-দান।। ২৬।।
রজত-কাঞ্চন, কন্যা, তিল, ভূমি, জল।
কনক-নির্ম্মিত রথ, তুরঙ্গ, কুঞ্জর।। ২৭।।
বসন-ভূষণ, শয্যা, রতন-রচনা।
কত কোটি কোটি তাহা কে জানে গণনা? ২৮
কত মহাদান, মহা-বিপুল মন্দির।
কত যজ্ঞ-দীঘি, সরোবর পুণ্য-নীর।। ২৯।।
এইরূপে নানা দান করি নিরবধি।
দৈবযোগে একদিন বাম হৈল বিধি।। ৩০।।
এক ব্রাহ্মণের ধেনু পলাইয়া আসি'।
অজানিতে রহে গিয়া গোষ্ঠে পরবেশি'।। ৩১।।
সেই ধেনু দিলুঁ আমি অন্য ব্রাহ্মণেরে।
ধেনু লঞা ব্রাহ্মণ চলিল নিজ ঘরে।। ৩২।।
চাহিতে বেড়ায় বিপ্র পথে আসি' দেখে।
'মোর মোর' বলিয়া ব্রাহ্মণ ধেনু রাখে।। ৩৩।।
বিবাদ করিয়া তা'রা আইল দুই জন।
ভর্ৎসিয়া আমার ঠাঞি কৈল নিবেদন।। ৩৪।।
'তুমি ধেনু দিলে, বিপ্র, হরি' লঞা যায়।'
ইহা শুনি' ভয় হৈ'ল আমার হিয়ায়।। ৩৫।।
তবে দুই ব্রাহ্মণের ধরিণু চরণে।
বিস্তর সাস্ত্বিনু মুঞি বিনয়- বচনে।। ৩৬।।
'অনুগ্রহ দুহেঁ কর, না কর বিবাদ।
না জানিয়া কৈলুঁ মুঞি, ক্ষেম অপরাধ।। ৩৭।।
কিঙ্করের অপরাধ কভু নাহি লয়।
হেন কর্ম্ম কর, মোর নরক না হয়।। ৩৮।।

কৃপা করি' এক বিপ্র ধেনু ছাড়ি' দেহ।
ইহার বদলে এক লক্ষ ধেনু লহ।।' ৩৯।।
এ-বোল শুনিঞা দুই বলিল ব্রাহ্মণ।
'আর ধেনু লঞা কিছু নাহি প্রয়োজন।।' ৪০।।
এ-বোল বুলিয়া দুই বিপ্র গেল ঘরে।
মৃত্যুকাল হৈল মোর কত দিনান্তরে।। ৪১।।
যমদূত লঞা গেল যম-বিদ্যমান।
ধর্ম্মরাজে দেখি' মুঞি করিলুঁ প্রণাম।। ৪২।।
সম্ভাষিয়া ধর্ম্মরাজ আজ্ঞা দিল মোরে।
'পাপভোগ কর তুমি এই অবসরে।। ৪৩।।
পাছে পুণ্যভোগ তুমি করহ সকল।
তোমার পুণ্যের অন্ত নাহি নরেশ্বর।।' ৪৪।।
অঙ্গীকার কৈলুঁ মুঞি যমের বচনে।
'পড়' হেন বাণী যম বলিলা তখনে।। ৪৫।।
সেইক্ষণে পড়িলুঁ মুঞি কূপের ভিতর।
কৃকলাশ-রূপ ধরি আছি এতকাল।। ৪৬।।

নৃপতি নৃগের শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম-বন্দন

দানশীল রাজা আমি, তোমার কিঙ্কর।
কূপে পড়ি' ছিলুঁ, নাথ, বিস্তর বৎসর।। ৪৭।।
তোমার পদারবিন্দ করিয়া স্মরণ।
আশা ধরি' ছিলুঁ নাথ, হৈল দরশন।। ৪৮।।
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র যাঁ'র চরণ ধেয়ায়।
হৃদয়ে চিন্তয়ে মাত্র, দেখিতে না পায়।। ৪৯।।
অপবর্গ-পদ যাঁ'র চরণ-যুগল।
হেন প্রভু হৈল মোর নয়ন-গোচর।। ৫০।।
সংসারে পতিত মুঞি অন্ধ মূঢ়মতি।
দরশন দিয়ে, নাথ, ঘুচালে দুর্গতি।। ৫১।।
গোবিন্দ, মাধব, দেবদেব, জগন্নাথ।
নারায়ণ, হৃষীকেশ, শ্রীবাস সাক্ষাত।। ৫২।।
অচ্যুত, কেশব, পুণ্যশ্লোক-শিখামণি।
আজ্ঞা দেহ দুর্গতের তত্ত্ব-গতি জানি'।।' ৫৩।।
যথা-তথা থাকি, যেন বুদ্ধিভ্রম নহে।
চরণারবিন্দে যেন সবে মতি রহে।। ৫৪।।
নমো বাসুদেব, কৃষ্ণ অনন্ত শকতি।
নমো ত্রিজগৎনাথ, ব্রজকুলপতি।।' ৫৫।।
প্রদক্ষিণ করি' কৈল চরণে প্রণাম।
আজ্ঞা লঞা দিব্য-রথে চড়ি' মতিমান্।। ৫৬।।
সর্ব্বলোক-বিদ্যমানে গেল স্বর্গবাস।
হাসিয়া কি বলে তবে প্রভু শ্রীনিবাস।। ৫৭।।

ব্রহ্মস্ব-অপহরণের বিষময় ফল

ব্রহ্মণ্যশেখর হরি, লোক-শিক্ষা তরে।
বুঝায় বিবিধ-ধর্ম্ম বিবিধ-প্রকারে।। ৫৮।।
'অলপ ব্রহ্মস্ব যদি ভুঞ্জয়ে অনলে।
অগ্নি হেন হঞা তেঁহো জারিতে না পারে।। ৫৯।।
হলাহল-বিষ 'বিষ' না বলিব তা'রে।
প্রতিকার আছে তা'র কত পরকারে।। ৬০।।
ব্রহ্মস্ব-সদৃশ বিষ নারি বলিবার।
কোনমতে নাহি তা'র কোন প্রতিকার।। ৬১।।
বিষ খাইলে সবে মাত্র মরে সেইজন।
জল দিলে আপনে নিভয়ে হুতাশন।। ৬২।।
ব্রহ্মস্ব-আগুন যা'থে পরবেশ করে।
সমূলে সকল তা'র কুল পুড়ি' মারে।। ৬৩।।
সকৃৎ ব্রহ্মস্ব যদি কোনমতে হরে।
ত্রিপুরুষ-সহ সেহ নিরয়েতে পড়ে।। ৬৪।।
বলে যদি ব্রহ্মস্ব করয়ে অপহার।
দশ পূর্ব্ব দশ পর পুরুষ তাহার।। ৬৫।।
নরকে পড়য়ে তা'র নাহি কোন গতি।
ব্রহ্মস্ব হরয়ে মহাদুষ্ট পাপমতি।। ৬৬।।
ব্রাহ্মণের বৃত্তি যদি হরে কোন জন।
দুঃখ-শোক পাঞা যদি কান্দয়ে ব্রাহ্মণ।। ৬৭।।
যত ধূলা তিতে তা'র নয়নের জলে।
ততেক বৎসর ধরি' দুঃখ ভোগ করে।। ৬৮।।

কুম্ভীপাকে পড়ে, তা'র নাহি পরিত্রাণ।
কেহ জানি করয়ে ব্রাহ্মণ-অবজ্ঞান।। ৬৯।।
পরে দিয়া থাকে, কি আপনে দিয়া থাকে।
ব্রাহ্মণের বৃত্তি যদি হরে কোন পাকে।। ৭০।।
ষাটি-সহস্র ধরি' বৎসর-অবধি।
কৃমি হঞা বিষ্ঠাতে থাকয়ে নিরবধি।। ৭১।।
ব্রাহ্মণের ধন যেন কভু কারো নয়।
রাজ্যভ্রষ্ট হঞা পুন সর্পযোনি হয়।। ৭২।।
শাপুক ব্রাহ্মণে, কিংবা মারুক ব্রাহ্মণে।
তবু জানি কেহ করে ব্রাহ্মণ-লঙ্ঘনে।। ৭৩।।
শাপেতে, মারিতে যেবা করে নমস্কার।
সে-জন আমার প্রিয়, বান্ধব আমার।। ৭৪।।
ব্রাহ্মণে প্রণাম আমি করি সর্ব্বকাল।
ব্রাহ্মণ-অধিক কেহ পূজ্য নাহি আর।। ৭৫।।
যে জন অন্যথা করে, করি তা'র দণ্ড।
বিপ্র-অবজ্ঞান পাপ—মহাপরচণ্ড।। ৭৬।।
কভু জানি কারো হয় দ্বিজধনে লোভ।
নৃগ হেন হঞা তা'র এত দুঃখভোগ।। ৭৭।।
এ-বোল বুঝিয়া, লোক, হও সাবধান।
কেহ জানি করে কভু দ্বিজ-অবজ্ঞান।।" ৭৮।।
এতেক বচন বলি' প্রভু হৃষীকেশ।
আপনে দ্বারকাপুরী কৈলা পরবেশ।। ৭৯।।
শ্রীযুত-গদাধর ধীর-শিরোমণি।
ভাগবত-আচার্য্যের প্রেমতরঙ্গিণী।। ৮০।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে
কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী-চতুঃষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।। ৬৪।।

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়

শ্রীবলভদ্রের শ্রীগোকুল-গমন
(ধানসী-রাগ)

শুন, রাজা, কহি আর অদভুত কথা।
অনন্ত-ধরণীধর বলভদ্র-গাথা।। ১।।
রথে আরোহণ করি' বলভদ্র-রায়।
বন্ধুগণ দেখিতে গোকুলে চলি' যায়।। ২।।
উত্তরিলা রাম যদি নন্দের গোকুলে।
গোপ-গোপী শুনি' আইলা হইয়া ব্যাকুলে।। ৩।।
গোপ-গোপীগণে আসি' দিলা আলিঙ্গন।
নন্দ-যশোদার রাম বন্দিলা চরণ।। ৪।।
আশীর্ব্বাদ দিলা তাঁ'রা শিরে দিয়া হাত।
"রক্ষ রক্ষ নিজজন, ব্রজকুলনাথ"।। ৫।।
বৃদ্ধ গোপগণে রাম কৈলা নমস্কার।
মাথে হাত দিয়া তাঁ'রা কৈলা আশীর্ব্বাদ।। ৬।।
যাঁ'র যেন যোগ্য রাম কৈলা সম্ভাষণে।
তাঁ'রা সব যথাযোগ্য পূজিল বিধানে।। ৭।।
হাতাহাতি ধরিয়া বসিল সবা' মেলি'।
কুশল জিজ্ঞাসা কৈল কৃষ্ণে মন ধরি'।। ৮।।
'সভে কি কুশলে, রাম, আছ নিরাকুলে?
পুত্র-দার-সহ কি আছেন কৃষ্ণ ভালে? ৯
ভাগ্যে পাপ কংস মৈল, কুলের অঙ্গার।
ভাগ্যবশে বন্ধুগণে পাইল প্রতিকার।।" ১০।।

শ্রীকৃষ্ণবিরহ কাতরা ব্রজগোপীগণকে শ্রীবলদেবের সান্ত্বনা-প্রদান

গোপীগণে প্রেমভাবে করিয়া সম্ভাষা।
কিঞ্চিত হাসিয়া করে কৃষ্ণের জিজ্ঞাসা।। ১১।।
'পুরনারী-বল্লভ সম্প্রতি বনমালী।
কুশলে আছেন কি দ্বারকা-অধিকারী? ১২

কখন কি পিতা-মাতা স্মঙরে নিজজনে?
কভু কি স্মঙরে আমা'-সভা গোপীগণে? ১৩
পতি-সুত, পিতা-মাতা—সকল তেজিল।
কুলধর্ম্ম তেজি' তার চরণ ভজিল।। ১৪।।
তথাপি তেজিয়া গেল ছাড়িয়া পীরিতি।
কে তা'র বচনে আর করিব প্রতীতি? ১৫
বলে আন, করে আন, কৃত্য নাহি বুঝে।
কোন কালে ভজিলে যুবতী নারী তেজে।। ১৬।।
বিচিত্র-কথন, তার সুন্দর বদন।
কটাক্ষেতে নারীর হরিতে পারে মন।। ১৭।।
কি তা'র কথাতে কাজ, আন কথা কহি।
এতদিন যায় তা'র আমা'-সভা বহি'।। ১৮।।
যদি তা'র কাল যায় আমা সভা বিনে।
যাইবে আমার কাল দেহ-সমাধানে।।" ১৯।।
এতেক বলিয়া গোপী রহিলা ধেয়ানে।
কৃষ্ণের ললিত-লীলা স্মঙরিয়া মনে।। ২০।।
চারু হাস, চারু মুখ, বচন স্মঙরি'।
কান্দিতে লাগিলা গোপী লজ্জা পরিহরি'।। ২১।।
দেখিয়া গোপীর প্রেম রাম হলধর।
বিনয়-বচনে গোপী সান্ত্বিলা বিস্তর।। ২২।।

শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীবলরামের রাস

চৈত্র-বৈশাখ ধরি' প্রভু পূর্ণকাম।
দুইমাস তথাতে রহিলা বলরাম।। ২৩।।
নিরমল-রজনী, কুমুদ বহে গন্ধ।
অখণ্ড-পূর্ণিমা-শশী, পবন সুমন্দ।। ২৪।।
কুসুমিত বনে নব রমণীমণ্ডলে।
রাসকেলি করে রাম বিবিধ-মণ্ডলে।। ২৫।।
বরুণে পাঠাঞা দিল বারুণী মদিরা।
বৃক্ষের কোটর হৈতে পড়ে মধুধারা।। ২৬।।
তার গন্ধে দশদিগ্ হৈল আমোদিত।
মধুপান করে রাম হঞা হরষিত।। ২৭।।
গন্ধর্ব-কিন্নরে গায়, দুন্দুভি-বাজন।
দিব্য-বিদ্যাধরী নাচে, পুষ্প-বরিষণ।। ২৮।।
সুরগণে আনন্দে রামের গুণ গায়।
দিব্য-রাসকেলি করে বলভদ্র-রায়।। ২৯।।
বৈজয়ন্তী-মালা গলে, মত্ত হলধর।
বিহ্বল-লোচন, এক শ্রবণে কুণ্ডল।। ৩০।।

শ্রীবলদেবের যমুনাকর্ষণ

সম্মুখে যমুনা দেখি' মত্ত বলরাম।
ডাকিয়া বলিল,—'নদী আইস সন্নিধান'।। ৩১।।
রামের বচনে নদী না কৈল আদর।
ক্রোধে তবে লাঙ্গল তুলিলা হলধর।। ৩২।।
'আরে রে পাপিনি, মোর কৈলি অবজ্ঞান।
লাঙ্গলে বিন্ধিয়া তোরে করি শতখান।।' ৩৩।।

ভীতা যমুনার শ্রীবলরামস্তুতি

এ-বোল শুনিয়া ভয়ে সূর্য্যের কুমারী।
চরণে পড়িল আসি' দণ্ডবত করি'।। ৩৪।।
'রাম রাম, মহাভুজ, ত্রিভুবন-গতি।
না জানি তোমার তত্ত্ব মুঞি হীনমতি।। ৩৫।।
এক-অংশে ধরে যাঁ'র ধরণীমণ্ডল।
কে তা'র জানিব তত্ত্ব ব্রহ্মাণ্ড-ভিতর? ৩৬
ছাড়, ছাড়, প্রাণনাথপ্রপন্ন-পালন।'
তবে বলরাম তা'রে হৈলা পরসন্ন।। ৩৭।।

গোপীগণসহ শ্রীবলরামের জলকেলি

জলকেলি করে রাম যমুনার জলে।
জল-ছিটাছিটি করে রমণীমণ্ডলে।। ৩৮।।
বিহরিয়া উঠে তবে বলভদ্র-রায়।
লক্ষ্মীদেবী দিব্যমালা আনিঞা যোগায়।। ৩৯।।
বহুবিধ বসন-ভূষণ, দিব্য-গন্ধ।
দেখিয়া রামের হৈল হৃদয়ে আনন্দ।। ৪০।।

নীল বস্ত্র পরি' রাম দিব্য মণিমালা।
গজীগণ সঙ্গে যেন মত্ত-গজ-খেলা।। ৪১।।
দিব্য গন্ধ পরি' অঙ্গ ভূষিল-ভূষণে।
রূপার পর্ব্বত যেন জড়িত কাঞ্চনে।। ৪২।।
হেনরূপে কৈল রাম বিচিত্র বিহার।
জগতে রহিল যশ বড়-চমৎকার।। ৪৩।।
টান দিয়া যমুনা আনিল বলরাম।
অদ্যাপি রামের যশ আছে বিদ্যমান।। ৪৪।।
এইরূপে রাসকেলি করে হলধরে।
রমণীমণ্ডলে রাম আনন্দে বিহরে।।" ৪৫।।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস-ভাষা।
রামগুণ শুন, ভাই, রামে ধর আশা।। ৪৬।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে
কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী পঞ্চষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।। ৬৫।।

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায়

পৌণ্ড্রকের নিজকে বাসুদেব বলিয়া ঘোষণা ও
শ্রীকৃষ্ণসমীপে দূত প্রেরণ
(বেলোয়ার-রাগ)

'করূষ-রাজ্যের রাজা আছিল দুর্ম্মতি।
'বাসুদেব'-নাম ধরে দুষ্টগণ-পতি।। ১।।
নিজগণে বাড়ায় তাহার অহঙ্কার।
আপনে বোলয়ে 'আমি কৃষ্ণ অবতার'।। ২।।
দূত পাঠাইয়া দিল দ্বারকা-ভুবনে।
উত্তরিলা গিয়া দূত কৃষ্ণ-বিদ্যমানে।। ৩।।
বিচিত্র মন্দির দিব্য-সভার ভিতর।
বসিয়া আছেন হেম-খট্টার উপর।। ৪।।
কমল-লোচন কৃষ্ণে দেখিয়া নয়নে।
ডাকিয়া কি বলে দূত রাজার বচনে।। ৫।।
'বাসুদেব আমি সবে, কেহ নাহি আর।
লোক-পরিত্রাণ-হেতু কৈলুঁ অবতার।। ৬।।
তুমি, কৃষ্ণ, আপনার মিথ্যা নাম তেজ'।
কৃষ্ণ-চিহ্ন তেজিয়া আমাকে আসি' ভজ।। ৭।।
আমার শরণ লঞা রহ গিয়া সুখে।
নহে যুদ্ধ দেহ', যেন সর্ব্বলোক দেখে।।' ৮।।
শুনিয়া দুষ্টের দুষ্ট বচন-প্রকাশ।
সভাসদে উপজিল হাস পরিহাস।। ৯।।

পৌণ্ড্রকের দর্পহরণার্থ শ্রীহরির সতর্কীকরণ

হাসিয়া আপনে বলে প্রভু ভগবান্।
'কহ গিয়া, দূত, তোমার রাজা-বিদ্যমান।। ১০।।
যে-চিহ্ন ধরিয়া করে এত বড় গর্ব।
সে-চিহ্ন ঘুচাঞা তা'র খণ্ডাইব দর্প।। ১১।।
রণভূমি মাঝে তা'রে করা'ব শয়ন।
শৃগাল-কুক্কুর যেন করয়ে ভক্ষণ।।" ১২।।
শুনি' দুরাচার দূত কৃষ্ণের বচন।
কহিল স্বামীর আগে সব বিবরণ।। ১৩।।
তবে কৃষ্ণ রথে চড়ি' পুরুষ-কেশরী।
বারাণসীপুরে প্রভু গেলেন শ্রীহরি।। ১৪।।
শুনিয়া পৌণ্ড্রক রাজা কৃষ্ণ-আগমন।
বাছিয়া বাছিয়া কৈল সৈন্যের সাজন।। ১৫।।
দুই অক্ষৌহিণী সেনা সাজিয়া যুঝার।
ত্বরিতে চলিল রাজা যুদ্ধ করিবার।। ১৬।।
কাশীরাজ তা'র মিত্র কৈলা আগুসার।
তিন অক্ষৌহিণী সেনা করি' পাটোয়ার।। ১৭।।
দেখাদেখি' বলাবলি' বাজিল সমর।
অস্ত্রে-অস্ত্রে কাটাকাটি, রণ ভয়ঙ্কর।। ১৮।।
শূলে-শূলে বিন্ধাবিন্ধি, মুষলে-মুদগরে।
বাজিল সংগ্রাম, খড়গ-পরিঘ-তোমরে।। ১৯।।

তবে কৃষ্ণ দেখিল পৌণ্ড্রক মতিনাশ।
শ্রীবৎস-লাঞ্ছন ধরে, পরে পীতবাস।। ২০।।
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম শোভে চারি করে।
বনমালা ভূষণ কৌস্তুভমণি গলে।। ২১।।
দিব্য আভরণ পরে, মকর-কুণ্ডলে।
দেখিয়া কৃত্রিমবেশ হাসে গদাধরে।। ২২।।
কাটিল সকল সৈন্য তীক্ষ্ণ চক্রবাণে।
গদার প্রহারে সৈন্য কৈলা নিপাতনে।। ২৩।।
ভূমি তলে পড়িয়া লোটায় বীর-মুণ্ড।
কত কোটি রথ, কত কোটি গজ-শুণ্ড।। ২৪।।
কত কোটি লোটায় বীরের কলেবর।
কত কোটি-কোটি ঘোড়া, মহিষ-কুঞ্জর।। ২৫।।
দীপ্ত করে রণভূমি, দেখি ভয়ঙ্কর।
হেন মহারণ হৈল পৃথিবী-ভিতর।। ২৬।।
কাটিয়া দুহাঁর সৈন্য প্রভু চক্রপাণি।
গভীর শবদ করি' বলে কোন বাণী।। ২৭।।
'শুন শুন, আরে রে, পৌণ্ড্রক দুরাচার।
দূত-মুখে মহিমা কহিলি আপনার।। ২৮।।
মিথ্যা নাম ধরিয়া ডাকিল অতিশয়।
তা'র শাস্তি করোঁ আজি, আরে মতিক্ষয়।। ২৯।।
নহে বা রাখহ প্রাণ পশিয়া শরণ।
নহে বেটা মোর সনে করসিয়া রণ।।' ৩০।।
এতেক বচন বলি' প্রভু যদুরায়।
রথে হৈতে টান দিয়া পৌণ্ড্রকে নামায়।। ৩১।।
চক্রে মাথা কাটিয়া ফেলিল ভূমি-তলে।
বজ্রে যেন পর্ব্বত কাটিলা পুরন্দরে।। ৩২।।
তবে কাশীরাজ-শির কাটিয়া ফেলিল।
কাশীপুরে গিয়া মায়া উড়িয়া পড়িল।। ৩৩।।
সগণে পৌণ্ড্রক মারি' দেব-শিরোমণি।
দ্বারকা প্রবেশ কৈলা প্রভু চক্রপাণি।। ৩৪।।
সিদ্ধ-বিদ্যাধরগণে নিজ-গুণ গায়।
দ্বারকা-প্রবেশ কৈলা প্রভু যদুরায়।। ৩৫।।
ধরিল পৌণ্ড্রক রাজা নারায়ণ-বেশ।
ধ্যানযোগে সতত চিন্তিল হৃষীকেশ।। ৩৬।।
বৈরিভাবে কৃষ্ণে ধ্যান কৈল নিরন্তর।
কৃষ্ণময় হইল রাজা তেজি' কলেবর।। ৩৭।।
উড়িয়া পড়িল মাথা পুরীর ভিতরে।
'একি, একি' বলি' লোক বেড়িল সত্বরে।। ৩৮।।
চিনিঞা রাজার মাথা কান্দে পুরজন।
মহাদেবীগণ কান্দে, পুত্র-মিত্রগণ।। ৩৯।।
'হা নাথ, হা নাথ, তাত, কৈলে কোন্ কর্ম্ম?
ঈশ্বর লঙঘন কৈলে না জানিঞা মর্ম্ম।।' ৪০।।
আছিল তাহার পুত্র 'সুদক্ষিণ'-নামে।
বাপের মরণ দেখি' ক্রোধ হৈল মনে।। ৪১।।
পরলোক-কর্ম্ম কৈল বিধি-অনুসারে।
প্রতিজ্ঞা করিয়া গেলা শঙ্কর মন্দিরে।। ৪২।।

পিতৃবধের প্রতিশোধ নিমিত্ত পৌণ্ড্রকপুত্র সুদক্ষিণের শ্রীশিবারাধনা

'শুধিব বাপের ধার'—এই আছে মনে।
প্রতিজ্ঞা করিয়া গেলা শিব-সন্নিধানে।। ৪৩।।
গুরু-সহে করে বীর শিব-আরাধন।
সমাধি করিয়া শিব চিন্তে অনুক্ষণ।। ৪৪।।
তবে তুষ্ট হঞা বর দিলা মহেশ্বর।
সুদক্ষিণ বলে,—নাথ, মাগি এই বর।। ৪৫।।
মারিব বাপের রিপু, হেন আছে মনে।
এই বর দেহ, শিব, মাগিলুঁ চরণে।।' ৪৬।।
শিব বলে,—'শুন, বীর, আমার বচন।
দক্ষিণ-আগুনি তুমি কর আরাধন।। ৪৭।।
ব্রাহ্মণ-সহিত যজ্ঞ কর 'অভিচার'।
সেই যজ্ঞে ইষ্টসিদ্ধি করিব তোমার।। ৪৮।।
কিন্তু, বীর, কহিএ তোমারে উপদেশ।
ব্রাহ্মণ-ভকত-জনে না করিহ দ্বেষ।। ৪৯।।
তবে কৃত্য হৈব সব সফল তোমার।
এ-বোল বুঝিয়া কর যজ্ঞ 'অভিচার'।। ৫০।।
অভিচার যজ্ঞ তবে কৈল সুদক্ষিণ।
আগুনে বেড়িয়া বীর করে প্রদক্ষিণ।। ৫১।।

শিব কৃত্যার শ্রীদ্বারকা আক্রমণ

হেনকালে কুণ্ড হৈতে হঞা মূর্ত্তিমান্।
উঠিল পুরুষ এক আগুনি-সমান।। ৫২।।
প্রতপ্ত তাম্রের বর্ণ, ধরে দাড়ি-চুল।
অঙ্গার উগারে আঁখি, শবদ নিষ্ঠুর।। ৫৩।।
বিকট দশন, মুখ, ভ্রূকুটি কুটিল।
তিন গোটা শিখা ধরে জ্বলন্ত শরীর।। ৫৪।।
তিন গোটা শিখা ধরে জ্বলন্ত আগুনি।
পদভরে মহাবীর কাঁপায় মেদিনী।। ৫৫।।
সত্বরে চলিলা বীর দ্বারকা-উদ্দেশে।
সর্ব্বলোক আঁখি মুদি' রহিল তরাসে।। ৫৬।।
দূত-ক্রীড়া সভাতে করেন ভগবান্।
জানায় সকল লোক প্রভু-বিদ্যমান।। ৫৭।।
"রক্ষ রক্ষ, মহাপ্রভু ত্রিজগতনাথ।
আগুনে পুড়িয়া মরি তোমার সাক্ষাত।। ৫৮।।
নিজজন পরিত্রাণ কর যোগেশ্বর।'
হাসিয়া গোবিন্দ বলে,—'না করিহ ডর।। ৫৯।।
ভয় পরিহর, লোক, দেখ বিদ্যমান।
এখনে করিব আমি দুঃখ-সমাধান।।' ৬০।।
জানেন সকল তত্ত্ব দেব-চূড়ামণি।
সভার অন্তর-বাহ্য দেখে চক্রপাণি।। ৬১।।
শঙ্করের কৃত্যা প্রভু জানেন আপনে।
আছিল নিকটে চক্র প্রভু-বিদ্যমানে।। ৬২।।

সুদর্শন-দ্বারা শিবকৃত্যা-নাশ ও গণসহ সুদক্ষিণ
ও সমগ্র কাশীপুরী-দহন

সূর্য্যকোটি-সম তেজ প্রলয়-অনল।
নিজ-চক্র দেখি' আজ্ঞা দিল সুরেশ্বর।। ৬৩।।
আজ্ঞা শিরে ধরি' চক্র চলিল সত্বরে।
কৃত্যা-ভঙ্গ কৈল চক্র নিজ-তেজোবলে।। ৬৪।।
চক্র-তেজ কৃত্যানল সহিতে না পারি'।
বাহুড়িয়া গেল পুন বারাণসীপুরী।। ৬৫।।
সুদক্ষিণ পুড়িল, যতেক পুরজন।
পুড়িয়া মরিল যত যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ।। ৬৬।।
তবে চক্র বারাণসী পরবেশ করি'।
সমূলে বিনাশ কৈল বারাণসীপুরী।। ৬৭।।
পুনরপি গেল চক্র কৃষ্ণ-সন্নিধানে।
হেন অদভুত কর্ম্ম করে ভগবানে।। ৬৮।।
কৃষ্ণের বিক্রম যে-বা শুনে, যে শুনায়।
সর্ব্বপাপ হরে তা'র, বিষ্ণুলোকে যায়।।" ৬৯।।
ধীর-শিরোমণি শ্রীল-গদাধর জান।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস-গান।। ৭০।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে
কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী-ষট্‌ষষ্ঠিতমোঽধ্যায়ঃ।। ৬৬।।

সপ্তষষ্ঠিতম অধ্যায়

শুকদেব-কর্ত্তৃক শ্রীবলরাম-বিক্রম-বর্ণন
(গৌরী-রাগ)

তবে রাজা জিজ্ঞাসিল হঞা হরষিত।
"পুনরপি কহ মুনি রামের চরিত।। ১।।
আর কিবা কর্ম্ম কৈলা প্রভু হলধর।
রামের বিক্রম কহ শ্রবণ-মঙ্গল।।" ২।।
মুনি বলে,—"শুন, রাজা, রামের মহিমা।
বিপক্ষ-বিদার রাম বিক্রমের সীমা।। ৩।।

দ্বিবিদ-নামক বানরের
উৎপাৎ

আছিল 'দ্বিবিদ'-নামে একটা বানর।
'মৈন্দ'-নামে বানরের ভাই সহোদর।। ৪।।

নরকের সখা সেহি, সুগ্রীব-কিঙ্কর।
উপদ্রব করিয়া বেড়ায় নিরন্তর।। ৫।।
নরকের ধার কিছু শুধিবারে-চায়।
গ্রামে-গ্রামে পুরে-পুরে আগুনি ভেজায়।। ৬।।
উপাড়িয়া বড় বড় গাছ-পাথর।
পাক দিয়া ফেলে দূর দেশের উপর।। ৭।।
যে-দেশে চাপিয়া পড়ে, ধুলা হঞা যায়।
এইরূপে উৎপাত করিয়া বেড়ায়।। ৮।।
'আনর্ত্ত'-নগরে গিয়া উঠিল বানর।
যথাতে আছেন মহাপ্রভু হলধর।। ৯।।
সাগরে নাম্বিয়া জল দুই হস্তে তোলে।
ডুবায় সকল দেশ তীরের উপরে।। ১০।।
মুনির আশ্রম ঘর ফেলায় ভাঙ্গিয়া।
ছন্ন করে উপবন বৃক্ষ উপাড়িয়া।। ১১।।
বিষ্ঠা-মূত্র ছাড়ে যজ্ঞকুণ্ডের উপর।
নারী হরি লঞা যায় বনের ভিতর।। ১২।।
নরনারী প্রবেশায় পর্ব্বত-গহ্বরে।
দ্বার রোধ করি' রাখে গাছ-পাথরে।। ১৩।।
এইরূপে দুষ্ট কর্ম্ম করে নিরন্তর।
দশ-সহস্র ধরে মদমত্ত গজ-বল।। ১৪।।

শ্রীবলরামদ্বারা দুষ্ট-দ্বিবিদের বিনাশ

'রৈবত'-পর্ব্বতে গিয়া কৈলা আরোহণ।
তথাতে দেখিল রাম রাজীব-লোচন।। ১৫।।
অমল-কমল-মালা পরে নীলবাস।
মনোহর কলেবর, মন্দ-মধু হাস।। ১৬।।
বারুণী মদিরা পানে তরলিত অঙ্গ।
যুবতী সমাজে বাড়ে মদন-তরঙ্গ।। ১৭।।
বিমত্ত-বারণ জিনি' মনোহর-লীলা।
রমণীমণ্ডলে খেলে অপরূপ খেলা।। ১৮।।
হেনরূপে রাম গিয়া দেখিল বানর।
লম্ফ দিয়া উঠে দুষ্ট বৃক্ষের উপর।। ১৯।।
নিষ্ঠুর শবদ করে, গাছ কাঁপায়।
ভ্রূকুটি করিয়া দুষ্ট আপনা দেখায়।। ২০।।
সহজে চপল-জাতি, বেড়ি' চারি পাশে।
তা'র কর্ম্ম দেখিয়া যুবতীগণ হাসে।। ২১।।
সম্মুখে দাণ্ডাঞা গুহ্য দেখায় বানর।
লজ্জা পাঞা নারীগণ পালায় সত্বর।। ২২।।
তবে প্রভু বলভদ্র বিপক্ষ-বিদার।
ক্রোধ করি' কৈলা এক শিলার প্রহার।। ২৩।।
এড়াইয়া রহিল দুষ্ট নিকটে দাণ্ডায়।
মদিরা-কলস ধরি' ঠেলিয়া ফেলায়।। ২৪।।
হাসে দুষ্ট বানর, কলস ভাঙ্গি যায়।
টানদিয়া নারীগণের বসন খসায়।। ২৫।।
তুলিয়া অঙ্গের বস্ত্র নেহারিয়া চায়।
ভ্রূকুটি করিয়া দুষ্ট সত্বরে পালায়।। ২৬।।
তবে ক্রোধ কৈলা রাম মারিবার তরে।
লাঙ্গল-মুষল তুলি' লৈল দুই করে।। ২৭।।
তবে শাল উপাড়িয়া তুলিল বানর।
ফেলিয়া মারিল বলরামের উপর।। ২৮।।
শাল-গাছ পড়িব দেখিয়া বলরাম।
বামহস্তে ধরিয়া ভাঙ্গিল বৃক্ষখান।। ২৯।।
তা'র মুণ্ডে মারে রাম মুষলের বাড়ি।
তবু দুষ্ট বানর রহিল ক্রোধ করি'।। ৩০।।
ভাঙ্গিল দুষ্টের মাথা মুষল-প্রহারে।
অঙ্গ বাহি' রুধির পড়য়ে শতধারে।। ৩১।।
তবে আর শালবৃক্ষ তুলিয়া বিশাল।
মোচড়িয়া ফেলিল গাছের পাতা-ডাল।। ৩২।।
ক্রোধ করি' ফেলিয়া মারিল বৃক্ষখান।
শত খণ্ড করিয়া ফেলিল বলরাম।। ৩৩।।
তবে আর শাল-বৃক্ষ তুলিল বানর।
ফেলিয়া মারিল বলভদ্রের উপর।। ৩৪।।
সেই বৃক্ষ বলরাম কৈল শতখান।
পুন আর গাছ লঞা হৈল আগুয়ান।। ৩৫।।
সেহ বৃক্ষ কাটা গেল, আর বৃক্ষ তোলে।
নিবারণ করে রাম সে-বৃক্ষ মুষলে।। ৩৬।।
তুলিল সকল বৃক্ষ, শূন্য হৈল বন।
তবে আর করে দুষ্ট শিলা বরিষণ।। ৩৭।।

সেহ চূর্ণ কৈলা রাম মুষল-প্রহারে।
তবে দুই বাহু তুলি' ধাইল সত্বরে।। ৩৮।।
মারিল রামের বুকে মুষ্টির-প্রহার।
তবে বলভদ্র রাম চিন্তিল প্রকার।। ৩৯।।
তেজিয়া মুষল হল মুষ্টি করি' কর।
কর্ণমূলে মুট্‌কি মারিলা হলধর।। ৪০।।
কর্ণমূল ভাঙ্গিয়া রুধির পড়ে ধারে।
কাঁপিয়া পড়িল বীর মুষ্টির প্রহারে।। ৪১।।
নদনদী, গিরি, কম্পিল সাগর।
পড়িল ছাড়িয়া প্রাণ দ্বিবিদ বানর।। ৪২।।
'জয় জয়' শবদ উঠিল সুরগণে।
'সাধু সাধু' করিয়া বাখানে মুনিগণে।। ৪৩।।
দ্বিবিদ-বানর বধ কৈল হলধরে।
নিজপুরে রহি' রাম আনন্দে বিহরে।।" ৪৪।।
ভক্তিরসগুরু শ্রীল-গদাধর জান।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস গান।। ৪৫।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে
কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী-সপ্তষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।। ৬৭।।

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণপুত্র সাম্বের দুর্যোধন-কন্যা লক্ষ্মণার হরণ

শুকমুনি বলে,—"শুন, রাজা পরীক্ষিত।
ভুবনপাবন বলরামের চরিত।। ১।।
আছিল 'লক্ষণা'-নামে দুর্য্যোধন-সুতা।
দিব্যরূপ-বেশ ধরে, সর্ব্বগুণযুতা।। ২।।
যত রাজকুমার আনিল দুর্য্যোধনে।
স্বয়ম্বর-স্থল রাজা রচিল বিধানে।। ৩।।
স্বয়ম্বর-স্থানেতে কন্যার আগমন।
হেনকালে গেল তথা কৃষ্ণের নন্দন।। ৪।।
জাম্ববতী-সুত 'সাম্ব' কোন যুক্তি করে।
রথে তুলি' কন্যা হরি' নৈল একেশ্বরে।। ৫।।
তা' দেখিয়া কুপিল সকল কুরুসেনা।
'দেখ-দেখ, হেন কর্ম্ম করে কোন্ জনা? ৬
শিশু হঞা এত বড় করে অহঙ্কার।
কন্যা হরি' লঞা যায় কৃষ্ণের কুমার? ৭
শিশু হঞা দিল আসি' রাজপুরে হানা।
মহাবল-বীরগণে করি' কদর্থনা।। ৮।।
বান্ধিয়া বালক গিয়া আন ঝাট করে।
দেখি যদুবংশে তা'র কি করিতে পারে? ৯
পুত্রের বন্ধন শুনি' যদুগণ মেলি'।
যদি তা'রা যুধিবারে আসে দর্প করি'।। ১০।।
দর্পভঙ্গ হঞা যা'বে পাঞা অপমান।
প্রাণ লঞা পালাইবে তেজিয়া সংগ্রাম।।' ১১।।
এতেক বচন বলি' রাজা দুর্য্যোধন।
ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, যজ্ঞকেতু— চারি জন।। ১২।।
ভুরিশ্রবা, শল্য—এই ছয়জন মেলি'।
মহারথিগণ সবে ধাইল রথে চড়ি'।। ১৩।।
'রহ রহ, আরে রে ছাওয়াল, দুরাচার!
কন্যা লঞা যাইবি, তোর এত অহঙ্কার!!' ১৪
এতেক বচন শুনি' কৃষ্ণের নন্দন।
বামহস্তে ধরিয়া তুলিল শরাসন।। ১৫।।
ফিরিয়া রহিল যেন সিংহ মহাবল।
একেশ্বর কৈল বীর তুমুল সমর।। ১৬।।
ছয় মহাবীর কৈল শর-বরিষণ।
সকল সহিলা বীর কৃষ্ণের নন্দন।। ১৭।।
তবে জাম্ববতী-সুত বিক্রমে বিশাল।
আকর্ণ পূরিয়া দিল ধনুকে টঙ্কার।। ১৮।।
ছয় বীরে বিন্ধে বীর, ছয় ছয় বাণে।
চারি ঘোড়া, চারি বাণে বিন্ধিল সন্ধানে।। ১৯।।

এক এক সারথি বিন্ধিল এক শরে।
শর বরিষণ বীর কৈল একবারে।। ২০।।
তবে ছয় বীর তা'র দেখিয়া সংগ্রাম।
ধনুকে টঙ্কার দিয়া যোড়ে চোখ বাণ।। ২১।।
চারি ঘোড়া চারি জনে কাটে চারি বাণে।
এক শরে সারথি কাটিল এক জনে।। ২২।।
ছয় মহাবীর তবে যতন করিয়া।
রথ হৈতে কৃষ্ণসুতে নাম্বায় ধরিয়া।। ২৩।।

শ্রীসাম্বের বন্ধন কথা শ্রবণে যদুবীরগণের ক্রোধ
ও শ্রীবলদেব-কর্ত্তৃক সান্ত্বনা-দান

বান্ধিয়া ছাওয়াল তবে নিল নিজপুরে।
নারদ কহিল গিয়া দ্বারকানগরে।। ২৪।।
তা' শুনিয়া ক্রোধ কৈল যত যদুগণে।
সাজিলা বিষম সৈন্য রাজা উগ্রসেনে।। ২৫।।
বাছিয়া বাছিয়া সৈন্য করিয়া সাজন।
বিক্রম করিয়া চলে মহাবীরগণ।। ২৬।।
বীরের বিক্রম দেখি' হলধর রায়।
বিনয়-বচনে প্রভু সান্ত্বিয়া বুঝায়।। ২৭।।
'বন্ধুগণ-সহে কেন বিবাদ বাড়াই?
রহ সব, বীরগণ, আমি চলি' যাই।।' ২৮।।
সান্ত্বিয়া রাখিল সব বীরের প্রধান।
রথে চড়ি' আপনে চলিলা বলরাম।। ২৯।।
কুলবৃদ্ধ জ্ঞাতিগণ চৌদিকে বেষ্টিত।
সঙ্গে করি' নৈল কত কুলপুরোহিত।। ৩০।।

শ্রীবলদেবকর্ত্তৃক কৌরবদিগকে নৃপতি
উগ্রসেনের আজ্ঞা-জ্ঞাপন

চলিলা হস্তিনাপুরে প্রভু বলরাম।
উত্তরিল গিয়া যদি পুর-সন্নিধান।। ৩১।।
আপনে রহিল রাম বাহ্য-উপবনে।
উদ্ধবে পাঠাঞা দিল রাজ-বিদ্যমানে।। ৩২।।
ধৃতরাষ্ট্রে বুঝাইতে রামের মন্ত্রণা।
উদ্ধবে পাঠাঞা করে বিবাদ-খণ্ডনা।। ৩৩।।
পুরেতে প্রবেশ গিয়া উদ্ধব করিল।
ধৃতরাষ্ট্র-ভীষ্ম, দ্রোণ-চরণ বন্দিল।। ৩৪।।
সভাসদে কহিল রামের আগমন।
তা' শুনিয়া আনন্দিত হৈলা বীরগণ।। ৩৫।।
পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়া তা'রা উদ্ধবে পূজিল।
দিব্য উপহার লঞা আনন্দে চলিল।। ৩৬।।
পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়া কৈল চরণ-বন্দন।
দিব্য উপহার আনি' কৈল নিবেদন।। ৩৭।।
মধুর-বচনে কৈল রাম-সম্ভাষণ।
একে একে সকলে পূজিলা জনে জন।। ৩৮।।
অন্যান্য সভার সহে করিয়া সম্ভাষা।
বিনয়-বচনে করে কুশল জিজ্ঞাসা।। ৩৯।।
তবে রাম বলে,—'শুন, সর্ব্ব বীরগণ!
সাবধান হঞা শুন আমার বচন।। ৪০।।
উগ্রসেন ক্ষিতিপতি নৃপতি-প্রধান।
তাঁ'র আজ্ঞা কহি তোমা'-সবা বিদ্যমান।। ৪১।।
আজ্ঞা শিরে ধরি' কর্ম্ম কর সাবধানে।
ইহাতে অন্যথা কিছু না করিহ মনে।। ৪২।।
তোমরা বিস্তরে মিলি, জিনিলে ছাওয়াল।
অধর্ম্মে বালক বান্ধি' কর অহঙ্কার।। ৪৩।।
বন্ধুবর্গ দেখিয়া ক্ষেমিল অপরাধ।
পীরিতি-কারণে আমি না কৈলুঁ বিবাদ।।' ৪৪।।

মদোন্মত্ত কৌরবগণকর্ত্তৃক শ্রীযাদবগণের প্রতি অপমান-
সূচক-বাক্য-প্রয়োগ ও শ্রীবলদেবকে অবজ্ঞা

রামের অসহ্য বাণী শুনি' কুরুগণে।
ক্রোধ করি' বলে তা'রা ঘূর্ণিতলোচনে।। ৪৫।।
'হরি হরি, এত বড় বিচিত্র কথন!
কালগতি এত বড়, না যায় লঙ্ঘন!! ৪৬
পায়ের পানই উঠে মস্তক-উপর।
যদুকুলে দুর্নীত বাড়িল এত বড়!! ৪৭

যোনিগত সম্বন্ধ করিয়া তাঁ'র সনে।
আপনার তুল্য করি' বাঢ়াই আপনে।। ৪৮।।
ধ্বজ, ছত্র, চামর—রাজার আভরণ।
বসন, ভূষণ, শয্যা, মুকুট, আসন।। ৪৮।।
উপেক্ষিয়া কথোখানি দিল রাজ্যখণ্ড।
কৃপা করি' আমি-সব দিল ছত্রদণ্ড।। ৫০।।
নিলর্জ্জ যাদবগণ হেন অগেয়ান।
আমার প্রসাদে ধরে 'রাজা' হেন নাম।। ৫১।।
আজ্ঞা দিয়া আমারে পাঞায় কোন্ লাজে?
আমি ক্রোধ করিব তাহাতে কোন্ কাজে? ৫২
ইন্দ্র-আদি দেবেরে না করি বস্তুজ্ঞান।
যদুবংশে জনমিয়া বলে অপমান!!' ৫৩
ভর্ৎসিয়া রামেরে তবে দুর্বাচ্য-বচনে।
পুরেতে প্রবেশ কৈল সর্ব্ব বীরগণে।। ৫৪।।

ক্রোধান্বিত শ্রীবলদেবের হস্তিনাপুরী
বিনাশার্থ হলাকর্ষণ

শুনিয়া ঠাকুর রাম দুর্বাচ্য-বচন।
দুষ্টমতি দেখিয়া সকল কুরুগণ।। ৫৫।।
ক্রোধে যেন জ্বলে রাম জ্বলন্ত অনল।
হাসিয়া কি বলে তবে কম্পিত অধর।। ৫৬।।
'ঐশ্বর্য্য-সম্পদে যা'র বাঢ়য়ে উন্মাদ।
দণ্ড-বিনে কভু তা'র নহে অবসাদ।। ৫৭।।
পশু নিবারিতে যেন দণ্ড ধরি' করে।
দণ্ড করি' দুষ্টজনে নিবারে ঈশ্বরে।। ৫৮।।
ক্রোধ করি' সাজিয়া আসিব যদুগণ।
ক্রোধ করি' আপনে আসিব নারায়ণ।। ৫৯।।
তা'-সবারে সান্ত্বিয়া আপনে আইলুঁ এথা।
দুষ্টমতি খলগণে কহে নানা-কথা।। ৬০।।
দুর্বাচ্য বচন বলে আমা'-বিদ্যমান।
অল্পলোক হঞা এত বড় অপমান!! ৬১
উগ্রসেন রাজচক্রবর্ত্তী হেন রাজা।
ইন্দ্র-আদি সুরগণ করে যা'র পূজা।। ৬২।।

সুধর্ম্মা সভাতে যা'র বসিয়া দেওয়ান।
পারিজাত পুষ্প যা'র ঘরে উপাদান।। ৬৩।।
ইন্দ্রের-সম্পদ্ আনি' ভুঞ্জে ক্ষিতিতলে।
সে নহে রাজার যোগ্য—দুষ্টগণ বলে।। ৬৪।।
যাঁর পদযুগ সেবে লক্ষ্মী ঠাকুরাণী।
দেবের ঈশ্বরী দেবী জগত-জননী।। ৬৫।।
চরণপঙ্কজ যাঁ'র বাঞ্ছে লোকনাথে।
যোগীন্দ্র-মুনীন্দ্র যাঁরে চিন্তে ধ্যানপথে।। ৬৬।।
তীর্থ সেবি' তীর্থ যাঁ'র চরণ-কমল।
প্রজাপতি ভৃত্য যাঁ'র শঙ্কর কিঙ্কর।। ৬৭।।
বিরিঞ্চি, শঙ্কর, আমি, সহস্র-বদন।
এ-সব যাঁহার অংশ-অংশের সৃজন।। ৬৮।।
হেন পরিপূর্ণ কৃষ্ণ, প্রভু ভগবান্।
রাজাসন করি' তাঁ'র কোন্ বস্তুজ্ঞান? ৬৯
ইহারা সে কথোখানি দিল রাজ্যখণ্ড।
তা'থে সব যদুগণে ধরে নৃপদণ্ড!! ৭০
আমি-সব পানই, এ-সব হয়ে মাথা!
করিমু ইহার দণ্ড, এ নহে অন্যথা।। ৭১।।
কুরু-নাম না থুইমু এ-মহীমণ্ডলে।'
এ-বোল বলিয়া রাম উঠিলা সত্তরে।। ৭২।।
জগত-দহন-তেজ তুলিলা লাঙ্গল।
লাঙ্গলের অগ্র দিয়া উপাড়ে নগর।। ৭৩।।
তুলিয়া হস্তিনাপুর গঙ্গাতে ফেলায়।
ভয়ে পুরজন গিয়া রাজারে জানায়।। ৭৪।।

কৌরবগণের আতঙ্ক ও শ্রীবলরামের স্তবন

ভয়েতে ব্যাকুল হঞা সর্ব্ব-পুরজন।
সপুত্র-বান্ধবে' নিল রামের শরণ।। ৭৫।।
কন্যা-সহে সাম্বে আনি' দিল বিদ্যমান।
প্রণাম করিয়া স্তুতি কৈল সর্ব্বজন।। ৭৬।।
'অনন্ত ধরণীধর, প্রভু বলরাম।
হীনমতি আমি-সব মূঢ় অগেয়ান।। ৭৭।।

তোমা'-হনে উতপতি, প্রলয়, পালন।
তুমি নাথ কর সব মায়াতে সৃজন।। ৭৮।।
সহস্র ফণার এক ফণার উপর।
লীলায় ধরিছ, নাথ, এ-মহীমণ্ডল।। ৭৯।।
অন্তকাল ধর তুমি ব্রহ্মাণ্ড উদরে।
অবশেষে তুমি মাত্র থাক অন্তকালে।। ৮০।।
তুমি ক্রোধ করি' খল দুষ্ট শিক্ষা কর।
দ্বেষভাব করি' প্রভু দণ্ড নাহি ধর।। ৮১।।
নমো, বিশ্বনাথ রাম, সর্ব্বভূতপতি।
সর্ব্বশক্তিধর, নাথ, সর্ব্বলোকগতি।। ৮২।।
চরণে শরণ, নাথ, পুশিলুঁ তোমার।
কৃপা করি' কর দীনজন প্রতিকার।।' ৮৩।।
এইরূপ স্তুতি কৈল ভয়ে কম্পমান।
কুরুগণ-ক্রন্দন দেখিয়া বলরাম।। ৮৪।।

দুর্য্যোধন-কর্ত্তৃক সাম্বকে স্ব-কন্যাদান

প্রসন্ন হইয়া বলে প্রভু কৃপাময়।
'তুষ্ট হৈলুঁ, তুমি সব, না করিহ ভয়।।' ৮৫।।
তবে রাজা দুর্য্যোধন ভয় পরিহরি'।
কন্যার যৌতুক আনি' দিল ভক্তি করি'।। ৮৬।।
দুইশত-সহস্র কুঞ্জর আগুসার।
অযুত-অযুত ঘোড়া শীঘ্রগতি আর।। ৮৭।।
ষট্‌সহস্র রথ দিল কাঞ্চনে নির্ম্মিত।
সহস্রেক দাসী দিল ভূষণে ভূষিত।। ৮৮।।

শ্রীসাম্ব-লক্ষ্মণা-সহ শ্রীবলরামের শ্রীদ্বারকা প্রত্যাবর্ত্তন

পুত্রবধূ-সঙ্গে করি' প্রভু বলরাম।
চলিলা দ্বারকাপুরে পুরুষপুরাণ।। ৮৯।।
প্রবেশ করিল গিয়া দ্বারকা-নগরে।
কহিল সকল কথা সভার-ভিতরে।। ৯০।।
এখনে রামের আছে বিক্রমের চিহ্ন।
দক্ষিণে উঠিল পুরী, গঙ্গাতীরে নিম্ন।।" ৯১।।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস-ভাষা।
রামগুণ শুন, ভাই, রামে ধর আশা।। ৯২।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে
কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী-অষ্টষষ্ঠিতমোঽধ্যায়।। ৬৮।।

ঊনসপ্ততিতম অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণলীলা-দর্শনার্থ শ্রীনারদের দ্বারকায় আগমন
(সুহই-রাগ)

মুনি বলে,—"কহি, শুন রাজা পরীক্ষিৎ।
অতি অদভুত কথা কৃষ্ণের চরিত।। ১।।
শুনিয়া নরক-বধ, কন্যার হরণ।
ষোড়শ-সহস্র বিভা কৈলা নারায়ণ।। ২।।
ষোড়শ-সহস্র বিভা কৈলা একেবারে।
ষোড়শ-সহস্র পুরে থাকে একেশ্বরে।। ৩।।
কৌতুকে নারদ গেলা দ্বারকা-ভুবন।
দেখিব কৃষ্ণের লীলা ব্রহ্মার নন্দন।। ৪।।

দ্বারকার অতুল সৌন্দর্য্য-বর্ণন

নব-লক্ষ দিব্য-পুরী রজতে রচিত।
মহা-মরকত-হেম-স্ফটিক-নির্ম্মিত।। ৫।।
রাজপথ, পুরপথ বিচিত্র চৌতরা।
বিবিধ পসার' ঘর, দিব্য সভাশালা।। ৬।।

সাধু-ঘর, সুর ঘর, আওয়ারী আওয়ারী।
রতন-নির্ম্মিত-ঘর শোভে সারি সারি।। ৭।।
অঙ্গনে অঙ্গনে গন্ধ চন্দনের ছড়া।
ফলকে ফলকে চলে নানাবর্ণ ঘোড়া।। ৮।।
ছত্র-ধ্বজে নিবারিত রবির কিরণ।
অলিকুল-বিলসিত কুসুমিত বন।। ৯।।
বিমল-তরল-জল দীঘি-সরোবর।
প্রফুল্ল-কুমুদ-কঞ্জ, নীল উতপল।। ১০।।
কূজিত সারস-হংস, পবন সুমন্দ।
ভ্রমর-ঝঙ্কৃত, সব কুসুম সুগন্ধ।। ১১।।
এইরূপে নবলক্ষ পুরী বিনির্ম্মিত।
তা'র মধ্যে মহাপুরীগণ বিরচিত।। ১২।।
ষোল যে সহস্র পুরী মধ্যে নিরমাণ।
বিশ্বকর্ম্মার নিজগুণ যা'থে উপাদান।। ১৩।।
কনক-মন্দির মণি রতনে খচিত।
বিলোল-মুকুতাদাম, বিতান মণ্ডিত।। ১৪।।
ইন্দ্রনীলমণি-ঘর, উজ্জ্বল জগতী।
বিদ্রুম-রচিত স্তম্ভ জ্বলে বহুভাতি।। ১৫।।
বৈদূর্য্য-কবাট, হেম রতন-দুয়ার।
দিব্য-বেশ নরনারী-গমন-সঞ্চার।। ১৬।।
ষোড়শ-সহস্র পুরী পুরীর মাঝার।
তথা গিয়া উত্তরিলা ব্রহ্মার কুমার।। ১৭।।
দেখিয়া নারদমুনি মনে চমকিত।
এক পুরে প্রবেশিলা হঞা আনন্দিত।। ১৮।।
অগুরু-সুধূম পুর-গবাক্ষ-সঞ্চার।
মণিদীপনিকর-নিহত অন্ধকার।। ১৯।।
ঘরের উপরে ঘরে, কত কত তালা।
তাহার উপরে শোভে হেম-ঘটমালা।। ২০।।
ময়ূর-পায়রা নাচে তাহার উপর।
দিব্য-বেশ নরনারী, দেখিতে সুন্দর।। ২১।।
হেন দিব্যপুরী-মাঝে দিব্য-নারীঘর।
দিব্য মহাসিংহাসন তাহার উপর।। ২২।।
তাহার উপরে প্রভু জলধর-শ্যাম।
সর্ব্বগুণ-নিধান, লাবণ্যময়-ধাম।। ২৩।।
সমরূপ-গুণ-বেশ দাসীগণযুতা।
পরিচর্য্যা করে দেবী হঞা আনন্দিতা।। ২৪।।
কনক-রচিত-দণ্ড চামর ঢুলায়।
রমণীমণ্ডল মেলি' চৌদিকে দাণ্ডায়।। ২৫।।
হেনরূপ সাক্ষাতে দেখিয়া ভগবান্।
পাসরিল নারদ আপন গুণ-গান।। ২৬।।

শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক শ্রীনারদের সমাদর

নারদে দেখিয়া কৃষ্ণ উঠিলা সত্বরে।
সিংহাসন তেজিয়া নাম্বিলা ভূমিতলে।। ২৭।।
ভূমিতে পড়িয়া কৈলা চরণে প্রণাম।
করযোড়ে করে তবে স্তুতি-প্রণিধান।। ২৮।।
তুলিয়া বসাইল মুনি নিজ-সিংহাসনে।
পুণ্যজলে পদযুগ পাখালে আপনে।। ২৯।।
ব্রাহ্মণের পদজল নিজ শিরে ধরে।
নিজ-গৃহে পরিজনে অভিষেক করে।। ৩০।।
শাস্তজন-পতি-গতি ত্রিজগত-গুরু।
ব্রহ্মণ্যশেখর, ভক্তকুল-কল্পতরু।। ৩১।।
আপনে করিয়া কর্ম্ম জগতে বুঝায়।
ব্রহ্মা-ভব-আদি যাঁ'র চরণ ধেয়ায়।। ৩২।।
যাঁ'র পদধৌত জল সর্ব্বতীর্থসার।
হেন প্রভু দ্বিজভক্তি করেন প্রচার।। ৩৩।।
পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়া মুনি পূজিল বিধানে।
জিজ্ঞাসিল হিত মিত-অমৃত-বচনে।। ৩৪।।
'কি করিব কহ, আমি কিঙ্কর তোমার।
ব্রাহ্মণ আমার গুরু, পূজ্য সর্ব্বকাল।।' ৩৫।।

শ্রীনারদের শ্রীকৃষ্ণ-মাহাত্ম্য-বর্ণন

এতেক বচন শুনি' ব্রহ্মার তনয়।
কহিতে লাগিলা মনে ভাবিয়া বিস্ময়।। ৩৬।।
'কিছু অদভুত, নাথ, না হয় তোমার।
অখিল-জগত-গুরু, সর্ব্বলোকপাল।। ৩৭।।
নিজজনে কর তুমি মিত্র ব্যবহার।
খলজনে দণ্ড কর, উচিত তোমার।। ৩৮।।

জগতরক্ষণ-হেতু অবতার কর।
দোষ গুণ বুঝিয়া উচিত ফল ধর।। ৩৯।।
আপন মায়ায় তুমি আপনে আচ্ছাদ।
নরলীলা করিয়া জগত-কার্য্য সাধ।। ৪০।।
দেখিলুঁ তোমার, নাথ, চরণকমল।
ব্রহ্মাদিবন্দিত, সর্ব্বজন-তাপ-হর।। ৪১।।
সংসারে পতিত-পরিত্রাণ-অবলম্ব।
মহাভয়-বিনাশন, সর্ব্বদুঃখ-ভঙ্গ।। ৪২।।
সবে, নাথ, মুঞি এই অনুগ্রহ চাঙ।
তব পদযুগ যেন-সতত ধেয়াঙ।। ৪৩।।
সবে এই মাঙ্গো, নাথ, চরণযুগলে।
স্মৃতিভঙ্গ মোর যেন নহে কোনকালে।।" ৪৪।।

শ্রীনারদ-কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের বিবিধ প্রাসাদে
যুগপৎ বিবিধলীলা-দর্শন

এতেক বলিয়া মহামুনি যোগেশ্বর।
আর এক পুরে মুনি চলিলা সত্ত্বর।। ৪৫।।
যোগমায়া প্রভুর বুঝিতে তপোধন্।
আর এক পুরে গিয়া হৈলা উপসন্ন।। ৪৬।।
দেখিল তথাতে গিয়া প্রভু বনমালী।
উদ্ধবের সহ হরি খেলে পাশাসারি।। ৪৭।।
নারদে দেখিয়া কৃষ্ণ উঠিল সত্ত্বরে।
পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়া মুনি পূজিল সাদরে।। ৪৮।।
না জানিঞা কৃষ্ণ যেন পুছিলা তাঁহারে।
'কোথা হৈতে আইলা, মুনি, আমার মন্দিরে? ৪৯
আপনেই পূর্ণ তুমি, সর্ব্বশক্তিধর।
সফল জনম, যদি অনুগ্রহ কর।। ৫০।।
কিবা আরাধন আমি করিবারে পারি?
তথাপি করিবে আজ্ঞা মোরে দয়া করি।।' ৫১।।
এতেক বচন শুনি' ভাবিয়া বিস্ময়।
নিঃশবদে চলিলা নারদ-মহাশয়।। ৫২।।
আর এক পুরে গিয়া কৈলা পরবেশ।
তথা গিয়া নারদ দেখিল হৃষীকেশ।। ৫৩।।
শিশু কোলে করি' হরি করয়ে লালন।
তবে আর পুরে গেলা ব্রহ্মার নন্দন।। ৫৪।।
তথা গিয়া দেখিল পূজার অনুবন্ধ।
আর এক পুরে দেখে যজ্ঞের আরম্ভ।। ৫৫।।
কোথায় ব্রহ্মণ্যদেব ব্রাহ্মণ ভুঞ্জায়।
আপনে বিপ্রের অবশেষ-অন্ন খায়।। ৫৬।।
কোথায় করেন হরি সন্ধ্যা-উপাসনা।
কোথাহ জপেন মন্ত্র, ঈশ্বর-ভাবনা।। ৫৭।।
খড়্গ-চর্ম্ম ধরি হরি ধায় কোন পুরে।
রঙ্গভূমি-মাঝে হরি মল্লক্রীড়া করে।। ৫৮।।
কোন স্থানে গজ-স্কন্ধে, কোনস্থানে রথে।
কোন ঠাঞি অশ্ব-পৃষ্ঠে ধায় রাজপথে।। ৫৯।।
কোথাহ আছেন প্রভু করিয়া শয়ন।
ভাটগণে গায় গুণ, স্তাবকে স্তবন।। ৬০।।
জলক্রীড়া কোথাও করেন দিব্য-জলে।
বেশ্যাগণ-সহে রঙ্গে কৌতুকে বিহরে।। ৬১।।
কোথাহো ব্রাহ্মণ আনি' করেন গো-দান।
কোথাহ পণ্ডিত-মুখে শুনেন পুরাণ।। ৬২।।
কোন ঠাঞি হাস্য-পরিহাস-কথা কহে।
কোন ঠাঞি ধর্ম্মপরায়ণ হঞা রহে।। ৬৩।।
কোন ঠাঞি করে হরি সুখ-উপভোগ।
কোন ঠাঞি করে ধন-অরজন-যোগ।। ৬৪।।
আপনাকে আপনে ধেয়ায় কোন স্থানে।
কোন ঠাঞি গুরু-সেবা করে দৃঢ়মনে।। ৬৫।।
কোন ঠাঞি করে হরি সাজিয়া-সংগ্রাম।
মন্ত্রিগণ লঞা করে মন্ত্রণা-বিধান।। ৬৬।।
কন্যা-বর আনিঞা করয়ে শুভক্ষণে।
পুত্র-কন্যা বিবাহ দেওয়ান কোনস্থানে।। ৬৭।।
অপত্য-উৎসব করে আনন্দ-মঙ্গলে।
কন্যা আনি' কোথাহ পাঠায় পতি-ঘরে।। ৬৮।।
দেবযজ্ঞ কোথাহ করেন যজ্ঞ করি'।
কোন ঠাঞি গৃহকর্ম্ম করে বনমালী।। ৬৯।।
কোন ঠাঞি দেন হরি দীঘি-সরোবর।
কোথাতে মৃগয়া করে বনের ভিতর।। ৭০।।

কোন ঠাঞি গোপনে থাকিয়া নারায়ণ।
গূঢ়রূপে পরীক্ষা করেন মন্ত্রীগণ।। ৭১।।

বিস্মিত শ্রীনারদের উক্তি

এইরূপে যোগমায়া দেখি' মহোদয়।
দেখিয়া নারদমুনি ভাবিল বিস্ময়।। ৭২।।
'কে, নাথ, বুঝিব যোগমায়া-অনুভব?
অচিন্ত্য-পরমানন্দ, অনন্ত-প্রভাব।। ৭৩।।
এই আজ্ঞা কর, নাথ, যদি কর দয়া।
জগতে ভ্রমিঞা ফের লীলাযশ গাঞা।। ৭৪।।
কি মোর শকতি, মায়া বুঝিব তোমার?
সবে গুণ গাঞা যেন বেড়াঙ সংসার।।' ৭৫।।

শ্রীকৃষ্ণের প্রবোধ-বাক্য

নারদের বচন শুনিঞা যোগেশ্বর।
কহিলা মুনিরে তবে প্রবোধ-উত্তর।। ৭৬।।
'শুন, শুন, নারদ, বিস্ময় পরিহর।
আমার বচনে তুমি অবধান কর।। ৭৭।।
আমি সে ধর্ম্মের কর্ত্তা, বক্তা, অধিকারী।
লোক-শিক্ষা-হেতু আমি এত কর্ম্ম করি।। ৭৮।।
খেদ পরিহর, মুনি, চিত্ত কর স্থির।
মহাভাগবত তুমি, পরম সুধীর।।' ৭৯।।
কৃষ্ণের বচন শুনি' ব্রহ্মার নন্দন।
বিস্ময় ভাবিয়া কৈলা চিত্ত-নিবারণ।। ৮০।।
এক কৃষ্ণ নানারূপ দেখি' স্থানে-স্থানে।
বিস্ময় ভাবিয়া মুনি রহিলা ধেয়ানে।। ৮১।।
এইরূপে নরলীলা করেন নারায়ণ।
অখিল শকতিধর, জগৎ-কারণ।। ৮২।।
চলিলা নারদমুনি আজ্ঞা শিরে ধরি'।
ষোড়শ-সহস্রপুরে বিহরে শ্রীহরি।।' ৮৩।।
প্রভুর অনন্ত গুণ, পরম পবিত্র।
অজ-ভব-আদি যাঁ'র না বুঝে চরিত্র।। ৮৪।।
যেবা শুনে, যেবা কহে, যে করে কীর্ত্তন।
হরিভক্তি হয় তাঁ'র, বৈকুণ্ঠ-গমন।।" ৮৫।।
পণ্ডিত-মুকুট-মণি গদাধর জান।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস-গান।। ৮৬।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে
কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণ্যেকোনসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।। ৬৯।।

সপ্ততিতম অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকায় আহ্নিক-কৃত্যাদি
(আহীর-রাগ)

"ষোড়শ-সহস্র পুরী দ্বারকা-নগরে।
রমণী-সমাজে হরি আনন্দে বিহরে।। ১।।
সহিতে না পারে কেহ তিলেক বিচ্ছেদ।
রজনী-প্রভাত দেখি' মনে পায় খেদ।। ২।।
পক্ষীগণ-শবদ শুনিঞা দেয় গালি।
বিহরে রমণীগণ লঞা বনমালী।। ৩।।
শয়ন তেজিয়া হরি উঠে রাত্রি-শেষে।
হস্ত-পদ পাখালিয়া রহে শুদ্ধবেশে।। ৪।।
প্রসন্ন হৃদয় করি' করয়ে ধেয়ান।
আপনে আপন রূপ চিন্তে ভগবান্।। ৫।।
অদ্বৈত, পরমানন্দ, নিত্য-পরকাশ।
নিজরূপ চিন্তে প্রভু আনন্দ-বিলাস।। ৬।।
প্রভাত-সময়ে হরি করিয়া মজ্জন।
যথাবিধি সন্ধ্যাকর্ম্ম করে সমাপন।। ৭।।

তবে দিব্যবস্ত্র প্রভু করি' পরিধান।
যথাবিধি হোমকর্ম্ম করে সমাধান।। ৮।।
মৌন আচরিয়া করে ব্রহ্মমন্ত্র জপ।
সূর্য্য উপস্থান করে ত্রিজগতনাথ।। ৯।।
নিজ-অংশে দেব-ঋষি-পিতৃ-আরাধন।
বৃদ্ধ-মান্য-গুরুজন-ব্রাহ্মণ-বন্দন।। ১০।।
হেম-শৃঙ্গ-মুকুতা-মালিনী ক্ষীরবতী।
পট্টপট-ভূষণ-রতন-যুথা সতী।। ১১।।
বৎসযুতা, তরুণী, রজত-খুরময়ী।
অজিন, কম্বল, তিল, পট্টবস্ত্র দেই।। ১২।।
এইমত অষ্ট-কোটি-নব্বই-অর্বুদ।
চৌরাশী-অধিক-ত্রয়োদশ-লক্ষযুত।। ১৩।।
এইরূপে ধেনুগণ আনি' প্রতিদিনে।
সর্ব্বগুণযুত বিপ্রে ভূষিয়া ভূষণে।। ১৪।।
পুরে পুরে প্রতিদিন করে প্রভু দান।
হেন মহেশ্বর হরি, পূর্ণ ভগবান্।। ১৫।।
গো-ব্রাহ্মণ, দেব-গুরু করিয়া বন্দন।
বৃদ্ধগণ, গুরুগণ করিয়া বন্দন।। ১৬।।
তবে প্রভু পরশে মঙ্গল-দ্রব্য আনি'।
অঙ্গ-বিভূষণ তবে করে চক্রপাণি।। ১৭।।
নরলোক-বিভূষণ নিজ কলেবর।
দিব্য-বেশ-ভূষণ করয়ে মনোহর।। ১৮।।
ঘৃত দেখি' দেখে প্রভু দর্পণে বদন।
গো, বৃষ, দেবতা, দ্বিজ করে দরশন।। ১৯।।
তবে প্রভু পূরায় সকল-লোক-কাম।
নিজ পুরজনে করে মনোরথ দান।। ২০।।
পুরনারীগণে তবে করিয়া পীরিতি।
সর্ব্বলোক ভূষণে ভূষিল সুরপতি।। ২১।।
বিভজিয়া অন্নপান দিয়া সর্ব্বজনে।
গন্ধ-মাল্য-তাম্বূল করিয়া বিভজনে।। ২২।।
দাসদাসীগণে প্রভু দিয়া অন্নপান।
তবে পাছে করে প্রভু আপনে ভোজন।। ২৩।।
সাজিয়া, সারথি, রথ আনিঞা যোগায়।
রথে আরোহণ করি' ত্রিজগত-রায়।। ২৪।।
উদ্ধবাদি মন্ত্রিগণ করিয়া সংহতি।
পুরের বাহির তবে হয় সুরপতি।। ২৫।।

'সুধর্ম্মা'-সভায় শ্রীহরির অবস্থান

'সুধর্ম্মা'-সভার মাঝে দিব্য সিংহাসন।
তাহার উপরে তবে বৈসে নারায়ণ।। ২৬।।
নিজ অঙ্গতেজে দশদিগ্ বিরাজিত।
যদুসিংহগণে করে চৌদিগ্ বেষ্টিত।। ২৭।।
আসিয়া উৎকলগণ নিকটে দাণ্ডায়।
হাস্যরস-কথা কহি' সভারে হাসায়।। ২৮।।
নর্তক-নর্তকীগণ-নটন-বিলাস।
বহুবিধ রস-কথা, হাস-পরিহাস।। ২৯।।
শঙ্খ-ভেরী-মৃদঙ্গ-মুরজ-কোলাহল।
বহুবিধ নৃত্য-গীত, বাজন মঙ্গল।। ৩০।।
স্তাবকে স্তবন করে, মন্ত্রীতে মন্ত্রণা।
উচ্চনাদে ভট্টগণে পঠয়ে ভট্টিমা।। ৩১।।
বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ-সব করে বেদধ্বনি।
কথকে পুরাণ-কথা কহে পুণ্যবাণী।। ৩২।।

জরাসন্ধবধ ও নিজেদের উদ্ধারার্থ প্রার্থনাসহ
কারারুদ্ধ নৃপতিগণের শ্রীকৃষ্ণসমীপে দূতপ্রেরণ

হেনকালে আইল এক পুরুষ দুয়ারে।
দুয়ারী কহিল গিয়া প্রভুর গোচরে।। ৩৩।।
আজ্ঞা পাঞা প্রবেশিল পুরীর ভিতরে।
প্রণাম করিয়া কহে যুড়ি' দুই করে।। ৩৪।।
'ধরণীমণ্ডল জিনি' জরাসন্ধ রাজা।
বশ হঞা নৃপগণ করে তা'র পূজা।। ৩৫।।
বশ হঞা না রহিল যতেক নৃপতি।
বান্ধিয়া আনিল তা'রে করিয়া শকতি।। ৩৬।।
সে-সব নৃপতি, নাথ, তোমার কিঙ্কর।
তা'র নিবেদন করি তোমার গোচর।। ৩৭।।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ, নিজজন-দুরিত-ভঞ্জন।
চরণারবিন্দে, নাথ, পশিলুঁ শরণ।। ৩৮।।

ভবতীত আমি-সব, অধম, বঞ্চিত।
তোমার পদারবিন্দে সকল বিদিত।। ৩৯।।
তোমার অর্চ্চন-বিনে আর যত কর্ম্ম।
সে-সকল, দীননাথ, কেবল বিকর্ম্ম।। ৪০।।
বিকর্ম্মে সকল লোক রত নিরন্তর।
তোমার পদারবিন্দে বঞ্চিত সকল।। ৪১।।
কালরূপে কর তুমি সে-সব সংহার।
অনন্ত-শকতি তুমি, অনন্ত-বিহার।। ৪২।।
নমো নমো, জগত-নিবাস, হৃষীকেশ।
নমো নমো, কালরূপ, দিব্য-নর-বেশ।। ৪৩।।
খল-নিবারণ-হেতু ভকত-রক্ষণ।
অবতার কর, নাথ, এই সে কারণ।। ৪৪।।
যে তোমার আজ্ঞা, নাথ না করে পালন।
কোন্ গতি হৈবে তা'র, না বুঝি কারণ।। ৪৫।।
পরাধীন নৃপসুখ—স্বপন-সমান।
নিরবধি ভয়, শোক, লোভে অগেয়ান।। ৪৬।।
তা'থে অভিমান করি' কেবল বঞ্চিত।
আমি সব তোমার মায়ায় বিমোহিত।। ৪৭।।
প্রণতবৎসল, শোকহর-পদদ্বন্দ্ব।
ছিণ্ডিয়া উদ্ধার কর জরাসন্ধ-বন্ধ।। ৪৮।।
দশ-সহস্র ধরে মত্ত-মাতঙ্গজ-বল।
এক চক্রে শাসিল সকল ক্ষিতিতল।। ৪৯।।
মহাবল জরাসন্ধ জিনিঞা সংসার।
আমা'-সভা বান্ধিয়া রাখিল দুরাচার।। ৫০।।
সপ্তদশবার তুমি জিনিলে সংগ্রাম।
একবার যুদ্ধ জিনি' করে অভিমান।। ৫১।।
আমি-সব তোমার কিঙ্কর হেন জানে।
নিজ-ঘরে বান্ধিয়া রাখিল তে-কারণে।। ৫২।।
সকল বিদিত, নাথ, চরণে তোমার।
বুঝিয়া করিবে কৃপা, কি কহিব আর।।' ৫৩।।

শ্রীযুধিষ্ঠির 'রাজসূয়'-যজ্ঞে উপস্থিতির জন্য
শ্রীনারদের শ্রীকৃষ্ণ-সমীপে প্রার্থনা

এইরূপে রাজদূত করে নিবেদন।
হেনকালে আইলা নারদ তপোধন।। ৫৪।।
সূর্য্যসম তেজস্বী, পিঙ্গল জটাভার।
মৃণাল-ধবল মুনি, পরে বৃক্ষছাল।। ৫৫।।
হরিগুণকীর্ত্তন-আনন্দে গতি মন্দ।
দেখিয়া নারদ মুনি সভার আনন্দ।। ৫৬।।
সভাসদে উঠিলা অখিল-লোকনাথ।
শিরে পদ পরশিয়া কৈলা দণ্ডপাত।। ৫৭।।
পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়া মুনি পূজিল বিধানে।
অতিথি সম্ভাষা কৈল বিনয়-বচনে।। ৫৮।।
'আপনে করিয়া তুমি লোক-পর্য্যটন।
জগতের দুঃখ-শোক কর নিবারণ।। ৫৯।।
জগতে তোমার কিছু নাহি অগোচর।
পঞ্চ-পাণ্ডবের কহ কিরূপ কুশল?' ৬০
প্রভুর বচন শুনি' ব্রহ্মার নন্দন।
হাসিয়া বলেন মুনি প্রভুর চরণ।। ৬১।।
'হরি হরি, বিষ্ণুমায়া বুঝনে না যায়।
ব্রহ্মা-সব-আদি যাঁ'র অন্ত নাহি পায়।। ৬২।।
সর্ব্বশক্তি ধরে প্রভু, সর্ব্বজীবে বৈসে।
সমভাব ধরি' হরি সর্ব্বত্র প্রকাশে।। ৬৩।।
তভু যেন কিছুই না জানে—হেন বলে।
কে বুঝে কৃষ্ণের মায়া ভুবনমণ্ডলে? ৬৪
কিন্তু রাজা যুধিষ্ঠির ধর্ম্ম-কলেবর।
মহাযজ্ঞ করিব জিনিয়া ক্ষিতিতল।। ৬৫।।
যজ্ঞ করি' করিব তোমার আরাধন।
পূজিব তোমার অংশ যত দেবগণ।। ৬৬।।
সার্ব্বভৌম নরপতি হৈবে মহীপাল।
জগতে তোমার যশ করিব বিস্তার।। ৬৭।।
আপনে চলিবে তুমি যজ্ঞ-মহোৎসবে।
দেখিবে তোমারে আসি' যত-সব দেবে।। ৬৮।।
রাজগণ আসিয়া দেখিব পাদপদ্ম।
কপটে বিহর তুমি ধরি' নরছদ্ম।। ৬৯।।
পতিত চণ্ডাল হয় শ্রবণে পবিত্র।
দেখিলে তরিব তা'থে এ কোন্ বিচিত্র? ৭০
যাঁ'র যশ ক্ষিতিতলে, পাতালে, আকাশে।
দ্রব্যময়ী হঞা গঙ্গা জগতে প্রকাশে।। ৭১।।

ভুবনপাবন যাঁ'র পদনখজল।
বুঝিয়া করিবে আজ্ঞা, প্রভু মহেশ্বর।।' ৭২।।

শ্রীউদ্ধব-সমীপে শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শ-জিজ্ঞাসা

মুনির বচন শুনি' সভাসদগণে।
কহিতে লাগিলা যা'র যেন লয় মনে।। ৭৩।।
উদ্ধবের তরে তবে পুছিলা শ্রীহরি।
'কহ' হে উদ্ধব তুমি—কোন্ যুক্তি করি?' ৭৪
কৃষ্ণের বচন শুনি' উদ্ধব সুধীর।
আজ্ঞা শিরে ধরি' মনে যুক্তি কৈলা স্থির।। ৭৫।।
করযোড় করিয়া প্রভুর বিদ্যমান।
চিন্তিয়া উদ্ধব কহে ভকতপ্রধান।।" ৭৬।।
গদাধর-পণ্ডিত-মুকুটমণি জান।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস গান।। ৭৭।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে
কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী-সপ্ততিতমঃ অধ্যায়ঃ।। ৭০।।

একসপ্ততিতম অধ্যায়

শ্রীযুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠান-নিমিত্ত
শ্রীউদ্ধবের মন্ত্রণাপ্রদান
(ভূপালী-রাগ)

'সর্ব্বতত্ত্ব জান' তুমি, সর্ব্বভূতে বৈস।
জানিঞা আমারে তুমি কপটে জিজ্ঞাস।। ১।।
তথাপি তোমার আজ্ঞা শিরের উপরে।
কহিব সাক্ষাতে, নাথ, বুদ্ধি-অনুসারে।। ২।।
সাক্ষাতে নারদ-মুনি কৈলা নিবেদন।
দূতমুখে নৃপগণের শুনিলে বচন।। ৩।।
অবশ্য করিতে চাহ নৃপগণ-রক্ষা।
করাইতে চাহ যুধিষ্ঠির-যজ্ঞদীক্ষা।। ৪।।
দুঁহার করিতে চাহ অবশ্য নিস্তার।
তাহাতে উত্তম দেখি—এই যুক্তি-সার।। ৫।।
আগে যুধিষ্ঠির-মহোৎসবে চলি' যাহ।
যজ্ঞ-অনুবন্ধ গিয়া রাজারে করাহ।। ৬।।
দশদিগ জিনিয়া আনিব নরেশ্বর।
জরাসন্ধ-বধ হৈব তাহার ভিতর।। ৭।।
এইরূপে নৃপগণে পাইব পরিত্রাণ।
এক-কার্য্যে দুই কার্য্য হৈব উপাদান।। ৮।।
জরাসন্ধ-বধ হৈব, ভকত-উদ্ধার।
সেবকের যশ হৈব জগতে বিস্তার।। ৯।।
সর্ব্বলোক সুখী হবে, সভার পীরিতি।
সকল ভুবন ভরি' রহিবে খেয়াতি।। ১০।।
আগে গিয়া হও ইন্দ্রপ্রস্থে উপসন্ন।
যুধিষ্ঠির জিনিয়া আনিব নৃপগণ।। ১১।।
জরাসন্ধ রাজা হয় অজয়, অমর।
দশ সহস্র ধরে মত্ত গজেন্দ্রের বল।। ১২।।
দ্বিজবেশে ভীম নিয়া করিব সংগ্রাম।
দ্বন্দ্বযুদ্ধে তবে তা'র হরিব পরাণ।। ১৩।।
তোমার সাক্ষাতে তা'রে করিব সংহার।
সর্ব্বলোকে-সাক্ষী তুমি, জগত-আধার।। ১৪।।
রাজার মহিষীগণ নিজ-নিজ ঘরে।
তোমার নির্ম্মল যশ গায় উচ্চস্বরে।। ১৫।।
পতিগণ উদ্ধারিব রিপুবধ করি'।
রহিব প্রভুর যশ ত্রিভুবন ভরি'।। ১৬।।
রাজার মহিষীগণ এই গুণ গায়।
মুনিগণে নিরবধি চরণ ধেয়ায়।। ১৭।।
হরি অবতারে কৈলা গজেন্দ্র-মোক্ষণ।
জানকী উদ্ধার কৈলা বধিয়া রাবণ।। ১৮।।

এইরূপে নানাযশ গায় ত্রিভুবনে।
এখানে যে কর্ম্ম কর, গাইবে সর্ব্বজনে।। ১৯।।
যজ্ঞ আরম্ভিয়া কর যশের প্রকাশ।
দৈবে তা'র মধ্যে হবে জরাসন্ধ-নাশ।।' ২০।।
এতেক বচন যদি বলিলা উদ্ধবে।
'ধন্য ধন্য' বলিয়া বাখানে লোক সবে।। ২১।।

পাত্রমিত্রগণ-সহ শ্রীকৃষ্ণের
ইন্দ্রপ্রস্থে শুভাগমন

আপনে করিয়া হরি উদ্ধবে প্রশংসা।
গুরুজন-আজ্ঞা লৈল করিয়া সম্ভাষা।। ২২।।
দারুকে আনিঞা আজ্ঞা দিল ভগবান্।
'ঝাট করি' আন রথ করিয়া সাজন।। ২৩।।
সর্ব্বসৈন্য চলুক, সামন্ত মন্ত্রিগণ।
পাত্র-মিত্র চলুক, সকল পরিজন।। ২৪।।
দেবীগণ চলুক বিবিধ পরিচ্ছদে।
রথ, গজ, তুরঙ্গ চলুক নিজ সাজে।।' ২৫।।
আজ্ঞা মাগি' নিল দেব বলভদ্র-স্থানে।
উগ্রসেন সম্ভাষিয়া চলিলা আপনে।। ২৬।।
দারুক আনিল রথ গরুড়-লাঞ্ছন।
আপনে শ্রীহরি গিয়া কৈল আরোহণ।। ২৭।।
চলিল রথের আগে ঘোড়া আসোয়ার।
দুই পাশে চলে সব সৈন্য পাটোয়ার।। ২৮।।
মত্ত গজগণ পাছে করিল যোগান।
মহাভট, মহারথ হৈল আগুয়ান।। ২৯।।
শঙ্খ-ভেরি-মৃদঙ্গ-শবদ-কোলাহল।
চৌদিগ্ ভরিয়া হৈল আনন্দ-মঙ্গল।। ৩০।।
নরযান, খরযান, কাঞ্চন-বিমানে।
চলিলা মহিষীগণ আনন্দ-বিধানে।। ৩১।।
সপুত্র-বান্ধবে দেবীগণ আগে যায়।
চৌদিগে বেড়িয়া মহাভটগণ ধায়।। ৩২।।
দিব্যবেশ বেশ্যাগণ ধরিল যোগান।
পুরনারীগণ যায় হঞা আগুয়ান।। ৩৩।।

অম্বর-নির্ম্মিত ঘর, কম্বলনির্ম্মাণ।
শিল্পিগণে কৈল গিয়া পুরীর বিধান।। ৩৪।।
বিচিত্র-পতাকা উড়ে, ছত্র-ধ্বজ-বানা।
কোটি কোটি রথ, গজ, কোটি-কোটি সেনা।। ৩৫।।

দূতমুখে শ্রীকৃষ্ণের অভয়বাণী-শ্রবণে
রাজগণের আনন্দ

কৃষ্ণের চরণে মুনি করিয়া প্রণাম।
নারদ চলিয়া গেলা হঞা অন্তর্দ্ধান।। ৩৬।।
রাজদূতে প্রবোধিয়া বলেন শ্রীহরি।
'ভয় পরিহর, দূত জরাসন্ধ করি'।। ৩৭।।
জরাসন্ধে মারিয়া আনিব নৃপগণ।
কহ গিয়া, দূত, তুমি এই বিবরণ।। ৩৮।।
প্রণাম করিয়া দূত সত্বরে চলিল।
নৃপগণ-বিদ্যমানে সকল কহিল।। ৩৯।।
'কৃষ্ণ-দরশন হৈব, বন্ধ-বিমোচন'।
আনন্দিত হঞা সব রহে নৃপগণ।। ৪০।।

শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রপ্রস্থে উপস্থিতিতে পাণ্ডবগণের আনন্দ

চতুরঙ্গ সেনা সাজি' চলিল শ্রীহরি।
আনর্ত-সৌবীর-মরুদেশ গেল তরি'।। ৪১।।
নদ-নদী, পর্ব্বত, তরিয়া নানাদেশ।
কুরুক্ষেত্র তরিয়া চলিলা হৃষীকেশ।। ৪২।।
দৃষদ্বতী তরিয়া, তরিল সরস্বতী।
তরিয়া পঞ্চাল দেশ গেলা যদুপতি।। ৪৩।।
ইন্দ্রপ্রস্থে গেলা প্রভু মৎস্যদেশ তরি'।
বাহ্য উপবনে গিয়া রহিলা শ্রীহরি।। ৪৪।।
কৃষ্ণ-আগমন শুনি' রাজা যুধিষ্ঠির।
বাহ্য পাসরিল, রাজা, পুলক-শরীর।। ৪৫।।
ভীম-অর্জ্জুনের হৈল হরষিত চিত্ত।
সহদেব-নকুল শুনিঞা আনন্দিত।। ৪৬।।
কৃষ্ণ আগুসারে রাজা চলিলা ত্বরিতে।
পাত্র-মিত্র-পুরোহিত-সামন্ত-সহিতে।। ৪৭।।

বহুবিধ নৃত্য-গীত-বাজন-মঙ্গল।
'জয় জয়', বেদঘোষ, শব্দ-কোলাহল।। ৪৮।।
দেখিয়া সাক্ষাতে কৃষ্ণ ধর্ম্মের নন্দন।
ভুজপাশে ধরি' রাজা দিল আলিঙ্গন।। ৪৯।।
মজিল ধর্ম্মের পুত্র আনন্দসাগরে।
বাহ্য পাসরিল রাজা, শরীর না ধরে।। ৫০।।
আলিঙ্গন দিয়া ভীম আনন্দে মজিল।
কোল দিয়া অর্জ্জুন সকল পাসরিল।। ৫১।।
সহদেব-নকুলের হরল গেয়ান।
পঞ্চ-পাণ্ডবের নাহি বাহ্য অবধান।। ৫২।।
অর্জ্জুনের সঙ্গে কৃষ্ণ কৈলা অঙ্গসঙ্গ।
সহদেব নকুল বন্দিল পদদ্বন্দ্ব।। ৫৩।।
বৃদ্ধ-মান্য দ্বিজগণে কৈলা নমস্কার।
কুশল-বচনে কৈল লোক-পুরস্কার।। ৫৪।।

ইন্দ্রপ্রস্থে শ্রীকৃষ্ণের
শুভাগমনোৎসব

সূত-মাগধ গায় কৃষ্ণের মহিমা।
উচ্চনাদে ভট্টগণে পড়য়ে ভট্টিমা।। ৫৫।।
শঙ্খ' ভেরী, মৃদঙ্গ, বিবিধ বাদ্য বাজে।
প্রভুর চৌদিগ্ ভরি' বন্ধুগণ সাজে।। ৫৬।।
বহুবিধ নৃত্য-গীত চলন সুপার।
আগে পাছে মহাবীরগণ পাটোয়ার।। ৫৭।।
পুর-পরবেশ কৈলা ত্রিজগতরায়।
বেদমন্ত্র পঢ়িয়া ব্রাহ্মণে গুণ গায়।। ৫৮।।
পুর-পথে রাজপথে চন্দনের ছড়া।
ফলকে ফলকে চলে নানাবর্ণের ঘোড়া।। ৫৯।।
মত্ত গজ-মদজলে উঠিল কর্দ্দম।
রতন-তোরণগণে দেখি মনোরম।। ৬০।।
সারি-সারি হেমকুম্ভ, রম্ভা-আরোপণ।
প্রবাল-তুণ্ডুল-ফল-পুষ্প-বরিষণ।। ৬১।।
ছত্র-ধ্বজ-পতাকা, বিবিধ বানা উড়ে।
বিচিত্র বিতান-জাল প্রতি ঘরে ঘরে।। ৬২।।
দিব্যবেশ নরনারী, পুর বিরাজিত।
প্রতি-ঘরে ধূপ দীপ, বিতান-মণ্ডিত।। ৬৩।।
মণিময় দীপগণ দিনমণি আভা।
হেম-ঘটে মণি-ঘটে সারি-সারি শোভা।। ৬৪।।
হেন পুরে উত্তরিলা দৈবকীনন্দন।
সুখময় সাগরে মজিল পুরজন।। ৬৫।।
কৃষ্ণ-আগমন শুনি' পুরনারীগণে।
গৃহকর্ম্ম পাসরিল কৃষ্ণ-দরশনে।। ৬৬।।
কেহ পতি কোলে করি' আছিল শয়নে।
কেহ অঙ্গ-মারজন মজ্জন, ভোজনে।। ৬৭।।
সেই ক্ষণে সকল তেজিয়া পুরনারী।
আনন্দে চলিলা কৃষ্ণপদে মন ধরি'।। ৬৮।।
ঘরের উপরে কেহ করি' আরোহণ।
কৃষ্ণের উপরে করে পুষ্প বরিষণ।। ৬৯।।
প্রবাল, তণ্ডুল, ফল, বিলসিত-মালা।
যেন বরিষণ হয় মলয়জ-ধারা।। ৭০।।
লজ্জা পরিহরি' করে কুশল জিজ্ঞাসা।
স্বাগত-বচনে করে অতীত সম্ভাষা।। ৭১।।
কৃষ্ণপত্নীগণ দেখি' বলে পুরনারী।
'এ-সভে লভিল কৃষ্ণে কোন্ পুণ্য করি?' ৭২
পুরুষশেখর কৃষ্ণ, কমলানিবাস।
তাঁহার শ্রীমুখ দেখি নয়ন বিলাস।। ৭৩।।
এইরূপে যায় কৃষ্ণ পুর পরবেশি'।
পথে পথে কৃষ্ণ হেরে সর্ব্বলোকে আসি'।। ৭৪।।
মঙ্গল ধরিয়া করে', করে নিবেদন।
প্রভুর পদারবিন্দ করিয়া বন্দন।। ৭৫।।
এইরূপে দেখে লোক নয়ন ভরিয়া।
প্রভুর পদারবিন্দ হৃদয়ে ধরিয়া।। ৭৬।।

শ্রীকুন্তীদেবীর শ্রীকৃষ্ণ-প্রতি
বাৎসল্য-প্রকাশ

পুর-পরবেশ তবে করিলা শ্রীহরি।
আনন্দে পুরিল কুন্তী কৃষ্ণে কোলে করি'।। ৭৭।।

ত্রিভুবন-নাথ হরি, দেব-দেবেশ্বর।
করে ধরি, নিল রাজা পুরের ভিতর।। ৭৮।।
কি দিয়া পূজিব কৃষ্ণ, হৃদয় না ধরে।
আনন্দে মজিয়া রাজা আপনা পাসরে।। ৭৯।।
কুন্তীর চরণ কৃষ্ণ করিয়া বন্দন।
সর্ব্বগুরুপত্নীগণের বন্দিলা চরণ।। ৮০।।

শ্রীদ্রৌপদী-কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণ মহিষীগণের সমাদর

তবে আদেশিলা কুন্তী দ্রৌপদীর তরে।
কৃষ্ণপত্নীগণ যত পূজিলা সাদরে।। ৮১।।
সত্যভামা, রুক্মিণী, কালিন্দী, জাম্ববতী।
মিত্রবিন্দা, শৈব্যাদেবী, আর নাগ্নজিতী।। ৮২।।
ষোড়শ-সহস্র আর মহাদেবীগণ।
একে একে সকল পূজিলা জনে জন।। ৮৩।।

শ্রীযুধিষ্ঠির-কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের পূজা ও পাণ্ডবগণসহ শ্রীকৃষ্ণের চারিমাস ইন্দ্রপ্রস্থে অবস্থিতি

ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির বিধিবিদাংবর।
দিব্য-অন্নপানে লোক পূজিলা সকল।। ৮৪।।
সসৈন্যে পূজিল কৃষ্ণ বিবিধ-বিধানে।
নব-নব পীরিতি বাঢ়য়ে দিনে দিনে।। ৮৫।।
পাণ্ডুপুত্রে পীরিতি করিতে বনমালী।
চারিমাস তথাতে রহিলা কৃপা করি'।। ৮৬।।
অর্জ্জুনের সঙ্গে প্রভু চঢ়ি, দিব্য-রথে।
বিবিধ বিহার করি, ফিরয়ে কৌতুকে।।' ৮৭।।
পণ্ডিতমুকুটমণি গদাধর জান।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস গান।। ৮৮।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী-একসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।। ৭১।।

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়

শ্রীযুধিষ্ঠির-কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণ-স্তুতি ও 'রাজসূয়' সম্পাদনার্থ শ্রীকৃষ্ণের কৃপোপদেশ-প্রাপ্তি

(শ্রী-রাগ)

"একদিন সভামধ্যে বসি' নরপতি।
ভ্রাতৃ-মিত্র বন্ধুগণ করিয়া সংহতি।। ১।।
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, কুলপুরোহিত।
কুলবৃদ্ধ জ্ঞাতিগণ চৌদিকে বেষ্টিত।। ২।।
কৃষ্ণ সম্ভাষিয়া রাজা বলে কোন বাণী।
'শুন, হে গোবিন্দদেব, লোকশিখামণি।। ৩।।
এই নিবেদন, নাথ, চরণ যুগলে।
'রাজসূয়'-যজ্ঞ করি' ভজিব তোমারে।। ৪।।
নিজ-ভৃত্য মুঞি, নাথ, করোঁ নিবেদন।
আজ্ঞা কর যজ্ঞ যেন হয় সমাপন।। ৫।।
তোমার পাদুকাযুগ যে করে ধেয়ান।
যেই জন কীর্ত্তন করয়ে অবিরাম।। ৬।।
তা'রা সে লভিতে পারে অপবর্গ-গতি।
যদি বা সম্পদ্ বাঞ্ছে, লভে সর্ব্বসিদ্ধি।। ৭।।
তোমার পদারবিন্দ-সেবা-অনুভাব।
দেখুক সকল লোকে অতুলপ্রভাব।। ৮।।
যে ভজে, তাহার হয় সর্ব্বত্র কল্যাণ।
যে না ভজে, তা'র কভু নহে পরিত্রাণ।। ৯।।
দেখুক সকল লোক আশ্চর্য্যের সীমা।
ভকত-জনের তুমি বাড়াহ মহিমা।। ১০।।
যদি বল,—'নিজ পর নাহিক আমার'।
তা'র কথা কহি, নাথ, চরণে তোমার।। ১১।।
পরিপূর্ণ ব্রহ্ম তুমি, সর্ব্বজীবে বৈস।
সকলের আত্মা তুমি, সর্ব্বত্র প্রকাশ।। ১২।।

নিজ-পর-ভেদ তুমি যদ্যপি না কর।
তথাপি ভকতজনে অনুগ্রহ ধর।। ১৩।।
আশ্রিত ভরণ কর যেন কল্পতরু।
সেইরূপ প্রভু তুমি, ত্রিজগৎ-গুরু।। ১৪।।
সেবা-অনুরূপ কর ফলের উদয়।
ইহাতে না কর আর কিছু বিপর্য্যয়।।' ১৫।।
রাজার বচন শুনি' প্রভু গুণনিধি।
কহিতে লাগিলা তবে সর্ব্বযজ্ঞবিধি।। ১৬।।
'শুন, পাণ্ডুপুত্র, তুমি ধর্ম্ম-অবতার।
ভুবন ভরিয়া যশ রহিব তোমার।। ১৭।।
শুভকালে কর তুমি যজ্ঞ-অনুবন্ধ।
দেব-ঋষি পিতৃগণ বাড়িব আনন্দ।। ১৮।।
সবার সন্তোষ-হেতু আমার পীরিতি।
কিন্তু একখানি আছে, কহি এ যুগতি।। ১৯।।
'জগত করিয়া যশ, নৃপগণ জিনি'।
সকল পৃথ্বীর ধন জড় করি' আনি'।। ২০।।
তবে যজ্ঞ কর তুমি, চিন্তা পরিহর।
ভ্রাতৃগণে পাঠাইয়া জগত বশ কর।। ২১।।
আপনে সাক্ষাতে আমি আছি বিদ্যমান।
জগত জিনিবে তা'থে কোন্ বস্তু-জ্ঞান? ২২
যেন তেন করে যদি আমার আশ্রয়।
ত্রিভুবনে তবে তা'র পরাভব নয়।। ২৩।।
আছুক মানুষ, দেবে না হয় সমান।
সকল-দেবের পূজ্য, সবার প্রধান।।' ২৪।।

ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেবের
দিগ্বিজয়

প্রভুর বচন শুনি' রাজা যুধিষ্ঠির।
আনন্দে পূরিল তনু, পুলক-শরীর।। ২৫।।
ভ্রাতৃগণে পাঠাইল জিনিতে ক্ষিতিতল।
কৃষ্ণ তেজে তা'রা সব হৈল মহাবল।। ২৬।।
সহদেবে দক্ষিণে পাঠাইল সৈন্য দিয়া।
পশ্চিমে নকুল বীর চলিলা সাজিয়া।। ২৭।।
সব্যসাচী ধনঞ্জয় চলিলা উত্তরে।
পূর্ব্বদিকে বৃকোদর চলিলা সত্বরে।। ২৮।।
মৎস্য-কেকয়ে সৈন্য করিয়া সাজন।
চারিদিকে ত্বরিতে চলিলা বীরগণ।। ২৯।।
জিনিঞা আনিল সভে পৃথিবীর ধন।
দশদিগ্ জিনিঞা আনিল নৃপগণ।। ৩০।।
সব সমর্পিলা লঞা রাজার চরণে।
জরাসন্ধ না জিনিলা, শুনিলা শ্রবণে।। ৩১।।
চিন্তিতে লাগিলা রাজা মনে পাঞা ভয়।
'জরাসন্ধ না জিনিলে কোন্ গতি হয়?' ৩২

জরাসন্ধ বিনাশার্থ শ্রীকৃষ্ণ, ভীম ও অর্জ্জুনের
ব্রাহ্মণ-বেষে যাত্রা

বুঝিয়া রাজার মন কহে জগন্নাথ।
উপায় করিব আমি, না কর বিষাদ'।। ৩৩।।
এতেক বচন তবে বলিয়া শ্রীহরি।
তিন জন মিলিয়া ব্রাহ্মণবেশ ধরি'।। ৩৪।।
ভীমার্জ্জুনে লঞা প্রভু চলিলা আপনে।
'রাজগিরি'-পর্ব্বতে উঠিলা তিনজনে।। ৩৫।।
আতিথ্য বেলায় গেল রাজার গোচর।
মাগিয়া লইল ভিক্ষা তিন দ্বিজবর।। ৩৬।।

জরাসন্ধ-সমীপে যুদ্ধযাচ্ঞা ও
জরাসন্ধের সম্মতিদান

'ব্রাহ্মণ-ভকত-তুমি, নৃপতি-সত্তম।
আমি-সব ব্রাহ্মণ অতিথি উপসন্ন।। ৩৭।।
সন্ধ্যাকালে অতিথি না তেজে মতিমান্।
আমি-সব যে মাগিব, না করিব আন।। ৩৮।।
ত্যাগশীল-জনে কি না করে পরিত্যাগ।
অসাধু জনের কিবা নহে মন্দ কাজ? ৩৯
দানশীল-জনে কি না করে দ্রব্য দান?
সমদৃষ্টি-জনের না দেখি পর-জ্ঞান।। ৪০।।
অনিত্য শরীরে যেবা না সাধিল নিত্য।
সর্ব্বগুণযুক্ত যদি, কেবল বঞ্চিত।। ৪১।।

হরিশ্চন্দ্র, রন্তিদেব, রাজা শিবি, বলি।
ব্যাধ, কপোত, উঞ্ছবৃত্তি-আদি করি'।। ৪২।।
অধ্রুবে সাধিয়া ধ্রুব এ-সব চলিল।
ভুবন ভরিয়া তা'দের পুণ্য-কীর্ত্তি হৈল।। ৪৩।।
তবে রাজা জরাসন্ধ চিন্তে মনে-মনে।
'এ-সব ব্রাহ্মণ নহে বুঝিল লক্ষণে।। ৪৪।।
তথাপি ব্রাহ্মণ-বেশ রহিল গোচরে।
শির যদি চাহে, তভু না হৈব কাতরে।। ৪৫।।
মায়ায়ে ব্রাহ্মণবেশ ধরি' নারায়ণ।
মাগিল বলির আগে কপটে বামন।। ৪৬।।
জানি' তাহা 'বলি' তা'র না কৈল খণ্ডনা।
জগতে রহিল তা'র যশের ঘোষণা।। ৪৭।।
গুরুর বচন 'বলি' করিয়া লঙ্ঘন।
দান দিয়া যশে পূরাইল ত্রিভুবন।। ৪৮।।
জীয়ন্তে না কৈল যে ব্রাহ্মণ-উপকার।
জীয়ন্তেই মরা, ব্যর্থ সকল তাহার।।' ৪৯।।
তবে জরাসন্ধ বলে,—'শুন, হে-ব্রাহ্মণ।
কি মাগিবে, মাগ তাহা, দিব এইক্ষণ।। ৫০।।
তুমি-সব যে মাগিবে, না করিব আন।
শির যদি মাগ' তমু নাহি বস্তু-জ্ঞান।।' ৫১।।
তবে কৃষ্ণ বলে,—'রাজা, শুন বিবরণ।
যুদ্ধ মাগি আমি-সব দেহসিয়া রণ।। ৫২।।
এ-দুই 'অর্জ্জুন-ভীম', আমি 'কৃষ্ণ' নাম।
যুদ্ধ মাগি আমি-সব, দেহ যুদ্ধদান।।' ৫৩।।
এ-বোল শুনিঞা জরাসন্ধ মতিক্ষয়।
উচ্চনাদ করিয়া হাসিল অতিশয়।। ৫৪।।
ক্রোধ করি' কহে বীর,—করিব সংগ্রাম।
তুমি অল্পবল, কৃষ্ণ, নহিবে সমান।। ৫৫।।
যুদ্ধ-ভয়ে তুমি কৃষ্ণ মথুরা তেজিয়া।
সমুদ্রে শরণ পশি' আছ লুকাইয়া।। ৫৬।।
বয়সে অর্জ্জুন তুল্য নহে, নহে সমবল।
অর্জুনের সনে মুঞি না করোঁ সমর।। ৫৭।।
ভীম তুল্যবল মোর, বয়সে সমান।
ইহা-সহ যুদ্ধে মোর নাহি অপমান।। ৫৮।।

ভীমসহ জরাসন্ধের যুদ্ধ

এ-বোল বলিয়া বীর তোলে গদাপাট।
ফেলাইয়া দিল গদা মারি' মালসাট।। ৫৯।।
আর গদা আপনে লইল মহাবল।
দুই বীরে সংগ্রাম বাধিল ভয়ঙ্কর।। ৬০।।
গদায়-গদায় যুদ্ধ শবদ-বিশেষ।
শিরে -শিরে যুদ্ধ যেন যুঝে দুই মেষ।। ৬১।।
বাহে-বাহে যুদ্ধ যেন দুইত মাতঙ্গ।
পদে-পদে যুদ্ধ যেন যুঝয়ে তুরঙ্গ।। ৬২।।
গদাতে গদাতে যুদ্ধ তুমুল নির্ঘাত।
'চট্ চট্' শব্দ উঠে যেন বজ্রপাত।। ৬৩।।
হস্ত-পদ ভাঙ্গিল, ভাঙ্গিল নাক-কাণ।
দুইপাট গদা ভাঙ্গি, হৈল খান-খান।। ৬৪।।
অঙ্গেতে বাজিয়া গদা মেলিল বিদার।
শিথিল হইল যেন আকন্দের ডাল।। ৬৫।।
ভাঙ্গিল দোঁহার গদা দোঁহে কোপে জ্বলে।
দুই বীরে যুঝে তবে মুষ্টির প্রহারে।। ৬৬।।
চড়-চাপড়েতে যুদ্ধ, শবদ নিষ্ঠুর।
দুই অঙ্গে পড়ে যেন বজ্র-সমতুল।। ৬৭।।
সম-শিক্ষা সম-বল, সম-পরাক্রম।
দুই বীরে যুঝে, কারো নাহি জয়-ভঙ্গ।। ৬৮।।
জনম-মরণ তা'র জানেন শ্রীহরি।
বাড়ায় ভীমের বল নিজ তেজ ধরি'।। ৬৯।।

জরাসন্ধ-বধ ও শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক তৎপুত্রের রাজ্যাভিষেক

মরণ-প্রকার তা'র চিন্তিয়া আপনে।
চিরিয়া বেণার পাতা দেখান তখনে।। ৭০।।
মহাবল ভীম তা'র সন্ধান বুঝিয়া।
ভূমিতে ফেলিয়া শত্রু ধরিল চাপিয়া।। ৭১।।
দুই পাও দিয়া তা'র এক পাও ধরি'।
দুই হাথে আরো পাও টান দিয়া তুলি'।। ৭২।।
নির্য্যাসে তুলিয়া তাহে দিল এক টান।
দুই ভাগে জরাসন্ধ হৈল দুইখান।। ৭৩।।

এক ভুজ, এক আঁখি, এক ভুরু-শির।
এক অঙ্গ, দুই ভাগে হৈল দুই চির।। ৭৪।।
রাজপুরে হাহাকার-শবদ উঠিল।
'সাধু সাধু' বলি লোক ভীমে প্রশংসিল।। ৭৫।।
তবে কৃষ্ণ-অর্জুন ভীমেরে দিল কোল।
ভুবন ভরিয়া হৈল 'জয় জয়' রোল।। ৭৬।।
সহদেব তা'র পুত্রে অভিষেক করি'।
রাজ্য-অধিকার দিয়া স্থাপিলা শ্রীহরি।।" ৭৭।।
জরাসন্ধ-বধকথা, কৃষ্ণ-গুণ-বাণী।
ভাগবত-আচার্য্যের প্রেমতরঙ্গিণী।। ৭৮।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে
কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী-দ্বিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।। ৭২।।

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়

কারামুক্ত নৃপতিগণের শ্রীকৃষ্ণস্তুতি
(সিন্ধুড়া-রাগ)

"দুই অযুত অষ্ট-শতেক নরপতি।
বান্ধিয়া রাখিয়াছিলা রাজা দুষ্টমতি।। ১।।
পর্ব্বত-গহ্বর হৈতে আনিল বাহিরে।
সাক্ষাতে আসিয়া তারা কৃষ্ণরূপ হেরে।। ২।।
নবঘন-শ্যাম-তনু, শ্রীবৎস-লাঞ্ছন।
পীতবাস পরিধান, রাজীবলোচন।। ৩।।
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম শোভে চারি করে।
হার বিরাজিত উরে, বনমালা গলে।। ৪।।
কিরীট-কটক-কটিসূত্র-বিরাজিত।
মণিময়-মকর-কুণ্ডল বিলোলিত।। ৫।।
হেন অপরূপ হরি দেখি' নৃপগণে।
দণ্ড পরণাম করি' পড়িল চরণে।। ৬।।
কৃষ্ণ দরশনে হৈল আনন্দ-উদয়।
বন্ধনজনিত দুঃখ সব গেল ক্ষয়।। ৭।।
স্তুতি করে নৃপগণ শিরে ধরি' কর।
'নমো নমো, দেবদেব, ভকতবৎসল।। ৮।।
প্রপন্ন-পালন প্রভু, কর প্রতিকার।
এ-ঘোর সংসার দুঃখ হর' একবার।। ৯।।
অনুগ্রহ-কৈল এই রাজা জরাসন্ধ।
তে-কারণে দেখিলুঁ তোমার পদদ্বন্দ্ব।। ১০।।
অনুগ্রহ-লেশ থাকে যাহাতে তোমার।
সে রাজার নষ্ট হয় রাজ্য-অধিকার।। ১১।।
তোমার মায়ায়ে বিমোহিত যে যে জনে।
অনিত্য সম্পদ্ সেই নিত্য করি' মানে।। ১২।।
পিপাসিত জন যেন জলের কারণে।
মৃগতৃষ্ণা জল বলি' ধায় অগেয়ানে।। ১৩।।
নষ্টবুদ্ধি আমি-সব বুঝিলুঁ এখনে।
অন্যোঽন্যে যুঝিয়া মৈলুঁ ভূমির কারণে।। ১৪।।
প্রজা-বধ কৈলুঁ, দেব, তেজি' দয়া-ধর্ম্ম।
সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু তা'র, না বুঝিলুঁ মর্ম্ম।। ১৫।।
কালযোগে এখনে সম্পদ্ হৈল নাশ।
তে-কারণে কৈলে তুমি কৃপা পরকাশ।। ১৬।।
দর্পভঙ্গ হ'ল নাথ, খণ্ডিল কুবুদ্ধি।
তে-কারণে পাদপদ্ম চিন্তি নিরবধি।। ১৭।।
যদি বল,—'রাজ্যপদ দিব আরবার'।
তবে নিবেদন করি চরণে তোমার।। ১৮।।
মৃগতৃষ্ণা সমতুল এ সব সম্পদ্।
শ্রুতিসুখ-স্বর্গভোগ বিপদের পদ।। ১৯।।
পতিত-কল্প তনু দুঃখ-রোগময়।
আর যেন কভু, নাথ, রাজ্যপদ নয়।। ২০।।
এই কৃপা মাগোঁ, নাথ, চরণে তোমার।
স্মৃতিভঙ্গ কভু যেন নহে আরবার।। ২১।।

কর্ম্মবন্ধে জন্ম যদি যথা-তথা হয়।
চরণ-স্মরণ-ভঙ্গ কভু যেন নয়।। ২২।।
নমো, বাসুদেব কৃষ্ণ প্রণত-পালন।
নমো নমো, নারায়ণ, দুরিত-ভঞ্জন।।' ২৩।।

কারামুক্ত নৃপতিগণের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ

এইরূপে স্তুতি যদি কৈল নৃপগণে।
কহিতে লাগিলা কৃষ্ণ মধুর-বচনে।। ২৪।।
'আজি হৈতে আমাতে রহিল দৃঢ়মতি।
রহিল পদারবিন্দে সুদৃঢ়-ভকতি।। ২৫।।
ভাল ভাল তুমি-সব করিলে নিশ্চয়।
আমার ভকতি-বিনে কিছু সত্য নয়।। ২৬।।
রাজ্যপদ-সম্পদ্—বিপদ হেন জান।
উন্মাদ-কারণ এ-সকল অনুমান।। ২৭।।
নরক, রাবণ, বেণ, নহুষ নৃপতি।
শ্রী-মদে তা'রা সব গেল অধোগতি।। ২৮।।
তুমি-সব হেন জান—সকল অনিত্য।
সর্ব্বভাবে আমার চরণে ধর চিত্ত।। ২৯।।
পুনরপি রাজা হঞা যজ্ঞ-দান কর।
ধর্ম্মে প্রজা পালিয়া আমাতে চিত্ত ধর।। ৩০।।
সুখ-দুঃখ, ভাল-মন্দ চিত্তে না ধরিহ।
যখন যে হয়, তাহা মনে না ভাবিহ।। ৩১।।
দেহ-গেহ, সুত-দারে হঞা উদাসীন।
বিষ্ণুব্রত করি' ধর বৈষ্ণবের চিহ্ন।। ৩২।।
আমাতে ধরিয়া চিত্ত রহ যথা-তথা।
সাধুসঙ্গে শুনিহ আমার গুণগাথা।। ৩৩।।
রাজ্যভোগ কর লঞা এই উপদেশ।
তনু তেজি' আমাতে করিবে পরবেশ।।' ৩৪।।

শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞায় জরাসন্ধ-তনয় সহদেবকর্ত্তৃক কারামুক্ত নৃপতিগণের পূজা ও নৃপতিগণের স্ব-স্ব-দেশে গমন

এতেক বলিয়া হরি করুণা-সাগর।
অখিল-ভুবনপতি, মহামহেশ্বর।। ৩৫।।
করাঞা নাপিত-কর্ম্ম, অঙ্গ-মারজন।
নারীগণ নিয়োজিয়া করায় মজ্জন।। ৩৬।।
'সহদেব' আনিঞা আপন-বিদ্যমানে।
পূজায় নৃপতিগণে বিবিধ-বিধানে।। ৩৭।।
রাজযোগ্য বসন-ভূষণ-বিলেপন।
বহুবিধ অন্ন-পান, তাম্বূল, চন্দন।। ৩৮।।
কৃষ্ণের আজ্ঞায় সহদেব মতিমান্।
পূজিলা নৃপতিগণে হঞা সাবধান।। ৩৯।।
দীপ্ত করে রাজগণ ভূষণে ভূষিত।
কুণ্ডলমণ্ডিত গণ্ড, চন্দনে চর্চ্চিত।। ৪০।।
দীপ্ত করে নৃপগণ দেখিতে সুন্দর।
বরিষা খণ্ডিলে যেন নক্ষত্রমণ্ডল।। ৪১।।
দিব্য রথ, দিব্য ঘোড়া আনিল সাজিয়া।
মহামত্ত গজগণ কাঞ্চনে ভূষিয়া।। ৪২।।
চতুরঙ্গ-বলে করি' সেনার সাজন।
বিনয়ে-বচনে সম্ভাষিয়া নৃপগণ।। ৪৩।।
নিজ-নিজ দেশে তবে পূজিয়া পাঠায়।
কৃষ্ণ-রূপ-গুণ চিন্তি' নৃপগণ যায়।। ৪৪।।
নিজ-নিজ রাজ্যে গেলা সব নৃপগণ।
পুরজনে কহিল সকল বিবরণ।। ৪৫।।
জরাসন্ধ বধ কৈলা যেমতে শ্রীহরি।
যেরূপে পূজিলা বন্ধ বিমোচন করি'।। ৪৬।।
কহিল সকল কথা সভা-বিদ্যমানে।
আজ্ঞা শিরে ধরিয়া বসিলা রাজাসনে।। ৪৭।।

ভীমার্জ্জুনসহ শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রপ্রস্থে প্রত্যাবর্ত্তন ও জরাসন্ধবধ শ্রবণে সকলের উল্লাস

জরাসন্ধ বধ করি' দেব জনার্দ্দন।
সহদেবে রাজা করি' দিলা রাজাসন।। ৪৮।।
ভীমার্জ্জুন লইয়া চলিলা হৃষীকেশ।
ইন্দ্রপ্রস্থে তিনজন কৈলা পরবেশ।। ৪৯।।
তিন বীর একবারে কৈলা শঙ্খধ্বনি।
সর্ব্বলোক হরষিত রিপু-বধ শুনি'।। ৫০।।

জরাসন্ধ-বধ শুনি' রাজা যুধিষ্ঠির।
আনন্দে পূরিল তনু, পুলক-শরীর।। ৫১।।
ভীম-অর্জ্জুন আর শ্রীহরি আপনে।
যুধিষ্ঠির-চরণ বন্দিলা তিনজনে।। ৫২।।
সভামধ্যে কহিলা সকল বিবরণ।
শুনিঞা বিস্মিত হইল সর্ব্বপুরজন।। ৫৩।।
নয়নে আনন্দজল, পুলকিত অঙ্গ।
কিছু না বলিল রাজা, হৈলা স্বরভঙ্গ।।" ৫৪।।
ধীরশিরোমণি শ্রীল-গদাধর জান।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস গান।। ৫৫।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে
কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী-ত্রিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।। ৭৩।।

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়

শ্রীযুধিষ্ঠিরকর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য-কথন
(সারঙ্গ-রাগ)

"তবে যুধিষ্ঠির বলে হঞা প্রেমযুত।
'হরি হরি, এত বড় হয় অদভুত।। ১।।
ত্রিভুবন-গুরু রাজা, সর্ব্ব-অধিকারী।
তা'রা-সব যাঁ'র আজ্ঞা বহে শিরে ধরি'।। ২।।
শঙ্কর, বিধাতা যাঁ'র না বুঝয়ে মর্ম্ম।
মোর আজ্ঞা ধরি' হেন প্রভু করে কর্ম্ম।। ৩।।
তথাপি প্রভুর কিছু না টুটে মহিমা।
কিন্তু মুঞি অধমের বড় বিড়ম্বনা।। ৪।।
অদ্বৈত পরমব্রহ্ম, এক ভগবান্।
সকলের আত্মা প্রভু, সর্ব্বত্র সমান।। ৫।।
কর্ম্ম হৈতে তাঁ'র তেজ না টুটে, না বাড়ে।
সমভাব হঞা যেন এক সূর্য্য নড়ে।। ৬।।
আছুক তোমার কথা, ত্রিভুবন-মাঝে।
ভকতজনের কেহ মহিমা না বুঝে।। ৭।।
তোমার ভকতজনের নাহি অভিমান।
পশুবৎ 'তো'র মোর' নাহি অগেয়ান।।' ৮।।

শ্রীযুধিষ্ঠিরকর্ত্তৃক রাজসূয়-যজ্ঞে প্রার্থিত
যাজ্ঞিক-ব্রাহ্মণগণ

এতেক বচন বলি' ধর্ম্মের নন্দন।
শুভকালে বরিল যাজ্ঞিক দ্বিজগণ।। ৯।।
'বেদব্যাস', 'ভরতদ্বাজ', 'সুমন্তু', 'গৌতম'।
'বশিষ্ঠ', 'মৈত্রেয়', 'কণ্ব', 'অসিত', 'চ্যবন'।। ১০।।
'বিশ্বামিত্র', 'বামদেব', 'জৈমিনি', 'সুমতি'।
'পৈল', 'পরাশর', 'গর্গ', 'রাম' ভৃগুপতি।। ১১।।
'অথর্ব্বা', 'কশ্যপ', 'ধৌম্য', 'ক্রতু', 'অকৃতব্রণ'।
'মধুচ্ছন্দা', 'বীতিহোত্র'-আদি মুনিগণ।। ১২।।
বরিল নৃপতিসিংহ ভার্গব 'আসুরি'।
তবে যত ব্রাহ্মণ আনিল আজ্ঞা করি'।। ১৩।।

শ্রীভীষ্মাদির যজ্ঞদর্শনার্থ আগমন

ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য্য, ধৃতরাষ্ট্র রাজা।
সপুত্র-বান্ধব, পাত্র-মিত্র, সব প্রজা।। ১৪।।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র-আদি করি'।
যজ্ঞ দেখিবারে গেলা সব নরনারী।। ১৫।।

রাজসূয়-যজ্ঞের আনুষ্ঠানিক
ক্রিয়াসমূহের বর্ণন

তবে যত দ্বিজগণে করি' শুভক্ষণ।
সূত্র ধরি' যজ্ঞস্থান কৈল নিরূপণ।। ১৬।।
সুবর্ণ লাঙ্গলে তবে তাহে দিল চাষ।
তবে যজ্ঞ-বেদী, ঘর কৈল পরকাশ।। ১৭।।
তবে যুধিষ্ঠির রাজা আনি শুভক্ষণে।
যজ্ঞ-দীক্ষা করাইল সর্ব্বদ্বিজগণে।। ১৮।।

কনক-রচিত পাত্রে যজ্ঞের সম্ভার।
বরুণের যজ্ঞ যেন দেখি চমৎকার।। ১৯।।
ইন্দ্র-আদি দেবগণ, সগণে শঙ্কর।
গন্ধর্ব, কিন্নর, যক্ষ, সিদ্ধ, বিদ্যাধর।। ২০।।
আপনে বিরিঞ্চি-দেব মিলিলা সগণে।
পন্নগ-চারণগণ সবল-বাহনে।
পূজিয়া আনিল রাজা বিবিধ-বিধানে।। ২১।।
রাজপত্নীগণ যত পুরনারীগণ।
পাণ্ডু পুত্র-মহাযজ্ঞে হৈল উপসন্ন।। ২২।।
ধর্ম্মপুত্র রাজসিংহ ভকত প্রধান।
যজ্ঞ সাঙ্গ কৈল হেন সর্ব্বলোক ভান।। ২৩।।
যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণে যজ্ঞ করায় বিধানে।
রাজসূয়-যজ্ঞ রাজা করে হর্ষ-মনে।। ২৪।।

শ্রীকৃষ্ণকে যজ্ঞের শ্রেষ্ঠ পূজাপাত্র নিরূপণ

সোম-অভিষেক দিনে পাঞা শুভফল।
পূজিব প্রধানগণ চিন্তে মহীপাল।। ২৫।।
'সভাতে প্রধান আছে বিরিঞ্চি, শঙ্কর।
মহামুনিগণ, চন্দ্র, সূর্য্য, পুরন্দর।। ২৬।।
আপনে সাক্ষাত যা'থে ত্রিভুবন-রায়।
কাহারে পূজিব আগে, কি করি উপায়?' ২৭
চিন্তে রাজা যুধিষ্ঠির—মনে পাঞা ভয়।
সহদেব বলে তবে,—শুন, মহাশয়।। ২৮।।
সাক্ষাতে অচ্যুত-দেব দেবের প্রধান।
সর্ব্বদেবময় এই, এক ভগবান্।। ২৯।।
সর্ব্বযজ্ঞময় এই, দেশ-কালময়।
সর্ব্বলোক-গতি-পতি এই মহাশয়।। ৩০।।
মন্ত্র-তন্ত্র-সাংখ্য-যোগ এই সর্ব্বরূপ।
এই সর্ব্বময়, আর নহে সত্যরূপ।। ৩১।।
আপনে আপনা সৃজে, পালয়ে, সংহরে।
এই প্রভু নানারূপে নানাকর্ম্ম করে।। ৩২।।
এই প্রভু জগতে করায় নানা-কর্ম্ম।
ইহার কৃপায় লোক সাধে নানা-ধর্ম্ম।। ৩৩।।
হেন প্রভু থাকিতে সাক্ষাতে মহেশ্বর।
কাহারে পূজিবে আগে সভার ভিতর? ৩৪
সর্ব্বলোক-পূজা হয় ইঁহারে পূজিলে।
সর্ব্বলোক তুষ্ট হয় ইহ তুষ্ট হৈলে।। ৩৫।।
এ-বোল বুঝিয়া তুমি আগে কৃষ্ণ পূজ।
সর্ব্বলোকনাথ এই, সর্ব্বভাবে ভজ।। ৩৬।।
পূর্ণব্রহ্ম, শুদ্ধসত্ত্ব, নিত্য, শান্তময়।
এ-দেব পূজিলে সর্ব্বদেব-পূজা হয়।।' ৩৭।।
এতেক বলিয়া সহদেব মহামতি।
নিঃশবদে রহিলা বুঝিয়া ধর্ম্মগতি।। ৩৮।।
সহদেব-বচন শুনিয়া সর্ব্বজনে।
সভাষদে 'সাধু সাধু' বলিয়া বাখানে।। ৩৯।।

শ্রীযুধিষ্ঠির-কর্ত্তৃক সর্ব্বপ্রথম শ্রীকৃষ্ণের পূজা
এবং সভাসদ্‌গণের পরমোল্লাস

বুঝিয়া সভার মন রাজা যুধিষ্ঠির।
নয়নে আনন্দজল, পুলক-শরীর।। ৪০।।
পীরিতে পূজিল রাজা, প্রণয়ে বিহ্বল।
পুণ্যজলে পাখালিল চরণযুগল।। ৪১।।
সকুটুম্বে সগণে বান্ধবগণ মেলি'।
কৃষ্ণপদ-জল মাথে নিল কুতূহলী।। ৪২।।
বিবিধ-বিধানে পীত-বসন পরায়।
দিব্য অলঙ্কার দিয়া শ্রীঅঙ্গ সাজায়।। ৪৩।।
মণিময় ভূষণ, বিবিধ মহাধন।
দিব্য বেশ করে রাজা অঙ্গের সাজন।। ৪৪।।
নয়নে আনন্দজল পড়ে শতধারে।
ভূষণ পরায় রাজা, চাহিতে না পারে।। ৪৫।।
ব্রহ্মা, ভব, পুরন্দর যুড়ি' দুই কর।
সুর-মুনিগণ সব আনন্দ অন্তর।। ৪৬।।
'নমো নমো, জয় জয়'—করে সর্ব্বজন।
দুন্দুভি-বাজন বাজে, পুষ্প-বরিষণ।। ৪৭।।
সুরগণে, মুনিগণে 'জয় জয়'-বাণী।
ত্রিভুবন ভরিয়া উঠিল জয়ধ্বনি।। ৪৮।।

দুষ্টশিশুপালের শ্রীকৃষ্ণের ও সভাসদবৃন্দের নিন্দা

তবে দমঘোষ-সুত রাজা 'শিশুপাল'।
কৃষ্ণ গুণ-বর্ণন শুনিয়া দুরাচার।। ৪৯।।
উঠিল আসন হৈতে চিত্তে ক্রোধ করি'।
উচ্চস্বরে ডাকিয়া বলয়ে বাহু তুলি'।। ৫০।।
ভর্ৎসিয়া কৃষ্ণকে গালি দিল অতিশয়।
সভার ভিতরে থাকি' বলে দুরাশয়।। ৫১।।
'সত্য সত্য, কালগতি না যায় বুঝনে।
বৃদ্ধ মতিভ্রষ্ট হয় ছাওয়াল-বচনে।। ৫২।।
তুমি-সব পাত্র-শ্রেষ্ঠ, বৃদ্ধ মহাজন।
হেন হৈয়া তথ্য ধর শিশুর বচন!! ৫৩
সভাপতি তুমি সব আছ বিদ্যমান।
হেন সভা-মাঝে কর গোয়াল প্রধান? ৫৪
ব্রত-বিদ্যা-তপোময় মহামুনিগণ।
দিব্যজ্ঞান, ব্রহ্মনিষ্ঠ, ভুবন-পাবন।। ৫৫।।
এ-সব থাকিতে মহাঋষি যোগেশ্বর।
ব্রহ্মা, ভব, চন্দ্র, সূর্য্য, যাহে পুরন্দর।। ৫৬।।
তাহাতে উত্তম পাত্র হয় কি গোয়াল?
কুল-শীল-বিবর্জিত আশ্রম-আচার।। ৫৭।।
কুল-বিনাশন, সর্ব্বধর্ম্ম-বহিষ্কৃত।
স্বচ্ছন্দ-আচার, সর্ব্বগুণ-বিবর্জিত।। ৫৮।।
হেন গোপজাতি কৃষ্ণ পূজিতে যুয়ায়?
কাকে যেন যজ্ঞভাগ-আগে বলি খায়।। ৫৯।।
যযাতি রাজার শাপ আছে যদুকুলে।
যদুবংশে না করিব রাজ্য-অধিকারে।। ৬০।।
হেন যদুকুলে জন্ম, লোক-বহিষ্কৃত।
বৃথাপানরত, সাধুজন-বিবর্জিত।। ৬১।।
ধন্যজন-সেবিত ছাড়িয়া পুণ্যদেশ।
গড় বান্ধি' করে গিয়া সাগরে প্রবেশ।। ৬২।।
হেন কৃষ্ণ হয় কি পূজার অধিকারী?'
এইরূপে শিশুপাল দিল নানা-গালি।। ৬৩।।
যত গালি দিল শিশুপাল দুষ্টমতি।
সেই স্তুতি করিয়া বর্ণিলা সরস্বতী।। ৬৪।।
কিছু না বলিল তা'থে প্রভু শ্রীনিবাসে।
শৃগাল শবদে যেন কেশরী না রোষে।। ৬৫।।

কৃষ্ণনিন্দা শ্রবণে সভ্যগণের হস্তে কর্ণাচ্ছাদনপূর্ব্বক প্রস্থান

কৃষ্ণ-নিন্দা শুনিয়া উঠিল সভাসদে।
দুই কর্ণে হস্ত দিয়া চলিল নিঃশবদে।। ৬৬।।

কৃষ্ণনিন্দা ও সাধুনিন্দা শ্রবণে অধোগতি

কৃষ্ণ নিন্দা শুনে, কিংবা সাধুনিন্দা শুনে।
কর্ণ ধরি' যে জন না চলে তথা-হনে।। ৬৭।।
অধোগতি হয়, তা'র পূর্ব্বপুণ্য-ক্ষয়।
সাধু-নিন্দা-সম পাপ কহনে না যায়।। ৬৮।।

শিশুপাল-বধার্থ পাণ্ডবগণের অস্ত্র-ধারণ

তবে পাণ্ডুসুত-আদি মহাবীরগণে।
ক্রোধ করি' অস্ত্র ধরি' উঠিল তখনে।। ৬৯।।
খড়্গ-চর্ম্ম ধরিয়া উঠিল শিশুপাল।
কৃষ্ণপক্ষ-বীরগণ ভর্ৎসিল অপার।। ৭০।।

শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃক শিশুপাল বধ

তবে হরি বীরগণে করি' নিবারণ।
চক্র ধরি' আপনে উঠিলা নারায়ণ।। ৭১।।
ক্ষুরধার চক্রে মাথা কাটিয়া ফেলিল।
হাহাকার কোলাহল-শবদ উঠিল।। ৭২।।
শিশুপাল-পক্ষ যত আছিল নৃপতি।
প্রাণ লঞা তা'রা-সব গেল নানাভিতি।। ৭৩।।
তার অঙ্গজ্যোতি গিয়া উঠিলা গগনে।
তড়িত-সঞ্চার যেন দেখে সর্ব্বজনে।। ৭৪।।
প্রবেশ করিল জ্যোতি গোবিন্দচরণে।
নয়ন মুদিয়া লোক রহিল ধেয়ানে।। ৭৫।।
বৈরভাব ধরে দৈত্য তিন জন্ম ধরি'।
সতত চিন্তিল কৃষ্ণে বৈরিভাব করি'।। ৭৬।।
কৃষ্ণধ্যান করি' দৈত্য হৈল কৃষ্ণময়।
যে-সে রূপে চিন্তিলে গোবিন্দরূপ হয়।। ৭৭।।

শ্রীযুধিষ্ঠির মহারাজের যজ্ঞ-সমাপন

তবে যজ্ঞ সমাধিল ধর্ম্মের নন্দন।
বিবিধি-দক্ষিণা দিয়া পূজিলা ব্রাহ্মণ।। ৭৮।।

বিধি-অনুসারে কৈল সর্ব্বলোক-পূজা।
যজ্ঞ সমাধিল তবে যুধিষ্ঠির-রাজা।। ৭৯।।
মহাযোগ-যোগেশ্বর প্রভু ভগবান্।
যুধিষ্ঠির-যজ্ঞ করাইল সমাধান।। ৮০।।
বন্ধুগণে রাখিলা ধরিয়া পদযুগে।
কথোদিন রহিলা বান্ধব-অনুরাগে।। ৮১।।

শ্রীকৃষ্ণের গণসহ দ্বারকায় প্রস্থান

কথোদিন রহি' বন্ধুগণ সম্ভাষিয়া।
চলিলা দ্বারকাপুরে নিজগণ লঞা।। ৮২।।
হেন অপরূপ কর্ম্ম করিলা শ্রীহরি।
অনন্ত কৃষ্ণের কর্ম্ম কে কহিতে পারি? ৮৩
যজ্ঞ সমাপিয়া রাজা ধর্ম্মের নন্দন।
যজ্ঞশেষ পুণ্যজলে করিয়া মজ্জন।। ৮৪।।
আসনে বসিলা রাজা যেন পুরন্দর।
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য রচিল মণ্ডল।। ৮৫।।
সুর, মুনি, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, নর-নারী।
চলিল সকল লোক কৃষ্ণে মন ধরি'।। ৮৬।।

দুর্যোধনের মাৎসর্য্য জনিত দুঃখ

আনন্দে চলিলা লোক যজ্ঞ প্রশংসিয়া।
তবে দুর্যোধন গেলা মনে দুঃখ পাঞা।। ৮৭।।
শিশুপাল-বধ, নৃপগণ-বিমোচন।
মহাযজ্ঞ-পুণ্যকথা যে করে কীর্ত্তন।। ৮৮।।
কৃষ্ণগুণ-কথা পুণ্য-যশ-পরকাশ।
সর্ব্বপাপ হরে তা'র বিষ্ণুপদে বাস।।" ৮৯।।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস-বাণী।
চিত্ত দিয়া শুন, লোক, প্রেমতরঙ্গিণী।। ৯০।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে
কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী-চতুঃসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।। ৭৪।।

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়

শ্রীযুধিষ্ঠিরের যজ্ঞে দুর্য্যোধনের নিরানন্দের কারণ
(তুড়ী-রাগ)

তবে রাজা জিজ্ঞাসিলা মুনি-সন্নিধান।
"দুর্য্যোধন-রাজা কিবা পাইল অপমান? ১
মহাযজ্ঞ দেখি' লোক পাইল আনন্দ।
দুর্য্যোধন-রাজা কেন হৈল নিরানন্দ? ২
কহ গুরু, যোগেশ্বর, ইহার কারণ।"
তবে শুকমুনি বলে সব বিবরণ।। ৩।।

যজ্ঞে কে কি কার্য্য করিয়াছেন

"পিতামহ তোমার আছিল যুধিষ্ঠির।
মহাযজ্ঞ আরম্ভিলা নৃপতি সুধীর।। ৪।।
পরিচর্য্যা করিতে আনিঞা বন্ধুগণ।
যা'র যেন যোগ্য কার্য্য, কৈল নিয়োজন।। ৫।।
ভীম অধিকার পাইল করিতে রন্ধন।
ধন-অধিপতি করি' দিলা দুর্য্যোধন।। ৬।।
সহদেবে লোকপূজা-কর্ম্মে নিয়োজিল।
দ্রব্য আনি' যোগাইতে নকুলে স্থাপিল।। ৭।।
সাধু-সেবা করিতে স্থাপিল ধনঞ্জয়।
পদ-পাখালিতে দিল কৃষ্ণ মহাশয়।। ৮।।
অন্ন-পরিবেষণে দিল দ্রুপদ কুমারী।
কর্ণ মহাদাতা দিল দানে অধিকারী।। ৯।।
যুযুধান, বিরাট, বিদুর, সন্তর্দ্দন।
নানাকর্ম্মে নিয়োজিল যত মহাজন।। ১০।।
এইরূপে যজ্ঞ কৈল ধর্ম্মের নন্দন।
সর্ব্বভাবে সর্ব্বলোক কৈল আরাধন।। ১১।।
যজ্ঞ সমাপিয়া দিল বিবিধ-দক্ষিণা।

যা'র যেন পীরিতি, না করিল লঙ্ঘনা।। ১২।।
দমঘোষসুত যদি সভা-বিদ্যমানে।
প্রবেশ করিল গিয়া গোবিন্দচরণে।। ১৩।।

যজ্ঞান্তে সপরিকর শ্রীযুধিষ্ঠিরের শ্রীগঙ্গাস্নান

তবে যজ্ঞে পূর্ণা দিয়া কৈলা সমাধান।
সগণ চলিয়া গিয়া কৈলা গঙ্গাস্নান।। ১৪।।
দুন্দুভি-মৃদঙ্গ বাদ্য বাজে শঙ্খ-ভেরী।
বিবিধ বাদন বাজে আনক-ধুন্ধুরী।। ১৫।।
নর্ত্তক-নর্ত্তকী নাচে, নানা-নৃত্যগীত।
বিবিধ মঙ্গল-রোল চৌদিগে পূরিত।। ১৬।।
বিবিধ পতাকা-ধ্বজ উড়ে ছত্র-বানা।
নানাবর্ণে দিব্য ঘোড়া, নানাবর্ণে সেনা।। ১৭।।
মহাগজ, মহারথ কাঞ্চনে নির্ম্মিত।
দিব্য-বেশ নরনারী ভূষণে ভূষিত।। ১৮।।
কত কত রাজা যায় রাজার গোচর।
সৈন্যভরে পৃথিবী করয়ে টলমল।। ১৯।।
যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণে করে বেদধ্বনি।
দেব, ঋষি, পিতৃগণ স্তুতি, জয়বাণী।। ২০।।
গন্ধর্ব্বে, কিন্নরে, গায়, নাচে বিদ্যাধরী।
পুষ্প বরিষণ করে দিব্য-নরনারী।। ২১।।
চন্দন ছিটায়, কেহ গন্ধ-বিলেপন।
নানারসে কেহ কেহ করয়ে সেচন।। ২২।।
কেহ গন্ধজল, কেহ কুঙ্কুম ছিটায়।
হরিদ্রা, গোরস কেহ তুলিয়া ফেলায়।। ২৩।।
আগে দেবীগণ যায় চড়িয়া বিমানে।
চৌদিগে বেষ্টিত তা'র মহাভাটগণে।। ২৪।।
হাস-পরিহাসে গন্ধ-চন্দন-সেচন।
চর্ম্মকোষ ভরি' করে জল-বরিষণ।। ২৫।।
স্তনবিনিহিত তনু-বসন-বিলাস।
কেশপাশ বিগলিত, কুচ-পরকাশ।। ২৬।।
রুচির বিহার, রসময় গতিভঙ্গ।
দেখিয়া কামুক-জনে মদন-তরঙ্গ।। ২৭।।
হেম-বিনির্ম্মিত রথে করি' আরোহণ।
চৌদিগে বেষ্টিত মহাভট্ট বীরগণ।। ২৮।।
রথ-গজ-তুরঙ্গ রাজার আগুয়ান।
দুই পাশে নৃপগণে করিয়া যোগান।। ২৯।।
উত্তরিল গিয়া রাজা সুরনদী তীরে।
অভিষেক কৈল আগে যজ্ঞশেষ-নীরে।। ৩০।।
মহা-অভিষেক আছে যজ্ঞের বিধান।
সপত্নীক হঞা তাহা কৈলা সমাধান।। ৩১।।
আচমন করিয়া মজ্জিল গঙ্গাজলে।
অভিষেক কৈলা রাজা বিধি-অনুসারে।। ৩২।।
দেববাদ্য, নরবাদ্য, দুন্দুভি-বাজন।
'জয় জয়' স্তুতিবাণী, পুষ্প-বরিষণ।। ৩৩।।
দেব-ঋষি-গন্ধর্ব-কিন্নর-পিতৃগণ।
মহা-অভিষেক জলে করিয়া মজ্জন।। ৩৪।।
সর্ব্বলোক আনন্দিত, হৈল পাপক্ষয়।
মহাপাতকীর যা'থে পাতক না রয়।। ৩৫।।
মহা-অভিষেক করি' ধর্ম্মের কুমার।
উঠিয়া পরিল বাস, রাজ-অলঙ্কার।। ৩৬।।
যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণে বসন-ভূষণে।
বিবিধ দক্ষিণা দিয়া পূজিল বিধানে।। ৩৭।।
জ্ঞাতি-বন্ধু-বান্ধব সকল নৃপগণে।
একে একে পূজিলা সকলে জনে জনে।। ৩৮।।
ভকতসত্তম রাজা, বিধিবিদাংবর।
যা'র যেন যোগ্য পূজা, পূজিল সকল।। ৩৯।।
বসন ভূষণে সর্ব্বলোক বিরাজিত।
মুকুট-কুণ্ডল-হার-চন্দন-চর্চিত।। ৪০।।
বিবিধ বরণে পাগ, অঙ্গের কাচনি।
বহুবিধ ভূষণে ভূষিত নর-নারী।। ৪১।।

শ্রীযুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞের প্রশংসা

যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ, যত সদস্য-ব্রাহ্মণ।
বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ, যত ক্ষিতিপতিগণ।। ৪২।।
দেব, ঋষি, পিতৃগণ, গন্ধর্ব কিন্নর।
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, যত নারী-নর।। ৪৩।।

সভাই চলিল করি' রাজারে সম্ভাষা।
মহাযজ্ঞ মহোৎসব করিয়া প্রশংসা।। ৪৪।।
সর্ব্বলোক গেল তবে নিজ-নিজ ধাম।
আনন্দে রহিলা রাজা ভকতপ্রধান।। ৪৫।।

ইন্দ্রপ্রস্থে পাণ্ডবগণসহ শ্রীকৃষ্ণের অবস্থান

ভাই-বন্ধু-বান্ধব-সুহৃদ্-মিত্রগণ।
স্নেহভাব করিয়া রাখিল সর্ব্বজন।। ৪৬।।
চরণে ধরিয়া কৃষ্ণে রাখিলা যতনে।
নব নব, দিনে দিনে পূজিল বিধানে।। ৪৭।।
রাজার পীরিতি হরি করিবারে চায়।
সব যদুগণ আনি' দ্বারকা পাঠায়।। ৪৮।।
আপনে রহিলা প্রভু রাজার মন্দিরে।
পাঠাঞা সকল লোক দিল নিজপুরে।। ৪৯।।
ধর্ম্মসুত— রাজসিংহ, মহাগুণনিধি।
সুখময়-সাগরে মজিল নিরবধি।। ৫০।।

শ্রীযুধিষ্ঠিরের অতুলৈশ্বর্য্য-দর্শনে দুর্য্যোধনের ঈর্ষা

একদিন দুর্য্যোধন গেল অন্তঃপুরে।
রাজপুর-শোভা দেখি' জ্বলিল অন্তরে।। ৫১।।
সুরেন্দ্র-নরেন্দ্র-লক্ষ্মী যা'থে নানাভাতি।
ত্রিভুবন-সম্পদ্ একত্র মূর্ত্তিমতী।। ৫২।।
ময়দানবের সভা বিচিত্র নির্ম্মাণ।
তাহাতে বসিয়া আছে নৃপতিপ্রধান।। ৫৩।।
দিব্যবেশ দাসীগণ নিজ-সঙ্গে করি'।
পরিচর্য্যা করে যথা দ্রুপদকুমারী।। ৫৪।।
অতুল-সম্পদ্ দেখি মহা' অনুভাব।
দুর্য্যোধন হৃদয়ে উঠিল অনুতাপ।। ৫৫।।
যোড়শ-সহস্র যথা কৃষ্ণের রমণী।
শিঞ্জিত মঞ্জীর-পদ, রণিত কিঙ্কিণী।। ৫৬।।
রাজসিংহাসনে রাজা ধর্ম্মের নন্দন।
চৌদিগে বেড়িয়া আছে ভাই বন্ধুগণ।। ৫৭।।
ইন্দ্রপুরে ইন্দ্র যেন ত্রিদিব-সমাজে।
দীপ্ত করে নরপতি দিব্যসভা-মাঝে।। ৫৮।।
নর্ত্তকে নর্ত্তন করে, স্তাবকে মহিমা।
উচ্চনাদে ভাটগণ পড়য়ে ভট্টিমা।। ৫৯।।
হেনকালে গেলা তথা রাজা দুর্য্যোধন।
চৌদিগে বেড়িয়া তার আছে ভাইগণ।। ৬০।।
দেখিয়া সম্পদ্ রাজা ক্রোধে হৈল অন্ধ।
হাতে হাত কচলায়, দশনে পিষে দন্ত।। ৬১।।
ক্রোধে অচেতন রাজা, হরল গেয়ান।
স্থলে জল জ্ঞান করি' তোলে পরিধান।। ৬২।।
জলে স্থল ভরমে না তোলে নিজ-বাস।
তা' দেখিয়া নারীগণ করে উপহাস।। ৬৩।।

উপহসিত হইয়া দুর্য্যোধনের স্থান-পরিত্যাগ

কটাক্ষে ঠারিঞা দিল দৈবকীনন্দন।
ভীম-আদি করি' যত হাসে নৃপগণ।। ৬৪।।
ভয়ে যুধিষ্ঠির রাজা করে নিবারণ।
হাসে সর্ব্বলোক, কেহ না ধরে বচন।। ৬৫।।
আপনে রসিক যা'থে দেব শ্রীহরি।
আনের শকতি তা'থে কি করিতে পারি? ৬৬
লজ্জা পাঞা দুর্য্যোধন গেলা নিঃশবদে।
'হাহাকার'-শবদ উঠিল সভাসদে।। ৬৭।।
বিষাদ ভাবিয়া রহে ধর্ম্মের নন্দন।
নিঃশবদে রহিলা ঠাকুর নারায়ণ।। ৬৮।।
পৃথিবীর ভার হরি হরিবারে চায়।
অন্যোহন্যে বিবাদ করি' বৈরতা বাড়ায়।। ৬৯।।
যে কিছু পুছিলে, রাজা, কহিলুঁ সাক্ষাতে।
দুর্য্যোধন কুমতি বাড়িল যেন মতে।।" ৭০।।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস-বাণী।
দুর্য্যোধন-মানভঙ্গ প্রেমতরঙ্গিণী।। ৭১।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে
কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী-পঞ্চসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।। ৭৫।।

ষট্সপ্ততিতম অধ্যায়

শাল্বের পরিচয়

(কর্ণাট-রাগ)

তবে মুনি বলে,—'রাজা' শুন পরীক্ষিত।
অদভুত আর কথা গোবিন্দ-চরিত।। ১।।
ক্রীড়া-নরকলেবর নরলীলা করি'।
'শাল্ব'-নামে অসুর বধিল শ্রীমুরারি।। ২।।
শিশুপাল-সখা শাল্ব আছিল অসুর।
সমরে যুঝায় বীর পরম নিষ্ঠুর।। ৩।।
রুক্মিণী হরণে গেলা যখনে শ্রীহরি।
তখনে আসিয়াছিল শাল্ব মহাবলী।। ৪।।
সংগ্রামে হারিয়া বীর পলাইল তখনে।
প্রতিজ্ঞা করিল শাল্ব সভা-বিদ্যমানে।। ৫।।
'অযাদব পৃথিবী করিব বাহুবলে।
মোর যশ রহে যেন ধরণীমণ্ডলে।।' ৬।।

শাল্বের শ্রীশিব আরাধনা ও ময়নির্ম্মিত 'সৌভ'-লাভ

প্রতিজ্ঞা করিয়া এই চলিল দুরন্ত।
শিব আরাধিল গিয়া বৎসর পর্য্যন্ত।। ৭।।
এক মুষ্টি পাংশু খায় দিন-অবসানে।
তুষ্ট হঞা মহাদেব আইলা বিদ্যমানে।। ৮।।
আনন্দিত হঞা শাল্ব মাগে এই বর।
'কামগতি এক রথ দেহ, মহেশ্বর।। ৯।।
গন্ধর্ব-কিন্নর-সিদ্ধ-নর-সুরাসুরে।
ত্রিভুবনে কেহ যেন ভাঙ্গিতে না পারে।। ১০।।
ত্রিভুবন জিনিয়া আসিমু এক রথে।
হেন রথ মাগো, নাথ, তোমার সাক্ষাতে।।' ১১।।
অলক্ষিত গতি রথ, লোক-ভয়ঙ্কর।
তুষ্ট হঞা পশুপতি দিলা সেই বর।। ১২।।
'ময়'-নামে দানব আনিয়া বিদ্যমান।
আজ্ঞা দিল, দেহ রথ করিয়া নির্ম্মাণ।। ১৩।।
রথ নিরমিয়া ময় দিল সচকিত।
'সৌভ'-নামে রথখান লোহার নির্ম্মিত।। ১৪।।
অন্ধাকারময় রথ, অলক্ষিত-গতি।
তাহাতে চড়িয়া শাল্ব চলিল দুর্মতি।। ১৫।।

শাল্বকর্ত্তৃক দ্বারকা আক্রমণ ও শ্রীপ্রদ্যুম্নসহ যুদ্ধ

বেঢ়িল দ্বারকাপুরী লঞা মহাসেনা।
গড়ের বাহিরে গিয়া বেঢ়ি' দিল হানা।। ১৬।।
বন-উপবন ভাঙ্গে, প্রাচীর, দুয়ার।
গোপুর, মন্দির ভাঙ্গে, বিমান, বিহার।। ১৭।।
অস্ত্র বরিষণ, পড়ে গাছ পাথর'।
বজ্রপাত, নিষ্ঠুর গর্জ্জন ফণধর।। ১৮।।
পরচণ্ড চক্রবাত, ধূলা-বরিষণ।
দশদিগ্ আচ্ছাদিল, ঘন গরজন।। ১৯।।
দেখিয়া প্রদ্যুম্ন বীর, কৃষ্ণের তনয়।
সান্ত্বিয়া রাখিল লোকে 'না করিহ ভয়'।। ২০।।
এ-বোল বুলিয়া বীর মহারথে চড়ি'।
মহাসেনাপতিগণ নিজ-সঙ্গ করি'।। ২১।।
সাত্যকি, অক্রূর, গদ, শুক, সারণ।
সাম্ব, ভানুবৃন্দ-আদি মহাবীরগণ।। ২২।।
আর যত সেনাপতি মহাধনুর্দ্ধর।
মহাভট্ট, মহারণ, তুরঙ্গ কুঞ্জর।। ২৩।।
চলিল প্রদ্যুম্ন বীর সাজি' যদুসেনা।
নানা-বর্ণের হাতী, ঘোড়া, ছত্র, ধ্বজ, বানা।। ২৪।।
বাজিল শাল্বের সহে তুমুল সংগ্রাম।
নহিল, নহিব যুদ্ধ তাহার সমান।। ২৫।।
ধনুকে টঙ্কার দিয়া যোড়ে তীক্ষ্ণ শর।
কাটিল শাল্বের মায়া কৃষ্ণের কোঙর।। ২৬।।
তিলেকে শাল্বের মায়া সব গেল নাশ।
সূর্য্য-দরশনে যেন তমের বিনাশ।। ২৭।।
বিন্ধিল পঁচিশ বাণে শাল্ব-সেনাপতি।
দশ দশ বাণে আর বিন্ধিল সারথি।। ২৮।।

বিন্ধিল শতেক বাণে শাল্ব-কলেবর।
তিন তিন বাণে ঘোড়া কৈল জর-জর।। ২৯।।
একরূপ, বহুরূপ, নানারূপ ধরে।
অলক্ষিত রথ, কেহ লখিতে না পারে।। ৩০।।
মায়াময় রথখান দেখিতে না দেখি।
কিরূপে কোথাতে থাকে, লখিতে না লখি।। ৩১।।
ক্ষণে জলে, ক্ষণে স্থলে, আকাশ-মণ্ডলে।
ক্ষণে বনে, ক্ষণে গিরি-শিখরেতে চলে।। ৩২।।
যথা যথা চিন্তে রথ, আছে সেই ঠাঞি।
কোথা শাল্ব, কোথা সৈন্য, দেখিতে না পাই।। ৩৩।।
যত সেনাপতি যদুকুলের প্রধান।
ধনুকে টঙ্কার দিয়া যোড়ে চোখা বান।। ৩৪।।
বিন্ধিয়া শাল্বের সৈন্য কৈল জর-জর।
তবে কোন যুক্তি করে শাল্ব মহাবল।। ৩৫।।
একধারে করে তীক্ষ্ণ বাণ-বরিষণ।
তবু যদুবীরগণে না তেজিল রণ।। ৩৬।।

শ্রীপ্রদ্যুম্নের দ্যুমান্-সহ যুদ্ধ

আছিল শাল্বের মন্ত্রীর প্রধান।
'দ্যুমান্' তাহার নাম-মহা-বলবান।। ৩৭।।
প্রদ্যুম্নের বাণে বেটা সংগ্রাম ছাড়িয়া।
ভূমিতে পড়িয়াছিল মূরছিত হঞা।। ৩৮।।
আবার উঠিল ডাকিয়া ভয়ঙ্কর।
তুলিয়া লোহার গদা ধাইল সত্বর।। ৩৯।।
প্রদ্যুম্নের বুকে গিয়া মারে এক বাড়ি।
মূর্চ্ছিত হইয়া কাম পড়ে ধনু ছাড়ি'।। ৪০।।
দারুক-নন্দন তা'র রথের সারথি।
রথখান বাহিরে আনিল মহামতি।। ৪১।।
রণ হৈতে রথ লঞা আইল বাহির।
যুদ্ধধর্ম্ম জানে সে যে পরম-সুধীর।। ৪২।।
উঠিল চৈতন্য পাঞা কৃষ্ণের নন্দন।
সারথি দেখিয়া তবে কি বলে বচন।। ৪৩।।

শ্রীপ্রদ্যুম্নের সারথিকে তিরস্কার

'কেন হেন কর্ম্ম তুমি কৈলে বিপরীত?
সংগ্রাম তেজিতে বীরে না হয় উচিত।। ৪৪।।
যুদ্ধ তেজি' পলায়ন—নহে বীর-ধর্ম্ম।
যদুবংশে কেহ হেন নাহি করে কর্ম্ম।। ৪৫।।
কি বলিয়া রহিব কৃষ্ণের বিদ্যমানে?
কি বোল বলিবে মোরে ভাই বন্ধুগণে? ৪৬
বধূগণ হাসিয়া করিব উপালম্ভ।
পুরজনে দেখিয়া বলিব মোরে মন্দ।। ৪৭।।

বিপদে প্রভুরক্ষাই সারথির কার্য্য

এতেক বচন শুনি' দারুক-তনয়।
কহিতে লাগিলা ধর্ম্ম জানিঞা নির্ণয়।। ৪৮।।
'শুন, মহাপুরুষ, ধর্ম্মের বিবরণ।
আমি নাহি করি যুদ্ধ-ধর্ম্ম-বিলঙ্ঘন।। ৪৯।।
সঙ্কটে পড়িলে বীর, রাখিব সারথি।
সারথির প্রতিকার করে মহারথী।। ৫০।।
এ-বোল বুঝিয়া কৈলুঁ রণের বাহির।
দুঃখ পরিহর তুমি, মতি কর স্থির।।' ৫১।।
এতেক বচন যদি বলিল সারথি।
চিত্ত স্থির করিয়া রহিল মহামতি।।" ৫২।।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস-ভাষা।
হরিকথা বিনে আর না করিহ আশা।। ৫৩।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে
কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী-ষট্‌সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।। ৭৬।।

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায়

শ্রীপ্রদ্যুম্নের সঙ্গে যুদ্ধে দ্যুমানের মৃত্যু

(সিন্ধুড়া-রাগ)

"উঠিয়া বসিলা বীর রুক্মিণীনন্দন।
হস্ত-পদ পাখালিয়া কৈল আচমন।। ১।।
ধনুকে টঙ্কার দিয়া যুড়ে চোখ বাণ।
ডাক দিয়া বলে তবে বীরের প্রধান।। ২।।
'আরে রে সারথি, রথ সত্বরে চালাও।
কোথাতে দ্যুমান্ বীর, তুরিতে দেখাও।।' ৩।।
এতেক বচন বলি' বেড়ি' চারি পাশে।
বিন্ধিল দ্যুমান্ বীরে অষ্ট বাণে রোষে।। ৪।।
চারি-বাণে চারি-ঘোড়া বিন্ধিল সন্ধানে।
ধনুখান কাটিয়া ফেলিল এক বাণে।। ৫।।
দুই-বাণে কাটে ধ্বজ, সারথির মাথা।
চারি-বাণে কাটিল রথের চারি-চাকা।। ৬।।
এক-বাণে কাটে তবে দ্যুমানের শির।
'সাধু সাধু' বলিয়া ডাকিল সব বীর।। ৭।।

শাল্বসহ যাদবগণের সপ্তবিংশতি দিন যুদ্ধ

তবে গদ, সাম্ব, শুক, সাত্যকি, সারণ।
চৌদিকে বেড়িয়া যুঝে সব বীরগণ।। ৮।।
কাটিয়া শাল্বের সৈন্য ফেলিল সাগরে।
ছিন্ন-ভিন্ন হঞা কত রহিল সমরে।। ৯।।
এইরূপে দুই সৈন্য যুঝে নিরন্তর।
সাতাইশ দিবস যুদ্ধ পৃথিবী-ভিতর।। ১০।।

শ্রীকৃষ্ণের শ্রীদ্বারকায় আগমন ও শাল্বের সহিত যুদ্ধ

ইন্দ্রপ্রস্থে তখনে আছিলা শ্রীহরি।
ধর্ম্মপুত্র নিঞাছিল নিমন্ত্রণ করি'।। ১১।।
'রাজসূয়'-যজ্ঞ যদি কৈলা সমাধান।
শিশুপাল সংহার করিয়া ভগবান্।। ১২।।
দুর্লক্ষণ দেখিয়া বিস্ময় হৈল চিতে।
বন্ধুগণ সম্ভাষিয়া চলিলা তুরিতে।। ১৩।।
'বন্ধুগণ সহ আসি' এথা উপস্থিত।
না জানি, কি হয় তথা কার্য্য বিপরীত।। ১৪।।
শিশুপাল-পক্ষ, যত বিপক্ষ-নৃপতি।
না জানি কি করে তা'রা পুরীর দুর্গতি।।' ১৫।।
এতেক বচন বলি' প্রভু হৃষীকেশ।
দ্বারকা-নগরে আসি' কৈলা পরবেশ।। ১৬।।
নিজজন-কদন দেখিয়া শ্রীহরি।
সারথিরে আজ্ঞা তবে দিল ত্বরা করি'।। ১৭।।
'চালাহ, সারথি' রথ, না কর বিলম্ব।
শাল্বের মায়ায় জানি যুদ্ধে দেহ' ভঙ্গ।। ১৮।।
যথা শাল্ব, তথা রথ চালাহ সত্বরে।
সগণে মারিব তা'রে রণের ভিতরে।।' ১৯।।
তবে রথ সারথি চালাঞা দিল ঝাটে।
আঁখির নিমিষে নিল শাল্বের নিকটে।। ২০।।
হেনকালে তথাতে 'গরুড়' দেখা দিল।
দেখিয়া সকল সৈন্য চমকিত হৈল।। ২১।।
তবে কোন কর্ম্ম করে শাল্ব দুরাচার।
শক্তিপাট তুলিয়া ফিরায় সাতবার।। ২২।।
ফেলিয়া মারিল শক্তি সারথির শিরে।
উল্কাপাত হৈল যেন আকাশ উপরে।। ২৩।।
শক্তিপাট পড়িব দেখিয়া ভগবান্।
তীক্ষ্ণবাণে কাটিয়া করিল শতখান।। ২৪।।
বিন্ধিল ষোড়শ বাণে শাল্বের শরীরে।
রথখান জরজর কৈল শরজালে।। ২৫।।
তবে কোন কর্ম্ম করে শাল্ব দুরাচার।
আকর্ণ পূরিয়া দিল ধনুকে টঙ্কার।। ২৬।।
বাম হাত কৃষ্ণের বিন্ধিল তীক্ষ্ণ বাণে।
খসিয়া পড়িল ধনু নিজ হাত-হনে।। ২৭।।
পড়িল 'সারঙ্গ' ধনু দেখি, চমৎকার।
ত্রিভুবনে শবদ উঠিল হাহাকার।। ২৮।।

দুরাত্মা শাল্বের শ্রীকৃষ্ণনিন্দা

ডাকিয়া বোলয়ে শাল্ব,—'আরে রে গোয়াল!
আজি মোর হাতে তো'র নহিব নিস্তার।। ২৯।।
মোর সখা তোর ভাই হয় শিশুপাল।
তা'র ভার্য্যা সাক্ষাতে হরিলি, দুরাচার।। ৩০।।

তো'-সম নির্লজ্জ কেহ নাহি ত্রিভুবনে।
সভা-মধ্যে ভাই-বধ কৈলি অগেয়ানে।। ৩১।।
তীক্ষ্ণ বাণে আজি তোর হরিব পরাণ।
রণে স্থির হঞা রহ মোর বিদ্যমান।।' ৩২।।

শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যুত্তর

শাল্বর বচন শুনি' বলেন শ্রীহরি।
'কেন বেটা এতেক বলিস্ দর্প করি'? ৩৩
শূর হঞা বিক্রম দেখায় আপনার।
বীর হঞা বচনে না করে অহঙ্কার।।' ৩৪।।
এ-বোল বলিয়া হরি গদাপাট তুলি'।
মারিল শাল্বের গালে তীক্ষ্ণ এক বাড়ি।। ৩৫।।
কাঁপিয়া উঠিল শাল্ব রক্ত পড়ে ধারে।
অন্তরীক্ষ হঞা গেল আকাশ-উপরে।। ৩৬।।

যুদ্ধে শাল্বের মায়া-বিস্তার

ক্ষণেক অন্তরে এক পুরুষ আসিয়া।
রহিল কৃষ্ণের আগে প্রণাম করিয়া।। ৩৭।।
দৈবকী তোমার মাতা পাঠাইল মোরে।
নিবেদন করোঁ, নাথ, তোমার গোচরে।। ৩৮।।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ, মহাবাহু প্রমাদ ঘটিল।
বান্ধিয়া তোমার পিতা শাল্বে লৈয়া গৈল।। ৩৯।।
কোন্ বুদ্ধি করিবে, কি হইবে প্রতিকার?
কোন্‌রূপে করিবে পিতার উদ্ধার?' ৪০
এ-বোল শুনিয়া কৃষ্ণ ভাবিয়া বিস্ময়।
দুঃখ-শোক পাঞা হরি চিন্তে অতিশয়।। ৪১।।
মানুষ-প্রকৃতি-লীলা প্রকট করিয়া।
কহিতে লাগিলা কিছু বিস্ময় ভাবিয়া।। ৪২।।
জ্যেষ্ঠ ভাই তথাতে থাকিতে বলরাম।
ত্রিভুবনে নাহি বীর তাঁহার সমান।। ৪৩।।
অল্পবল শাল্ব হরি' পিতা লঞা যায়।
বিধি বাম হৈলে লোকে কত দুঃখ পায়!! ৪৪
হেনকালে শাল্ব আসি' দিল দরশন।
বসুদেব করে ধরি' কি বলে বচন।। ৪৫।।
'হের দেখ, কৃষ্ণ তোর বসুদেব পিতা।
এইক্ষণে তোর বিদ্যমানে কাটোঁ মাথা।। ৪৬।।
যদি কৃষ্ণ পারিস্ বাপের রক্ষা কর।
নহে হের, মাথা কাটি তোমার গোচর।।' ৪৭।।
এতেক বলিয়া শাল্ব খড়্গে কাটি' শির।
আকাশে উড়িয়া গেল শাল্ব মহাবীর।। ৪৮।।
ক্ষণেক রহিলা কৃষ্ণ হঞা মূরছিত।
মানুষ-স্বভাবে চিত্তে করে নিয়োজিত।। ৪৯।।
যদ্যপি পরমানন্দ, শুদ্ধ-জ্ঞানময়।
সঙ্গদোষে তথাপি সকল দোষ হয়।। ৫০।।
এই বুঝাইতে প্রভু নরলীলা করি'।
বুঝাএ সকল লোক এই শিক্ষা ধরি'।। ৫১।।
তবে কৃষ্ণ উঠিলা মেলিয়া দুই আঁখি।
জানিলা শাল্বের মায়া সর্ব্বলোক-সাক্ষী।। ৫২।।
নাহি দূত তথাতে, বাপের কলেবর।
তিলেকে শাল্বের মায়া খণ্ডিল সকল।। ৫৩।।

শ্রীকৃষ্ণদ্বারা শাল্বের মায়াভেদ ও
তাহার বধ

আকাশে দেখিল শাল্বে সৌভের উপরে।
ক্রোধ করি' জগন্নাথ উঠিলা সত্ত্বরে।। ৫৪।।
এইরূপ বলে কোন কোন মুনিগণ।
আপনা আপনে তা'রা না বুঝে বচন।। ৫৫।।
কোথা শোক, কোথা মোহ, কোথা প্রেমভয়?
কোথা বা পরমানন্দ, শুদ্ধ-জ্ঞানময়? ৫৬
যাঁহার পদারবিন্দ-সেবা-অনুভাব।
অবিদ্যা বিনাশ করে, হরে ভবতাপ।। ৫৭।।
শান্তজন-গতি-পতি, পুরুষ-পুরাণ।
তবে শোক, তা'র মোহ, কি হয় প্রমাণ? ৫৮
এইরূপ কেহ কেহ কহে অগেয়ানে।
তা'রা সব কৃষ্ণের মহিমা নাহি জানে।। ৫৯।।
অস্ত্র-শস্ত্রে করে শাল্ব শর-বরিষণ।
তা' দেখিয়া ক্রোধ কৈলা দৈবকীনন্দন।। ৬০।।

অঙ্গের কবচ কাটি' কৈলা জর-জর।
আর বাণে কাটিলা হাতের ধনু-শর।। ৬১।।
কাটিল মাথার মণি খরতর শরে।
রথখান চূর্ণ কৈল গদার প্রহারে।। ৬২।।
খণ্ড খণ্ড হঞা রথ পড়িল সাগরে।
লম্ফ দিয়া তবে শাল্ব পড়ে ভূমি তলে।। ৬৩।।
গদাপাট তুলি' শাল্ব হৈল আগুয়ান।
গদা-সহ বাহু কাটি' কৈলা দুইখান।। ৬৪।।
ভল্লাস্ত্রে কাটিলা ভূজ প্রভু চক্রধর।
তবে চক্র তোলে, যেন প্রলয়-অনল।। ৬৫।।
চক্র করে ধরি' হরি জ্বলে অতিশয়।
উদয় পর্ব্বতে যেন সূর্য্যের উদয়।। ৬৬।।
চক্রে মাথা কাটিল শাল্বের চক্রধর।
ভূমিতে পড়িল মাথা, মুকুট, কুণ্ডল।। ৬৭।।
ব্রজে হেন পর্ব্বত কাটিল পুরন্দরে।
'হাহাকার'-শবদ উঠিল ক্ষিতিতলে।। ৬৮।।
সৌভ-সহে শাল্ব যদি পড়িল সংগ্রামে।
তবে যুঝিবার আইলা 'দন্তবক্র'-নামে।। ৬৯।।
ধীর-শিরোমণি শ্রীল-গদাধর জান।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস-গান।। ৭০।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে
কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী-সপ্তসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।। ৭৭।।

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায়

দন্তবক্রের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের যুদ্ধ
(কর্ণাট-রাগ)

শিশুপাল, শাল্ব যদি পড়িল সংগ্রামে।
পড়িল পৌণ্ড্রক যদি তীক্ষ্ণ চক্রবাণে।। ১।।
শুধিবারে আইল বীর বন্ধুগণ-ধার।
'দন্তবক্র'-নামে এক মহা-দুরাচার।। ২।।
পদভরে পৃথিবী করয়ে টলমল।
গদা লঞা আইল বীর করিতে সমর।। ৩।।
গদা-হাতে দৈত্যের দেখিয়া গদাধর।
গদা ধরি, রথ হৈতে নাম্বিলা সত্বর।। ৪।।
গদাধর দেখিয়া কি বলে দন্তবক্র।
ভাল, কৃষ্ণ, আজি তোর দূর করোঁ দর্প।। ৫।।
ভাল, মিত্রদ্রোহী তুঞি, মাতুলেয় মোর।
গদার প্রহারে তোরে করিব সংহার।। ৬।।
তবে আজি শুধিব বান্ধবগণ ঋণ।
বন্ধুরূপে শত্রু তুমি, ধর নর-চিহ্ন।।' ৭।।
এইরূপে রুক্ষবাণী বলি' অতিশয়।
সিংহনাদ করিয়া ডাকিল দুরাশয়।। ৮।।
মারিল গদার বাড়ি কৃষ্ণের উপরে।
তবু না টলিল হরি গদার প্রহারে।। ৯।।

শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক দন্তবক্র ও বিদূরথ-বধ

তবে 'কৌমোদকী' গদা তুলিয়া শ্রীহরি।
বুকের উপরে তা'র মারে এক বাড়ি।। ১০।।
বুক ভাঙ্গি দন্তবক্র হৈল দুই চির।
ঝলকে ঝলকে পড়ে মুখেতে রুধির।। ১১।।
হস্ত-পদ আছাড়িয়া তেজিল শরীর।
ভূমিতলে পড়িল দারুণ মহাবীর।। ১২।।
সূক্ষ্ম তেজ উঠিল দৈত্যের দেহ-হনে।
কৃষ্ণে পরবেশ কৈল, দেখে সর্ব্বজনে।। ১৩।।
'বিদূরথ' তা'র ভাই, শোকেতে ব্যাকুল।
খড়্গ-চর্ম্ম ধরি' বীর ডাকিল নিষ্ঠুর।। ১৪।।

কৃষ্ণে মারিবারে বীর হৈল আগুসার।
চক্রে মাথা কাটি' তা'রে করিল সংহার।। ১৫।।
কিরীট-কুণ্ডল-সহে বিদূরথ-শির।
ভূমিতে পড়িয়া তা'র লোটায় শরীর।। ১৬।।
এইরূপে সৌভ, শাল্ব, দন্তবক্র কাটি'।
বিদূরথ-আদি আর বীর কোটি-কোটি।। ১৭।।
দ্বারকা প্রবেশ কৈলা দৈবকীনন্দন।
সুরগণে স্তুতি করে, পুষ্প-বরিষণ।। ১৮।।
গন্ধর্ব্ব কিন্নরে গায়, নাচে বিদ্যাধরী।
সিদ্ধ-মুনিগণে স্তুতি করে মন্ত্র পড়ি'।। ১৯।।
পিতৃগণ, যক্ষগণ, বিদ্যাধরগণ।
কৃষ্ণের মহিমা যশ করয়ে কীর্ত্তন।। ২০।।
চৌদিগে বেষ্টিত প্রভু যদুশ্রেষ্ঠগণে।
দ্বারকা প্রবেশ কৈলা সবল-বাহনে।। ২১।।
মহাযোগেশ্বর হরি, পূর্ণ ভগবান্।
জগত-ঈশ্বর, প্রভু, সর্ব্বগুণধাম।। ২২।।
বিচারে না দেখি' যাঁ'র জয়-পরাজয়।
পশুবুদ্ধি-জনে তাথে করয়ে নির্ণয়।। ২৩।।

কুরু-পাণ্ডব যুদ্ধ নিষেধার্থ শ্রীবলদেবের ব্যর্থপ্রয়াস ও তীর্থ-ভ্রমণ

কুরুবংশে পাণ্ডুবংশে বাজিব সংগ্রাম।
দুইগণে বিস্তর শান্তিলা বলরাম।। ২৪।।
আপনে মধ্যস্থ হঞা কৈল নিবারণ।
নিবারিতে না পারিলা কৃষ্ণের ঘটন।। ২৫।।
তীর্থ-পর্য্যটনে গেলা প্রভু বলরাম।
প্রথমে প্রভাসে গিয়া কৈলা তীর্থস্নান।। ২৬।।
দেব-ঋষি-পিতৃগণ করিয়া তর্পণ।
তবে সরস্বতী-তীরে কৈলা আগমন।। ২৭।।
তবে প্রতিস্রোতা-নদী জলে করি' স্নান।
'পৃথূদক'-নাম তীর্থে গেলা বলরাম।। ২৮।।
বিন্দুসর, ত্রিতকূপ, তবে সুদর্শন।
বিশালা-নদীর জলে করিয়া মজ্জন।। ২৯।।
ব্রহ্মতীর্থ, চক্রতীর্থ, প্রাচী-সরস্বতী।
তবে যমুনার তীরে গেলা যদুপতি।। ৩০।।

শ্রীনৈমিষারণ্যে মুনিগণকর্ত্তৃক শ্রীবলদেবের পূজা

গঙ্গাস্নান করি' গেলা নৈমিষ-অরণ্যে।
ষাটি সহস্র তথা বৈসে মুনিগণে।। ৩১।।
যজ্ঞ লক্ষ্য করি' তথা আছে মুনিগণ।
তা'-সভার সহে রাম কৈলা সম্ভাষণ।। ৩২।।
উঠিয়া প্রণাম কৈলা যত মুনিগণ।
পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়া পূজে রামের চরণ।। ৩৩।।
পূজিয়া বসায় রামে কনক-আসনে।
সগণে পূজিল রামে আতিথ্য-বিধানে।। ৩৪।।

শ্রীবলদেব-কর্ত্তৃক গর্বিত 'রোমহর্ষণ' নিহিত

বেদব্যাস শিষ্য তথা রোমহর্ষণ।
সভার ভিতরে আছে করিয়া আসন।। ৩৫।।
পুরাণ বাখানে সূত মুনি বিদ্যমানে।
আসন তেজিয়া না উঠিলা সভা-হনে।। ৩৬।।
তবে ক্রোধ কৈল রাম দেখিয়া দুর্নয়।
'শূদ্র হঞা ব্রাহ্মণে পড়ায় দুরাশয়।। ৩৭।।
ধর্ম্মপাল আমি, শাস্তি করিব উচিত।
ব্যাস-শিষ্য হঞা হেন করয়ে দুর্নীতি।। ৩৮।।
ধর্ম্মশাস্ত্র, পুরাণ যতেক ইতিহাস।
সকল পড়িয়া এত বড় মতিনাশ!। ৩৯
বিনয়বিহীন, দুষ্টমতি, দম্ভময়।
দুষ্টগণ-গুণ কভু শুভহেতু নয়।। ৪০।।
এই সে কারণে আমি কৈলুঁ অবতার।
পাষণ্ডী, দুর্জ্জন জনে করিব সংহার।।' ৪১।।
এতেক বচন বলি' প্রভু বলরাম।
ক্রোধ তেজি' দিলা তবে চিত্তে সমাধান।। ৪২।।
অসৎ-দুর্গতি-বধে কোন্ প্রয়োজন?
তভু তাঁ'র আছে এই অদৃষ্টে লিখন।। ৪৩।।
কুশ-অগ্র দিয়া মাত্র অঙ্গ পরশিল।
সেইক্ষণে ব্যাস-শিষ্য প্রাণ ছাড়ি' গেল।। ৪৪।।

'হাহাকার' শবদ উঠিল মুনিগণে।
বিষাদ ভাবিয়া মুনি চিন্তে মনে মনে।। ৪৫।।
অধর্ম্ম করিলে, রাম না করিলে ভাল।
আপনে ঈশ্বর হঞা কৈলা দুরাচার ? ৪৬
ব্রহ্মাসন দিয়া আছি সভার ভিতরে।
পরমায়ু, বুদ্ধি, বল দিলুঁ কলেবরে।। ৪৭।।
সভাতে বসিয়া সূত পঢ়িব পুরাণ।
যাবত মুনির যজ্ঞ হয় সমাধান।। ৪৮।।
ব্রহ্মবধ তুমি, নাথ, কৈলে অজানিত।
ঈশ্বরের কর্ম্ম কভু নহে বিপরীত।। ৪৯।।
যদ্যপি ঈশ্বর নহে বেদের বাধিত।
তথাপি করিব ব্রহ্মবধ-প্রায়শ্চিত্ত।। ৫০।।
বেদপথ রক্ষা-হেতু ঈশ্বরের কর্ম্ম।
ঈশ্বরে সে বুঝায় সকল লোক-ধর্ম্ম।। ৫১।।

শ্রীবলরামের ব্রহ্মবধ-প্রায়শ্চিত্ত-অঙ্গীকার
ও উগ্রশ্রবা সূতকে ভাগবত-বক্তৃরূপে
স্থাপন

তবে প্রভু বলরাম বলে কোন বাণী।
'কহ ব্রহ্মবধ-প্রায়শ্চিত্ত তত্ত্ব' মুনি।। ৫২।।
প্রথমে করিব কিবা নিয়ম আচার ?
যে-যে রূপে হয় ব্রহ্মবধ-প্রতিকার।। ৫৩।।
দীর্ঘ পরমায়ু, বল, দিব তত্ত্ব জ্ঞান।
যোগবলে সকল সাধিব বিদ্যমান।।' ৫৪।।
রামের বচন শুনি' বলে মুনিগণ।
শুন, রাম মহাভুজ, মোদের বচন।। ৫৫।।
অস্ত্রের সাফল্য তুমি করিবে সর্ব্বথা।
সূতের মরণ কভু নহিব অন্যথা।। ৫৬।।
মুনিগণ বচন করিতে চাহ তথ্য।
হেন কর্ম্ম কর, যাথে সব হয় সত্য।।' ৫৭।।
তবে বলরাম বলে,—'শুন, মুনিগণ!
পুত্ররূপে হয় গিয়া পিতার জনম।। ৫৮।।
'আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ' ইতি বেদবাণী।
তে-কারণে ধর্ম্মসার কহি তত্ত্ব জানি'।। ৫৯।।
ইঁহার তনয় আছে 'উগ্রশ্রবা' নাম।
মুনির সভাতে বসি' পড়ুক পুরাণ।। ৬০।।
দীর্ঘ পরমায়ু দিলুঁ মহা-বুদ্ধিবল।
কহ মুনিগণ আর বিধিবিদাংবর।। ৬১।।

বল্বলদৈত্য-বধার্থ শ্রীবলদেব-সমীপে মুনিগণের নিবেদন

মুনিগণ বলে,—'শুন, প্রভু হলধারী।
দুষ্ট বিনাশিয়া সাধু-পরিত্রাণকারী।। ৬২।।
'ইল্বলে'র পুত্র আছে 'বল্বল' অসুর।
রক্ত-মাংস বরিষয়ে, গর্জ্জয়ে নিষ্ঠুর।। ৬৩।।
পর্ব্বে পর্ব্বে আসি' করে যজ্ঞের দূষণ।
রক্ত-মাংস-মল-মূত্র করে বরিষণ।। ৬৪।।
তাহাকে মারিয়া কর তীর্থ পর্য্যটন।
ভারতবরিষ আইস করিয়া ভ্রমণ।। ৬৫।।
তীর্থস্নান করি' হইব শুদ্ধ কলেবর।
এই বোল শুনিঞা তবে রহিলা হলধর।।" ৬৬।।
ধীর-শিরোমণি শ্রীল গদাধর জান।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস-গান।। ৬৭।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে
কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী-অষ্টসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।। ৭৮।।

ঊনাশীতিতম অধ্যায়

শ্রীবলদেবদ্বারা যজ্ঞ-বিঘ্নকারী বল্বলদৈত্য-বধ

(সিন্ধুড়া-রাগ)

"তবে পর্ব্বকাল আসি' দিল দরশন।
যজ্ঞের উপরে হৈল ধূলা-বরিষণ।। ১।।
বিপরীত-গন্ধ বহে, বায়ু ভয়ঙ্কর।
বিষ্ঠামূত্র বরিষয়ে যজ্ঞের উপর।। ২।।
তবে রাম বল্বলে দেখিল শূন্যপথে।
আকাশে ভ্রময়ে দৈত্য শূল ধরি' হাথে।। ৩।।
দন্ত-মুখ বিকট, পিঙ্গল জটাভার।
ধূম্রবর্ণ কলেবর, পর্ব্বত-আকার।। ৪।।
তবে রাম সোঙরিল শ্রীহল-মুষল।
পরচক্র-বিদারণ, প্রলয়-অনল।। ৫।।
সেইক্ষণে দুই অস্ত্র দিলা দরশন।
লাঙ্গল তুলিলা রাম দুষ্ট-বিনাশন।। ৬।।
মুষল ধরিয়া রাম আকাশে ফিরায়।
লাঙ্গল লাগাঙা গলে টানিয়া নাম্বায়।। ৭।।
ক্রোধ করি' মাইল এক মুষলের বাড়ি।
ভূমেতে পড়িল দৈত্য আর্তনাদ করি'।। ৮।।
ভাঙ্গিল দৈত্যের মাথা হৈল শতখান।
রুধির উগারে ধারে তেজিল পরাণ।। ৯।।
মারিলা বল্বল-দৈত্য-প্রভু হলধর।
বজ্রে যেন পর্ব্বত কাটিলা পুরন্দর।। ১০।।

মুনিগণ-কর্ত্তৃক বলরামের স্তুতি ও পূজন

মুনিগণ স্তুতি করে 'জয় জয়' নাদ।
শিরে হাত দিয়া মুনি করে আশীর্ব্বাদ।। ১১।।
পুণ্য-জলে অভিষেক কৈল মুনিগণে।
বৃত্রবধে ইন্দ্র যেন দেবের সদনে।। ১২।।
অমল-কমল-মালা, দিল দিব্য-বাস।
বৈজয়ন্তী মালা দিল তড়িত-বিলাস।। ১৩।।
দিব্য-গন্ধ-চন্দন, বিবিধ অলঙ্কার।
রামের চরণে দিল নানা উপহার।। ১৪।।

শ্রীবলদেবের তীর্থ-ভ্রমণ

আজ্ঞা দিল মুনিগণ তীর্থ-পর্য্যটনে।
চলিলা রোহিণী-সুত-মুনির বচনে।। ১৫।।
প্রথমে কৌশিকী-জলে করিয়া মজ্জন।
তবে সরোবর-তীরে হৈলা উপসন্ন।। ১৬।।
যাহা হৈতে সরযূ-নদীর উপাদান।
হেন পুণ্যজলে গিয়া কৈলা স্নান-দান।। ১৭।।
প্রয়াগে আসিয়া তবে রোহিণী-নন্দন।
পুণ্যজলে কৈল স্নান, দেবতা-তর্পণ।। ১৮।।
পুলহ-আশ্রমে গেলা গোমতীর তীরে।
তবে স্নান কৈল গিয়া গণ্ডকীর জলে।। ১৯।।
বিপাশা তরিয়া কৈলা শোন-নদে স্নান।
তবে গয়ায় কৈল গিয়া পিতৃপিণ্ডদান।। ২০।।
তবে গঙ্গা-সাগর সঙ্গমে স্নান করি'।
মহেন্দ্র-পর্ব্বতে গেলা দুর্গ পথ তরি'।। ২১।।
রাম দরশন করি' বন্দিয়া চরণ।
সপ্ত-গোদাবরী-জলে করিলা মজ্জন।। ২২।।
বেণ্বা-পম্পা-ভীমরথী মজ্জন করিয়া।
শ্রীশৈল-পর্ব্বতে গেলা কার্ত্তিক দেখিয়া।। ২৩।।
দ্রাবিড়ে চলিলা শিব দরশন করি'।
তবে গেলা বেঙ্কট-পর্ব্বতরাজে তরি'।। ২৪।।
কামগোষ্ঠী তবে রাম গেলা কাঞ্চীপুরী।
কাবেরী তরিয়া গেলা স্নান-দান করি।।' ২৫।।
শ্রীরঙ্গ দেখিলা তবে মহাপুণ্য-স্থান।
আপনে যাহাতে হরি নিত্য-সন্নিধান্।। ২৬।।
হরিক্ষেত্র তরি' গেলা ঋষভ-পর্ব্বতে।
দক্ষিণ-মথুরা তবে গেলা পুণ্যপথে।। ২৭।।
সেতুবন্ধে গিয়া স্নান কৈল সিন্ধুজলে।
অযুত গো-দান কৈল ব্রাহ্মণের তরে।। ২৮।।
কৃতমালা, তাম্রপর্ণী, মলয় তরিল।
কুলাচলে গিয়া তবে অগস্ত্য দেখিল।। ২৯।।

মুনির চরণে রাম কৈল দণ্ডপাত।
চলিলা দক্ষিণমুখে লঞা আশীর্ব্বাদ।। ৩০।।
দক্ষিণ সাগরে গিয়া হৈলা উপসন্ন।
তথা গিয়া কন্যাদেবী কৈল দরশন।। ৩১।।
অর্জ্জুন দেখিয়া তবে গেলা পঞ্চাপ্সর।
অযুত গো-দান তথা কৈলা হলধর।। ৩২।।
বিষ্ণু সন্নিহিত তথা, মহা পুণ্যস্থান।
তথা গিয়া বলরাম কৈলা মহাদান।। ৩৩।।
কেরল, ত্রিগর্ত্তদেশ করিলা লঙঘন।
গোকর্ণে শঙ্কর গিয়া কৈল দরশন।। ৩৪।।
আর্য্যাদেবী দ্বৈপায়নী দরশন করি'।
তবে রাম গেলা সূর্পারক-তীর্থ তরি'।। ৩৫।।
তাপী-নদী, পয়োষ্ণী, নির্ব্বিন্ধ্যা করি' স্নান।
দণ্ডক-অরণ্যে তবে-গেলা বলরাম।। ৩৬।।
তবে রেবাতীরে গেলা মাহিষ্মতী পুরী।
মনুতীর্থ-পুণ্যজলে স্নান-দান করি'।। ৩৭।।
প্রভাসে আসিয়া রাম তবে উত্তরিলা।
ভারত-যুদ্ধের কথা তথায় শুনিলা।। ৩৮।।
বন্ধুগণ-নিধন শুনিঞা দ্বিজমুখে।
ক্ষণেক চিন্তিয়া রাম রহে দুঃখশোকে।। ৩৯।।
জানিলা পৃথ্বীর ভার হরিলা শ্রীহরি।
বুঝিয়া রহিলা রাম শোক পরিহরি'।। ৪০।।

শ্রীভীম ও দুর্য্যোধনকে যুদ্ধ-নিবৃত্ত করিতে
শ্রীবলরামের ব্যর্থ-প্রয়াস

গদাযুদ্ধ করি' যুঝে ভীম-দুর্য্যোধন।
লোকমুখে শুনিলা এ-সব বিবরণ।। ৪১।।
কুরুক্ষেত্রে গেলা রাম যুদ্ধ নিবারিতে।
যুধিষ্ঠির দেখিয়া সন্তোষ পাইলা চিতে।। ৪২।।
সহদেব, নকুল করিয়া সম্ভাষণ।
ভক্তিভাবে পূজে দোঁহে রামের চরণ।। ৪৩।।
কৃষ্ণ-অর্জ্জুনের সহে করিয়া সম্ভাষা।
সর্ব্ব বীরগণে কৈল কুশল-জিজ্ঞাসা।। ৪৪।।
'কোন কার্য্যে এখানে রামের আগমন?'
নিঃশবদে রহিল সকল বীরগণ।। ৪৫।।
ভীম-দুর্যোধনে যুদ্ধ গদার প্রহারে।
দুই বীরে গদাযুদ্ধ করে নিরন্তরে।। ৪৬।।
দুই বীরে যুঝে, কারো নাহি জয়-ভঙ্গ।
ক্রোধে মূরছিত দোঁহে, বজ্রসম অঙ্গ।। ৪৭।।
তা' দেখিয়া বলে রাম আরে দুর্য্যোধন।
শুন শুন, বৃকোদর, আমার বচন।। ৪৮।।
দুর্য্যোধন শিষ্য মোর প্রাণ-সমতুল।
প্রাণের অধিক ভীম, এহ নহে দূর।। ৪৯।।
সমবল দুঁহে, যুদ্ধ কর কি কারণ?
ব্যর্থ যুদ্ধ করি' কেন পাও পরিশ্রম? ৫০
দুঁহে যুদ্ধ ছাড়ি' রহ আমার বচনে।'
তবু যুদ্ধ না ছাড়িল তা'রা দুই জনে।। ৫১।।

শ্রীবলদেবের দ্বারকায় প্রত্যাবর্ত্তন

অদৃষ্ট মানিঞা রাম রহি' নিঃশবদে।
দ্বারকা চলিয়া রাম গেলা এই মতে।। ৫২।।
রামে দেখি' আনন্দে উঠিল বন্ধুগণে।
পুনরপি গেলা রাম নৈমিষ-অরণ্যে।। ৫৩।।

পুনঃ শ্রীবলদেবের নৈমিষারণ্যে গমন পূর্ব্বক
মুনিগণকে তত্ত্বজ্ঞানোপদেশ-প্রদান

যজ্ঞ করাইল তবে মুনিগণ মেলি'।
যজ্ঞময়, যজ্ঞপতি, যজ্ঞ-অধিকারী।। ৫৪।।
তুষ্ট হৈঞা তবে রাম দিলা তত্ত্বজ্ঞান।
যাহা হৈতে জানি—সব তড়িত-সমান।। ৫৫।।
যজ্ঞ সমাপিয়া রাম অভিষেক করি'।
দীপ্তি করে যেন চন্দ্র, দিব্যবাস পরি'।। ৫৬।।
এইরূপে অনন্তের অনন্ত মহিমা।
ব্রহ্মা-ভব-আদি যাঁ'র দিতে নারে সীমা।। ৫৭।।

শ্রীবলদেব-চরিত্র-শ্রবণ-কীর্ত্তন-
স্মরণ-মহিমা

রামের চরিত্র যেবা প্রভাতে স্মঙরে।
শুনয়ে শুনায় যেবা গায় উচ্চস্বরে।। ৫৮।।

কৃষ্ণভক্তি হয় তা'র, খণ্ডয়ে, দুরিত।
কৃষ্ণ-পারিষদ হয়, কৃষ্ণের দয়িত।।" ৫৯।।
ভাগবত আচার্য্যের মধুরস-বাণী।
বলরাম-পুণ্যকথা-প্রেমতরঙ্গিণী।। ৬০।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে
কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণ্যেকোনশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।। ৭৯।।

অশীতিতম অধ্যায়

শ্রীপরীক্ষিতের প্রশ্ন জিজ্ঞাসায় শ্রীকৃষ্ণলীলা-প্রশস্তি
সেবকের ও শ্রীকৃষ্ণভৃত্যের মহিমা-কীর্ত্তন
(বসন্ত-রাগ)

"তবে রাজা জিজ্ঞাসিলা মুনির চরণে।
আর কি কি কর্ম্ম কৈলা প্রভু নারায়ণে? ১
অনন্ত-চরিত্র হরি, অনন্ত-বিহার।
তাঁ'র গুণ-কথা কহ করিয়া বিস্তার।। ২।।
কৃষ্ণ-কথা সুখময়ী, অমৃতের ধারা।
পদে পদে, নব-নব, শ্রুতি-মনোহরা।। ৩।।
তৃপ্তি কাহার হয় কৃষ্ণকথা-পানে?
বিশেষে যে জন জরজর কাম-বাণে।। ৪।।
সেই বাণী, কৃষ্ণগুণ গায় নিরন্তর।
কৃষ্ণকর্ম্ম করে যদি, সেই দুই কর।। ৫।।
সেই মন, গোবিন্দ স্মঙরে নিরবধি।
স্থাবর-জঙ্গমে দেখে হরি গুণনিধি।। ৬।।
সেই মন, আন না স্মঙরে কৃষ্ণ বিনে।
সেই শ্রুতযুগ, যদি কৃষ্ণ-কথা শুনে।। ৭।।
সেই সে উত্তম শির জানিব প্রধান।
কৃষ্ণ-বৈষ্ণবের করে চরণে প্রণাম।। ৮।।
সেই সে জানিব দুই সফল লোচন।
কৃষ্ণমূর্ত্তি দেখে, আর দেখে সাধুজন।। ৯।।
কৃষ্ণ-বৈষ্ণবের যদি ধরে পদ-নীর।
সেই সে জানিব ধন্য, সফল শরীর।।" ১০।।

শ্রীশুকদেবের শ্রীকৃষ্ণ-সহাধ্যায়ী শ্রীদামা বিপ্রের প্রসঙ্গ-বর্ণন

শুক মহামুনি শুনি' রাজার বচন।
কহিতে লাগিলা তবে ব্যাসের নন্দন।। ১১।।
হরি চরণারবিন্দে মগন হৃদয়।
আনন্দিত হৈয়া মুনি কৃষ্ণ-কথা কয়।। ১২।।
"আছিল কৃষ্ণের এক সখা দ্বিজবর।
শান্ত-দান্ত, ব্রতযুত, ব্রহ্মণ্য-শেখর।। ১৩।।
বিষয়-বৈরাগ্যযুত গৃহাশ্রমে বৈসে।
যথালাভে তুষ্ট বিপ্র, পূর্ণ জ্ঞানরসে।। ১৪।।
কুচেল মলিন দ্বিজ, শীর্ণ-কলেবর।
জিতকাম, জিতক্রোধ, বেদবিদাংবর।। ১৫।।
তা'র ভার্য্যা সেইরূপ গুণ-শীল ধরে।
কুচেল, মলিন অঙ্গ, জীর্ণ-পট পরে।। ১৬।।
পতিব্রতা, পতিসেবা-ধর্ম্মপরায়ণা।
কম্পে থর-থর অঙ্গ, মলিন-বদনা।। ১৭।।
কহিতে লাগিলা কিছু পতি-সন্নিধান।
মোর নিবেদন নাথ, কর অবধান।। ১৮।।
সাক্ষাতে তোমার সখা ভুবন-ঈশ্বর।
লক্ষ্মীকান্ত ভগবান্ ব্রহ্মণ্যশেখর।। ১৯।।
সম্প্রতি দ্বারকাপুরে বৈসে যদুপতি।
ভকতবৎসল প্রভু, দীনজন-গতি।। ২০।।
চরণ শরণ যদি করি কোন পাকে।
আপনাকে দিয়া তবে বশ হঞা থাকে।। ২১।।

অর্থ, কাম দিব, তাঁ'র কোন বস্তুজ্ঞান?
অখিল-ভুবন-গুরু, পুরুষ পুরাণ।।' ২২।।
এইরূপে ভার্য্যা যদি বলিল বিস্তর।
আনন্দিত হৈল দ্বিজ পুণ্য-কলেবর।। ২৩।।
'এই ত উত্তম লাভ, ভাগ্যের উদয়।
যদি কোনমতে কৃষ্ণ দরশন হয়।। ২৪।।
ভাল পতিব্রতা তুমি, কুলবতী নারী।
তোমার প্রসাদে গিয়া দেখিব শ্রীহরি।। ২৫।।
যদি কিছু দিতে পার, শীঘ্র চলি' যাই।
প্রভুর চরণে গিয়া নিবেদিতে চাই।।' ২৬।।
এ বোল শুনিয়া ভার্য্যা চলিলা সত্ত্বরে।
মাগিয়া আনিল ভিক্ষা ব্রাহ্মণের ঘরে।। ২৭।।
ভাজা তণ্ডুলের খুদ আনিল মাগিয়া।
যতনে বান্ধিল ভগ্ন বহির্ব্বাস দিয়া।। ২৮।।
ব্রাহ্মণের হাতে আনি' দিল উপায়ন।
তাহা লঞা দ্বারকাতে চলিল ব্রাহ্মণ।। ২৯।।
কৃষ্ণ-দরশন মোর হয় কোনমতে।
চিন্তিতে চিন্তিতে বিপ্র যায় পথে পথে।। ৩০।।
তিন থানা লঙ্ঘিয়া ব্রাহ্মণ চলি' যায়।
ত্বরাত্বরি করিয়া চারি দুয়ার এড়ায়।। ৩১।।
তবে বিপ্র দুর্গম প্রহরিগণ তরি'।
তবে গিয়া উতরিলা দ্বারকানগরী।। ৩২।।
ষোড়শ-সহস্র পুরী নির্ম্মাণ বিশেষ।
তা'র এক পুরে গিয়া কৈল পরবেশ।। ৩৩।।
আনন্দ-সাগরে যেন মজিল ব্রাহ্মণ।
বিপ্র দেখি' সত্ত্বরে উঠিলা নারায়ণ।। ৩৪।।

শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক বাল্যসখা শ্রীদামা বিপ্রের সমাদর

কনক-পর্য্যঙ্কে আছিলা বসিয়া।
ত্বরিতে উঠিলা হরি ব্রাহ্মণ-দেখিয়া।। ৩৫।।
বিপ্র-দরশনে হৈল আনন্দ বিশেষ।
একে প্রিয় সখা, তা'থে দ্বিজ মুনিবেশ।। ৩৬।।
ভুজপাশে ধরি' দিল দৃঢ় আলিঙ্গন।
পুলকে পূরিত তনু, সজল নয়ন।। ৩৭।।
পর্য্যঙ্কে তুলিয়া হরি ব্রাহ্মণে বসায়।
পাদ্য, অর্ঘ্য দিয়া বিপ্র পূজে যদুরায়।। ৩৮।।
পুণ্যজল দিয়া দুই পাখালে চরণ।
সেই জল শিরে ধরে ত্রিলোক পাবন।। ৩৯।।
দিব্য-গন্ধ-চন্দনে লেপিয়া কলেবর।
ধূপ-দীপ দিয়া পূজে ব্রহ্মণ্যশেখর।। ৪০।।
দিব্য-অন্ন-পান দিয়া করায় ভোজন।
আচমন-জল দিয়া তাম্বূল-অর্পণ।। ৪১।।
স্বাগত-বচনে কৈল আতিথ্য-সম্ভাষা।
বিনয়-বচনে কৈল কুশল জিজ্ঞাসা।। ৪২।।

শ্রীদামার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের পরমাদর-দর্শনে
পুরজনের বিস্ময়

কুচেল, মলিন, দ্বিজ ক্ষীণকলেবর।
আপনে আসিয়া দেবী ঢুলায় চামর।। ৪৩।।
পরিচর্য্যা করে দেবী, দেখে পুরজন।
আপনে করয়ে হরি পাদ-সংবাহন।। ৪৪।।
দেখি' সব-লোক বলে,—'হেন অদভুত।
কোথা হৈতে আইল এনা দ্বিজ অবধূত।। ৪৫।।
দুর্গত, মলিন-তনু, ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ।
অধম, নিন্দিত, ক্ষীণ-তনু, কুলক্ষণ।। ৪৬।।
পরিচর্য্যা করে তা'র আপনে শ্রীহরি।
পর্য্যঙ্ক তেজিয়া, নিজপ্রিয়া পরিহরি'।। ৪৭।।
কোন্ পুণ্য কৈল দ্বিজ জন্ম-জন্মান্তরে?
আপনে জগতগুরু পরিচর্য্যা করে?' ৪৮
হাতাহাতি করিয়া বসিলা চক্রপাণি।
কহিতে লাগিলা তবে পূরব-কাহিনী।। ৪৯।।

গুরুকুলে বাসাদি কথা জিজ্ঞাসা

'কহ, দ্বিজ, গুরুকুলে বেদ সমাপিলে।
বিনয়ে দক্ষিণা দিয়া গুরু সন্তোষিলে।। ৫০।।
বেদ পড়ি' গৃহধর্ম্মে আছ নিরাকুলে?
আপন-সদৃশী ভার্য্যা কিবা বিভা কৈলে? ৫১
প্রায় হেন জানি তুমি পুরুষ নিষ্কাম।
বনবাসে চিত্ত তুমি ধর অবিরাম।। ৫২।।

গৃহবাসে নাহি দেখি সন্তোষ তোমার।
তে কারণে এতেক জিজ্ঞাসি বারবার।। ৫৩।।
কেহ কেহ কর্ম্ম করে তেজি' কর্ম্মফল।
অবিদ্যা বিনাশ করে হঞা কর্ম্মপর।। ৫৪।।
আপনে করিয়া কর্ম্ম লোকেরে বুঝায়।
কর্ম্ম তেজি' কেহ যেন বিকর্ম্মে না ধায়।। ৫৫।।
এখনে, ব্রাহ্মণ, কি সোঙর গুরুবাস?
যাহা হৈতে তত্ত্বজ্ঞান হয় পরকাশ? ৫৬
অবিদ্যা বিনাশ হয় ভব-অন্ধকার।
হেন গুরুবাস মনে আছে কি তোমার? ৫৭
পিতা—গুরু, প্রথমে জনম যাহা হৈতে।
জনক প্রথম-গুরু জানিবা সাক্ষাতে।। ৫৮।।
দ্বিতীয়ে ব্রাহ্মণ—গুরু, করে দশ-কর্ম্ম।
বেদ শিক্ষা করায়ে লওয়ায় কুলধর্ম্ম।। ৫৯।।
জ্ঞানদাতা গুরুরূপে—আমি ভগবান্।
তিন গুরু কহিলুঁ তোমার বিদ্যমান্।। ৬০।।

গুরুসেবক শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বাধিক প্রিয়

সর্ব্ববর্ণে, সর্ব্বধর্ম্মে এহি সুনিশ্চিত।
তত্ত্ব-উপদেশ লয়, যে হয় পণ্ডিত।। ৬১।।
উপদেশ করি আমি গুরুরূপ ধরি'।
গুরু-উপদেশে লোক যায় ভব তরি'।। ৬২।।
গুরুকে সাক্ষাত হেন ঈশ্বর করি' মানে।
সেই সে আমার প্রিয়, সর্ব্বতত্ত্ব জানে।। ৬৩।।
জপ, তপ, যজ্ঞ, দান, বিবিধ-দক্ষিণা।
শম-দম সাধে, কিবা সমাধি ধারণা।। ৬৪।।
তথাপি তাহারে তুষ্ট তত বড় নই।
গুরুসেবা হৈতে যত বড় সুখী হই।। ৬৫।।

শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীদামার কাষ্ঠ আহরণার্থ বনে গমন
ও ঝড়বৃষ্টিতে রাত্রিযাপন-প্রসঙ্গ

তুমি কি সোঙর, বিপ্র পূর্ব্ব-বিবরণ।
গুরুবাসে কৈলুঁ যে যে গুরু-আরাধন? ৬৬
গুরুপত্নী আজ্ঞা কৈলা কাষ্ঠ আনিবারে।
সভেই গেলাঙ মহা বনের ভিতরে।। ৬৭।।
অকালে নিষ্ঠুর হৈল ঝড়-বরিষণ।
বজ্রপাত, মহা-ঘোর-ঘন-গরজন।। ৬৮।।
অস্ত গেল দিবাকর, ঘোর অন্ধকার।
দশদিগ্ আচ্ছাদিল, না দেখি সঞ্চার।। ৬৯।।
উচ্চ-নীচ কিছুই না দেখি জলময়।
কে কোথা আছিল, হেন না ছিল নির্ণয়।। ৭০।।
আমি-সব বেয়াকুল ঝড় বরিষণে।
পথ না চিনিঞা তবে ভ্রমি বনে-বনে।। ৭১।।
হাতা হাতি করিয়া ভ্রমিএ নিরন্তর।
শীত-বাতে কম্পিত সকল কলেবর।। ৭২।।

গুরু শ্রীসান্দীপনির বাৎসল্য ও আশীর্ব্বাদ স্মরণ

বাত-বরিষণ গেল, উদিত ভাস্কর।
তবে 'সান্দীপনি' গুরু জানিলা সকল।। ৭৩।।
চাহিতে বেড়ায় গুরু প্রতি বনে বন।
কথোদূরে গিয়া তবে পাইল দর্শন।। ৭৪।।
অদ্ভুত দেখিয়া গুরু বোলে শিষ্যগণে।
'এত বড় দুঃখ পাইলে আমার কারণে? ৭৫
প্রাণেত অধিক প্রিয় কেহ কা'র নয়।
প্রাণ-পণে গুরুসেবা কৈলে অতিশয়।। ৭৬।।

শ্রীগুরুসেবা-মহিমা

এইরূপে গুরুসেবা করয়ে যে জন।
সর্ব্বভাবে করে যেবা আত্মসমর্পণ।। ৭৭।।
হরি-গুরু-চরণ সমান করি' ধরে।
সেই সে এ-ঘোর ভব-অন্ধকার তরে।। ৭৮।।
তুষ্ট হৈলুঁ, শিষ্যগণ, কর সমাধান।
মনোরথ পূর্ণ হৌক, সর্ব্বত্র কল্যাণ।। ৭৯।।
সর্ব্ববিদ্যা স্ফুরুক, সকল মন্ত্র-তন্ত্র।
ইহলোকে পরলোকে হও নিরাতঙ্ক।।" ৮০।।

লোকশিক্ষার্থ শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং গুরুসেবা ও গুরুকুলে বাস

'এইরূপে কতমতে গুরুসেবা কৈলুঁ।
সর্ব্বশিষ্য মিলি' গুরুকুলেতে আছিলুঁ।। ৮১।।
গুরু-অনুগ্রহে হয় সর্ব্বত্র কল্যাণ।
বিনে গুরু ভজিলে, না হয় পরিত্রাণ।। ৮২।।

তবে বিপ্র বোলে,—'দেবদেব নারায়ণ!
ত্রিজগত-গুরু তুমি জগত-জীবন।। ৮৩।।
তোমার কৃপায় পূর্ণ হৈল গুরুবাস।
গুরুসেবা-ধর্ম্ম তুমি কৈলে পরকাশ।। ৮৪।।
বেদময় প্রভু তুমি, বেদমূর্ত্তি ধর।
সকল-সম্পদ্‌দাতা নানা-লীলা কর।। ৮৫।।
অখিল-জগত-গুরু, গুরুকুলে বাস।
এত বড় বিড়ম্বন হৃদয়ে প্রকাশ।।" ৮৬।।
ধীর-শিরোমণি শ্রীল-গদাধর জান।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস-গান।। ৮৭।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে
কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিনী-অশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।। ৮০।।

একাশীতিতম অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃক শ্রীশ্রীদাম-বিপ্রের উপহার গ্রহণ
(শ্রী-রাগ)

"এইরূপে নানা-কথা কহে চক্রপাণি।
সর্ব্বতত্ত্ব জানেন সর্ব্বজ্ঞ-চূড়ামণি।। ১।।
সাধুজন-গতি-পতি, ব্রহ্মণ্যশেখর।
হাসিয়া কি বোলে প্রভু,—'শুন, দ্বিজবর।। ২।।
কি দ্রব্য এনেছ, সখা, মোর তরে দেহ।
সঙ্কোচ মানিঞা কেনে গুপ্ত করি' রহ? ৩
ভকতে যে কিছু করে অল্প নিবেদন।
সে হয় বিস্তর মোর পীরিতি-কারণ।। ৪।।
যদি না বিস্তর দেই ভক্তিহীন জনে।
আমার সন্তোষ তা'থে নাহি কোন মনে।। ৫।।
পত্র-পুষ্প যে-কিছু ভকত-জনে ধরে।
ভকতি করিয়া মোর চরণ-যুগলে।। ৬।।
পীরিতি করিয়ে সেই করিয়া ভোজন।
ভকত-বান্ধব আমি, ভকত-জীবন।।' ৭।।
এতেক বচন যদি বলিলা শ্রীহরি।
লাজ পাঞা রহে বিপ্র হেঁটমাথা করি'।। ৮।।
জ্ঞানময় প্রভু, জানে সবার হৃদয়।
আগমন-কারণ বুঝিয়া মহাশয়।। ৯।।
চিন্তিয়া কি বোলে প্রভু তবে দ্বিজরাজে।
'সম্পদ্ বাঞ্ছিয়া বিপ্র কভু নাহি ভজে।। ১০।।
কিন্তু পতিব্রতা-নারী-পীরিতি-কারণে।
আমা' দেখিবারে বিপ্র আইল শুদ্ধমনে।। ১১।।
দুর্লভ সম্পদ্ দিব, দেবের বাঞ্ছিত।
হেন বুদ্ধি করি, যে না হয় বিদিত।।' ১২।।
এতেক বচন বলি' পুরুষ পুরাণ।
ভগ্নবস্ত্রখানি ধরি' দিলা এক টান।। ১৩।।
'এ-কি এ-কি, বলি' হরি পোটলা খসায়।
ভাজা তণ্ডুলের খুদ বিচারিয়া পায়।। ১৪।।
'ভাল ভাল, সখা, এই দিব্য উপায়ন।
এই সে আমার হয় পীরিতি কারণ।। ১৫।।
এই ত' তণ্ডুলে হৈব-আমার পীরিতি।
বিশ্ব-সহে তুষ্ট হৈব আমি বিশ্বপতি।।' ১৬।।
এ-বোল বলিয়া হরি কোন কর্ম্ম করে।
এক মুষ্টি খুদ খাঞা আর-মুষ্টি তোলে।। ১৭।।

শ্রীকৃষ্ণের দ্বিতীয় মুষ্টি তণ্ডুল গ্রহণকালে শ্রীরুক্মিণীর
বাধাদান ও উক্তি

তাহা দেখি' শৈব্যাদেবী লক্ষ্মী মূর্ত্তিমতী।
ধরিয়া প্রভুর হস্তে বলে মহাসতী।। ১৮।।
'সকল সম্পদ্-হেতু হয় এত দূরে।
তোমার সন্তোষ-হেতু সর্ব্বফল ধরে।। ১৯।।
তুমি তুষ্ট হৈলে, তুষ্ট হয় ত্রিভুবন।
তবে যদি কর তা'রে আত্মসমর্পণ।। ২০।।

তবু তুমি শুধিতে নারিবে তা'র ধার।
হেন কৃপাময় তুমি, বিচিত্র-বিহার।।' ২১।।
নিঃশবদে রহে কৃষ্ণ এ বোল শুনিঞা।
ব্রাহ্মণ চলিলা তবে রজনী বঞ্চিয়া।। ২২।।

পরদিবস শ্রীদামের স্ব-গ্রামে গমন ও শ্রীকৃষ্ণ-প্রদত্ত মণিময় অট্টালিকা দর্শনে আশ্চর্য্য

সুখে পান-ভোজন করিয়া দ্বিজবরে।
আনন্দে আছিলা বিপ্র অচ্যুত-মন্দিরে।। ২৩।।
প্রভাতে উঠিয়া ঘরে চলিলা ব্রাহ্মণ।
সন্তোষিয়া ব্রাহ্মণে পাঠায় নারায়ণ।। ২৪।।
বিপ্র ধন না মাগিলা, না দিলা শ্রীহরি।
লজ্জা পাঞা যায় বিপ্র চিন্তা পরিহরি'।। ২৫।।
'আপনে ব্রহ্মণ্যদেব জানে সর্ব্বধর্ম্ম।
দ্বিজভক্তি লওয়াইতে করে নানা-কর্ম্ম।। ২৬।।
ব্রাহ্মণ-অধম মুঞি, দরিদ্র, বঞ্চিত।
কপট, মলিন, বেশ, এ-লোক-গর্হিত।। ২৭।।
লক্ষ্মীকান্ত হৈয়া লক্ষ্মী তেজিয়া শয়নে।
আলিঙ্গন দিল মোকে নাম্বিয়া আপনে।। ২৮।।
দেববৎ পূজিয়া বসায় নিজাসনে।
পাদ-সংবাহন হরি করয়ে আপনে।। ২৯।।
স্বর্গ, অপবর্গ, সর্ব্ব-সম্পদের হেতু।
যাঁ'র পাদপদ্ম ঘোর-ভবসিন্ধু-সেতু।। ৩০।।
হেন প্রভু হঞা মোরে করে এত বড়।
আপনে কমলাদেবী ঢুলায় চামর!! ৩১
অধম দরিদ্র হ'য়ে দুঃখিত ব্রাহ্মণ।
ধন পাঞা না করিব আমাকে সোঙরণ।। ৩২।।
করুণাসাগর হরি এই কৃপা করি'।
তে-কারণে ধন মোকে না দিল শ্রীহরি।।' ৩৩।।
এই মনে চিন্তিয়ে ব্রাহ্মণ চলি' যায়।
আপনার নিজঘর-নিকটে দাণ্ডায়।। ৩৪।।
বিচিত্র বিমান-বর চৌদিগে বেষ্টিত।
সূর্য্যকোটি-সম-তেজ, কনক-নির্ম্মিত।। ৩৫।।
অলিকুল-বিনাদিত বন-উপবন।
কোলাহল-শবদ, বিবিধ খগগণ।। ৩৬।।
প্রফুল্ল কমলদল, কুমুদ, কহ্লার।
বহুবিধ জলচর-শবদ-সঞ্চার।। ৩৭।।
দিব্য-বেশ নর-নারী চৌদিগে বেষ্টিত।
কনক-নির্ম্মিত ঘর, রতনে মণ্ডিত।। ৩৮।।
'এ কি অদভুত, কিবা হয় কা'র স্থান!
কোথা হৈতে হেনরূপ হৈল উপাদান।।' ৩৯।।
এইরূপে মনে মনে করয়ে নির্ণয়।
চিন্তিতে চিন্তিতে বিপ্র পড়িলা সংশয়।। ৪০।।
তবে নরনারীগণে ভূষিত ভূষণে।
চৌদিগে বেড়িল আসি' মঙ্গল-বাজনে।। ৪১।।
বহুবিধ নৃত্য-গীত, চতুরঙ্গ-সেনা।
দিব্যরথ, গজ, ঘোড়া, ছত্র-ধ্বজ-বানা।। ৪২।।
লক্ষ্মী মূর্ত্তিমতী যেন বিপ্রের ব্রাহ্মণী।
পতি-দরশনে আইলা পরম-রমণী।। ৪৩।।
পতি দেখি' প্রণাম করিয়া পতিব্রতা।
মনে মনে আলিঙ্গন দিলা সুমণ্ডিতা।। ৪৪।।
পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়া পত্নী পূজিল ব্রাহ্মণ।
ধূপ-দীপ দিয়া কৈল পতির বন্দন।। ৪৫।।
দিব্যবেশ দাসীগণে চৌদিগে বেষ্টিতা।
দিব্যবস্ত্র পরিধান, ভূষণে ভূষিতা।। ৪৬।।
দেখিয়া ব্রাহ্মণ হৈল অন্তরে বিস্মিত।
কোথা হৈতে এরূপ ঘটিল আচম্বিত!! ৪৭
সগণে পূজিয়া পত্নী পতি লঞা যায়।
পুর-পরবেশ তবে ব্রাহ্মণী করায়।। ৪৮।।
পুর নিরখিয়া চাহে চকিত নয়নে।
আশ্চর্য্য দেখিয়া বিপ্র চিন্তে মনে মনে।। ৪৯।।
রতনে নির্ম্মিত ঘর, যেন সুরপুরী।
শত শত মণিময় স্তম্ভ সারি-সারি।। ৫০।।
পয়ঃফেন সম শয্যা হেম-বিনির্মিত।
দন্ত-বিনিহিত, মণি-রতনে মণ্ডিত।।৫১।।
ললিত বিতানজাল, মুকুতা-তোরণ।
বিলোল চামরজাল, কনক-আসন।।৫২।।

শ্রীকৃষ্ণ-মাহাত্ম্য স্মরণ করিতে করিতে আসক্তিহীন
হইয়া শ্রীদাম বিপ্রের জীবনযাপন

স্ফটিক-রচিত ঘর, মরকত-স্থল।
রতন-প্রদীপ জ্বলে মন্দির-ভিতর।।৫৩।।
অতুল সম্পদ্ দেখি' কি বোলে ব্রাহ্মণ।
সকল- সম্পদ-হেতু— কৃষ্ণ-দরশন।।৫৪।।
অধম দরিদ্র মুঞি, দুর্গত দেখিয়া।
দুঃখ নিবারিল মোর মহাধন দিয়া।।৫৫।।
আছুক মাগিলে দিব এ-ধন সম্পদ্।
আপনে পূরায় প্রভু ভক্ত-মনোরথ।। ৫৬।।
ইন্দ্র বরিষয়ে যেন বুঝিয়া সময়।
ভক্ত-কাম আপনে পূরায় দয়াময়।। ৫৭।।
আপনে বিস্তর দিয়ে মানে অল্প ফল।
ভকতে অলপ দিলে মানয়ে বিস্তর।। ৫৮।।
এক-মুষ্টি খুদ মুঞি দিতে ইচ্ছা কৈল।
অল্প দেখিয়া মুঞি লুকায়্যা রাখিল।। ৫৯।।
আপনে কাড়িয়া খায় পীরিতি-কারণে।
ভকতবৎসল-গুণ দেখায় ভুবনে।। ৬০।।
প্রেম-মৈত্রী মোর যেন হয় তাঁ'র সনে।
দাস্য-সখ্য রহে যেন জনমে-জনমে।। ৬১।।
কোনকালে নহে যেন মোর স্মৃতিভঙ্গ।
ভকতজনের সহে হয় যেন সঙ্গ।। ৬২।।
ভকতের না বাড়ায় এ-ধন-সম্পদ্।
সুখভোগ না বাড়ায়, না দেই রাজ্যপদ।। ৬৩।।
আপনেহি বিচক্ষণ, জগত-নিবাস।
ধনমদ হৈলে হয় ভকতি বিনাশ।। ৬৪।।
তে-কারণে ভকতের না বাড়ায় ধন।
ভকতের হিতকারী, মহা বিচক্ষণ।। ৬৫।।
এইরূপে মনে মনে চিন্তে মহাবুদ্ধি।
কৃষ্ণে মন ধরি' বিপ্র রহে নিরবধি।। ৬৬।।
এইরূপে মনে মনে ভাবিয়া নিশ্চয়।
বিষয়-লম্পট বিপ্র নহে অতিশয়।। ৬৭।।
সুখ-ভোগ করে বিপ্র মনে পরিহরি'।
কৃষ্ণভক্তি সাধে বিপ্র কৃষ্ণে মন ধরি'।। ৬৮।।
ভকতসত্তম বিপ্র এইরূপে বৈসে।
পূর্ণ-কলেবর বিপ্র কৃষ্ণধ্যান রসে।। ৬৯।।
ভক্তিভাব করি' কৈল কৃষ্ণ-আরাধন।
বৈকুণ্ঠে চলিল বিপ্র, খসিল বন্ধন।। ৭০।।
শুনয়ে, শুনায়, যেবা এ-পুণ্য-চরিত।
ভক্তিযুক্ত হয়, তা'র খণ্ডয়ে দুরিত।।" ৭১।।
ভক্তিরসগুরু শ্রীল-গদাধর জান।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস গান।। ৭২।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে
কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী-একাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।। ৮১।।

দ্ব্যশীতিতম অধ্যায়

সূর্য্যগ্রহণোদ্দেশে বিভিন্ন স্থানের জনগণের
স্যমন্ত পঞ্চকে যাত্রা
(শ্রী-রাগ)

এইরূপে বৈসে হরি দ্বারকানগরে।
সূর্য্য-উপরাগ হৈল হেন অবসরে।। ১।।
কল্পক্ষয় হৈল, যেন মহা-অন্ধকার।
দেখিয়া সকল লোকে লাগে চমৎকার।। ২।।
'স্যমন্ত-পঞ্চক, ক্ষেত্র তীর্থ-চূড়ামণি।
সর্ব্বলোক গেল তথা উপরাগ শুনি'।। ৩।।
নিঃক্ষত্রিয়া কৈলা পৃথ্বী ভৃগুপতি রাম।
মহাহ্রদ কৈলা যথা রুধিরে নির্ম্মাণ।। ৪।।
তথাতে চলিল সব ভারতের প্রজা।
সপুত্র-বান্ধবে গেলা পৃথিবীর রাজা।। ৫।।

যদুবংশে, বৃষ্ণিবংশে চলিলা সকল।
সগণে চলিল তথা দ্বারকা-মণ্ডল।। ৬।।
সাম্ব, গদ, প্রদ্যুম্ন, সুচন্দ্র সঙ্গে দিয়া।
অনিরুদ্ধে দ্বারকা-রক্ষক করি' থুইঞা।। ৭।।
কৃতবর্ম্মা সঙ্গে তা'র দিয়া সেনাপতি।
আপনে চলিয়া গেলা ত্রিজগত-পতি।। ৮।।
তুরঙ্গ সুরঙ্গ-গতি, পবন-সঞ্চার।
মহামত্ত গজগণ পর্ব্বত-আকার।। ৯।।
কোটি-কোটি মহারথ সুরপুরী জিনি'।
চলিলা শ্রীহরি সৈন্য করিয়া সাজনি।। ১০।।
দিব্য গন্ধ-চন্দন, ভূষণ মনোহর।
পথে পথে চলে লোক দেখিতে সুন্দর।। ১১।।
উত্তরিলা গিয়া কৃষ্ণ, সঙ্গে যদুগণ।
উপবাস কৈলা তীর্থে করিয়া মজ্জন।। ১২।।

'শ্রীরামহ্রদে' স্নান, পিতৃতর্পণ ও দানাদি

পরদিন 'রামহ্রদে' করিয়া মজ্জন।
যথাবিধি পিতৃদেব করিয়া তর্পণ।। ১৩।।
গ্রহণ-সময়ে দান দিল দ্বিজগণে।
বিবিধ দক্ষিণা, ধেনু ভূষিয়া কাঞ্চনে।। ১৪।।
দিব্য-অন্নপান দিল, বহুমূল্য ধন।
মহারথ, মহাগজ, দিব্য আভরণ।। ১৫।।
যদুগণ, বৃষ্ণিগণ ভক্তেতে প্রধান।
'কৃষ্ণভক্তি হউক' বলি' দিল নানা দান।। ১৬।।
দিব্য অন্ন-পানে বিপ্র করিলা ভোজন।
বিবিধ দক্ষিণা দিয়া তুষিলা ব্রাহ্মণ।। ১৭।।
কৃষ্ণভক্ত যদুগণ আজ্ঞা শিরে ধরি'।
পারণা করিল তবে স্নান দান করি'।। ১৮।।

বিভিন্নদেশীয় জনগণের শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনে আনন্দ এবং পরস্পর প্রীতি-সম্ভাষণ ও শ্রীকৃষ্ণগুণ-কীর্ত্তন

তবে কৃষ্ণ বসিলা শীতল তরুতলে।
চারিপাশে যদুগণ বসিলা মণ্ডলে।। ১৯।।
সাক্ষাতে আসিয়া কৃষ্ণে দেখিলা নয়নে।
নৃপগণ গেল তথা কৃষ্ণ দরশনে।। ২০।।
নানা-দেশী যত লোক মিলিলা সত্ত্বর।
আত্মপক্ষ, পরপক্ষ যত নারী-নর।। ২১।।
নন্দ-আদি করি' যত গোপগোপীগণ।
বিকসিত-মুখপদ্ম, সরোজ নয়ন।। ২২।।
কৌতুকে সভেই গেল দেখিতে শ্রীহরি।
বেড়িয়া রহিল লোক চারিদিগ্ ভরি।। ২৩।।
হরি দরশনে লোকে বাঢ়িল আনন্দ।
নয়নে গলয়ে নীর, পুলকিত অঙ্গ।। ২৪।।
কৃষ্ণ দেখি' নারীগণে না ধরে শরীর।
মুখে বাণী না সরে, নয়নে ঝরে নীর।। ২৫।।
আলিঙ্গন দিল হরি হৃদয়ে ধরিয়া।
ধেয়ানে রহিল নারী বাহ্য পাসরিয়া।। ২৬।।
নারীগণে নারীগণ করি' আলিঙ্গন।
স্তনে স্তনে বিলোপিত কুঙ্কুম-লেপন।। ২৭।।
কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠের কৈল চরণ-বন্দন।
স্বাগত-বচনে কৈল ইষ্ট-সম্ভাষণ।। ২৮।।
নরগণে নারীগণে একত্র মিলিয়া।
কৃষ্ণকথা কহে সভে হরষিত হঞা।। ২৯।।

শ্রীকুন্তিদেবীর শ্রীবসুদেব-সম্ভাষণ

কুন্তী আসি' বন্ধুগণে কৈলা সম্ভাষণ।
বসুদেব সম্ভাষিয়া করে নিবেদন।। ৩০।।
'শুন ভাই বসুদেব, তুমি মহাশয়।
জিজ্ঞাসা না কৈলে মোর বিপদ-সময়।। ৩১।।
এতেক জানিলুঁ মুঞি অধম বঞ্চিতা।
বন্ধুগণে না সোঙরে, বিমুখ বিধাতা।।' ৩২।।
বসুদেব বলে—ভগ্নি, না করিহ রোষ।
অগ্রে বিচারিয়া তুমি, পাছে দেহ দোষ।। ৩৩।।
অদৃষ্ট অধীন লোক অদৃষ্টে সঞ্চরে।
ঈশ্বর-ইচ্ছায় লোক ভাল-মন্দ করে।। ৩৪।।
কংস-ভয়ে আমি সব যাঞা দেশে দেশে।
প্রাণরক্ষা করিয়া আছিলুঁ গুপ্তবেশে।। ৩৫।।
দৈবযোগে এখনে ঘটিল দরশন।
যখনে যে হয়, তাহে অদৃষ্ট কারণ।। ৩৬।।

বসুদেব, উগ্রসেন যদুকুল মেলি'।
পূজিল সকল লোক স্তুতি-ভক্তি করি'।। ৩৭।।
ভীষ্ম, দ্রোণ, ধৃতরাষ্ট্র, পূজিল গান্ধারী।
দুর্য্যোধন-আদি কুরুকুল-নরনারী।। ৩৮।।
রাজা যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুনাদি করি'।
সঞ্জয়, বিদুর, কৃপ, দ্রুপদ-কুমারী।। ৩৯।।

নৃপতিগণ-কর্ত্তৃক যাদবগণের নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণদর্শন সৌভাগ্যের প্রশংসা

কুন্তিভোজ, বিরাট্, ভীষ্মক, নগ্নজিৎ।
ধৃষ্টকেতু, কাশীরাজ, শল্য, পুরুজিত।। ৪০।।
দমঘোষ, বিদর্ভ, দ্রুপদ নরপতি।
যুধামন্যু, মদ্রক, কেকয়, মহামতি।। ৪১।।
সুশর্মা, বাহ্লিক-আদি নৃপতিমণ্ডল।
কৃষ্ণ দেখি' আনন্দে পূরিল কলেবর।। ৪২।।
প্রশংসিয়া নৃপগণে কি বলে বচন।
'ধন্য ধন্য পুণ্যযুত তুমি যদুগণ।। ৪৩।।
সাক্ষাতে ঈশ্বর দেখ নরদেহ ধরি'।
মহাযোগীগণে যাঁ'কে চিত্তে ধ্যান করি।। ৪৪।।
যাঁ'র যশ শ্রুতিগণে গায় নিরন্তর।
জগত পবিত্র করে যাঁ'র পদ-জল।। ৪৫।।
বেদ-শাস্ত্র হৈল যা'র বেদময়-বাণী।
অখিল-মঙ্গলধাম, দেব-চূড়ামণি।। ৪৬।।
চরণ-পরশ যাঁ'র পাঞা ক্ষিতিতলে।
ধন্য পুণ্যময় হৈল, সর্ব্বশক্তি ধরে।। ৪৭।।
হেন নারায়ণ-সহে নিরন্তর বাস।
শয়ন, ভোজন, পান, গমন, বিলাস।। ৪৮।।
তাঁ'র সহ সখ্য-মৈত্রী করিয়া সম্বন্ধ।
গৃহবাসে সুখে বৈসে হঞা নিরাতঙ্ক।। ৪৯।।
দুঃখময় গৃহবাস,—নরক-দুয়ার।
তা'থে বসি' তুমি-সব ভবে হৈলে পার।।' ৫০।।
এইরূপে স্তুতি যদি কৈল নৃপগণ।
তবে নন্দঘোষ আসি' দিল দরশন।। ৫১।।

শ্রীনন্দ-যশোদাদি গোপ-গোপীগণ-সহ শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের এবং যাদবদের মিলনানন্দ

গোপগোপীগণ সব শকটে চড়িয়া।
কৃষ্ণ-দরশনে আইলা কৃষ্ণগুণ গাঞা।। ৫২।।
ভুজপাশে ধরি' দিল যদুগণে কোল।
'হরি হরি' শবদ উঠিল উতরোল।। ৫৩।।
নন্দ দেখি' বসুদেব দিল আলিঙ্গন।
পুলকে পূরিল তনু, বিহ্বল লোচন।। ৫৪।।
পূর্ব্ব-বিবরণ দুহেঁ স্মঙরি' স্মঙরি'।
মূরছিত হৈলা দুহেঁ কোলাকোলি করি'।। ৫৫।।
রাম-কৃষ্ণে নন্দঘোষ করি আলিঙ্গন।
বাহ্য পাসরিল নন্দ না সরে বচন।। ৫৬।।
নন্দ-যশোদার দোঁহে চরণ বন্দিয়া।
কিছু না বলিল দুহেঁ অশ্রুমুখী হঞা।। ৫৭।।
রাম-কৃষ্ণ দুই পুত্রে ভুজপাশে ধরি'।
গাঢ় আলিঙ্গন দুহেঁ দিল কোলে করি'।। ৫৮।।
আনন্দে মজিল নন্দ, যশোদা সুন্দরী।
কত প্রেম উপজিল কহিতে না পারি।। ৫৯।।
রোহিণী-দেবকী আসি' কৈলা সম্ভাষণ।
যশোদা করিয়া কোলে দিল আলিঙ্গন।। ৬০।।
স্মঙরি পূরব-গুণ দুহেঁ বিমোহিতা।
নয়নে গলয়ে নীর, অঙ্গ পুলকিতা।। ৬১।।
শুন হে যশোদা, তোমার কি কহিব গুণে।
বিসরিতে নারি গুণ, দুঃখ উঠে মনে।। ৬২।।
যত উপকার তুমি কৈলে ব্রজেশ্বরি।
ত্রিভুবন দিলে ধার শুধিতে না পারি।। ৬৩।।
এই দুই ছাওয়াল তুমি পুত্রবৎ করি'।
পোষণ, পালন কৈলে দিঠে দিঠে ধরি'।। ৬৪।।
এত বড় কেবা কা'র করে উপকার।
ত্রিভুবন দিলেহো শুধিতে নারি ধার।। ৬৫।।

সুদীর্ঘ বিরহের পর শ্রীকৃষ্ণ-সহ গোপীগণের মিলনানন্দ

চিরদিনে গোপীগণ দেখিল শ্রীহরি।
যাহা-বিনে তিলেক মানিল যুগ করি'।। ৬৬।।

আঁখির নিমিষ, সেহো না গেল সহন।
যেন কৃষ্ণ-সহে চিরদিনে দরশন।। ৬৭।।
বাহ্য পাসরিল গোপী গোবিন্দ দেখিয়া।
দৃঢ় আলিঙ্গন দিল হৃদয়ে ধরিয়া।। ৬৮।।
তবে কৃষ্ণ গোপতে আনিঞা গোপীগণ।
ভুজদণ্ড ধরি' দিল দৃঢ় আলিঙ্গন।। ৬৯।।

শ্রীগোপীগণকে শ্রীকৃষ্ণের সান্ত্বনাবাক্য ও তত্ত্ব জ্ঞানোপদেশ

হাসিয়া কি বোলে কৃষ্ণ,—'শুন, ব্রজরামা!
আমার পূরব-দোষ যদি কর ক্ষমা।। ৭০।।
তোমা'-সভা তেজি' আমি নিজ প্রিয়তমা।
বন্ধুগণ-দুঃখ-শোক করিতে খণ্ডনা।। ৭১।।
কংস বধিবারে আমি যাই মধুপুরে।
সে-দোষ, রমণীগণ, না দিহ আমারে।। ৭২।।
এ-বিচ্ছেদে অকৃতজ্ঞ আশঙ্কা করিয়া।
নিন্দা নাহি কর মোরে এই দোষ দিয়া।। ৭৩।।
শুন শুন ব্রজাঙ্গনা, আমার বচন।
পরম-কারণ শুনি' না কর হেলন।। ৭৪।।
সর্ব্বভূতে নিয়োজিত বৈসে ভগবান্।
সেই ভগবান্-বিনে কেহ নাহি আন।। ৭৫।।
ঈশ্বর-অধীন লোক, ঈশ্বরে ভ্রমায়।
সংযোগ-বিচ্ছেদ, গোপী, ঈশ্বরে করায়।। ৭৬।।
যেন তৃণ, যেন রেণু, যেন মেঘচয়।
পবনে সঞ্চারে যেন পবনে মিলায়।। ৭৭।।
এইরূপে জগত ভ্রমায় নারায়ণে।
না বুঝিয়া দোষ জানি দেহ অকারণে।। ৭৮।।
এই বড় ভাগ্য, গোপী, সাধিলে ভকতি।
ভক্তিভাবে কৈলে তুমি আমারে পীরিতি।। ৭৯।।
তোমা'-সবাকার হৈল বড় ভাগ্যোদয়।
বল্লভ-বিচ্ছেদ প্রেম কৈলে অতিশয়।। ৮০।।
অতএব তুমি-সব মোরে পাইলে, ধন্য।
তোমা-সভা-বিনে আমি নাহি জানি অন্য।। ৮১।।
সর্ব্বভূতে বসি আমি, অন্তর-বাহিরে।
আমি-বিনে কিছু সত্য না হয় সংসারে।। ৮২।।
যেন জল, যেন মহী, পবন-আকাশে।
সভে এই সত্য-মাত্র, সভে যায় নাশে।। ৮৩।।
এইরূপে আমি সত্য, আর সব মিছা।
নানা-চন্দ্র দেখি, যেন এক চন্দ্র সাঁচা।।' ৮৪।।
এইরূপ নানা-তত্ত্ব-জ্ঞান উপদেশে।
কৃষ্ণময় হঞা গোপী কৃষ্ণ পাইল শেষে।। ৮৫।।
জীবকোষে যে উপাধি, তাহা দূরে গেল।
নিরূপাধি-প্রেমে গোপী কহিতে লাগিল।। ৮৬।।

গোপীগণের শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে প্রার্থনা

'হে কৃষ্ণ, নলিননাভ, কমল-লোচন।
যোগেশ্বর ব্রহ্মাদির চিন্তিতচরণ।। ৮৭।।
ভবকূপ-পতিত-তরণ-অবলম্ব।
গৃহসেবী গোপী মোরা, নাহি যোগগন্ধ।। ৮৮।।
গৃহেতে আসক্ত মোরা, থাকি গৃহাশ্রমে।
চরণ-উদয় সদা কর মোদের মনে।।" ৮৯।।
এইরূপে কৃষ্ণপ্রতি গোপিকার বাণী।
ভাগবত-আচার্য্যের প্রেমতরঙ্গিণী।। ৯০।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী-দ্ব্যশীতিতমঽধ্যায়ঃ।। ৮২।।

ত্র্যশীতিতম অধ্যায়

শ্রীগোপীগণ ও শ্রীযুধিষ্ঠিরাদি বন্ধুগণের সহিত
শ্রীকৃষ্ণের সম্ভাষণ
(শ্রী-রাগ)

"গোপিকার গতি—কৃষ্ণ, গোপী-প্রাণনাথ।
গোপীগণ সম্ভাষিয়া কৈল আত্মসাৎ।। ১।।
তবে কৃষ্ণ যদুচন্দ্র আনন্দিত মনে।
যুধিষ্ঠির-রাজারে করিল সম্ভাষণে।। ২।।
তবে আর বন্ধুগণে করিয়া সম্ভাষা।
মধুর-বচনে কৈল কুশল জিজ্ঞাসা।। ৩।।
একে একে কুশল পুছিলা হৃষীকেশ।
সব লোকে উপজিল আনন্দ বিশেষ।। ৪।।

প্রত্যুত্তরে জনগণের শ্রীকৃষ্ণস্তুতি

কৃষ্ণ-দরশনে সব খণ্ডিল দুরিত।
প্রত্যুত্তর দিল লোক হঞা হরষিত।। ৫।।
'তোমার পদারবিন্দ-মধু পান করে।
সাধু-মুখ-মুখরিত শ্রবণ-বিবরে।। ৬।।
তার কোন্ সিদ্ধি নহে, রহে অকুশল?
গতাগত-শ্রম-ধ্বংস—চরণকমল।। ৭।।
নমো নমো নরমায়া-লীলা-কলেবর।
পরমহংসের গতি চরণযুগল।। ৮।।
অখণ্ড-পরমানন্দ, সর্ব্বগুণনিধি।
নমো নমো, গোবিন্দ চরণ নিরবধি।।' ৯।।
এইরূপে সর্ব্বলোকে কৃষ্ণকথা কহে।
অন্যোহন্যে মিলিয়া লোক যূথে যূথে রহে।। ১০।।
নারীগণে নারীগণে করি' হাতাহাতি।
কৃষ্ণকথা কহে তা'রা, শুন, ক্ষিতিপতি।। ১১।।

শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ-প্রসঙ্গ সম্বন্ধে মহিষীগণ-সমীপে
শ্রীদ্রৌপদীর প্রশ্ন

দ্রৌপদী পুছিল,—'শুন, ভীষ্মক নন্দিনী।
শুন, ভদ্রা, জাম্ববতী, কালিন্দী, রোহিণী।। ১২।।
শুন, সত্যভামা, শৈব্যা, কৌশল্যা, লক্ষ্মণা।
শুন, কৃষ্ণপত্নীগণ, গোবিন্দ-জীবনা।। ১৩।।
নরলীলা প্রকটিয়া দেবশিরোমণি।
কি কি রূপে বিভা কৈল, কহ দেখি, শুনি? ১৪

নিজ-বিবাহ-সম্বন্ধে শ্রীরুক্মিণীর উত্তর

শুনিঞা রুক্মিণীদেবী দ্রৌপদীর বাণী।
কহিতে লাগিলা নিজ-বিবাহ কাহিনী।। ১৫।।
'শিশুপালে বিভা দিতে করিয়া মন্ত্রণা।
রাজগণ সাজি' আইল চতুরঙ্গ-সেনা।। ১৬।।
ধনুকে টঙ্কার দিয়া বেড়ি' চারিপাশে।
হেন সৈন্য বিচালিল আঁখির নিমিষে।। ১৭।।
লীলায় হরিয়া মোরে ভুরু-ভঙ্গে আনে।
সিংহ-ভাগ হরে যেন ফেরুপাল-হনে।। ১৮।।
এমত বৎসল, গুণময় শ্রীনিবাস।
চরণ-অর্চ্চনমাত্র সভে মোর আশ।।' ১৯।।

শ্রীসত্যভামার উত্তর

সত্যভামা বলে,—'শুন, দ্রুপদ-দুহিতা!
ভাইর মরণ দেখি' সত্রাজিত পিতা।। ২০।।
মণি-হেতু দিল বাপে কৃষ্ণে পরিবাদ।
জাম্ববান্ জিনি' প্রভু আনে মণিরাজ।। ২১।।
বাপে বিভা দিল আনি' অপরাধ-ভয়ে।
দাস্যপদ মাগি মাত্র ওই দুই পায়ে।।' ২২।।

শ্রীজাম্ববতীর উত্তর

জাম্ববতী বলে,—'দেবী, কর অবধান।
পাতালে আছিল মোর পিতা জাম্ববান্।। ২৩।।
সপ্তবিংশতি-দিন হৈল মহারণ।
তবে বাপ জানিল—সাক্ষাৎ নারায়ণ।। ২৪।।
জানকীবল্লভ রাম—জানিল সাক্ষাতে।
ভূমিতে পড়িয়া পিতা কৈল দণ্ডপাতে।। ২৫।।
মণি-সহ আমা' আনি' কৈল সমর্পণ।
দাসী হঞা করি আমি মন্দির-মার্জ্জন।। ২৬।।

শ্রীকালিন্দীর উত্তর

কালিন্দী কি বোলে,—'শুনহ, দ্রৌপদী।
এই বাঞ্ছা করি' তপ করি' নিরবধি।। ২৭।।
চরণ-পরশ যদি হয় কোনকালে।
অর্জ্জুনে পাঠাঞা হরি আনিল সত্বরে।। ২৮।।

তবে আমা' পাণিগ্রহ করিলা, শ্রীহরি।
দাসী হঞা আমি গৃহ-মারজন করি।।' ২৯।।

শ্রীভদ্রার উত্তর

ভদ্রা বলে,—'প্রভু মোরে স্বয়ম্বর-স্থলে।
নৃপগণ জিনিঞা আনিলা একেশ্বরে।। ৩০।।
সিংহভাগ হরে যেন জম্বুকের মাঝে।
বীরগণ জিনিঞা আনিল দেবরাজে।। ৩১।।
এই বর মাগোঁ সবে ও-দুই চরণে।
চরণ পাখালোঁ যেন জনমে জনমে।।' ৩২।।

শ্রীসত্যার উত্তর

সত্যা বলে,—শুন, দেবি, মোর বিবরণ।
তীক্ষ্ণশৃঙ্গ সাত-বৃষ দিল দরশন।। ৩৩।।
বীরবল পরীক্ষিতে বাপে আনি' রাখি।
পলায় সকল বীর সাত-বৃষ দেখি'।। ৩৪।।
কৌতুকে চলিলা হরি এ-বোল শুনিঞা।
একবারে সাত বৃষ ফেলিল বান্ধিয়া।। ৩৫।।
হেন অদভুত কর্ম্ম করে যদুরায়।
অজাশিশু বান্ধি' যেন ছাওয়ালে ফেলায়।। ৩৬।।
তবে বাপে বিভা দিল কৌতুক-মঙ্গলে।
পথে নৃপগণ জিনি, আনিল মন্দিরে।। ৩৭।।
এই বর মাগোঁ মুঞি ও-দুই চরণে।
দাস্যভাব রহে যেন জনমে-জনমে।।' ৩৮।।

শ্রীমিত্রবিন্দার উত্তর

মিত্রবিন্দা বলে,—'মোর পিতা মতিমান্।
আপনে আনিঞা কৃষ্ণে কৈলা কন্যাদান।। ৩৯।।
এক অক্ষৌহিণী সৈন্য করিয়া সাজন।
কন্যা সমর্পিয়া দিল মহামূল্য ধন।। ৪০।।
কর্ম্মবশে যথা-তথা না হয় জনম।
সবে-মাত্র সেবি যেন ও-দুই চরণ।। ৪১।।

শ্রীলক্ষ্মণার ও ১৬ হাজার মহিষীর উত্তর

লক্ষণা বোলয়ে বাণী,—শুন সাবধানে।
কহিব আমার কথা তোমা বিদ্যমানে।। ৪২।।
নারদাদিমুখে শুনি' কৃষ্ণের মহিমা।
আমার হৃদয়ে আর না ছিল ভাবনা।। ৪৩।।
শুনিলুঁ—কমলাদেবী পদ্মহস্তে করি'।
আপনে বরিল—সব দেব পরিহরি'।। ৪৪।।
ব্রহ্মা-আদি দেবে করে সতত ধেয়ান।
তে-কারণে চিত্তে আমি না ভাবিয়ে আন।। ৪৫।।
বৃহৎসেন পিতা মোর হৃদয় বুঝিয়া।
মৎস্যধ্বজ নিরমিল উপায় করিয়া।। ৪৬।।
তোমার জনক যেন অর্জ্জুনের তরে।
মৎস্য নিরমাণ যেন কৈল স্বয়ম্বরে।। ৪৭।
আছে নাহি মৎস্য—কেহ লখিতে না পারে।
সভে মৎস্য দেখি মাত্র জলের ভিতরে।। ৪৮।।
এতেক বচন শুনি' যত ক্ষিতিপাল।
অস্ত্র-শস্ত্র ধরি' গেল মৎস্য বিন্ধিবার।। ৪৯।।
সবল-বাহনে সৈন্য করিয়া সাজন।
পৃথিবী পূরিয়া সব আইল নৃপগণ।। ৫০।।
পূজিলা নৃপতিগণ করিয়া বিনয়।
যা'র যেন যোগ্য পূজা পিতা মহাশয়।। ৫১।।
খরতর শর যুড়ি' দিব্য শরাসনে।
আর্কণ পূরিয়া বাণ ছাড়ে বীরগণে।। ৫২।।
গুণ চড়াইতে কেহ পড়িল আছাড়ে।
কেহ নিজ শরাঘাতে প্রাণ ছাড়ি' পড়ে।। ৫৩।।
কেহ গুণ চড়াইল অনেক যতনে।
ভীম, দুর্য্যোধন, কর্ণ-আদি বীরগণে।। ৫৪।।
জলে মৎস্য দেখি' কেহ বিন্ধিল আকাশে।
অর্জ্জুনের শর মাত্র কিঞ্চিৎ পরশে।। ৫৫।।
এইরূপে নৃপগণ ভগ্নদর্প হঞা।
কেহ মৈল, কেহ গেল অপমান পাঞা।। ৫৬।।
এ-বোল শুনিঞা হরি পুরুষ-কেশরী।
ধনুকে টঙ্কার দিলা লীলায়ে করে ধরি'।। ৫৭।।
সকৃৎ দেখিয়া জলে ছাড়ে তীক্ষ্ণবাণ।
আকাশে কাটিয়া মৎস্য কৈল দুই খান।। ৫৮।।
দ্বিতীয়-প্রহর বেলা, অভিজিৎ-ক্ষণে।
কাটা গেল যদি মৎস্য গোবিন্দের বাণে।। ৫৯।।

আকাশমণ্ডলে বাজে দুন্দুভি-বাজন।
'জয় জয়' শবদ হৈল, পুষ্প-বরিষণ।। ৬০।।
তবে স্বয়ম্বরে মুঞি কৈলুঁ পরবেশ।
বিগলিত মল্লীমালা, বিলোলিত কেশ।। ৬১।।
রতন-মঞ্জীর, চারু, চরণে সিঞ্জিত।
উজ্জ্বল-কনক-মালা, কবরী-বিলসিত।। ৬২।।
কটিতটে পট্টবস্ত্র, পুরট-ভূষণ।
কিঞ্চিত হাস, মুদিত বদন।। ৬৩।।
হেন দিব্যবেশে মুঞি কৈলুঁ পরবেশ।
কুণ্ডল-মণ্ডিত গণ্ড, বিলোলিত কেশ।। ৬৪।।
ভুরুভঙ্গে নিরখিয়া নৃপতিমণ্ডল।
ধীরে ধীরে গেলা মুঞি প্রভুর গোচর।। ৬৫।।
রত্নমালা তুলিয়া প্রভুর দিল গলে।
দুন্দুভি বাজন হৈল আকাশমণ্ডলে।। ৬৬।।
শঙ্খ-ভেরী-মৃদঙ্গ-বাজন, কোলাহল।
নর্ত্তক-নর্ত্তকী নাচে, গীত মনোহর।। ৬৭।।
এইরূপে মুঞি যদি বরিল শ্রীহরি।
উঠিল নৃপতিগণ সহিতে না পারি'।। ৬৮।।
তবে কৃষ্ণ মোরে লঞা তুলি' নিজরথে।
তুলিয়া 'শারঙ্গ'-ধনু লৈল প্রভু হাতে।। ৬৯।।
চতুর্ভুজ হঞা মোরে দুই হাতে ধরি'।
দুই হাত দিয়া শর বরিষণ করি'।। ৭০।।
খেদাঞা নৃপতিগণ চলে যদুরায়।
সিংহ-দরশনে যেন হরিণ পলায়।। ৭১।।
সাজিয়া বেঢ়িল পথে কোন বীরগণ।
কুক্কুরে কেশরী যেন বেঢ়ে অকারণ।। ৭২।।
শারঙ্গ যুড়িয়া কৈলা শর-বরিষণ।
লীলায়ে সকল সৈন্য কৈল নিপাতন।। ৭৩।।
হস্ত-পদ কাটা গেল, কার নাক-কাণ।
রণ তেজি' গেল কেহ রাখিয়া পরাণ।। ৭৪।।
রিপু-সৈন্য নিবারিয়া প্রভু হৃষীকেশ।
দ্বারকামণ্ডলে তবে কৈলা পরবেশ।। ৭৫।।
বিতান-তোরণ জাল, ধ্বজ-ছত্র-বানা।
বিচিত্র-নির্ম্মাণ-পুরী বিবিধ-ভূষণা।। ৭৬।।
দ্বারকা প্রবেশ কৈলা ত্রিভুবনরায়।
পিতা মোর ভক্তিভাবে পূজিয়া পাঠায়।। ৭৭।।
মহামূল্য ধন দিল, দিব্য অলঙ্কার।
আসন, ভূষণ, শয্যা, নানা উপহার।। ৭৮।।
দাসীগণ দিল দিব্য ভূষণে ভূষিয়া।
রথ, গজ, ঘোড়া দিল রতনে খচিয়া।। ৭৯।।
অস্ত্র-শস্ত্র দিল, আর মহামূল্য ধন।
ভক্তিভাবে কৈল পিতা কৃষ্ণ-আরাধন।। ৮০।।
হেন পরিপূর্ণ হরি নিত্য-সুখানন্দ।
কহিতে প্রভুর গুণ কেবা পায় অন্ত ? ৮১
এই বর মাগোঁ সবে জন্মজন্মান্তরে।
গৃহদাসী হঞা যেন থাকোঁ নিরন্তরে।।' ৮২।।
ষোড়শ-সহস্র দেবী কি বোলে বচন।
'শুনহ, 'দ্রৌপদীদেবী' কহি বিবরণ।। ৮৩।।
আছিল 'নরক' রাজা জিনিয়া সংসার।
আমা-সভা হরিয়া আনিল দুরাচার।। ৮৪।।
ষোড়শ-সহস্র আমি-সব রাজকন্যা।
কুল-শীল-গুণবতী, সর্ব্বলোক-ধন্যা।। ৮৫।।
নরক বধিয়া হরি নিজপুরে আনি'।
ষোড়শ-সহস্র বিভা কৈলা চক্রপাণি।। ৮৬।।
স্বর্গভোগ, রাজ্যপদ, অশেষ সম্পদ্।
ব্রহ্মপদ না মাগিব, কিবা বিষ্ণুপদ।। ৮৭।।
সভে ওই চরণ-পঙ্কজে ধরি' আশা।
ভকতবৎসল প্রভু, সকলে ভরসা।।" ৮৮।।
ধীর-শিরোমণি শ্রীল-গদাধর জান।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস-গান।। ৮৯।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে
কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী-ত্র্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।। ৮৩।।

চতুরশীতিতম অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণগুণ শ্রবণে নরনারীগণের আনন্দ

(বসন্ত-রাগ)

"এতেক বচন শুনি' দ্রুপদনন্দিনী।
কুন্তী-আদি আর যত রাজার রমণী।। ১।।
গোপীগণ, আর যত কুলবতী নারী।
বিস্ময় ভাবিয়া রহে কৃষ্ণে মন ধরি'।। ২।।
এইরূপে নারীগণে নারীগণে মেলি'।
পুরুষে পুরুষে কথা হাস্যরস করি'।। ৩।।

শ্রীকৃষ্ণচরণপদ্ম-দর্শনার্থ মুনিগণের আগমন

হেনকালে মুনিগণ ভুবন পাবন।
কৃষ্ণ-দরশন-হেতু কৈল আগমন।। ৪।।
'বেদব্যাস', 'নারদ', 'চ্যবন' যোগেশ্বর।
'বিশ্বামিত্র', 'শতানন্দ', 'অসিত', 'দেবল'।। ৫।।
'বামদেব', 'ভরদ্বাজ', 'ভৃগুপতি রাম'।
'বশিষ্ঠ', 'গৌতম', 'ভৃগু', 'যাজ্ঞবল্ক্য' নাম।। ৬।।
'পুলস্ত্য', 'কশ্যপ', 'অত্রি', মুনি 'বৃহস্পতি'।
'মার্কণ্ডেয়', 'বীতিহোত্র'-আদি মহামতি।। ৭।।
'অগস্ত্য', 'অঙ্গিরা', মুনি 'সনকাদি' করি'।
কৃষ্ণ দেখিবারে গেলা মুনিগণে মেলি'।। ৮।।

শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম-যাদবাদিদ্বারা মুনিবৃন্দের পূজন

দেখিয়া সম্ভ্রমে লোক উঠিলা সকল।
যুধিষ্ঠির-আদি যত নৃপতিশেখর।। ৯।।
রামকৃষ্ণ, বসুদেব উঠিলা সত্বরে।
দণ্ড-পরণাম কৈলা চরণ-নিয়ড়ে।। ১০।।
পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়া, দিল সুগন্ধি-চন্দন।
ধূপ-দীপ দিয়া কৈল প্রদীপ-বন্দন।। ১১।।
আসনে বসাঞা হরি পূজিল বিধানে।
কহিতে লাগিলা কিছু বিনয়-বচনে।। ১২।।
'আমি সব ধন্য হৈলাঙ, সফল জনম।
মহাযোগেশ্বর-সহে হৈল দরশন।। ১৩।।

শ্রীকৃষ্ণের সাধুসেবা-মহিমা-কথন

সাধুজন-দরশন—দেবের দুর্লভ।
ভাগ্যে আজি ঘটে হেন অখিল-সম্পদ্।। ১৪।।
অল্পতপ আমি সব, অল্পবুদ্ধি ধরি।
স্বভাবে মানুষ-জাতি, অল্প-অধিকারী।। ১৫।।
প্রতিমাতে দেববুদ্ধি, নহে সাধুজনে।
মতিহীন আমি-সব সাধু-অবজ্ঞানে।। ১৬।।
জলময়—তীর্থ, দেব—ধাতু-শিলাময়।
এ-সবে পবিত্র করে, কিন্তু শীঘ্র নয়।। ১৭।।
দরশন-মাত্রে করে সাধুজনে ত্রাণ।
দেব-তীর্থ-ফল নহে মহান্ত সমান।। ১৮।।
অগ্নি, সূর্য্য, শশধর, আকাশ, পবন।
জল, ভূমি, বাক্য, মন, গ্রহ সূক্ষ্মগণ।। ১৯।।
এ-সব সেবিলে নহে দুরিত সঞ্চয়।
কিন্তু ভেদ-বুদ্ধি করি' করে পাপক্ষয়।। ২০।।
তিলেক মহান্ত-সেবা যদি মাত্র করে।
অশেষ দুরিত-দুঃখ সেইক্ষণে হরে।। ২১।।
যা'র আত্মবুদ্ধি হয় মৃত-কলেবরে।
বাত, পিত্ত, শ্লেষ্মা—তিন ধাতুমাত্র ধরে।। ২২।।
পুত্র-মিত্র-কলত্র আপন করি' মানে।
মৃন্ময়ী প্রতিমা 'দেব'—এইমাত্র জানে।। ২৩।।
জলে মাত্র তীর্থ-বুদ্ধি, নাহি সাধুজনে।
এ-সব গোখর, কিবা গদর্ভ-সমানে।।' ২৪।।
কৃষ্ণের বচন শুনি' মহামুনিগণ।
নিঃশবদে রহে সবে, বুদ্ধি হৈল ভ্রম।। ২৫।।

মুনিবৃন্দের শ্রীকৃষ্ণস্তুতি

চিত্ত বিমরিষ করি, রহে মুনিগণে।
হেন অদভুত নাহি দেখি ত্রিভুবনে।। ২৬।।
ত্রিজগত-গুরু হরি, দেব-শিরোমণি।
লোক বুঝাইতে প্রভু বোলে হেন বাণী।। ২৭।।
আমি-সব বিমোহিত যাঁর মায়াজালে।
মহাযোগেশ্বর হঞা ভ্রময়ে সংসারে।। ২৮।।
আপনা আচ্ছাদে প্রভু নরলীলা করি'।
তাঁ'র মায়া ত্রিভুবনে কে বুঝিতে পারি? ২৯
আপনে আপনা সৃজে, করয়ে সংহার।
আপনে পালন হরি করে আপনার।। ৩০।।

এক হরি বহুরূপ, ধরে নানা নাম।
সর্ব্বজীবে বৈসে প্রভু, সর্ব্বত্র সমান।। ৩১।।
মাটির নির্ম্মিত ঘট নানা-পরকার।
ঘট-পট সত্য নহে, মাটিমাত্র সার।। ৩২।।
লোক-বিড়ম্বন-হেতু নরলীলা করে।
কপট-মানুষ-মায়া কে বুঝিতে পারে? ৩৩
সম্প্রতি ভকতজন-প্রতিকার হেতু।
অপার-সংসারসিন্ধু-পরিত্রাণ-সেতু।। ৩৪।।
পুরুষ-পুরাণ-তুমি, নরলীলা ধর।
বেদপথ-রক্ষা-হেতু দ্বিজভক্তি কর।। ৩৫।।
তোমার হৃদয়ে বেদ তপোযোগ-ময়।
বেদমুখে শুভাশুভ এ সব নির্ণয়।। ৩৬।।
হেন বেদ ব্রাহ্মণের মুখে উতপতি।
তে-কারণে কর তুমি ব্রাহ্মণ-ভকতি।। ৩৭।।
সফল জনম আজি, সফল জীবন।
সফল সমাধি-যোগ, সফল নয়ন।। ৩৮।।
কুল, শীল আজি সে সফল, তপ জ্ঞান।
সর্ব্বসিদ্ধি হৈল আজি পরিপূর্ণ কাম।। ৩৯।।
নমো নমো, গোবিন্দ, মাধব, দামোদর।
নমো নমো, দেবদেব কৃষ্ণ, যোগেশ্বর।। ৪০।।
আপনা মায়ায় তুমি আচ্ছাদ আপনা।
নিগম-নিগূঢ় তুমি, আপনার সীমা।। ৪১।।
এ-সব নৃপতিগণে তোমা' নাহি জানে।
আছুক আনের কাজ, এই যদুগণে।।। ৪২।।
একত্রে বসতি, বাস, শয়ন, ভোজন।
তভু তত্ত্ব না জানিল যদু-বৃষ্ণিগণ।। ৪৩।।
হেন মায়া জান তুমি, প্রকৃতির পর।
তোমার মায়ায়ে, নাথ, বঞ্চিত সকল।। ৪৪।।
আজি চরণারবিন্দ হৈল দরশন।
যোগীর চিন্তিত পদ, অঘ-বিনাশন।। ৪৫।।
সর্ব্বতীর্থ-তীর্থ, সনকাদি-সুখানন্দ।
বিনিহত ভকত-দুরিত-দুঃখবন্ধ।। ৪৬।।
জ্ঞানময় প্রভু তুমি, জ্ঞানে সব দেখ।
তোমার ভকত করি' আমা'-সভা রাখ।।' ৪৭।।

এতেক বচন বলি' মহামুনিগণে।
স্তুতি, ভক্তি, প্রণাম করিয়া ভগবানে।। ৪৮।।
যুধিষ্ঠির-আদি সম্ভাষিয়া জনে জনে।
চলিতে উদ্যম কৈলা মহামুনিগণে।। ৪৯।।

মুনিবৃন্দ-নিকটে শ্রীবসুদেবের কর্মবন্ধন নাশের উপায় জিজ্ঞাসা

তা' দেখিয়া বসুদেব মহা-মতিমান্।
মুনিগণ-চরণে করিয়া পরণাম।। ৫০।।
করযোড় করি' বোলে বিনয়-বচনে।
'নমো নমো, মুনিগণ করোঁ নিবেদনে।। ৫১।।
কর্ম্ম-হ'নে কর্ম্মনাশ কোন্ মতে হয়?
হেন উপদেশ মোরে দেহ মহাশয়।।' ৫২।।

শ্রীনারদের উক্তি

বসুদেব-বচন শুনিঞা মুনিগণে।
ভুরুভঙ্গে নিরখিয়া হাসে মনে-মনে।। ৫৩।।
নারদ কহিল তবে,—'এ কোন্ বিস্ময়?
ভাল জিজ্ঞাসিলা বসুদেব মহাশয়।। ৫৪।।
পুত্রবুদ্ধি বসুদেব করে নারায়ণে।
তে-কারণে জিজ্ঞাসিলা আমা-সভা-স্থানে।। ৫৫।।
নিকটে থাকিলে লোকে করে অনাদর।
দূরতীর্থে যায় যেন তেজি' গঙ্গাজল।। ৫৬।।
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ে যাঁহার নাহি ধ্বংস।
নির্গুণ, পরমানন্দ, নিত্য, পরমহংস।। ৫৭।।
হেন প্রভু ধরেন মায়ায় নরলীলা।
মায়ায়ে মানুষ-বেশে করে নানা-খেলা।। ৫৮।।
বসুদেবে কি তাঁ'র বুঝিব অনুভাব?
আমি-সব হই' যাঁ'র না বুঝি স্বভাব।। ৫৯।।

শ্রীকৃষ্ণারাধনা-দ্বারাই কর্মবন্ধন নাশ হয়

এতেক বচন বলি' যত মহামুনি।
বসুদেব সম্ভাষিয়া বলে কোন বাণী।। ৬০।।
'ভাল, বসুদেব, তুমি মনে কৈলে সার।
কর্ম্ম-হ'নে কর্ম্মবন্ধ খণ্ডিব তোমার।। ৬১।।

যজ্ঞ-দান করি' কর কৃষ্ণ-আরাধন।
সর্ব্বকর্ম্ম করি' দেবদেবে সমর্পণ।। ৬২।।
বিনি কর্ম্ম কৈলে, নহে চিত্তের সন্তোষ।
বিনি কৃষ্ণ-সমর্পণে না হয় নির্দোষ।। ৬৩।।
এই সে উত্তম পথ, গৃহস্থের ধর্ম্ম।
শ্রদ্ধাযুক্ত হৈয়া কর যজ্ঞ-দান-কর্ম্ম।। ৬৪।।
ন্যায়-উপার্জ্জিত বিত্ত করি' সমর্পণ।
শ্রদ্ধা-ভক্তি করিয়া ভজিব নারায়ণ।। ৬৫।।
যজ্ঞ-দান করি' বিত্ত-আশা দূর করি'।
গৃহবাসে, পুত্র-দারে আশা পরিহরি'।। ৬৬।।
ভোগ পরিহরি', স্বর্গ-সুখভোগ-আশ।
বুধজনে এইরূপে করে কর্ম্ম-নাশ।। ৬৭।।
জনকাদি মহাজন আছিল সংসারে।
কত কত যজ্ঞদান কৈল ক্ষিতিতলে।। ৬৮।।
পাছে কর্ম্ম তেজি' তাঁরা গেলা তপোবনে।
বসুদেব ভাল তুমি যুক্তি কৈলে মনে।। ৬৯।।
তিন ঋণ লঞা হয়ে বিপ্রের জনম।
দেব-ঋষি-পিতৃ-ঋণ এ তিন বন্ধন।। ৭০।।
যজ্ঞ করি' দেব-ঋণ শুধিব ব্রাহ্মণ।
বেদ পড়ি' ঋষি-ঋণ করিব খণ্ডন।। ৭১।।
পুত্র জন্মাইঞা শুধি পিতৃগণ ধার।
নহে, তিন-ঋণে বিপ্র না পায় নিস্তার।। ৭২।।
তুমি তা'র দুই ঋণ পূরবে শুধিলে।
ঋষি-ঋণে পিতৃ-ঋণে, পরিত্রাণ পাইলে।। ৭৩।।
দেব-ঋণ শোধ' তুমি মহাযজ্ঞ করি'।
তবে, বসুদেব, তুমি হেলে যা'বে তরি'।। ৭৪।।
ধন্য তুমি, বসুদেব, সফল জীবন।
জগত-ঈশ্বর পুত্র হৈলা নারায়ণ।।' ৭৫।।

শ্রীবসুদেবের যজ্ঞানুষ্ঠান

মুনিগণ-বচন শুনিঞা মহাশয়।
বসুদেব আনন্দিত, প্রসন্ন-হৃদয়।। ৭৬।।
মুনিগণ চরণে করিয়া পরণতি।
বিনয়-ভকতি করি' পূজে মহামতি।। ৭৭।।
বিধি-অনুসারে কৈল ব্রাহ্মণ-বরণ।
মহাধন, ধেনু দিল, বসন-ভূষণ।। ৭৮।।
তবে যজ্ঞ-অনুবন্ধ করি, শুভক্ষণে।
যজ্ঞ করে মুনিগণ উত্তম-বিধানে।। ৭৯।।
যজায় ব্রাহ্মণগণ বিধি-অনুসারে।
যজ্ঞ করে বসুদেব আনন্দ-মঙ্গলে।। ৮০।।
নর-নারী বিরাজিত বসন-ভূষণে।
বিবিধ কুসুমমালা, সুগন্ধি-চন্দনে।। ৮১।।
রাজগণ হেম-মণি-ভূষণে ভূষিত।
কস্তুরী-কুঙ্কুম-গন্ধ, চন্দনে চর্চিত।। ৮২।।
রাজমহিষীগণ মুদিত বদন।
দিব্যমণি-অলঙ্কৃত বসন-ভূষণ।। ৮৩।।
শঙ্খ-ভেরী-মৃদঙ্গ-বাজন সুমঙ্গল।
নর্তক-নতকীগণ-নৃত্য মনোহর।। ৮৪।।
সূত-মাগধে স্তুতি করে সুললিত।
গন্ধর্ব্ব-কিন্নরে গায়ে সুমধুর গীত।। ৮৫।।
তবে বসুদেব মহা-অভিষেক করি'।
নয়নে অঞ্জন, পীত পরিধান ধরি'।। ৮৬।।
অঙ্গে পরে হেমমণি, দিব্য-অলঙ্কার।
করয়ে রমণীগণ মঙ্গল-আচার।। ৮৭।।
অষ্টাদশ-পত্নী-মাঝে শোভে মহাশয়।
তারকামণ্ডলে যেন চান্দের উদয়।। ৮৮।।
দুকূল, বলয়, হার, কুণ্ডল, নূপুর।
অলঙ্কৃত নরনারী, মঙ্গল প্রচুর।। ৮৯।।
পীতবাস পরিধান, যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ।
যজ্ঞ-ঘরে বিরাজিত, দীপ্ত হুতাশন।। ৯০।।

শ্রীবসুদেবের যজ্ঞের পূর্ণাপ্তি ও দান

রাম-কৃষ্ণ দুই ভাই নিজ-জন-সঙ্গে।
বিহরে জীবনানন্দ নানারস-রঙ্গে।। ৯১।।
যজ্ঞপূর্ণ কৈল যদি যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণে।
পূর্ণা দিল বসুদেব হরষিত মনে।। ৯২।।
বিবিধ-দক্ষিণা দিয়া পূজিলা ব্রাহ্মণ।
গো, ভূমি, কাঞ্চন, কন্যা, দিলা মহাধন।। ৯৩।।

অভিষেক-স্নান কৈল যজ্ঞশেষ-জলে।
'রামহ্রদে' স্নান কৈল বিধি-অনুসারে।। ৯৪।।
মুনিগণে দিল বস্ত্র, নানা-অলঙ্কার।
সর্ব্বলোক পূজা কৈল, পতিত চণ্ডাল।। ৯৫।।
কুক্কুর পর্য্যন্ত পূজা কৈল অন্ন-পানে।
সর্ব্বলোক পূজা কৈল বসন-ভূষণে।। ৯৬।।
বিদর্ভ, কোশল, কুরু, কেকয়, সৃঞ্জয়।
পাঠায় সকল লোকে করিয়া বিনয়।। ৯৭।।
সুর-মুনি-পিতৃগণ গন্ধর্ব্ব-চারণ।
যজ্ঞ প্রশংসিয়া গেলা আপন ভবন।। ৯৮।।
ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর, গান্ধারী।
কর্ণ, দুর্য্যোধন-আদি যত নর-নারী।। ৯৯।।
যুধিষ্ঠির-আদি করি' পঞ্চ-সহোদর।
কুন্তী-আদি করি' যত পুরনারী-নর।। ১০০।।
আপনে নারদ, ব্যাস-আদি মুনিগণ।
জ্ঞাতি, বন্ধু-বান্ধব, সুহৃদ্, পরিজন।। ১০১।।
এ-সবে চলিলা যজ্ঞ করিয়া প্রশংসা।
প্রেম-আলিঙ্গন দিয়া করিয়া সম্ভাষা।। ১০২।।

শ্রীবসুদেবের প্রগাঢ় প্রীতিতে শ্রীনন্দমহারাজাদির
তিন মাস কুরুক্ষেত্রে অবস্থান

কিন্তু নন্দ-আদি যত গোপগোপীগণ।
পূজিয়া রাখিল পূর্ব্ব পীরিতি-কারণ।। ১০৩।।
বসুদেব মহামতি, পরম-উদার।
যজ্ঞ করি' হৈলা কর্ম্ম-সাগরের পার।। ১০৪।।
বন্ধুগণ-সহে গেলা নন্দ-সন্নিধানে।
করে ধরি' বোলে কিছু বিনয়-বচনে।। ১০৫।।
'শুন শুন, ভাই নন্দ, ঈশ্বর-নির্ম্মিত।
স্নেহপাশে সর্ব্বলোক আছে নিয়োজিত।। ১০৬।।
আছুক আনের কাজ, মহামুনিগণে।
স্নেহ-দড়ি ছিণ্ডিতে না পারে কোন-জনে।। ১০৭।।
তুমি যত কৈলে, ভাই, পূরবে মিতালী।
ত্রিভুবন দিলে, তাহা শুধিতে না পারি।। ১০৮।।
পূরবে না ছিলুঁ আমি কুশল কল্যাণে।
সম্ভাষিতে তোমা' না পারিল তে কারণে।। ১০৯।।
সম্প্রতি শ্রীমদে অন্ধ এ-দুই নয়ন।
তে-কারণে নাহি করি বান্ধব-সেবন।। ১১০।।
এ-ধন-সম্পদ্ যদি হয় সাধুজনে।
শ্রীমদেতে মত্ত হঞা না দেখে নয়নে।। ১১১।।
গুরু-দ্বিজ, নিজ জন নয়নে না চায়।
কভু জানি শ্রী-মদ বা মহাজনে পায়!' ১১২
এ-বোল বলিতে বসুদেব-মহাশয়।
প্রেমে পুলকিত অঙ্গ, শিথিল হৃদয়।। ১১৩।।
স্মঙরি পূরব গুণ কান্দে উচ্চস্বরে।
অন্যোহন্যে মজিল দোঁহে প্রেমসিন্ধুজলে।। ১১৪।।
এইরূপে রহে নন্দ কৃষ্ণে প্রেম ধরি'।
তিনমাস গোঁঙাইল আজি-কালি করি'।। ১১৫।।
রাম-কৃষ্ণ-বসুদেব করিয়া আশ্বাস।
আজি-কালি করিয়া রাখিল তিনমাস।। ১১৬।।

সকলের স্ব-স্ব-স্থানে গমন

বহুমূল্য ধন দিল, বসন-ভূষণ।
দিব্য পরিচ্ছদ দিল, দিব্য আভরণ।। ১১৭।।
বহুবিধ ভেট দিল, শকটে পূরিয়া।
আগুবাড়ি' থইল নন্দে বিনয় করিয়া।।১১৮।।
মন নিয়োজিয়া কৃষ্ণ চরণ-কমলে।
গোপগোপী লঞা নন্দ চলিলা গোকুলে।।১১৯।।
বরিষা-সময় আসি' দিল দরশন।
বসুদেব-আদি যত যদু-বৃষ্ণিগণ।।১২০।।
চলিলা দ্বারকাপুরে রাম-কৃষ্ণ লঞা।
কহিল সকল কথা নিজপুরে গিয়া।।১২১।।
তীর্থযাত্রা, বন্ধুগণ-দরশন-কথা।
যজ্ঞ-মহোৎসব, রাম-কৃষ্ণ গুণ-গাথা।।১২২।।
কহিল এ-সব কথা সব পুরজনে।
আনন্দিত হৈল লোক অদ্ভুত শ্রবণে।।"১২৩।।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস বাণী।
তীর্থযাত্রা, পুণ্যকথা, প্রেমতরঙ্গিণী।।১২৪।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী-চতুরশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।। ৮৪।।

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায়

শ্রীবাসদেব-দেবকীকে শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের প্রণাম

(ভাটিয়ারী-রাগ)

শুকমুনি বলে,—“রাজা, শুন সাবধানে।
আর এক অদভুত কহিব এখনে।।১।।
একদিন রাম-কৃষ্ণ দুই সহোদর।
প্রণাম করিতে গেলা বাপের গোচর।।২।।
প্রণাম করিয়া বাপ-মায়ের চরণে।
কর জুড়ি' দুই ভাই রহে বিদ্যমানে।।৩।।

শ্রীবসুদেবের শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম-স্তুতি

রামকৃষ্ণ-তত্ত্ব মুনিমুখে শুনি'।
পুত্র দেখি' বসুদেব বলে কোন বাণী।।৪।।
'কৃষ্ণ কৃষ্ণ, মহাযোগেশ্বর, সনাতন।
হে রাম' ধরণীধর, সহস্র-বদন।।৫।।
তুমি কর্তা, তুমি কর্ম, তুমি সম্প্রদান।
তুমি হেতু, সর্ব্বাধার, তুমি উপাদান।।৬।।
দেখি, শুনি যত কিছু, তুমি সর্ব্বময়।
তুমি-বিনে, বিশ্বনাথ, আর কিছু নয়।।৭।।
আপনে প্রবেশ করি' আপনাতে থাক।
প্রাণময় হৈয়া তুমি সর্ব্বজীব রাখ।।৮।।
কারণ-কারণ তুমি, কারণ-শকতি।
তোমা-বিনে সব যত, নাহি কা'র গতি।।৯।।
তুমি সে সূর্য্যের তেজ, আগুনের প্রভা।
তুমি সে চন্দ্রের কান্তি, নক্ষত্রের আভা।।১০।।
পৃথিবীর ধৈর্য্য-স্থৈর্য্য, তুমি গন্ধ-গুণ।
জলের তর্পণ-শক্তি, তুমি সে বরুণ।। ১১।।
পবনের গতি-শক্তি, তুমি তেজোবল।
দশদিগ্ অবকাশ, আকাশমণ্ডল।। ১২।।
তুমি নাদ, তুমি বর্ণ, তুমি সে ওঙ্কার।
আকৃতি-প্রকৃতি তুমি, জীবের আধার।। ১৩।।
সকল ইন্দ্রিয় তুমি, ইন্দ্রিয়-শকতি।
তুমি জ্ঞান, তুমি বুদ্ধি, তুমি জীবস্মৃতি।। ১৪।।
তুমি দৈব-প্রকৃতি, ত্রিবিধ অহঙ্কার।
অসত্য এ-সব যত, তুমি সবে সার।। ১৫।।
সত্ত্ব-রজ-তম তুমি, ত্রিগুণ-জনিত।
তোমার মায়ায়ে, নাথ, সকল কল্পিত।। ১৬।।
তুমি সত্য মাত্র প্রভু, এ-সব বিকার।
তোমা-বিনে যত দেখি, সকল অসার।। ১৭।।
এই তত্ত্ব না জানিয়া এ-লোক বঞ্চিত।
গতাগত, দুঃখভোগ করে সুসঞ্চিত।। ১৮।।
দুর্লভ মানুষ-জন্ম পাঞা ভাগ্যবশে।
'মুঞি, মোর' বলিয়া মজয়ে গৃহবাসে।। ১৯।।
স্নেহপাশে বদ্ধ হ'য়ে পাঞা সুত-দার।
আপনে বঞ্চিত হয়ে, না ঘুচে সংসার।। ২০।।
তুমি দোঁহে পুত্র নহ, পুরুষ পুরাণ।
তুমি রাম, তুমি কৃষ্ণ, নিত্য ভগবান্।। ২১।।
পৃথ্বীর হরিতে ভার কৈলে অবতার।
মানুষ-লীলায় কর বিচিত্র-বিহার।। ২২।।
তোমার পদারবিন্দে লইলুঁ শরণ।
প্রপন্নজনের ভবদুঃখ-বিমোচন।। ২৩।।
তোমাতে মানুষ-বুদ্ধি অপত্য-গেয়ানে।
মুঞি ত' বঞ্চিত হৈলুঁ অসত্য-ধেয়ানে।। ২৪।।
সূতিগৃহে তুমি, নাথ, কহিলে সকল।
যুগে যুগে ধর তুমি দিব্য কলেবর।। ২৫।।
নিজ-ধর্ম্ম রক্ষা কর নানা-মূর্ত্তি ধরি'।
তোমার মায়ায়ে তাহা রহিলুঁ পাসরি'।। ২৬।।

শ্রীবসুদেবকে শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্বোপদেশ

বাপের বচন শুনি' প্রভু নারায়ণে।
কহিতে লাগিলা কিছু বিনয়-বিধানে।। ২৭।।
তুমি যে কহিলে, বাপ, সে নহে অন্যথা।
পুত্র উদ্দেশিয়া তুমি কহ তত্ত্বকথা।। ২৮।।
আমি, তুমি, এ-সব দ্বারকাবাসীগণ।
বিচারিয়া বুঝি যদি—সব নারায়ণ।। ২৯।।
নির্লেপ নির্গুণ আত্মা, প্রকাশস্বরূপ।
এক আত্মা নানা-ভেদে দেখি নানারূপ।। ৩০।।
যেন জ্যোতি, ভূমি, জল, পবন, আকাশ।
নানা-ভেদে দেখি যেন নানা-পরকাশ।। ৩১।।

এতেক বচন যদি বলিলা শ্রীহরি।
তবে বসুদেব রহে চিত্ত স্থির করি'।। ৩২।।

মৃত পুত্রগণকে আনয়ণার্থ শ্রীকৃষ্ণনিকটে
শ্রীদেবকীর প্রার্থনা

দৈবকী আসিঞা তবে পুত্র-সন্নিধানে।
পুত্রের মহিমা শুনি' কহে বিদ্যমানে।। ৩৩।।
'যমঘর হৈতে দিলে গুরুপুত্র আনি'।
পুত্রের প্রভাব দেখি' কি বোলে জননী।। ৩৪।।
কান্দিতে লাগিলা দেবী পুত্র-সোঙরণে।
কান্দিতে কান্দিতে বলে অঝোর-নয়নে।। ৩৫।।
'রাম রাম' কৃষ্ণ, যোগেশ্বর, দামোদর।
অনাদি পুরুষ তুমি, দেব-দেবেশ্বর।। ৩৬।।
ধর্ম্ম-সংস্থাপন-হেতু কৈলে অবতার।
পাষণ্ড খণ্ডন করি' হরিলে ভূ-ভার।। ৩৭।।
যাঁ'র অংশ-অংশে করে উৎপত্তি-প্রলয়।
যাঁ'র ইচ্ছামাত্রে কোটি ব্রহ্মাণ্ড-উদয়।। ৩৮।।
গুরুপুত্র আনি' দিলে গুরুর দক্ষিণা।
মুঞি বড় বেয়াকুলী ছয়-পুত্রহীনা।। ৩৯।।
ছয়-পুত্র কংস মোর কৈল নিপাতন।
আনিঞা দেখাহ মোরে, কমললোচন।।' ৪০।।

শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের বলিরাজ-পুরে প্রবেশ

এতেক বচন যদি বলিলা জননী।
সুতলে প্রবেশ কৈলা রাম-চক্রপাণি।। ৪১।।
যোগবলে প্রবেশিল সুতল-বিবরে।
দুই ভাই উত্তরিলা বলির মন্দিরে।। ৪২।।
রাম-কৃষ্ণে নিকটে দেখিয়া দৈত্যেশ্বর।
সভাসদে বলি-রাজা উঠিলা সত্তর।। ৪৩।।
সগণে চরণে কৈল দণ্ড পরণাম।
পুলকে পূরিল তনু, ভয়ে কম্পমান।। ৪৪।।
নয়নে গলয়ে নীর শিথিল অন্তর।
পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়া বলি পূজিল সত্তর।। ৪৫।।
চরণ পাখালে বলি পুণ্য-গন্ধজলে।
পূজিয়া বসায় বলি আসন-উপরে।। ৪৬।।
সগণে সবংশে বলি শিরের উপর।
আব্রহ্ম-পাবন পুণ্য ধরে পদজল।। ৪৭।।
মহাধন আভরণ-বসন-ভূষণে।
ধূপ দীপ দিয়া পূজে অমৃত-ভোজনে।। ৪৮।।
সুগন্ধ চন্দন দিব্য অঙ্গে বিলেপন।
বিবিধ-কুসুমমালা তাম্বূল-অর্পণ।। ৪৯।।
চিত্ত-বিত্ত সমর্পিয়া প্রভুর চরণে।
হৃদয়ে ধরিয়া বলি করে নিবেদনে।। ৫০।।
নয়নে আনন্দ জল, পুলকিত অঙ্গ।
আকুল হৃদয়, গদগদ, স্বর-ভঙ্গ।। ৫১।।

শ্রীবলিমহারাজের শ্রীকৃষ্ণস্তব

'নমো নমো, নারায়ণ, রাম-হৃষীকেশ।
নমো যোগময়, যোগনিধান, যোগেশ।। ৫২।।
যোগীর দুর্লভ যাঁর পদ-দরশন।
হেন প্রভু মোর ভাগ্যে হৈল উপসন্ন।। ৫৩।।
দৈত্যজাতি আমি-সব তমোগুণ ধরি।
দেখিল পদারবিন্দ কোন্ তপ করি।। ৫৪।।
দৈত্য, দানব, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর।
যক্ষ, রক্ষ, পিশাচ, প্রমথ, নিশাচর।। ৫৫।।
বৈরি-ভাব আমি-সব ধরি নিরন্তর।
তথাপি না কর তুমি কভু নিজ-পর।। ৫৬।।
কেহো বৈরি ভাবে ভজে, কেহো ভক্তি করি'।
কেহো কামভাবে ভজে কাম আশা ধরি'।। ৫৭।।
কিন্তু ক্রোধে অসুর যেরূপে তরি' যায়।
সত্ত্বময় দেব হৈয়া সে গতি না পায়।। ৫৮।।
না বুঝে তোমার মায়া মহাযোগিগণে।
কি, নাথ, বুঝিব আমি কুযোনি-জনমে? ৫৯
প্রসীদ, কমলাকান্ত, অকিঞ্চন-ধন।
জগত-বন্দিতগণ-বন্দিত-চরণ।। ৬০।।
গৃহ-অন্ধকূপ তেজি' রহোঁ তরুতলে।
অকিঞ্চন হঞা যেন ভজোঁ নিরন্তরে।। ৬১।।
ভকত-সমাজে কিবা নিরন্তর রহি'।
তোমার নির্ম্মল যশোমাত্র যেন কহি।। ৬২।।

এই কৃপা কর, নাথ, যদি কর দয়া।
এ সব সম্পদ্ মোর হর দেবমায়া।।' ৬৩।।

শ্রীদেবকীর মৃত পুত্রগণের বিবরণ

বলির বচন শুনি দৈবকীনন্দন।
কহিতে লাগিলা তবে পূর্ব্ব-বিবরণ।। ৬৪।।
'আছিল মরীচি মুনি ব্রহ্মার কুমার।
'উর্ণা'-নামে এক ভার্য্যা আছিল তাঁহার।। ৬৫।।
ছয়-পুত্র জনমিল আদি-মন্বন্তরে।
ব্রহ্মা দেখিবারে গেলা ছয় সহোদরে।। ৬৬।।
দেখে—ব্রহ্মা হঞা, কন্যা করে বিলঙ্ঘনে।
তা' দেখিয়া উপহাস কৈল ছয় জনে।। ৬৭।।
ব্রহ্মশাপে হৈল তা'রা অসুর-জনম।
হিরণ্যকশিপু-পুত্র হৈল ছয় জন।। ৬৮।।
যোগমায়া আনি' দিল দৈবকী উদরে।
কংসাসুর মারিয়া ফেলিল বারে বারে।। ৬৯।।
সেই ছয়-শিশু আছে নিকটে তোমার।
শোকেতে ব্যাকুলী মাতা দেখিতে কুমার।। ৭০।।
তে-কারণে আমার হেথাতে আগমন।
ছয়-শিশু লইব আমি দ্বারকাভুবন।। ৭১।।
সে ছয়-শিশুর হৈব শাপ-বিমোচন।
মায়ের করিতে চাহি শোক-নিবারণ।। ৭২।।
সে ছয়-জনের হৈব বিপদ্-বিনাশ।
আমার প্রসাদে হৈব বিষ্ণুপদে বাস।।' ৭৩।।

শ্রীদেবকীকে শ্রীকৃষ্ণের ছয় পুত্রদান

এতেক বচন বলি' দেব দামোদর।
ছয় পুত্র দিল লঞা মায়ের গোচর।। ৭৪।।
দেখিয়া দৈবকীদেবী দিল আলিঙ্গন।
মুখ নিরখিয়া করে বদন চুম্বন।। ৭৫।।
প্রেমে পুলকিত অঙ্গ, গলে পয়োধর।
স্তন পিয়াইল মাতা, কম্পিত অন্তর।। ৭৬।।
মায়ায় মোহিতা হৈলা কৃষ্ণের জননী।
কে বুঝিবে কৃষ্ণমায়া যোগীন্দ্রমোহিনী? ৭৭

শ্রীদেবকীর কৃষ্ণ-পান-শেষ-স্তন-পানে ৬ পুত্রের বৈকুণ্ঠ-লাভ

কৃষ্ণ-পান-শেষ-স্তন অমৃত-সমান।
হেন স্তন শিশুগণ কৈল সুধা-পান।। ৭৮।।
তত্ত্বজ্ঞান জনমিল কৃষ্ণ-পরশনে।
প্রণাম করিয়া তা'রা কৃষ্ণের চরণে।। ৭৯।।
বসুদেব দৈবকীর বন্দিল চরণ।
বলভদ্রের পাদপদ্ম করিয়া বন্দন।। ৮০।।
বৈকুণ্ঠে চলিল তা'রা সর্ব্বলোক দেখে।
বিস্ময় ভাবিয়া লোক মনে পাইল সুখে।। ৮১।।
দেখিয়া দৈবকীদেবী ভাবিল বিস্ময়।
হেন অদভুত কর্ম্ম করে কৃপাময়।। ৮২।।
অশেষ-দুরিত হর, জগত পবিত্র।
ভকত-শ্রবণপূর মুকুন্দ-চরিত্র।। ৮৩।।
ব্যাসপুত্র-বিরচিত, অমৃত-শ্রবণ।
যেবা শুনে, শুনায়, যে করায় স্মরণ।। ৮৪।।
কৃষ্ণে চিত্ত হয় তা'র বিষ্ণুপদে গতি।"
ভাগবত-আচার্য্যের মধুর-ভারতী।। ৮৫।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী-পঞ্চাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।। ৮৫।।

ষড়শীতিতম অধ্যায়

শ্রীপরীক্ষিতের শ্রীসুভদ্রা বিবাহ-বিষয়ক প্রশ্ন

(শ্রী-রাগ)

তবে রাজা জিজ্ঞাসিলা মুনির চরণে।
"আর অদভুত কথা পুছিব এখনে।। ১।।
আছিলা সুভদ্রাদেবী কৃষ্ণের ভগিনী।
কিরূপে অর্জ্জুনে বিভা কৈল যশস্বিনী? ২

শ্রীঅর্জ্জুনকর্ত্তৃক শ্রীসুভদ্রাপহরণ-বিবরণ

পিতামহী আমার পরম-রূপবতী।
কিরূপে অর্জ্জুনে বিভা কৈল মহাসতী?" ৩
মুনি বলে,—"শুন, রাজা কহি বিবরণ।
যখনে অর্জ্জুন কৈল তীর্থ-পর্য্যটন।। ৪।।
পৃথিবী ভ্রমিয়া তেঁহো মিলিলা প্রভাসে।
লোকমুখে এই কথা শুনিল বিশেষে।। ৫।।
কৃষ্ণের ভগিনী আছে সুভদ্রা-সুন্দরী।
দুর্য্যোধনে বিভা দিব রাম-অধিকারী।। ৬।।
শুনিঞা সন্তোষ হৈল অর্জ্জুনের মনে।
ধরিয়া সন্ন্যাসবেষ চলিলা তখনে।। ৭।।
দ্বারকামণ্ডলে গেলা করিয়া সন্ন্যাস।
চারিমাস রহিলা করিয়া তীর্থবাস।। ৮।।
পুরজনে পূজা করে দেখিয়া সন্ন্যাসী।
অন্নপানে পূজা করে যত গৃহবাসী।। ৯।।
না জানিঞা বলরাম করে তা'র পূজা।
ভক্তিভাবে পূজে তা'রে দ্বারকার প্রজা।। ১০।।
একদিন বলভদ্র দিয়া নিমন্ত্রণ।
ঘরে আনি' ভিক্ষা দিয়া করায় ভোজন।। ১১।।
মন্দিরে দেখিয়া কন্যা অর্জ্জুন মোহিল।
কামে বিমোহিতচিত্ত চিন্তিতে লাগিল।। ১২।।
অর্জ্জুনে দেখিয়া কন্যা কামে বিমোহিতা।
কিঞ্চিত কুঞ্চিত ভুরুভঙ্গ সলজ্জিতা।। ১৩।।
দোঁহে দোঁহা ধেয়ান করয়ে নিরন্তর।
দোঁহার হৃদয় কাম-শরে জরজর।। ১৪।।
দৈবযোগে তীর্থযাত্রা হৈল পুণ্যকালে।
রথে চড়ি' গেলা কন্যা গড়ের বাহিরে।। ১৫।।
কৃষ্ণের ইঙ্গিত পাঞা অর্জ্জুন সুধীর।
রথে চড়ি' বাহিরে চলিলা মহাবীর।। ১৬।।
হরিয়া তুলিলা কন্যা রথের উপরে।
ধনুকে টঙ্কার দিয়া চলে ধনুর্দ্ধরে।। ১৭।।
বীরগণে চারি পাশে বেড়িল সত্বরে।
খেদিয়া সকল বীরে যায় একেশ্বরে।। ১৮।।
সিংহ যেন মৃগগণ-মাঝে হরে ভাগ।
কন্যা হরি' যায় বীর অতুলপ্রতাপ।। ১৯।।

শ্রীবলরামের ক্রোধ ও শ্রীকৃষ্ণের সান্ত্বনা দান

শুনিঞা কুপিলা রাম দীপ্ত-হুতাশন।
সান্ত্বিয়া রাখিলা কৃষ্ণ ধরিয়া চরণ।। ২০।।
যৌতুক পাঠাঞা দিল বহুমূল্য ধন।
দিব্য পরিচ্ছদ, রথ, কুঞ্জর, বাহন।। ২১।।

শ্রীশ্রুতদেব-বহুলাশ্ব পূত চরিত

আর এক কথা কহি, শুন, পরীক্ষিত।
আছিল ব্রাহ্মণ এক উদার-চরিত।। ২২।।
গৃহাশ্রমে বৈসে বিপ্র, 'শ্রুতদেব' নাম।
শান্ত, দান্ত, অলম্পট, ভকতপ্রধান।। ২৩।।
মিথিলা-নগরে বৈসে চেষ্টা পরিহরি'।
যথালাভে তুষ্ট, রহে নিজ-কর্ম্ম করি'।। ২৪।।
দেহমাত্র ধারণ ধনের প্রয়োজন।
অধিক না লয়ে বিপ্র, তুষ্টি-পরায়ণ।। ২৫।।
আছিল রাজ্যের রাজা 'বহুলাশ্ব'-নাম।
সেইরূপ গুণ-শীল, ভকতপ্রধান।। ২৬।।
অহঙ্কার বিবর্জিত, শুদ্ধ-কলেবর।
কৃষ্ণ-কর্ম্ম-পরায়ণ, কৃষ্ণ-প্রিয়ঙ্কর।। ২৭।।

শ্রীকৃষ্ণের মুনিবৃন্দসহ মিথিলা-যাত্রা

দোঁহারে করিব কৃপা প্রভু গুণনিধি।
ডাকিয়া আনিল প্রভু 'দারুক' সারথি।। ২৮।।
'ঝাট করি' আন রথ করিয়া সাজন।'
সারথি আনিঞা রথ দিল ততক্ষণ।। ২৯।।
নারদাদি মুনিগণে নিজ রথে তুলি'।
রথে চড়ি' আপনে চলিলা বনমালী।। ৩০।।

বামদেব, বেদব্যাস, অত্রি, বৃহস্পতি।
নারদ, চ্যবন, কণ্ব, রাম মহামতি।। ৩১।।
মুনিগণে তুলি' লৈয়া রথের উপরে।
আপনে চলিলা হরি মিথিলা-নগরে।। ৩২।।
কুরু, ধন্ব, কঙ্ক, মৎস্য, পঞ্চাল, কোশল।
কুন্তি, মধু-আদি দেশ, কেকয়, জাঙ্গল।। ৩৩।।
তরিয়া আনর্ত-দেশ মিথিলাতে যায়।
পথে পথে আসিয়া সকল লোক চায়।। ৩৪।।
পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়া পূজে কৃষ্ণের চরণ।
ধন্য হৈল সব লোক, সব পুরজন।। ৩৫।।
দেশে দেশে পূজে লোক দিয়া উপহার।
বিবিধ-ভূষণ-বাস, বিবিধ-সম্ভার।। ৩৬।।
উদার-রুচির হাস, সরোজ-নয়ন।
বিলোল অলকাবলী, মুদিত বদন।। ৩৭।।
হরষিত নর-নারী শ্রীমুখ দেখিয়া।
সব লোকে যায় হরি কৃতার্থ করিয়া।। ৩৮।।
দুরিত-হরণ-যশ সর্ব্বলোক গায়।
নিজ-যশ শুনিতে কৌতুকে চলি' যায়।। ৩৯।।

মিথিলাবাসিগণ-কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণ-পূজা

মিথিলা নগরে তবে উঠিলা শ্রীহরি।
আনন্দিত হৈলা লোক, পুর-নরনারী।। ৪০।।
পাদ্য-অর্ঘ্য লঞা লোক হৈলা আগুয়ান।
ভূমিতে পড়িয়া কৈল দণ্ড-পরণাম।। ৪১।।
শিরে কর ধরিয়া দাণ্ডায় চারি-পাশে।
শ্রীমুখ দেখিয়া লোক পূরিল হরিষে।। ৪২।।

শ্রীশ্রুতদেব-বহুলাশ্বকর্ত্তৃক গণসহ শ্রীকৃষ্ণের নিমন্ত্রণ

'শ্রুতদেব', 'বহুলাশ্ব' পড়িয়া চরণে।
নিমন্ত্রণ কৈলা দোঁহে আতিথ্য-বিধানে।। ৪৩।।
প্রণত-কন্ধর হই' শিরে ধরি কর।
দ্বিজগণ লৈয়া, প্রভু, আইস মোর ঘর।।' ৪৪।।

দুইরূপে শ্রীকৃষ্ণের গণসহ ভক্তদ্বয়-গৃহে গমন

বুঝিয়া দোঁহার চিত্ত দৈবকীনন্দন।
চলিলা দোঁহার ঘরে লঞা মুনিগণ।। ৪৫।।
সব সৈন্য-পরিকর দুই রূপ করি'।
দুই ঘরে গেলা হরি দুই রূপ ধরি'।। ৪৬।।
দোঁহে না জানিলা প্রভু, গেলা দোঁহা-ঘরে।
মজিল দুহাঁর চিত্ত আনন্দ-সাগরে।। ৪৭।।

মহারাজ শ্রীবহুলাশ্বের শ্রীকৃষ্ণপূজা

আনিঞা জনক-রাজা কনক-আসনে।
বসাঞা পূজিল হরি আনন্দিত-মনে।। ৪৮।।
শিরের উপরি ধরি' করিয়া বন্দন।
পুণ্যজল দিয়া দুই পাখালে চরণ।। ৪৯।।
সবন্ধু-বান্ধবে রাজা শিরে জল ধরে।
আনন্দে ছিটায় জল এ-ঘর-দুয়ারে।। ৫০।।
গন্ধ-মাল্য-ধূপ-দীপ বসন ভূষণে।
কৃষ্ণপদ পূজে রাজা মধুর-বচনে।। ৫১।।
দিব্য-গন্ধ, বসন-ভূষণ, ধূপ-দীপে।
মুনিগণ-চরণ পূজিল একে একে।। ৫২।।
বুকের উপর ধরি কমল-চরণ।
ধীরে ধীরে করে রাজা পাদ-সংবাহন।। ৫৩।।
অঙ্গ পুলকিত রাজা, গদগদ-ভাষা।
কি বোলে নৃপতি-সিংহ করিয়া সম্ভাষা।। ৫৪।।
'সর্ব্বভূত আত্মা তুমি, সাক্ষী স্বপ্রকাশ।
নরবেশ ধরি' কর আনন্দ-বিলাস।। ৫৫।।
নিরবধি পদযুগ করি স্মঙরণ।
তে-কারণে পাদপদ্ম হৈল দরশন।। ৫৬।।
সত্য করিবারে চাহ আপনার বাণী।
তে-কারণে দরশন দিলে, চক্রপাণি।। ৫৭।।
'একান্ত-ভকত বিনে সহস্র বদন।
শঙ্কর, বিরিঞ্চি মোর নহে প্রিয়তম।। ৫৮।।
সেরূপ কমলাদেবী নহে প্রিয়তমা।
ভকতের সহ নহে কাহারো উপমা।।' ৫৯।।
সত্য করিবারে চাহ আপন বচন।
তে-কারণে তুমি, নাথ, দিলে দরশন।। ৬০।।
হেন দয়ানিধি তুমি, যে তোমাকে জানে।
সে জনে তোমাকে, নাথ, তেজিব কেমনে? ৬১

শান্ত, দান্ত, অকিঞ্চন ভকত দেখিয়া।
বশ হৈয়া থাক তুমি আপনারে দিয়া।। ৬২।।
যদুবংশে সম্প্রতি করিয়া অবতার।
দুরিত-দহন যশ কর পরচার।। ৬৩।।
নমো নমো, নারায়ণ, কৃষ্ণ, ভগবান্।
বৈকুণ্ঠ, মাধব, হরি, পুরুষ-পুরাণ।। ৬৪।।
কথোদিন মোর ঘরে রহ কৃপা করি'।
পদরজে মোর কুল পরিত্রাণ করি'।। ৬৫।।
মুনিগণ-সহে, প্রভু, রহ মোর ঘরে।
পবিত্র সকল কুল কর পদ-নীরে।।' ৬৬।।
ভৃত্যের বচন শুনি' ভকতবৎসল।
সগণে রহিলা হরি মিথিলা-নগর।। ৬৭।।

শ্রীশ্রুতদেবের শ্রীকৃষ্ণপূজা

'শ্রুতদেব' ঘরে যদি গেলেন শ্রীহরি।
ভূমিতে পড়িয়া বিপ্র পরণাম করি।। ৬৮।।
বসন ঢুলায় বিপ্র, নাচে বাহু তুলি'।
চরণে লোটায় বিপ্র 'হরি হরি' বলি'।। ৬৯।।
কুশের আসন বিপ্র আনিঞা ভেটায়।
তৃণ, ছাল পাতি' পাতি' সগণে বসায়।। ৭০।।
কমণ্ডুল ভরিয়া ব্রাহ্মণী দেই জল।
হরিষে পাখালে বিপ্র চরণযুগল।। ৭১।।
বন্ধু-বান্ধবে বিপ্র পদজল ধরে।
আনন্দে ছিটায় জল এ-ঘর-দুয়ারে।। ৭২।।
বিরজার মূল, জল, সুগন্ধি-মৃত্তিকা।
কোমল তুলসীদল, পদ্মের কর্ণিকা।। ৭৩।।
পুণ্যজল-নীরাজন করি' সমর্পণ।
ভক্তিভাবে করে বিপ্র কৃষ্ণ-আরাধন।। ৭৪।।
মনে চিন্তে বিপ্র—'মুনিঞ হেন সে বঞ্চিত।
গৃহ-অন্ধকূপে মুঞি কেবল পতিত।। ৭৫।।
সর্ব্বতীর্থাস্পদ যাঁ'র পাদ পদ্মধূলি।
তাঁ'র দরশন হয় কোন্ তপ করি'? ৭৬
মুনিগণ পদরজে তীর্থ-কোটি বৈসে।
কোন্ তপ করি' মুঞি লভিল সবংশে? ৭৭

তবে শ্রুতদেব বিপ্র সপুত্র বান্ধবে।
পাদ-সংবাহন বিপ্র করে ভক্তিভাবে।। ৭৮।।

শ্রীশ্রুতদেবের শ্রীকৃষ্ণস্তব

চিত্ত-সমাধানে কিছু করে নিবেদন।
'পরম পুরুষ তুমি, অনাদি-নিধন।। ৭৯।।
আজি দেখা দিলে তুমি, এই সত্য নহে।
যখনে সৃজিয়া তুমি প্রবেশিলে দেহে।। ৮০।।
তখন তোমার সহে হয় দরশন।
মায়ায়ে মোহিত আমি, না বুঝি কারণ।। ৮১।।
স্বপনে পুরুষ যেন নানা-মূর্ত্তি হয়।
আপনা পাসরে জীব, সেই মনে লয়।। ৮২।।
তোমার মায়ায়ে সব-লোক বিমোহিত।
তোমা' পাসরিয়া লোক কেবল বঞ্চিত।। ৮৩।।
শ্রবণ, কীর্ত্তন , পদ-বন্দন, অর্চ্চন।
যে-জন তোমার করে সতত চিন্তন।। ৮৪।।
তা'র চিত্তে দেহ তুমি আপনে প্রকাশ।
সেইক্ষণে হয় তা'র অবিদ্যা-বিনাশ।। ৮৫।।
হৃদয়ে থাকিয়া তুমি আছ অতিদূর।
যে-জন সংসার রত, কর্ম্মেতে ব্যাকুল।। ৮৬।।
নমো নমো, চরণ-পঙ্কজে নমস্কার।
প্রকৃতি-পুরুষ-পর, স্বতন্ত্র-বিহার।। ৮৭।।

শ্রীশ্রুতদেবকে শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ

আজ্ঞা দেহ, কোন্ কর্ম্ম করিব তোমার?
আজি সে খণ্ডিল মোর এ ঘোর সংসার।। ৮৮।।
যাবত তোমার সহে নহে দরশন।
তাবত জীবের থাকে এ-ভব-বন্ধন।।' ৮৯।।
বিপ্রের বচন শুনি' দেব শিরোমণি।
হাথে হাথ ধরিয়া কি বোলে চক্রপাণি।। ৯০।।
'শুন শুন, দ্বিজবর, কহিব বিশেষ।
কহিব তোমারে, বিপ্র, ধর্ম্ম-উপদেশ।। ৯১।।
অনুগ্রহ করিতে এ-সব মুনিগণ।
তোমার মন্দিরে আসি' হৈল উপসন্ন।। ৯২।।

ভুবন পবিত্র করে দিয়া পদরেণু।
লোক-পরিত্রাণ হেতু ধরে দ্বিজতনু।। ৯৩।।
পুণ্যতীর্থ, পুণ্যক্ষেত্র, দেব শিলাময়।
দরশনে, পরশনে করে পাপক্ষয়।। ৯৪।।
এ-সব পবিত্র করে কিন্তু চিরদিনে।
তিলেকে পবিত্র করে সাধু-দরশনে।। ৯৫।।
জনমিলে মাত্র শ্রেষ্ঠ বলি দ্বিজকুলে।
কি বলিব, যদি বিদ্যা, তপ, তুষ্টি ধরে।। ৯৬।।
চতুর্ভুজরূপ মোর নিজ কলেবর।
ব্রাহ্মণ চাহিতে তেন নহে প্রিয়তর।। ৯৭।।
সর্ব্ববেদময় বিপ্র, সভার প্রধান।
সর্ব্বদেবময় আমি, পুরুষ-পুরাণ।। ৯৮।।
সর্ব্বলোক গুরু বিপ্র, সবার ঈশ্বর।
দ্বিজরূপে ধরে বিপ্র বিষ্ণু-কলেবর।। ৯৯
না জানিঞা দুষ্টজনে অবজ্ঞান করে।
সকল প্রতিমামাত্রে দেববুদ্ধি ধরে।। ১০০।।
ব্রাহ্মণ-প্রসাদে আমি করিয়ে সৃজন।
ব্রাহ্মণ-প্রসাদে করি প্রলয়-পালন।। ১০১।।
এ-বোল বুঝিয়া তুমি পূজ মুনিগণ।
সেই সে আমার পূজা, ভক্তি, আরাধন।। ১০২।।

শ্রীশ্রুতদেবের মুনিগণ-পূজা

কৃষ্ণের বচন বিপ্র শুনিঞা শ্রবণে।
মুনিগণে পূজা কৈল বিবিধ-বিধানে।। ১০৩।।

শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকায় প্রত্যাবর্ত্তন

এইরূপে কথোদিন রহি' ভগবান্।
দুই ভকতের তরে কহে তত্ত্বজ্ঞান।। ১০৪।।
'ব্রহ্ম-পরায়ণ বেদ, ব্রহ্মমাত্র কহে।
ব্রহ্ম-বিনে আর যত, কিছু সত্য নহে।।' ১০৫।।
এই উপদেশ করি' লৈয়া মুনিগণ।
চলিলা দ্বারকাপুরে দৈবকীনন্দন।।" ১০৬।।
ভক্তিরসগুরু শ্রীল-গদাধর জান।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস গান।। ১০৭।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী-ষড়শীতিতমোঽধ্যায়ঃ।। ৮৬।।

সপ্তাশীতিতম অধ্যায়

সগুণ বেদ নির্গুণ শ্রীহরির গুণ-বর্ণনে অসমর্থ

(মল্লার-রাগ)

তবে পরীক্ষিত রাজা ভাবিয়া বিস্ময়।
বিনয়ে পুছিল কিছু বুঝিতে নির্ণয়।। ১।।
"নির্গুণ, নিষ্কল ব্রহ্ম, প্রমাণ-রহিত।
প্রকৃতি পুরুষপর, উপাধি-বর্জ্জিত।। ২।।
আপনে সগুণ বেদ, নির্গুণের মর্ম্ম।
কিরূপে জানিব, গুরু, এত বড় ভ্রম?" ৩

মুনিশ্রেষ্ঠ শ্রীশুকদেবের উত্তর

মুনি বলে,—"ভাল, রাজা, কহিলে সর্ব্বথা।
যে তুমি জিজ্ঞাস, কভু নহে ত অন্যথা।। ৪।।
জীবের ইন্দ্রিয় প্রভু সৃজিল আপনে।
বুদ্ধি, প্রাণ, মন সৃজে জীবের কারণে।। ৫।।
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ সাধিবার তরে।
জীবের কারণে প্রভু সৃষ্টি-লীলা করে।। ৬।।
আপনে সগুণ বেদ-প্রমাণ-গোচর।
তথাপি নির্গুণ-গুণ পায় নিরন্তর।। ৭।।
এই-সব বেদবাণী ব্রহ্মপরায়ণ।
শ্রদ্ধা-ভক্তি করিয়া ধরয়ে যেবা জন।। ৮।।
ব্রহ্মে পরবেশ তা'র, হয় ব্রহ্মময়।
কহিলুঁ তোমারে রাজা বেদের নির্ণয়।। ৯।।

পূর্ব্বে শ্রীনারদের শ্রীনারায়ণ-ঋষি-নিকটে
উক্ত বিষয় প্রশ্ন

পূরবে নারদ, আর নর-নারায়ণে।
দোঁহে এই কথা হৈল বদরিকাশ্রমে।। ১০।।
পূরবে নারদ করি' তীর্থ-পর্য্যটন।
বদরিকাশ্রমে গেলা যথা নারায়ণ।। ১১।।
লোক-পরিত্রাণ-হেতু ভারতবরষে।
আকল্প-পর্য্যন্ত তপ করে মুনিবেশে।। ১২।।
নারদ দেখিল গিয়া বদরিকাশ্রমে।
চৌদিগে বেষ্টিত তীর্থবাসী মুনিগণে।। ১৩।।
এই কথা জিজ্ঞাসিল ব্রহ্মার নন্দন।
কহিতে লাগিলা তবে ঋষি 'নারায়ণ'।। ১৪।।

শ্রীনারায়ণঋষির জনলোকে শ্রীসনন্দন-
বর্ণিত শ্রুতিস্তব-বর্ণন

'জনলোকে যজ্ঞ কৈল 'ব্রহ্মসত্র' নামে।
ব্রহ্মার মানস-পুত্র যত মুনিগণে।। ১৫।।
শ্বেতদ্বীপে শ্বেতদ্বীপপতি-দরশনে।
তুমি গিয়াছিলে, বাপু, আপনে তখনে।। ১৬।।
হেনকালে প্রশ্ন হৈল মুনির সমাজে।
বেদগুহ্য তত্ত্ব-কথা বুঝিবার কাজে।। ১৭।।
ছোট-বড় নাহি তা'থে, সবেঞি সমান।
তুল্য তপোযোগবল, তুল্য তত্ত্বজ্ঞান।। ১৮।।
মন্ত্রণা করিয়া তবে যত মুনিগণ।
কহিবার তরে নিয়োজিল একজন।। ১৯।।
মুনিগণ মেলি' এই কৈলা নিবন্ধন।
সবেই শুনিব কথা, কহিব 'সনন্দন'।। ২০।।
শুনিয়া 'সনন্দ' মুনি ব্রহ্মার নন্দন।
কহিতে লাগিলা কথা শুনে মুনিগণ।। ২১।।
সর্ব্বশক্তি লৈয়া সৃষ্টি করিয়া সংহার।
অনন্তশয়নে হরি রহে চিরকাল।। ২২।।
প্রবোধ-সময় বুঝি' প্রবোধ বচনে।
স্তুতি করে শ্রুতিগণ পুণ্য-যশোগানে।। ২৩।।
প্রভাত-সময়ে যেন ভাটগণ মেলি'।
নিদ্রায় জাগায়ে রাজা নানা-স্তুতি করি'।। ২৪।।

শ্রুতি-স্তব

(ললিত-বসন্ত-রাগ)

'জয় জয়, হে অজিত, ছেদ' নিজমায়া।
জীবের আনন্দ হরে গুণময়ী হৈয়া।। ২৫।।
সর্ব্বশক্তিধর তুমি, আনন্দ-বিলাস।
তোমা-হনে সর্ব্বজীব-শক্তি পরকাশ।। ২৬।।
সর্বৈশ্বর্য্য ধর তুমি, সবার ঈশ্বর।
স্বতন্ত্র না হয় জীব, জড়-কলেবর।। ২৭।।
যখনে প্রকৃতি-সঙ্গে বিহর আপনে।
তখনে তোমার গুণ গায় শ্রুতিগণে।। ২৮।।
দেখি, শুনি যত কিছু শ্রবণ-নয়নে।
ব্রহ্ম করি' মানে সব মহাযোগীগণে।। ২৯।।
অন্তকালে ব্রহ্মমাত্র অবশেষ রয়।
যাহা হৈতে জগতের উৎপত্তি-প্রলয়।। ৩০।।
তথাপি নির্গুণ ব্রহ্ম বিকার-বর্জ্জিত।
ব্রহ্ম-অধিষ্ঠান মাত্রে ব্রহ্মাণ্ড উদিত।। ৩১।।
মাটির নির্মিত পাত্র নানা-পরকার।
ভাঙ্গে, চুরে,হয়ে যায় মাটিমাত্র সার।। ৩২।।
যেই মাটি সেই মাটি, না টুটে, না বাড়ে।
এইরূপে নিত্য ব্রহ্ম, না হয়, না মরে।। ৩৩।।
এই-সে কারণে প্রভু বেদমন্ত্রগণে।
তোমার চরণ ভজে কায়-বাক্য-মনে।। ৩৪।।
যদি বোল,শ্রুতিগণ নানাদেব ভজে।
শশী, সূর্য্য, পুরন্দর, প্রজাপতি পূজে।। ৩৫।।
বহুমুখে শ্রুতিগণ নানা-মূর্ত্তিভেদে।
সর্ব্বময় প্রভু তুমি, সর্ব্বভাবে সেবে।। ৩৬।।
যথা-তথা করি যদি পদ আরোপণ।
গাছ, পাথর কিবা গিরি-আরোহণ।। ৩৭।।
তবু ভূমি বিনে, নাথ, না বলিব আন।
এইরূপে সর্ব্বময় তুমি ভগবান্।। ৩৮।।
এই-সে কারণে, নাথ, মহামুনিগণে।
তোমার পবিত্র-কথা-সুধাসিন্ধু-পানে।। ৩৯।।

অশেষ দুষ্কৃত তরি' লভিল মুকতি।
হেন গুণ-নিধি তুমি, ভকতের গতি।। ৪০।।
গুণময়ী মায়ামৃগী নটন-পণ্ডিত।
পরমপুরুষ তুমি, ত্রিগুণ-বর্জিত।। ৪১।।
কথামাত্র-শ্রবণে সকল পাপ তরে।
ভক্তি করি যেবা ভজে, কি কহিব তা'রে।। ৪২।।
তত্ত্বজ্ঞান-যোগে যা'র শোধিত অন্তর।
ভকতি করিয়া ভজে, চরণযুগল।। ৪৩।।
অখণ্ড-পরমানন্দ-পদ, সুখময়।
কে পুন কহিব তা'র কোন্ গতি হয়।। ৪৪।।
তোমার পদারবিন্দে ভক্তিহীন জন।
চামের হাথিনা যেন, বিফল জীবন।। ৪৫।।
যদি বল—সুখভোগ করে নিরবধি।
ভক্তিহীন জনের না হয় কোন সিদ্ধি।। ৪৬।।
যাঁর অনুগ্রহে সৃষ্টি করে তত্ত্বগণে।
ব্রহ্মাণ্ড নির্ম্মাণ করে বিবিধ-বিধানে।। ৪৭।।
ব্রহ্মাণ্ড সৃজিয়া কর ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ।
প্রলয়ে সকলে তুমি থাক অবশেষ।। ৪৮।।
কার্য্য-কারণের পর, ঋত, সত্যময়।
তোমা-বিনে কারো নাথ, কিছু সিদ্ধ নয়।। ৪৯।।
ভকতজনের মিলে সর্ব্বত্র কল্যাণ।
না ভজিলে কভু তা'র নহে পরিত্রাণ।। ৫০।।
এখনে কহিব ধ্যান, গুরু-উপদেশ।
ধ্যান অবলম্ব করি' ভজিব-বিশেষ।। ৫১ ।।
স্থূলবুদ্ধি-জনে করে উদরে চিন্তন।
মুনি-যোগপথে, যা'র স্থির নহে মন্।। ৫২ ।।
সূক্ষ্মমতি-জনে ব্রহ্ম ধেয়ায় শরীরে।
নাড়ীভেদে চিন্তে ব্রহ্ম হৃদয়-কমলে।। ৫৩ ।।
ষট্‌চক্র ভেদিয়া তোলে শিরের উপরে।
নিরমল জ্যোতি, যথা সহস্র-কমলে।। ৫৪ ।।
যা'র সমাগমে পুন না হয় সংসার।
যে ব্রহ্ম চিন্তিয়া যোগী হয় ভব পার।। ৫৫ ।।
'যদি সর্ব্বদেহে আমি বসি নিরন্তর।
আমার জীবের সহে কি হয় অন্তর।। ৫৬ ।।
হেন যদি বল, দেব, কহে শ্রুতিগণে।
আর কিছু সত্য, নাথ, নহে তোমা- বিনে।। ৫৭ ।।
সর্ব্বভূত-সাক্ষী তুমি, বৈস গূঢ়রূপে।
নির্লেপ, নির্গুণ তুমি, বৈস সর্ব্বরূপে।। ৫৮ ।।
ছোট-বড় তৃণ, তরু, বিবিধ-রচনা।
আপনে করিয়া তুমি ব্রহ্মাণ্ড ঘটনা।। ৫৯ ।।
আপনে সৃজিয়া তা'থে কর পরবেশ।
দেহ- অনুরূপে তুমি ধর নিজবেশ।। ৬০ ।।
শকতি প্রকাশ কর দেহ অনুসারে।
কাষ্ঠ-অনুরূপ যেন হুতাশন জ্বলে।। ৬১ ।।
তথাপি অসত্য সব, তুমি মাত্র সত্য।
এক রসময়ধাম, তুমি সবে তথ্য।। ৬২ ।।
নিরমল মতি যাঁর, বিগত সংসার।
তাঁ'রা সব এইরূপ চিন্তয়ে তোমার।। ৬৩ ।।
কি পুন তোমার, নাথ প্রকৃতি-প্রসঙ্গ?
বিচারে জীবের কিছু নাহি ভববন্ধ।। ৬৪ ।।
ভকতি করিয়া জীব তোমার চরণে।
এ-ঘোর সংসার তরে, কহে শ্রুতিগণে।। ৬৫ ।।
নিজ-কর্ম্ম-বিনির্ম্মিত প্রতি কলেবর।
কর্ত্তা হৈয়া-জীব তা'থে থাকে নিরন্তর।। ৬৬ ।।
তথাপি তোমার অংশ জীব বদ্ধ নয়।
সর্ব্বশক্তিধর তুমি, সবার আশ্রয়।। ৬৭ ।।
কার্য্য-কারণের জীব না হয় অধীন।
দেহে মাত্র থাকে জীব, দেহ নহে ভিন।। ৬৮ ।।
এইরূপে জীবগতি বুঝিয়া পণ্ডিত।
সর্ব্বকর্ম্ম তোমাতে করিয়া নিয়োজিত।। ৬৯ ।।
তোমার চরণযুগ ভব-নিবারণ।
বুঝিয়া পণ্ডিতজনে করে আরাধন।। ৭০ ।।
অর্চ্চন, বন্দন, সেবা, শ্রবণ, কীর্ত্তন।
ভকতি সাধিয়া ভব তরে বুধজন।। ৭১ ।।
তোমারে জানিতে নাহি কাহার শকতি।
তে-কারণে ধর তুমি বিবিধ-মূরতি।। ৭২ ।।
জীব-পরিত্রাণ-হেতু নানা-মূর্ত্তি ধর।
নানা-অবতারে তুমি নানা-লীলা কর।। ৭৩ ।।

সেই লীলা-চরিত্র-অমৃত-সিন্ধুজলে।
করিয়া মজ্জন, পান, পরিশ্রম হরে।। ৭৪ ।।
অপবর্গ-পদে তাঁর নাহি অভিলাষ।
ভক্তিরস-সুখে বিসরিল গৃহবাস।। ৭৫ ।।
তোমার চরণ-সরোরুহ-মধুকর।
তা'র সঙ্গসুখরসে পাসরে সকল।। ৭৬ ।।
নর-কলেবর, নাথ, ভজন-দুয়ার।
নরদেহ ধরি' হয় সংসারের পার।। ৭৭ ।।
হেন দেহ আপনার প্রিয় করি' মানে।
তুমি আত্মা, প্রিয়সখা—এ-সব না জানে।। ৭৮ ।।
অসত্য সেবিয়া সে-যে নহে শুদ্ধমতি।
তোমার পদারবিন্দে নহে তা'র রতি।।৭৯ ।।
আত্মঘাতি, অসত্য ধেয়ায়, দুরাশয়।
না ভজে পদারবিন্দ, না ঘুচে সংশয়।।৮০ ।।
অসত্য-ধেয়ানে নহে শুদ্ধ কলেবর।
মহাভয় সংসারে ভ্রময়ে নিরন্তর।। ৮১ ।।
সকল ইন্দ্রিয়গণ করিয়া রোধন।
দৃঢ়যোগে করি' মনঃপবন-সংযম।। ৮২ ।।
মুনিগণ চিন্তে যাঁরে হৃদয়-কমলে।
বৈরিভাবে দৈত্যগণ সতত স্মঙরে।। ৮৩ ।।
ভোগিভোগ-ভুজদণ্ড হৃদয়ে ধেয়ায়।
কামভাবে গোপীগণ সেই কৃষ্ণ পায়।। ৮৪ ।।
আমি-সব শ্রুতিগণে সেই অনুসারে।
চরণ-পঙ্কজ ধরি হৃদয়কমলে।। ৮৫ ।।
যোগী যোগপথে যাঁকে চিন্তয়ে ধেয়ানে।
বৈরীভাবে হেন প্রভু পায় দৈত্যগণে।। ৮৬ ।।
কামভাবে চিন্তিয়া রমণীগণ পায়।
তে-কারণে শ্রুতিগণ চরণ ধেয়ায়।। ৮৭ ।।
ভক্তি-বিনে তত্ত্বজ্ঞান না হয় উদয়।
ভক্তি বিনে কভু যোগে পরিত্রাণ নয়।। ৮৮ ।।
এই-সে কারণে ভক্তি কহে শ্রুতিগণে।
কে তোমা জানিব, নাথ, ভক্তিযোগ-বিনে।। ৮৯ ।।
যখনে না ছিল কিছু—ব্রহ্মা, মহেশ্বর।
তখনে আছিলে মাত্র আপনে কেবল।। ৯০ ।।
এখনে জন্মিয়া তোমা'কে জানিতে পারে?
ব্রহ্মা উপজিল যাঁর এ-নাভি-কমলে।। ৯১ ।।
যাঁহা হনে দেবগণ সৃষ্টি-উপাদান।
হেন পরিপূর্ণ তুমি, প্রভু ভগবান।। ৯২ ।।
প্রলয়ে যখনে সৃষ্টি করিয়া সংহার।
অনন্তশয়নে কর কেবল বিহার।। ৯৩ ।।
স্থূল-সূক্ষ্ম তখনে না থাকে কালগতি।
না বেদ-বেদান্ত-শাস্ত্র, তর্ক-দণ্ডনীতি।। ৯৪ ।।
অসত্যের উৎপত্তি বোলয়ে যে জনে।
সত্যের মরণ যেবা সত্য করি' মানে।। ৯৫ ।।
আত্মমতে ভেদ যেবা করে নিরূপণ।
ব্যবহার সত্য করি' বোলয়ে যে জন।। ৯৬।।
এই সব উপদেশ যে যে জন কহে।
আরোপিতমাত্র সব, কিছু সত্য নহে।। ৯৭।।
ঈশ্বর ত্রিগুণময়, এহ সত্য নয়।
অজ্ঞান-কল্পিতমাত্র, বুধ-জনে কয়।। ৯৮।।
জ্ঞানঘন, রসময় ব্রহ্ম-মাত্র সার।
জ্ঞানে নাহি জানি, ব্রহ্মজ্ঞানে হয়ে পার।। ৯৯।।
ত্রিগুণ-জনিত যত মনের বিলাস।
সত্য-অধিষ্ঠানে করে অসত্য প্রকাশ।। ১০০।।
অজ্ঞান-কল্পিত যত দেখি নানারূপ।
এক ব্রহ্ম সত্যমাত্র ধরে সর্ব্বরূপ।। ১০১।।
অসত্য মানয়ে সত্য সত্য-অধিষ্ঠানে।
তে-কারণে সত্য বলে তত্ত্বজ্ঞানি-জনে।। ১০২।।
কনক-কিনয়ে যদি হেম বাণিজার।
কনক কিনিতে হেম-অলঙ্কার।। ১০৩।।
হার, অলঙ্কার তেজি' কনক না কিনে।
এইরূপ সত্য সব বলি তত্ত্বজ্ঞানে।। ১০৪।।
ব্রহ্মমাত্র সত্য, সবে জানিব নিশ্চয়।
ব্রহ্ম-বিনে তত্ত্বজ্ঞান কভু সত্য নয়।। ১০৫।।
যে তোমার পরিচর্য্যা করে নিরবধি।
সর্ব্বজীবে বৈস তুমি, সর্ব্বগুণনিধি।। ১০৬।।

মৃত্যু-শিরে পদ ধরে, গণনা না করে।
এ-ঘোর সংসারতাপ লীলা-মাত্র তরে।। ১০৭।।
সর্ব্বশাস্ত্রে বিদগধ, ভক্তিহীন জন।
পশুবৎ বেদপাশে করিয়া বন্ধন।। ১০৮।।
কর্ম্মপথে ভ্রমায়, না পায় প্রতিকার।
ভকতি-বিমুখ তা'র না হয় নিস্তার।। ১০৯।।
যে পুন পদারবিন্দে ভক্তিরস ধরে।
দৃষ্টিমাত্রে সর্ব্বলোক পরিত্রাণ করে।। ১১০।।
জীব-পরিত্রাণ কভু নাহি ভক্তি-বিনে।
কারণ বুঝিয়া ভক্তি কহে শ্রুতিগণে।। ১১১।।
'সর্ব্বজীবে বসি আমি—যদি সত্য হয়।
তবে কর্ত্তা, ভোক্তা আমি—এহো মিছা নয়।। ১১২
জীবের আমার তবে কি হয় অন্তর?'
শ্রুতিগণে দিল তা'র বুঝিয়া উত্তর।। ১১৩।।
'নাহি কর, পদ, মুখ, শ্রবণ, নয়ন।
ইন্দ্রিয়-বর্জিত তুমি, অনাদি-নিধন।। ১১৪।।
সর্ব্বজীব-শক্তি তুমি, পরকাশ কর।
সর্ব্বময় প্রভু তুমি, সর্ব্বশক্তিশ্বর।। ১১৫।।
এই সে কারণে ইন্দ্র-আদি দেবগণে।
বলি সমর্পণ করে অভয়-চরণে।। ১১৬।।
অজ, ভব, মায়াদেবী সচকিতে ভজে।
চক্রবর্ত্তী রাজা যেন রাজাগণে পূজে।। ১১৭।।
যে-যে দেব নিয়োজিত যে-যে অধিকারে।
ভয়ে চমকিত হৈয়া সেই কর্ম্ম করে।। ১১৮।।
আজ্ঞা-পরিপালন—তোমার আরাধন।
সর্ব্বদেবপতি তুমি, সভার জীবন।। ১১৯।।
যখনে প্রকৃতি-সঙ্গে বিহর আপনে।
স্থাবর-জঙ্গম যত জনমে তখনে।। ১২০।।
তোমার ঈক্ষণ-মাত্রে কারণ-উদয়।
কারণ-সংযোগে সৃষ্টি নানারূপ হয়।। ১২১।।
পরম-উত্তম তুমি, করুণা-সাগর।
সর্ব্বজীবে সম তুমি, নাহি নিজ-পর।। ১২২।।
সর্ব্বত্র নির্লেপ তুমি, আকাশ-সমান।
মনোবচনের পর, না দেখি প্রমাণ।। ১২৩।।
নিরালম্ব, নিরাধার, প্রকৃতির পর।
সর্ব্বজীব-গতি-পতি, মহামহেশ্বর।।' ১২৪।।
যদি সর্ব্বগত জীব, নিত্য, নিরাধার।
অসংখ্য, অনন্ত জীব, অজ, নির্ব্বিকার।। ১২৫।।
ঈশ্বর-কিঙ্কর তবে না হয় নির্ণয়।
কে দণ্ড ধরিব, তবে কে করিব ভয়? ১২৬
বস্তুগতে সর্ব্বজীবে নাহি কিছু ভিন।
কিন্তু কেহো কা'র তরে না হয়ে অধীন।। ১২৭।।
শ্রুতিগণে তা'থে এই করে নিরূপণা।
চৌদিগে সঞ্চরে যেন আগুনের কণা।। ১২৮।।
এইরূপে পূর্ণ তুমি, মহা-জ্যোতির্ম্ময়।
তোমা-হনে সর্ব্বজীবের উতপতি হয়।। ১২৯।।
তুমি সে পালন কর, তুমি কর নাশ।
তোমা-হনে সর্ব্বজীবের শক্তি-পরকাশ।। ১৩০।।
ব্রহ্ম করি' সর্ব্বজীব বলি তে-কারণে।
ভিন্ন ভিন্ন সর্ব্বজীব নহে তোমা-হনে।। ১৩১।।
পিতা-হনে নাহি কিছু পুত্রের অন্তর।
তে-কারণে 'ব্রহ্ম' বলি সব চরাচর।। ১৩২।।
সর্ব্বজীবগতি, পতি প্রকৃতির পর।
তুমি আদি, অন্ত, মধ্য, মহামহেশ্বর।। ১৩৩।।
যে বলে বিবাদ করি' লঞা তর্ক-বল।
'ঈশ্বরের সহে নাহি জীবের অন্তর'।। ১৩৪।।
সে কিছু না জানে তত্ত্ব, বোলে তর্ক ধরি।
ঈশ্বর কিঙ্কর—দুই বলে এক করি।। ১৩৫।।
যে বলে—'আমি সে জানি', সে কিছু না জানে।
তা'র মত শুদ্ধ নহে, বলে অভিমানে।। ১৩৬।।
যে বলে—'না জানি মুঞি', সেই সে পণ্ডিত।
অভয়-পদারবিন্দে সকল বিদিত।। ১৩৭।।
প্রকৃতির উৎপত্তি—না হয় ঘটনা।
পুরুষের জনম—না করি নিরূপণা।। ১৩৮।।
পুরুষ-প্রকৃতি— পর, অজ, সনাতন।
কোনমতে নাহি ঘটে দোঁহার জনম।। ১৩৯।।
কাহারে বলিব জীব, জনম কাহার?
কাহার মুকতিপদ, কাহার সংসার? ১৪০

শ্রুতিগণ তা'তে এই করে নিরূপণ।
প্রকৃতি-পুরুষ-যোগে জীবের জনম।। ১৪১।।
জলের বুদবুদ যেন নহে জল-বিনে।
পবনে সঞ্চার, যেন চলয়ে পবনে।। ১৪২।।
বিনি-জল-পবনে না হয় বুদ্বুদ।
প্রকৃতি-পুরুষ-বিনে—নহে সর্ব্বভূত।। ১৪৩।।
তোমা হৈতে প্রকৃতি-পুরুষ-উপাদান।
প্রকৃতি-পুরুষ হৈতে জগত-নির্ম্মাণ।। ১৪৪।।
প্রলয়ে সকলে তুমি থাক অবশেষ।
প্রকৃতি-পর্য্যন্ত করে তোমাতে প্রবেশ।। ১৪৫।।
নদ-নদী প্রবেশিয়া সাগরের জলে।
আপনার নাম, গুণ আপনে পাসরে।। ১৪৬।।
নানা-পুষ্পরস যে মধুরসে মেলি'।
মধুময় হয় যেন, আপনা পাসরি'।। ১৪৭।।
এইরূপ সকল তোমাতে পরবেশ।
তোমা-বিনে কিছুই না থাকে অবশেষ।। ১৪৮।।
তোমা-হনে হয় সব জীব উতপন্ন।
প্রলয়ে সবার হয় তোমাতে নিধন।। ১৪৯।।
কল্পে কল্পে ভ্রমে জীব এ-ঘোর সংসারে।
ভক্তিযোগ-বিনে কেহো সংসার না তরে।। ১৫০।।
বুঝিয়া জীবের গতি মহাবুধ-জনে।
ভকতি করয়ে দুই অভয়-চরণে।। ১৫১।।
ত্রিভুবনে ভক্তিযোগ করিয়া বিস্তার।
লীলামাত্রে হয় ঘোর সংসারের পার।। ১৫২।।
যে পুন পদারবিন্দে পরিচর্য্যা করে।
তা'র কি সংসার-ভয় হয় কোনকালে? ১৫৩
কালচক্র তোমার—কেবল ভুরুভঙ্গ।
ভকতিবিমুখ-জনে বাড়ায় তরঙ্গ।। ১৫৪।।
ভকতজনের কভু নাহি কাল-ভয়।
ভকতবৎসল তুমি, হেন কৃপাময়।। ১৫৫।।
ভক্তিযোগ নহে কভু গুরুকৃপা-বিনে।
তে-কারণে 'গুরুসেবা' কহে শ্রুতিগণে।। ১৫৬।।
সকল ইন্দ্রিয়গণ করিঞা রোধন।
যতন করিয়া করি' পবন-সংযম।। ১৫৭।।
চঞ্চল, দুর্ব্বার, ঘোর, মন-তুরঙ্গম।
বিবিধ-উপায়ে যদি করয়ে দমন।। ১৫৮।।
গুরু-চরণারবিন্দে দূরে পরিহরে।
বিবিধ যতনে মন নিবারিতে নারে।। ১৫৯।।
বিনি-গুরু-উপদেশে স্থির নহে মন।
গুরু-কৃপা-বিনে কা'রো না ঘুচে বন্ধন।। ১৬০।।
কাণ্ডারী তেজিয়া যেন চলে বাণিজার।
সাগরে ডুবিয়া মরে, কভু নহে পার।। ১৬১।।
সুত, বিত্ত, পশু, দার, বন্ধু, পরিজন।
এ-সব বিপদ্-পদে কোন্ প্রয়োজন? ১৬২
তুমি, নাথ, থাকিতে সাক্ষাত রসসিন্ধু।
সর্ব্বজীব-প্রিয়, আত্মা, ইষ্ট, ধন, বন্ধু।। ১৬৩।।
তুমি সর্ব্বরস, সুখময়, গুণধাম।
সত্য করি' যে না জানে হঞা অগেয়ান।। ১৬৪।।
স্ত্রী-ঘরে সুখ সবে সত্য করি' মানে।
তা'র সুখ কোনকালে নাহি ত্রিভুবনে।। ১৬৫।।
অশেষ বিপদ্পদ, সহজে নশ্বর।
হেন গৃহসুখে জীব ভ্রমে নিরন্তর।। ১৬৬।।
তোমাকে ভজিলে, নাথ, কি কি সুখ নয়?
পরম-পরমানন্দ, সুখ-রসময়।। ১৬৭।।
এই-সে কারণে গুরু-উপদেশ ধরি'।
মহামুনিগণে তত্ত্ব নিরূপণ করি।। ১৬৮।।
তোমার চরণ ধরি' হৃদয়-কমলে।
মদ, মান, অহঙ্কার তেজিয়া সকলে।। ১৬৯।।
মহাপুণ্য-তীর্থ-সম গুরু-সন্নিধানে।
দেহ-মন নিয়োজিয়া তোমার চরণে।। ১৭০।।
তুমি আত্মা, নিত্য সুখ-জানিঞা বিশেষে।
পুনরপি চিত্ত আর নহে গৃহবাসে।। ১৭১।।
ক্ষমা-শান্তি-ধৈর্য্যহর, বিবেক-বিনাশী।
দেখিয়া এ-সব দোষ—নহে গৃহবাসী।। ১৭২।।
জগত পবিত্র করে নিজ-পদজলে।
তোমাতে ধরিয়া মন আনন্দে বিহরে।। ১৭৩।।
পুণ্যতীর্থ, পুণ্যক্ষেত্র করিয়া আশ্রয়।
সাধু-সঙ্গে এ-ঘোর সংসার পার হয়।। ১৭৪।।

সত্য হৈতে উতপন্ন—সব চরাচর।
যদি হেন কেহো বলে, মানয়ে সকল।। ১৭৫।।
কনক-কুণ্ডলে যেন নাহি ভিন্ন-ভেদ।
তর্কবলে সেহো পক্ষ করয়ে বিচ্ছেদ।। ১৭৬।।
অসত্য না হয় সত্য, সত্য নহে মিছা।
কুণ্ডল না হয় সত্য, হেমমাত্র সাঁচা।। ১৭৭।।
কোন ঠাঞি ঘটে সেহো, কোন ঠাঞি টুটে।
পিতা-পুত্রে এক করি' বলিতে না ঘটে।। ১৭৮।।
কোন ঠাঞি বিচারিতে সেহো নহে সত্য।
সর্প-রজ্জু ভ্রমে যেন, রজ্জু নহে তথ্য।। ১৭৯।।
সত্য-অসত্য দোঁহে মিলিয়া সংসার।
সেহো ত' না ঘটে কিছু করিতে বিচার।। ১৮০।।
যে হয়—সেই সে হয়, যে নহে—না হয়ে।
সর্ব্ববাদি মত এই সভার নির্ণয়ে।। ১৮১।।
লোক-ব্যবহার-হেতু সকল ভরম।
সত্য কিছু নহে, যদি বুঝিয়ে মরম।। ১৮২।।
আন্ধলে-আন্ধলে যেন একত্র মিলিয়া।
বিপদে বাড়ায় পাও, পথ না দেখিয়া।। ১৮৩।।
বেদময়ী তোমার শ্রীমুখ-সরস্বতী।
বুধজন ভ্রমাএগ্র করয়ে নানা-মতি।। ১৮৪।।
বেদজড়, কর্ম্মজড় যে হয় পণ্ডিত।
কর্ম্মপথে ভ্রমাএগ্র করয়ে বিমোহিত।। ১৮৫।।
জগত না হয় সত্য, কেবল নির্ণয়।
এই নিরূপণ করি শ্রুতিগণে কয়।। ১৮৬।।
পূরবে না ছিল কিছু এ-লোক-রচনা।
প্রলয়-অন্তরে হৈবে এমন ঘটনা।। ১৮৭।।
অসত্য সংসার সব—মনের বিলাস।
সম্প্রতি তোমাতে মাত্র করে পরকাশ।। ১৮৮।।
নিত্য-সত্য মাত্র তুমি এক রসময়।
সত্যযোগে অসত্য সংসার—সত্য হয়।। ১৮৯।।
নাম-জাতি, নানা-ভেদ নানা পরকার।
মনের বিলাস সব, ব্রহ্মমাত্র সার।। ১৯০।।
মাটির নির্ম্মিত পাত্র, বিবিধ-ঘটনা।
মাটিমাত্র সার, আর এ-সব কল্পনা।। ১৯১।।

অসত্য সংসার—সত্য মানে কুপণ্ডিত।
তোমার মায়ায়, নাথ, সে হয় বঞ্চিত।। ১৯২।।
'যদি বা না হয় সত্য অনাদি-সংসার।
যদি সত্য-সহে নাহি সংযোগ তাহার।। ১৯৩।।
তবে কেনে জীবের সংসার-দুঃখ হয়?
কোন্ পুণ্য করিয়া ঈশ্বর সুখময়? ১৯৪
কেবা কর্ম্ম করে, কেবা ভুঞ্জে কর্ম্মফল।
শ্রুতিগণ দিল তা'থে উচিত উত্তর।। ১৯৫।।
'যখনে জীবের সহে মায়ার সংযোগ।
মায়াবশ হৈয়া জীব করে কর্ম্মভোগ।। ১৯৬।।
দেহের সংযোগে জীব হৈয়া দেহময়।
অপার-সংসার-দুঃখ ভুঞ্জে দুরাশয়।। ১৯৭।।
তুমি পুন নিজ-মায়া দূরে পরিহর।
অনন্ত ঐশ্বর্য্য সুখে আনন্দে বিহর।। ১৯৮।।
অঙ্গের কঞ্চুক যেন তেজি' ফণধর।
নিজ-সুখে রহে নিরমল কলেবর।। ১৯৯।।
এইরূপে নিজ-মায়া দূরে পরিহরি'।
অনন্তমহিমা তুমি, আছ ক্রীড়া করি'।। ২০০।।
যে ভজে পদারবিন্দ, তরে ভবভয়।
না ভজে, তাহার কভু পরিত্রাণ নয়।। ২০১।।
যদি যতিগণ সুখভোগ পরিরে।
চিত্তগত-কামজটা উদ্ধারিতে নারে।। ২০২।।
যদ্যপি তাহার আছ, হৃদয়-কমলে।
তথাপি তোমারে তা'রা লভিতে না পারে।। ২০৩।।
কেহো যেন কণ্ঠগত মণি পাসরিয়া।
চাহিতে বেড়ায় যেন আকুল হইয়া।। ২০৪।।
যোগ-ছলে করে মাত্র ইন্দ্রিয়-তৃপতি।
ইহলোক-পরলোকে নাহি তা'র গতি।। ২০৫।।
ইহলোকে দুঃখ তা'র কুটুম্ব-ভরণে।
পরলোকে, না ভজিয়া তোমার চরণে।। ২০৬।।
যে তোমাকে জানে—প্রভু, সর্ব্বফলদাতা।
সর্ব্বলোক-গতি-পতি, সর্ব্বলোকপিতা।। ২০৭।।
পুণ্য-পাপ তা'র কিছু নাহি ত্রিভুবনে।
শুভাশুভ কর্ম্মফল সে কিছু না জানে।। ২০৮।।

বিধি-নিষেধের পার, নাহি কর্ম্মলেশ।
সুখ-দুঃখ-ভেদ কিছু না জানে বিশেষ।। ২০৯।।
যুগে যুগে গুরুমুখে উপদেশ ধরি'।
শ্রবণ-কীর্ত্তন কথা-সুধা পান করি'।। ২১০।।
তোমার পদারবিন্দ, ভজে নিরবধি।
তুমি প্রিয়বন্ধু তা'র অপবর্গ-গতি।। ২১১।।
ধ্যান-যোগে নাহি ধরে কর্ম্ম-অধিকার।
শ্রবণ-কীর্ত্তনপর যে জন তোমার।। ২১২।।
বিধি নিষেধের নহে সে জন কিঙ্কর।
চরণারবিন্দ মাত্র ভজে নিরন্তর।। ২১৩।।
ভকতি দেখাঞা লোকে করয়ে বঞ্চনা।
সুখভোগ-হেতু যা'র অন্তরে বাসনা।। ২১৪।।
ইহলোকে, পরলোকে নাহি তা'র গতি।
এই তত্ত্ব নিরূপিয়া কহে সর্ব্বশ্রুতি।। ২১৫।।
অজভব-আদি যত সুরপতিগণে।
এ-সব তোমার অন্ত না পায় ধেয়ানে।। ২১৬।।
আপনে না জান তুমি অন্ত আপনার।
অন্ত যদি থাকে, তবে পার গণিবার।। ২১৭।।
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডকোটি যাঁহার অন্তরে।
রেণুবৎ নিরন্তর গতাগতি করে।। ২১৮।।
এই-সে কারণে, নাথ, সব শ্রুতিগণে।
তত্ত্ব-নিরূপণ করি' কহিতে না জানে।। ২১৯।।
সগুণের গুণ-অন্ত গণিতে না যায়।
নির্গুণের কার্য্য অন্যে সন্ধান না পায়।। ২২০।।
'নাহি নাহি' করিয়া নিষেধ যত দূরে।
তথাতে রহিঞা আর খণ্ডিতে না পারে।। ২২১।।
সেহি সে ঈশ্বর করি' করে নিরূপণ।
এহিরূপ সকল তোমাতে শ্রুতিগণ।। ২২২।।
তোমা-হনে উতপতি, তোমাতে নিধন।
তোমাতে সকল বেদ, বলি তে-কারণ।।' ২২৩।।

শ্রুতিস্তব-শ্রবণে শ্রীনারদের উল্লাস

'এইরূপে স্তুতি কৈল যত শ্রুতিগণে।
কহিল নারদমুনি তোমা-বিদ্যমানে।। ২২৪।।
সনকাদি মুনিগণ—ব্রহ্মার তনয়।
সনন্দন-মুখে শুনি' ঈশ্বর-নির্ণয়।। ২২৫।।
বুঝিয়া জীবের গতি আনন্দিত মন।
সনন্দন পূজিয়া চলিলা মুনিগণ।। ২২৬।।
এই-সে অশেষ-বেদ-পুরাণের সার।
মহামুনিগণে কৈল পূরবে উদ্ধার।। ২২৭।।
শ্রদ্ধা-ভক্তি করি' তুমি এই বাণী ধর।
পূর্ণকাম হঞা পৃথ্বী পর্য্যটন কর।।' ২২৮।।
নর-নারায়ণ-মুখে শুনি' এত বাণী।
হৃদয়ে ধরিয়া পূর্ণ হৈলা মহামুনি।। ২২৯।।

শ্রীনারদকর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণস্তুতি

'নমো নমো, নারায়ণ, কৃষ্ণ ভগবান্।
অমলকমল হরি, যশোগুণধাম।। ২৩০।।
নমো নমো, ভকতবৎসল, গুণনিধি।
তোমার চরণে রতি রহু নিরবধি।।' ২৩১।।

শ্রীনারদের শ্রীব্যাস-সমীপে, শ্রীব্যাসের শ্রীশুকদেব-সমীপে ও শ্রীশুকদেবের শ্রীপরীক্ষিৎ-সমীপে শ্রুতিস্তব-বর্ণন

তবে নরনারায়ণ-চরণ বন্দিয়া।
শিষ্য-মুনিগণ-পায় প্রণাম করিয়া।। ২৩২।।
চলিলা নারদমুনি ব্রহ্মার নন্দন।
ব্যাসের আশ্রমে গিয়া হৈলা উপসন্ন।। ২৩৩।।
নারদে দেখিয়া পিতা উঠিলা সম্ভ্রমে।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া মুনি পূজিলা বিধানে।। ২৩৪।।
আসনে বসিয়া মুনি ব্রহ্মার নন্দন।
কহিলা ব্যাসের তরে সব বিবরণ।। ২৩৫।।
সেই বেদবাণী বাপে কহিল আমারে।
প্রকাশিল আমি, রাজা, তোমার গোচরে।। ২৩৬।।
জগতের উতপতি-পালন-নিধনে।
যে হরি সাক্ষাতে দেখি লীলায় আপনে।। ২৩৭।।
প্রকৃতি-পুরুষ-পর, জীবের ঈশ্বর।
যে হরি মায়ায়ে সৃজে সব চরাচর।।২৩৮।।
সৃজিয়া প্রবেশ করে ব্রহ্মাণ্ড-ভিতর।
সেই সে সবার প্রভু, সবার ঈশ্বর।। ২৩৯।।

আপনে পালন করে, আপনে সংহার।
অনন্ত-লীলায় করে অনন্ত বিহার।। ২৪০।।
শ্রীকৃষ্ণচরণে শরণাগতিই মায়াবন্ধন হইতে মুক্তি
শরণ পশিয়া যাঁ'র চরণ-কমলে।
কেবল লীলায় জীব মায়াবন্ধ তরে।। ২৪১।।
অবিদ্যা-বিনাশ-হেতু, ভয়-নিবারণ।
অপার-সংসার-সেতু— কৃষ্ণের চরণ।। ২৪২।।
নিরবধি অভয়-চরণ ধ্যান করি'।
সুখে পার হয় লোক ভববন্ধ তরি'।। ২৪৩।।
অনন্ত-চরিত-সমুদিত-শ্রুতিগীতা।
সাবধানে শুন, লোক, কৃষ্ণগুণ-গাথা।।" ২৪৪।।
ভক্তিরস-গুরু শ্রীল-গদাধর জান।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস গান।। ২৪৫।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে
কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী-সপ্তাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।। ৮৭।।

অষ্টাশীতিতম অধ্যায়

ভোগরহিত শিবারাধনায় ভোগ এবং সর্ব্বভোক্তা
শ্রীকৃষ্ণারাধনায় ভোগ রাহিত্য
ও বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তি
(শ্রী-রাগ)

রাজা বলে,—"আর কথা পুছিব তোমারে।
দেব-অসুর-নর-গন্ধর্ব্ব-কিন্নরে।। ১।।
সবেই শঙ্কর ভজে অমঙ্গলধাম।
সুখী, ভোগী হয় লোক, মহাধনবান্।। ২।।
লক্ষ্মীপতি-গুণনিধি-চরণ ভজিয়া।
দুঃখ ভোগ করে মাত্র অকিঞ্চন হৈয়া।। ৩।।
এ-বড় সংশয়, গুরু, পুছি তে-কারণে।
বিপরীত ফল দেখি দোঁহার ভজনে।।" ৪।।
শুকমুনি বলে,—"রাজা, জিজ্ঞাসিলে ভাল।
কহিব তোমারে সব করিয়া বিস্তার।। ৫।।
শঙ্কর ত্রিগুণযুত, ধরে অহঙ্কার।
শক্তিযুত হৈয়া সৃজে ত্রিগুণ-বিকার।। ৬।।
শঙ্কর বিকারময়, বলি তে-কারণে।
সকল সম্পদ্ মিলে শিবের ভজনে।। ৭।।
হরি সে ত্রিগুণহীন, প্রকৃতির পর।
সর্ব্বসাক্ষী, পরিপূর্ণ, আনন্দসাগর।। ৮।।
নির্গুণ ভজিলে হয় ত্রিগুণ-বর্জ্জিত।
তে-কারণে অকিঞ্চন, বিকাররহিত।। ৯।।
শ্রীযুধিষ্ঠিরের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণের
কারণ বর্ণনা
পিতামহ তোমার আছিল যুধিষ্ঠির।
ধর্ম্মযুত, গুণযুত, নির্ম্মলশরীর।। ১০।।
অশ্বমেধ-যজ্ঞ সমাপিয়া নরেশ্বর।
দ্বিজমুখে ধর্ম্মকথা শুনে নিরন্তর।। ১১।।
এই কথা জিজ্ঞাসিল কৃষ্ণের চরণে।
তুষ্ট হৈয়া আপনে কহিলা নারায়ণে।। ১২।।
যদুবংশে যে হরি করিয়া অবতার।
নরলীলা ধরি' করে বিবিধ বিহার।। ১৩।।
'যাকে অনুগ্রহ করি, হরি তা'র ধন।
তবে তাকে তেজি' যায় বন্ধু-পরিজন।। ১৪।।
দেখিয়া দুঃখিত তা'রে বন্ধুগণ ছাড়ে।
উদ্যোগ করিয়া কিছু করিতে না পারে।। ১৫।।
তবে ধন করি' আর না করে উদ্যোগ।
ভকতের সহে রহে করিয়া সংযোগ।। ১৬।।
তবে অনুগ্রহ আমি করিয়ে তাহারে।
বৈরাগ্য করিয়া আর উদ্যোগ না করে।। ১৭।।

নিত্য-সত্য ব্রহ্মমাত্র সত্য করি' জানে।
সংসারসাগরে পার হয় সেইক্ষণে।। ১৮।।
এত দুঃখে আমারে করিয়া আরাধন।
দুঃখ ভোগ করে মাত্র হঞা অকিঞ্চন।। ১৯।।
আমাকে তেজিয়া লোক এই-সে কারণে।
শঙ্কর ভজন লোক করে দৃঢ়-মনে।। ২০।।
রাজ্যপদ, সম্পদ্ লভিয়া মহাধন।
বর পাঞা আমাকে পাসরে মূর্খজন।। ২১।।
সর্ব্বফলদাতা আমি, সর্ব্বভূতে বসি।
সর্ব্বময় প্রভু আমি, সর্ব্বগুণরাশি।। ২২।।
ধনমদে মত্ত হৈয়া আমাকে পাসরে।
শঙ্কর-কিঙ্কর হৈয়া অবজ্ঞান করে।।' ২৩।।
শাপ-বরদাতা, প্রভু— তিন সুরেশ্বর।
'ব্রহ্মা', 'নারায়ণ' আর আপনে 'শঙ্কর'।। ২৪।।
দণ্ড-অনুগ্রহ শিরে করে সেইক্ষণে।
তুষ্ট-রুষ্ট হয় শিব অল্প দোষ-গুণে।। ২৫।।
ন তু ব্রহ্মা প্রজাপতি, দেব শ্রীনিবাস।
ইহাতে কহিব এক পূর্ব্ব-ইতিহাস।। ২৬।।
বৃকাসুরে বর দিয়া প্রভু মহেশ্বর।
সঙ্কটে পড়িয়া শিব ভ্রমিলা বিস্তর।। ২৭।।

বৃকাসুরের আখ্যান

আছিল 'শকুনি'-নামে এক মহাসুর।
'বৃক'-নামে তা'র পুত্র দুরন্ত, নিষ্ঠুর।। ২৮।।
নারদে দেখিয়া পথে পুছিলা বিনয়ে।
'অল্পগুণে শীঘ্র তুষ্ট কোন্ দেব হয়ে?' ২৯
নারদ কহিল,—'তুমি শঙ্কর আরাধ।
শিব সন্তোষিয়া তুমি সর্ব্বসিদ্ধি সাধ'।। ৩০।।
অল্প গুণে, অল্প দোষে, অতি-অল্পকালে।
তুষ্ট-রুষ্ট হয় শিব, বিচার না করে।। ৩১।।
দশগ্রীব বাণরাজা ভজিল কপটে।
অতুল-ঐশ্বর্য্য দিয়া পড়িল সঙ্কটে।।' ৩২।।
এ-বোল শুনিয়া বৃক হরষিত-মনে।
ত্বরিতে চলিল দৈত্য শিব-আরাধনে।। ৩৩।।
কাটিয়া অঙ্গের মাংস মাখিয়া রুধিরে।
নিরবধি পোড়ে দৈত্য জ্বলন্ত-অনলে।। ৩৪।।
সাতদিনে না পাঞা শঙ্কর-দরশন।
খড়্গে শির কাটিতে তুলিল ততক্ষণ।। ৩৫।।
মহাকারুণিক শিব উঠিয়া সম্ভ্রমে।
হাতে হাত ধরিয়া রাখিল সেইক্ষণে।। ৩৬।।
শিব পরশনে হৈল—সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর।
'বর মাগ' বলিয়া বলিলা মহেশ্বর।। ৩৭।।
'তুষ্ট হইলাঙ আমি, কেনে বৃথা দুঃখ কর?
সেই সেই বর দিব, যত নিতে পার।।' ৩৮।।
তবে বর মাগে বৃক পাপী দুরাচারে।
যা'র মাথে হাত দেঙ, সেই যেন মরে'।। ৩৯।।
এ-বোল শুনিঞা শিব দুঃখিত অন্তরে।
বর দিঞা বৃক সন্তোষিল মহেশ্বরে।। ৪০।।

বৃকাসুরের শিবের প্রাণনাশ চেষ্টা

উঠিয়া কি বোলে দৈত্য,—'শুন, ভূতনাথ।
বুঝিব তোমার মাথে দিয়া নিজ হাথ।। ৪১।।
পরীক্ষা করিয়া তবে চলিব হেথা-হনে।
এ-বোল শুনিয়া শিব ভয় পাইল মনে।। ৪২ ।।
তরাসে পলায় শিব, কম্পিত শরীর।
শঙ্করে খেদিয়া লঞা যায় মহাবীর।। ৪৩ ।।

প্রাণভয়ে শিবের পলায়ন

যতেক পৃথিবী-তল, আকাশমণ্ডল।
দশ দিগ্,নদ, নদী, পর্ব্বত, সাগর।। ৪৪ ।।
সুরলোক, নাগলোক, সপত পাতাল।
পলায় শঙ্করদেব, না পায় নিস্তার।। ৪৫ ।।
তত্ত্ব না জানিয়া লোক রহে নিঃশবদে।
পলায় শঙ্করদেব পড়িয়া প্রমাদে।। ৪৬ ।।
তবে শিব বৈকুণ্ঠে চলিলা ত্বরাত্বরি।।
যথা নারায়ণ-দেব সাক্ষাতে শ্রীহরি।। ৪৭ ।।
শান্ত, দান্ত, ন্যস্তদণ্ড ভাগবত পতি।
অশেষ- করুণাসিন্ধু, ত্রিভুবন-গতি।। ৪৮ ।।

শঙ্করে বিহ্বল দেখি' প্রভু দয়াশীল।
দ্বিজবটু-বেশ ধরে, সুন্দর শরীর।। ৪৯ ।।
দণ্ড-কমণ্ডলু ধরে, অজিন-মেখলা।
জ্বলন্ত অনল যেন পরে অক্ষমালা।। ৫০ ।।
আগুবাড়ি কৈল গিয়া অসুর-সম্ভাষা।
বিনয় বচনে কৈল কুশল-জিজ্ঞাসা।। ৫১ ।।
'কহ কহ, বৃকাসুর, খেদ পরিহর।
কি কাজ তোমার, কেন বিশ্রাম না কর ? ৫২।।
কি কাজ, কোথাতে যাহ, কহ ত অসুর ?
দুর্গ বিলঙ্ঘিয়া কেন আইলে এতদুর ?'৫৩ ।।
কৃষ্ণের অমৃতময় শুনিয়া বচন।
কহিল সকল কথা শকুনি-নন্দন ।। ৫৪ ।।
তবে কৃষ্ণ বলে,—বৃক, না করিলে ভাল।
শিবের বচনে আছে প্রতীত কাহার ? ৫৫ ।।
যে শিব দক্ষের শাপে প্রেতবেশ ধরে।
ভূত-প্রেত-সঙ্গে করি' শ্মশানে বিহরে।। ৫৬ ।।
যদি তা'র বাক্যে থাকে প্রতীতিতোমার।
শিরে হাত দিয়া দেখি' বুঝ আপনার।। ৫৭ ।।
অসত্য বচন যদি শঙ্করের হয়।
তবে তুমি মারিহ শঙ্কর দুরাশয়।। ৫৮ ।।
পুনরপি আর যেন অসত্য না বোলে।
ঈশ্বর-সেবক যেন এমত না ভাঁড়ে।। ৫৯ ।।
কৃষ্ণের-অমৃত বাণী, মধুর ভাষণে।
ভরমে বিচার করি' না বুঝিল মনে।। ৬০ ।
আপনার মাথে তুলি' দিল নিজ হাত।
ভস্ম হৈল বৃক, যেন হৈল বজ্রপাত।। ৬১ ।।
'নমো নমো, জয় জয়'-শবদ গগনে।
'সাধু সাধু'-শব্দ হৈল, পুষ্প-বরিষণে।। ৬২ ।।
দেব, ঋষি, পিতৃগণ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর ।
বাজন-নাচন কৈল, বিবিধ মঙ্গল।। ৬৩ ।।

শিবকে শ্রীকৃষ্ণের প্রবোধ-বাক্য

পুরুষ-পুরাণ হরি, গুণের নিধান।
পুনরপি আসিয়া শিবের সন্নিধান।। ৬৪ ।।
'শুন শুন, মহাদেব, দেখিল নয়নে।
আপনার পাপে পাপী মজিল আপনে।। ৬৫ ।।
মহাজনে পাপ করি' কে তরিতে পারে ?
বিশেষে জগদ্গুরু তুমি মহেশ্বরে'।। ৬৬ ।।

বৃকাসুর-বধ-আখ্যান শ্রবণ-কীর্ত্তনের ফল

অমোঘ-বিহার হরি, অনন্ত-শকতি।
অশেষ-করুণানিধি, সুরগণ-পতি।। ৬৭ ।।
শিবের সঙ্কট হরি, কৈল পরিত্রাণ।
যেবা কহে, যেবা শুনে এ-পুণ্য আখ্যান।। ৬৮ ।।
সর্ব্বপাপ হরে তা'র, ভব-বিমোচন।
রিপুক্ষয়, মিত্রজয়, বৈকুণ্ঠে গমন।।" ৬৯ ।।
জান গুরু-গদাধর, ধীরশিরোমণি।
ভাগবত-আচার্য্যের প্রেমতরঙ্গিণী।। ৭০ ।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে
কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী-অষ্টাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।। ৮৮।।

উননবতিতম অধ্যায়

ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর-মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ জানিবার জন্য
মুনিকর্ত্তৃক ভৃগু প্রেরিত

(মল্লার-রাগ)

শুকমুনি বোলে,—"রাজা,কর অবধান।
অদভুত-কথা কহি তোমা'-বিদ্যমান।। ১ ।।
সরস্বতী-নদীতীরে পুণ্য তপোবন।
মহা-যজ্ঞ করে তথা মহা-মুনিগণ।। ২।।
বিতর্ক উঠিল তথা মুনির সমাজে।
'কে বড় ঈশ্বর, তিন ঈশ্বরের মাঝে ? ৩ ।।
জিজ্ঞাসা করিতে ভৃগু—ব্রহ্মার কুমার।

পাঠাঞা দিলেন তাঁ'রা তত্ত্ব জানিবার।।৪ ।।

ব্রহ্মা-সমীপে ভৃগু

সত্য লোকে গেলা ভৃগু—ব্রহ্মার সদনে।
দাণ্ডায়া রহিলা গিয়া ব্রহ্মা-বিদ্যমানে।। ৫ ।।
প্রণাম-স্তবন ভৃগু না কৈল কপটে।
পরীক্ষা করিতে গিয়া রহিলা নিকটে।। ৬ ।।
ক্রুদ্ধ হৈল ব্রহ্মা—যেন জ্বলন্ত অনল।
পাছে ক্রোধ সম্বরিল মনের ভিতর ।। ৭ ।।

শিব-সমীপে ভৃগু

পুত্র দেখি' কৈল ব্রহ্মা চিত্ত সমাধান।
তবে ভৃগুমুনি গেলা শিব বিদ্যমান।। ৮ ।।
কৈলাস পর্ব্বতে গিয়া দেখিল শঙ্কর।
ভৃগু দেখি' শিবদেব উঠিলা সত্বর ।।৯ ।।
ভুজযুগে ধরি' হর দিল আলিঙ্গন।
বুঝিয়া উত্তর দিল ভৃগু তপোধন।।১০ ।।
'উনমতবেশ, শিব জটা ভস্ম ধরে।
তা'র সহ কোলাকুলি কে করিতে পারে? ১১ ।।
ক্রোধ কৈল শিবদেব, ঘূর্ণিত-লোচন।
তুলিল ত্রিশূল—যেন দীপ্ত হুতাশন।। ১২ ।।
চরণে ধরিয়া দেবী রাখিল পার্ব্বতী।
বৈকুণ্ঠে চলিয়া ভৃগু গেলা শীঘ্রগতি।। ১৩ ।।

ভৃগুকর্ত্তৃক শ্রীবিষ্ণুর শ্রেষ্ঠতা-উপলব্ধি

লক্ষ্মী-সহে প্রভু যথা দেব-জনার্দ্দন।
মণি সিংহাসনে আছে করিয়া শয়ন।।১৪ ।।
তথা গিয়া উত্তরিলা ভৃগু মহামতি।
মারিল প্রভুর বুকে দৃঢ় একলাথি।। ১৫ ।।
সত্বরে উঠিয়া তবে লক্ষ্মীনারায়ণ।
শিরে ধরি' দোঁহে কৈল চরণ-বন্দন।। ১৬ ।।
স্বাগত বচনে হরি বসাঞা আসনে।
চরণে ধরিয়া বোলে বিনয়-বচনে।। ১৭ ।।
'না জানিঞা কৈলুঁ দোষ, ক্ষম, একবার।
পদজল দিয়া কর এ-লোক উদ্ধার।। ১৮ ।।
পুণ্যতীর্থ তীর্থ করে বিপ্রপদ-জল।
হেন জল ধরি আজি শিরের উপর।। ১৯ ।।
তোমার চরণ-চিহ্ন বক্ষঃস্থলে ধরি'।
আজি সে বৈকুণ্ঠ-পদে আমি অধিকারী।। ২০ ।।
একান্ত-সম্পদ্ পাত্র হৈলুঁ ত্রিভুবনে।
সর্ব্বলোকপূজ্য, বন্দ্য হৈলুঁ আজি-হনে।।' ২১ ।।
প্রভুর বচন শুনি' ভৃগু যোগেশ্বর।
নিঃশব্দে গেলা, কিছু না দিল উত্তর।। ২২।।

ভৃগু-বাক্যে শ্রীবিষ্ণুর শ্রেষ্ঠত্ব জানিয়া মুনিগণের
শ্রীবিষ্ণু-আরাধনা ও মুক্তি লাভ

পুনরপি গেলা ভৃগু যথা মুনিগণ।
আদি-হনে কহিল সকল বিবরণ।। ২৩।।
ভৃগুর বচন শুনি' ভাবিলা বিস্ময়।
তুষ্ট হৈল মুনিগণ, খণ্ডিল সংশয়।। ২৪।।
হরি সে সবার প্রভু, সবার প্রধান।
শান্তি দিয়া ধর্ম্ম, যা'থে নিরমল জ্ঞান।। ২৫।।
চতুর্বিধ বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য, অষ্টনিধি।
সর্ব্বশক্তি বৈসে যথা যশ নিরবধি।। ২৬।।
ন্যস্তদণ্ড, শান্ত-দান্ত, মুনি, অকিঞ্চন।
সমচিত্ত, সর্ব্বহিতরত সাধুজন।। ২৭।।
এ-সবের গতি-পতি, সভার আশ্রয়।
ইষ্টদেব বিপ্র যাঁ'র শুদ্ধসত্ত্বময়।। ২৮।।
অকিঞ্চন-প্রিয়ধন, দেবের দেবতা।
অশেষ-সম্পদ, বিধির বিধাতা।।' ২৯।।
এতেক বচন বলি' মহামুনিগণ।
ভকতি করিয়া কৈল কৃষ্ণ-আরাধন।। ৩০।।
কৃষ্ণপদ আরাধিয়া হৈল কৃষ্ণময়।
কহিল তোমারে, রাজা, ঈশ্বর-নির্ণয়।। ৩১।।

শ্রীশুকমুখ বিনিঃসৃত হরিকথা শ্রবণের গৌণ ফল

ব্যাসসুত-মুখ-সরোরুহ-বিগলিত।
হরিকথা-সমুদিত-বচন-অমৃত।। ৩২।।
নিরবধি পান করে শ্রবণ-বিবরে।
গতাগতশ্রম তা'র তদবধি হরে।। ৩৩।।

"আর এক কথা, শুন, রাজা পরীক্ষিৎ।
দ্বারকানাথের ধন্য অদ্ভুত চরিত।। ৩৪।।

নয়টী পুত্রের জন্মিবা-মাত্র মৃত্যুতে দ্বারকা নিবাসী ব্রাহ্মণের বিলাপ ও রাজার প্রতি দোষারোপ

একদিন দ্বারকাতে ব্রাহ্মণের ঘরে।
জনমিঞা-মাত্র পুত্র মৈল সেইকালে।। ৩৫।।
মরা-পুত্র লঞা গেল রাজার দুয়ারে।
বিলাপ করিয়া বিপ্র কান্দে উচ্চ-স্বরে।। ৩৬।।
'ব্রহ্মঘাতি, শঠমতি, লোভী, দুরাচার।
হেন পাপী দ্বারকামণ্ডলে মহীপাল।। ৩৭।।
তা'র কর্ম্মদোষ মোর পুত্র মরি' যায়।
দুষ্ট রাজা ভজিয়া প্রজায় দুঃখ পায়।। ৩৮।।
হিংসক, দুঃশীল রাজা হৈল এনা দেশে।
জনমিয়া পুত্র মোর মৈল তা'র দোষে।।' ৩৯।।
এইরূপে করি' বিপ্র করুণ-রোদন।
পুনরপি ঘরে গিয়া রহিল ব্রাহ্মণ।। ৪০।।
দুই, তিন, চার, পাঁচ জন্মিল কুমার।
জনমিয়া-মাত্র পুত্র মরে বারে বার।। ৪১।।
নয়পুত্র মৈল যদি এই পরকারে।
পুত্র লঞা গেল বিপ্র রাজার দুয়ারে।। ৪২।।

ব্রাহ্মণের ১০ পুত্র রক্ষার্থ অর্জ্জুনের অঙ্গীকার

উচ্চস্বরে কান্দে বিপ্র বিলাপ করিয়া।
অর্জ্জুন আসিয়া বোলে বিপ্র-সম্ভাষিয়া।। ৪৩।।
'কেন, বিপ্র, কান্দিছ রাজার অধিকারে ?
কেহো কি তোমার পুত্র রাখিতে না পারে ? ৪৪
কেহো কি ইহাতে বীর নাহি ধনুর্দ্ধর ?
এ-সব ক্ষত্রিয় নহে, দ্বিজ-কলেবর।। ৪৫।।
ব্রাহ্মণে করয়ে শোক যে রাজার দেশে।
সে-সব নাটুয়া-মাত্র জীয়ে ক্ষত্রিয়বেশে।। ৪৬।।
আমি পুত্র আনি' দিব, ব্রাহ্মণ, তোমার।
প্রতিজ্ঞা করিয়া আমি কৈল অঙ্গীকার।। ৪৭।।
যদি পুত্র আনিতে না পারি বিদ্যমানে।
তবে আমি প্রবেশিব দীপ্ত-হুতাশনে।।' ৪৮।।
অর্জ্জুনের এত বাণী শুনিয়া শ্রবণে।
প্রতীত না গেল বিপ্র, এ-সব বচনে।। ৪৯।।
'আপনে সাক্ষাতে যা'থে কৃষ্ণ-বলরাম।
প্রদ্যুম্ন সাক্ষাতে, অনিরুদ্ধ বলবান।। ৫০।।
এ-সবে যে কর্ম্ম না পারিল সাধিবার।
সে কর্ম্ম করিতে আছে শকতি কাহার ? ৫১
কহিলে, অর্জ্জুন, তুমি সব অগেয়ানে।
প্রতীতে না যাই আমি এ-সব বচনে।।' ৫২।।
বিপ্রের বচন শুনি' বলে ধনঞ্জয়।
আমার বচনে, বিপ্র, না কর সংশয়।। ৫৩।।
প্রদ্যুম্ন না হই আমি, নহি কৃষ্ণ-রাম।
অনিরুদ্ধ নহি আমি, অর্জ্জুন বলবান্।। ৫৪।।
গাণ্ডীব আমার ধনু, ধরি মহাবল।
সমর করিয়া আমি তুষিল শঙ্কর।। ৫৫।।
যম জিনি' আনি' দিব তোমার তনয়।
ঘরে চল, বিপ্র, তুমি না কর বিস্ময়।।' ৫৬।।
অর্জ্জুনের বচন শুনিঞা দ্বিজবর।
প্রত্যয় মানিঞা চিত্তে গেলা নিজ-ঘর।। ৫৭।।

পুত্রের প্রাণরক্ষার্থ অর্জ্জুনের নিস্ফল- প্রয়াস

কথোদিন রহি' তবে বিপ্রের ব্রাহ্মণী।
অপত্য প্রসব হৈব, হেন কাল জানি।।' ৫৮।।
অর্জ্জুনের ঠাঞি বিপ্র গেলা ত্বরাত্বরি।
'রক্ষ রক্ষ, মহাবীর, চল শীঘ্র করি'।।' ৫৯।।
শুনিঞা চলিল বীর পাণ্ডুর নন্দন।
কর-পদ পাখালিয়া কৈল আচমন।। ৬০।।
শিবদেব-চরণে করিয়া নমস্কার।
আকর্ণ পূরিয়া দিল ধনুকে টঙ্কার।। ৬১।।
সূতিঘরে কৈল বীর শর-বরিষণ।
চৌদিগে রুধিল ঘর কুন্তীর নন্দন।। ৬২।।
রুধিল সূতিকাঘর শরের পঞ্জরে।
ব্রাহ্মণী প্রসব হৈল হেন অবসরে।। ৬৩।।
ভূমিতে পড়িয়া-মাত্র ব্রাহ্মণ-কুমার।
সশরীরে অন্তরীক্ষ হইল তৎকাল।। ৬৪।।

ব্রাহ্মণের অর্জ্জুনকে ভর্ৎসনা

বিপ্র বলে,—'দেখ, মোর মতি বিপরীত।
নপুংসক অর্জ্জুনের বচনে প্রতীত।। ৬৫।।
আপনে শ্রীহরি যা'থে প্রভু বলরাম।
অনিরুদ্ধ, প্রদ্যুম্ন যাহাতে বিদ্যমান।। ৬৬।।
যে কর্ম্ম করিতে নহে এ-সব ভাজন।
কে হয় অর্জ্জুন তা'থে কুন্তীর নন্দন? ৬৭
ধিক্ ধিক্ ধনু তোর, ধিক্ ধিক্ বল।
নপুসংক হৈয়া তোর গর্ব্ব এত বড়? ৬৮
আরে রে অর্জ্জুন, তুঞি হেন সে দুর্ম্মতি!
দৈব-নিয়োজিত কাজে করিস্ শকতি?' ৬৯
এইরূপে গালি দিতে ব্রাহ্মণ রহিল।
মনে দুঃখ পাঞা তবে অর্জ্জুন চলিল।। ৭০।।

ব্রাহ্মণের মৃত-পুত্র-আনয়নার্থ অর্জ্জুনের নিস্ফল-প্রয়াস

কামগতি মহাবিদ্যা অবলম্ব করি'।
ত্বরিতে চলিল বীর 'সংযমনী'-পুরী।। ৭১।।
যমপুরী সংযমনী করিয়া প্রবেশ।
চাহিতে চাহিতে বীর না পায় উদ্দেশ।। ৭২।।
তবে ইন্দ্রপুরী গেলা, তবে অগ্নিপুরী।
তবে মৃত্যুপুরী গিয়া চাহিল বিচারি'।। ৭৩।।
বরুণের পুরী চাহি', পবনের পুরী।
তবে বিচারিল গিয়া কুবেরনগরী।। ৭৪।।
শিবপুরী বিচারিয়া পশিল পাতালে।
সপ্ত-পাতাল চাহি' উঠিল সত্বরে।। ৭৫।।
তবে স্বর্গ বিচারিল, চাহিল সকল।
না পাঞা ব্রাহ্মণ-সুত দুঃখিত অন্তর।। ৭৬।।

প্রতিজ্ঞাপালনে অপারকত্বহেতু শ্রীঅর্জ্জুনকে অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশোদ্যত শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক নিবারণ ও উভয়ে মহাকাল-পুরে প্রস্থান

দ্বারকা-ভুবনে বীর আইল বাহুড়িয়া।
কুণ্ড করি, আগুনি জ্বালিল কাষ্ঠ দিয়া।। ৭৭।।
প্রবেশ করিব গিয়া দীপ্ত-হুতাশনে।
নিষেধ করিয়া কৃষ্ণ রাখিল আপনে।। ৭৮।।
'না কর অর্জ্জুন, তুমি আগুনি প্রবেশ।
বিষাদ না কর মনে, না ভাবিহ ক্লেশ।। ৭৯।।
আনিঞা দেখাব আমি ব্রাহ্মণকুমার।
ভুবন ভরিয়া যশ রাখিব তোমার।।' ৮০।।
এতেক বচন বলি' শ্রীমধুসূদন।
অর্জ্জুনে তুলিয়া রথে কৈলা আরোহণ।। ৮১।।
চলিলা পশ্চিম দিগে আকাশমণ্ডলে।
শূন্য পথে যায় হরি রথের উপরে।। ৮২।।
সপ্তদ্বীপ তরি' গেলা সপত-সাগর।
সপ্তদ্বীপ, লোকালোক তরিয়া সকল।। ৮৩।।
মহাতমে প্রবেশিল, ঘোর অন্ধকার।
না চলে রথের ঘোড়া, না হয়ে সঞ্চার।। ৮৪।।
নিজ-পাশে মহাচক্র দেখি' ভগবান্।
আজ্ঞা দিল, চক্র, তুমি হও আগুয়ান।। ৮৫।।
সূর্য্যকোটি-সম চক্র, আশু চলি' যায়।
নিজ-তেজে ঘোর তম কাটিয়া ফেলায়।। ৮৬।।
যেন মন-পবন সঞ্চার তৎকাল।
সেইরূপ চলে চক্র কাটি' অন্ধকার।। ৮৭।।
দুই-পাশে তম কাটি' দুই-ভাগ করে।
সেই পথে চলে রথ চক্র-অনুসারে।। ৮৮।।
তবে মহা-জ্যোতির্ম্ময় প্রকাশ-স্বরূপ।
সূর্য্যকোটি বহ্নিকোটি-নিরূপম রূপ।। ৮৯।।
দেখিয়া অর্জ্জুন তবে মুদিল নয়ন।
রথেতে পড়িয়া বীর হৈল অচেতন।। ৯০।।
তিলেকে তরিয়া তেজ গেলা হৃষীকেশ।
অপার-সাগরজলে কৈল পরবেশ।। ৯১।।
তরঙ্গ কল্লোল-কোলাহল অতিশয়।
তা'র মাঝে এক পুরী মহামণিময়।। ৯২।।

ধরণীধর শ্রীঅনন্তের সৌন্দর্য্য

সূর্য্যকোটি জিনি' মণি-মন্দির উজ্জ্বল।
তা'র মাঝে মণি সিংহাসন মনোহর।। ৯৩।।

অনন্ত ধরণীধর, সহস্র বদন।
ফণিমণি বিরাজিত বিলোল-লোচন।। ৯৪।।
মৃণাল-ধবল গৌর কলেবর-শোভা।
চন্দ্রকোটি-সুশীতল, সূর্য্যকোটি-আভা।। ৯৫।।

অনন্তশায়ী শ্রীবিষ্ণুর রূপ-বর্ণন

হেন মহা অনুভাব অনন্ত-শয়নে।
শয়ন করিয়া হরি আছেন আপনে।। ৯৬।।
নবঘন জলধর-শ্যাম-কলেবর।
গণ্ডযুগ-বিলসিত মকরকুণ্ডল।। ৯৭।।
প্রফুল্ল-কমলদল-নয়ন বিশাল।
কুঞ্চিত কুন্তল-জাল, বিলোলিত-মাল।। ৯৮।।
রুচির মধুর হাস, মুদিত-বদন।
মণিময়-বিলসিত বিবিধ ভূষণ।। ৯৯।।
আজানু-পর্য্যন্ত অষ্টভুজ বিরাজিত।
শ্রীবৎস, কৌস্তুভ, বনমালা বিলসিত।। ১০০।।
নন্দ, সুনন্দ-আদি পারিষদগণে।
চক্র-আদি যত অস্ত্র হৈয়া মূর্ত্তিমানে।। ১০১।।
অষ্টশক্তি মূর্ত্তিমতী হৈয়া অষ্টসিদ্ধি।
অষ্টৈশ্বর্য্য মূর্ত্তি ধরি' সেবে নিরবধি।। ১০২।।
এইরূপে দেবদেব দেখি' ভগবান্।
আপনার তরে কৈল আপনে প্রণাম।। ১০৩।।
দাণ্ডাঞা সম্মুখে রহে শিরে কর ধরি'।
অর্জ্জুন সম্ভ্রমে রহে দণ্ডবত করি'।। ১০৪।।

মহাবিষ্ণুকর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণকে ব্রহ্মাণের দশ পুত্র প্রত্যর্পণ

তবে দেবদেব সুরপতি-শিরোমণি।
কিঞ্চিত হাসিয়া প্রভু বোলে কোন বাণী।। ১০৫।।
'এই দশ দ্বিজসুত লইয়া চল ঝাটে।
আপনে আনিয়া আমি রাখিল নিকটে।। ১০৬।।
এত কর্ম্ম কৈল তোমা'-সভা দেখিবারে।
তুমি-সব জনমিলে অংশ-অবতারে।। ১০৭।।
অসুর বধিয়া ভার পৃথিবীর হরি'।
আমার নিকটে আসি' রহ শীঘ্র করি'।। ১০৮।।
যদ্যপি সাক্ষাৎ তুমি পূর্ণ ভগবান্।
তথাপি ধরিহ 'নর-নারায়ণ'-নাম।। ১০৯।।
আকল্প-পর্য্যন্ত তপ বদরিকাশ্রমে।
লোক-পরিত্রাণ-হেতু কর দুই-জনে।।' ১১০।।
এতেক বচন শুনি' শ্রীহরি-অর্জ্জুনে।
প্রণাম করিয়া দেবদেবের চরণে।। ১১১।।
আজ্ঞা শিরে ধরি' দশপুত্র তুলি' রথে।
পুনরপি দ্বারকা চলিলা সেই পথে।। ১১২।।
দশপুত্র লঞা দিল ব্রাহ্মণ-গোচরে।
অর্জ্জুনে পাঠাঞা প্রভু গেলা নিজ-ঘরে।। ১১৩।।

শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক ব্রাহ্মণের মৃত পুত্রসমূহ প্রত্যর্পণ

আশ্চর্য্য দেখিয়া মনে পাইল বড় ডর।
বিস্ময় ভাবিয়া কিছু না দিল উত্তর।। ১১৪।।

শ্রীঅর্জ্জুনের উপলব্ধি—শ্রীকৃষ্ণকৃপা ব্যতিরেকে
কোন কার্য্য সফল হয় না

বুঝিল অর্জ্জুন মনে—'এই সে নিশ্চয়।
কৃষ্ণ-অনুগ্রহ-বিনে কিছুই না হয়।।' ১১৫।।
এইরূপে নানা-লীলা করয়ে শ্রীহরি।
নানা-যজ্ঞ, নানা-দান নিতি নিতি করি।। ১১৬।।
জীবমাত্রে দেই প্রভু দিব্য অন্ন-পান।
ব্রাহ্মণ তোষণ করে দিয়া নানা-দান।। ১১৭।।
যথাবিধি, যথাকালে স্বাশ্রম-আচার।
লোক বুঝাইতে করে এত পরকার।। ১১৮।।
কামভোগ কহে হরি জীববৎ হইয়া।
বুঝায় সকল লোকে আপনে করিয়া।। ১১৯।।
ধর্ম্ম-সংস্থাপন-হেতু করে এত কর্ম্ম।
অনন্ত মহিমা তাঁ'র, কে বুঝিবে মর্ম্ম?" ১২০
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস-বাণী।
নর-নারায়ণ-লীলা প্রেমতরঙ্গিণী।। ১২১।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে
কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী উননবতিতমোঽধ্যায়ঃ।। ৮৯।।

নবতিতম অধ্যায়

দ্বারকার ঐশ্বর্য্য ও সৌন্দর্য্য বর্ণন

(কেদার-রাগ)

এইরূপে বৈসে হরি দ্বারকামণ্ডলে।
অশেষ-সম্পদ্ধাম মন্দিরে মন্দিরে।। ১।।
বৃষ্ণিগণ, যদুগণ সর্ব্বত্র বেষ্টিত।
নবীন-যৌবন নারীগণ বিরাজিত।। ২।।
ঘরের উপরে ঘর শত শত তালা।
তথা তথা রহি' দিব্য-নারীগণ-খেলা।। ৩।।
মদমত্ত গজগণ ঘন-পরকাশ।
রাজপথ, পুরপথ, নাহি অবকাশ।। ৪।।
অলঙ্কৃত ভটগণ, পবন-সঞ্চার।
চকিত-চঞ্চল-গতি ঘোড়া-পাটোয়ার।। ৫।।
কনক-নির্ম্মিত রথ, তড়িতের আভা।
বন, উপবন, দীঘি-সরোবর-শোভা।। ৬।।
নিনাদিত খগ-ভৃঙ্গ-শবদ মধুর।
সুভূষিত, সুধূপিত প্রতি পুরে পুর।। ৭।।

মহিষীদের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি

ষোড়শ-সহস্র দেবী, এক ভগবান্।
ষোড়শ-সহস্র রূপে রহে স্থানে স্থান।। ৮।।
কনক-নির্ম্মিত নদ-নদী, সরোবর।
ফুল্ল উৎপল, কুঞ্জ-কুমুদ-কমল।। ৯।।
তরলিত, বিমলিত, সুবাসিত জল।
অলিকুল-শবদ, বিহগ-কোলাহল।। ১০।।
জলকেলি করে হরি রমণী-রমণ।
স্তন-বিনিহিত মৃগমদ-বিলেপন।। ১১।।
গন্ধর্ব্ব-কিন্নরে গায়, নাচে বিদ্যাধরী।
সূত-মাগধগণ সেবে স্তুতি করি'।। ১২।।
দেবীগণে চর্ম্মের মোটরী ভরি' ভরি'।
জল ছিটাছিটি করি' করে জলকেলি।। ১৩।।
জলকেলি করে হরি রমণী-সমাজে।
যক্ষরাজ খেলে, যেন যক্ষিণী-সমাজে।। ১৪।।
স্তন বিনিহিত তনু বসন-বিলাস।
কিঞ্চিত বিদিত কুচতট-পরকাশ।। ১৫।।
গলিত কবরী-ভার-বিনিহিত মাল।
মোদ্রিত মোটরী-কর-ঘটন-সঞ্চার।। ১৬।।
সমুদিত কামশর, জর-জর অঙ্গ।
বিকসিত মুখ, সরোরুহবর-ভঙ্গ।। ১৭।।
এইরূপে জলকেলি করে যদুরায়।
রমণীমণ্ডলে হরি আনন্দে খেলায়।। ১৮।।
নর্ত্তক-নর্ত্তকীগণ বসন-ভূষণে।
গুণিগণ পূজে মহাধন-অন্নপানে।। ১৯।।
আপনে রমণীগণ রমিয়া রমায়।
নিজ পদগত-চিত্ত-পীরিতি বাড়ায়।। ২০।।

মহিষীবৃন্দের শ্রীকৃষ্ণ প্রীতি

রমণী-রমণে নাহি তিলেক বিচ্ছেদ।
নিদ্রা-অবসরে করে বহুবিধ খেদ।। ২১।।
নানাভাবে দেবীগণ কৃষ্ণ আরাধিয়া।
কৃষ্ণে প্রবেশি তাঁ'রা কৃষ্ণময়ী হৈয়া।। ২২।।
শঙ্কর-বিরিঞ্চি-আদি মহাযোগেশ্বর।
যাঁ'র গুণ কীর্ত্তন করয়ে নিরন্তর।। ২৩।।
কেবল শ্রবণে হরে রমণীর মন।
হেন প্রভু দেবীগণে দেখে অনুক্ষণ।। ২৪।।
পতি-ভাবে পরিচর্য্যা করে প্রেম ধরি'।
তা'-সভার পুণ্য-তপ কে কহিতে পারি? ২৫
সর্ব্বলোকে গতি-পতি, ত্রিজগত-গুরু।
প্রণতবৎসল, নিজজন-কল্পতরু।। ২৬।।
হেন প্রভু সাক্ষাতে ভজিল দেবীগণ।
কে তা'র বর্ণিব তপ, আছে হেন জন? ২৭

শ্রীকৃষ্ণের গার্হস্থ্যলীলার উদ্দেশ্য

এইরূপে গৃহকর্ম্ম করে যদুরায়।
আপনে করিয়া কর্ম্ম এ-লোক বুঝায়।। ২৮।।
ধর্ম্ম, অর্থ, কাম—তিন সাধিবারে পারি।
গৃহধর্ম্ম করিব—গৃহস্থ-অধিকারী।। ২৯।।
এই-সে কারণে হরি করে গৃহধর্ম্ম।
বেদ-বিপ্রমুখ-মুখরিত নানাকর্ম্ম।। ৩০।।

ষোড়শ-সহস্র-একশত দিব্যনারী।
রমণী-রতন শ্রীরুক্মিণী-আদি করি'।। ৩১।।

যদুবীরগণের মহিমা-বর্ণন

দশ-দশ পুত্র প্রসবিল একজনে।
যা'র সম বলবীর্য্য নাহি ত্রিভুবনে।। ৩২।।
মহাবল-পরাক্রম, বিক্রমে বিশাল।
অষ্টাদশ পুত্র হৈল প্রধান তাহার।। ৩৩।।
'প্রদ্যুম্ন', প্রদ্যুম্নপুত্র 'অনিরুদ্ধ'-নাম।
'সাম্ব', 'ভানু', 'বৃহদ্ভানু', 'মধু', দীপ্তিমান্।। ৩৪।।
'চিত্রভানু', 'বৃক', আর 'অরুণ', 'পুষ্কর'।
'বেদবাহু', 'শ্রুতদেব' মহাধনুর্দ্ধর।। ৩৫।।
'সুনন্দ', 'চিত্রবাহু' বীরের প্রধান।
'বিরূপ', 'ন্যগ্রোধ' আর 'কবি' বলবান্।। ৩৬।।
সভার প্রধান তা'র রুক্মিণী-তনয়।
মাতুল রুক্মীর কন্যা কৈলা পরিণয়।। ৩৭।।
'অনিরুদ্ধ' পুত্র হৈল তাহার উদরে।
মহামত্ত অযুত-মাতঙ্গবল ধরে।। ৩৮।।
রুক্মিপুত্র-কন্যা বিভা কৈল অনিরুদ্ধে।
রুক্মি-বধ হৈল যা'তে বলরাম-যুদ্ধে।। ৩৯।।
অনিরুদ্ধ-পুত্র—বজ্র, মহাবল ধরে।
বজ্র অবশেষ রৈল মুষল-সমরে।। ৪০।।
তা'র পুত্র উপজিল—'প্রতিবাহু'-নাম।
'সুবাহু' তাহার পুত্র মহাবলবান্।। ৪১।।
'শান্তসেন' তা'র পুত্র, হৈল মহাবল।
'শতসেন' তা'র পুত্র মহাধনুর্দ্ধর।। ৪২।।
এ-বংশে জনমে নাহি—দরিদ্র, নির্দ্ধন।
অল্প-পুত্র, অল্প-বল, অল্প-পরাক্রম।। ৪৩।।
অল্প-পরমায়ু যা'র, নহে ধর্ম্মশীল।
ব্রাহ্মণকিঙ্কর নহে, নহে মহাবীর।। ৪৪।।
যদুবংশে জন্ম না লভিল হেন জনা।
শঙ্কর বিরিঞ্চি যা'র না জানে মহিমা।। ৪৫।।
শতেক বৎসর ধরি' কেহ যদি গণে।
গণিতে না পারে তভু মহাবধূ-জনে।। ৪৬।।
অষ্ট-অশীতি-শত-অধিক তিন-কোটি।
যদুকুলে আচার্য্য আছিল মহামতি।। ৪৭।।
এতেক পণ্ডিত যা'থে ছাওয়াল পড়ায়।
হেন যদুকুল-অন্ত কে গণিতে পায়? ৪৮
অযুত-অযুত লক্ষ সেনাপতি লৈয়া।
'আহুক' আছিল যা'থে ক্ষিতিপতি হৈয়া।। ৪৯।।
দেবাসুর-যুদ্ধে যত সৈন্য-বধ হৈল।
তাঁরা-সব নৃপরূপ ধরিয়া জন্মিল।। ৫০।।
তা'-সভার সংহার করিতে যদুরায়।
যদুকুলে দেবগণে জনম লভায়।। ৫১।।
একশত এক বংশ হৈল যদুকুলে।
কত দেব জনমিল, কত পরকারে।। ৫২।।
যদুবংশে যত দেব হৈল উৎপন্ন।
জানিতে প্রমাণ সবে এক নারায়ণ।। ৫৩।।

শ্রীকৃষ্ণের অপার মহিমা ও দয়া

অনন্ত-কিঙ্কর হরি অনন্তমূরতি।
তাঁ'র তত্ত্ব জানে হেন কাহার শকতি? ৫৪
আছুক আনের কাজ, এই যদুগণে।
কিঞ্চিত প্রভুর তত্ত্ব কিছুই না জানে।। ৫৫।।
শয়ন, ভোজন, পান, একত্র গমন।
তবু তাঁ'র তত্ত্ব না জানিল যদুগণ।। ৫৬।।
যাঁ'র গুণ-কীর্ত্তন সকল তীর্থসার।
যদুকুলে হৈল হেন তীর্থ-অবতার।। ৫৭।।
বৈরীভাবে রিপুগণ করিয়া চিন্তন।
কৃষ্ণময় হৈল কৃষ্ণ করিয়া স্মরণ।। ৫৮।।
লক্ষ্মীদেবী যাঁরে বাঞ্ছা করে নিরন্তর।
যাঁ'র কৃপা বাঞ্ছা করে ব্রহ্মা-মহেশ্বর।। ৫৯।।
যাঁ'র নাম-শ্রবণে দুরিত-বন্ধ হরে।
কুলধর্ম্ম প্রকাশিল যে প্রভু সংসারে।। ৬০।।
এ-কোন বিচিত্র তাঁ'র—হরে ক্ষিতিভার।
কালচক্রে করে যাঁর ব্রহ্মাণ্ড সংহার।। ৬১।।

শ্রীকৃষ্ণের জয়-কীর্ত্তন

জয় জয় প্রাণনাথ, জগত-নিবাস।
জয় জয় দৈবকী-জঠর-পরকাশ।। ৬২।।

জয় যদুবর-পারিষদ-প্রাণপতি।
জয় নিজভুজ-নিবারিত-ধর্ম্মঘাতী।। ৬৩।।
জয় জয় চরাচর-দুরিত-হরণ।
জয় জয় ব্রজপুরী-রমণীরমণ।। ৬৪।।
জয় জয় প্রমুদিত-মুখ-মধুহাস।
জয় ব্রজপুরবধূ-কাম-পরকাশ।। ৬৫।।

শ্রীকৃষ্ণকথা শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণের ফল

পরাপর-গতি হরি, পুরুষপুরাণ।
যুগে যুগে নিজভক্ত করে পরিত্রাণ।। ৬৬।।
প্রকটিত লীলাতনু, দিব্যরূপ ধরে।
কর্ম্মজাল-দহন, বিচিত্র কর্ম্ম করে।। ৬৭।।
যে হরি পদারবিন্দ করিব ভজন।
যে-জন কেবল করে শ্রবণ-কীর্ত্তন।। ৬৮।।
মুকুন্দ-শ্রীযুতকথা শ্রবণ করিব।
স্মরণ, চিন্তন করি' চরণ ভজিব।। ৬৯।।
দুস্তর-দুষ্কৃত-জরা-মরণ-হরণ।
কৃষ্ণময় হৈয়া তাঁ'র বৈকুণ্ঠে গমন।। ৭০।।
রাজ্য-পদ পরিহরি' ক্ষিতিপতিগণে।
বন-পরবেশ করে যাহার কারণে।। ৭১।।
হেন চরণারবিন্দ ভজ, সর্ব্বলোক।
হেলে ভব তরিবে, খণ্ডিবে দুঃখ-শোক।।" ৭২।।
শ্রীযুত-গদাধর-চরণ ভরসা।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস-ভাষা।। ৭৩।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে
কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী-নবতিতমোঽধ্যায়ঃ।। ৯০।।

সমাপ্তশ্চায়ং শ্রীদশম-স্কন্ধঃ

একাদশ স্কন্ধ

প্রথম অধ্যায়

মঙ্গলাচরণ

দুরন্ত-সংসারসমুদ্রসেতুং সবেদবেদান্ত-নিতান্তগুপ্তম্।
জনস্য সদ্যো বিগমার্থমেকো দশং প্রবক্ষ্যে খলু সত্ত্ব-শুদ্ধ্যৈ।। ১।।

ভূভার হরণ ও জীবের বৈরাগ্যোৎপাদনার্থ শ্রীকৃষ্ণদ্বারা যদুকুলের বিনাশ-সাধন

(নট-রাগ)

পরীক্ষিত মহাজন, প্রভুভক্ত পরায়ণ,
শুনে হরি-চরিত রসাল।
'একাদশ' ভাগবত, ভক্তি-জ্ঞান-সমুদিত,
কহে শুক ব্যাসের কুমার।। ২।।
"নিজ-পারিষদগণ, যদুকুল বলরাম,
রিপুদল করিয়া সংহার।
অন্যোহন্যে কন্দল করি, বিরোধ বাড়ায় হরি,
পৃথ্বীর হরিতে গুরুভার।। ৩।।
কু-পাশা খেলন করি', কেশাকর্ষণ-আদি ধরি',
বিবাদ বাড়ায় রিপুগণে।
ক্রোধ জন্মাইয়া হরি, পাণ্ডুসুত লক্ষ্য করি',
ক্ষিতিভার হরে নারায়ণে।। ৪।।
আনে হৈতে পরাভব, কদাচিত যদু-সব,
নহিব আমার প্রিয়গণে।
আমার আশ্রয়-পদে, অশেষ-সম্পদপদে,
বস্তুজ্ঞান নাহি ত্রিভুবনে।। ৫।।
মনে অনুমান করি', কন্দল বাড়াঞা হরি,
কুল নাশি' চলে নিজ-ধামে।
বাঁশে-বাঁশে ঘরষণে, অগ্নি যেন জ্বলে বনে,
পুন অগ্নি নিভায় সেই বনে।। ৬।।
সত্যবাদী ভগবান্, করি' ক্ষিতি-পরিত্রাণ,
এই মনে করিয়া নিশ্চয়।
ব্রহ্মশাপ লক্ষ্য করি', কুল বিনাশিয়া হরি,
তবে কৈল বৈকুণ্ঠ-বিজয়।। ৭।।
অখিল লাবণ্যরাশি, নিজমূর্ত্তিপরকাশি',
হরি' নৈল এ-লোক-লোচনে।
স্মঙরিতে স্মঙরিতে চিত্ত, হরিয়া সভার বৃত্ত,
হরি' নৈল মধুর-বচনে।। ৮।।
দেখাঞা চরণ-চিহ্ন, হরিয়া লোকের কর্ম্ম,
নিল হরি চরণ-কমলে।
শ্রবণ, কীর্ত্তন করি', এ-লোক তরিব বলি',
যশ বিস্তারিলা ক্ষিতিতলে।। ৯।।
অখিল-জগতগুরু, এ লোক বুঝায় ছলে,
দেখে লোক অনিত্য সংসার।
যোগ-যোগেশ্বর হরি, চলিলা বৈকুণ্ঠপুরী,
নিজকুল করিয়া সংহার।।" ১০।।

যদুকুমারগণের প্রতি ব্রহ্মশাপ-বিষয়ে প্রশ্ন

তবে রাজা জিজ্ঞাসিল, "এ-বড় বিস্ময় হৈল,
কহ গুরু, সব বিবরণ।
গুরু-দ্বিজ-সেবারত, দানযুত, কৃষ্ণগত-
চিত্ত-বিত্ত সব যদুগণ।। ১১।।
কেনে ব্রহ্মশাপ হৈল, ভেদ-বুদ্ধি উপজিল,
মহাভাগবত যদুকুলে?"

শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় মহামুনিগণের 'পিণ্ডারক'-তীর্থে যাত্রা

রাজার বচন শুনি', কহে শুক মহামুনি,
"শুন, রাজা, কহিব তোমারে।। ১২।।
সকল-সুন্দর হরি, নর-কলেবর ধরি',
কৈল নানা-বিচিত্র বিহার।
করি' কুল-সংহার, নিজপদ-আরোহণ,
করি, মনে এই যুক্তি সার।। ১৩।।
কলি-কলুষহর, পুণ্যকর, সুমঙ্গল,
কর্ম্ম করি' জগতে প্রচার।
মুনিগণ নিয়োজিয়া, প্রভাসে দিল পাঠাঞা,
কালরূপে করিতে সংহার।। ১৪।।

বিশ্বামিত্র, বামদেব, দুর্ব্বাসা, অঙ্গিরা, ভৃগু,
বশিষ্ঠ, নারদ-মুনিগণে।
ঈশ্বর-আদশে ধরি', পিণ্ডারক-তীর্থে রহি',
তপ-যোগ সাধে সমাধানে।। ১৫।।

যদুকুমারগণের উপহাস—ও তৎফলে মহামুনিগণের অভিশাপ

কৃষ্ণের কুমারগণে, ক্রীড়া করে বনে-বনে,
তথা গিয়া হৈল উপসন্নে।
সাম্ব জাম্ববতী-সুত, স্ত্রিরিবেশে বিভূষিয়া,
কহে কিছু বিনয়-বচনে।। ১৬।।
আসন্ন প্রসবা বধূ, চিরদিন গর্ভ ধরে,
সাক্ষাতে পুছিতে বাসে লাজ।
কিবা পুত্র-কন্যা হৈব, আমি-সব তে-কারণে,
পুছি এই মুনির সমাজ।।' ১৭।।
এতেক বচন শুনি', ক্রোধ করি' সব মুনি,
বোলে,—'আরে মন্দমতিগণ!
ভাল জিজ্ঞাসিলি তোরা, লোহার মুষল গর্ভে,
জনমিব কুল-বিনাশন।।' ১৮।।

মুষলোৎপত্তি ও তৎপরিণানাম

শুনিঞা কুমারগণে, ভয়ে চমকিত-মনে,
বিচারিয়া চাহিল উদরে।
লোহার মুষল দেখি', তা'রা সে মুদিল আঁখি,
'না জানি কি পরমাদ ফলে।। ১৯।।
মন্দমতি আমি-সব, হেন মন্দ কর্ম্ম কৈলুঁ,
না জানি, কি বলে কোন্ জনে?'
এতেক বচন বলি', চলিলা মুষল লঞা,
দিল নিয়া সভা-বিদ্যমানে।। ২০।।
মলিনবদন হই', সব বিবরণ কহি',
একপাশে রহে শিশুগণে।
ব্রহ্মশাপ ব্যর্থ নৈব, কুলের সংহার হৈব,
চিন্তিতে লাগিল পুরজনে।। ২১।।
তবে রাজা উগ্রসেনে, আজ্ঞা দিল ভৃত্যগণে,
'মুষল ঘষিয়া কর ক্ষয়।
ঘষি' শিলার উপরে, ফেলাহ সাগরজলে,
কিছু যেন শেষ নাহি রয়।।' ২২।।
আজ্ঞা পাঞা ভৃত্যগণে, সত্বরে মুষল আনে,
ঘষিয়া ফেলিল সিন্ধুজলে।
কিছু অবশেষ রৈল, ফেলিল সাগরজলে,
এক মৎস্য গিলিল সত্বরে।। ২৩।।
সমুদ্রের তীরে তীরে, তরঙ্গকল্লোল-জলে,
জনমিল এরকার বনে।
জালে মৎস্য বন্দী করি', কাটি' খণ্ড খণ্ড করি',
বিকিনিল মৎস্যঘাতিগণে।। ২৪।।
এক ব্যাধ লোহাখানি, মৎস্যের উদরে পাইল,
তাহা দিয়া নিরমিল শর।
কালরূপ ধরে হরি' জানেন সকল তত্ত্ব,
তভু কিছু না কৈল ঈশ্বর।। ২৫।।

সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও শ্রীকৃষ্ণের ব্রহ্মশাপ-সমর্থন

যদি প্রভু ইচ্ছা করে, লীলায় খণ্ডিতে পারে,
ব্রহ্মশাপ না করিলা দূর।
কুল-বিনাশন করি', পৃথিবীর ভার হরি',
আপনে চলিলা নিজপুর।।" ২৬।।
ধীর-শিরোমণি শ্রীল- গদাধর-পদ জান,
ভাগবত-আচার্য্যের বাণী।
কৃষ্ণগুণ-সমুদিত, 'একাদশ' ভাগবত,
শুন, কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী।। ২৭।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং একাদশস্কন্ধে
কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী-প্রথমোঽধ্যায়ঃ।। ১।।

দ্বিতীয় অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণ-আরাধনা করা সকলেরই কর্ত্তব্য

(সিন্ধুড়া-রাগ)

মুনি বলে,—"শুন, রাজা, অদভুত-বাণী।
কহিব দ্বারকাপুরী অপূর্ব্ব কাহিনী।। ১।।
কৃষ্ণ-মহাভুজদণ্ড-সতত-গোপিতা।
প্রভুর দ্বারকাপুরী, ভুবন-বন্দিতা।। ২।।
নিরবধি তাহাতে নারদমুনি বৈসে।
কৃষ্ণপদ-উপাসনা করে ভক্তিরসে।। ৩।।
কে হেন বঞ্চিত আছে নর-কলেবরে?
মুকুন্দ-পদারবিন্দে ভক্তি পরিহরে? ৪
সব ঠাঞি আছে মৃত্যু, কোথাহ না ঘুচে।
যে হেন জানয়ে, সে কি গোবিন্দ না ভজে? ৫
শঙ্কর, বিরিঞ্চি যাঁ'র করে উপাসনা।
হেন প্রভু চরণ না ভজে কোন্ জনা? ৬

শ্রীবসুদেবকর্ত্তৃক তৎগৃহে শ্রীনারদের পূজা
ও ভাগবত ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা

একদিন গেলা মুনি বসুদেব-ঘরে।
নারদে দেখিয়া তিঁহো উঠিলা সত্বরে।। ৭।।
পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়া কৈল চরণ-বন্দন।
আসনে বসাঞা তবে করে নিবেদন।। ৮।।
'ভাগ্যে মোর ঘরে তুমি কৈলে আগমন।
লোক-পরিত্রাণ-হেতু কর পর্য্যটন।। ৯।।
পিতা-মাতা-আগমনে পুত্রের কল্যাণ।
ভক্ত-আগমনে হয় লোক-পরিত্রাণ।। ১০।।
সুখ হেতু, দুঃখ-হেতু দেবের চরিত।
সুখ-বিনে সাধুজনে নহে বিপরীত।। ১১।।
তুমি-সব জন, মহাভকত-প্রধান।
তুমি-সব জীবমাত্র কর পরিত্রাণ।। ১২।।
যেরূপে যে দেব ভজে, ভক্তি-সেবা করে।
সে দেব তাহারে ভজে সেবা-অনুসারে।। ১৩।।
ছায়াবৎ দেবগণ কর্ম্মের কিঙ্কর।
যা'র যত কর্ম্ম, তা'রে দেই তত ফল।। ১৪।।
ভকত জনের কভু নাহি নিজ-পর।
বিশেষে ভকত-জন এ-দীনবৎসল।। ১৫।।
যদ্যপি সকল সিদ্ধি হৈল আগমনে।
তথাপি বৈষ্ণব-ধর্ম্ম পুছিব চরণে।। ১৬।।
ভাগবত-ধর্ম্ম তুমি কহ, তপোধন।
যাহার শ্রবণে সব দুঃখ-বিমোচন।। ১৭।।
পূরবে পূজিল আমি পুরুষ-পুরাণ।
মুক্তি না মাগিল আমি হৈয়া পুত্রকাম।। ১৮।।
সম্প্রতি যেরূপে মোর ঘুচে ভবভয়।
এ-ঘোর সংসারদুঃখ আর যেন নয়।। ১৯।।

শ্রীনারদের ভাগবত ধর্ম্ম-মহিমা-বর্ণন

হেন উপদেশ মোরে দেহ যোগেশ্বর।
তবে দেবঋষি তাঁ'রে দিলেন উত্তর।। ২০।।
'ভাল, বসুদেব, তুমি করিলে জিজ্ঞাসা।
ভাগবত-ধর্ম্ম তুমি করিলে প্রত্যাশা।। ২১।।
ভাগবত-ধর্ম্ম যেবা শুনয়ে শ্রবণে।
আদরে, মোদন, কিবা করয়ে চিন্তনে।। ২২।।
দেব-বিপ্রদ্রোহী, কিবা চণ্ডাল, পতিত।
সেইক্ষণে হরে তা'র অশেষ দুরিত।। ২৩।।
ধন্য, বসুদেব, তুমি পরম-কল্যাণ।
স্মরণ করাইলে আজি দেব ভগবান্।। ২৪।।
শ্রীকৃষ্ণ-স্মরণ আজি করাইলে মোরে।
শ্রবণ-কীর্ত্তন যাঁ'র সর্ব্বপাপ হরে।। ২৫।।
কহিব তোমারে ইতিহাস পুরাতন।
নবঋষি-নিমিরাজ-সংবাদ কথন।। ২৬।।

বিষ্ণু-অংশে ঋষভের আবির্ভাব

স্বায়ম্ভুব-মনু-পুত্র 'প্রিয়ব্রত'-নামে।
'আগ্নীধ্র' কুমার তাঁর বিদিত ভুবনে।। ২৭।।
তাঁ'র পুত্র 'নাভি', তাঁ'র 'ঋষভ' কুমার।
ধর্ম্ম বুঝাইতে বিষ্ণু-অংশে অবতার।। ২৮।।

ঋষভদেবের হরিপরায়ণ ভরত জ্যেষ্ঠ পুত্র,
৯ পুত্র ক্ষত্রিয় ও ৮১ জন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ

একশত পুত্র তাঁ'র বেদবিদাংবর।
'ভরত' সবার জ্যেষ্ঠ, ধর্ম্ম-কলেবর।। ২৯।।
হরিপরায়ণ তিঁহো বিদিত ভুবনে।
'ভারতবরষ'-নাম হৈল যাঁ'র নামে।। ৩০।।

রাজ্যভোগ করি' তিঁহো রাজ্য পরিহরি'।
বনে গিয়া তপ করি' আরাধিল হরি।। ৩১।।
তিন জন্মে হৈল তাঁ'র বিষ্ণু-পদে গতি।
নব-পুত্র হৈল তাঁ'র নবদ্বীপপতি।। ৩২।।
একাশী তনয় তাঁ'র কর্ম্মপরায়ণ।
কর্ম্মপথে হৈল তা'রা বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ।। ৩৩।।

নবযোগেন্দ্র-বিবরণ

নব-পুত্র হৈল তাঁ'র মহাযোগেশ্বর।
আত্মবিদ্যাবিশারদ, মুনি দিগম্বর।। ৩৪।।
'কবি', 'হবি', 'অন্তরীক্ষ'—এ-তিন তনয়।
'প্রবুদ্ধ', পিপ্পলায়ন'—দুই মহাশয়।। ৩৫।।
'আবির্হোত্র', 'দ্রুমিল', 'চমস'—তিন-জন।
কনিষ্ঠ তনয় তা'থে এ 'করভাজন'।। ৩৬।।
এই নব-যোগেশ্বর মুনির প্রধান।
সর্ব্বজীবে বৈসে হরি, সর্ব্বত্র সমান।। ৩৭।।
জ্ঞানচক্ষে এইমাত্র দেখে নিরন্তর।
অব্যাহত-ইষ্টগতি, নব-সহোদর।। ৩৮।।
সুর, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, যক্ষ, নাগ।
সর্ব্বলোকে ভ্রমে নব-ঋষি মহাভাগ।। ৩৯।।
শিবলোক, ব্রহ্মলোক, গোলোকে সঞ্চার।
চৌদ্দভুবন ভ্রমে এ-নব কুমার।। ৪০।।

নিমিরাজের নবযোগেন্দ্র-পূজা ও ভাগবত-ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা

'নিমি', রাজা যজ্ঞ করে 'বিদেহ'-নগরে।
নব-ঋষি গেলা তথা হেন-অবসরে।। ৪১।।
যজ্ঞঘরে যজ্ঞ করে মহাঋষিগণ।
নব-ঋষি গিয়া তথা হৈল উপসন্ন।। ৪২।।
সূর্য্যসম পরকাশ, দীপ্ত কলেবর।
তা'-সবা দেখিয়া রাজা উঠিলা সত্বর।। ৪৩।।
কুণ্ড হৈতে আগুনি উঠিল, দ্বিজগণ।
পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়া রাজা পূজিলা চরণ।। ৪৪।।
প্রণাম করিয়া রাজা বসাইল আসনে।
করযোড়ে পুছে তবে বিনয় বচনে।। ৪৫।।
'তুমি-সব সাক্ষাৎ কৃষ্ণের অনুচর।
লোক-পরিত্রাণ-হেতু ভ্রম' নিরন্তর।। ৪৬।।
একে ত' দুর্ল্লভ বলি মানুষ-শরীর।
ক্ষণেকে ভঙ্গুর, যেন তড়িত অস্থির।। ৪৭।।
তাহাতে দুর্ল্লভ কৃষ্ণ-প্রিয়-দরশন।
একান্ত-কুশল-পথ পুছি তে-কারণে।। ৪৮।।
তিলেক সৎসঙ্গ হয় কোন-পরকারে।
সেই মহানিধি-লাভ জানিল সংসারে।। ৪৯।।
মুঞি যদি শুনিবারে হঙ যোগ্যপাত্র।
তবে সবে ভাগবত-ধর্ম্ম কহ মাত্র।। ৫০।।
কেহ যদি কৃষ্ণ ভজে স্বধর্ম্ম আচরি'।
আপনাকে দিয়া তাঁ'র বশ হয় হরি।।' ৫১।।

নবযোগেন্দ্রের অন্যতম শ্রীকবির উত্তর

নিমির বচন শুনি' মহামুনিগণে।
প্রশংসিয়া বোলে, 'রাজা' শুন সাবধানে'।। ৫২।।
'কবি' বোলে'—'আমি-সবে এই মাত্র বুঝি।
যেন-তেন-মতে কৃষ্ণপদযুগ ভজি।। ৫৩।।
সবে ওই পাদপদ্ম অভয় কল্যাণ।
মহাভয়-বিনাশন, দুঃখ-পরিত্রাণ।। ৫৪।।
দেহ' গেহ, সুত, দার অসত্য-ধেয়ানে।
চিত্তগত উদবেগ বাড়ে দিনে-দিনে।। ৫৫।।
একচিত্ত হয় কত নানা পরকারে।
অভয়চরণে সভে দুঃখ প্রতিকারে।। ৫৬।।

ভগবৎ-বর্ণিত-ভাগবতধর্ম্ম বৈশিষ্ট্য

যত যত উপায় কহিলা নারায়ণে।
মূর্খজন-পরিত্রাণ হয় যাহা হনে।। ৫৭।।
সেই ভাগবত ধর্ম্ম জানিহ নিশ্চয়।
যাহা হৈতে কৃষ্ণ পাই—কহিল নির্ণয়।। ৫৮।।
যে ধর্ম্ম আশ্রয় কৈলে নহে পরমাদ।
যে ধর্ম্মে থাকিলে কিছু নহে বিঘ্নপাত।। ৫৯।।
এ-ধর্ম্ম আশ্রয় করি' মুদিত-নয়নে।
সুপথ তেজিয়া করে কুপথে গমনে।। ৬০।।

শ্রুতি, স্মৃতি দুই শাস্ত্র—বিপ্রের লোচন।
এক না থাকিলে বলি—কাণা এ ব্রাহ্মণ।। ৬১।।
দুই না থাকিলে 'অন্ধ' বলি এ তাহারে।
হেন বিপ্র হয় যদি, তথাপি না পড়ে।। ৬২।।
হেন ভাগবত-ধর্ম্ম ঈশ্বরের বাণী।
ইহাতে সংশয়-বুদ্ধি করে কেহো জানি।। ৬৩।।
যে-যে কর্ম্ম করে যেবা কায়-মন-চিত্তে।
সহজ-স্বভাবে কিবা করে বুদ্ধিগতে।। ৬৪।।
সকল ইন্দ্রিয়গণ-বাক্য-অহঙ্কারে।
লৌকিক, বৈদিক কর্ম্ম যেবা যত করে।। ৬৫।।
সকল করিব জীব কৃষ্ণে সমর্পণ।
ঈশ্বরে কহিল—এই ভাগবত-ধর্ম্ম।।' ৬৬।।
'ঈশ্বর ভজিলে কিবা আছে প্রয়োজন?
জ্ঞান হৈলে হয় সব বিপদ-খণ্ডন।।' ৬৭।।
'হেন যদি বল, রাজা, কহিব তোমারে।
কৃষ্ণ না ভজিলে কেহো সংসার না তরে।। ৬৮।।
ঈশ্বরবিমুখ জনে হয় দেবমায়া।
'তুঞি-মুঞি'-ভেদবুদ্ধি করে দেহ পাঞা।। ৬৯।।
তাথে শত্রু-মিত্র হয়—এ-সব কল্পনা।
তবে শোক, দুঃখ, ভয়, অশেষ-ভাবনা।। ৭০।।
'মুঞি দেহ' হেন হয় বুদ্ধি-বিপর্য্যয়।
তে-কারণে হয় তা'র নানা-দুঃখ-ভয়।। ৭১।।
যাঁহার মায়ায় হয় এত বিড়ম্বন।
এ-বোল বুঝিয়া কৃষ্ণ ভজে বধুজন।। ৭২।।
'গুরু সে ঈশ্বর, আত্মা' করয়ে ভাবনা।
কৃষ্ণ-গুরু এক করি' করে উপাসনা।। ৭৩।।
দুই হেন বস্তু নাহি বিচার করিতে।
যেন স্বপ্নে মনোরথ মিলয়ে ভাবিতে।। ৭৪।।
এ-সব সকল দেখ মনের বিলাস।
মন নিরোধিলে সব ভয় যায় নাশ।। ৭৫।।
এ-সব দুর্গম পথ, ভজন-শকতি।
তে-কারণে কহি, রাজা, সুগম-ভকতি।। ৭৬।।
কৃষ্ণের মঙ্গল-কর্ম্ম-জনম-চরিত।
শুনিব শ্রবণ ভরি' যে হয় পণ্ডিত।। ৭৭।।
উচ্চস্বরে নাম-গুণ করিব কীর্ত্তন।
লাজ, ভয় পরিহরি' করে পর্য্যটন।। ৭৮।।
মনের আসক্তি ছাড়ি' রহে যথা তথা।
সে জন বৈষ্ণব, রাজা, জানহ সর্বথা।। ৭৯।।
শ্রবণ, কীর্ত্তন, ব্রত, সঙ্কল্প যাহার।
শ্রবণ-কীর্ত্তনে চিত্ত দ্রবয়ে তাহার।। ৮০।।
উচ্চস্বরে হাসে, ক্ষেণে করয়ে রোদন।
উচ্চস্বরে গায়, ক্ষেণে ঘন গরজন।। ৮১।।
উনমতবত নাচে লোকবাহ্য হৈয়া।
লোক-বেদ, লাজ-ভয় সব তেয়াগিয়া।। ৮২।।
আকাশ, পবন, বহ্নি, মহী, জ্যোতি, জল।
নদ-নদী, তরুগণ, পর্ব্বত, সাগর।। ৮৩।।
সকল কৃষ্ণের তনু জানিব গেয়ানে।
প্রণাম করিব সব বিনয়-বিধানে।। ৮৪।।
যদি বল, 'বহু-জন্ম তপোযোগ করি'।
এমত দুর্লভ-জ্ঞান লভিতে না পারি।। ৮৫।।
কেবল কীর্ত্তন-মাত্রে হেন দিব্যজ্ঞান।
এক জন্মে হয় এত, না হয় প্রমাণ।।' ৮৬।।
হেন যদি বোল, রাজা, কহিব মরমে।
ভজিতে থাকুক, মাত্র শ্রবণ-কীর্ত্তনে।। ৮৭।।
ভক্তিযোগ-অনুগত তত্ত্বজ্ঞান স্ফুরে।
বিষয়-বৈরাগ্য তিন বাঢ়ে এককালে।। ৮৮।।
ভোজন করিতে যেন গরাসে গরাসে।
তুষ্টি-পুষ্টি হয় যেন, ক্ষুধাও বিনাশে।। ৮৯।।
এইরূপে কৃষ্ণপদ ভজিতে ভজিতে।
বিষয়-বৈরাগ্য হয় ভকতি সাধিতে।। ৯০।।
অনুভব, তত্ত্বজ্ঞান করয়ে উদয়।
তবে শান্তিরস পাঞা শান্ত হৈয়া রয়।।' ৯১।।

শ্রীকবির মহাভাগবত-লক্ষণ-বর্ণন

নিমিরাজা বলে,—'শুন, মহাযোগিগণ!
কিরূপ ভক্তের চিহ্ন, কি তাঁ'র লক্ষণ? ৯২
কি বোলে, কি করে তাঁ'রা, কি ধর্ম্ম আচার?
'কবি' বোলে,—'শুন, রাজা, কহিএ তোমার।। ৯৩

সর্ব্বভূতে আত্মভাব, এক নারায়ণ।
সব ভগবানে বৈসে দেখয়ে যে জন।। ৯৪।।
ভাগবতোত্তম এই জানিহ নিশ্চয়।
ভকত-মধ্যম তবে করিব নির্ণয়।। ৯৫।।

মধ্যম ভাগবতের লক্ষণ

ঈশ্বরে করয়ে প্রেম, ভকতে মিত্রতা।
দীন-হীন-জনে কৃপা, বিপক্ষে ত্যাগিতা।। ৯৬।।
এই সে জানিহ, রাজা ভকত-মধ্যম।
প্রাকৃত-ভক্তের, শুন, কহিএ লক্ষণ।। ৯৭।।

কনিষ্ঠ বা প্রাকৃত ভক্তের লক্ষণ

প্রতিমাতে পূজে কৃষ্ণ শ্রদ্ধা-ভক্তি করি'।
ভক্তজন না পূজে ঈশ্বর-বুদ্ধি ধরি'।। ৯৮।।
প্রাকৃত ভকত তা'থে জানিব বিদিতে।
ত্রিবিধ ভকত, রাজা, কহিল সাক্ষাতে।। ৯৯।।

মহাভাগবতের বিশেষ বর্ণনা

দেহমাত্র কেবল বিষয় ভোগ করে।
হিংসা, দ্বেষ, অহঙ্কার, আকাঙ্ক্ষা না ধরে।। ১০০।।
দেখিব ঈশ্বর-মায়া—এ-তিন ভুবন।
এই সে উত্তম-ভাগবতের লক্ষণ।। ১০১।।
ক্ষুধা, তৃষ্ণা, দুঃখ, ভয়, জনম, মরণ।
এ-সব সংসার ধর্ম্ম, দেহের কারণ।। ১০২।।
এ-সভে মোহিত যেবা নহে অতিশয়।
হরির স্মরণে হয় আনন্দ-উদয়।। ১০৩।।
সেই সে জানিবে, নিমি, ভকত-প্রধান।
তবে আর কহি, রাজা, কর অবধান।। ১০৪।।
যাঁ'র চিত্তে কাম-কর্ম্ম না উঠে বাসনা।
ঈশ্বর-আশ্রয়-মাত্র করয়ে যে-জনা।। ১০৫।।
ভকত উত্তম তাঁরে জানিহ লক্ষণে।
জন্ম-কর্ম্মে চিত্তে যাঁ'র নাহি অভিমানে।। ১০৬।।
জাতি-কুলে বর্ণ-ধর্ম্মে নাহি অহঙ্কার।
ভকত-উত্তম—এই লক্ষণ তাঁহার।। ১০৭।।
নিজ-পর বুদ্ধি যাঁ'র নহে দেহ-গেহে।
সুত-বিত্ত পাঞা যাঁ'র ভেদবুদ্ধি নহে।। ১০৮।।
সর্ব্বজীবে সমবুদ্ধি, শান্তরস ধরে।
ভকত-উত্তম তা'থে জানিবে সংসারে।। ১০৯।।
এ-তিন ভুবন-রাজ্যপদ-অধিকার।
তভু কৃষ্ণস্মৃতিভঙ্গ না হয় যাঁহার।। ১১০।।
যোগীন্দ্র-মুনীন্দ্রগণ চিন্তিতে না পায়।
শঙ্কর-বিরিঞ্চি-আদি ধ্যানেতে ধিয়ায়।। ১১১।।
হেন চরণাবিন্দ তিলেক না ছাড়ে।
লব-নিমিষের আধ যে জন না চলে।। ১১২।।
এই সে লক্ষণ, রাজা, মহাভাগবতে।
বৈষ্ণব-লক্ষণ এই কহিল সাক্ষাতে।। ১১৩।।
কৃষ্ণচরণারবিন্দ-পল্লববিলাস।
নখমণি-বিরাজিত-চন্দ্রিকা-প্রকাশ।। ১১৪।।
হৃদিগত তাপ-সব হয় বিমোচন।
পুনরপি নহে তাঁ'র তাপ উতপন্ন।। ১১৫।।
সূর্য্যতাপ হরয়ে উদিত শশধরে।
ভক্তের না রহে তাপ হৃদয়কমলে।। ১১৬।।
যেন-তেন-মতে ধরে হৃদয় পঙ্কজে।
তথাপি গোবিন্দ তাঁ'র হৃদয় না তেজে।। ১১৭।।
হৃদয়ে চিন্তিলে ঘোর এ-সংসারে তরে।
হেন কৃষ্ণ প্রেমপাশে যে বান্ধিতে পারে।। ১১৮।।
সেই মহাভাগবত, ভকত-সত্তম।
কহিল ত্রিবিধ, নিমি, বৈষ্ণব-লক্ষণ।।" ১১৯।।
ভক্তিরস-সুধাসিন্ধু গদাধর জান।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস গান।। ১২০।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং একাদশস্কন্ধে
কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী-দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।। ২।।

তৃতীয় অধ্যায়

নিমি মহারাজের বিষ্ণুমায়া-সম্পর্কীয় প্রশ্ন

(ধানসী-রাগ)

নিমি বলে,—"বিষ্ণুমায়া জগত-মোহিনী।
কিরূপ বৈষ্ণবী মায়া, কোন্ মতে জানি? ১
বিষ্ণুমায়া কহ মোরে, মহামুনিগণে।
তৃপ্তি নাহি হয় হরি-কথামৃত পানে।। ২।।
এ ঘোর সংসারতাপে মুঞি সে তাপিত।
দান দেহ হরিকথা-বচন-অমৃত।।" ৩।।

শ্রীঅন্তরীক্ষের উত্তর

'অন্তরীক্ষ' বলে,—"রাজা, শুন সাবধানে।
বিষ্ণুমায়া কহিব কিঞ্চিৎ সমাধানে।। ৪।।
আদিপুরুষ হরি কারণ-স্বরূপে।
চরাচর- শরীর সৃজিলা নানারূপে।। ৫।।
শক্তি পরকাশ করি' সৃজয়ে কারণ।
কারণে করয়ে হরি জগৎ সৃজন।। ৬।।
জীবের বিষয়ভোগ-মুকতি-কারণে।
সৃষ্টি করে নারায়ণ বিবিধ-বিধানে।। ৭।।
মায়ায় করিয়া হরি জগৎ নির্ম্মাণ।
প্রবেশ করয়ে তাহে এক ভগবান্।। ৮।।
অন্তর্যামিরূপে হরি ভুঞ্জয়ে, ভুঞ্জায়।
কর্ত্তা নহে, ভোক্তা নহে, করয়ে, করায়।। ৯।।
ইন্দ্রিয় বিষয় ভুঞ্জে ঈশ্বরযোজিত।
আপনাতে অহংকার করে কুপণ্ডিত।। ১০।।
এই-সে কারণে জীব শরীর-বন্ধনে।
'মুঞি কর্ত্তা ভোক্তা' করি আপনাতে মানে।। ১১।।
দেহযোগে শুভাশুভ নানা-কর্ম্ম করে।
সুখ-দুঃখ ফল ভুঞ্জে নানা-কলেবর।। ১২।।
যাবত পর্যন্ত হয় উতপতি-প্রলয়।
তাবত জনম, মৃত্যু, সুখ, দুঃখ হয়।। ১৩।।
এইরূপে ভ্রমে লোক এ-ঘোর সংসারে।
সুখ-দুঃখ কর্ম্মফল ভুঞ্জে নিরন্তরে।। ১৪।।
ঈশ্বর নির্গুণ, নিরাধার, নিরালম্ব।
সুখময়, রসসিন্ধু, নিত্য সুখানন্দ।। ১৫।।

প্রাকৃতিক প্রলয়-বর্ণন

প্রলয়-সময় আসি, মিলয়ে যখনে।
অনাদি-নিধন কালে সংহরে তখনে।। ১৬।।
অনাবৃষ্টি হয় তবে শতেক বৎসর।
তিন-লোক দহিব প্রচণ্ড দিবাকর।। ১৭।।
অনন্তের মুখ হৈতে আগুনি উঠিব।
পাতাল-পর্য্যন্ত লোক সকল দহিব।। ১৮।।
তবে মেঘগণ হৈব 'সম্বর্তক-নামে।
শতেক বৎসর করে ধারা বরিষণে।। ১৯।
গজশুণ্ড হয় যেন ধারা-বরিষণ।
বিরাট্-পুরুষ তবে তেজি' ত্রিভুবন।। ২০।।
ব্রহ্মে পরবেশ করে বিরাট ঈশ্বর।
কারণে কারণ গিয়া মিলয়ে সকল।। ২১।।
সকল ত্রিগুণ অহংকারে পরবেশে।
অহংকারের প্রলয় হয় অবশেষে।। ২২।।
সকল প্রবেশ করে প্রকৃতি-ভিতরে।
প্রকৃতি প্রবেশ গিয়া করে মহেশ্বরে।। ২৩।।
এই বিষ্ণুমায়া, রাজা, জগতমোহিনী।
কহিল তোমারে সৃষ্টি-সংহার-কারিণী।। ২৪।।
আর কি জিজ্ঞাস, এবে কহ, ক্ষিতিপতি।"
তবে নিমিরাজা বলে করিয়া বিনতি।। ২৫।।
"কিরূপে ঈশ্বর-মায়া মন্দমতি-জনে।
তরিব, উপায় তা'র কহিবে এখনে।।"২৬।।

মায়াজয় উপায় সম্বন্ধে শ্রীপ্রবুদ্ধের উত্তর

রাজার বচন শুনি' 'প্রবুদ্ধ' সুধীর।
কহিতে লাগিলা মনে যুক্তি করি' স্থির।। ২৭।।
"সুখের উৎপন্নে হয় দুঃখ-বিনাশনে।
কর্ম্ম করে গৃহি লোক, এই-সে কারণে।। ২৮।।
স্ত্রী-সঙ্গে গৃহবাসীর দুঃখমাত্র সার।
দুঃখ-বিনে পরিণামে কিছু নাহি আর।। ২৯।।
মৃত্যু-হেতু ধনমাত্র দুর্ল্লভ ঘটনে।
দুঃখময় ধনে কিছু নাহি প্রয়োজনে।। ৩০।।

পশু, ভৃত্য, গৃহ, দার বিজুলি-চঞ্চল।
যতনে সাধিলে তা'থে আছে কিবা ফল ? ৩১।।
ইহলোক, পরলোক, সকল বিনাশী।
দুঃখমাত্র সার, যদি হয় গৃহবাসী।। ৩২।।
মদ, মান, হিংসা-মাত্র হয় গৃহবাসে।
পুন নিপাতন হয় কর্ম্মফল-নাশে।। ৩৩।।

গুরুপাদাশ্রয়ে ভাগবতধর্ম্ম শিক্ষা করা কর্ত্তব্য

এ-বোল বুঝিয়া, গুরু করিয়া আশ্রয়।
ভজিব উত্তম-গুরু করিয়া নির্ণয়।। ৩৪।।
শব্দব্রহ্ম, পরব্রহ্ম—দুঁহে সুপণ্ডিত।
শান্ত, দান্ত, ভক্তিযোগযুত, পরহিত।। ৩৫।।
হেন গুরু ভজিব কপট পরিহরি'।
শিখিব বৈষ্ণব-ধর্ম্ম গুরুসেবা করি'।। ৩৬।।
প্রথমে শিখিব পরিবার-প্রেমভঙ্গ।
মনে কভু না করিব কার' সনে সঙ্গ।। ৩৭।।
সাধুসঙ্গ, সাধুসেবা, দয়া সর্ব্বজনে।
যথাযোগ্য প্রেম, মৈত্রী শিখিব যতনে।। ৩৮।।
ত্যাগ, তপ, শৌচ, মৌন, বেদ-অভ্যসন।
শম, দম, ব্রহ্মচর্য, কপট-বর্জ্জন।। ৩৯।।
সর্ব্বত্র ঈশ্বর দৃষ্টি, মনে উদাসীন।
সর্ব্বত্র থাকিব, কা'রো নৈব মর্ম্ম ভিন।। ৪০।।
গৃহারম্ভ-পরিত্যাগী থাকিব বিরলে।
যেন-তেন-মতে তুষ্ট থাকিব কুশলে।। ৪১।।
শ্রীভাগবতশাস্ত্র করিব অভ্যাস।
অন্য-শাস্ত্র-নিন্দা না করিব পরকাশ।। ৪২।।
বাক্য-মন-দমন, শিখিব কর্ম্মদণ্ড।
সত্য-বাণী-শিক্ষা লৈব, বর্জিব পাষণ্ড।। ৪৩।।
কৃষ্ণ-নাম-গুণ-কর্ম্ম-শ্রবণ-কীর্ত্তন।
সর্ব্বকর্ম্ম কেশবে করিব সমর্পণ।। ৪৪।।
যজ্ঞ, দান, তপ, যোগ, স্বধর্ম্ম-আচার।
প্রিয় হেন বস্তু যদি মানে আপনার।। ৪৫।।
সুত-দার-গৃহ-প্রাণ কৃষ্ণে সমর্পিব।
সব নিবেদন করি' উদাসীন হৈব।। ৪৬।।
কৃষ্ণনাথ-জনে জীব সাধিব পীরিতি।
সাধুজন পরিচর্য্যা শিখিব ভকতি।। ৪৭।।
অন্যোঽন্যে করিব কৃষ্ণ-চরিত্র-কথন।
তুষ্টি-রতি শিখিব, বৈষ্ণব-সম্ভাষণ।। ৪৮।।
স্মঙরিব স্মঙরাইব কৃষ্ণের চরিত্র।
কৃষ্ণ-নাম লওয়াইব জগত পবিত্র।। ৪৯।।
ভকতি সাধিতে ভক্তি হয় উতপতি।
পুলকিত তনু ধরে, যেন উনমতি।। ৫০।।
ক্ষেণে কান্দে কৃষ্ণগুণ করিয়া চিন্তন।
ক্ষেণে হাসে, ক্ষেণে নাচে, ক্ষেণে গরজন।। ৫১।।
ক্ষেণে গায়, ক্ষেণে বোলে অলৌকিক-বাণী।
ক্ষেণে নিঃশবদে রহে কৃষ্ণগুণ শুনি'।। ৫২।।
এই নানা ভাগবত-ধর্ম্ম শিক্ষা করি'।
গুরু আরাধিয়া কৃষ্ণে চিত্তবৃত্তি ধরি'।। ৫৩।।
তবে জীব হয় নারায়ণ-পরায়ণ।
তবে বিষ্ণুমায়া ঘুচে, অবিদ্যা-খণ্ডন।।" ৫৪।।
রাজা বলে,—"নিবেদন করিয়ে চরণে।
নারায়ণ-তত্ত্ব মোরে কহ মুনিগণে।। ৫৫।।
পুরুষ-পুরাণ ব্রহ্ম, এক নারায়ণ।
কৃপা করি' তাঁ'র তত্ত্ব করাহ শ্রবণ।।" ৫৬।।

শ্রীপিপ্পলায়নের শ্রীহরিতত্ত্ব-বর্ণন

শুনিয়া 'পিপ্পলায়ন' বোলে,—"নরেশ্বর!
নারায়ণ-তত্ত্ব শুন, আমার গোচর।। ৫৭।।
যাঁহা হৈতে উৎপত্তি-প্রলয়-পালন।
যাঁহা হৈতে কোটি-কোটি ব্রহ্মাণ্ড-ঘটন।। ৫৮।।
তিন কালে সত্য, যাঁ'র নাহি শক্তি-ভঙ্গ।
সর্ব্বজীবে বৈসে, নাহি কা'রো সহে সঙ্গ।। ৫৯।।
বুদ্ধি-মন-প্রাণ যাঁ'র শক্তিবলে চলে।
সেই নারায়ণ, রাজা, কহিল তোমারে।। ৬০।।
মন-বচনের নাহি যাঁহাতে প্রবেশ।
না দেখে ইন্দ্রিয়গণে, নাহি গুণলেশ।। ৬১।।
মন-বুদ্ধি প্রাণ যাঁহা হৈতে উপাদান।
সেই মন-বুদ্ধি তাঁ'র নহে সন্নিধান।। ৬২।।

আগুনের শিখা যেন উঠয়ে অনলে।
পুন যেন পরবেশ করিতে না পারে।। ৬৩।।
কত যায়, কত হয় নারায়ণ হৈতে।
কেহ পুন না জানয় নারায়ণ-তত্ত্বে।। ৬৪।।
শব্দব্রহ্ম বেদ, সেহ বুদ্ধি-অনুসারে।
নিষেধ করিতে গিয়া রহে যত দূরে।। ৬৫।।
সেই ব্রহ্ম সভে, এই করে নিরূপণ।
নহে তত্ত্ব অবধারি' কহিতে ভাজন।। ৬৬।।
এক ব্রহ্ম সভে-মাত্র আছিল প্রথমে।
ত্রিগুণ-প্রকৃতি জনমিল যাঁহা-হনে।। ৬৭।।
তবে সূত্র জনমিল, মহৎ-উদয়।
তবে জীব জনমিল জ্ঞান-কর্ম্মময়।। ৬৮।।
এক ব্রহ্ম নানা-শক্তি করে পরকাশ।
বহুরূপে করে ব্রহ্ম আনন্দ-বিলাস।। ৬৯।।
যদি বলে—এক হৈয়া বহুরূপ ধরে।
তবে ব্রহ্ম বদ্ধ কেন না হয় সংসারে? ৭০
হেন যদি বল, রাজা, শুন সমাধান।
না হয়, না মরে ব্রহ্ম, নিত্য ভগবান্।। ৭১।।
না টুটে, না বাঢ়ে ব্রহ্ম, ছোট বড় নয়।
এক ব্রহ্ম উপাধি বর্জিত সুখময়।। ৭২।।
এক ব্রহ্ম আছে মাত্র, সভে এই লখি।
মনের কল্পিত সব, যত নানা দেখি।। ৭৩।।
কীট, পতঙ্গ, তরু, তৃণ-আদি করি'।
সব ঠাঞি বৈসে আত্মা সব রূপ ধরি'।। ৭৪।।
এইরূপে করি মাত্র ঈশ্বর-নির্ণয়।
আত্মা বিনে দেখি, শুনি, কিছু সত্য নয়।। ৭৫।।
কৃষ্ণচরণাবিন্দ-কৃপা যদি হয়।
তবে তাঁ'র ভক্তিযোগ করএ উদয়।। ৭৬।।
তবে যদি চিত্তগত তম যায় নাশ।
নিরমল-চিত্তে হয় ব্রহ্ম-পরকাশ।।" ৭৭।।

মহারাজ নিমির কর্ম্মযোগ সম্পর্কীয় প্রশ্ন

এতেক বচন শুনি' নিমি নরেশ্বর।
কর্ম্মযোগ জিজ্ঞাসিল মুনির গোচর।। ৭৮।।
'কর্ম্মযোগ কহ মোরে, মহাযোগিগণ!
যাহা হৈতে হয় সর্ব্ব-কর্ম্ম-বিমোচন।। ৭৯।।
কর্ম্মে কর্ম্ম বিনাশিয়া কৃষ্ণপদে চলে।
হেন কর্ম্মযোগ তুমি কহিবে আমারে।। ৮০।।
ইহা জিজ্ঞাসিলুঁ আমি বাপ-বিদ্যমানে।
উত্তর না দিলা সনকাদি কি কারণে? ৮১
কহিবে কারণ তা'র মহাযোগেশ্বর।"

শ্রীআবির্হোত্রকর্ত্তৃক উত্তর প্রদান

'আবির্হোত্র দিল তবে তাহার উত্তর।। ৮২।।
"কর্ম্মাকর্ম্ম, বিকর্ম্ম—এই তিন বেদ-বাণী।
সাক্ষাৎ ঈশ্বর—বেদ, কহে সর্ব্বমুনি।। ৮৩।।
তে-কারণে বেদ-বিমোহিত সর্ব্বজন।
বেদ বিচারিত কেহ না জানে মরম।। ৮৪।।
পরমুখে বেদবাণী—বালক বুঝায়।
কর্ম্ম বিনাশিতে কর্ম্ম লোককে শিখায়।। ৮৫।।
ছাওয়ালে না করে যেন ঔষধ ভক্ষণ।
ঔষধ খাওয়াঞা করে রোগ নিবারণ।। ৮৬।।
বেদ কর্ম্ম-উপদেশ মূর্খ দেখি' ধরে।
কর্ম্মপথে বেদে মূর্খ নিয়োজিত করে।। ৮৭।।
আপনে বিষয়মত্ত, মূর্খ, অগেয়ান।
যে ধর্ম্ম বুঝায় বেদে, না করে যাজন।। ৮৮।।
বিকর্ম্মে অধর্ম্ম বাঢ়ে, হয় অধোগতি।
মৃত্যুপথে গতাগতি করে মন্দমতি।। ৮৯।।
বেদ যে বুঝায় ধর্ম্ম, কহিব বিচারি'।
কৃষ্ণে সমর্পিব, ফল পরিত্যাগ করি'।। ৯০।।
সেই সে দুর্ল্লভ মোক্ষ লভে মহামতি।
শ্রদ্ধা বাঢ়াইতে যত শুনি ফলশ্রুতি।। ৯১।।
শুভকর্ম্ম করাঞা নির্ম্মল-মতি করে।
এই-সে কারণে বেদ ফলশ্রুতি ধরে।। ৯২।।
যে পুন হৃদয়গ্রন্থি ফেলিব ছিণ্ডিয়া।
সে যে গোবিন্দ ভজে একান্ত হইয়া।। ৯৩।।
গুরু-অনুগ্রহ লভি, লৈব উপদেশ।
কৃষ্ণমূর্ত্তি করিয়া পূজিব হৃষীকেশ।। ৯৪।।

ইচ্ছা-অনুরূপ মূর্ত্তি করিয়া প্রকাশ।
ভজিব গোবিন্দ-মূর্ত্তি করিয়া বিশ্বাস।। ৯৫।।
শুদ্ধ কলেবর হই' কল্পিব আসন।
সম্মুখে বসিয়া প্রাণ করিব সংযম।। ৯৬।।
ভূতশুদ্ধি ন্যাস করি' শোধিব শরীর।
রক্ষা-বন্ধ করি' কৃষ্ণ পূজিব সুধীর।। ৯৭।।
প্রতিমাতে পূজি, কিবা হৃদয়কমলে।
যথালাভ উপহার ধরিব গোচরে।। ৯৮।।
দ্রব্য, ভূমি, নিজ-অঙ্গ করিয়া প্রোক্ষণ।
সকল শোধন করি' শোধিব আসন।। ৯৯।।
পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়া মূর্ত্তি—অঙ্গন্যাস করি'।
মূলমন্ত্রে সব-দ্রব্য সমর্পণ করি'।। ১০০।।
অঙ্গ, উপাঙ্গ পূজি' পারিষদগণ।
মূলমন্ত্রে দিব পাদ্য-অর্ঘ্য-আচমন।। ১০১।।
গন্ধ, মাল্য, ধূপ, দীপ, বসন, ভূষণ।
তবে সব উপহার করি' নিবেদন।। ১০২।।
বিধিমত পূজা করি' পূজিব শ্রীহরি।
স্তুতিপাঠ, দণ্ডবৎ-পরণাম করি।। ১০৩।।
কৃষ্ণময় হঞা পাছে পূজিব ঈশ্বর।
তবে নিবেদিত ধরি' শিরের উপর।। ১০৪।।
তবে কৃষ্ণ ধরি' নিজ হৃদয়-কমলে।
নিতি নিতি পূজা করি এই পরকারে।। ১০৫।।
জলে কৃষ্ণ পূজি, কিবা অনল-ভাস্করে।
অতিথি পূজিতে, কিবা হৃদয়-কমলে।। ১০৬।।
এইরূপে কৃষ্ণ যেবা পূজে নিরবধি।
মুক্তিপদ হয় তা'র, মিলে সর্ব্বসিদ্ধি।।" ১০৭।।
ভক্তিরস-গুরু শ্রীল গদাধর জান।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস গান।। ১০৮।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং একাদশস্কন্ধে
কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী-তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।। ৩।।

চতুর্থ অধ্যায়

শ্রীহরির অবতার তত্ত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন ও শ্রীদ্রুমিল মুনির উত্তর

(মল্লার-রাগ)

নিমি রাজা,—জিজ্ঞাসিলা,—"শুন, মুনিগণে।
কোন্ অবতার হরি কৈল, কোন্ স্থানে।। ১।।
কি কি কর্ম্ম কৈল হরি, কি কি অবতারে?
অবতার-পুণ্যকথা কহিবে আমারে।। ২।।
রাজার বচন শুনি' দ্রুমিল' সুধীর।
কহিতে লাগিলা মুনি, পুলক-শরীর।। ৩।।
"যে বলে কৃষ্ণের গুণ করিব গণনা।
হেন বুদ্ধিহীন শিশু আছে কোন্ জনা? ৪
পৃথ্বীখান ধূলা করি' গণিবারে পারে।
হেন জন থাকে যদি এ-মহীমণ্ডলে।। ৫।।
তবু ত' কৃষ্ণের গুণ কহনে না যায়।
গণিতে প্রভুর গুণ কেবা অন্ত পায়? ৬
পঞ্চভূত-বিরচিত ব্রহ্মাণ্ড রচিয়া।
নিজ-অংশে রহে তা'থে প্রবেশ করিয়া।। ৭।।
বিরাট্-বিগ্রহ তিঁহো আদি-নারায়ণ।
তাঁ'র দেহে বিরচিত এ-তিন ভুবন।। ৮।।
তাঁহা হৈতে উতপতি, পালন, সংহার।
আদি-কর্ত্তা প্রভু তেঁহো, আদি-অবতার।। ৯।।

ত্রিবিধ গুণাবতার

প্রথমে জন্মিলা 'ব্রহ্মা' রজোগুণ ধরি'।
'যজ্ঞপতি' প্রভু তিঁহো, স্থিতি-অধিকারী।। ১০।।
তমোগুণে 'রুদ্র' রূপে করএ সংহার।
তিন গুণে ধরে হরি তিন অবতার।। ১১।।

শ্রীনারায়ণ-ঋষি

দক্ষের কুমারী মূর্ত্তি, ধর্ম্মের ঘরণী।
তা'র ঘরে অবতার কৈল চক্রপাণি।। ১২।।

'নর-নারায়ণ' রূপে ঋষি কলেবর।
'বদরিকাশ্রমে' তপ করেন দুষ্কর।। ১৩।।
আকল্প পর্য্যন্ত তপ মুকতি-লক্ষণ।
বদরিকাশ্রমে তপ করে নারায়ণ।। ১৪।।

শ্রীনর-নারায়ণের তপোভঙ্গার্থ ইন্দ্রের নিস্ফল চেষ্টা

মুনিগণ-নিষেবিত চরণযুগল।
দেখিএ দুঁহার তপ চিন্তে পুরন্দর।। ১৫।।
'ইন্দ্রপদ হরে, কিবা হরে সুরপুরী ?
তপ ভঙ্গ দুঁহার করিব বিঘ্ন করি'।। ১৬।।
এতেক বচন বলি' ইন্দ্র শচীপতি।
তপ-ভঙ্গ-কারণ চিন্তিল মন্দমতি।। ১৭।।
সগণে পাঠাঞা দিল রতিপতি কাম।
মন্দগতি পবন, বসন্ত মূর্ত্তিমান্।। ১৮।।
চলিল অপ্সরাগণ ইন্দ্রের বচনে।
বহু ভাঁতি নৃত্য করে প্রভু-বিদ্যমানে।। ১৯।।
পঞ্চ-শরে রতিপতি বিন্ধিল মরমে।
ললিত বসন্ত-বাত, কুসুমিত বাণে।। ২০।।
আদিদেব নারায়ণ জানিল সকল।
তপ ভঙ্গ করে শচীপতি পুরন্দর।। ২১।।
হাসিয়া কি বোলে তবে দেব নারায়ণ।
'না কর, না কর ভয়, শুন, ইন্দ্রগণ।। ২২।।
সুখে রহ, তুমি সব, না করিহ ভয়।
আগমনে ধন্য হৈল সকল আলয়।।' ২৩।।

ইন্দ্রগণের শ্রীনারায়ণ-চরণে প্রণাম ও স্তব

এতেক বচন যদি বলিল শ্রীহরি।
চরণে পড়িল দণ্ড-পরণাম করি'।। ২৪।।
শিরে কর ধরি' বলে ভয়ে কম্পমান্।
ইন্দ্রগণ বোলে,—'প্রভু, কর অবধান।। ২৫।।
এ-কোন্ বিচিত্র প্রভু, তুমি অবিকার।
অজ, নিরঞ্জন তুমি, প্রকৃতির পার।। ২৬।।
আত্মারামনিকর-বন্দিত-পাদপদ্ম।
যোগিগণ-হৃদয়কমল-নিজসদ্ম।। ২৭।।
তোমার পদারবিন্দ করিতে সেবন।
দেবকৃত বহুবিঘ্ন হয় উপসন্ন।। ২৮।।
নিজপদ বিলঙ্ঘিয়া উচ্চপদে চলে।
তে-কারণে দেবগণ বহুবিঘ্ন করে।। ২৯।।
অন্য দেব ভজিতে, দেবের ক্রোধ নহে।
যজ্ঞভাগ লঞা তা'রা সুখী হঞা রহে।। ৩০।।
তোমার সেবক, নাথ, সর্ব্বধর্ম্ম তেজে।
একান্ত-ভকতি করি' সভে তোমা' ভজে।। ৩১।।
আন দেব করিয়া না করে বস্তুজ্ঞান।
তে-কারণে নানা-বিঘ্ন হয় উপাদান।। ৩২।।
তুমি যদি রক্ষা কর, নিজ ভৃত্য করি'।
যথা তথা রহে বিঘ্ন-শিরে পদ ধরি'।। ৩৩।।
ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শীত, বাত, জরা, শোক, ভয়।
কাম, লোভ-আদি সব মহা জ্বালাময়।। ৩৪।।
অপার সাগর তরি', বৎস-পদ-জলে।
ক্রোধবশে সেহো ব্যর্থ, পুণ্য লোপ করে।।' ৩৫।।
এইরূপে ইন্দ্রগণ করে নানা-স্তুতি।
হেনকালে নারীগণ অদ্ভুত-মূরতি।। ৩৬।।
নারায়ণ-পরিচর্য্যা করে চারিপাশে।
ইন্দ্রগণ দেখি' আঁখি মুদিল তরাসে।। ৩৭।।
হরল অঙ্গের গন্ধে ইন্দ্রগণ-চিত্ত।
রূপ-দরশনে সভে হৈলা বিমোহিত।। ৩৮।।

শ্রীনারায়ণের ইন্দ্রকে উর্ব্বশী-প্রদান

হাসিয়া কি বোলে তবে নর-নারায়ণ।
'না কর সম্ভ্রম তোরা, শুন, দেবগণ।। ৩৯।।
আমার সাক্ষাতে দেখ যতেক রমণী।
মাগিয়া ইহার লেহ কন্যা একখানি।। ৪০।।
এক কন্যা লঞা কর স্বর্গের ভূষণ।'
আজ্ঞা শিরে ধরিয়া চলিলা ইন্দ্রগণ।। ৪১।।
প্রণাম করিয়া আজ্ঞা মাগিলা চরণে।
একখানি কন্যা লঞা গেল দেবগণে।। ৪২।।
ইন্দ্রের নাচনী সেই অপ্সরা উর্ব্বশী'।
সুর সিদ্ধ বিমোহিনী পরম-রূপসী।। ৪৩।।

হেন কন্যা দিল লঞা ইন্দ্র-বিদ্যমানে।
আদি হৈতে কহিল সকল বিবরণে।। ৪৪।।
গণমুখে মহিমা শুনিঞা পুরন্দর।
জানিল সাক্ষাতে সেই পরম ঈশ্বর।। ৪৫।।

শ্রীহরির বিবিধ অবতারের বিবরণ

বিস্ময় ভাবিয়া ইন্দ্র রহিলা সম্ভ্রমে।
'হংস' অবতার, রাজা, শুন সাবধানে।। ৪৬।।
হংসরূপে আত্মযোগ কৈল উপদেশ।
'দত্তাত্রেয়' অবতার ধরে জড়বেশ।। ৪৭।।
সনকাদিরূপে চারি ব্রহ্মার কুমার।
'ঋষভ' আমার পিতা হংস-অবতার।। ৪৮।।
'হয়গ্রীব' অবতারে বেদ উদ্ধারিল।
মধু বধ করিয়া জগত নিস্তারিল।। ৪৯।।
পৃথিবী করিয়া নৌকা 'মৎস্য' অবতারে।
বেদ উদ্ধারিলা হরি প্রলয়-সাগরে।। ৫০।।
ধরিয়া 'বরাহ' রূপ দশনশিখরে।
পৃথিবী তুলিয়া থুইল জলের উপরে।। ৫১।।
কৌতুকে ধরিয়া প্রভু 'কূর্ম্ম' কলেবর।
অমৃত-মথনে পৃষ্ঠে ধরিল মন্দর।। ৫২।।
'হরি' অবতার করি' ভক্তের কারণে।
চক্রে নক্র কাটি' কৈল গজেন্দ্র-মোক্ষণে।। ৫৩।।
ষাটি সহস্র মুনি বালখিল্যগণে।
কশ্যপের যজ্ঞে তা'রা কাষ্ঠ বহি' আনে।। ৫৪।।
ষাটি-সহস্র মুনি বহে একখানি ডালে।
নানা-দুঃখ হয় বৎসপদ-জল পারে।। ৫৫।।
বৎসপদ-জলে ঋষি মজ্জিল সগণে।
আপনি আসিয়া উদ্ধারিলা 'নারায়ণে'।। ৫৬।।
বৃত্রবধে ব্রহ্মবধ ইন্দ্রের হইল।
ইন্দ্র উদ্ধারিয়া দেব পরিত্রাণ কৈল।। ৫৭।।
'নরসিংহ'-অবতারে আদি-দৈত্য মারি'।
বেদ উদ্ধারিল হরি অসুর সংহারি'।। ৫৮।।
অদ্ভুত 'বামন'-বেশ দ্বিজ-কলেবর।
বলি ছলি' নিল হরি পাতাল-ভিতর।। ৫৯।।
পুনরপি ইন্দ্রে দিল নিজ-অধিকার।
লীলা-অবতারে কৈল 'বামন' বিহার।। ৬০।।
'ভৃগুপতি-রাম'-রূপ দিব্য অবতার।
নিঃক্ষত্রিয় কৈল পৃথ্বী তিন-সাতবার।। ৬১।।
রাবণ সংহার কৈল 'রাম'-অবতারে।
সীতা উদ্ধারিয়া যশ স্থাপিলা সংসারে।। ৬২।।
'বলরাম'-অবতারে হরিলা ভু-ভার।
দৈত্য সংহারিয়া থুইল বল চমৎকার।। ৬৩।।
'বৌদ্ধ'-অবতারে হরি অসুর মোহিব।
'কল্কি'-অবতারে ম্লেচ্ছকুল বিনাশিব।। ৬৪।।
এইরূপে কত কত অনন্ত বিহার।
কত-রূপে করে হরি কত অবতার।। ৬৫।।
কাহার শকতি তাহা কহিবারে পারে?
কহিল সংক্ষেপে কিছু বুদ্ধি-অনুসারে।।" ৬৬।।
ভক্তিরস-গুরু শ্রীল গদাধর জান।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস গান।। ৬৭।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং একাদশস্কন্ধে
কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী-চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।। ৪।।

পঞ্চম অধ্যায়

শ্রীহরিবিমুখ মন্দ অভিপ্রায়যুক্তগণের গতি কি?

(বসন্ত-রাগ)

নিমি রাজা জিজ্ঞাসিল ভাবিয়া বিস্ময়।
"প্রায় হরি না ভজে অনেক দুরাশয়।। ১।।
অশান্ত কামুক, তা'র কোন্ গতি হয়?
বিচারিয়া কহ মোরে, ঘুচুক সংশয়।।" ২।।

শ্রীচমস মুনির উত্তর

'চমস' উত্তর দিল রাজার বচনে।
"কহিব সকল তত্ত্ব, শুন সাবধানে।। ৩।।
ঈশ্বরের মুখ ভুজ-উরু-পদ-হনে।
চারি-বর্ণ আশ্রম জন্মিল তিন-গুণে।। ৪।।
মুখ হৈতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় দুই করে।
উরে বৈশ্য জনমিল, শূদ্র পদতলে।। ৫।।
সে প্রভু সভার পিতা সভার ঈশ্বর।
যে হরি না ভজে, সেই পতিত, পামর।। ৬।।
অধোতি চলে যেবা, করে অবজ্ঞান।
দূরে হরিকথা যা'র, দূরে হরিনাম।। ৭।।
স্ত্রী-শূদ্র-আদি যত নিন্দিত-আচার।
তুমি-সব তা'-সভার করিহ উদ্ধার।। ৮।।
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, প্রায় শূদ্রজাতি।
কৃষ্ণপদ সন্নিধানে হয় যা'র স্থিতি।। ৯।।
কিন্তু বেদবাদী বিপ্র বেদবিদ্যাবলে।
কুলমদে, ধনমদে মজে অহঙ্কারে।। ১০।।
কর্ম্মে কুপণ্ডিত তা'রা, দম্ভভাব ধরে।
মূর্খ হৈয়া পণ্ডিত মানয়ে আপনারে।। ১১।।
চাটুবাণী বোলে তা'রা সভার ভিতরে।
হাসিয়া হাসিয়া বোলে নানা-পরকারে।। ১২।।
সঙ্কল্প করিয়া কর্ম্ম করে রজোগুণে।
স্বর্গবাস-সুখভোগ, ধন-পুত্র-কামে।। ১৩।।
অল্প কর্ম্মে ক্রোধ করে, যেন কাল-সর্প।
দম্ভ, মান, অহঙ্কার, করে নানা-দর্প।। ১৪।।
এ-সব দুর্জ্জন-জন, পাপী, মতিনাশ।
বৈষ্ণব দেখিয়ে তা'রা করে উপহাস।। ১৫।।
অন্যোঽন্যে বোলয়ে মন্দ নানা-ভঙ্গী করি'।
দেখিয়া বৈষ্ণব-জন কটাক্ষে নেহারি।। ১৬।।
স্ত্রীর ঘরে স্ত্রীর সেবা, স্ত্রীর সম্ভাষণে।
ব্যর্থ কাল যায় তা'র অসত্য-ধেয়ানে।। ১৭।।
প্রাণ-তুষ্টি-হেতুমাত্র পশুবধ করে।
দেবতা-উদ্দেশ করি' শাস্ত্র-বলে ছলে।। ১৮।।
বিধিহীন, দক্ষিণাবিহীন করে দান।
পশুবধ-পাতক না দেখে অগেয়ান।। ১৯।।
শ্রীমদে, কুলমদে, ঐশ্বর্য্য-গরবে।
ত্যাগ-কর্ম্ম-বিদ্যামদ-সম্পদ বৈভবে।। ২০।।
নানা-মদে অন্ধ হৈয়া খলমতি-জনে।
সাধুজনে নিন্দা করে, কৃষ্ণ-অবজ্ঞানে।। ২১।।
কৃষ্ণ-বৈষ্ণবের নিন্দা করে খলমতি।
সর্ব্বনাশ হয় তা'র হয় অধোগতি।। ২২।।
সকলের আত্মা হরি, সভার ঈশ্বর।
সর্ব্বভূতে বৈসে হরি, না বুঝে পামর।। ২৩।।
না বুঝে পামর—যাঁ'র বেদে গুণ গায়।
যোগীন্দ্র-মুনীন্দ্র যাঁরে ধিয়ানে ধেয়ায়।। ২৪।।
সতত কুকথা কহে নানা-মনোরথে।
তে-কারণে দুষ্টজন ভ্রমে কর্ম্মপথে।। ২৫।।
মদ্য-মাংসে-স্ত্রীসেবা, লোকব্যবহার।
বেদে কভু না বুঝায় এ-সব আচার।। ২৬।।
এ-সব লোকের ধর্ম্ম, বেদ-আজ্ঞা নয়।
ব্যবস্থা করিয়া বেদ করএ নির্ণয়।। ২৭।।
স্ত্রীসেবা করিবে যদি কামে হৈয়া অন্ধ।
বিভা করি' তবে যেন করয়ে স্ত্রীসঙ্গ।। ২৮।।
মদ্য-মাংসে খায় যদি, ছাড়িতে না পারে।
যজ্ঞ লক্ষ্য করি' যেন পশু বধ করে।। ২৯।।
নহে বা ইহাতে কভু আছে বেদবিধি?
বেদতত্ত্ব না বুঝিয়া বলে পশুবুদ্ধি।। ৩০।।
ধনে ধর্ম্ম সাধিব—ধনের প্রয়োজন।
ধর্ম্ম-হনে তত্ত্বজ্ঞান হয় উতপন্ন।। ৩১।।
দেহ-গেহ-ভরণ-মাত্র করে হেন ধনে।
দুরন্ত দেহের মৃত্যু না দেখে নয়নে।। ৩২।।

মদ্য-মাংস খাইব যদি যজ্ঞের বিধানে।
গন্ধমাত্র লৈব, না করিব সুরাপানে।। ৩৩।।
পশুবধ করিব কেবল যজ্ঞকালে।
জীবহিংসা কদাচিৎ কেহো জানি করে।। ৩৪।।
পুত্র-হেতু স্ত্রী সম্ভাষিব বুধজনে।
স্ত্রীসঙ্গ না করিব সুরতি-কারণে।। ৩৫।।
সর্ব্ব-বেদে কহে এই জীবের স্বধর্ম্ম।
অশান্ত, দুরন্ত জনে না বুঝে এ-মর্ম্ম।। ৩৬।।
মূর্খ' হঞা আপনাকে 'পণ্ডিত' হেন বলে।
না বুঝিয়া বেদবাণী পশু বধ করে।। ৩৭।।
যত পশু বধ করে দেবতা-উদ্দেশে।
সেই পশুগণ তা'খে খায় অবশেষে।। ৩৮।।
যে যা'খে হিংসএ, তা'খে করে সেই হিংসা।
প্রাণিবধ বুধজনে না করে প্রশংসা।। ৩৯।।
সভার ঈশ্বর হরি, এক ভগবান্।
সর্ব্বভূতে বৈসে হরি, সর্ব্বত্র সমান।। ৪০।।
কেবল ঈশ্বর-দ্রোহী প্রাণি-বধ করে।
প্রেম অনুবন্ধ করি' মৃত-কলেবরে।। ৪১।।
দুরন্ত, পতিত, তা'র হয় অধোগতি।
বিবিধ নরকভোগ করে প্রাণঘাতী।। ৪২।।
মোক্ষগতি যে না বুঝে, কিঞ্চিৎ পণ্ডিত।
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মাত্র, কেবল বঞ্চিত।। ৪৩।।
নানা-কর্ম্মে নাহি তা'র ক্ষণেক বিশ্রাম।
আত্মঘাতী পাপী, তা'র নাহি পরিত্রাণ।। ৪৪।।
সেই আত্মঘাতী—যা'র নাহি শান্তি দয়া।
আপনাকে বলে 'জ্ঞানী' জ্ঞানে মুগ্ধ হঞা।। ৪৫।।
দৈবে তা'র কালে হরে সকল বাঞ্ছিত।
ইহলোকে, পরলোকে সেই সে বঞ্চিত।। ৪৬।।
নানা-দুঃখে নিরমিল সুত-বিত্ত-দার।
পশু, ভৃত্য, অশেষ-সম্পদ, পরিবার।। ৪৭।।
অন্তকালে যায় পাপী সব পরিহরি'।
পাপ, পুণ্য দুইমাত্র নিজ-সঙ্গে করি'।। ৪৮।।
নরকে মজিয়া পাপী দুঃখ ভোগ করে।
শ্রীহরি-বিমুখ জনে কভু নাহি তরে।।" ৪৯।।

নবম প্রশ্ন—শ্রীভগবান কোন্ যুগে কোন্ বর্ণ ধারণ করিয়া কিভাবে আরাধিত হন?

তবে রাজা জিজ্ঞাসিল নিমি মতিমান্।
"কোন্ যুগে, কোন বর্ণ ধরে ভগবান্? ৫০
কোন্ রূপে, কোন্ যুগে পূজে নরগণে?
কি নাম, কি বিধি তা'র কহিবে এখনে।। ৫১।।

শ্রীকরভাজন মুনির উত্তর

কহে 'করভাজন' রাজার বাণী শুনি'।
অবতার কথা কলিকলুষ-ঘাতিনী।। ৫২।।
"সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি—এই চারি যুগে।
নানা-নাম-বর্ণ হরি ধরে নানা-রূপে।। ৫৩।।
নানা-বিধি-বিধানে পূজয়ে নানা-লোকে।
যুগ-অবতার, রাজা, শুন একে একে।। ৫৪।।
সত্যযুগে শুক্লবর্ণ, শিরে জটাভার।
কৃষ্ণাজিন, অক্ষমালা, পরে বৃক্ষছাল।। ৫৫।।
চারু চতুর্ভুজ, দণ্ড-কমণ্ডলু ধরে।
শান্ত, দান্ত, হিতরত জনে পূজা করে।। ৫৬।।
শম, দম, তপ করি' সাধুজনে ভজে।
সমজ্ঞানে মুনিগণে ভক্তিভাবে পূজে।। ৫৭।।
'বৈকুণ্ঠ', 'সুপর্ণ', 'হংস', 'ধর্ম্ম', 'যোগেশ্বর'।
'পরমাত্মা', 'পুরুষ', 'ঈশ্বর', 'নিরমল'।। ৫৮।।
সত্যযুগে ধরে হরি এইসব নাম।
শুক্ল-বর্ণে অবতার ধরে ভগবান্।। ৫৯।।
ত্রেতাযুগে রক্তবর্ণ, চারি ভুজ ধরে।
কনক-বরণ কেশ, স্রুক্-স্রুব করে।। ৬০।।
কুশের মেখলা ধরে, যজ্ঞ-কলেবর।
সর্ব্বদেবময় হরি, ভুবন-ঈশ্বর।। ৬১।।
বেদবাদী, কর্ম্মপর, ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ।
বেদবিদ্যাময় যজ্ঞে পূজিল তখন।। ৬২।।
'বিষ্ণু', 'যজ্ঞ', 'পৃশ্নিগর্ভ', 'সর্ব্বদেব'-নামে।
'উরুক্রম', 'বৃষাকপি'—বোলে সর্ব্বজনে।। ৬৩।।
দ্বাপরযুগেতে হরি শ্যামকলেবর।
পীতবাস-পরিধান, নিজ-অস্ত্র-ধর।। ৬৪।।

শ্রীবৎসকৌস্তুভ-আদি লক্ষণে লক্ষিত।
মহারাজ-রাজেশ্বর, ভুবন-পূজিত।। ৬৫।।
তত্ত্বজ্ঞানিগণে হরি তন্ত্রে-মন্ত্রে পূজে।
সর্ব্বদেবময় হরি, সর্ব্বভাবে ভজে।। ৬৬।।
নমো বাসুদেব, নমো দেব সঙ্কর্ষণ।
প্রদ্যুম্নায় নমো, অনিরুদ্ধ নারায়ণ।। ৬৭।।
নমো বিশ্বেশ্বর বিশ্বময়, বিশ্বপতি।
নমো মহাপুরুষ, ঈশ্বর, সর্ব্বগতি।। ৬৮।।
এইরূপে স্তুতি কৈল দ্বাপরের যুগে।
নানা-তন্ত্রবিধানে পূজিন-তিন-লোকে।। ৬৯।।
কলিযুগ অবতার শুন, সাবধানে।
কলিযুগে কেবল ভজিব সংকীর্ত্তনে।। ৭০।।
'কৃষ্ণ'-পদে—'কৃষ্ণ' বলি, 'বর্ণ'-পদে—নাম।
'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'-নাম—জানিব বিধান।। ৭১।।
'ত্বিষাকৃষ্ণ'—অকৃষ্ণ 'গৌরাঙ্গ' নিজ-ধাম।
গৌরচন্দ্র-অবতার বিদিত বাখান।। ৭২।।
অঙ্গ-উপাঙ্গ-অস্ত্র-পারিষদ-সঙ্গে।
গৌরচন্দ্র-অবতার সংকীর্ত্তন-রঙ্গে।। ৭৩।।
যুগধর্ম্ম সংকীর্ত্তন-যজ্ঞ লক্ষ্য করি'।
বিচারিয়া সুপণ্ডিত ভজএ শ্রীহরি।। ৭৪।।
কৃষ্ণ-অবতার যদি বলি কলিযুগে।
তবে পূর্ব্বাপর-গ্রন্থে বিরোধ না ভাঙ্গে।। ৭৫।।
তে-কারণে বুধজনে মোর পরিহার।
দোষ দিহ পূর্ব্বাপর করিয়া বিচার।। ৭৬।।
ধ্যানগম্য, পরিভবহর তীর্থপদ।
সকল-অভীষ্টদাতা, অখিল-সম্পদ।। ৭৭।।
শঙ্কর-বিরিঞ্চি করে সতত ধেয়ান।
নিজ-ভৃত্য-আর্ত্তিহর, প্রণত-পালন।। ৭৮।।
ভবসিন্ধু-তরণী, ভকত-সুখানন্দ।
বন্দোঁ, মহাপুরুষ, তোমার পদদ্বন্দ্ব।। ৭৯।।
ইন্দ্র-আদি দেব যাঁ'রে ধ্যানে বাঞ্ছা করে।
হেন রাজলক্ষ্মী হরি দূরে পরিহরে।। ৮০।।
ধর্ম্মময় প্রভু কৈলা ধর্ম্মের পালনে।
অরণ্যে প্রবেশ কৈলা বাপের বচনে।। ৮১।।
ভকত-বৎসল হরি ভক্ত-ইচ্ছা পালে।
সীতার ইচ্ছায় গেলা মৃগ-অনুসারে।। ৮২।।
হেন, মহাপ্রভু তুমি, পুরুষ-শেখর।
বন্দোঁ বন্দোঁ নিরন্তর চরণযুগল।। ৮৩।।
এইরূপে করে হরি যুগ-অবতার।
যুগে যুগে সর্ব্বলোকে ভজে সর্ব্বকাল।। ৮৪।।

কলিযুগের মহিমা

সারভাগী, গুণজ্ঞ, পণ্ডিত, মহাজনে।
তা'রা-সব কলিযুগ সতত বাখানে।। ৮৫।।
ধন্য কলিযুগ, যা'তে কেবল কীর্ত্তনে।
সর্ব্বধর্ম্ম-ফল যা'তে লভে সর্ব্বজনে।। ৮৬।।
এই সে পরম-লভ্য জানিব সংসারে।
যেন-তেন মতে হরি-সঙ্কীর্ত্তন করে।। ৮৭।।
যাহা হৈতে শান্তি হয়, খণ্ডয়ে সংসার।
হরি-সঙ্কীর্ত্তন বিনে গতি নাহি আর।। ৮৮।।
সত্যযুগে প্রজাগণ বাঞ্ছে নিরন্তরে।
'কলিযুগে জন্ম যেন হয় ক্ষিতি-তলে'।। ৮৯।।
কলিযুগে হৈব নর হরিপরায়ণ।
ধন্য-জনে জন্ম বাঞ্ছে এই-সে কারণ।। ৯০।।
ক্ষিতি-তলে কোন কোন আছে পুণ্যদেশ।
ধন্য, মহাপুণ্যকর, 'দ্রাবিড়' বিশেষ।। ৯১।।
'তাম্রপর্ণী' নদী যা'থে, নদী 'কৃতমালা'।
'পয়স্বিনী', 'মহানদী' সর্ব্বপাপহরা।। ৯২।।
'প্রতীচী', 'কাবেরী' যাথে নদী মহাপুণ্যা।
সর্ব্বতীর্থফলময়ী, সর্ব্বলোক ধন্যা।। ৯৩।।
এ-সব নদীর জল যেবা করে পান।
হরিভক্তি হয় তা'র নিরমল জ্ঞান।। ৯৪।।
দেব ঋষি-পিতৃগণের না হয় অধীন।
না হয় কিঙ্কর কা'রো, নাহি ধারে ঋণ।। ৯৫।।
সর্ব্বধর্ম্ম পরিহরি', তেজি' সর্ব্বকর্ম্ম।
সর্ব্বভাবে পৈশে যেবা মুকুন্দ-শরণ।। ৯৬।।
নিজ-চরণাবিন্দ করিতে ভজন।
সর্ব্বধর্ম্ম পরিহরি' যে করে চিন্তন।। ৯৭।।

তা'র মধ্যে দৈব্যযোগে কা'র কথঞ্চিত।
কোনমতে হয় যদি বিকর্ম্ম উদিত।। ৯৮।।
হৃদয়ে প্রবেশ করি' আপনে শ্রীহরি।
সর্ব্বপাপ হরে তা'র নিজ ভৃত্য করি'।।" ৯৯।।
এইরূপে কত কত ভাগবত ধর্ম্ম।
কহিলা যোগেন্দ্রগণ বিচারিয়া মর্ম্ম।। ১০০।।
শুনিয়া বৈষ্ণবধর্ম্ম নিমি নরেশ্বর।
পীরিতে পূরিল তনু, বাহ্য-অভ্যন্তর।। ১০১।।
মুনিগণ-চরণ পূজিল সু-বিধানে।
অন্তর্দ্ধান কৈল তা'রা সভা-বিদ্যমানে।। ১০২।।
নিমিরাজা সেই ধর্ম্ম করিয়া আশ্রয়।
বিষ্ণুপদে গেল রাজা হৈয়া বিষ্ণুময়।। ১০৩।।

শ্রীনারদের শ্রীবসুদেব ও শ্রীবাসুদেবের মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন

"তুমি বসুদেব, এই বিষ্ণুধর্ম্ম ধর।
বিষ্ণু আরাধিয়া তুমি বিষ্ণুপদে চল।। ১০৪।।
ধন্য তুমি, বসুদেব, দৈবকী-সুন্দরী।
রহিল দোঁহার যশ ত্রিভুবন ভরি'।। ১০৫।।
আপনে ঈশ্বর হঞা প্রভু ভগবান্।
পুত্র হৈয়া জনমিল পুরুষ-পুরাণ।। ১০৬।।
শয়ন-ভোজন-পানে কর দরশন।
পুত্রভাবে কর তুমি ব্রহ্ম আলিঙ্গন।। ১০৭।।
পুত্রপ্রেম ধর তুমি দেব নারায়ণে।
বসুদেব, ধন্য তুমি হৈলে ত্রিভুবনে।। ১০৮।।
দন্তবক্র, বিদূরথ, শাল্ব, শিশুপাল।
কংস, জরাসন্ধ-আদি নৃপ দুরাচার।। ১০৯।।
তা'রা সব বৈরিভাবে ধরি' নারায়ণে।
অনুক্ষণ কৃষ্ণ তা'রা চিন্তিল ধিয়ানে।। ১১০।।
বৈরিভাব ধরি' তা'রা হৈল কৃষ্ণময়।
প্রেমভাবে ভজিলে না জানি কিবা হয়? ১১১
তুমি, বসুদেব, না করিহ পুত্রবুদ্ধি।
সর্ব্বেশ্বর-ঈশ্বর, অখিলগুণনিধি।। ১১২।।
গূঢ়রূপে মায়ায় মানুষরূপ ধরে।
হরিতে অসুরভার নরলীলা করে।। ১১৩।।
অজ হঞা করে হরি নর-অবতার।
জগতে তোমার যশ করিব-বিস্তার।।" ১১৪।।

শ্রীবসুদেব-দেবকীর প্রেমানন্দ লাভ

পুত্রের মহিমা শুনি' নারদের মুখে।
বসুদেব-দৈবকী পূরিল প্রেমসুখে।। ১১৫।।
অখিল-ব্রহ্মাণ্ডপতি— পুত্র নারায়ণ।
বসুদেব তত্ত্ব জানি' স্থির কৈল মন।। ১১৬।।
ধন্য, পুণ্য, ইতিহাস-পুরাণে গোপিত।
নবঋষি-সংবাদ নারদ-মুখরিত।। ১১৭।।
যেবা কহে, যেবা শুনে, শুদ্ধভাব ধরে।
বিষ্ণুপদে বাস তাঁ'র, সর্ব্বপাপ হরে।।" ১১৮।।
ভক্তিরসগুরু শ্রীল-গদাধর জান।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস গান।। ১১৯।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং একাদশস্কন্ধে
কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী-পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।। ৫।।

ষষ্ঠ অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণের নরলীলা দর্শনার্থ ব্রহ্মা-শিবাদি
দেবগণের দ্বারকায়যাত্রা
(ভাটিয়ারী-রাগ)

মুনি বলে,—"শুন, রাজা, ভুবন-পবিত্র।
বৈকুণ্ঠ-বিজয়-লীলা কৃষ্ণের চরিত্র।। ১।।
ব্রহ্মা, ভব, পুরন্দর, শশী, দিনকর।
কুবের, বরুণ, যম, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর।। ২।।
রুদ্রগণ, সিদ্ধ, সাধ্য, বিশ্ব-দেবগণ।
পিতৃগণ, ঋষিগণ, গুহ্যক, চারণ।। ৩।।
সুর, মুনি, সিদ্ধ, বিদ্যাধর, ফণধর।
অহিপতি, সুরপতি, রুদ্র-অনুচর।। ৪।।
সবেহি চলিয়া গেলা আপন বাহনে।
দ্বারকা-মণ্ডলে গেলা কৃষ্ণ-দরশনে।। ৫।।
নর-কলেবর হরি, করে অবতার।
কলিমলহর যশ করিতে বিস্তার।। ৬।।
কৌতুকে চলিলা হরি দ্বারকামণ্ডলে।
দেখিব প্রভুর রূপ ভুবনমঙ্গলে।। ৭।।
অশেষ-সম্পদপদ পুরী বিরাজিতা।
মূর্ত্তিমতী সর্ব্বসিদ্ধি, ভুবনমোহিতা।। ৮।।
আকাশ-মণ্ডলে দেব রহি' নিজ রথে।
দ্বারকা-মণ্ডলে কৃষ্ণ দেখিল সাক্ষাতে।। ৯।।
নন্দন-মল্লিকা-জাতী-পারিজাত মালা।
বৃষ্টি কৈল দেবগণে যেন জলধারা।। ১০।।
আচ্ছাদিল যদুগণে মাল্য-বরিষণে।
স্তুতি করে দেবগণ বিবিধ-বিধানে।। ১১।।

দেবগণের শ্রীকৃষ্ণ-স্তুতি

'নমো নমো, প্রাণনাথ, চরণে তোমার।
অভয়-চরণ-বিনে গতি নাহি আর।। ১২।।
সকল ইন্দ্রিয়গণ, বুদ্ধি, মন, প্রাণে।
অভয়-পদারবিন্দে পশিল শরণে।। ১৩।।
যোগিগণ চিন্তে যাহা হৃদয়পঙ্কজে।
যে পদ মুনীন্দ্রবৃন্দ ভক্তিভাবে ভজে।। ১৪।।
কর্ম্মময়-মহাপাপ-বিনাশের হেতু।
হৃদিগত তমোহর, ভবসিন্ধু-সেতু।। ১৫।।
হেন চরণারবিন্দে পশিলুঁ শরণ।
কৃপা কর, জগন্নাথ, জগত-জীবন।। ১৬।।
রজোগুণ ধরি' তুমি সৃষ্টিলীলা কর।
তমোগুণ ধরি' তুমি আপনে সংহার।। ১৭।।
সত্ত্বগুণে পাল তুমি মায়াযোগবলে।
তবু, নাথ, তুমি বদ্ধ নহ কর্ম্মফলে।। ১৮।।
নিজ-সুখে থাক তুমি সর্ব্বত্র সমান।
শুভাশুভ-বিবর্জ্জিত, নিত্য ভগবান্।। ১৯।।
দান, ব্রত, তপ, যোগ, সমাধি-ধারণে।
তবু শুদ্ধ নহে লোক এ-সব সাধনে।। ২০।।
যেরূপে তোমার যশ করিতে শ্রবণ।
শ্রদ্ধা-ভক্তি করি' যেবা শুনে অনুক্ষণ।। ২১।।
যেন শুদ্ধ হয় লোক কথামৃতপানে।
তেনরূপ শুদ্ধ জীব নহে কর্ম্ম হ'নে।। ২২।।
তোমার পদারবিন্দ-ভব-সিন্ধু-সেতু।
দুরাশয়-দুরিত-দহন-ধূমকেতু।। ২৩।।
মুনিগণ ধরে যাহা হৃদয়কমলে।
আত্মজ্ঞানী জনে যাহা পূজে নিরন্তরে।। ২৪।।
সে পদপঙ্কজ, নাথ, করুক কল্যাণ।
এই বর মাগো, দেব, তোমা'-বিদ্যমান।। ২৫।।
তোমার অঙ্গের বিগলিত-বনমালা।
তাহাতে সতিনী-ভাব করএ কমলা।। ২৬।।
হেন লক্ষ্মীদেবী তোমার পদযুগ ভজে।
কমল ধরিয়া করে নিরবধি পূজে।। ২৭।।
সভে এই পদযুগ কুশলের হেতু।
দুরাশয়-দুরিত-দহন-ধূমকেতু।। ২৮।।
নাকে দড়ি দিয়া যেন বলদ-গাঁথুনি।
দাম-দড়ি দিয়া মাঝে সভার বান্ধনি।। ২৯।।
এইরূপে ব্রহ্মা-আদি সব চরাচর।
তোমার মায়াতে, নাথ, গাঁথুনি সকল।। ৩০।।
প্রকৃতি-পুরুষপর তুমি কালরূপ।
আমি-সব যত কিছু তোমার স্বরূপ।। ৩১।।

তোমার চরণ, নাথ, করুক কল্যাণ।
পুরুষ-উত্তম তুমি, পুরুষ-পুরাণ।। ৩২।।
জগতের উতপতি-প্রলয়-পালন।
তুমি সে সভার হেতু, কারণ-কারণ।। ৩৩।।
প্রকৃতি-পুরুষ, নাথ, তোমাতে সংহার।
সকল সংহারকারী কাল-চক্রাকার।। ৩৪।।
যে কালে করয়ে, নাথ, জগত সংহার।
সেহো কাল অংশলেশ ধরয়ে তোমার।। ৩৫।।
তোমা হৈতে প্রথমে পুরুষ উতপন্ন।
প্রকৃতি সংযোগে কৈল বীর্য্য আরোপণ।। ৩৬।।
তবে তাহা হৈতে হৈল মহত্তত্ত্বোদয়।
তাহা হৈতে ব্রহ্মাণ্ড জন্মিল হেমময়।। ৩৭।।
সাত আবরণযুতা ব্রহ্মাণ্ড-ঘটনা।
তাহার ভিতরে, নাথ, এ-লোক-রচনা।। ৩৮।।
স্থাবর-জঙ্গম, নাথ, এ-চৌদ্দ-ভুবন।
ব্রহ্মাণ্ড-ভিতরে, নাথ, এ সব ঘটন।। ৩৯।।
তোমার মায়াতে, নাথ, এ-সব কল্পনা।
ত্রিগুণ-জনিত যত বিবিধ-ঘটনা।। ৪০।।
জীবরূপে কর তুমি বিষয় বিলাস।
তবু লিপ্ত নহ তুমি, নিত্য-পরকাশ।। ৪১।।
ষোল-সহস্র দেবী রমণী তোমার।
কামবাণে না পারিল তোমা' জিনিবার।। ৪২।।
কটাক্ষ-বিলাস, হাস, ভুরুভঙ্গী-বাণে।
যা'র মন জিনিতে নারিল নারীগণে।। ৪৩।।
এক নদী—তোমার অমৃত-কথাময়ী।
আর নদী—পদনীর বহে 'গঙ্গা' হই'।। ৪৪।।
তিন-লোক-পাপ হরে, দোহাঁর শকতি।
দুই তীর্থে স্নান করে ধন্য মহামতি।। ৪৫।।
শ্রুতিযোগে স্নান করে এক তীর্থ-জলে।
অঙ্গ-সঙ্গে আর তীর্থে স্নান-পান করে।। ৪৬।।
এইরূপে দুই তীর্থে করে স্নান-পান।
মহাভাগবত হয় বিমলগেয়ান।।' ৪৭।।
এইরূপে নানা-স্তুতি করে সুরগণে।
তবে ব্রহ্মা প্রজাপতি করে নিবেদনে।। ৪৮।।

গোলকে শুভবিজয়ার্থ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি
শ্রীব্রহ্মার প্রার্থনা

রথের উপরে রহি' আকাশমণ্ডলে।
প্রণাম করিয়া ব্রহ্মা বোলে জোড় করে।। ৪৯।।
'দেবগণে নিবেদিল চরণে তোমার।
ক্ষিতিতলে অবতরি' হরিলে ভূ-ভার।। ৫০।।
দেবদেব, জগন্নাথ, প্রভু-হৃষীকেশ।
দেবকার্য্য কৈলে কিছু নাহি অবশেষ।। ৫১।।
সত্য-শুদ্ধ-শান্ত জনে ধর্ম্ম আরোপিলে।
জগত ভরিয়া পুণ্য-যশ বিস্তারিলে।। ৫২।।
দশদিগ্ ভরিয়া চলিল কীর্ত্তিভার।
করিয়া অদ্ভুত কর্ম্ম থুইলে চমৎকার।। ৫৩।।
সেই গুণ-কর্ম্ম কলিমল-বিনাশন।
সুখে লোক কলিযুগে করিব কীর্ত্তন।। ৫৪।।
শ্রবণ, কীর্ত্তন করি' তরিব সংসার।
ধন্য যদুবংশে তুমি কৈলে অবতার।। ৫৫।।
পঁচিশ-অধিক, নাথ, শতেক বৎসর।
এতকাল বহি' গেল ইহার ভিতর।। ৫৬।।
এখনে এথাতে আর নাহি প্রয়োজন।
বিপ্র-শাপে হৈব যদুকুল বিনাশন।। ৫৭।।
ইৎসা যদি কর, নাথ, কর অবধান।
সম্প্রতি বৈকুণ্ঠে তুমি চল নিজধাম।। ৫৮।।
নিজ-ভৃত্য আমি-সব পুরাণ কিঙ্কর।
রক্ষ রক্ষ, প্রাণনাথ, দেবদেবেশ্বর।।' ৫৯।।

যদুবংশ বিনাশ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রপঞ্চলীলা
সম্বরণেচ্ছা

চতুর্ম্মুখ-মুখে শুনি' এতেক বচন।
কহিতে লাগিলা তবে দৈবকীনন্দন।। ৬০।।
'তুমি যে কহিলে, ব্রহ্মা, সব সুগোচর।
হরিব পৃথ্বীর ভার চলিব সত্ত্বর।। ৬১।।
কিন্তু যদুকুল আছে, সর্ব্বশক্তি ধরে।
লোক আচ্ছাদিব তা'রা নিজ ভুজবলে।। ৬২।।
যদুকুল আমি যদি না করিব ক্ষয়।
আপনে করিব যদি বৈকুণ্ঠ-বিজয়।। ৬৩।।

যদুকুলে লোক তবে নাশিব সকল।
হরিয়া পৃথ্বীর ভার, না কৈল কুশল।। ৬৪।।
যদুকুল বিনাশিব সম্প্রতি এখনে।
তবে নিজধামে আমি চলিব আপনে।। ৬৫।।

দেবগণের স্ব-স্ব স্থানে গমন ও দ্বারকায় নানা উপদ্রব

এতেক বচন যদি বলিল শ্রীহরি।
ব্রহ্মা-আদি দেবগণে প্রণিপাত করি'।। ৬৬।।
আনন্দে চলিলা সভে নিজ-নিজ স্থানে।
তবে কোন কর্ম্ম কৈল প্রভু ভগবানে।। ৬৭।।
দ্বারকামণ্ডলে দেখি' নানা—উৎপাত।
বৃদ্ধগণ আনি' যুক্তি করে জগন্নাথ।। ৬৮।।
'দেখ দেখ, বহুবিধ উঠ-এ উৎপাত।
দ্বারকামণ্ডলে কিবা ফলে পরমাদ? ৬৯
ব্রহ্মশাপ-হৈল যদুকুল-বিনাশন।
কোন মতে না দেখিএ তাহার খণ্ডন।। ৭০।।

শ্রীকৃষ্ণদেশে শ্রীযাদবগণের প্রভাস-তীর্থে যাত্রা

এথাতে বসিতে আর উচিত না হয়।
'প্রভাস' উত্তম তীর্থ আছে পুণ্যময়।। ৭১।।
বিলম্ব না কর, তথা চলি' যাহ ঝাটে।
যাবৎ প্রমাদ কিছু এথাতে না ঘটে।। ৭২।।
দক্ষশাপে যক্ষ্মারোগ চন্দ্রের আছিল।
প্রভাসে আসিয়া চন্দ্র পরিত্রাণ পাইল।। ৭৩।।
আমি-সব সেহি তীর্থে করিয়া মজ্জন।
দান-পুণ্য, দেব-পিতৃ করিব তর্পণ।। ৭৪।।
দ্বিজগণে ভুঞ্জাইব দিব্য অন্ন-পানে।
দান দিব বিপ্রগণে বহুমূল্য ধনে।। ৭৫।।
পরিত্রাণ পাইব তবে ব্রহ্মশাপে তরি'।
দানে হৈতে কোন্ কার্য্য সাধিতে না পারি? ৭৬
নৌকাতে সাগরে যেন তরে বাণিজার।
দানে হৈতে কোন্ সিদ্ধি না হয় কাহার।। ৭৭।।
এত বাক্য শুনি' তবে বৃদ্ধ যদুগণে।
সত্য করি' লৈল সব কৃষ্ণের বচনে।। ৭৮।।
প্রভাসে চলিতে তবে স্থির করি' মতি।
সাজিঞা আনিল রথ, রথের সারথি।। ৭৯।।
অস্ত্র-শস্ত্র, ধনু-শর করিয়া কাছনি।
চলিল সকল লোক করিয়া সাজনি।। ৮০।।

ঘোর উপদ্রব দর্শনে শ্রীউদ্ধবের চিন্তা, ক্রন্দন
ও শ্রীকৃষ্ণ নিকটে নিবেদন

দেখিয়া উদ্ধব তবে চিন্তে মনে মনে।
জানিল সকল মর্ম্ম কৃষ্ণের বচনে।। ৮১।।
মহা-ঘোর অরিষ্ট দেখিয়া ভয়ঙ্কর।
বিস্ময় পড়িলা মনে চিন্তিত অন্তর।। ৮২।।
কান্দিতে কান্দিতে গেলা কৃষ্ণ-সন্নিধানে।
গোপতে উদ্ধব করে আত্মনিবেদনে।। ৮৩।।
প্রণাম করিয়া, দুই ধরিয়া চরণ।
কান্দিতে কান্দিতে উদ্ধব কি বোলে বচন।। ৮৪।।
'দেব-দেবেশ্বর, পুণ্য-শ্রবণ-কীর্ত্তন।
কুল সংহারিবে, হেন বুঝিল লক্ষণ।। ৮৫।।
নরলোক তেজিয়া চলিবে নিজধাম।
ব্রহ্মশাপ না খণ্ডিলে হৈয়া ভগবান্।। ৮৬।।
তিলেক ছাড়িতে নারোঁ এ-দুই চরণ।
না ছাড়, না ছাড়, নাথ, পশিল শরণ।। ৮৭।।
তোমার চরিত্র-লীলামৃত-মধু-পানে।
সকল পাসরে লোক সকৃৎ শ্রবণে।। ৮৮।।
আসন, শয়ন, পান, মজ্জন, ভোজনে।
তিলেক না ছাড় মোরে, তেজিব কেমনে? ৮৯
তুমি যে তেজিবে, নাথ, অঙ্গ-অলঙ্কার।
গন্ধমাল্য, চন্দন, বসন, উপহার।। ৯০।।
সেই দিয়া নিজ-অঙ্গ করিব ভূষণ।
দাস হঞা করোঁ যেন উচ্ছিষ্ট ভোজন।। ৯১।।
এইরূপে খণ্ডিমু তোমার মায়াবন্ধ।
কৃপা করি', নাথ, মোরে দেহ নিজ-সঙ্গ।। ৯২।।
দিগম্বর, ঋষিগণ, শ্রমিত-অন্তর।
সন্ন্যাস করিয়া ব্রহ্ম চিন্তে নিরন্তর।। ৯৩।।
শান্ত, দান্ত, উর্দ্ধরেতা, নিরমল-মতি।
ব্রহ্মধ্যান করি' তা'রা পায় ব্রহ্মগতি।। ৯৪।।

কর্ম্মপথে যথা-তথা হয় যদি জন্ম।
তোমার অমৃত-কথা শুনি' অনুক্ষণ।। ৯৫।।
সাধু-সঙ্গে শ্রবণ-কীর্ত্তন যদি করি।
তবে, নাথ, হেলে যাই ভবসিন্ধু তরি'।।" ৯৬।।
এইরূপে নিবেদিল ভকতপ্রধান।
শুনিঞা উত্তর তবে দিলা ভগবান্।।" ৯৭।।
জান গুরু গদাধর ধীরশিরোমণি।
ভাগবত-আচার্য্যের প্রেমতরঙ্গিণী।। ৯৮।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং একাদশস্কন্ধে
কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী-ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।। ৬।।

সপ্তম অধ্যায়

শ্রীউদ্ধবকে শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ

(দেশাগ-রাগ)

"শুন, হে উদ্ধব, তুমি ভকতপ্রধান।
সকল কহিলে তুমি বুঝি' অনুমান।। ১।।
ব্রহ্মা-ভব-পুরন্দর-আদি সুরগণে।
নিবেদন কৈল আসি' বৈকুণ্ঠ-গমনে।। ২।।
দেবকার্য্য কৈল আমি সব সমাধানে।
এখনে চলিয়া আমি যাই নিজধামে।। ৩।।
ব্রহ্মার বচনে আমি কৈল অবতার।
দৈত্যবধ করিয়া হরিল ভূমি-ভার।। ৪।।
কুলনাশ হৈব এবে অন্যোঽন্য-কোন্দলে।
সপ্তম দিবসে পুরী মজিব সাগরে।। ৫।।
যখনে তেজিব আমি এ-মহীমণ্ডল।
হতভাগ্য হ'ব লোক, খণ্ডিব মঙ্গল।। ৬।।
দুষ্ট কলি সেইক্ষণে করিব সঞ্চার।
তুমি জানি, উদ্ধব, এথা না থাকিও আর।। ৭।।
পাপমতি হৈব লোক, দুষ্ট কলিযুগে।
সর্ব্বধর্ম্ম তেজিব, মজিব দুঃখ-শোকে।। ৮।।
তুমি-সুত বিত্ত-দার-প্রেম পরিহর।
সর্ব্বধর্ম্ম তেজিয়া আমাতে চিত্তধর।। ৯।।
তবে সুখে কর এই পৃথ্বী পর্য্যটন।
অসত্য দেখিবে তুমি এ-তিন ভুবন।। ১০।।
বুদ্ধি, মন, বচন, শ্রবণে যত লয়।
জানিব অসত্য, বৎস, সব মায়াময়।। ১১।।
চিত্তের ভরম হয় অশেষ ভরম।
ভেদবুদ্ধি করে দোষ-গুণ-নিরূপণ।। ১২।।
'কর্ম্ম', 'অকর্ম্ম', আর 'বিকর্ম্ম' বিচার।
গুণদোষ-বুদ্ধ্যে করে ভেদ-ব্যবহার।। ১৩।।
বেদে যে বুঝায়, সেই 'কর্ম্ম অবধারি।
কর্ম্ম যদি না করি, 'অকর্ম্ম' করি' বলি।। ১৪।।
'বিকর্ম্ম' জানিবা, বাপু, নিষেধ আচার।
গুণ-দোষ-ভেদে হয় এ-সব সঞ্চার।। ১৫।।
এ-বোল বুঝিয়া তুমি স্থির কর চিত।
সকল ইন্দ্রিয়গণ করি' নিয়োজিত।। ১৬।।
আপনাতে আছে সব, দেখহ গেয়ানে।
আপনে আমাতে আছ, দেখহ ধেয়ানে।। ১৭।।
জ্ঞান-বিজ্ঞানপূত হয় আত্মময়।
তুষ্ট হঞা থাক তুমি, খণ্ডিব সংশয়।। ১৮।।
দোষ-গুণ যাহার হৃদয়ে নাহি ধরে।
সে-জন নিষেধ বিধি—কিছুই না করে।। ১৯।।
বালক্রীড়া করে, যেন বালক-সমান।
শুভাশুভ কর্ম্মে তা'র নহে বস্তুজ্ঞান।। ২০।।
সর্ব্বভূত হিতপর, শান্ত হঞা থাক।
জ্ঞানে চিত্ত দিয়া মন স্থির করি' রাখ।। ২১।।
আমার স্বরূপ সব দেখিবা সংসার।
পুনরপি না ঘটিব বিপদ্ তোমার।।" ২২।।

কৃষ্ণের বচন শুনি' উদ্ধব সুমতি।
পুনরপি জিজ্ঞাসিলা করিয়া প্রণতি।। ২৩।।

কর্ম্মাসক্তগণের মঙ্গল-সম্বন্ধে শ্রীউদ্ধবের প্রশ্ন

"মহাযোগ-যোগেশ্বর, প্রভু, যোগময়।
এ-সব বচন মোর হৃদয়ে না লয়।। ২৪।।
ত্যাগধর্ম্ম কহিলে তুমি সন্ন্যাসলক্ষণ।
কিরূপে করিব ত্যাগ, কামে দৃঢ়মন? ২৫
বিষয়-লম্পট, যা'র কামে দৃঢ়মতি।
যা'র নাহি হয়, নাথ, তোমাতে ভকতি।। ২৬।।
সে-জন কিরূপে, নাথ, তেজিবে সংসার?
মুঞি নিবেদিএ, নাথ, চরণে তোমার।। ২৭।।
মুঞি মূঢ়মতি, নাথ, মায়ায় মোহিত।
'মুঞি' 'মোর' করি' মুঞি কেবল বঞ্চিত।। ২৮।।
সুত-দার-পরিবার অসত্য ধেয়ানে।
কেবল মজিয়া আছোঁ এ-ভব-বন্ধনে।। ২৯।।
এ-সব অজ্ঞানজাল ছিণ্ড, হৃষীকেশ।
নিজ-ভৃত্য করি' রাখ দিয়া উপদেশ।। ৩০।।
তুমি আত্মা, সত্য, নিত্য, তুমি প্রভু-বিনে।
আর বক্তা নাহি, নাথ, বিবুধ-সদনে।। ৩১।।
ব্রহ্মা-আদি দেবগণ সব বিমোহিত।
বিষয়-ধেয়ানে, নাথ, মায়ায় বঞ্চিত।। ৩২।।
তা'রা সব কি কহিব তত্ত্ব অবধারি'।
সর্ব্বগুণনিধি তুমি, সর্ব্ব-অধিকারী।। ৩৩।।
অনন্ত-মহিম তুমি, সর্ব্বজ্ঞ, ঈশ্বর।
অকুণ্ঠ বৈকুণ্ঠধাম, শ্রুতি-অগোচর।। ৩৪।।
নারায়ণ, প্রাণনাথ, পশিলুঁ শরণ।
দুরিত-দহন-তাপ কর বিমোচন।।" ৩৫।।

শ্রীকৃষ্ণের উত্তর-প্রদান

উদ্ধবের বচন শুনিঞা দয়াময়।
কহিতে লাগিলা তাঁ'র বুঝিয়া হৃদয়।। ৩৬।।
"লোকতত্ত্ব-বিচক্ষণ যে-জন সংসারে।
প্রায় তা'রা আপনাকে আপনে উদ্ধারে।। ৩৭।।
আপনে আপন-গুরু হয় মতিমান্।
সাক্ষাতে দেখএ, আর করে অনুমান।। ৩৮।।
সর্ব্বত্র কল্যাণ তা'র, হয় সর্ব্বসিদ্ধি।
এ-ঘোর সংসার পার হয় মহাবুদ্ধি।। ৩৯।।
তত্ত্বযোগ-বিশারদ, মহাধীরগণে।
সর্ব্বশক্তিযুত রূপ দেখে সর্ব্বস্থানে।। ৪০।।

অবধূত-যদুরাজ-কথা

কহি আর এক ইতিহাস পুরাতন।
অবধূত-যদুরাজ-সংবাদ-কথন।। ৪১।।
অবধূত এক দ্বিজ আইল আচম্বিত।
সর্ব্বভূতে দয়াপর, ভয়-বিবর্জিত।। ৪২।।
যদুরাজা দেখিয়া পুছিল তা'র তরে।
'কি কারণে, দ্বিজ, তুমি ভ্রম একেশ্বরে? ৪৩
কোথাতে শিখিলে বুদ্ধি, কহিবে নিশ্চিত।
বালবৎ ভ্রম তুমি হৈয়া সুপণ্ডিত।। ৪৪।।
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-লোভে ব্যাকুলিত চিত।
নানাধর্ম্ম সাধে লোক হৈয়া বিমোহিত।। ৪৫।।
তুমি সেহ শান্ত-দান্ত, শুদ্ধ-কলেবর।
না কর, না বোল কিছু, দেখিতে সুন্দর।। ৪৬।।
জড়-উনমতবৎ ভ্রম কি কারণে?
না শুন, না দেখ কিছু শ্রবণ নয়নে।। ৪৭।।
নানা-তাপে সর্ব্বলোকে দহে নিরন্তর।
তা'র মাঝে আছ তুমি শান্ত-কলেবর।। ৪৮।।
কহ দেখি, দ্বিজ, তুমি আনন্দ-কারণ।'
অবধূত দ্বিজ তবে কহে বিবরণ।। ৪৯।।
বিস্তর আমার গুরু, কহি বিদ্যমানে।
যে যে শিক্ষা লৈল আমি যা'র যাঁর স্থানে।। ৫০।।

অবধূতের চব্বিশ-গুরুর নাম

পৃথিবী, পবন, বহ্নি, আকাশমণ্ডল।
রবি, শশী, আপ, সিন্ধু, গজ, মধুকর।। ৫১।।
কপোত, পতঙ্গ, অজগর, সর্প, মীন।
পিঙ্গলা, কুরর, শিশু, কুমারী, হরিণ।। ৫২।।

উর্ণনাভি, শরকৃৎ, আর মধুহারী।
এ-সব আমার গুরু, কীট পেশকারী।। ৫৩।।
এই সে চব্বিশ গুরু করিয়া আশ্রয়।
যা'র ঠাঞি যে শিখিলুঁ, শুন, মহাশয়।। ৫৪।।

(১) পৃথিবী ও তদস্থ পর্ব্বত ও তরুর নিকটে শিক্ষা

অদৃষ্ট-অধীন জীব, অদৃষ্ট-কারণ।
নানা-দুঃখ-পীড়া যদি করে নানা-জন।। ৫৫।।
অদৃষ্ট মানিঞা জীব সহিব সকল।
নিজ-পথ না ছাড়িব, নহিব চঞ্চল।। ৫৬।।
এ-ধর্ম্ম শিখিল আমি পৃথিবীর স্থানে।
অদৃষ্ট মানিয়া চিত্ত করি সমাধানে।। ৫৭।।
পরহিত-হেতু সব করে সমর্পণ।
পরহিত-হেতু যা'র এ-ধন-জীবন।। ৫৮।।
এ ধর্ম্ম শিখিলুঁ আমি তরুগণ-স্থানে।
এ-ধর্ম্ম শিখিলুঁ আমি পর্ব্বত-গহনে।। ৫৯।।
দেহমাত্র ধারণ কেবল প্রয়োজন।
সুখভোগ, না করিব ইন্দ্রিয়তর্পণ।। ৬০।।
উতপন্ন তত্ত্বজ্ঞান না করিব ধ্বংস।
মনোবচনের কভু না করিব ভ্রংশ।। ৬১।।

(২) বায়ুর নিকটে শিক্ষা

গুন-দোষ না দেখিব বিষয়-সংযোগে।
আসক্তি ছাড়িব, যদি থাকে সুখভোগে।। ৬২।।
সব ঠাঞি বৈসে বায়ু, অন্তর-বাহিরে।
নানা-গন্ধ হরি' লয়, সর্ব্বত্র সঞ্চরে।। ৬৩।।
সব ঠাঞি আছে বায়ু হৈয়া উদাসীন।
কা'রো মর্ম্ম নহে বায়ু, কা'রো নহে ভিন।। ৬৪।।
বায়ুবৎ আছি আমি এই শিক্ষা ধরি'।
কোনকালে কা'রো সনে আসক্তি না করি।। ৬৫।।

(৩) আকাশের নিকটে শিক্ষা

আকাশ নির্লেপ যেন, আছে সর্ব্বঠাঞি।
এই শিক্ষা লঞা আমি সর্ব্বত্র বেড়াই।। ৬৬।।
আকাশে জনমে মেঘ, আকাশে সঞ্চরে।
তবু মেঘ আকাশ পরশ নাহি করে।। ৬৭।।
এই শিক্ষা লঞা আমি থাকি সর্ব্বঠাঞি।
পরশ না করি কিছু, আনন্দে বেড়াই।। ৬৮।।

(৪) তীর্থ-জলের নিকটে শিক্ষা

মধুর-মূরতি, নিরমল কলেবর।
সর্ব্বলোক পবিত্র হৈব, যেন পুণ্য-জল।। ৬৯।।
দরশন-পরশন-শ্রবণ-কীর্ত্তন।
তীর্থজলে করে যেন পাপ-বিমোচন।। ৭০।।
এই শিক্ষা লৈল আমি দেখি' তীর্থ-জল।
লোক-পরিত্রাণ-হেতু ভ্রমি নিরন্তর।। ৭১।।

(৫) অগ্নির নিকটে শিক্ষা

মহাতেজ ধরি আমি, দীপ্ত কলেবর।
কেবল উদরমাত্র লোক-ভয়ঙ্কর।। ৭২।।
সর্ব্বভক্ষ, তবু আমি থাকি যোগবলে।
এ-ধর্ম্ম শিখিলুঁ আমি দেখিএ অনলে।। ৭৩।।
জনম-মরণ-জরা, সুখ-দুঃখ-ভয়।
এ-সব দেহের ধর্ম্ম, জীবের না হয়।। ৭৪।।

(৬) চন্দ্রের নিকটে শিক্ষা

চন্দ্রকলা টুটে যেন, বাঢ়ে কোন কালে।
যেই চন্দ্র সেই চন্দ্র, না টুটে, না বাড়ে।। ৭৫।।
এইরূপে নিত্য আত্মা, অজর-অমর।
এ-ধর্ম্ম শিখিল আমি চন্দ্রের গোচর।। ৭৬।।

(৭) সূর্য্যের নিকটে শিক্ষা

সকল ইন্দ্রিয়গণ বিষয়ে সঞ্চরে।
যা'র যেই বিষয়, সেই সে ভোগ করে।। ৭৭।।
নিত্য শুদ্ধ আত্মা, কিছু না করে বিষয়।
সূর্য্যের কিরণে যেন রস হরি' লয়।। ৭৮।।
রশ্মিজালে হরে রস, সূর্য্য শুদ্ধময়।
এইরূপে নিত্য জীব না করে বিষয়।। ৭৯।।
কা'রো সনে না করিব অধিক-পীরিতি।
কা'রো সঙ্গে সঙ্গ না করিব মহামতি।। ৮০।।
কেহ কা'রো সঙ্গে যদি পীরিতি বাড়ায়।
তবে জীব কপোত-সমান দুঃখ পায়।। ৮১।।

(৮) কপোত-কপোতীর নিকটে শিক্ষা

আছিল কপোত এক বনের ভিতরে।
কপোতী-ভার্য্যার সঙ্গে গৃহবাস করে।। ৮২।।
বৃক্ষে বাসা তোলাঞা আছিল কতকাল।
স্নেহপাশে বান্ধাবান্ধি হৃদয় দুঁহার।। ৮৩।।
দিঠে দিঠে, অঙ্গে-অঙ্গে দুঁহার বন্ধন।
ক্রীড়া-কেলি-কুতূহলে একত্র মিলন।। ৮৪।।
তিলেক না করে কেহ আঁখির অন্তর।
এইরূপে থাকে পক্ষী বনের ভিতর।। ৮৫।।
একত্র শয়ন-পান, একত্র বেড়ায়।
যে বাঞ্ছা করে ভার্য্যা, আনিঞা যোগায়।। ৮৬।।
কথোদিন রহি' গর্ভ ধরিল কপোতী।
পতি-সন্নিধানে প্রসবিল মহাসতী।। ৮৭।।
কথোগুটি অণ্ড তা'র জন্মিল উদরে।
দোঁহে মেলি' নিরবধি অণ্ডসেবা করে।। ৮৮।।
কথোদিন রহি' অণ্ড ফুটিল সকল।
জনমিল শিশুগণ সর্ব্বাঙ্গ-কোমল।। ৮৯।।
কপোত-কপোতী দোঁহে মেলিয়া দম্পতী।
নিরবধি শিশু পোষে করিয়া পীরিতি।। ৯০।।
তা'-সভার কলভাষা কাণ পাতি' শুনে।
মুদিত-নয়নে মুখ করে নিরীক্ষণে।। ৯১।।
দুঁহে মেলি' শিশু রাখে দিঠে-দিঠে ধরি'।
অলপে অলপে পাখা উঠে লোমাবলী।। ৯২।।
পুত্র-দরশনে বাঢ়ে দুঁহার পীরিতি।
বিষ্ণুমায়া-বিমোহিত কপোত-কপোতী।। ৯৩।।
এইরূপে দুঁহে মেলি' শিশুগণ পোষে।
আকুলহৃদয় হঞা মরে কর্ম্মদোষে।। ৯৪।।
একদিন গেল তা'রা আনিতে আহার।
কপোত-কপোতী মেলি' বনের মাঝার।। ৯৫।।
আহার চাহিতে দুঁহে ভ্রমে বনে বনে।
হেনকালে একব্যাধ আইল সেইখানে।। ৯৬।।
ভূমিতলে শিশুগণ চরে বনে বনে।
তা' দেখিয়া জাল-দড়ি পাতিল সন্ধানে।। ৯৭।।
আহার ধরিয়া তা'থে রহে কথোদূরে।
তা' দেখিয়া শিশুগণ বন্দী হৈল জালে।। ৯৮।।
কপোত-কপোতী আইল হেন-অবসরে।
আহার লইয়া ঠোঁটে বাসার নিয়ড়ে।। ৯৯।।
শিশু না দেখিয়া দুঁহে বুলে বনে বনে।
দেখে, জালে বন্দী হঞা আছে শিশুগণে।। ১০০।।
জালে পড়ি' শিশুগণ করে ধড়্ফড়্।
ভয়েতে ব্যাকুল হঞা করে কোলাহল।। ১০১।।
দেখিয়া কপোতী হৈলা অন্তরে দুঃখিতা।
ভূমেতে পড়িয়া কান্দে শোকে বিমোহিতা।। ১০২।।
বিলাপ করিয়া কান্দে কপোতী দুঃখিনী।
ঝাঁপ দিয়া জালে বন্দী হইল পক্ষিণী।। ১০৩।।
কপোত দেখিয়া তবে এতেক বিধান।
লোটাঞা লোটাঞা কান্দে হৈয়া অগেয়ান।। ১০৪।।
'প্রাণের অধিক মোর সব শিশুগণ।
কোন্ কাজে আমি আর রাখিব জীবন? ১০৫
প্রাণের অধিক মোর ভার্য্যা গুণবতী।
কোথাতে রহিল, মোর হ'বে কোন্ গতি? ১০৬
বিধি মোর বাম হৈল, ঘটিল অপায়।
আর কি জীবন মোর রাখিতে যুয়ায়? ১০৭
পীরিতি নহিল মোর, না পূরিল কাম।
গৃহসুখ গেল মোর বিধি হৈল বাম।। ১০৮।।
পতিব্রতা নারী মোর, প্রাণের ঘরণী।
আমি না খাইলে, প্রিয়া না খায় অন্নপানী।। ১০৯।।
স্বর্গবাসে গেল মোরে শূন্যঘরে থুঞা।
সব হরি' নিল মোর পুত্রগণে লঞা।। ১১০।।
এইরূপে কান্দে পক্ষী করিয়া বিলাপ।
ধরিতে না পারে পক্ষী মনের সন্তাপ।। ১১১।।
ঝাঁপ দিয়া কপোত পড়িল সেই জালে।
পক্ষিগণ লঞা ব্যাধ গেল নিজ-ঘরে।। ১১২।।
কপোত, কপোতী, আর কপোত-ছাওয়াল।
জালে বন্দী করি' লৈয়া গেল দুরাচার।। ১১৩।।
এইরূপে কুটুম্বী গৃহস্থ দুরাশয়।
কুটুম্বী-ভরণে যা'র আকুল হৃদয়।। ১১৪।।

এ-ঘোর সংসারে মরে অবোধ, বঞ্চিত।
এ-বোল বুঝিয়া, রাজা, স্থির কর চিত।। ১১৫।।
মানুষ-জনম, দেখ, মুকুতি দুয়ার।
নর-দেহে পারে সভে ভব তরিবারে।। ১১৬।।
নরদেহ পাঞা যা'র গৃহে দৃঢ়মতি।
সভে দুঃখ-ভোগ তা'র, অন্তে অধোগতি।।" ১১৭।।
ধীর শিরোমণি শ্রীল-গদাধর জান।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস গান।। ১১৮।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং একাদশস্কন্ধে
কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী-সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।। ৭।।

অষ্টম অধ্যায়

(৯) অজগরের নিকটে শিক্ষা

(মল্লার-রাগ)

অবধূত বোলে,—"যদু, শুন, আর কহি।
অজগর ধর্ম্মে আমি সব ঠাঞি রহি।। ১।।
স্বর্গ, নরক— দুই এক করি' মানি।
সুখ-দুঃখ সব আমি সম করি' জানি'।। ২।।
ভাল-মন্দ যখন যে মিলয়ে আহার।
তাই খাঞা তুষ্ট হই, না করি' বিচার।। ৩।।
অজগর-ধর্ম্মে থাকি, কিছুই না বলি।
না মিলে আহার যদি উপবাস করি।। ৪।।
অদৃষ্ট মানিয়া থাকি, যেন অজগর।
ভাল-মন্দ, সুখ-দুঃখ না করি অন্তর।। ৫।।

(১০) সাগরের নিকটে শিক্ষা

প্রসন্ন হৃদয়ে থাকি, বিমল শরীর।
স্তিমিত-অন্তর, যেন সাগর-গম্ভীর।। ৬।।

(১১) পতঙ্গ ও (১২) মত্ত মাতঙ্গের নিকটে শিক্ষা

স্ত্রীজাতি জানিব সহজে দেবমায়া।
স্ত্রীর দরশনে চিত্ত রাখিব বান্ধিয়া।। ৭।।
যদি বা অবোধ-জনে করয়ে স্ত্রীসঙ্গ।
অনলে পুড়িয়া যেন মরয়ে পতঙ্গ।। ৮।।
আছুক আনের কাজ, নারী দারুময়ী।
চরণে পরশ না করে যতি হই'।। ৯।।
স্ত্রীসঙ্গ করে যদি যতি মতিভঙ্গে।
গজরাজ বন্দী যেন গজিনীর সঙ্গে।। ১০।।
গজের বন্ধন দেখি' স্ত্রীসঙ্গ তেজি'।
নিজ-সুখে আছি আমি জ্ঞানরসে মজি'।। ১১।।

(১৩) মধুকর ও (১৪) মধুহারীর নিকটে শিক্ষা

দুঃখে ধন অরজিয়া কররে সঞ্চয়।
দান, ভোগ না করে কৃপণ, দুরাশয়।। ১২।।
তা'রে মারি' তা'র ধন আনে লঞা যায়।
মধুমাছি মারি' যেন মধু লঞা খায়।। ১৩।।

(১৫) হরিণ ও (১৬) মীনের নিকটে শিক্ষা

গ্রাম্য-গীত না শুনিব যতি বনচর।
তত্ত্বে মন ধরিয়া থাকিব নিরন্তর।। ১৪।।
লুব্ধকের গীতে যেন মৃগ মরে বনে।
তা' দেখিয়া গ্রাম্য গীত না শুনিব কাণে।। ১৫।।
নানা-মনোহর গীত-নৃত্য-বাদ্য শুনি'।
বেশ্যা-সঙ্গে বন্দী হৈল ঋষ্যশৃঙ্গ-মুনি।। ১৬।।
জিহ্বার আস্বাদে বন্দী হয় রস-লোভে।
মীন বন্দী হয় যেন বড়শির টোপে।। ১৭।।
সকল জিনিতে পারি বর্জ্জিয়ে রসনা।
রসনা জিনিব হেন আছে কোন্ জনা? ১৮
এ-বোল বুঝিয়া যতি জিনিব রসনা।
সকল ইন্দ্রিয়গণে করিব রোধনা।। ১৯।।

(১৭) পিঙ্গলা-বেশ্যার নিকটে শিক্ষা

আছিল 'পিঙ্গলা'-বেশ্যা বিদেহ-নগরে।
তা'র শিক্ষাধর্ম্ম, যদু, কহিব তোমারে।। ২০।।
একদিন যুক্তি কৈল স্বৈরিণী পিঙ্গলা।
ধনলোভে কামভাবে হইয়া ব্যাকুলা।। ২১।।
সঙ্কেত করিয়া এক ধনীর কুমারে।
মন্দিরে আনিব তা'রে চিন্তিল প্রকারে।। ২২।।
বসন ভূষণে অঙ্গ কৈল বিভূষণ।
রজনী-সময় আসি' দিল দরশন।। ২৩।।
ঘরে হৈতে যায় বেশ্যা বাহির দুয়ারে।
পথে যত লোক আইসে, সভাকে নেহালে।। ২৪।।
'দূরে কান্ত আইসে মোর, কিবা অন্য হয়?
কত আইসে, কত যায়, কি তা'র নির্ণয়? ২৫
না জানি, সঙ্কেত করি' না আইল কেন?
সেই ধনিক আইসে, কিবা অন্য জন?' ২৬
এইরূপে মনে মনে চিন্তয়ে পিঙ্গলা।
ছট্‌পটি করে বেশ্যা কামেতে ব্যাকুলা।। ২৭।।
ঘর হৈতে বাহির, বাহির হৈতে ঘর।
এইরূপে গতাগতি করে নিরন্তর।। ২৮।।
অর্দ্ধরাত্রি বহি' গেল এই ত' প্রকারে।
বৈরাগ্য জন্মিল তাঁ'র হেন অবসরে।। ২৯।।
'দেখ দেখ, মোর এতবড় মোহজাল!
ধনলোভে সর্ব্বনাশ কৈলুঁ আপনার।। ৩০।।
অশান্ত পুরুষে মুঞি কান্তবুদ্ধি ধরি'!
এতকাল গেল ব্যর্থ ধন-আশা করি'!! ৩১
নিকটে উত্তম কান্ত, সর্ব্বফলদাতা।
সবলোক-গতি, পতি, বিধির বিধাতা।। ৩২।।
হেন কান্ত-রতন পুরুষ দূরে তেজি'।
অশান্ত, দুরন্ত কান্ত দুঃখময়ে ভজি!! ৩৩
অতি মতিহীন মুঞি, বিধি-বিমোহিতা।
কু-পুরুষ-পতি-সঙ্গে কেবল বঞ্চিতা।। ৩৪।।
মুঞি নারী পরবেশ করি হেন ঘরে।
নিরন্তর ঝরে ঘর এ-নব দুয়ারে।। ৩৫।।
বিষ্ঠা-মূত্রে পরিপূর্ণ ঘরের ভিতরে।
নখ-লোম-কেশে তা'র ছাউনি উপরে।। ৩৬।।
হাড়ময় বাঁশ দিয়া ঘরের সাজনি।
হেন ঘরে প্রবেশিএ মুঞি দ্বিচারিণী!! ৩৭
সকলের আত্মা, নাথ, প্রিয়, হিতকারী।
হেন প্রভু বিসরিয়ে দূরে পরিহরি'।। ৩৮।।
দুর্গত, কামুক-সঙ্গে রমিলুঁ বিস্তর।
ব্যর্থ কাল গেল মোর, জনম বিফল।। ৩৯।।
জনম-মরণ যা'র, নানা-দুঃখ-শোক।
তা'র সনে কোন্ কাজে কৈল রতিভোগ? ৪০
আছুক মানুষ, দেব—সেহো যায় নাশ।
কৃষ্ণ না ভজিলে, না ছাড়য়ে মায়াপাশ।। ৪১।।
হেন বুঝি, মোরে তুষ্ট হৈল ভগবান্।
বৈরাগ্য-কারণে হেন জনমিল জ্ঞান।। ৪২।।
শরণ পশিলুঁ আজি সে দেব-চরণে।
সকল দুরাশা তেজি' ভজিমু যতনে।। ৪৩।।
সে প্রভুর সঙ্গে মুঞি রমিব অন্তরে।
যেন-তেন-মতে প্রাণ রাখিব শরীরে।। ৪৪।।
ভবকূপে নিপতিত, বঞ্চিত সে জন।
বিষয়ে হরিল যা'র এ-দুই নয়ন।। ৪৫।।
কালসর্পে গরাসিল যা'র কলেবরে।
কৃষ্ণ-বিনে পরিত্রাণ কে করিতে পারে? ৪৬
সেই সে আপনে কৈল আপন উদ্ধার।
অন্তরে বৈরাগ্য থাকে বিষয়ে যাহার।।' ৪৭।।
এইরূপে বিস্তর চিন্তিল মনে মনে।
সকল তেজিল বেশ্যা চিত্ত-সমাধানে।। ৪৮।।
নৈরাশ্য—পরম-সুখ, আশা—দুঃখময়।
বুঝিয়া পিঙ্গলা বেশ্যা দঢ়াইল হৃদয়।। ৪৯।।
তেজিয়া সকল-আশা আনন্দে রহিল।
পিঙ্গলা দেখিয়া আমি সে-ধর্ম্ম শিখিল।।" ৫০।।
"শুনিয়া, উদ্ধব, যোগ স্থির কর মতি।"
ভাগবত-আচার্য্যের মধুর-ভারতী।। ৫১।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং একাদশস্কন্ধে কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী-অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।। ৮।।

নবম অধ্যায়

(১৮) কুরর পক্ষীর নিকটে শিক্ষা

(সিন্ধুড়া-রাগ)

অবধূত বলে—যদু, শুন সাবহিতে।
কহিব সকল তত্ত্ব তোমার সাক্ষাতে।। ১।।
পরিগ্রহ—দুঃখ-হেতু, নাহি সুখলেশ।
সুখে রহে অকিঞ্চন বুঝিয়া বিশেষ।। ২।।
হরিয়া কুরর পক্ষী মাংস লঞা যায়।
তা'খে মারি' তা'র মাংস আনে লঞা খায়।। ৩।।
তে-কারণে কোথাহ না চলি কিছু লৈঞা।
নিজ-সুখে থাকি আমি, অকিঞ্চন হৈয়া।। ৪।।

(১৯) বালকের নিকটে শিক্ষা

মান-অপমান আমি বিচার না করি।
পুত্র-দার-পরিবার-চিন্তা পরিহরি'।। ৫।।
আপনাতে রত হঞা আপনাতে রমি।
বালবৎ নিজ-সুখে যথা-তথা ভ্রমি।। ৬।।

(২০) কুমারীর নিকটে শিক্ষা

এক দ্বিজ-ঘরে এক আছিল কুমারী।
তাহাকে বরিতে আইল জনা দুই-চারি।। ৭।।
পিতা, মাতা বন্ধুগণ না ছিল মন্দিরে।
আপনে ব্রাহ্মণ-কন্যা পূজিল আদরে।। ৮।।
আতিথ্যবিধানে পূজি, ঘরে পরবেশে।
তণ্ডুল-কারণে ধান্য গোপতে আপসে।। ৯।।
ধান্য আপসিতে শঙ্খ-শবদ উঠিল।
কুৎসিৎ মানিয়া কন্যা মনে লাজ পাইল।। ১০।।
একে একে হাতের সকল শঙ্খ ভাঙ্গি'।
দুই-দুই শঙ্খমাত্র দুই হাতে রাখি'।। ১১।।
তবে আর-বার ধান্য আপসে কুমারী।
তবু শব্দ হৈল দুই শঙ্খে শঙ্খে মেলি'।। ১২।।
দুই হাতে দুইগাছি শঙ্খমাত্র থুঞা।
একগাছি করি' শঙ্খ ফেলিল ভাঙ্গিয়া।। ১৩।।
তবে শঙ্খ-শবদ না হইল আরবার।
সেই শিক্ষা লঞা আমি ভ্রমি একেশ্বর।। ১৪।।
বহুসঙ্গে বসিতে কোন্দ নিতি নিতি।
দুইজনে কথা-বার্ত্তা হয় নিরবধি।। ১৫।।
কুমারী-কঙ্কণ দেখি' যুক্তি করি' মনে।
একেশ্বর হৈয়া আমি ভ্রমি তে-কারণে।। ১৬।।
আসন, পবন জিনি' মন নিরোধিয়া।
বৈরাগ্য অভ্যাস-যোগে রাখিব বান্ধিয়া।। ১৭।।
একত্রে ধরিব মন গোবিন্দ-চরণে।
ধীরে ধীরে কর্ম্মরেণু তেজিব যতনে।। ১৮।।
সত্ত্বগুণে রজ-স্তম ফেলিব ধুইয়া।
সত্ত্বগুণে সত্ত্বগুণ ছাড়িব জিনিয়া।। ১৯।।
নির্ব্বাণ পরমপদে নিয়োজিব মন।
বাহ্য-অভ্যন্তরে মনে নহে স্মঙরণ।। ২০।।

(২১) শরকারীর নিকটে শিক্ষা

শরকৃৎ শর যেন গড়ে হেঁট মাথে।
না দেখিল, রাজা চলি' গেল সেই পথে।। ২১।।
শরগত চিত্ত তা'র, নাহি অবধান।
এ ধর্ম্ম শিখিলুঁ শরকৃৎ-সন্নিধান।। ২২।।

(২২) সর্পের নিকট শিক্ষা

একচারী হৈব মুনি, না করিব ঘর।
সাবধানে থাকিব, ভ্রমিব নিরন্তর।। ২৩।।
আচারে লখিতে কেহ না পারিব মুনি।
গৃহারম্ভ ছাড়িব, কহিব অল্পবাণী।। ২৪।।
আপন-কারণে ব্যর্থ না পাতিব ঘর।
পরঘরে যেন বৈসে সুখে ফণধর।। ২৫।।

(২৩) ঊর্ণনাভের নিকট শিক্ষা

মায়ায় করয়ে সৃষ্টি এক নারায়ণে।
কালমূর্ত্তি ধরি' সেই সংহারে আপনে।। ২৬।।
নিরাধার, নিরালম্ব-অখিল-আশ্রয়।
সর্ব্বশক্তি সম্বরিয়া সেই মাত্র রয়।। ২৭।।
প্রকৃতি-পুরুষপর, পরাপর-পর।
উপাধি-বর্জ্জিত, মাত্র এক মহেশ্বর।। ২৮।।
যখনে ইচ্ছয়ে পুন সৃষ্টি করিবার।
মায়াতে ঈক্ষণ করি' সৃজয়ে সংসার।। ২৯।।

সেই সে ত্রিগুণময়ী বলি বিষ্ণুমায়া।
জগৎ সৃজয়ে সেই নানা-মূর্ত্তি হৈঞা।। ৩০।।
মায়ায় করয়ে হরি জগত নির্ম্মাণ।
প্রলয়-পালন করে সেই ভগবান্।। ৩১।।
উর্ণনাভি উর্ণাসূত্র সৃজয়ে বদনে।
সেই উর্ণজালে পুন বিহরে আপনে।। ৩২।।
সেই উর্ণাসূত্রে পুন করয়ে গরাস।
এইরূপে সৃষ্টিলীলা করে শ্রীনিবাস।। ৩৩।।

(২৪) পেশস্কৃৎ কীটের নিকটে শিক্ষা

যথা তথা চিত্ত ধরে একান্ত ধেয়ানে।
স্নেহে, দ্বেষে, ভয়ে কিবা করে আরোপণে।। ৩৪।।
যেই ধ্যান করি' মরে, সেই মূর্ত্তি ধরে।
কুমারিয়া কীট যেন নিজ-মূর্ত্তি করে।। ৩৫।।
কুমারিয়া কীট অন্য কীট ধরি' আনে।
প্রবেশ করায় নিজ-ঘরে সেই মনে।। ৩৬।।
ভয়ে তা'র রূপ কীট চিন্তে নিরন্তর।
নিজরূপ ছাড়ি' ধরে সেই কলেবর।। ৩৭।।
এই-সে কারণে আমি কৃষ্ণে ধরি' মন।
আনন্দে বিহার করি, পৃথ্বী পর্য্যটন।। ৩৮।।
এত গুরু হৈতে এত উপদেশ ধরি।
নিজ-সুখে পূর্ণ হৈয়া আনন্দে বিহরি।। ৩৯।।
আপনার গুরু হঞা শিখিল আপনে।
নিজ কলেবরে গুরু বলি তে-কারণে।। ৪০।।
বিচার করিয়া বুঝি মনের ভিতর।
জ্ঞান বৈরাগ্যের হেতু— নিজ কলেবর।। ৪১।।
দেহের জনম-মাত্র, দেহের মরণ।
আপনার জন্ম-মৃত্যু, সে হয় ভরম।। ৪২।।
এ-বোল বুঝিয়া দেহে না করি পীরিতি।
দেহে উদাসীন হইয়া থাকি দিনরাতি।। ৪৩।।
পশু, ভৃত্য, গৃহ, দার, পরিবারগণ।
পোষণ, পালন করে দেহের কারণ।। ৪৪।।
অন্তকালে চলে দেহ, এ-সব তেজিয়া।
আপনার নিজকর্ম্ম সংহতি করিয়া।। ৪৫।।
বৃক্ষধর্ম্মী কলেবর অন্তে যায় নাশ।
তে-কারণে নিজদেহে না করি বিশ্বাস।। ৪৬।।

মায়াবদ্ধ ইন্দ্রিয়াসক্ত-জনের দুরাবস্থা

একদিকে জিহ্বায় বান্ধিয়া লঞা যায়।
আর দিকে তৃষ্ণায় আকুল হঞা ধায়।। ৪৭।।
একদিকে শ্রবণ, নয়ন আর দিগে।
লিঙ্গে, উদরে আর বান্ধে দুই ভাগে।। ৪৮।।
কোন ঠাঞি বান্ধে লঞা নাসিকা-বিবরে।
বিস্তর সতিনে যেন গৃহপতি মারে।। ৪৯।।
কি কর্ম্ম করিব জীব, কি তা'র শকতি?
সতিনী মেলিয়া যেন কাটে গৃহপতি।। ৫০।।

মনুষ্যজীবনেই শ্রীহরি-উপাসনার একান্ত-কর্ত্তব্যতা

আপনে করিয়ে হরি এ লোক-রচনা।
কীট-পতঙ্গ-আদি ব্রহ্মাণ্ড কল্পনা।। ৫১।।
তবু তুষ্ট নহিল সৃষ্টি করিয়া নির্ম্মাণ।
তবে নররূপ সৃষ্টি কৈলা ভগবান্।। ৫২।।
মানুষ-জনমে ব্রহ্ম দেখিব নয়নে।
তবে তুষ্ট হঞা হরি রহিলা আপনে।। ৫৩।।
বহুকোটি জনম লভিয়া কর্ম্মদোষে।
মানুষ জনম যদি হৈল ভাগ্যবশে।। ৫৪।।
দুর্লভ মানুষ-জন্ম, অনিত্য সংসার।
হেন জন্ম লভিয়া চিন্তিব পরকাল।। ৫৫।।
যাবৎ শরীর নাহি পড়ে অকারণ।
শরীরের সহে মৃত্যু রহে অনুক্ষণ।। ৫৬।।
তাবৎ যতন করি' সাধিব মুকতি।
সব ঠাঞি বিষয় মিলয়ে জীবগতি।। ৫৭।।
এই মতে জনমিল হৃদয়-নির্ব্বেদ।
জ্ঞানচক্ষে দেখি সব ঈশ্বর-অভেদ।। ৫৮।।
সর্ব্বসঙ্গ পরিহরি', তেজি' অহঙ্কার।
আনন্দে বিহরি আমি, ভ্রমিয়ে সংসার।।" ৫৯।।

অবধূতের উপদেশে যদুরাজের
শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম লাভ

"এতেক বচন বলি' দ্বিজ অবধূত।
গভীর চরিত্র, মহাধীর, গুণযুত।। ৬০।।

যদু রাজা প্রশংসিয়া চলিলা ব্রাহ্মণ।
পীরিতে পূজিল রাজা বিপ্রের চরণ।। ৬১।।
অবধূত-বচন শুনিঞা যদুরাজা।
প্রণতি করিয়া কৈল অবধূত পূজা।। ৬২।।
পুরুর বংশের তিঁহো আছিলা পূরবে।
একচিত্তে কৃষ্ণ আরাধিল সর্ব্বভাবে।। ৬৩।।
সর্ব্বসঙ্গ তেজিয়া ভজিলা গদাধর।
বিষ্ণুপদে গেলা তিঁহো সাধিয়া সকল।। ৬৪।।
উদ্ধব সংবাদকথা কৃষ্ণগুণ-বাণী।
ভাগবত-আচার্য্যের প্রেমতরঙ্গিণী।। ৬৫।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং একাদশস্কন্ধে
কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী নবমোঽধ্যায়ঃ।। ৯।।

দশম অধ্যায়

শ্রীউদ্ধবকে শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্বোপদেশ

(কর্ণাট-রাগ)

তবে পুন কহিতে লাগিলা ভগবান্।
"শুন, হে উদ্ধব, তুমি ভকত-প্রধান।। ১।।
আমি যে কহিল ধর্ম্ম আগম-পুরাণে।
সে ধর্ম্ম আশ্রয় করি' রহ সাবধানে।। ২।।
বর্ণধর্ম্ম, কুলধর্ম্ম, আশ্রম-আচার।
কর্ম্মফল তেজি' কর্ম্ম করিব প্রচার।। ৩।।
শুদ্ধচিত্তে দেখিব সকল মায়াময়।
বুঝিব আরম্ভমাত্র সব বিপর্য্যয়।। ৪।।
নানা-উপভোগ যেন মিলয়ে স্বপনে।
নানা-মনোরথ যেন চিন্তয়ে ধেয়ানে।। ৫।।
যত নানা রূপ দেখি, জানিব বিফল।
ত্রিগুণ-জনিত মিথ্যা জানিব সকল।। ৬।।
সাধিব নিবৃত্তি-কর্ম্ম প্রবৃত্তি তেজিয়া।
আদরে শিখিব ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিয়া।। ৭।।
তত্ত্ব জিজ্ঞাসিয়া যদি নিল উপদেশ।
তবে কর্ম্ম তেজিয়া ভজিব হৃষীকেশ।। ৮।।
সংযম-নিয়ম দুই সাধিব যতনে।
শান্ত গুরু আশ্রয় করিব শুদ্ধ-মনে।। ৯।।
চিত্তবৃত্তি যাঁহার আমাতে সমর্পণ।
আমি যাঁ'র প্রাণধন, আমি সে জীবন।। ১০।।
হেন গুরু আশ্রয় করিয়া শুদ্ধমতে।
মান-মদ-অহঙ্কার না করিব চিতে।। ১১।।
সর্ব্বভূত-সুহৃৎ, নির্ম্মল, দয়াপর।
তত্ত্ব জিজ্ঞাসিয়া জীব না হৈব চঞ্চল।। ১২।।
দোষ-দৃষ্টি না করিব, অসত্য-ভাষণ।
সব ঠাঞি উদাসীন, বিগত-বন্ধন।। ১৩।।
ধন-পুত্র-কলত্র দেখিব মায়াময়।
সর্ব্বঠাঞি উদাসীন, বিগত-সংশয়।। ১৪।।
দেহ ভিন্ন আপনাকে দেখিব গেয়ানে।
কাষ্ঠ হৈতে ভিন্ন যেন দীপ্ত হুতাশনে।। ১৫।।

কর্ম্মকাণ্ডের কুফল-বর্ণন

এ-বোল বুঝিয়া গুরু-উপদেশ লৈয়া।
সর্ব্বঠাঞি বস্তু-বুদ্ধি ছাড়িব বুঝিয়া।। ১৬।।
কর্ত্তা হৈয়া কর্ম্ম করে, ভোক্তা হৈয়া ভুঞ্জে।
তভু ত' স্বতন্ত্র নহে, সুখ-দুঃখ ভজে।। ১৭।।
দেহযোগে দেহীর না দেখে সুখলেশ।
যদি বা পণ্ডিত হয়, সেহ পায় ক্লেশ।। ১৮।।
দুঃখে সুখবুদ্ধি করে, সুখে দুঃখবুদ্ধি।
ব্যর্থ অহঙ্কারে জীব ভ্রমে নিরবধি।। ১৯।।
সুখ-দুঃখ জীব যদি জানে আপনার।
তবে কেন মৃত্যু না পারিব জিনিবার? ২০
অর্থ-কাম যদি দৈবে হয় উপসন্ন।
তভু সুখ নাহি তাহে দুঃখ নিবারণ।। ২১।।

বান্ধি' লৈয়া যায় যদি কাটিবার তরে।
তবে অর্থ-কামে তা'র কোন্ সুখ ধরে? ২২
দেখি, শুনি যত কিছু, সব দুঃখময়।
মান-মদ-কাম-ক্রোধ, ভোগ-অপচয়।। ২৩।।
দুঃখময় জগৎ, কেবল হেন জান।
কর্ম্মে কোন্ গতি হয়, চিত্ত দিয়া শুন।। ২৪।।
নানা পুণ্য, দান-ধর্ম্ম বিবিধ-বিধানে।
নানা যজ্ঞ করি' দেব করে আরাধনে।। ২৫।।
স্বর্গলোকে গিয়া তবে করে পুণ্যভোগ।
দেবমত মিলে নানা-দিব্য-উপভোগ।। ২৬।।
নিজ-কর্ম্ম-বিনির্ম্মিত উজ্জ্বল বিমানে।
গন্ধর্ব্ব-কিন্নরে গীত গায় বিদ্যমানে।। ২৭।।
দেবীগণ লঞা দিব্য বিমানে বিহরে।
বিলোল-কিঙ্কিণীজাল-বিনোদ মন্দিরে।। ২৮।।
তাবৎ বিনোদ করে স্বর্গের উপরে।
যাবৎ সকল সাঙ্গ হয় কর্ম্মফলে।। ২৯।।
পুণ্যক্ষয় হৈলে হয় পুন নিপাতন।
কালে সব হরে তা'র অদৃষ্ট-কারণ।। ৩০।।
অসৎ-সঙ্গ হয় যদি দৈব-নিবন্ধনে।
অধর্ম্মনিরত হয় কুসঙ্গ-মিলনে।। ৩১।।
কামহত, স্ত্রীজিত, কপট, কৃপণ।
ভূতবিহিংসক, পরপীড়া-পরায়ণ।। ৩২।।
বিধিহীন পশুবধ করে যজ্ঞ-ছলে।
ভূত-প্রেতগণ পূজে, পিতৃযজ্ঞ করে।। ৩৩।।
তবে অন্তকালে ঘোর নরকে গমন।
তবে নানা-যোনি জীব করয়ে ভ্রমণ।। ৩৪।।
স্থাবর-জঙ্গম-আদি, কীট, পতঙ্গম।
পশু-পক্ষী, মৃগ-নাগ, সিংহ, মাতঙ্গম।। ৩৫।।
এইরূপে নানা-যোনি করিঞা ভ্রমণ।
তবে সর্ব্ব-অবশেষে মানুষ-জনম।। ৩৬।।

ঈশবিমুখ মায়াবদ্ধ জীবের সংসার চক্রে ভ্রমণ

এইরূপে ভ্রমে জীব এ-ঘোর সংসারে।
পুনঃ পুনঃ কর্ম্ম করি' দুঃখভোগ করে।। ৩৭।।
দুঃখময় কর্ম্ম, তা'তে নাহি সুখলেশ।
কর্ম্ম করি' দেহযোগে পায় নানা-ক্লেশ।। ৩৮।।
কুবের, বরুণ, যম, বহ্নি, পুরন্দর।
মোর ভয়ে তা'রা-সব কম্পিত-অন্তর।। ৩৯।।
আছুক আনের কাজ, কল্প-অধিকারী।
ব্রহ্মা হঞা মোর ভয় খণ্ডিতে না পারি।। ৪০।।
গুণে কর্ম্ম সৃজে, গুণে সৃজয়ে বিষয়।
কর্ম্মফল ভুঞ্জে জীব হৈঞা কর্ম্মময়।। ৪১।।
যাবৎ বিষয়গতি, গুণের কল্পনা।
তাবৎ দ্বিবিধরূপ জীবের ভাবনা।। ৪২।।
নানারূপ যাবৎ, তাবৎ পরাধীন।
তাবৎ ঈশ্বরে ভয়, ঈশ্বরের ভিন।। ৪৩।।
এ-সব যাহার হয় মতি-বিপর্য্যয়।
সংসারে ভ্রময়ে তা'রা, না ঘুচে সংশয়।।" ৪৪।।
এতেক বচন শুনি' উদ্ধব সুমতি।
এই জিজ্ঞাসিলা তবে করিয়া প্রণতি।। ৪৫।।

জীবের গুণজাত-বন্ধন ও তন্মুক্তির কারণ
সম্পর্কে শ্রীপরীক্ষিতের জিজ্ঞাসা

"সত্ত্ব-রজস্তম-গুণে দেহ উতপন্ন।
সেই দেহে বৈসে জীব শুদ্ধ, নিরঞ্জন।। ৪৬।।
গুণে বদ্ধ নহে জীব, নিত্য নিরাধার।
কি কারণে তিন-গুণে বন্ধন তাহার? ৪৭
সেই গুণে বদ্ধ জীব নহে কোন মতে?
কিরূপে থাকয়ে জীব, বিহরে কোথাতে? ৪৮
জানিবারে পারি জীব কেমন লক্ষণে?
শয়ন ভোজন জীব করয়ে কেমনে? ৪৯
কিরূপে গমন তা'র, কোথা তা'র স্থিতি?
কহ, নাথ, অচ্যুত, মাধব, প্রাণপতি।। ৫০।।
সহজে বা বদ্ধ জীব, কিবা মুক্ত দৃঢ়?
এক জীব মাত্র, কিবা নানা-পরকার? ৫১
এই ভ্রম চিত্তে, নাথ, কৈলুঁ নিবেদন।
জ্ঞান দিয়া কর, নাথ, অজ্ঞান খণ্ডন।।" ৫২।।
জ্ঞান-কল্পতরু শ্রীল-গদাধর জান।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস-গান।। ৫৩।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং একাদশস্কন্ধে
কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী-দশমোঽধ্যায়ঃ।। ১০।।

একাদশ অধ্যায়

জীবের মায়াবন্ধন হইতে মুক্তির কারণ এবং
বদ্ধ-মুক্ত-জীবের প্রভেদ
(বসন্ত-রাগ)

উদ্ধবের বচন শুনিয়া ভগবান্।
কহিতে লাগিলা জীবগতি-তত্ত্বজ্ঞান।। ১।।
"বদ্ধ, মুক্ত বলি' জীব কেবল বাখানি।
বস্তুগতে বন্ধ-মোক্ষ—একো-নাহি মানি।। ২।।
গুণ হৈতে বন্দী জীব, গুণ মায়াময়।
বদ্ধ, মুক্ত—দুই মিথ্যা, এক সত্য নয়।। ৩।।
সুখ-দুঃখ, শোক-মোহ, জনম-মরণ।
এ-সব কেবল মায়া, সকল ভরম।। ৪।।
স্বপনে অনর্থ যেন দরশন হয়।
জাগিলে স্বপন যেন সব মায়াময়।। ৫।।
বিদ্যা-অবিদ্যা, দুই মূর্ত্তি—শরীর আমার।
বন্ধ-মোক্ষ করে দুই মায়ার প্রচার।। ৬।।
তা'থে এক জীব অংশ, আমাতে অভিন্ন।
অবিদ্যায় বদ্ধ তেঁহো হঞা মতিহীন।। ৭।।
নিত্যমুক্ত এক তা'র নিজ বিদ্যাবলে।
অখণ্ড, পরমানন্দ, আনন্দে বিহরে।। ৮।।
দুই গুটী হংসপক্ষী এক বৃক্ষে বসে।
সমশক্তি, দুই সখা আনন্দে বিলসে।। ৯।।
এক গুটী হংস তা'র খায় বৃক্ষফল।
নিরাহারে এক পাখী থাকে নিরন্তর।। ১০।।
নিজানন্দে পরিপূর্ণ, ধরে মহাবল।
জ্ঞানচক্ষে ভাল-মন্দ দেখয়ে সকল।। ১১।।
নিজ-পর সব দেখি' বিমল-গেয়ানে।
বৃক্ষফল খাঞা পক্ষী কিছুই না জানে।। ১২।।
অবিদ্যা-সংযোগে জীব এহিরূপে বন্দী।
নিজসুখে বিহরে ঈশ্বর মহানন্দী।। ১৩।।
আছে দেহে, নাহি দেহে, সে হয় পণ্ডিত।
দেহে নাহি থাকে, দেহে সে হয় বঞ্চিত।। ১৪।।
মিথ্যা হেন জানি যেন জাগিলে স্বপন।
কুমতি জনের যেন স্বপনে ভরম।। ১৫।।
ইন্দ্রিয় বিষয় ভুঞ্জে, জীব উদাসীন।
অহঙ্কারে কর্ত্তা হয় মূর্খ, মতিহীন।। ১৬।।
অদৃষ্ট-অধীন জীব গুণ-কর্ম্মময়।
তাহে-অহঙ্কারে মূর্খ কর্ত্তা-ভোক্তা হয়।। ১৭।।
এইরূপে সর্ব্বঠাঞি হৈব উদাসীন।
কা'রো কভু কোন ঠাঞি নহিব পরাধীন।। ১৮।।
শয়ন, ভোজন, পান, আসন, মজ্জনে।
দরশন, পরশন, গমন, শ্রবণে।। ১৯।।
সর্ব্বঠাঞি উদাসীন হৈব মতিমান্।
দেহ-গেহে না করিব নিজ-অভিমান।। ২০।।
মনে কভু না করিব সঙ্কল্প-ভাবনা।
দেহে, গেহে চিত্তগত তেজিব বাসনা।। ২১।।
কেহ হিংসা করে, কেহ করে অপকার।
কেহ পূজা করে, কেহ করে নমস্কার।। ২২।।
স্তুতি, নিন্দা তাহাতে না করে বুধজনে।
অদৃষ্ট মানিঞা চিত্ত করে সমাধানে।। ২৩।।
সমদৃষ্টি হৈব, গুণ-দোষ-বিবর্জ্জিত।
না বোলে, না করে কিছু, না চিন্তে পণ্ডিত।। ২৪।।
আত্মারাম, জড়বৎ আনন্দে বিহরে।
দেখি', শুনি' ভাল-মন্দ হৃদয়ে না ধরে।। ২৫।।
সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, সর্ব্বধর্ম্ম জানে।
তবু যদি তত্ত্ববস্তু না লয় গেয়ানে।। ২৬।।
ব্যর্থ তা'র সর্ব্বশাস্ত্র, শ্রবমাত্র সার।
কুধেনু রাখিয়া যেন ব্যর্থ যায় কাল।। ২৭।।
দুহিলে না পাই দুগ্ধ, হেন ধেনু রাখে।
দুষ্ট-ভার্য্যা রাখে যদি, নানা-দোষ দেখে।। ২৮।।
পরাধীন কলেবর, কুপুত্র, কুবাণী।
আমার মহিমা-যশ যা'থে নাহি শুনি।। ২৯।।
পাত্র পাঞা না কৈল যে ধন সমর্পণ।
এ-সব রাখয়ে যে কুমতি, অচেতন।। ৩০।।
দুঃখীর অধিক দুঃখী বলিয়ে তাহারে।
এই লোকে বঞ্চিত, পতিত পরকালে।। ৩১।।
আমার নির্ম্মল যশ, নাম, গুণ, বাণী।
যাহাতে না থাকে, সে-বচন ব্যর্থ মানি।। ৩২।।

সে-বাণী পণ্ডিত কভু নাহি লয় মুখে।
তত্ত্ব জিজ্ঞাসিয়া পরে রহে নিজ-সুখে।। ৩৩।।
কহিল, উদ্ধব, যোগগতি, তত্ত্বজ্ঞান।
যদি চিত্তে করিতে না পার সমাধান।। ৩৪।।
যদি চিত্ত আমাতে ধরিতে নাহি পার।
তবে তুমি সর্ব্বকর্ম্ম সমর্পণ কর।। ৩৫।।
সর্ব্বকর্ম্ম আমাতে করিয়া সমর্পণ।
সর্ব্বভাবে লও তুমি আমার শরণ।। ৩৬।।

ভক্তিযোগ-লক্ষণ-বর্ণন

শ্রদ্ধা করি' আমার পবিত্র-কথা শুন।
জন্ম-কর্ম্ম-নাম-গুণ সত্য করি' মান'।। ৩৭।।
শ্রবণ, কীর্ত্তন, গুণ কর স্মঙরণ।
ধর্ম্ম-কাম আমাতে করহ সমর্পণ।। ৩৮।।
এইরূপে, উদ্ধব, করহ উপাসনা।
আমাতে লভিবে তবে ভক্তি অকিঞ্চনা।। ৩৯।।
সৎসঙ্গ করিলে হয় নির্ম্মল-ভকতি।
ভকতি করিয়া মোরে ভজ শুদ্ধমতি।। ৪০।।
তবে তত্ত্বপদ তুমি লভিবে সাক্ষাতে।
ভক্তিযোগ তোমাকে কহিল সুনিশ্চিতে।। ৪১।।
উদ্ধব জিজ্ঞাসা তবে কৈল যোড়করে।
"ভকত লক্ষণ, নাথ, কহিবে আমারে।। ৪২।।
কিরূপ ভকত, নাথ, কিরূপ ভকতি ?
কেমন লক্ষণ চিহ্ন, ভকতের গতি ? ৪৩
তুমি ব্রহ্ম, পরিপূর্ণ, প্রকৃতির পর।
ভক্তের ইচ্ছায় ধর নর-কলেবর।। ৪৪।।
প্রণত-পালক তুমি, পুরুষ-পুরাণ।
ভকত-লক্ষণ মোরে কহ, ভগবান।।" ৪৫।।

শ্রীকৃষ্ণের উত্তমভাগবতের লক্ষণ-বর্ণন

প্রভু বলে,—"কহি, শুন ভকত-লক্ষণ।
সত্যসার, শুদ্ধমতি, সম-দরশন।। ৪৬।।
ত্যাগশীল, শান্ত, পর-দ্রোহ-বিবর্জ্জিত।
ধৃতিযুত, কৃপালু, সকল-লোকহিত।। ৪৭।।
শুচি, মৃদু, মিতভোজী, মুনি, স্থিরমতি।
অমানী, মানদ, কল্য, কবি, মহাকৃতী।। ৪৮।।
অপ্রমাদী, জিতকাম, গভীর-আশ্রয়।
এতগুণে জানিব বৈষ্ণব-পরিচয়।। ৪৯।।
এইরূপে গুণ-দোষ জানিয়া নির্ণয়।
সর্ব্বধর্ম্ম তেজিয়া যে ভজে মহাশয়।। ৫০।।
ভকত-সত্তম সেই বুঝহ বিচারি'।
ভক্তের লক্ষণ তোমায় কহিল বিবরি'।। ৫১।।
জানুক, বা না জানুক আমার মহিমা।
যেন-তেন-মতে ভজে যেন-তেন জনা।। ৫২।।
একান্ত করিয়া ভজে তেজি' সর্ব্বধর্ম্ম।
সেই সে আমার প্রিয়, ভকত-উত্তম।। ৫৩।।

ভক্তির অঙ্গসমূহের বর্ণন

আমার মধুর-মূর্ত্তি, ভকত যে জন।
দোঁহার করিব দরশন-পরশন।। ৫৪।।
অর্চ্চন, বন্দন, স্তুতি করিব দোঁহার।
পরিচর্য্যা করিব, কীর্ত্তন নমস্কার।। ৫৫।।
আমার অমৃতকথা-শ্রবণে পীরিতি।
আমার মধুররূপ-ধ্যানে দৃঢ়মতি।। ৫৬।।
সর্ব্বলভ্য আমাতে করিব সমর্পণ।
দাস্যভাবে করি' প্রাণ-মন নিবেদন।। ৫৭।।
আমার জনম-কর্ম্ম-কথার শ্রবণ।
দেখিব আমার পর্ব, করিব মোদন।। ৫৮।।
নৃত্য-গীত-বাদ্য-গোষ্ঠী করি' বহু মেলি'।
আমার মন্দির-পুরে মহোৎসব করি'।। ৫৯।।
পর্ব্বে-পর্ব্বে যাত্রাবিধি করিব বিধানে।
করিব বৈষ্ণব-দীক্ষা মন্ত্র-সন্নিধানে।। ৬০।।
ধরিব আমার ব্রত বৈষ্ণব-লক্ষণ।
আমার সুন্দর মূর্ত্তি করিব স্থাপন।। ৬১।।
আপনে সাধিব যদি থাকে নিজ-শক্তি।
নহে বা উদ্যম করি' করিব সংহতি।। ৬২।।
পুষ্পবন, ক্রীড়াবন, নানা-উপবন।
আপনে করিব পুন মন্দির-মার্জ্জন।। ৬৩।।

উপলেপ, জলসেক, মণ্ডল-রচনা।
দাসবৎ গৃহধর্ম্ম, বিবিধ-ঘটনা।। ৬৪।।
দম্ভ-মান তেজিব কৈতব ছল, মায়া।
পুণ্যকর্ম্ম না কহিব আপনে করিয়া।। ৬৫।।
নিবেদিয়া আপনে না লৈব আরবার।
প্রদীপ পর্য্যন্ত না করিব অধিকার।। ৬৬।।
আপনার প্রিয়তম যে-যে বস্তু মিলে।
সেই নিবেদিব লঞা চরণ-কমলে।। ৬৭।।
তাহার অনন্ত ফল কৃপায় আমার।
বিচিত্র-নির্ম্মাণে ঘর করিব সংস্কার।। ৬৮।।
গো, ব্রাহ্মণ, দিনমণি, আকাশ, পবন।
পৃথিবী, বৈষ্ণব, আত্মা, আপ, হুতাশন।। ৬৯।।
এইসব স্থানে হরি পূজিব বিধানে।
শুন, কহি যে-যে রূপে পূজিব যে-যে স্থানে।। ৭০।।
বেদবিদ্যা-মন্ত্রে পূজা করি' দিনকরে।
ঘৃতদানে পূজা করি' জ্বলন্ত অনলে।। ৭১।।
আতিথ্য-বিধানে পূজা করিব ব্রাহ্মণে।
গরুতে পূজিব নব-তৃণ জলদানে।। ৭২।।
বৈষ্ণবে পূজিব বন্ধু-সৎকার-সম্মানে।
হৃদয়-আকাশে হরি পূজিব ধেয়ানে।। ৭৩।।
পবনে পূজিব হরি সুখবুদ্ধি ধরি'।
জলময় দ্রব্য দিয়া জলে পূজা করি'।। ৭৪।।
স্থলে পূজা করি' হরি নানা-উপহারে।
আত্মা পূজা করি নানা-ভোগ পুরস্কারে।। ৭৫।।
সর্ব্বভূতে পূজিব হরি অন্তর্য্যামিরূপে।
এইরূপে নানা-ঠাঞি পূজি' নানাভাবে।। ৭৬।।
এইসব স্থানে মূর্ত্তি করিব চিন্তন।
জলধর-কলেবর, রাজীব-লোচন।। ৭৭।।
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম শোভে চারি করে।
এইরূপে চিন্তিয়া পূজিব নিরন্তরে।। ৭৮।।
যজ্ঞ-দান, বাপি-কূপ করিব নির্ম্মাণ।
সর্ব্বভাবে আমাকে পূজিব মতিমান্।। ৭৯।।
এইরূপে ভক্তিলভে আমার চরণে।
নিরন্তর স্মৃতি হয় সাধুসেবা-হনে।। ৮০।।
ভক্তিযোগ-বিনে, বাপু, গতি নাহি আন।
সাধুসঙ্গ-বিনে, ভক্তি নহে উপাদান।। ৮১।।
কহিব পরমগুহ্য আর এক-কথা।
তুমি ভৃত্য আমার, বান্ধব, প্রিয়, সখা।।" ৮২।।
কহিল উদ্ধব-যোগ কৃষ্ণ গুণ-বাণী।
ভাগবত-আচার্য্যের প্রেমতরঙ্গিণী।। ৮৩।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামেকাদশমস্কন্ধে
কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী-একাদশোঽধ্যায়ঃ।। ১১।।

দ্বাদশ অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণের সাধুসঙ্গ-মহিমা-কথন
(কেদার-রাগ)

"কর্ম্মযোগ, সাংখ্যযোগ, আর নানা-ধর্ম্ম।
বেদপাঠ, তপস্ত্যাপ, আর নানা-কর্ম্ম।। ১।।
মহাঘর, মহাপুর, দীঘী-সরোবর।
ব্রত, দান, নানা-পুণ্য করি' নিরন্তর।। ২।।
বিবিধ দক্ষিণা, যজ্ঞ, বহুমূল্য ধন।
সংযম, নিয়ম, নানা-তীর্থ-পর্য্যটন।। ৩।।
এতরূপে কেহো বশ করিতে না পারে।
বিনে সাধুসঙ্গ সেহো না পায় আমারে।। ৪।।
সাধু-সঙ্গে সকল কুসঙ্গ-দোষ হরে।
পতিত-পামর-দীন সাধুসঙ্গে তরে।। ৫।।
দৈত্য-দানব, খগ, মৃগ, বিদ্যাধর।
সিদ্ধ, চারণ, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর।। ৬।।

স্ত্রী, শূদ্র, অন্ত্যজ-জাতি, পতিত চণ্ডাল।
সৎসঙ্গে এ-সব হৈল ভবসিন্ধু পার।। ৭।।
বৃষপর্বা, বলি, বাণ, ময়, হনুমান্।
প্রহ্লাদ, সুগ্রীব, গজরাজ, জাম্বুবান্।। ৮।।
গৃধ্র, ব্যাধ, বণিক্, কুবজা-আদি করি'।
যজ্ঞপত্নীগণ, আর ব্রজপুরনারী'।। ৯।।
এ-সভে পুরাণ-শাস্ত্র, বেদ নাহি পঢ়ে।
মহান্তের সেবা, ব্রত তপ-নাহি করে।। ১০।।

শ্রীব্রজদেবীগণের ভজন সর্ব্বোত্তম

কেবল সৎসঙ্গ হৈতে আমাকে লভিল।
জারভাবে কেবল রমণীগণ পাইল।। ১১।।
কীট-পতঙ্গ আদি, পশু-পক্ষিগণ।
এ-সভে আমারে পাইল ভকতি-কারণ।। ১২।।
সৎসঙ্গে আমাকে মাত্র লভিল সাক্ষাতে।
যোগীন্দ্র-মুনীন্দ্র যা'কে চিন্তে ধ্যানপথে।। ১৩।।
সাংখ্যযোগ কোটি-কোটি ব্রত, যজ্ঞ-দান।
সর্ব্বত্যাগ করে, কিংবা সন্ন্যাস বিধান।। ১৪।।
তবু ত' আমাকে কেহ না পারে লভিতে।
এ সব সৎসঙ্গে আমা' লভিল সাক্ষাতে।। ১৫।।
যখনে অক্রূর আমা' নিল মধুপুরী।
তখনে মজিল শোকে ব্রজপুরনারী।। ১৬।।
অনুরাগে চিত্ত ধরি' আমার চরণে।
ত্রিভুবন শূন্য গোপী দেখিল নয়নে।। ১৭।।
যত রাত্রি বঞ্চিল আমার সনে বনে।
তিল-আধ হেন গোপী মানিল তখনে।। ১৮।।
আমার বিচ্ছেদে তা'রা একখানি রাতি।
কল্পকোটি সব করি' মানিল যুবতী।। ১৯।।
আমা-বিনে গোপীগণ না জানয়ে আন।
আমাতে ধরয়ে গোপী তনু-মন-প্রাণ।। ২০।।
কি নাম, কোথাতে আছে, আপনা না জানে।
ত্রিভুবন শূন্যবৎ দেখে আমা-বিনে।। ২১।।
সমাধি করিয়া যেন রহে মুনিগণে।
আপনার নাম-রূপ পাসরে আপনে।। ২২।।
নদ-নদী-সব যেন মিলয়ে সাগরে।
আপনার নাম-রূপ আপনে পাসরে।। ২৩।।
এইরূপ গোপীগণ আমার কারণে।
আপনার নাম-রূপ পাসরে আপনে।। ২৪।।
তত্ত্ব না জানএ গোপী জার-বুদ্ধি করি'।
আমি সে পরব্রহ্ম পাইল প্রেম ধরি'।। ২৫।।
সৎসঙ্গে আমাকে পাইল কীট-পতঙ্গম।
কত কত তরি' গেল স্থাবর-জঙ্গম।। ২৬।।

কর্ম্ম-জ্ঞানাদি সর্ব্বধর্ম্ম-পরিত্যাগপূর্ব্বক ঐকান্তিক কৃষ্ণভজন কর্ত্তব্য

এ বোল বুঝিয়া তুমি তেজ সর্ব্বধর্ম্ম।
লোক, বেদ—সব তেজ, বিধিবৎ কর্ম্ম।। ২৭।।
প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি-কর্ম্ম সকল তেজিবে।
শুনিলে শুনিবে যত, দেখিলে দেখিবে।। ২৮।।
আমার কারণে তুমি সর্ব্বধর্ম্ম তেজ।
লোক, বেদ পরিহরি' সভে আমা' ভজ।। ২৯।।
সকলের আত্মা আমি, মহামহেশ্বর।
আমার প্রসাদে ভয় তেজিবে সকল।। ৩০।।
শরণ লইয়া ভজ চরণ আমার।
আমি রক্ষা কৈলে, ভবভয় নাহি আর।।"৩১।।

শ্রীউদ্ধবের পরিপ্রশ্ন

কৃষ্ণের বচন শুনি' মনে পাই' ভয়।
উদ্ধব পুছিল পুনঃ পাইয়া সংশয়।। ৩২।।
"এখনে বলিলে, নাথ,—'কর্ম্ম নাহি তেজ'।
এখনে কহিলে মাত্র—'সভে আমা' ভজ'।। ৩৩।।
কিবা কর্ম্ম কৈলে, নাথ, হয় প্রতিকার?
কিবা কর্ম্ম করিলে সংসার নহে আর? ৩৪
যে হয় উচিত, নাথ, কহিবে নিশ্চয়।
জ্ঞান-খড়্গো কাট মোর চিত্তের সংশয়।।" ৩৫।।

অবিদ্যাখণ্ডোনপায় ও মায়া-জীব-পরমাত্মতত্ত্ব-বর্ণন

উদ্ধবের বচন শুনিঞা নারায়ণ।
কহিতে লাগিলা জীবগতি-বিবরণ।। ৩৬।।

"আপনে নির্গুণ জীব, সহজে ঈশ্বর।
মায়া-অবলম্ব করি' ধরে কলেবর।। ৩৭।।
অবিদ্যা-বন্ধন হেতু কর্ম্ম-অধিকার।
তে-কারণে কহি বিধি-নিষেধ-আচার।। ৩৮।।
সত্ত্ব-শুদ্ধি পর্য্যন্ত করিব শুভকর্ম্ম।
তবে ভক্তি সাধিব তেজিয়া সর্ব্বধর্ম্ম।। ৩৯।।
তবে শুভাশুভ কর্ম্মে নাহি অধিকার।
তা'র বিবরণ কহি, শুন যুক্তি সার।। ৪০।।
এক জীব সূক্ষ্ম, মহেশ্বর, নিরাধার।
ষট্‌চক্র ভেদিলে জানি প্রকাশ তাহার।। ৪১।।
প্রথমে আধারচক্রে জীব সূক্ষ্মময়।
দ্বিতীয়ে মধ্যমচক্রে কিঞ্চিৎ নির্ণয়।। ৪২।।
মণিপুরচক্রে কিছু পরকাশ হয়।
চক্রভেদে বুঝিব জীবের পরিচয়।। ৪৩।।
তুলিয়া বিশুদ্ধ-চক্রে নিব রন্ধ্র দেশে।
ব্রহ্মরন্ধ্রে তুলিলে সাক্ষাতে পরকাশে।। ৪৪।।
শূন্যে যেন অনল কেবল মাত্র লখি।
কাষ্ঠে কাষ্ঠে মথিলে কিঞ্চিৎ মাত্র দেখি।। ৪৫।।
কাষ্ঠ দিলে সেই অগ্নি বাঢ়ে অতিশয়।
ঘৃত দিলে পুন যেন প্রজ্বলিত হয়।। ৪৬।।
এইমত আমার শ্রীমুখ-বিগলিতা।
ষট্‌চক্র ভেদিয়া বেদবাণী প্রকাশিতা।। ৪৭।।
এইরূপে জানিবে জীবের তত্ত্বগতি।
নিত্য সনাতন জীব, অনন্তশকতি।। ৪৮।।
প্রথমে আছিল এক জীব নিরাকার।
অব্যক্ত ঈশ্বর, নিরালম্ব, নিরাধার।। ৪৯।।
সেই জীব এক হই' নানা-শক্তি ধরি'।
নানারূপে পরকাশে নানা-মূর্ত্তি ধরি'।। ৫০।।
রজোগুণে সেই প্রভু সৃষ্টি-লীলা করে।
সত্ত্বগুণে, তমোগুণে পালয়ে সংহারে।। ৫১।।
প্রভুর মায়ায় করে জগৎ নির্ম্মাণ।
জগৎ না হয় ভিন্ন, এক ভগবান্।। ৫২।।
দীঘল-পাথাইলে তেন সূতার গাঁথুনি।
সূতার বসনে যেন এক করি' জানি।। ৫৩।।
এইরূপে জগৎ-গাঁথুনি নারায়ণে।
অন্তরে-বাহিরে কিছু নাহি প্রভু-বিনে।। ৫৪।।
অনাদি সংসার-বৃক্ষ এই কর্ম্মময়।
ভোগ-অপবর্গ মাত্র পুষ্প-ফল হয়।। ৫৫।।
পুণ্য-পাপ, দুই বীজ, বৃক্ষ-উৎপন্ন।
অনন্ত-বাসনা-মূলে বৃক্ষের স্থাপন।। ৫৬।।
তিন-গুণে নির্ম্মিত বৃক্ষের তিন নাল।
পঞ্চভূত-বিরচিত এ-পঞ্চ রসাল।। ৫৭।।
পঞ্চরস ধরে বৃক্ষ এ পাঁচ বিষয়।
একাদশ ইন্দ্রিয় বৃক্ষের শাখা হয়।। ৫৮।।
দুই-গুটী হংসপক্ষী বৃক্ষে করে স্থিতি।
তিন-ধাতু তিন ত্বক্ বৃক্ষের ব্যাপিতি।। ৫৯।।
পুণ্য-পাপ দুই-গুটী বৃক্ষে ধরে ফল।
সূর্য্য-পর্য্যন্ত সংসার-বৃক্ষের প্রসার।। ৬০।।
এক-গুটী পাখী তা'র খায় বৃক্ষ-ফল।
নিজগুণ পাসরিয়া চরে ঘরে ঘর।। ৬১।।
না খায় গাছের ফল আর এক পাখী।
বনে বনে বৈসে, জ্ঞানে দেখে সর্ব্বসাক্ষী।। ৬২।।
সে পাখী সংসার জানে—সব মায়াময়।
এক ব্রহ্ম বহুভেদে নানারূপ হয়।। ৬৩।।
সেই সে জানয়ে বেদ-বেদান্তের সার।
তবে তা'র নাহি আর কর্ম্মে অধিকার।। ৬৪।।

সম্বন্ধজ্ঞান প্রভাবে ত্রিগুণ অতিক্রম ও শ্রীভগবৎ
সেবায় সর্বার্থসিদ্ধি লাভ

এ-বোল বুঝিয়া কর গুরু-উপাসনা।
ভকতি-কুঠারে ছেদ কর দুর্ব্বাসনা।। ৬৫।।
সাবধান হঞা তুমি আপনাকে চিন।
অস্ত্র তেজি' আপনাকে ব্রহ্ম হেন মান'।।" ৬৬।।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস-ভাষা।
গদাধর-চরণারবিন্দমাত্র—আশা।। ৬৭।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামেকাদশস্কন্ধে
কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী-দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।। ১২।।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণদ্বারা ত্রিগুণ ত্যাগের উপায়-বর্ণন

(দেশাগ-রাগ)

"শুন, হে উদ্ধব তুমি, যে কহিয়ে আর।
ভক্তিযোগ-বিনে আর নাহি প্রতিকার।। ১।।
কহিল তোমাকে আমি সর্ব্বধর্ম্ম তেজ।
একান্ত-ভকতি করি' সভে আমা' ভজ।। ২।।
তা'র পরকার কহি, সাবধানে শুন।
এই পরকারে তুমি তিন-গুণ জিন।। ৩।।
প্রকৃতির তিন গুণ—সত্ত্ব-রজস্তম।
ঈশ্বর—নির্গুণ, নিত্য, সত্য, সনাতন।। ৪।।
রজোগুণ, তমোগুণ জিন সত্ত্বগুণে।
ভকতি লক্ষণ ধর্ম্ম হয় যাহা-হনে।। ৫।।
সাত্ত্বিক সেবায় সত্ত্ব হয় সাধুজনে।
রজোগুণ, তমোগুণ জিনে সত্ত্বগুণে।। ৬।।
রজস্তম জিনিলে অধর্ম্ম যায় নাশ।
সত্ত্বময় ধর্ম্ম তবে হয় পরকাশ।। ৭।।
কাল, কর্ম্ম, জনম, আগম, প্রজা, দেশ।
ধ্যান, মন্ত্র, জল, আর সংস্কার-বিশেষ।। ৮।।
জানিব এ-সব বস্তু ত্রিগুণ-জড়িত।
সেবিব সাত্ত্বিক তা'থে যে হয় পণ্ডিত।। ৯।।
তামস, রাজস—দুই দূরে পরিহরি'।
সাত্ত্বিক-আশ্রয় করি' সত্ত্ববুদ্ধি করি'।। ১০।।
তবে সত্ত্বময় কর্ম্ম হয় উপাদান।
যাহা হৈতে জনময় নিরমল-জ্ঞান।। ১১।।
পরমার্থ-শাস্ত্রমাত্র করিব অভ্যাস।
কুতর্ক, পাষণ্ড-শাস্ত্র না আনিব পাশ।। ১২।।
সুগন্ধি-শীতল জল তেজি' মতিমান্।
সত্ত্বময় তীর্থজলে করে স্নান-দান।। ১৩।।
রাজস-তামস দুরাচার-সঙ্গ ত্যজে।
সাত্ত্বিকী নিবৃত্তি ধর্ম্মপরায়ণ ভজে।। ১৪।।
সাত্ত্বিক, বিরল, পুণ্য দেশে করি' বাস।
দ্যূতক্রীড়া, দুষ্টদেশে তেজি' অভিলাষ।। ১৫।।
পুণ্যকালে পুণ্যকর্ম্ম করি' সমাধান।
নিষেধ-সময়ে কর্ম্ম না করি বিধান।। ১৬।।
রাজস-তামস কর্ম্ম দূরে পরিহরি'।
কেবল সাত্ত্বিক মাত্র পুণ্যকর্ম্ম করি।। ১৭।।
বিষ্ণুমন্ত্রে উপাসনা, সার্থক জনম।
শৈব-শাক্ত, ক্ষুদ্র-দীক্ষা তেজে বুধজন।। ১৮।।
সত্ত্বময় বিষ্ণুধ্যান করে বুদ্ধিমান্।
সুত-দার, গৃহ-বিত্ত না করে ধেয়ান।। ১৯।।
বিষ্ণুমন্ত্রে-উপদেশ লৈব সত্ত্বময়।
অন্য-মন্ত্র-উপদেশ পণ্ডিতে না লয়।। ২০।।
সাত্ত্বিক-সংস্কারে চিত্ত করিব শোধন।
কেবলমাত্র অঙ্গের বাহির মার্জ্জন।। ২১।।
এই দশবিধ বস্তু ত্রিগুণ-জনিত।
সাত্ত্বিক ভজিব তা'থে, যে হয় পণ্ডিত।। ২২।।
সাত্ত্বিক-সেবায় সত্ত্ব বাঢ়ে নিরন্তর।
তবে তত্ত্বজ্ঞান উপজয়ে নিরমল।। ২৩।।
বাঁশে-বাঁশে ঘষাঘষি অগ্নি জ্বলে তায়।
পুড়িয়া সকল বন আপনে নিভায়।। ২৪।।
এইরূপে গুণময় দেহ পরিহরি'।
শান্ত হৈঞা রহে তবে সর্ব্বকর্ম্ম ছাড়ি'।।" ২৫।।

মানবগণের অনর্থময় বিষয়ে প্রবৃত্ত হওয়ার কারণ সম্বন্ধে প্রশ্ন

উদ্ধব পুছিল তবে ভকত-প্রধান।
"মোর নিবেদন, নাথ, কর অবধান।। ২৬।।
বিষয় আপদ-পদ সর্ব্বলোকে বলে।
তথাপি বিষয়-ভোগ ছাড়িতে না পারে।। ২৭।।
ছাগ-কুক্কুরবৎ, গর্দভ-সমান।
সাক্ষাতে দেখিতে আছে নানা-অপমান।। ২৮।।
তথাপি বিষয়-ভোগ করে কি কারণে?
এ-বড় বিস্ময় মোর, কৈলুঁ নিবেদনে।।" ২৯।।

শ্রীকৃষ্ণের যোগোপদেশ

উদ্ধবের বচন শুনিঞা চক্রপাণি।
কহিতে লাগিলা তবে দেবচূড়ামণি।। ৩০।।
"মুঞি হেন মিথ্যা বুদ্ধি মত্ত-জনে হয়।
তে-কারণে রজোগুণ করএ উদয়।। ৩১।।

তে-কারণে হয় তা'র মনের বিকার।
সঙ্কল্প-বিকল্প হয় নানা-পরকার।। ৩২।।
বিষয়-ধেয়ানে তা'র বাড়ে নানা কাম।
কুমতি জনের বাড়ে নানা-কুসন্ধান।। ৩৩।।
কামবশ হঞা কর্ম্ম করে নিরবধি।
দুঃখময় কর্ম্ম-মাত্র, না বুঝে কুবুদ্ধি।। ৩৪।।
মনের বিক্ষেপে রজোগুণে বিমোহিত।
আছুক আনের কাজ, বিভ্রমে পণ্ডিত।। ৩৫।।
এ-বোল বুঝিয়া মন করিব সংযম।
দোষময় সকল দেখিব বুধজন।। ৩৬।।
চিত্তের আলস্য ছাড়ি' র'ব সাবধানে।
মন নিয়োজিব ধীর আমার চরণে।। ৩৭।।
অলপে-অলপে চিত্ত করিব অর্পণ।
এ-নব দুয়ার বান্ধি' রুধির পবন।। ৩৮।।
আসন-ভোজন ধীর জিনিব সন্ধানে।
মন নিয়োজিব ধীর আমার চরণে।। ৩৯।।
এই যোগ কহিল আমার শিষ্যগণে।
সনকাদি চারি-মুনি ব্রহ্মার নন্দনে।। ৪০।।
সব ঠাঞি হৈতে মন আনি' নিবারিঞা।
আনন্দে রহিব মন আমাতে ধরিঞা।।" ৪১।।
উদ্ধব পুছিল তবে ভাবিয়া বিস্ময়।
"সনকাদি মুনিগণ ব্রহ্মার তনয়।। ৪২।।
কি যোগ কহিলে তুমি, কোন্ মূর্ত্তি হৈয়া?
সে যোগ কহিবে মোরে, যদি কর দয়া।।" ৪৩।।

শ্রীকৃষ্ণের নিজ 'হংসোবতার' প্রসঙ্গ বর্ণন

কহিতে লাগিলা তবে দেব চক্রপাণি।
"ব্রহ্মার মানস-পুত্র সনকাদি মুনি।। ৪৪।।
যোগগতি জিজ্ঞাসিল বাপ-বিদ্যমানে।
'সংসার সাগর জীব তরিব কেমনে? ৪৫
বিষয়ে প্রবেশ চিত্ত করে নিরন্তর।
সতত বিষয় থাকে চিত্তের ভিতর।। ৪৬।।
অন্যোঽন্যে সংযোগ হয়, ছাড়ন না যায়।
কহ, পিতা, যোগগতি কি হয় উপায়?' ৪৭
চিন্তিয়া চাহিল ব্রহ্মা চিত্ত-সমাধানে।
তত্ত্ব না বুঝিয়া ব্রহ্মা রহিলা ধেয়ানে।। ৪৮।।
সমাধি করিয়া ব্রহ্মা চিন্তিলা আমারে।
এই যোগতত্ত্ব-গতি জানিবার তরে।। ৪৯।।
তবে আমি হংসরূপে দিলুঁ দরশন।
মুনিগণে কৈল মোর চরণ-বন্দন।। ৫০।।
ব্রহ্মা-আগে করিয়া পুছিল মুনিগণে।
'কি নাম, কে তুমি, হেথা আইলা কি কারণে? ৫১
তত্ত্বজ্ঞান তবে মুনিগণে জিজ্ঞাসিল।
তবে শুন, কি তা'র উত্তর আমি দিল।। ৫২।।

বিষয়ে আবিষ্টতা ও তদুদ্ধারোপায়

বস্তুগতে আত্মা নহে নানাপরকার।
কিরূপে এ-সব প্রশ্ন ঘটিবে তোমার? ৫৩
পঞ্চভূত-বিরচিত সমান সব কায়।
'কে তুমি' বচন ঘটে কেমন উপায়? ৫৪
কেবল প্রারম্ভ-মাত্র অনর্থ বচন।
'কে তুমি' পুছিলে মাত্র না হয় ঘটন।। ৫৫।।
দেখি, শুনি যত-কিছু শ্রবণে, নয়নে।
বুদ্ধি, মন লয় যত ইন্দ্রিয়-বচনে।। ৫৬।।
আমা' হৈতে সব-কিছু, আর নহে তত্ত্ব।
সর্ব্বময় প্রভু আমি, সভে এই সত্য।। ৫৭।।
বিষয়ে প্রবেশে চিত্ত, এ হয় নিশ্চয়।
চিত্তে পরবেশ করে সতত বিষয়।। ৫৮।।
দেহ-মাত্র, চিত্তগত-বিষয়-বাসনা।
কিন্তু করিবারে পারি উপায় খণ্ডনা।। ৫৯।।
বিষয়ে প্রবেশে চিত্ত সেবিতে বিষয়।
বিষয়-ধেয়ানে চিত্ত হয় গুণময়।। ৬০।।
যে-জন আমার হয়, দুই পরিহরে।
কদাচিৎ চিত্তগত বিষয় না করে।। ৬১।।
তিন-কালে সত্য জীব, সব ঠাঞি থাকে।
সর্ব্বত্র সমান জীব সাক্ষিরূপে দেখে।। ৬২।।
যদি বা জীবের হয় অনাদি-বন্ধন।
মায়াগুণ-বিরচিত দেহের কারণ।। ৬৩।।

আমাতে থাকিব চিত্ত করিয়া নিশ্চল।
বিষয়-বাসনা চিত্তে তেজিব সকল।। ৬৪।।
জীবের সংসারবন্ধ ব্যর্থ অহঙ্কারে।
অকারণে ভ্রমে জীব এ-ঘোর সংসারে।। ৬৫।।
আমাতে ধরিব চিত্ত, যে হয় পণ্ডিত।
তেজিব সংসার-চিন্তা স্থির করি' চিত।। ৬৬।।
যাবৎ চিত্তের থাকে বিবিধ ভরম।
জাগিতে না জাগয়ে তাবৎ মূর্খ জন।। ৬৭।।

শ্রীহংসোবতারের গুহ্যোপদেশ

এ-বোল বুঝিয়া চিত্তে কর বিমরিশ।
সুখ-দুঃখ সব তেজ, বিষাদ-হরিষ।। ৬৮।।
সাধুমুখ-মুখরিত-জ্ঞান খড়্গ-ধরি'।
চিত্তের জড়িমা কাটি' ফেল দূর করি'।। ৬৯।।
চিত্তগত সকল সংশয়চয় তেজ।
একান্ত-ভকতি করি' সভে আমা' ভজ? ৭০
জগৎ দেখিবা তুমি মনের বিলাস।
কেবল ভরম-মাত্র, তড়িৎ-প্রকাশ।। ৭১।।
অতি লোল-বিলোল আলেয়া-সমরূপ।
জ্ঞানময় এক ব্রহ্ম ধরে বহু রূপ।। ৭২।।
অনিত্য সংসার-মাত্র চিত্তে অনুমান।
সব ঠাঞি হৈতে দৃষ্টি নিবারিয়া আন।। ৭৩।।
অনন্ত-বাসনা, সব তৃষ্ণা পরিহর।
নিজসুখে পূর্ণ হঞা আনন্দে বিহর।। ৭৪।।
ভক্তিরস-মদে মত্ত সিদ্ধ-যোগিগণে।
আছে নাহি নিজ-দেহ—না দেখে নয়নে।। ৭৫।।
অদৃষ্টে মিলয়ে দেহ, অদৃষ্টে সঞ্চরে।
জ্ঞান-যোগী 'আছে, নাহি' বিচার না করে।। ৭৬।।
মদিরা করিয়া পান ঘূর্ণিত-নয়নে।
আছে, নাহি নিজ বাস, এক নাহি জানে।। ৭৭।।
এইরূপে জ্ঞানযোগী পূর্ণ জ্ঞানরসে।
সুখময়-সিন্ধুজলে নিরবধি ভাসে।। ৭৮।।
তুমি-সব সনকাদি, ব্রহ্মার নন্দন।
কহিল পরমগুহ্য যোগের লক্ষণ।। ৭৯।।
সভার আশ্রয় আমি, সর্ব্বযজ্ঞপতি।
সাংখ্য-যোগ ঋত-সত্য-কীর্ত্তি-যশোগতী।। ৮০।।
ধর্ম্ম কহিবার তরে কৈল আগমন।
পরম-আশ্রয় আমি, সভার কারণ।। ৮১।।
সকলের গতি পতি, জীবের আধার।
সত্ত্ব-রজস্তমোগুণ কিঙ্কর আমার।। ৮২।।
সকলের আত্মা আমি, প্রিয়, হিতকারী।
নিরপেক্ষ, নির্গুণ, অনন্ত-রূপধারী।। ৮৩।।
অষ্টৈশ্বর্য্য, অষ্টসিদ্ধি, অষ্ট-মহানিধি।
সর্ব্বশক্তি, সর্ব্বগুণ ভজে নিরবধি।। ৮৪।।
সবেই আমারে ভজে, আমার কিঙ্কর।
তথাপি কাহারো আমি নহি নিজ-পর।। ৮৫।।
তুমি সব সনকাদি ব্রহ্মার কুমার।
তে-কারণে হংসরূপে কৈলা অবতার।। ৮৬।।
কহিলা পরম-যোগ দৃঢ় করি' ধর।
তুমি সব সুখে গিয়া পর্য্যটন কর।। ৮৭।।
আমার বচন শুনি, ব্রহ্মার নন্দন।
সনকাদি চারি মুনি যোগপরায়ণ।। ৮৮।।
আনন্দিত হৈল সব, খণ্ডিল সংশয়।
স্তুতি-ভক্তি করিয়া পূজিল অতিশয়।। ৮৯।।
ব্রহ্মার সাক্ষাতে আমি কৈল অন্তর্দ্ধান।
তবে আমি আপনে চলিল নিজধাম।। ৯০।।
কহিল তোমারে, বৎস, যোগ-আত্মকথা।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস-গাথা।। ৯১।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামেকাদশস্কন্ধে
কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী-ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।। ১৩।।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

'কোন সাধন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ' সে বিষয়ে উদ্ধবের জিজ্ঞাসা

(শ্রী-রাগ)

উদ্ধব পুছিল তবে বুঝিতে নির্ণয়।
"কত কত মুকতি-লক্ষণ ধর্ম্ম হয়? ১
নানা-মোক্ষধর্ম্ম কহে বেদবাদিগণে।
কিবা এক মুখ্য, কিবা সকল প্রধানে? ২
তুমি সবে কহ মাত্র ভক্তিযোগ সার।
ভক্তিযোগ-বিনে কভু না কহিলা আর।। ৩।।
সর্ব্বসঙ্গ, সর্ব্বধর্ম্ম তেজি' সর্ব্বকর্ম্ম।
ভজিব তোমারে, নাথ,—এই মোক্ষধর্ম্ম।। ৪।।
এই মোর চিত্তের সংশয় অতিশয়।
কৃপা করি' কহ, নাথ, কি হয় নির্ণয়?" ৫

শ্রীকৃষ্ণের আম্নায় বর্ণন

উদ্ধবের বচন শুনিঞা ভগবান্।
আদি বেদবাণী কহে পুরুষ-পুরাণ।। ৬।।
"প্রলয়-সময়ে নষ্ট হৈল বেদবাণী।
তবে আমি কহিল ব্রহ্মাকে তত্ত্ব জানি'।। ৭।।
স্বায়ম্ভুব-মনু ছিলা ব্রহ্মার নন্দন।
ব্রহ্মা তাঁ'র মুখে কৈল বেদ সমর্পণ।। ৮।।
সপ্ত মহাঋষিগণ ভৃগু-আদি করি'।
তাঁ'রা সবে বেদবাণী মনু-মুখে ধরি'।। ৯।।
তা'-সভার মুখে বেদ পাইল পিতৃগণে।
দেব, দানব, আর গুহ্যক-চারণে।। ১০।।
সিদ্ধ, বিদ্যাধর, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর।
কিংদেব, মনুষ্য, নাগ, রাক্ষস, বানর।। ১১।।

একই বেদবাণী গুরুমুখে শ্রবণ করিয়া স্ব-স্ব প্রকৃতিভেদে ধারণা-ভেদ

এইরূপে সর্ব্বলোক বেদবাণী শুনি'।
নানা-মতি হৈল বেদতত্ত্ব নাহি জানি'।। ১২।।
সত্ত্ব-রজস্তমোগুণে সব উতপতি।
তে-কারণে ভিন্ন ভিন্ন সভার প্রকৃতি।। ১৩।।
যা'র যেন প্রকৃতি, তাহার তেন বাণী।
মতিভেদে বলে, বেদতত্ত্ব নাহি জানি'।। ১৪।।
পাষণ্ড পণ্ডিত কেহো কুতর্ক-খণ্ডনে।
এক-বেদ নানা-ভেদ করিয়া বাখানে।। ১৫।।
সর্ব্বলোক কর্ম্ম করে শ্রদ্ধা-অনুরূপ।
কর্ম্ম-অনুসারে ধর্ম্ম কহে নানারূপ।। ১৬।।
কেহ ধর্ম্ম মানে, কেহ অর্থ-যশ-কাম।
কেহ সত্য-শম-দম, কেহ পুণ্য-দান।। ১৭।।
ত্যাগ-ভোগ-ঐশ্বর্য্য কাহার চিত্তে ধরে।
কেহ ব্রত-আচার, নিয়ম, যজ্ঞ করে।। ১৮।।
নানা-কর্ম্ম, নানা-ফল, নানা-পরকার।
সকল বিনাশ-যুত, অন্তে দুঃখসার।। ১৯।।
কর্ম্ম-বিনির্মিত ফল, নাহি সুখলেশ।
ত্যাগ ভোগ-অরজন, সারমাত্র ক্লেশ।। ২০।।

একমাত্র ভগবদ্ভজনেই সংসার হইতে পরিত্রাণ ও আত্যন্তিক মঙ্গল লাভ

আমি আত্মা, প্রিয়, সখা, সর্ব্বফল দাতা।
আমি গতি, পতি, হিত সর্ব্বলোক-পিতা।। ২১।।
আমাকে ভজিলে লোক হয় সুখময়।
এ-ঘোর সংসারে পার লীলা-মাত্রে হয়।। ২২।।

বিষয় সংযোগে কখনও প্রকৃত মঙ্গললাভ হয় না

বিষয়-সংযোগে সুখ নহে কদাচিৎ।
কর্ম্মপথে ভ্রমে মাত্র, কেবল বঞ্চিত।। ২৩।।

অনন্য ভক্তির অধিকারীর লক্ষণ

অকিঞ্চন, সমচিত্ত, শুদ্ধ, শান্ত, দান্ত।
আমার আনন্দরসে রসিক নিতান্ত।। ২৪।।
আমার কৃপায় তা'র নাহি দুঃখ-ভয়।
অন্তরে বাহিরে দশদিগ্ সুখময়।। ২৫।।
ব্রহ্মপদ, ইন্দ্রপদ, সার্ব্বভৌম-পদ।
অষ্টযোগ, অষ্টসিদ্ধি, পাতাল-সম্পদ্।। ২৬।।
না মানে নির্ব্বাণ-পদ ভকত আমার।
চিত্তবিত্ত সমর্পিত আমাতে যাহার।। ২৭।।

ঐকান্তিক ভক্তের মহিমা

পুত্র হঞা ব্রহ্মা প্রিয় নহে তত বড়।
আত্মা হঞা তেন প্রিয় না হয় শঙ্কর।। ২৮।।
ভাই সঙ্কর্ষণ মোর তেন প্রিয় নহে।
লক্ষ্মীদেবী ভার্য্যা মোর বক্ষঃস্থলে রহে।। ২৯।।
নিজ-মূর্ত্তি প্রিয় মোর নহে সাধুসম।
যেরূপ, উদ্ধব, তুমি মোর প্রিয়তম।। ৩০।।
নিরপেক্ষ, শান্ত, দান্ত, বৈর-বিবর্জ্জিত।
সম-দরশন, প্রেমযুত, পরহিত।। ৩১।।
তা'র পাছে পাছে আমি সতত বেড়াই।
কোনমতে তা'র যেন পদরেণু পাই।। ৩২।।
অকিঞ্চন, সর্ব্বজীব-বৎসল, মহান্ত।
জিতকাম, প্রেমযুত, কেবল সুশান্ত।। ৩৩।।
এ-সভে আমার নিজসুখ অনুভায়।
অন্যে কি তাহার তত্ত্ব বিচারিলে পায়? ৩৪
যা'র অনুভব সুখ, সেই মাত্র জানে।
কহনে না যায়, সে যে অন্যের বয়ানে।। ৩৫।।
মোর ভক্ত হয় যদি বিষয়-বাধিত।
অজিত, ইন্দ্রিয়পদে মতি বিচলিত।। ৩৬।।
তবু তা'কে বিষয়ে বাঁধিতে নাহি পারে।
মোর ভক্ত ভক্তিরসে আনন্দে বিহরে।। ৩৭।।
জ্বলন্ত-অনলে যেন পোড়ে কাষ্ঠচয়।
তেন মোর ভক্তি করে সর্ব্বপাপ-ক্ষয়।। ৩৮।।
গুহ্যকথা কহি, শুন, উদ্ধব তোমারে।
সাংখ্য-যোগে বশ মোরে করিতে না পারে।। ৩৯।।
দান, ব্রত, তপ, ত্যাগ, স্বধর্ম্ম-আচার।
এ-সভে না পারে মোরে বশ করিবার।। ৪০।।
ভকতের বশ আমি, ভকতি-কারণে।
অন্যে মোরে বান্ধিতে না পারে ভক্তি-বিনে।। ৪১।।
ভকতে বান্ধিতে পারে মোরে ভক্তিপাশে।
ভকতের প্রিয় মুঞি থাকি ভক্তিরসে।। ৪২।।
মোতে নিষ্ঠা-ভক্তি হৈলে জন্মদোষ হরে।
শ্বপাক-চণ্ডাল পাপ-পামর উদ্ধারে।। ৪৩।।
দয়া-সত্যযুত, ধর্ম্ম-তপোবিদ্যা ধরে।
ভকতি-বিহীন জনে পবিত্র না করে।। ৪৪।।
নয়নে আনন্দ-জল, অঙ্গ পুলকিত।
দ্রবিত অন্তর যা'র, মতি বিগলিত।। ৪৫।।
এ-সব লক্ষণ-বিনে ভকতি না হয়।
ভক্তি-বিনে শুদ্ধ কভু না হয় আশয়।। ৪৬।।
গদ-গদ বাণী যা'র দ্রবিত অন্তর।
ক্ষণে কান্দে, হাসে, গায়, করি' উচ্চস্বর।। ৪৭।।
উনমতবৎ নাচে লজ্জা পরিহরি'।
ভকত-লক্ষণ মোর এই অবধারি।। ৪৮।।
মোর ভক্তজনে করে জগত পবিত্র।
নিরমল মতি তা'র, উদার চরিত্র।। ৪৯।।

ভক্তিদ্বারা হৃদগত অশেষ কামনা দূরীভূত হয়

হেম মল ছাড়ে যেন পুড়িলে অনলে।
পুনঃ পুনঃ পুড়ে যদি, নিজরূপ ধরে।। ৫০।।
এইরূপে ভক্তিযোগ ভজিতে আমারে।
চিত্তগত অশেষ বাসনা দূর করে।। ৫১।।
মোর পুণ্য-গুণকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনে।
যত যত দূর হয় অন্তর শোধনে।। ৫২।।
তত তত সূক্ষ্ম-বস্তু পরমার্থ দেখে।
আঁখি নিরমল যেন অঞ্জন-সংযোগে।। ৫৩।।

বিষয়ী, স্ত্রীসঙ্গী ও স্ত্রীসঙ্গী-সঙ্গীর সঙ্গ ত্যাজ্য

বিষয়ে প্রবেশে চিত্ত বিষয়-ধেয়ানে।
আমাতে প্রবেশে চিত্ত আমার স্মরণে।। ৫৪।।
এ-বোল বুঝিয়া ছাড় অসত্য-ধেয়ান।
সর্ব্বভাবে কর মোতে চিত্ত সমাধান।। ৫৫।।
স্ত্রী-সঙ্গ, স্ত্রী-সঙ্গীর-সঙ্গ পরিহরি'।
চিন্তহ আমারে সব চিন্তা পরিহরি'।। ৫৬।।
বিরল, কুশল স্থানে কল্পিব আসন।
আমার মধুর মূর্ত্তি করিব চিন্তন।। ৫৭।।
স্ত্রী-সঙ্গ, স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গে যেন হয়।
আন-সঙ্গে সংসার বন্ধন তেন নয়।।" ৫৮।।

শ্রীউদ্ধবের ধ্যান সম্পর্কীয় প্রশ্ন

উদ্ধব পুছিল তবে, "ত্রিভুবননাথ!
কিরূপ তোমার ধ্যান জগত-বিখ্যাত? ৫৯
ভকতবৎসল, শতপত্র-বিলোচন।
ধ্যান করি' চিন্তে যাহা মুক্ত মুনিগণ।। ৬০।।
কিরূপে চিন্তিব, নাথ, কিরূপ ধেয়ান?
কহ, নাথ, করুণা-সাগর, ভগবান্।।" ৬১।।

শ্রীকৃষ্ণের উত্তর প্রদান

উদ্ধবের বচন শুনিঞা জগন্নাথ।
ধ্যানযোগে কহে নিজ-ভকত-সাক্ষাৎ।। ৬২।।
"সমান আসন বসি' সম-কলেবর।
দুই হাত ধরি' তোলে কোলের উপর।। ৬৩।।
নাসিকার অগ্রে ধরি' এ-দুই লোচন।
পবন-দুয়ারে করি' অন্তর শোধন।। ৬৪।।
পূরক, কুম্ভক করি' রেচিব পবন।
অলপে অলপে চিত্ত করিব সংযম।। ৬৫।।
হৃদয়-কমল হৈতে তুলিব ওঙ্কার।
ঘণ্টানাদবৎ যেন পদ্মের মৃণাল।। ৬৬।।
পুনঃ পুনঃ প্রবেশাই তুলিব পবন।
ওঙ্কার সংযোগে প্রাণ করিব সংযম।। ৬৭।।
এইরূপে সাধিব দিবসে তিনবার।
একবারে বশ করি' দশ দশ বার।। ৬৮।।
এইরূপে জীব যদি সাধে নিরন্তরে।
একমাসে প্রাণবায়ু জিনিবারে পারে।। ৬৯।।
হৃদয়-কমল-মাঝে বৈসে অষ্টদল।
উর্দ্ধমুখ, অধোমুখ চিন্তিব কমল।। ৭০।।
ধ্যানে উর্দ্ধমুখ করি' পদ্মকর্ণিকার।
সূর্য্য, সোম, বহ্নি চিন্তি' তাহার উপর।। ৭১।।
বহ্নি-মধ্যে দিব্য-মূর্ত্তি চিন্তিব আমার।
আজানুলম্বিত চারি-ভুজ সুবিশাল।। ৭২।।
সুমুখ, সুন্দরাধর, সুচারু কপোলে।
মকর-কুণ্ডল-যুগ, বনমালা গলে।। ৭৩।।
জলধরশ্যাম-তনু, কৌস্তুভ-ভূষণ।
পীতবাস-পরিধান, শ্রীবৎস-লক্ষণ।। ৭৪।।
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম ভুজ-বিরাজিত।
শিঞ্জিত মঞ্জীর পদযুগ-বিলসিত।। ৭৫।।
কটিসূত্র, ব্রহ্মসূত্র, হার মনোহর।
সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর, চারু বদনমণ্ডল।। ৭৬।।
এই দিব্যমূর্ত্তি ধ্যান করিব আমার।
রাখিব ইন্দ্রিয়গণ করিয়া নিবার।। ৭৭।।
পণ্ডিত যে হয়, বুদ্ধি করিব সারথি।
যতনে আমাতে চিত্ত ধরে নিরবধি।। ৭৮।।
সব ঠাঞিঃ হৈতে চিত্ত আনিব ছেদিয়া।
আমাতে ধরিব মন নিশ্চল করিয়া।। ৭৯।।
শ্রীমুখমণ্ডল-বিনে না চিন্তিব আন।
স্থিরচিত্তে করিব আমার রূপ ধ্যান।। ৮০।।
তবে ধ্যান তেজি' চিত্ত ধরিব আকাশে।
তখনে কেবল ব্রহ্ম হৃদয়ে প্রকাশে।। ৮১।।
যদি চিত্ত স্থির হৈয়া রহিল আমাতে।
তবে আর অন্য না চিন্তিব ধ্যানপথে।। ৮২।।
সমাহিত চিত্ত যদি হৈল নারায়ণে।
আন না দেখিব কিছু আমি আত্মা-বিনে।। ৮৩।।
এইরূপে ধ্যানে মন করিতে সংযম।
সব দূর যায় তা'র চিত্তগত ভ্রম।।" ৮৪।।
ভাগবত-আচার্য্যের প্রেমতরঙ্গিণী।
উদ্ধব-সংবাদ, ধ্যান-যোগ-তত্ত্ববাণী।। ৮৫।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামেকাদশস্কন্ধে
কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী-চতুর্দশোঽধ্যায়ঃ।। ১৪।।

পঞ্চদশ অধ্যায়

ভক্তিযোগ দ্বারাই সর্ব্বসিদ্ধি লাভ

(বিভাস-রাগ)

"এইরূপে ধ্যানযোগ সাধে যোগিগণে।
জ্ঞানযোগ-সিদ্ধি যদি হৈল চিরদিনে।। ১।।
ভকতি সাধিতে ভক্তি হৈল উৎপন্ন।
হেনকালে সর্ব্বসিদ্ধি হয় উপসন্ন।।" ২।।

যোগধারণা ও যোগসিদ্ধি-সম্পর্কে প্রশ্ন

এ-বোল শুনিঞা তবে পুছিলা উদ্ধবে।
"কোন্ ধারণায় সিদ্ধি হয় কোনরূপে? ৩
কত কত সিদ্ধি, কিবা, কি কি রূপ হয়?
কহিবে সকল, নাথ, করিয়া নির্ণয়।।" ৪।।

ভক্তিযোগই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ

শুনিয়া উত্তর তবে দিলা ভগবান্।
"কহিব সকল সিদ্ধি, কর অবধান।। ৫।।
অষ্টাদশ সিদ্ধি কহে সিদ্ধ-যোগিগণে।
অষ্টসিদ্ধি তাহাতে প্রধান করি' মানে।। ৬।।
অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি মুকতি-লক্ষণা।
আর দশ সিদ্ধি তাহে জানিব সগুণা।। ৭।।
যোগিগণ সাধে যোগ ধারণা-ধেয়ানে।
ভক্তগণে সাধে ভক্তি শ্রবণ-কীর্ত্তনে।। ৮।।
সর্ব্বযোগ-সিদ্ধি তা'র হয় সেই কালে।
ভকতজনার কিবা দুর্লভ সংসারে? ৯
বিঘ্ন-হেতু কেবল জানিব সিদ্ধিগণ।
জ্ঞানযোগে, ভক্তিযোগে বিরোধ-কারণ।। ১০।।
সিদ্ধিপথে ভকতের ব্যর্থ কাল যায়।
জ্ঞানযোগে, ভক্তিযোগে সর্ব্বসিদ্ধি পায়।। ১১।।
সর্ব্বসিদ্ধি হেতু আমি, প্রভু, গতি, পতি।
আমা হৈতে সর্ব্বযোগ-সিদ্ধি-উতপতি।। ১২।।
আমি সাংখ্য-যোগ, ধর্ম্ম, আমি সর্ব্বময়।
অন্তর-বাহিরে আমি সভার আশ্রয়।। ১৩।।
সকলের আত্মা আমি, সর্ব্বভূতে বসি।
সর্ব্বসিদ্ধি-হেতু আমি সর্ব্বগুণরাশি।।" ১৪।।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস-ভাষা।
সর্ব্বধর্ম্ম তেজ, ভাই, কৃষ্ণে ধর আশা।। ১৫।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামেকাদশস্কন্ধে
কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী-পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।। ১৫।।

ষোড়শ অধ্যায়

ভগবদ্-বিভূতি সম্পর্কে শ্রীউদ্ধবের জিজ্ঞাসা
ও শ্রীকৃষ্ণের উত্তর-প্রদান

(গোণ্ডকিরী-রাগ)

উদ্ধব জিজ্ঞাসে তবে বিনয়-বচনে।
"এক নিবেদন, নাথ, করিয়ে চরণে।। ১।।
তুমি সে পরম-ব্রহ্ম, অনাদি-নিধন।
বিশ্ব-উতপতি-স্থিতি-প্রলয়-কারণ।। ২।।
সর্ব্বভূতে বৈস তুমি ত্রিভুবন-গতি।
বুঝিবারে পারে তোমা' কাহার শকতি? ৩
ভকতি করিয়া, নাথ মহাঋষিগণে।
তোমার পদারবিন্দ ভজে যে যে স্থানে।। ৪।।
উপাসনা করিয়া মুকতিপদ লভে।
সর্ব্বভূতে বৈস, প্রভু, তুমি গূঢ়রূপে।। ৫।।
তুমি সব দেখ, কেহ না দেখে তোমারে।
তোমার মায়ায় নাথ, মোহিত সংসারে।। ৬।।
দশদিগ্, স্বর্গ-মর্ত্ত্য, পাতাল-আকাশে।
তোমার বিভূতি, দেব, যথা যথা বৈসে।। ৭।।
কহিবে সকল মোরে করিয়া বিস্তার।
তীর্থপদ-পদযুগে মোর নমস্কার।।" ৮।।

শ্রীকৃষ্ণদ্বারা পূর্ব্বে শ্রীঅর্জ্জুন-সমীপে
কথিত বিভূতিযোগসমূহ

হাসিয়া উত্তর তবে দিলা গদাধর।
"ভাল জিজ্ঞাসিলে তুমি, ভকত-শেখর।। ৯।।
রিপুগণ-সহে হৈল তুমুল সমর।
অর্জ্জুন যুঝিল যা'থে রণ ভয়ঙ্কর।। ১০।।
জ্ঞাতি-বধ দেখিয়া অর্জ্জুন তরাসিল।
রণ তেজি' মহাবীর চিন্তিয়া বসিল।। ১১।।
অর্জ্জুনে বুঝাইল আমি জ্ঞান উপদেশে।
বুঝিয়া অর্জ্জুন তবে আমাকে জিজ্ঞাসে।। ১২।।
এই জিজ্ঞাসিল তবে 'বিভূতি-বিস্তার'।
তখনে কহিল আমি রণের মাঝার।। ১৩।।
এখানে কহিব, বৎস, তোমা-বিদ্যমানে।
বিভূতি-বিস্তার তুমি শুন-সাবধানে।। ১৪।।

শ্রীভগবানের অনন্ত বিভূতি

সকলের আত্মা আমি সুহৃদ্ ঈশ্বর।
সর্ব্বভূতময় আমি, প্রকৃতির পর।। ১৫।।
আমা' হৈতে উতপতি, প্রলয়, পালন।
আমি গতি, পতি, কাল, সংহার-কারণ।। ১৬।।
সত্ত্ব, রজ, তম আমি, পুরুষ-প্রকৃতি।
জগৎকারণ-সূত্র, মহতের পতি।। ১৭।।
সূক্ষ্ম মাঝে 'জীব', দুর্জ্জয়-মাঝে 'মন'।
বেদ-মাঝে 'ব্রহ্মা' আমি জগৎ-কারণ।। ১৮।।
মন্ত্রগণ-মধ্যে আমি সাক্ষাৎ 'ওঙ্কার'।
অক্ষরের মাঝে আমি কেবল 'অকার'।। ১৯।।
ছন্দোমধ্যে 'ত্রিপদী', দেব-মধ্যে 'পুরন্দর'।
আদিত্যের মাঝে 'বিষ্ণু'-নামে দিনকর।। ২০।।
'নীললোহিত' আমি রুদ্রগণ-মাঝে।
ব্রহ্মঋষি-মাঝে আমি 'ভৃগু'-মুনিরাজে।। ২১।।
রাজঋষি-মাঝে আমি 'মনু'-অবতার।
দেবঋষিগণ-মাঝে'নারদ' কুমার।। ২২।।
ধেনুগণ-মাঝে আমি নামে 'হবির্দ্ধানী'।
সিদ্ধগণ-মাঝে আমি 'কপিল' মহামুনি।। ২৩।।
পক্ষিগণ মাঝে আমি 'গরুড়' খগপতি।
প্রজাপতিগণ-মাঝে 'দক্ষ' মহামতি।। ২৪।।
পিতৃগণ-মাঝে 'অর্য্যমা'-নাম ধরি'।
দৈত্যগণে 'প্রহ্লাদ' দৈত্যের অধিকারী।। ২৫।।
নক্ষত্রের মাঝে আমি হই 'শশধর'।
যক্ষগণে যক্ষপতি আমি 'ধনেশ্বর'।। ২৬।।
গজগণ মাঝে আমি 'ঐরাবত'-নামে।
'বরুণ' স্বরূপ আমি জলচরগণে।। ২৭।।
তেজস্বীর মাঝে আমি 'সূর্য্য' দিনকর।
মনুষ্যের মাঝে আমি 'নৃপ'রূপধর।। ২৮।।
অশ্বগণ-মাঝে আমি 'উচ্চৈঃশ্রবা'-নামে।
ধাতুগণমধ্যে আমি 'কনক' প্রধানে।। ২৯।।
'যম' ধর্ম্মরাজ আমি সংহারক মাঝে।
সর্পগণ-মধ্যে আমি 'বাসুকী' সর্পরাজে।। ৩০।।
সাক্ষাতে 'অনন্ত' আমি নাগরাজগণে।
শৃঙ্গিগণ-মাঝে আমি ধরি 'সিংহ'-নামে।। ৩১।।
আশ্রমের মাঝে আমি হইয়ে 'সন্ন্যাস'।
বর্ণমধ্যে 'দ্বিজ'-রূপে করিয়ে প্রকাশ।। ৩২।।
তীর্থমধ্যে 'গঙ্গা' আমি, 'সিন্ধু' সরোবরে।
অস্ত্রমধ্যে 'ধনু'-রূপে ধরি কলেবরে।। ৩৩।।
ধনুর্দ্ধর মধ্যে আমি 'শিব' ত্রিপুরারি।
স্থান মধ্যে আপনে 'সুমেরু'-নাম ধরি।। ৩৪।।
গিরিগণ-মাঝে আমি 'হিমালয়' গিরি।
বৃক্ষগণ-মাঝে আমি 'অশ্বত্থ'-রূপ ধরি।। ৩৫।।
ঔষধির মধ্যে আমি ধরি 'যব'-রূপ।
পুরোহিত-মধ্যে আমি 'বশিষ্ঠ'-স্বরূপ।। ৩৬।।
ব্রহ্মাবাদিগণে আমি 'বৃহস্পতি'-নামে।
'কার্ত্তিক' কুমার দেব-সেনাপতিগণে।। ৩৭।।
শ্রেষ্ঠমধ্যে আপনে সাক্ষাৎ 'ভগবান্'।
যজ্ঞমধ্যে ধরি আমি 'ব্রহ্মযজ্ঞ'-নাম।। ৩৮।।
'অহিংসা'-স্বরূপ-নাম ব্রতমাঝে ধরি'।
যোগ মাঝে 'তত্ত্বজ্ঞান'-রূপে অবতরি।। ৩৯।।
'শতরূপা' নারী আমি নারীগণের মাঝে।
পুরুষের মাঝে'স্বায়ম্ভুব-মনুরাজে'।। ৪০।।

মুনিগণ-মাঝে 'নর-নারায়ণ'-নামে।
'সনৎকুমার' আমি ব্রহ্মচারিগণে।। ৪১।।
ধর্ম্মগণ-মধ্যে আমি 'সন্ন্যাস'-স্বরূপ।
গুহ্যগণ-মধ্যে আমি ধরি 'সত্য'-রূপ।। ৪২।।
কাল-মাঝে 'বৎসর', 'বসন্ত' ঋতুগণে।
মাস-মধ্যে ধরি আমি 'অগ্রহায়ণ'-নামে।। ৪৩।।
নক্ষত্রগণের মধ্যে 'অভিজিত'-নাম।
যুগ-মধ্যে 'সত্যযুগ' আমি ভগবান্।। ৪৪।।
ধীর-মধ্যে 'অসিত' 'দেবল'-রূপ আমি।
ব্যাস-মধ্যে সত্যবতীসুত 'ব্যাসমুনি'।। ৪৫।।
কবি-মধ্যে 'শুক্র' আমি, ভক্ত-মধ্যে তুমি।
কপিগণ-মধ্যে 'হনুমান'-রূপ আমি।। ৪৬।।
বিদ্যাধরগণ-মাঝে 'সুদর্শন'-নাম।
রত্নমাঝে 'পদ্মরাগ', রতনপ্রধান।। ৪৭।।
দর্ভমাঝে 'কুশ' আমি, গব্য মাঝে 'ঘৃত'।
ছলগণ-মধ্যে আমি 'কৈতব' বিদিত।। ৪৮।।
সত্ত্বশালিগণ-মাঝে 'সত্ত্ব' রূপে বসি।
বলবন্ত মধ্যে আমি 'বল'-রূপে আছি।। ৪৯।।
গন্ধর্ব্বের মাঝে 'বিশ্বাবসু'-নাম ধরি।
অপ্সরাগণের মাঝে 'পূর্ব্বচিত্তি' নারী।। ৫০।।
'গন্ধ'-রূপ গুণে আমি বসি ক্ষিতিতলে।
'রস' রূপ গুণ ধরি' বসি সর্ব্বজলে।। ৫১।।
আকাশের 'শব্দ'-গুণ, চন্দ্র-সূর্য্য-'প্রভা'।
তেজস্বীর 'তেজ' আমি নক্ষত্রের 'আভা'।। ৫২।।
ব্রহ্মণ্যের মধ্যে আমি 'বলি' দৈত্যেশ্বর।
বীরগণ-মধ্যে 'অর্জ্জুন' ধনুর্দ্ধর।। ৫৩।।
সর্ব্বভূত-আত্মা আমি, সর্ব্বরূপধর।
আমি ত' ব্যাপিয়া আছি এ-মহীমণ্ডল।। ৫৪।।
স্থূল-সূক্ষ্ম আর কিছু নাহি আমি-বিনে।
কে বুঝে আমার লীলা এ-তিন ভুবনে? ৫৫
সূক্ষ্ম পরমাণু কালে পারি গণিবার।
আমার বিভূতি গণে শকতি কাহার? ৫৬
কহিল তোমারে কিছু বিভূতি-বিস্তার।
সকল দেখিবে তুমি মনের বিকার।। ৫৭।।
এ-সব দেখহ যত মনের বিলাস।
স্বপন-সমান সব তড়িৎ-প্রকাশ।। ৫৮।।
বাহ্যবুদ্ধি ছাড় তুমি, এ-মন পবন।
আপনে আপনা ছাড় এ-সব কল্পন।। ৫৯।।
বাক্য, মন ছাড় তুমি, সর্ব্বকর্ম্ম তেজ।
একান্ত-ভকতি করি' সবে আমা' ভজ।। ৬০।।
শান্ত হৈয়া রহ কিছু না চিন্তিহ আর।
তবে তুমি হইবে ঘোর সংসারের পার।।" ৬১।।
শ্রীযুত-গদাধর ধীর-শিরোমণি।
ভাগবত-আচার্য্যের প্রেমতরঙ্গিণী।। ৬২।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামেকাদশস্কন্ধে
কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী-ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।। ১৬।।

সপ্তদশ অধ্যায়

বৈষ্ণব-ধর্ম্ম সম্পর্কে শ্রীউদ্ধবের জিজ্ঞাসা

(কানড়া-রাগ)

ভকতি-মহিমা শুনি' উদ্ধব সুধীর।
ভাবে গদগদ-বাণী, পুলক-শরীর।। ১।।
ভকতিলক্ষণ-ধর্ম্ম বুঝিবার তরে।
পুছিলা বৈষ্ণবধর্ম্ম চরণকমলে।। ২।।
"কহ, নাথ, দেবদেব রাজীবলোচন।
যে তুমি কহিলে ধর্ম্ম ভকতি-লক্ষণ।। ৩।।
কিরূপ সে ধর্ম্ম, লোক তরিব কিরূপে?
বৈষ্ণবলক্ষণ-ধর্ম্ম কহিবে স্বরূপে।। ৪।।
পূরবে পরমধর্ম্ম সনকাদি-স্থানে।
হংসরূপ ধরি' তুমি কহিলে আপনে।। ৫।।
এখনে সে-ধর্ম্ম নষ্ট হৈল চিরকালে।
তোমা-বিনে কে আর কহিব ক্ষিতিতলে? ৬
ধর্ম্ম-কর্ত্তা, বক্তা আর নাহি তোমা-বিনে।
বিবুধসভায়, কিবা ব্রহ্মার সদনে।। ৭।।
ধর্ম্ম-কর্ত্তা, বক্তা তুমি তেজিলে মেদিনী।
কে আর কহিব ধর্ম্ম, কহ তত্ত্ব জানি'।। ৮।।
সর্ব্বধর্ম্ম জান তুমি সর্ব্বজ্ঞ-শেখর।
ভকতিলক্ষণ-ধর্ম্ম কহ, যদুবর।।" ৯।।

শ্রীকৃষ্ণের সত্য ও ত্রেতাযুগের অবতার
ও ধর্ম্ম-কথন

নিজভৃত্য-মুখ-মুখরিত বাণী শুনি'।
কহিতে লাগিলা ধর্ম্ম প্রভু চক্রপাণি।। ১০।।
"ধর্ম্মযুত-প্রশ্ন তুমি কৈলে, মহামতি।
বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম কহি, কর অবগতি।। ১১।।
সত্যযুগে হংস'-নামে ছিল এক বর্ণ।
কৃতকৃত্য প্রজা তা'থে কৃতযুগ গণ্য।। ১২।।
কেবল ওঙ্কার-বেদ আছিল তখনে।
বৃষরূপে ধর্ম্ম আমি আছিলুঁ যখনে।। ১৩।।
তখনে আছিল সর্ব্বলোক ধর্ম্মপর।
তপ করি' আমাকে ভজিল নিরন্তর।। ১৪।।
ত্রেতাযুগে জনমিল হৃদয়ে আমার।
বেদবিদ্যা, যাহা হৈতে যজ্ঞ-পরচার।। ১৫।।

চারি বর্ণ ও আশ্রমোৎপত্তির কারণ

ত্রেতাযুগে যজ্ঞরূপে আছিল আপনে।
চারি বর্ণ জন্মিল আমার চারি স্থানে।। ১৬।।
মুখ হৈতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় হৈল করে।
উরুযুগে বৈশ্যজাতি, শূদ্র পদতলে।। ১৭।।
বিরাট্ বিগ্রহ আমি, পুরুষ-পুরাণ।
আমা হৈতে সকল আচার-উপাদান।। ১৮।।
গৃহাশ্রম জনমিল জঘনে আমার।
ব্রহ্মচর্য্য হৃদয়-কমলে পরচার।। ১৯।।
বক্ষঃস্থলে আমার জন্মিল বনবাস।
জন্মিল আমার তবে মস্তকে সন্ন্যাস।। ২০।।
সর্ব্ববর্ণ, সর্ব্বাশ্রম, ভিন্ন ভিন্ন মতি।
জন্মভূমি-অনুসারে সভার প্রকৃতি।। ২১।।
উত্তমের সঙ্গে হয় উত্তম-আচার।
নীচজন-সঙ্গে হয় নীচ ব্যবহার।। ২২।।

চারিবর্ণের লক্ষণ

শম, দম, তপ, শৌচ, আমার ভকতি।
ক্ষমা, দয়া, সত্যব্রত, অকুটিল-মতি।। ২৩।।
ব্রাহ্মণের এই-সব স্বভাব-লক্ষণ।
ক্ষত্রিয়-স্বভাব-ধর্ম্ম কহিব এখন।। ২৪।।
তেজ, বল, ধৈর্য্য, শৌর্য্য, তিতিক্ষা, উদ্যম।
স্থৈর্য্য, বীর্য্য, দ্বিজ-ভক্তি, ঐশ্বর্য্য, বিক্রম।। ২৫।।
এ-সব ক্ষত্রিয়কুল-ধর্ম্ম-নীতি হয়।
বৈশ্যকুল ধর্ম্ম কহি, শুন, মহাশয়।। ২৬।।
দাননিষ্ঠা, বিপ্রসেবা, দম্ভ-বিবর্জ্জিত।
অর্থ-উপার্জ্জন, নিত্যধর্ম্ম সুসক্ষিত।। ২৭।।
বৈশ্যকুলে এই ধর্ম্ম, শূদ্রধর্ম্ম কহি।
শূদ্রকুলে ধর্ম্ম নাহি দ্বিজ-সেবা বহি।। ২৮।।
বিপ্রসেবা, দেবসেবা, না করিব মায়া।
এহি শূদ্রলক্ষণ—করিব জীবে দয়া।। ২৯।।
দম্ভ, মান, কাম, ক্রোধ অসত্য-ভাষণ।
বিরোধ, কন্দলবাদ, আচার-লঙ্ঘন।। ৩০।।
পরহিংসা, পরদার, চুরি, পরিবাদ।
অন্ত্যজ, পতিতজনে এ সব প্রমাদ।। ৩১।।

কাম-ক্রোধ-লোভ দম্ভ হিংসা-বিবর্জ্জিত।
সত্যবাদী, প্রিয়ভাষা, সর্ব্বভূত-হিত।। ৩২।।

ব্রহ্মচারীর করণীয়

সর্ব্বলোকে এহি ধর্ম্ম সর্ব্বসাধারণ।
দ্বিজধর্ম্ম কহি, তবে আশ্রম-লক্ষণ।। ৩৩।।
দ্বিজকুলে জনমিঞা ব্রাহ্মণ-কুমার।
ব্রহ্মসূত্র-দীক্ষা লৈব, বেদমন্ত্র-সার।। ৩৪।।
ব্রহ্মমন্ত্র-গায়ত্রী লভিয়া গুরু-মুখে।
গুরুকুলে ব্রাহ্মণ বসিব নিজসুখে।। ৩৫।।
গুরু-সন্নিধানে বেদ পড়িব ব্রাহ্মণ।
তিন-কালে হোমকর্ম্ম, ত্রিসন্ধ্যা সেবন।। ৩৬।।
দণ্ড-কমণ্ডলু করে, অজিন-মেখলা।
মলিন বসন-দন্ত, পরে অক্ষমালা।
মন্ত্রজপ, পূজা, হোম, মজ্জন, ভোজন।
মৌন আচরিয়া কর্ম্ম করিব ব্রাহ্মণ।। ৩৮।।
কক্ষ-লিঙ্গগত লোম, নখ না তেজিব।
ব্রহ্মচারী বীর্য্যপাত কভু না করিব।। ৩৯।।
কদাচিত যদি বীর্য্য খসয়ে আপনে।
জলেতে নাম্বিয়া স্নান করিবে তখনে।। ৪০।।
জপিব গায়ত্রী-মন্ত্র, সূর্য্য-দরশনে।
গুরুসেবা ব্রহ্মচারী করিব সাবধানে।। ৪১।।
গো, ব্রাহ্মণ, গুরু, বৃদ্ধ করিব সেবন।
ত্রিকাল জপিব মন্ত্র, ত্রিসন্ধ্যা বন্দন।। ৪২।।
সাক্ষাতে ঈশ্বর হেন গুরুকে জানিব।
গুরুদেহে ভেদ-বুদ্ধি কভু না করিব।। ৪৩।।
সর্ব্বদেবময় গুরুরূপে ভগবান্।
গুরুদেহে না করিব মানুষ-গেয়ান।। ৪৪।।
নিতি নিতি ভিক্ষা মাগি' আনিব প্রভাতে।
ভিক্ষা নিবেদিব নিঞা গুরুর সাক্ষাতে।। ৪৫।।
কিছু আজ্ঞা করেন যদি গুরু কৃপা করি'।
তাহা খাইয়া রজনী বঞ্চিব ব্রহ্মচারী।। ৪৬।।
সর্ব্বগুণ গুরুসেবা করিব যতনে।
নীচবৎ দাণ্ডাইব গুরু-সন্নিধানে।। ৪৭।।
গুরুযান, গুরুশয্যা, আসন-নিয়ড়ে।
না বসিব শিষ্য কভু গুরুর গোচরে।। ৪৮।।
দ্বারে দাণ্ডাইব শিষ্য যুড়ি' দুই কর।
সতত সেবিব গুরু হইয়া তৎপর।। ৪৯।।
এইরূপে গুরুসেবা করিব ব্রাহ্মণে।
সুখ-ভোগ সকল তেজিব দিনে-দিনে।। ৫০।।
যাবৎ পর্য্যন্ত বেদ পড়ে ব্রহ্মচারী।
তাবৎ থাকিব শিষ্য মহাব্রত করি'।। ৫১।।
যদি ব্রহ্মপদে বাঞ্ছা থাকে কদাচিত।
দেহ-মন গুরুতে করিব নিয়োজিত।। ৫২।।
গুরুদেহে নিরবধি আমাকে পূজিব।
গুরু ভিন্ন, আমি ভিন্ন, কভু না দেখিব।। ৫৩।।
ব্রহ্মচারী না করিব নারী-দরশন।
স্ত্রীসঙ্গ-আলাপ, বর্জ্জিব সম্ভাষণ।। ৫৪।।
রজোগুণযুক্ত-জনে না করিব সঙ্গ।
সঙ্গদোষে নহে যেন নিজধর্ম্ম-ভঙ্গ।। ৫৫।।
শৌচ, আচমন, স্নান, সন্ধ্যা-উপাসনা।
তীর্থসেবা, জপ, হোম, আমার অর্চ্চনা।। ৫৬।।
অসম্ভাষ্য সম্ভাষণ, অভক্ষ্য-ভক্ষণ।
না করিব ব্রহ্মচারী ধর্ম্ম-বিলঙ্ঘন।। ৫৭।।
সামান্যে কহিল ধর্ম্ম সর্ব্বসাধারণ।
সর্ব্ববর্ণ-ধর্ম্ম এই আশ্রম-লক্ষণ।। ৫৮।।
বাক্য-মন সংযম করিব ব্রহ্মচারী।
আমার ভজনে সর্ব্ববর্ণ অধিকারী।। ৫৯।।
এইরূপে ব্রহ্মচর্য্য সাধিব ব্রাহ্মণ।
ব্রহ্মচারী জ্বলে যেন দীপ্ত হুতাশন।। ৬০।।
আমার ভকত বিপ্র তীব্র তপোবলে।
সর্ব্বকর্ম্ম দহে বিপ্র ভকতি-অনলে।। ৬১।।
যদি বেদ-সকল পড়িল ব্রহ্মচারী।
গুরুকে দক্ষিণা দিয়া গুরু-আজ্ঞা ধরি'।। ৬২।।
স্নান করি' ব্রহ্মচর্য্য তেজিব ব্রাহ্মণ।
ঘরে প্রবেশিব, কিবা প্রবেশিব বন।। ৬৩।।
আগে আর আশ্রম করিব আরোহণ।
পূরব আশ্রম তবে তেজিব ব্রাহ্মণ।। ৬৪।।

উপকুর্ব্বাণ ব্রহ্মচারীর গার্হস্থ্য ধর্ম্মে অধিকার

যদি গৃহবাসে ইচ্ছা করে ব্রহ্মচারী।
কুলবতী কন্যা বিভা করিব বিচারি'।। ৬৫।।
আপন-সদৃশী ভার্য্যা করি, পরিণয়।
গৃহ-ধর্ম্ম সাধিব গৃহস্থ মহাশয়।। ৬৬।।

গৃহস্থ ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য

বিপ্রকুলে ধর্ম্ম—যজ্ঞ, দান, অধ্যয়ন।
প্রতিগ্রহ, অধ্যাপন, যজন-যাজন।। ৬৭।।
যদি বিপ্র জানে—প্রতিগ্রহ দোষময়।
যাহা হৈতে তপ, তেজ, যশ দূর হয়।। ৬৮।।
তবে বিপ্র করিব যাজন-অধ্যাপন।
বিপরীত কর্ম্ম কভু না করি' ব্রাহ্মণ।। ৬৯।।
যথালাভে তুষ্ট বিপ্র বৈসে গৃহবাসে।
আমাতে অর্পিত-চিত্ত রহে ভক্তিরসে।। ৭০।।
হরিপরায়ণ বিপ্র গৃহ ধর্ম্মে তরে।
শুদ্ধভাবে আপনকে আপনি উদ্ধারে।। ৭১।।
দুঃখিত ব্রাহ্মণ দুঃখ-শোকে অবসন্ন।
দুঃখভাব দেখি তা'র যে করে রক্ষণ।। ৭২।।
তা'র রক্ষা করি আমি, বিপদ্-বিনাশ।
দ্বিজমুখে করি আমি ব্রহ্ম-পরকাশ।। ৭৩।।

চারি বর্ণের বিপদ্‌কালীন বৃত্তি ও ধর্ম্ম-বর্ণন

বিপদে পড়িলে বিপ্র হইব বাণিজার।
বিকি-কিনি করিয়া তরিব দুঃখভার।। ৭৪।।
খড়গ ধরি' যেবা বিপ্র হইবে পদাতিক।
নীচ-সেবা না করিবে ব্রাহ্মণ কদাচিত।। ৭৫।।
ক্ষত্রিয় আপদ্‌কালে বৈশ্যবৃত্তি করি'।
আপদে তরিব, কিবা বিপ্ররূপ ধরি'।। ৭৬।।
নীচসেবা না করিব ক্ষত্রিয়-প্রধান।
বৈশ্যকুলে শূদ্রবৃত্তি—বিপদে বিধান।। ৭৭।।
আপদে তরিব শূদ্র বেতন করিয়া।
নিজধর্ম্ম আচরিব বিপদ্ তরিয়া।। ৭৮।।
সর্ব্ববর্ণ-ধর্ম্ম এই কহিল সংক্ষেপে।
যে ধর্ম্ম করিয়া লোক তরিবে যেরূপে।। ৭৯।।
কুটুম্বে আসক্তি না করিবে বুদ্ধিমান্।
ধন-কুল-বন্ধুমদে হবে সাবধান।। ৮০।।
দেখি', শুনি' সকল, ঈশ্বর রহেন জানি'।
মিছা হেন সকল বুঝিব অনুমানি'।। ৮১।।
পুত্র-দার-বন্ধু-সঙ্গ পথিকের সঙ্গ।
ক্ষণেকেই মিলে আসি', ক্ষণে সঙ্গভঙ্গ।। ৮২।।
স্বপনে দেখিয়ে যেন নানা-চমৎকার।
এইরূপ জান তুমি অনিত্য সংসার।। ৮৩।।
এই বিমরিশ করি' বুদ্ধি কর স্থির।
অসত্য সকল দেখ, অসত্য শরীর।। ৮৪।।
অতিথি সমান তুমি গৃহে কর বাস।
ধন-পুত্র-কলত্র তিলেকে যায় নাশ।। ৮৫।।
'মোর, মোর' না করিব, ধন-পুত্র পাইয়া।
অহঙ্কার না করিব, সব দেবমায়া।। ৮৬।।
গৃহকর্ম্ম সাধিব, করিব যজ্ঞ-দান।
ভক্তিভাবে আমাকে ভজিব মতিমান্।। ৮৭।।
এই মতে গৃহবাসে নিব কত কাল।
তবে বনবাসে বিপ্র করিব সঞ্চার।। ৮৮।।
পুত্রবান্ হয় যদি, করিব সন্ন্যাস।
যা'র যত দূর হয় চিত্ত-পরকাশ।। ৮৯।।

দুরাচারবশতঃ গৃহব্রতের অধোগতি

গৃহে দৃঢ়চিত্ত যা'র, নিবদ্ধ-হৃদয়।
'ধন, পুত্র' করিয়া আকুল অতিশয়।। ৯০।।
স্ত্রীজিত, মূঢ়মতি, কৃপণ, বঞ্চিত।
'মুঞি, মোর' করিয়া, থাকয়ে বিমোহিত।। ৯১।।
'বালক তনয় মোর, বৃদ্ধ পিতা-মাতা।
কিরূপে বর্ত্তিব মোর দুঃখিনী বনিতা?' ৯২
এইরূপে দুরাশয়, আকুলহৃদয়।
ছাড়িতে না পারে চিন্তা, বাঢ়ে অতিশয়।। ৯৩।।
পুত্র-দার-ধেয়ানে চিন্তিত নিরবধি।
এইরূপে গৃহে মজে গৃহস্থ দুর্ম্মতি।। ৯৪।।
ঘরে থাকি' মরিয়া নরক ভোগ করে।
নিরন্তর ভ্রমে জীব এ-ঘোর সংসারে।।" ৯৫।।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস বাণী।
কৃষ্ণগুণ-সমুদিত প্রেমতরঙ্গিণী।। ৯৬।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামেকাদশস্কন্ধে কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী-সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।। ১৭।।

অষ্টাদশ অধ্যায়

বানপ্রস্থের ধর্ম্ম-বর্ণন

(রামকিরী-রাগ)

"বানপ্রস্থ-ধর্ম্ম কহি সন্ন্যাস-লক্ষণ।
সাবধানে শুন, বৎস, ধর্ম্ম পরায়ণ।। ১।।
যদি বনে প্রবেশিব বিপ্র মতিমান্।
পুত্রে ভার্য্যা সমর্পিয়া করিব পয়াণ।। ২।।
নহে ভার্য্যা লঞা বিপ্র চলিব আপনে।
দুই-ভাগ পরমায়ু থাকিব যখনে।। ৩।।
কন্দ মূল-ফল-পত্রে কল্পিব আহার।
গাছের বাকল, কিবা পরি' মৃগছাল।। ৪।।
তৃণ-পত্রে শয়ন করিব বনবাসী।
নখ-লোম না তেজিব, অঙ্গমলা ঘষি'।। ৫।।
দন্ত না ঘসিব বিপ্র, না ধাইব রড়ে।
ত্রিকাল করিব স্নান পুণ্য-নদীজলে।। ৬।।
গ্রীষ্মে পঞ্চ অগ্নি করি' সহিব সন্তাপ।
বরিষা-সময়ে মহাবৃষ্টি-ধারাপাত।। ৭।।
আকণ্ঠ মজিয়া জলে শীতকালে রহি'।
তপ করে বনবাসী নানা-তাপ সহি'।। ৮।।
অগ্নিপক্ক খাইব, কিবা কালপক্ক করি'।
পাথরে কুটিয়া, কিংবা খাইব দন্তে ছিঁড়ি'।। ৯।।
আপনে আপন-দাস, আপনে ঈশ্বর।
আপনে আপন-কর্ম্ম করিব সকল।। ১০।।
আনে দ্রব্য দিলে না লইব বনবাসী।
বন্য-ফলে সাধিব সকল কর্ম্মরাশি।। ১১।।
অগ্নিহোত্র, চাতুর্মাস্য পৌর্ণমাসী সাধি'।
বনবাসী আমাকে ভজিব নিরবধি।। ১২।।
এইরূপে তপ করি' ভজিব আমারে।
ঋষিলোকে যায় তবে দিব্য তপোবলে।। ১৩।।

অন্তিমকালে বানপ্রস্থের কর্ত্তব্য

যদি তপ সাধিতে জন্মিল দুঃখ-শোক।
জরা পরবেশ কৈল, জনমিল রোগ।। ১৪।।
যোগবলে আগুনি জ্বালিয়া কলেবরে।
পোড়াঞা শরীর তবে যাইব বিষ্ণুপুরে।। ১৫।।

সন্ন্যাসীর লক্ষণ বর্ণন

সর্ব্বত্র বৈরাগ্য যদি ভাগ্যবশে হয়।
ইহলোক, পরলোক দেখে দুঃখময়।। ১৬।।
সন্ন্যাস করিব তবে তেজিয়া সকল।
গুরু-উপদেশ লঞা চলিব সত্বর।। ১৭।।
আচার্য্য করিয়া দিব সর্ব্বস্ব দক্ষিণা।
নিরপেক্ষ হইব বিপ্র তেজিয়া বাসনা।। ১৮।।
হেনকালে দেবগণ স্ত্রীরূপ ধরি'।
তপোভঙ্গ করে তা'র নানা-বিঘ্ন করি'।। ১৯।।
'আমা-সভা লঙ্ঘিয়া চলিব বিষ্ণুপুরে।'
তে-কারণে দেবগণ নানা-বিঘ্ন করে।। ২০।।
তরিব সে-সব বিঘ্ন হঞা সাবধান।
তত্ত্বজ্ঞান ধরি' দিব চিত্তে সমাধান।। ২১।।
যদি বস্ত্র পরে মুনি নহে দিগম্বর।
কৌপিন বসন মাত্র ধরিব কেবল।। ২২।।
দণ্ড-কমণ্ডুল মাত্র ধরিব সন্ন্যাসী।
যোগানলে দহিব সকল পাপরাশি।। ২৩।।
দৃষ্টিপূত পদগতি, বস্ত্রপূত জল।
সত্যপূত বচন বলিব দণ্ডধর।। ২৪।।
মৌনব্রত, মনঃপূত করিব আচার।
জিনিব পবন, মন, বচন, আহার।। ২৫।।
দণ্ডমাত্র সন্ন্যাসী, না হয় দণ্ডধর।
জিনিব পবন, মন ইন্দ্রিয়-সকল।। ২৬।।
চারি বর্ণ হৈতে ভিক্ষা আনিব মাগিয়া।
পতিত, নিন্দিত, দুরাচার বিবর্জিয়া।। ২৭।।
দূরে দূরে সাত ঘরে ভিক্ষা মাগি' লৈব।
যে-কিছু মিলয়ে, তা'থে তুষ্ট হৈয়া র'ব।। ২৮।।
দূরে জল থাকে যথা গ্রামের বাহিরে।
ভিক্ষা লঞা তথা ন্যাসী যা'ব একেশ্বরে।। ২৯।।
ভিক্ষা বিভজিয়া শেষ করিব ভোজন।
একেশ্বর দণ্ডধারী করিব ভ্রমণ।। ৩০।।
সমমতি, পরহিত, সঙ্গ-বিবর্জিত।
আত্মক্রীড়, আত্মরত উদার-চরিত।। ৩১।।

বিরল কুশল সেবি' বিমল-আশয়।
অভেদ চিন্তিব, সব বিশ্ব ব্রহ্মময়।। ৩২।।
আপনার বন্ধ-মোক্ষ দেখিব গেয়ানে।
মনের বিক্ষেপ—বন্ধ, মোক্ষ সমাধানে।। ৩৩।।
ষড়্-রিপু জিনি' হৈব ভক্তিরসে সুখী।
আনন্দিত হইয়া সব তবে জ্ঞানে দেখি।। ৩৪।।
পুরগ্রামে প্রবেশিব ভিক্ষার কারণে।
পুণ্যদেশে ভ্রমণ, গমন পুণ্যবনে।। ৩৫।।
পুণ্যতীর্থ নদ-নদী, গিরি-সরোবর।
ভ্রমণ করিব মুনি দিব্য-দণ্ডধর।। ৩৬।।
সব ঠাঞি পীরিতি বর্জ্জিব বধুজনে।
বস্তুবুদ্ধি না করিব এ-তিন ভুবনে।। ৩৭।।
মনে বিচারিব—ত্রিভুবন মায়াময়।
অনুভবে চিত্তগত খণ্ডিব সংশয়।। ৩৮।।

জ্ঞাননিষ্ঠ ও ভক্তিনিষ্ঠ পরমহংসের আচরণ

জ্ঞাননিষ্ঠ, ভক্তিনিষ্ঠ যে-জন আমার।
সব ঠাঞি অনপেক্ষ বৈরাগ্য যাহার।। ৩৯।।
তেজিয়া সকল ধর্ম্ম, আশ্রম-লক্ষণ।
যথা-তথা নিজসুখে করে পর্য্যটন।। ৪০।।
কর্ম্মলেশ নাহি তা'র বিধি-অধিকার।
বুধ হয়, বালবৎ আহার-বিহার।। ৪১।।
সর্ব্বধর্ম্ম জানে, জড়বৎ হৈয়া রহে।
বুঝি' তেঁহো, উনমতবৎ কথা কহে।। ৪২।।
বেদবাদরত নৈব, নহিব পাষণ্ড।
তর্কবাদ, বিবাদ বর্জ্জিব পরদণ্ড।। ৪৩।।
পক্ষপাত না করিব, কা'রো ভাল-মন্দ।
কা'র সহে না করিব চিত্তগত সঙ্গ।। ৪৪।।
উদ্‌বেগ না বাঢ়াইব কাহার মরমে।
প্রেম না বাঢ়াইব উদর কারণে।। ৪৫।।
অতিবাদ না করিব, কা'র অবজ্ঞান।
কা'রো সঙ্গে না করিব বৈরানুবন্ধন।। ৪৬।।
এক আত্মা সর্ব্বভূতে, বিবিধ কল্পনা।
এক চন্দ্র জলভেদে যেন দেখি নানা।। ৪৭।।

না লভিলে অবসাদ না' করিব চিত্তে।
লভিলে হরিষ না করিব হৃদিগতে।। ৪৮।।
অদৃষ্ট-অধীন সব, দৈব-নিয়োজিত।
দৈবযোগে সুখ-দুঃখে মিলে আচম্বিত।। ৪৯।।
উপায় চিন্তিব কিছু আহার-কারণে।
দেহের ধারণাহেতু করিব যতনে।। ৫০।।
দেহ-রক্ষা হৈলে উপজয় তত্ত্বজ্ঞান।
তত্ত্বজ্ঞান হৈলে মুক্তিপদ-উপাদান।। ৫১।।
দৈবযোগে অন্ন যদি ভাল-মন্দ মিলে।
তৃণবাস, তৃণশয্যা যেন-তেন পাইলে।। ৫২।।
তাহা লঞা তুষ্ট হৈব ন্যাসী দণ্ডধর।
সন্তোষ—পরমসুখ জানিব কেবল।। ৫৩।।
শৌচ, আচমন, স্নান, বিধি-বোধ করি'।
না করে আচার-ধর্ম্ম মুনি দণ্ডধারী।। ৫৪।।
ভাল-মন্দ দণ্ডধর মুনি-না বিচারে।
লীলায় ঈশ্বর যেন নানা-কর্ম্ম করে।। ৫৫।।
স্বর্গবাস, সুখভোগ—দুঃখ পরকালে।
এতেক জানিঞা যা'র বৈরাগ্য অন্তরে।। ৫৬।।
জিজ্ঞাসা করিয়া গুরু করিব আশ্রয়।
পরিচর্য্যা করিয়া ভজিব অতিশয়।। ৫৭।।
'আমি গুরু' কেবল জানিহ দৃঢ়-মনে।
শ্রদ্ধা করি' গুরু আরাধিব অনুক্ষণে।। ৫৮।।
উপদেশ লইয়া ভক্তি সাধিব আমার।
তবে মুনি লীলায় সংসার হয় পার।। ৫৯।।

অজিতেন্দ্রিয়ের সন্ন্যাস বিনাশের কারণ

যদি ছয়-রিপু না জিনিল দণ্ডধর।
প্রচণ্ড ইন্দ্রিয়গণ পীড়ে নিরন্তর।। ৬০।।
বিষয়-বৈরাগ্য নৈল, জ্ঞান উতপন্ন।
দণ্ড ধরি' জীয়ে মাত্র সন্ন্যাস-লক্ষণ।। ৬১।।
সেই পাপী সর্ব্বদেব কৈল অপহার।
আপনাকে আপনে হরিল দুরাচার।। ৬২।।
ইহলোক, পরলোক,—সব হৈল নাশ।
বিনাশের হেতু তা'র কেবল সন্ন্যাস।। ৬৩।।

চারি আশ্রমের করণীয়

অহিংসা, সন্ন্যাসধর্ম্ম—শম, দম, ক্ষান্তি।
বানপ্রস্থ-ধর্ম্ম—তপ, তত্ত্বজ্ঞান, শান্তি।। ৬৪।।
গৃহস্থকুলের ধর্ম্ম—সর্ব্বজীব-রক্ষা।
ব্রহ্মচারি-ধর্ম্ম—গুরুসেবা-ব্রত, ভিক্ষা।। ৬৫।।
ব্রহ্মচর্য্য, তপ, শৌচ, আমার সেবন।
ঋতুকালে ধর্ম্মপত্নী করিবে সম্ভাষণ।। ৬৬।।
গৃহস্থকুলের ধর্ম্ম এ-সব লক্ষণ।
চারি বেদ, চারি ধর্ম্ম কৈল নিরূপণ।। ৬৭।।

শ্রীহরিভজন করিলে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম পালনের সার্থকতা

স্বধর্ম্ম করিয়া নিত্য যে ভজে আমারে।
সর্ব্বভূতে বসি আমি দেখে চরাচরে।। ৬৮।।
আমার ভজন-বিনে আন নাহি জানে।
ভক্তিযোগ হয় তা'র আমার চরণে।। ৬৯।।
আমি ব্রহ্ম, উতপতি-প্রলয় পালন।
সর্ব্বলোক-মহেশ্বর, সভার জীবন।। ৭০।।
হেন আমি—ব্রহ্ম পায় ভকতি-কারণে।
পরিত্রাণ-হেতু আর নাহি ভক্তি-বিনে।। ৭১।।
কহিল উদ্ধব, তুমি যে কিছু পুছিলে।
যেরূপে আমারে পায়, ভক্তগণ তরে।।" ৭২।।
ভক্তিরসগুরু শ্রীল-গদাধর জান।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস-গান।। ৭৩।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামেকাদশস্কন্ধে
কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী-অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।। ১৮।।

ঊনবিংশ অধ্যায়

শ্রীহরিপাদপদ্মই শুদ্ধ জ্ঞানীর অভিলসিত

(নট-রাগ)

পুনরপি কহে কথা প্রভু ভগবান্।
"শুন, হে উদ্ধব, তুমি ভকত-প্রধান।। ১।।
তত্ত্বজ্ঞান হৈল যা'র শ্রুতি-তত্ত্বগতি।
অনুমান-বিচক্ষণ, নিরমল-মতি।। ২।।
মায়ামাত্র সব যদি জানিল গেয়ানে।
জ্ঞান সমর্পিব তবে আমার চরণে।। ৩।।
জ্ঞানীর বাঞ্ছিত আমি, ইষ্ট, প্রিয় ধন।
আমাকে লভিলে, জ্ঞানে কিবা প্রয়োজন? ৪
স্বর্গ-অপবর্গ নাহি বাঞ্ছে আমা-বিনে।
জ্ঞানী বিচক্ষণ-মাত্র মোর তত্ত্ব জানে।। ৫।।
জ্ঞানী প্রিয়তম মোর, জ্ঞানে মোরে ধরে।
আমাকে লভিলে জ্ঞানী সব পরিহরে।। ৬।।

শ্রীকৃষ্ণভজনই জ্ঞানীর কর্ত্তব্য

তীর্থ, তপ, জপ, দান, পুণ্যকর্ম্ম যত।
এক-কলা জ্ঞান-সম নহে ধর্ম্মযুত।। ৭।।
বুঝিয়া, উদ্ধব, তুমি জ্ঞানে আমা' ভজ।
আমাকে লভিবে তুমি, সর্ব্বধর্ম্ম ত্যজ।। ৮।।
জ্ঞান-যজ্ঞে আমাকে ভজিয়া মুনিগণে।
মুক্তিপদ পাইয়া গেল বৈকুণ্ঠভুবনে।। ৯।।
যে তুমি, উদ্ধব, দেখ ত্রিবিধ প্রকার।
এ-সব কেবল মায়া অনাদি-সংসার।। ১০।।
প্রলয়ে না থাকে কিছু, না ছিল পূরবে।
মধ্যকালে মায়ার বিলাস নানারূপে।। ১১।।
আদি-অন্ত মধ্যে যেই, সেই মাত্র সত্য।
আর সব যত দেখ, কিছু নহে তথ্য।।" ১২।।

শুদ্ধভক্তি যোগ সম্পর্কে শ্রীউদ্ধবের জিজ্ঞাসা

শুনিঞা উদ্ধব তবে জ্ঞানের মহিমা।
জ্ঞান জিজ্ঞাসিল ভক্তি-বৈরাগ্যের সীমা।। ১৩।।
"বিশ্বেশ্বর, বিশ্বমূর্ত্তি, পুরুষ-পুরাণ।
ভক্তিযোগ কহ, নাথ, ভকতি বিধান।। ১৪।।
বিশুদ্ধ বিজ্ঞান কহ, ভকতি-লক্ষণ।
ভক্তিযোগ কহ, যাহা বাঞ্ছে মুনিগণ।। ১৫।।

এ ঘোর সংসার-মাঝে মুঞি নিপতিত।
নিরবধি তাপত্রয়ে কেবল তাপিত।। ১৬।।
তোমার পদারবিন্দ-ছত্র সুশীতল।
অমৃতের ধারা যাহে বহে নিরন্তর।। ১৭।।
সভে ঐ-চরণে শরণ—মোর আশা।
এ-দুঃখ তরিতে আর না দেখি ভরসা।। ১৮।।
কালসর্পে দংশিল সকল কলেবর।
ভবকূপে নিপতিত মুঞি সে কেবল।। ১৯।।
শরণবৎসল নাথ, কৃপায় উদ্ধার'।
বচন-অমৃতে অঙ্গ অভিষেক কর।।" ২০।।

শ্রীকৃষ্ণের শ্রীভীষ্মবর্ণিত ভক্তিযোগ-বর্ণন

উদ্ধবের বচন শুনিঞা জগন্নাথ।
কহিতে লাগিলা তবে পূরব-সংবাদ।। ২১।।
"যুধিষ্ঠির রাজা ছিল ধর্ম্ম-কলেবর।
এই জিজ্ঞাসিল তিঁহো ভীষ্মের গোচর।। ২২।।
হইল ভারতযুদ্ধ, কুল হৈল ক্ষয়।
জ্ঞাতিবধ-ভয়ে রাজা আকুল-হৃদয়।। ২৩।।
এই জিজ্ঞাসিল আমা' সভা-বিদ্যমানে।
ভীষ্মমুখে নানা-ধর্ম্ম শুনিঞা শ্রবণে।। ২৪।।
মোক্ষধর্ম্ম জিজ্ঞাসিল ধর্ম্মের নন্দন।
সেই ধর্ম্ম কহি, শুন মুকতিলক্ষণ।। ২৫।।
ভীষ্মমুখে শুনিল সকল তত্ত্বজ্ঞান।
বৈরাগ্য-বিজ্ঞানযুত, ভকতি-নিদান।। ২৬।।
কহিব, উদ্ধব, জ্ঞান ভীষ্ম-মুখরিত।
ভক্তিজ্ঞানযুত হৈয়া স্থির কর চিত।। ২৭।।
জগত-কারণ-তত্ত্ব কহি নানা-ভেদে।
সভে এক-তত্ত্ব মাত্র জানিবা সাক্ষাতে।। ২৮।।
এই সে আমার মত, এই তত্ত্বজ্ঞান।
আর যত দেখ, সব কিছু নহে আন।। ২৯।।
জগতের উতপতি, প্রলয়, পালন।
জগতের ভিন্ন তত্ত্ব, এক সনাতন।। ৩০।।
একে হৈতে একের জনম-মৃত্যু-ভয়।
একে হৈতে একের সন্তোষ-দুঃখ হয়।। ৩১।।
এ-সব জানিহ তুমি মিছা মায়াময়।
মধ্যকালে দেখি, আদি-অন্ত সত্য নয়।। ৩২।।
আদি-অন্ত-মধ্যে যা'র না দেখি বিনাশ।
সত্যময়, নিত্য-সুখ, নিত্য-পরকাশ।। ৩৩।।
সেই সে জানিব সত্য, আর সব মিছা।
জ্ঞানে বিচারিলে, বৎস, কিছু নহে সাচা।। ৩৪।।
শুনিঞা সাক্ষাতে দেখি' কর অনুমান।
বিকল্প-কল্পনা সব, না হয় প্রমাণ।। ৩৫।।
এক আত্মা সর্ব্বদেহে, দেখি তাঁ'র রূপ।
জলভেদে চন্দ্র-সূর্য্য দেখি নানারূপ।। ৩৬।।
এইমতে আত্মা পূর্ণব্রহ্ম ভগবান্।
সর্ব্বজীবে রহে তিঁহো, সর্ব্বত্র সমান।। ৩৭।।
আত্মাকে অভেদ করি' নিব জ্ঞান-গড়ে।
ভেদবুদ্ধি পাষণ্ড-পামর-জনে করে।। ৩৮।।
কর্ম্মে বিনির্মিত সব, কর্ম্মের বিনাশ।
কর্ম্ম-ক্ষয়ে ব্রহ্মা পর্য্যন্তের নাশ।। ৩৯।।
প্রথমে কহিল ভক্তি-যোগের মহিমা।
পুনরপি কহি ভক্তি মুকতি-লক্ষণা।। ৪০।।
আমার অমৃত-কথা শ্রদ্ধা করি' শুনে।
আমার কীর্ত্তন-মাত্র করে অনুক্ষণে।। ৪১।।
পূজয়ে একান্ত-মতি, আমার স্তবন।
পরিচর্য্যা-পরায়ণ, সর্ব্বাঙ্গে বন্দন।। ৪২।।
আমার ভকত-পূজা অধিক করিব।
'সর্ব্বভূতে আমি-মাত্র'—কেবল দেখিব।। ৪৩।।
করিব সকল চেষ্টা আমার কারণে।
আমার মহিমা-গুণ কহিব বচনে।। ৪৪।।
সর্ব্বকর্ম্ম আমাতে করিব সমর্পণ।
আমার কারণে সর্ব্বকাম বিবর্জ্জন।। ৪৫।।
সুখভোগ-পরিত্যাগ, ধন-সমর্পণে।
যজ্ঞ, দান, তপ, হোম আমার কারণে।। ৪৬।।
আমার চরণে করে আত্ম নিবেদন।
এ-সব উপায়ে ভক্তি করিব সাধন।। ৪৭।।
'ভক্তিযোগ' হয় তবে চরণে আমার।
কি সিদ্ধি নহিল, কিবা অবশেষ আর? ৪৮

যে-জন আমাতে কৈল চিত্ত-আরোপণ।
ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য লভিল সেই জন।। ৪৯।।
আমার ভকতি করে ধর্ম্ম-উপাদান।
আত্মতত্ত্ব-দরশন, হয় তত্ত্বজ্ঞান।। ৫০।।
বিষয়ে বৈরাগ্য হয়, ভকতি-উদয়ে।
অণিমাদি-অষ্টৈশ্বর্য্য সাক্ষাতে মিলয়ে।। ৫১।।

শ্রীউদ্ধবের যম-নিয়ম-আদি সম্পর্কে প্রশ্ন

উদ্ধব পূছিল তবে বিনয় বচনে।
"এই জিজ্ঞাসিনু, নাথ, অভয়-চরণে।। ৫২।।
কত-পরকার, বল, 'সংযম-নিয়ম'।
কা'কে 'শম-দম' বলে, কহ বিবরণ।। ৫৩।।
'তিতিক্ষা' কাহারে বল, কা'রে 'বল-ধৃতি'?
তপ-দান' কা'রে বল, প্রভু প্রাণপতি? ৫৪
'ঋত-সত্য' কা'কে বল কাকে বল 'ত্যাগ'?
কি ধন 'দক্ষিণা', কা'কে কহ 'যজ্ঞভাগ'? ৫৫
'বিদ্যা', 'লজ্জা', 'শ্রী' কা'কে বল, গদাধর?
'সুখ দুঃখ লাভ' কা'কে বল, যদুবর।। ৫৬।।
'পথ-উপপথ' কিবা, কে 'মূর্খ', 'পণ্ডিত'?
'ধনাঢ্য' কাহারে বল' দরিদ্র' দুঃখিত? ৫৭
কেবা, বন্ধু', কিবা 'গৃহ', 'ঈশ্বর', 'কৃপণ'?
কহ, নাথ, এই-সব মোর নিবেদন।। ৫৮।।
এইসব প্রশ্ন মোর চিত্তের সংশয়।
যে হয়, যে নহে, নাথ, কহিবে নির্ণয়।।" ৫৯।।

শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক উত্তর প্রদান

ভৃত্যের বচন শুনি' পুরুষকেশরী।
কহিতে লাগিলা তবে ধর্ম্ম-অধিকারী।। ৬০।।
"সত্যবাদী' হিংসা-চৌর্য্যকর্ম্ম-বিবর্জ্জন।
সর্ব্বসঙ্গ ত্যাগ, লজ্জা, সঞ্চয়-খণ্ডন।। ৬১।।
স্থৈর্য্য, ব্রহ্মচর্য্য, মৌন, আস্তিক্য-সাধন।
ক্ষমা, ভয়-আদি—এই দ্বাদশ 'যম'।। ৬২।।
শৌচ, হোম, জপ, তপ, আমার অর্চ্চন।
শ্রদ্ধাতিথ্য, তীর্থসেবা, আচার্য্য-সেবন।। ৬৩।।
পর-হেতু সর্ব্বচেষ্টা, তুষ্টি আলম্বন।
দ্বাদশ প্রকার এই কহিল 'নিয়ম'।। ৬৪।।
আমাতে বুদ্ধির নিষ্ঠা—'শম' সবে বলি।
ইন্দ্রিয়-সংযম দম' বুঝিব বিচারি।। ৬৫।।
সর্ব্বদুঃখ সহিব—'তিতিক্ষা' এই জানি।
জিহ্বা-শিশ্ন-জয়—'ধৃতি'-এই সে বাখানি।। ৬৬।।
পরদণ্ড-পরিত্যাগ—এই 'মহাদান'।
সর্ব্বকাম-বিসর্জন—এই 'তপ'-নাম।। ৬৭।।
স্বভাব জিনিব—'শৌর্য্য'-পদে অর্থ করি।
'সত্য'-পদে সমদৃষ্টি—এই অবধারি।। ৬৮।।
সর্ব্বকর্ম্ম-ফলত্যাগ 'শৌচে'র লক্ষণ।
সন্ন্যাস— উত্তম 'ত্যাগ' বলে বুধজন।। ৬৯।।
ইষ্টধন' ধর্ম্মমাত্র, 'যজ্ঞ'-রূপ আমি।
উত্তম 'দক্ষিণা'—জ্ঞান-উপদেশ-বাণী।। ৭০।।
সেই সে 'পরম-বল'—পবন-ধারণা।
এই 'মহাভাগ্য' কহি ঈশ্বর-ভাবনা।। ৭১।।
সেই সে উত্তম 'লাভ' ভকতি আমার।
সেই 'বিদ্যা'—ভেদ-বুদ্ধি না দেখি যাহার।। ৭২।।
বিকর্ম্ম দেখিয়া নিন্দা—তা'কে 'লজ্জা' বলি।
সব ঠাঞি নিরপেক্ষ— গুণে কহি 'শ্রী'।। ৭৩।।
সুখ-দুঃখ-বিবর্জিত— এই 'মহাসুখ'।
কামভোগ-সুখাপেক্ষা—এই 'মহাদুঃখ'।। ৭৪।।
বন্ধ-মোক্ষ জানে—সেই 'পণ্ডিত-প্রধান'।
দেহ-গেহে অহঙ্কার—'মূর্খ' তা'র নাম।। ৭৫।।
যে পথে আমাকে লভে—সে 'পথ উত্তম'।
চিত্তের বিক্ষেপ—সেই 'উৎপথ'-লক্ষণ।। ৭৬।।
সেই 'স্বর্গ'—সত্ত্বগুণ দেখিয়ে যাহার।
তমোগুণ বটে সেই 'নরক-দুয়ার'।। ৭৭।।
আমি সে 'পরমবন্ধু', গুরু, হিতকর।
সেই সে উত্তম 'ঘর'—নর-কলেবর।। ৭৮।।
সে-জন 'ধনাঢ্য', যেই পূর্ণ সর্ব্বগুণে।
অসন্তুষ্ট—'দরিদ্র' জানিব ত্রিভুবনে।। ৭৯।।
অজিত ইন্দ্রিয় যেই, সে-জন 'কৃপণ'।
গুণে সঙ্গ নাহি যাঁ'র—'ঈশ্বর'-লক্ষণ।। ৮০।।

কহিল, উদ্ধব, তুমি যে কিছু পুছিলে।
সব ঠাঞি গুণ-দোষ বুঝি' বিচারিলে।। ৮১।।
প্রয়োজন নাহি আর বিস্তর-বর্ণনে।
সেই দোষ—গুণ-দোষ দেখি অনুক্ষণে।। ৮২।।
সেই গুণ—গুণ-দোষ, এ-দুই বর্জ্জন।
কহিল, উদ্ধব, সব প্রশ্ন-বিবরণ।।" ৮৩।।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস-ভাষা।
সব পরিহরিঃ', ভাই, কৃষ্ণে ধর আশা।। ৮৪।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামেকাদশস্কন্ধে
কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী-উনবিংশোঽধ্যায়ঃ।। ১৯।।

বিংশ অধ্যায়

শ্রীউদ্ধবের বেদোক্ত কর্ম্মসমূহের গুণ-দোষ-
বিচার-সম্পর্কীয় প্রশ্ন
(কেদার-রাগ)

প্রভুর বচন শুনি, মতি করি' স্থির।
তবে আর জিজ্ঞাসিলা উদ্ধব সুধীর।। ১।।
"তোমার নিগম-বাণী—বিধি-প্রতিষেধ।
সব ঠাঞি কহে বেদে গুণ-দোষ-ভেদ।। ২।।
বর্ণাশ্রমধর্ম্ম গুণ-দোষ-দৃষ্টি ধরে।
দ্রব্য-দেশ-কাল গুণ-দোষ ভেদ করে।। ৩।।
স্বর্গ-নরক দুই—এই বেদ-বাণী।
গুণ-দোষ দুই ভেদ বেদমুখে শুনি।। ৪।।
সভার ঈশ্বর বেদ, সর্ব্বলোক-আঁখি।
বেদ-চক্ষে সব দেখি, বেদমুখে সাক্ষী।। ৫।।
গুণদোষ—ভেদদৃষ্টি নিগম তোমার।
গুণদোষে-ভেদজ্ঞানে না ঘুচে সংসার।। ৬।।
সেই বেদ করে পুন ভেদ-নিবারণ।
এই বড় নাথ, মোর চিত্তগত ভ্রম।।" ৭।।

কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তিযোগাধিকারীর লক্ষণ

উদ্ধবের বাণী শুনি' প্রভু ভগবান্।
কহিতে লাগিলা তবে ভ্রম-সমাধান।। ৮।।
"লোক পরিত্রাণ-হেতু তিন যোগ কহি।
'কর্ম্মযোগ', 'জ্ঞানযোগ', 'ভক্তিযোগ', এহি।। ৯।।
উপায় না দেখি আর সংসার-তারণে।
তে-কারণে তিন যোগ কহিল আপনে।। ১০।।
কর্ম্ম-ন্যাস করিয়া নির্ব্বিণ্ণ হৈয়া থাকে।
সভে সেই মাত্র অধিকারী জ্ঞান-যোগে।। ১১।।
নির্ব্বিণ্ণ না হয়, কামভোগ-গত চিত্ত।
তা'র হেতু কর্ম্মযোগ বেদ-বিনির্ম্মিত।। ১২।।
কিঞ্চিৎ বৈরাগ্য-মাত্র, নির্ব্বিণ্ণ না হয়।
সুখভোগ-গত চিত্ত, নহে অতিশয়।। ১৩।।
মহাভাগ্যোদয় হয় যখনে যাহার।
শ্রদ্ধা মাত্র করে কথা-শ্রবণে আমার।। ১৪।।
ভক্তিযোগ হয় তা'র, ছুটে ভবভয়।
কর্ম্মবন্ধ নহে, আর সর্ব্বসিদ্ধি হয়।। ১৫।।
বিষয়-বৈরাগ্য যা'র নহে যতকাল।
তাবৎ করিব কর্ম্ম, এ-লোক আচার।। ১৬।।
আমার অমৃত-কথা-শ্রবণ-কথনে।
শ্রদ্ধা নাহি যাবৎ জনমে যতদিনে।। ১৭।।
তাবৎ করিব কর্ম্ম, এহি সুনিশ্চিত।
তিন-যোগ অধিকারী—এ-তিন-নির্ণীত।। ১৮।।

স্বধর্ম্ম-পালনরত নিষ্কাম কর্ম্মযোগী স্বর্গে বা
নরকে গমন করেন না

স্বধর্ম্মে থাকিয়া নানা যজ্ঞ করি' যজে।
কর্ম্মফল তেজিয়া কেবল আমা' ভজে।। ১৯।।

স্বর্গ-নরক দুই সে-জন না যায়।
যদি কদাচিৎ মন বিকর্ম্মে না ধায়।। ২০।।

মানবদেহে শ্রীকৃষ্ণারাধনায় সর্ব্বমঙ্গলোদয়

এই দেহে সর্ব্বসিদ্ধি হয় উপাদান।
ভক্তিযোগ, আমার বিশুদ্ধ তত্ত্বজ্ঞান।। ২১।।
নরদেহ বাঞ্ছা করে স্বর্গবাসিগণে।
নারকী না তরে দুঃখ নরদেহ-বিনে।। ২২।।
ভক্তি-জ্ঞান সাধে মাত্র নর-কলেবরে।
স্বর্গবাসী হঞা কিছু সাধিতে না পারে।। ২৩।।
মানুষ-শরীর ধরি' সাধি' ভক্তি-যোগ।
স্বর্গ নরকে মাত্র পাপ-পুণ্যভোগ।। ২৪।।
এ-বোল বুঝিয়া বিচক্ষণ, মতিমান্।
স্বর্গ, নরক— দুই দেখিব সমান।। ২৫।।
'সকল ঈশ্বর মায়া'—মনে বিচারিব।
'স্বর্গ'-নরক-মধ্যে' এক না বাঞ্ছিব।। ২৬।।
মানুষ-শরীর না বাঞ্ছিব কদাচিত।
দেহযোগে এ-ঘোর সংসারে নিপতিত।। ২৭।।
এ-বোল বুঝিয়া মৃত্যু যাবৎ না ঘটে।
তাবৎ সাধিয়া মোক্ষ তরি' যাইব ঝাটে।। ২৮।।
অনিত্য মানুষ জন্ম সর্ব্বসিদ্ধি হেতু।
অপার-সংসার সিন্ধু-পরিত্রাণ-সেতু।। ২৯।।

শ্রীগুরুচরণাশ্রয়ে শ্রীহরিভজনই বুদ্ধিমান জনের কর্ত্তব্য

হংস-পক্ষী রহে ভববৃক্ষে করি' বাস।
যমদূতে কাটিয়া সমূলে করে নাশ।। ৩০।।
বুঝিয়া ছাড়িব বৃক্ষ 'হংস' মতিমান্।
নিজসুখে পরিপূর্ণ, নিরমল-জ্ঞান।। ৩১।।
রাত্রি-দিনে পরমায়ু-কাল মৃত্যু হরে।
বুঝিয়া আকুল বুধ, কম্পিত অন্তরে।। ৩২।।
সর্ব্বসঙ্গ তেজি', সর্ব্ব-চেষ্টা পরিহরি'।
শান্ত হঞা রহে বুধ তত্ত্বে মন ধরি'।। ৩৩।।
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কলেবর নরদেহ ধরি'।
সুলভ দুর্লভ, তবে ভবসিন্ধু-তরী।। ৩৪।।
আমি অনুকূল বাত, গুরু—কর্ণধার।
তবে যদি নহে জীব ভব-সিন্ধু পার।। ৩৫।।
আত্মঘাতী সেই পাপী, জানিব নিশ্চিত।
ভবকূপে নিপতিত কেবল বঞ্চিত।। ৩৬।।

শ্রীহরিসম্বন্ধি বস্তুতে ক্রমে ক্রমে মনো-সংযোগ পূর্ব্বক স্থিরতালাভ কর্ত্তব্য

সর্ব্বারম্ভ-পরিত্যাগী, নির্ব্বিণ্ণ সংসারে।
অভ্যাসে চঞ্চল মন রুধিব অন্তরে।। ৩৭।।
যদি মন ধরিতে না পারে কদাচিত।
অনুরোধে মন বান্ধি' রাখিব পণ্ডিত।। ৩৮।।
মনোগতি না ছাড়িব, পবন-দুয়ার।
জিনিব ইন্দ্রিয়গণ, প্রাণ, অহঙ্কার।। ৩৯।।
সত্ত্বগুণে মনোবশ করিব যতনে।
এই সে পরমযোগ—মনোনিরোধনে।। ৪০।।
চঞ্চল তুরঙ্গ যেন, বুঝি' তা'র মন।
অলপে অলপে রাখে করিয়া দমন।। ৪১।।
এইরূপে বশ করি মন দুরাচার।
জনম-মরণ মাত্র দেখিব সভার।। ৪২।।
যাবৎ চঞ্চল মন নহে ত' প্রসন্ন।
তাবৎ দেখিব—সত্য নহে ত্রিভুবন।। ৪৩।।
গুরু উপদেশে যদি স্থিরচিত্ত হৈল।
সর্ব্বত্র বৈরাগ্য যদি কেবল জন্মিল।। ৪৪।।
চিন্তিতে চিন্তিতে মন তেজে দুর্বাসনা।
স্থির হঞা রহে মন তেজিয়া কল্পনা।। ৪৫।।

চিত্তের স্থিরতা ও কামভোগ-দূরীকরণোপায়

সংযম-নিয়ম-আদি যোগপথ সাধি'।
তত্ত্বজ্ঞানে মন বশ করে নিরবধি।। ৪৬।।
আমার মধুর-মূর্ত্তি করি' উপাসনা।
শ্রবণ, কীর্ত্তন, ধ্যান, অর্চ্চন, বন্দনা।। ৪৭।।
এইরূপে বশ করি' মন-তুরঙ্গম।
আমার চরণে ধরি' করিব সংযম।। ৪৮।।

যদি যোগী প্রমাদে নিন্দিত কর্ম্ম করে।
দহিব সকল পাপ নিজ-যোগবলে।। ৪৯।।
আমার কথায় যা'র শ্রদ্ধা জনমিলা।
সর্ব্বকর্ম্ম তেজিয়া নির্ব্বিণ্ণ যদি হৈলা।। ৫০।।
যদি বিচারিল—কামভোগ দুঃখময়।
তেজিতে না পারে, রাগ দূর নাহি হয়।। ৫১।।
পীরিতি করিয়া তবে ভজিব আমারে।
হৃদয়ে নিশ্চল করি' শ্রদ্ধা-পুরস্কারে।। ৫২।।
কামভোগ পরকালে দেখি দুঃখময়।
ভোগমাত্র করে, দুঃখ ভাবিয়া হৃদয়।। ৫৩।।

ভক্তিযোগীরই অক্লেশে সর্ব্বানর্থ-নিবৃত্তি
ও সর্ব্বার্থসিদ্ধি লাভ

ভক্তিভাবে নিরবধি সভে আমা' ভজে।
তবে আমি রহি তা'র হৃদয়-পঙ্কজে।। ৫৪।।
হৃদিগত কাম তা'র সব দূর যায়।
সংসার তরিতে এই উত্তম উপায়।। ৫৫।।
আমাকে দেখিলা যে সকল-জীবময়।
হৃদিগত গ্রন্থি ছুটে, ছিণ্ডয়ে সংশয়।। ৫৬।।
সর্ব্বকর্ম্মক্ষয় তা'র হয় সেইক্ষণে।
এ-বোল বুঝিয়া ভক্তি সাধিব যতনে।। ৫৭।।
আমার ভকতিযুত যোগী মহাশয়।
জ্ঞান-বৈরাগ্যাদি তা'র যদি বা না হয়।। ৫৮।।
পায় ভক্তিযোগ মুক্তিপদ উপাদান।
এই-সে কারণে ভক্তি সাধে মতিমান্।। ৫৯।।
নানা-কর্ম্ম, তপ-পুণ্য-দানধর্ম্ম সাধি'।
তবে জ্ঞান বৈরাগ্য যতেক হয় সিদ্ধি।। ৬০।।
এইরূপে ভক্তিযোগে ভকত আমার।
সে-সকল সিদ্ধি লভে, সুখে হয় পার।। ৬১।।
স্বর্গ-অবপর্গ যদি বাঞ্ছে কদাচিত।
ভকতজনের মিলে অশেষ বাঞ্ছিত।। ৬২।।
আমার ভকত কিছু বাঞ্ছা নাহি করে।
দিলেহ সম্পদ্ আমি, দূরে পরিহরে।। ৬৩।।
কৈবল্য সম্পদ্ আমি দিলেহ না লয়।
সব ঠাঞি নিরপেক্ষ, উদার আশয়।। ৬৪।।
নিরপেক্ষ, নিষ্কাম যে-জন মহামতি।
সেই সে আমাতে লভে একান্ত-ভকতি।। ৬৫।।
একান্ত-ভকত হয় যে জন আমার।
শুভাশুভ, গুণ-দোষ একো নাহি তা'র।। ৬৬।।
সমচিত্ত, সাধুবুদ্ধি, বচনের পার।
শুভাশুভ কর্ম্মে তা'র নাহি অধিকার।। ৬৭।।
আমি যে কহিল পথ, যে করে আশ্রয়।
সর্ব্বত্র কল্যাণ, বিষ্ণুপদে গতি হয়।।" ৬৮।।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস-বাণী।
ভক্তিরস-সমুদিত প্রেমতরঙ্গিণী।। ৬৯।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামেকাদশস্কন্ধে
কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী-বিংশোঽধ্যায়ঃ।। ২০।।

একবিংশ অধ্যায়

ভক্তিমার্গ পরিত্যাগকারীর অশেষ দুর্দ্দশা

(বরাড়ী-রাগ)

এই সে আমার পথ ভকতি-লক্ষণ।
তত্ত্বজ্ঞান, বৈরাগ্য যাহাতে উতপন্ন।। ১।।
এ-পথ তেজিয়া যেবা ক্ষুদ্রপথে চলে।
চঞ্চল জীবন পাইয়া কামভোগ করে।। ২।।
গতাগত-দুঃখ দূর না হয় তাহার।
জনম-মরণ মাত্র, দুঃখ সভে সার।। ৩।।
ভক্তি-জ্ঞানে গুণ-দোষ একোহি না ধরি।
কর্ম্ম-পথে গুণ-দোষ বুঝিয়া বিচারি।। ৪।।
যা'র যে যে অধিকার, সেই 'গুণ' কহি।
নিজ-ধর্ম্ম বিলঙ্ঘন, 'দোষ' হয় সেহি।। ৫।।
দ্রব্যগত দোষ গুণ করিয়া বিচার।
শুদ্ধাশুদ্ধ নিরূপিয়া করি ব্যবহার।। ৬।।
ধর্ম্ম-ব্যবহার দেহ-ধারণ-কারণে।
আচার-কারণে ধর্ম্ম করি নিরূপণে।। ৭।।
ধর্ম্মপর-জনে এই দেখাই আচার।
ভক্তি-জ্ঞানে নাহি কভু কর্ম্ম-অধিকার।। ৮।।
নানা নাম, রূপ তা'র বেদবাণী ধরে।
সকল সমান দ্রব্য, নানা-ভেদ করে।। ৯।।
পঞ্চভূত-দেহে করে বিবিধ-ভাবনা।
লোক-ব্যবহার-হেতু বিবিধ-কল্পনা।। ১০।।

কাম্যকর্ম্ম প্রধান ব্যক্তিগণের কর্ত্তব্য বর্ণন

দেশ-কাল-দ্রবগত নির্ণয় করিয়া।
দোষ-গুণ ধরি আমি দ্রব্য বিচারিয়া।। ১১।।
কৃষ্ণসারমৃগ-দ্বিজ-ভক্তিহীন দেশ।
সে দেশ বর্জ্জিব, তা'থে নাহি পুণ্যলেশ।। ১২।।
সুপুরুষ বৈসে যথা, বৈসে কৃষ্ণসার।
পুণ্যতম সে দেশ, কর্ম্মের অধিকার।। ১৩।।
অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ সংস্কার-বর্জ্জিত।
যে দেশ উষরভূমি, সে দেশ পতিত।। ১৪।।
শুদ্ধাশুদ্ধ বুঝি, কর্ম্ম করে শুদ্ধকালে।
অশুদ্ধ সময়ে কর্ম্ম ফল নাহি ধরে।। ১৫।।
শুদ্ধকাল পাইয়া কর্ম্ম করে বিচক্ষণ।
অশুদ্ধ সময়ে সর্ব্বকর্ম্ম-বিবর্জ্জন।। ১৬।।
দ্রব্যগত শুদ্ধাশুদ্ধ করিয়া নির্ণয়।
শুদ্ধদ্রব্য দিয়া কর্ম্ম করে শুদ্ধাশয়।। ১৭।।
কোন দ্রব্য শুদ্ধ হয় সলিল-প্রোক্ষণে।
কোন দ্রব্য শুদ্ধ হয় ব্রাহ্মণ-বচনে।। ১৮।।
কোন দ্রব্য শুদ্ধ হয় সংস্কার-বিশেষে।
অশুদ্ধ জানিবে দ্রব্য অশুদ্ধ-পরশে।। ১৯।।
কোন দ্রব্য অশুদ্ধ পতিত-পরশনে।
কোন দ্রব্য দুষ্ট হয় অশুদ্ধ-বচনে।। ২০।।
কোন দ্রব্য কালে শুদ্ধ, কালে দুষ্ট হয়।
এইরূপে শুদ্ধাশুদ্ধ করিব নির্ণয়।। ২১।।
অশৌচ-সময়ে হয় অশুদ্ধ সকল।
গ্রহণ-সময়ে হয় পবিত্র কেবল।। ২২।।
ধান্য, তৃণ, দারু, শুদ্ধ হয় চিরকালে।
অস্থি, চর্ম্ম, ভূমি শুদ্ধ হয় রবিজালে।। ২৩।।
রস-দ্রব্য ধাতু-দ্রব্য শুদ্ধ হুতাশনে।
পথ, ভূমি শুদ্ধ হয় আপ ও পবনে।। ২৪।।
গোময়-মার্জ্জনে শুদ্ধ অঙ্গন-চত্ত্বর।
জল-মৃত্তিকায়ে শুদ্ধ বাহ্য কলেবর।। ২৫।।
স্নান, দান, তপ, শৌচ বিবিধ সংস্কারে।
বাহ্য কলেবর শুদ্ধ হয় নানা-পরকারে।। ২৬।।
আমার স্মরণে ধীর শোধিব অন্তর।
শুদ্ধ হৈয়া কর্ম্ম তবে সাধিব সকল।। ২৭।।
গুরুমুখে মন্ত্রজ্ঞান, মন্ত্রের শোধন।
কর্ম্মশুদ্ধ আমার চরণে সমর্পণ।। ২৮।।
শুদ্ধ হৈঞা শুদ্ধদ্রব্যে শুদ্ধ কর্ম্ম করি।
তবে সে পরমধর্ম্ম সাধিবারে পারি।। ২৯।।
শুদ্ধকালে শুদ্ধকর্ম্ম-শুদ্ধদ্রব্য দিয়া।
বিচার না করে শুদ্ধকর্ম্ম শুদ্ধ হৈঞা।। ৩০।।
সেই সে অধর্ম্ম হয় ধর্ম্ম-বিপরীত।
যেই গুণ, সেই দোষ, শুদ্ধ-বিবর্জ্জিত।। ৩১।।
যেই দোষ, সেই গুণ, বিধিযুত হৈলে।
গুণ-দোষ ধরি বিধি-নিয়মের বলে।। ৩২।।

গুণ-দোষ যা'র যা'র সহজ আচার।
গুণ-দোষ নাহি তা'থে কুল-ব্যবহার।। ৩৩।।
কর্ম্মদোষে পাতকীর পাতক না হয়।
সহজে পাতকী কর্ম্ম করে দোষময়।। ৩৪।।
সহজে পাতকী—হীন, পতিত, চণ্ডাল।
সুরাপান-আদি করে নিন্দিত-আচার।। ৩৫।।
পাতকীর পাতক না হয় দুরাচারে।
আছাড়ে পড়িলে আর না পড়ে আছাড়ে।। ৩৬।।
যা'তে যা'তে হৈতে লোক হয় নিবর্ত্তন।
তা'তে তা'তে হৈতে তা'র হয় বিমোচন।। ৩৭।।
এই সে পরমধর্ম্ম দুঃখ-নিবারণে।
বিষয়ে আসক্তি হয় বিষয় ধেয়ানে।। ৩৮।।
আসক্তি জন্মিলে কাম বাঢ়ে অনুক্ষণ।
কাম বাঢ়াইলে সব হরয়ে চেতন।। ৩৯।।
কাম জনমিলে বাঢ়ে বিরোধ-কোন্দল।
কোন্দল বাঢ়িলে ক্রোধ বাঢ়ে নিরন্তর।। ৪০।।
তমোগুণে তবে তা'র চেতন সংহারে।
চেতন হরিলে রহে শূন্য কলেবরে।। ৪১।।
এই হেতু কামী পাপ করে নিরন্তর।
কামে বশ হঞা পড়ে নরক-ভিতর।। ৪২।।
বুদ্ধিভ্রম হয় তা'র, মূর্চ্ছিত-সমান।
মৃত-তুল্য নিজ-পর না হয় গেয়ান।। ৪৩।।
বৃক্ষপ্রায় ব্যর্থ জীয়ে যেন চর্ম্মকোষ।
বিষয়ের সঙ্গে এহি-সব নানাদোষ।। ৪৪।।

বেদে ফলশ্রুতির অভিপ্রায়

যত ফলশ্রুতি শুনি, যত কর্ম্মফল।
কর্ম্ম-রুচি-হেতু মাত্র জানিব সকল।। ৪৫।।
পরিত্রাণ-হেতু কিছু নহে ফলশ্রুতি।
তত্ত্ব না বুঝিয়া ফল কহে জড়মতি।। ৪৬।।
রোগ-নিবারণ-হেতু ঔষধ খাওয়াই।
খণ্ড-লাড়ু দিয়া যেন ছাওয়াল ভাণ্ডাই।। ৪৭।।
এইমত ফলশ্রুতি মূর্খ বুঝাইতে।
প্রবর্ত্ত করায় বেদ মূর্খে কর্ম্মপথে।। ৪৮।।

জনমিয়া মাত্র জীব কামভোগে রত।
আকুল হৃদয়, ধন-সুত-দারগত।। ৪৯।।
অনর্থ কারণ ধন-সুত-পরিবার।
ইহাতে আকুল-চিত্ত সহজে সভার।। ৫০।।
তত্ত্ব বিস্মরিয়া ভ্রমে এ-ঘোর সংসারে।
সহজে অবুধ লোক কর্ম্মপথে চলে।। ৫১।।
তবে কেনে নিয়োজিব পুণ্য-কর্ম্মপথে?
আপনে পণ্ডিত বেদ জানেন সাক্ষাতে।। ৫২।।
বেদ তত্ত্ব না জানিয়া কুপণ্ডিতগণে।
কুসুমিত ফলশ্রুতি তত্ত্ব করি' মানে।। ৫৩।।
অজ্ঞান পণ্ডিত তা'রা, জ্ঞানে বিমোহিত।
পুষ্প-ফলশ্রুতি ধরে কৃপণ, বঞ্চিত।। ৫৪।।
কামলোভে মূঢ়মতি, করে মধুপান।
নিজলোক, পরলোক নাহি ভেদজ্ঞান।। ৫৫।।

ভক্তিমার্গই ভগবৎসম্মত

এ-সবে আমাকে না জানিল কদাচিত।
হৃদিগত প্রভু আমি সাক্ষাতে বিদিত।। ৫৬।।
প্রাণ-মাত্র তৃপিত করয়ে বেদ-জড়।
বিষয়-ধেয়ানে চিত্ত আকুল কেবল।। ৫৭।।
আমার সম্মত পথ এই সুনিশ্চিত।
তত্ত্ব না বুঝিয়া ফল মানে কুপণ্ডিত।। ৫৮।।
যদি হিংসা করিব, ছাড়িতে নাহি পারে।
তবে পশু হিংসিব কেবল যজ্ঞকালে।। ৫৯।।
নহে বেদবিধি, তাহে আছে কথঞ্চিত।
বেদতত্ত্ব না বুঝিয়া ভ্রমে কুপণ্ডিত।। ৬০।।
পশুবধ কৌতুকে করয়ে যে-যে জনা।
নানা-যজ্ঞে দেব-পিতৃ করে আরাধনা।। ৬১।।
ইহলোক, পরলোক স্বপন-সমান।
দেখিতে শুনিতে মাত্র প্রিয় হেন ভান।। ৬২।।
ইহার কারণে নানা-প্রাণী বধ করে।
ধনের কারণে নিজ-ধন পরিহরে।। ৬৩।।
সঙ্কল্প করিয়া ধন তেজে আপনার।
ধন দিয়া ধন যেন কিনে বাণিজার।। ৬৪।।

রজোগুণে তমোগুণে হরয়ে চেতনা।
ইন্দ্র-আদি দেবগণে করে উপাসনা।। ৬৫।।
শ্রদ্ধা নাহি করে চিত্তে আমার ভজনে।
নানা-যজ্ঞে করে দেব-পিতৃ-আরাধনে।। ৬৬।।
এই অনুমান করে চিত্তের ভিতরে।
'এথা থাকি' দেব-পিতৃ ভজে নিরন্তরে।। ৬৭।।
এই পুণ্যে স্বর্গভোগ করিব বিহার।
এথা আসি জনম লভিব আরবার।। ৬৮।।
মহাকুল, মহাধন, দিব্য ঘর-পুরে।
এহিরূপে বিহরিব কত কত বারে।।" ৬৯।।

বেদবাক্য ভগবানকেই উদ্দেশ্য করিতেছে

এই পরকারে চিত্ত ভ্রমে নিরবধি।
পুষ্পিত-বচনে উপজয়ে ফল-বুদ্ধি।। ৭০।।
কামেতে ব্যাকুল চিত্ত, বাঢ়ে মদ-মান।
স্তব্ধ হঞা করে দ্বিজ-গুরু অবজ্ঞান।। ৭১।।
আছুক আমার ভক্তি সাধিব সে জনে।
আমার পবিত্র-কথা না শুনে শ্রবণে।। ৭২।।
কর্ম্মকাণ্ড, দেবকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড শ্রুতি।
ব্রহ্মপর সর্ব্ববেদ, ব্রহ্মেতে উৎপত্তি।। ৭৩।।
পরমুখে ব্রহ্মমাত্র পরোক্ষে বুঝায়।
সাক্ষাতে না কহে, পর-দ্বারেতে দেখায়।। ৭৪।।
শব্দব্রহ্ম বেদ যেন সমুদ্র বিশাল।
দুর্ব্বোধ, গম্ভীর বেদ, নাহি অন্ত-পার।। ৭৫।।
পরিপূর্ণ ব্রহ্ম আমি, অনন্ত-শকতি।
আমাতে আশ্রিত, আমা' হইতে উৎপত্তি।। ৭৬।।
অনন্ত-চরিত, নানা স্বরভেদ শ্রুতি।
কে বুঝিবে বেদতত্ত্ব স্থূল-সূক্ষ্ম-গতি ? ৭৭
ষট্ চক্র ভেদিয়া নাদ উঠে ব্রহ্মময়।
সেই নাদে নানা বর্ণ-স্বর-ভেদ হয়।। ৭৮।।
গদ্য-পদ্য-ছন্দোময় বিবিধ ভাষণ।
নানা-ছন্দ, স্বর-ভাষা করে নিরূপণ।। ৭৯।।
কিবা করে, কিবা বোলে বিবিধ-কল্পনা।
বেদ-অভিপ্রায় বুঝে, আছে কোন্ জনা ? ৮০
সভে আমি বিচক্ষণ বেদতত্ত্ব জানি।
আমা-বিনে কে আর বুঝিবে বেদবাণী ? ৮১
আমাকে বুঝায় বেদ নানা-ভেদ কহি'।
মায়া-মাত্র সকল দেখায় আমা' বহি।। ৮২।।
না বুঝিয়া বেদতত্ত্ব জড়মতি-জনে।
তর্কবলে বহুবিধ কল্পিত বাখানে।।" ৮৩।।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস-ভাষা।
সব পরিহরি' ভাই কৃষ্ণে ধর আশা।। ৮৪।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং একাদশস্কন্ধে
কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণ্যেকবিংশোঽধ্যায়ঃ।। ২১।।

দ্বাবিংশ অধ্যায়

তত্ত্বসংখ্যা সম্পর্কে শ্রীউদ্ধবের জিজ্ঞাসা

(ভাটিয়ারী-রাগ)

উদ্ধব পুছিল তবে তত্ত্ব জানিবারে।
"এক তত্ত্ব কিবা, কৃষ্ণ, বহু পরকারে।। ১।।
নানা-পরকার তত্ত্ব বলে মুনিগণে।
কেহ—ছয়, সাত, চারি, একাদশ মানে।। ২।।
পঁচিশ, ছাব্বিশ, কেহ বলে—সপ্তদশ।
কেহ বলে—নব, একাদশ, ত্রয়োদশ।। ৩।।
কেহ বলে তত্ত্বভেদ ষোড়শ প্রকার।
নব, একাদশ, তিন সম্মত আমার।। ৪।।
তিন-পাঁচ-নব-একাদশ তত্ত্ব-বিনে।
আন নাহি শুনি, নাথ, তোমার বদনে।। ৫।।

নানা-পরকার তত্ত্ব মুনিগণে কহে।
সব সত্য কিবা, নাথ, নানা ভেদ নহে?" ৬

ভগবন্মায়ামোহিত মুনিগণের বিভিন্ন মতবাদ

ভৃত্যের বচন শুনি' দেব চূড়ামণি।
কহিতে লাগিলা চিত্তগত ভ্রম জানি'।। ৭।।
"সব ঠাঞি যুক্তিমূল কহে মুনিগণে।
বচনে দুর্ঘট নাহি কিছু ত্রিভুবনে।। ৮।।
বিমোহিত মুনিগণ মায়ায় আমার।
তর্কবলে বোলে তত্ত্ব নানা-পরকার।। ৯।।
কুতর্ক-বিবাদ-বলে নানা-শক্তি ধরে।
নানা-ভেদতত্ত্ব কহে নানা-পরকারে।। ১০।।
মুনিগণে তত্ত্ব কহে নানা-পরকার।
আমি যে কহিল তত্ত্ব সেইমাত্র সার।। ১১।।
বিবাদ-বচনে তর্ক বাঢ়ে অতিশয়।
তে-কারণে মুনিগণে নানা-ভেদ কয়।। ১২।।
সভার বচনে আছে যুকতি-ঘটনা।
তে-কারণে কা'র বাক্য না করি খণ্ডনা।। ১৩।।
আমার মায়ায় মুনি নানা শক্তি বলে।
সভার বচন আমি স্থাপি যুক্তিমূলে।। ১৪।।
তিলেক বিচ্ছেদ নাহি পুরুষ-ঈশ্বরে।
বিকল্প-কল্পনা ব্যর্থ জ্ঞানহীন করে।। ১৫।।
তথাপি সভার আমি স্থাপিয়ে বচন।
মতভেদ-যুক্তি কহে সব মুনিগণ।। ১৬।।
শক্তিভেদে তত্ত্ব ঘটে যত পরকার।
কহিল সকল সার করিয়া বিচার।। ১৭।।
যুক্তিমূল ন্যায়বাণী শুনিতে শোভন।
পণ্ডিত-জনের নাহি দুর্ঘট বচন।।" ১৮।।

মায়া ও ঈশ্বর সম্পর্কে শ্রীউদ্ধবের জিজ্ঞাসা

ঈশ্বর বচন শুনিঞা গুণময়।
উদ্ধব জিজ্ঞাসে তবে ভাবিয়া বিস্ময়।। ১৯।।
ঈশ্বরের ভিন্ন যদি পুরুষ-প্রকৃতি।
অন্যোঽন্যে আশ্রয় দুহে একত্র বসতি।। ২০।।
পুরুষে প্রকৃতি থাকে, প্রকৃতি পুরুষে।
দুহার বিচ্ছেদ নাহি, দুহে দুহা বসে।। ২১।।
চিত্তের সংশয় মোর ছেদহ শ্রীহরি।
গোবিন্দ! পুণ্ডরীকাক্ষ! পুরুষকেশরী।। ২২।।
তোমার মায়ায় সর্ব্বজীব বিমোহিত।
তোমার কৃপায় জ্ঞান হৃদয়ে উদিত।। ২৩।।
সর্ব্বজীব-আত্মা তুমি জান মায়াগতি।
জ্ঞানগম্য গুরু তুমি, সর্ব্বজীব-পতি।।" ২৪।।
এতেক বচন শুনি' দৈবকীনন্দন।
পুরুষ-প্রকৃতি গত কহিলা কারণ।। ২৫।।
প্রকৃতি-পুরুষ-গত সংযোগ-বিচ্ছেদ।
বিস্তারিয়া কহিল সকল গুণভেদ।। ২৬।।
পুরুষ-প্রকৃতিভেদ করিয়া নির্ণয়।
নিজ-ভৃত্যে উদ্ধবে বুঝাইল কৃপাময়।। ২৭।।

মায়াবদ্ধ জীবের জন্ম-মৃত্যু-জনিত ক্লেশাদি সম্পর্কে প্রশ্ন

তবে আর পুছিল উদ্ধব মতিমান্।
"মোর নিবেদন, নাথ, কর অবধান।। ২৮।।
তোমার বিমুখ-জন নানা-দেহ ধরে।
কর্ম্মপথে গতাগত দুঃখ ভোগ করে।। ২৯।।
কিরূপে শরীর ধরে, তেজে কোন্ রূপে।
গতাগত-দুঃখ ভোগ করে কর্ম্মপাকে।। ৩০।।
কৃপা যদি কর, নাথ ভকতবৎসল।
কহ দেব গোবিন্দ, মাধব, দামোদর।।" ৩১।।

শ্রীকৃষ্ণের জীবগতি-বর্ণন

উদ্ধবের বচন শুনিঞা যদুনাথ।
জীবগতি কহে প্রভু ভৃত্যের সাক্ষাত।। ৩২।।
"মনে নানা-কর্ম্ম সৃজে, মন কর্ম্মময়।
যে দেহে সঞ্চরে মন, জন্ম তথা হয়।। ৩৩।।
পাছে পাছে চলে আত্মা, যথা চলে মন।
অহঙ্কারে বদ্ধ আত্মা, অদৃষ্ট-কারণ।। ৩৪।।
বিষয়-খেয়ানে মন নানা মনোরথে।
ইন্দ্রপদ, সুরপদ চিন্তে স্মৃতিপথে।। ৩৫।।

রাজপদ, সুখভোগ দেখিয়া ধেয়ায়।
চিন্তিতে চিন্তিতে মন সর্ব্বত্র বেড়ায়।। ৩৬।।
চিন্তিতে যথায় গিয়া স্থির হয় মন।
সেইক্ষণে পূর্ব্বদেহ হয় বিস্মরণ।। ৩৭।।
একান্ত প্রবেশ গিয়া পরদেহে করে।
অতিশয় বিস্মরণ পূর্ব্ব কলেবরে।। ৩৮।।
পূর্ব্বদেহ-পাসরিয়া পরদেহ-সঙ্গ।
এই মৃত্যু জীবের—পূরব-স্মৃতিভঙ্গ।। ৩৯।।
পূর্ব্বদেহ পরিত্যাগ পরদেহ ধরি'।
সর্ব্বভাবে রহে মন আত্মভাব করি'।। ৪০।।
জীবের জনম—এই শরীর-স্বীকার।
পূর্ব্ব পাসরিয়া পর-শরীরে সঞ্চার।। ৪১।।
স্বপ্ন মনোরথে জীব যে-যে রূপ ধরে।
সেই সেই রূপ ধরি' পূরব পাসরে।। ৪২।।
জনম-মরণ দুই—এক নহে সাঁচা।
জাগিলে স্বপন যেন সব হয় মিছা।। ৪৩।।
জন্ম আদি মরণ পর্য্যন্ত জীবধর্ম্ম।
কহিল, উদ্ধব, সব বিচারিয়া মর্ম্ম।। ৪৪।।
তরু, গিরি কাঁপে যেন জলের কম্পনে।
পৃথিবী ভ্রময়ে যেন আঁখির ভ্রমণে।। ৪৫।।
স্বপনে অনর্থ যেন কেবল ভরম।
এইরূপে দুই মিথ্যা জনম-মরণ।। ৪৬।।
বুঝিয়া উদ্ধব, তুমি চিত্ত স্থির কর।
বিষয়-আপদ-পদ দূরে পরিহর।। ৪৭।।
কিছু সত্য নহে, সব বিকল্প-কল্পিত।
ভ্রম পরিহর, তুমি স্থির কর চিত।। ৪৮।।

সহনশীলতা-নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ

অধিক্ষেপ, কেহ যদি করে অপমান।
ভর্ৎসন, তাড়ন, কেহ করে অবজ্ঞান।। ৪৯।।
স্তুতি, পূজা করে, কেহো করে উপহাস।
কেহো বান্ধে, কেহো মারে, কেহো ধননাশ।। ৫০।।
খোলায় খাপরে কেহো ধূলা ফেলি' মারে।
মুতিয়া ভরায় অঙ্গ, কেহো বায়ু ছাড়ে।। ৫১।।
তথাপি না চলে ধীর, গভীর আশয়।
অদৃষ্ট মানিঞা চিত্ত স্থির হঞা রয়।।" ৫২।।

সর্ব্বপ্রকার ক্লেশ সহন করিতে পারেন এরূপ
কেহ আছেন কি?—জিজ্ঞাসা

উদ্ধব পুছিল তবে মনে পাঞা ভয়।
"কে হেন পুরুষ আছে, এত দুঃখ সয়? ৫৩
কুবচন-শরে যা'র বিন্ধিল মরমে।
চিত্ত নিবারিব হেন আছে কোন্ জনে? ৫৪
থাকুক অন্যের কাজ, ভ্রমে বুধজনে।
তোমার পদারবিন্দ সুধারস-পানে।
নিরবধি মত্ত মহাজনগণ-বিনে? ৫৫
কে এত সহিব দুঃখ বচন-প্রহার।
এহি বড়, নাথ, মোর চিত্তে চমৎকার।।" ৫৬।।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস-বাণী।
কৃষ্ণগুণ-সমুদিত প্রেমতরঙ্গিণী।। ৫৭।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামেকাদশস্কন্ধে
কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী-দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ।। ২২।।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

দুর্জ্জনের কুবাক্য তীক্ষ্ণবাণাপেক্ষাও তীব্র

(ললিত-রাগ)

উদ্ধবের বচন শুনিঞা দামোদর।
ভৃত্য প্রশংসিয়া কৃষ্ণ কি দিলা উত্তর।। ১।।
"ভাল তুমি কহিলে, উদ্ধব মতিমান্।
যে তুমি কহিলে—সত্য, কভু নহে আন।। ২।।
চিত্ত সমাধিতে পারে দুর্জন-বচনে।
এমন পুরুষ নাহি এ-তিন ভুবনে।। ৩।।
রিপু-বাণে অঙ্গ যদি হয় জর-জর।
তভু ত' না হয় দুঃখ চিত্তে তত-বড়।। ৪।।
যেরূপ দুর্জন-কুবচন-তীক্ষ্ণবাণে।
অন্তর ভেদিয়া সব বিন্ধে মর্ম্মস্থানে।। ৫।।

ত্রিদণ্ডি-ভিক্ষুর পূর্ব্ব বৃত্তান্ত

কিন্তু এক মহাপুণ্য আছে ইতিহাস।
তোমার সাক্ষাতে আমি করিব প্রকাশ।। ৬।।
অবন্তিনগরে এক আছিল ব্রাহ্মণ।
দম্ভাচার, কামী, লোভী, ক্রোধ পরায়ণ।। ৭।।
কুবৃত্তি করিয়া ধন উপার্জ্জন করে।
বাণিজ্য-বন্ধক-কৃষি-ধার-উপধারে।। ৮।।
জ্ঞাতি-বন্ধু-অতিথি না সেবে কদাচিত।
বাক্য-মাত্রে ব্রাহ্মণ, না করে পরহিত।। ৯।।
দুঃশীল, কদর্য্য বিপ্র, দুষ্ট, দুরাচার।
দাস-দাসী, ভরণ না করে পুত্র-দার।। ১০।।
কারেও না দেয় বিপ্র, আপনে না খায়।
যক্ষবৎ ধন রাখে, আকুল সদায়।। ১১।।
এইরূপে বঞ্চিত রহিল কথোকাল।
ক্রুদ্ধ হইল জ্ঞাতি-বন্ধু-ভৃত্য-সুত-দার।। ১২।।
কথো ধন হরি নিল পুত্র-পরিবারে।
দাস-দাসী, কথো ধন নিল দস্যু-চোরে।। ১৩।।

ধনবিনাশে বন্ধুগণদ্বারা পরিত্যজ্য হইয়া কৃপণ ব্রাহ্মণের অনুতাপ

আগুনে পুড়িল, কথো জলে নষ্ট হৈল।
নানাপাকে ব্রাহ্মণের সব-ধন গেল।। ১৪।।
পুত্র-দারে তেজিল, তেজিল বন্ধুগণে।
দাস-দাসী তেজি গেল, নিজ-পরিজনে।। ১৫।।
চিন্তিতে লাগিল বিপ্র মনে পাঞা খেদ।
ধননাশ হইল, বন্ধু-বান্ধব-বিচ্ছেদ।। ১৬।।
চিন্তিতে চিন্তিতে বিপ্র পড়িল সংশয়।
অন্তরে বৈরাগ্য হইল হেনই সময়।। ১৭।।
'ধিক্ ধিক্ জন্ম মোর, জনম বিফল।
আপনার দোষে হৈলুঁ আপনে বিকল।। ১৮।।
ব্যর্থ নিজ কলেবর পোড়াইলুঁ তাপে।
সর্ব্বত্র বঞ্চিত হৈলুঁ নিজ-কর্ম্মপাকে।। ১৯।।
পুত্র-মিত্র-কলত্র, বান্ধব পরিবার।
বৃথা দুঃখ দিয়া ধন সঞ্চিলুঁ অপার।। ২০।।
ধর্ম্ম-কাম তেজিলুঁ, সকল সুখভোগ।
প্রায় ধন হৈল মোর বিনাশের যোগ।। ২১।।
ইহলোকে সর্ব্বনাশ কৈল আপনার।
পরলোকে কেবল নরকমাত্র সার।। ২২।।

ধন হইতে দুর্গতি ও ক্লেশ

অর্জিতে, সাধিতে, ধন করিতে সঞ্চয়।
খাইতে, বাড়াইতে ধন ব্যয় অপচয়।। ২৩।।
শ্রম, চিন্তা, ভ্রম, ভয়—এই মাত্র সার।
ধন হৈতে সর্ব্বনাশ হয় আপনার।। ২৪।।
চুরি, হিংসা, মিথ্যা, দম্ভ, কাম, ক্রোধ, গর্ব্ব।
মদ, ভেদ, বৈর, অবিশ্বাস, ধনদর্প।। ২৫।।
এ-সব অনর্থ হয় ধনের কারণে।
এ-বোল বুঝিয়া ধন ত্যজে বুধজনে।। ২৬।।
ধন হৈতে ভ্রাতৃভেদ, পিতা-পুত্রভেদ।
পুত্র-দার-পরিবার করায় বিচ্ছেদ।। ২৭।।
অল্প কারণে হরে সকল মহিমা।
অল্প হেতুতে হয় মর্য্যাদা লঙ্ঘনা।। ২৮।।
অল্প কারণে বৈর বাঢ়ে নিরন্তর।
অল্প কারণে বাঢ়ে বিরোধ-কন্দল।। ২৯।।
একে ত মানুষ-জন্ম, তাহে দ্বিজকুলে।
অমর-নগরবাসী যাহা বাঞ্ছা করে।। ৩০।।

হেন জন্ম পাঞা তা'তে কৈল অনাদর।
ধনের কারণে মুঞি তেজিল সকল।। ৩১।।
স্বর্গ-অপবর্গ হেতু মানুষ-জনম।
তাহা উপেখিলুঁ মুঞি ধনের কারণ।। ৩২।।
দেব-ঋষি পিতৃগণে না পূজিলুঁ ধনে।
সকল তেজিলুঁ মুঞি ধনের কারণে।। ৩৩।।
দেবধর্ম্ম তেজিলুঁ, তেজিলুঁ বন্ধুগণ।
আপনা বঞ্চিলুঁ মুঞি হঞা যক্ষাধম।। ৩৪।।
বয়স টুটিল মোর, ব্যর্থ গেল কাল।
ধননাশ হৈল, এবে কি করিব আর? ৩৫
ঈশ্বর-মায়ায়ে লোক সব বিমোহিত।
ধন হেতু বৃথা দুঃখ পায় কুপণ্ডিত।। ৩৬।।
ধনে বা ধনিকে আর কোন্ প্রয়োজন?
কাল-মৃত্যু-মুখে মুঞি পড়িলুঁ এখন।। ৩৭।।

ভগবৎকৃপাতেই তদ্‌ভজনার্থ নির্ব্বেদের উদয় হয়

নিশ্চয় জানিলুঁ তুষ্ট হইলা নারায়ণ।
বৈরাগ্য, জন্মিল মোর নিস্তার কারণ।। ৩৮।।
পূর্ব্বপুণ্যে মিলে মোর হেন পুণ্যদশা।
তেজিলুঁ সকল মুঞি ধন-জন আশা।। ৩৯।।
সাধিব সকল সিদ্ধি, হৈব উপাদান।
খণ্ডিব দুর্গতি মোর, হব পরিত্রাণ।। ৪০।।
আছিল 'খট্টাঙ্গ', নামে এক মহীপাল।
তিলেক সাধিয়া সিদ্ধি, হৈলা ভবে পার।। ৪১।।
মুঞি আজি মনে দঢ়াইলুঁ সে যুকতি।
সাধিব সকল সিদ্ধি, তরিব দুর্গতি।।" ৪২।।

অনুতপ্ত বিপ্রের ত্রিদণ্ড সন্ন্যাসগ্রহণ

এ-বোল বুঝিয়া বিপ্র চলিল সত্ত্বরে।
শান্ত-দান্ত হঞা পৃথ্বী পর্য্যটন করে।। ৪৩।।
অলক্ষিতে ভ্রমে দ্বিজ অবধূতবেশে।
ভিক্ষা-হেতু পুর-গ্রাম নগর প্রবেশে।। ৪৪।।
ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ বৃদ্ধ, বসন মলিন।
অবধূত-বেশ ধরে, জাতি-বর্ণহীন।। ৪৫।।

সন্ন্যাসীর প্রতি দুর্জ্জনগণের অত্যাচার

দুর্গত দেখিয়া কেহ করে অবজ্ঞান।
দুষ্টগণে বেঢ়ি' করে নানা অপমান।। ৪৬।।
কেহ দণ্ড-কমণ্ডলু কাঢ়ি' লৈয়া যায়।
যজ্ঞসূত্র ছিণ্ডি কেহো সত্ত্বরে ফেলায়।। ৪৭।।
কেহো ভাঙ্গা বস্ত্রখানি, কাঁথা কাঢ়ি লয়।
হাসিয়া খেদায় কেহো, ভর্ৎসে অতিশয়।। ৪৮।।
মাগিয়া যে-কিছু বিপ্র আনে অন্নজল।
মুতিয়া ভাসায় কেহো তাহার উপর।। ৪৯।।
অধোবায়ু ছাড়ে কেহ সম্মুখে আসিয়া।
মারিয়া বোলায় কেহ, বোল না-দেখিয়া।। ৫০।।
তর্জন-গর্জন করে, ভর্ৎসন-তাড়ন।
'ধর, মার, করে কেহো, বন্ধন-মারণ।। ৫১।।
'সর্ব্বনাশ হৈল, তেজি' গেল বন্ধুগণে।
কপটে সন্ন্যাস-বেশ ধরে তে-কারণে।। ৫২।।
চুরি জানি করে বিপ্র, কা'র ঘরে বৈসে।
মারিয়া খেদাহ, যেন এথাতে না আইসে।। ৫৩।।
বকবৎ চাহে বিপ্র মৌন আচরিয়া।
কা'র ঘরে চুরি জানি করে প্রবেশিয়া।।' ৫৪।।

ত্রিদণ্ডিভিক্ষুর সহনশীলতা

এই বলি' দুষ্টজনে খেদায় তরাস।
কেহ মারে, কেহ বান্ধে, কেহ পরিহাস।। ৫৫।।
ধৈর্য্য অবলম্বি' বিপ্র মনে দুঃখী নহে।
অদৃষ্ট মানিয়া বিপ্র সব দুঃখ সহে।। ৫৬।।
যখনে যে হয়, বিপ্র না করে বিচার।
'অদৃষ্ট-অধীনে দুঃখ মিলে বার বার'।। ৫৭।।

ত্রিদণ্ডিভিক্ষু-গীতি

ধৈর্য্য অবলম্বি' বিপ্র কহে এই কথা।
'কার' কভু কেহ নহে সুখ-দুঃখদাতা।। ৫৮।।
সুখ-দুঃখ-হেতু নহে এ-লোক আমার।
ন দেব, ন গ্রহগণ, নহে কর্ম্ম কাল।। ৫৯।।
সুখ-দুঃখ-কারণ—কেবলমাত্র মন।
সুখ-দুঃখ দুই—মিথ্যা, মনোময় ভ্রম।। ৬০।।

মনে দোষগুণ সৃজে, মনে নানা-কর্ম্ম।
মনে সুখ-দুঃখ সৃজে, মনে নানা-ধর্ম্ম।। ৬১।।
মন নিরোধিলে হয় সব নিরোধন।
মন বশ হৈলে বশ হয় ত্রিভুবন।। ৬২।।
সমাধি-ধারণা-ধ্যান করি' ব্রত-দান।
কত পরকারে করি মন সমাধান।। ৬৩।।
শত্রু-মিত্র নিজ-পর—মনের কল্পনা।
মন সে সৃজিতে পারে দুর্ঘট-ঘটনা।। ৬৪।।
চঞ্চল, দুর্জয় মন, শত্রু মহাবলী।
মন নিরোধিলে সব নিরোধিতে পারি।। ৬৫।।
দুরন্ত দুর্জয় শত্রু না জিনিঞা মন।
মিথ্যা শত্রু-মিত্র করি' মরে মূঢ়জন।। ৬৬।।
অসত্য মানুষ-তনু পাঞা মনোময়।
'মুঞি' 'মোর' করিয়া বঞ্চিত দুরাশয়।। ৬৭।।
অন্ধমতি হঞা ফিরে দুরন্ত-সংসারে।
শত্রু-মিত্র নিজ পর অকারণে করে।। ৬৮।।
সুখ-দুঃখদাতা কেহো নাহি ত্রিভুবনে।
মিছা কাজে শত্রু-মিত্র করে অকারণে।। ৬৯।।
আপনার জিহ্বা কাটে আপন-দশনে।
করিব কাহাকে ক্রোধ—বুদ্ধি-অনুমানে।। ৭০।।
এক দেহে আর দেহ করে অপকার।
কি দোষ জীবরে তাথে, জীবনির্ব্বিকার।। ৭১।।
এক অঙ্গ আপনার আর অঙ্গে হানে।
বুঝ দেখি, কা'রে ক্রোধ করিব তখনে? ৭২
যদি বল—গ্রহদোষে সুখ-দুঃখ মিলে।
সেহ মিছা, এক গ্রহ আর গ্রহপীড়ে।। ৭৩।।
কর্ম্ম—সুখ-দুঃখ-হেতু, সেহ সত্য নয়।
আত্মা নিরমল ব্রহ্ম, নিত্য, সুখময়।। ৭৪।।
যদি বল—সুখ-দুঃখ হয়ে কালে কালে।
আত্মার কি দায় তা'থে কালে সব হরে।। ৭৫।।
সুখ-দুঃখ নাহি তাথে, দেখ জড়ময়।
পরমপুরুষ আত্মা, হংস, নিরাশ্রয়।। ৭৬।।
কা'র সুখ, কার' দুঃখ, কেবা নিজ-পর?
বিচারে বুঝিল—এই অনিত্য সকল।। ৭৭।।
অহঙ্কারে বন্দী জীব এ-ঘোর সংসারে।
শত্রু-মিত্র, সুখ-দুঃখ মানে অহঙ্কারে।।' ৭৮।।
এতেক বলিয়া বিপ্র মনে কৈল সার।
শ্রীহরি-চরণ-বিনে না চিন্তিব আর।।' ৭৯।।
নষ্টধন হৈয়া বিপ্র নিরমল-চিতে।
পৃথ্বী-পর্য্যটন বিপ্র করে হরষিতে।। ৮০।।

শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম চিন্তনহেতু ত্রিদণ্ডিভিক্ষুর কৃষ্ণপাদপদ্ম লাভ

মুকুন্দ পদারবিন্দ করিয়া চিন্তন।
বিষ্ণুপদে প্রবেশিল, ছুটিল বন্ধন।। ৮১।।

শ্রীকৃষ্ণে চিত্তার্পনার্থ উপদেশ

এ-বোল বুঝিয়া বাপু, সব পরিহর।
আমাতে অর্পিয়া মন স্থির করি' ধর।। ৮২।।
'ভিক্ষুগীতা' পুণ্যময়ী যে করায়ে শ্রবণ।
শ্রদ্ধা করি ধরে, শুনে, যে করে পঠন।। ৮৩।।
কাম-ক্রোধ খণ্ডে তা'র, সুখ-দুঃখ নাশ।
নিজ-সুখে পরিপূর্ণ, বিষ্ণুপদে বাস।।" ৮৪।।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস-ভাষা।
গদাধর-পদরজ পরম-ভরসা।। ৮৫।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামেকাদশস্কন্ধে কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী-ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ।। ২৩।।

চতুর্বিংশ অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক শ্রীউদ্ধবকে সাংখ্যযোগ বর্ণন

(মল্লার-রাগ)

"সাংখ্যযোগ কহি, বৎস, কর অবধান।
তুমি ভৃত্য, প্রিয়, সখা, ভকত-প্রধান।। ১।।
বিকল্প-বর্জিত জ্ঞান আছিল প্রথমে।
বিবেকপ্রধান লোক আছিল তখনে।। ২।।
জ্ঞানময় ব্রহ্ম আদিযুগ সত্যযুগে।
সেই ব্রহ্ম দুই রূপ হৈল দুই ভাগে।। ৩।।
এক ভাগে হৈল মায়া প্রকৃতি-স্বরূপা।
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারিণী জড়রূপা।। ৪।।
আর ভাগে হৈল মহাপুরুষ ঈশ্বর।
দুই ব্রহ্ম নিরমল ব্রহ্মাণ্ড-মণ্ডল।। ৫।।
প্রকৃতির তিন-গুণ—সত্ত্ব, রজ, তম।
তিন-গুণ হৈতে হৈল সূত্র উৎপন্ন।। ৬।।
সূত্রযুত হৈয়া তবে মহৎ জন্মিল।
তাহা হৈতে গুণময় অহঙ্কার হৈল।। ৭।।
তিন-ভাগে অহঙ্কার হৈল তিন-গুণে।
পঞ্চ-বিষয় হৈল তমোময় হনে।। ৮।।
একাদশ ইন্দ্রিয় রাজস-অহঙ্কারে।
বৈকৃতে দেবতাগণ জন্মিল সংসারে।। ৯।।
এ-সব জন্মিয়া কেহ একত্র না হয়।
তবে আমি প্রবেশিনু সভার হৃদয়।। ১০।।
সকলে মিলিয়া তবে সৃজিল ব্রহ্মাণ্ড।
হেমময় আমার বিহার-ক্রীড়াভাণ্ড।। ১১।।
জলের উপরে ভাসে ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল।
আপনে রহিলুঁ আমি তাহার ভিতর।। ১২।।
পদ্ম জনমিল নাভি-বিবরে আমার।
তা'থে জনমিল ব্রহ্মা আদি-অবতার।। ১৩।।
রজোগুণে জনমিয়া ব্রহ্মা সুরেশ্বর।
দিব্য তপ কৈলা, দিব্য শতেক বৎসর।। ১৪।।
অনুগ্রহ আমার লভিয়া সেইকালে।
সৃষ্টি করে প্রজাপতি বিবিধ-প্রকারে।। ১৫।।
চৌদ্দ -ভুবন ব্রহ্মা ব্রহ্মাণ্ড-ভিতরে।
সৃজিল সকল দেব দিব্য-তপোবলে।। ১৬।।
স্বর্লোক সৃজিল ব্রহ্মা দেবের বসতি।
ভূর্লোক সৃজিলা, তা'থে মর্ত্ত্য-লোক-স্থিতি।। ১৭।।
ভুবর্লোক সৃজে যা'থে ভূত-প্রেতগতি।
তাহার উপরে সৃষ্টি করে প্রজাপতি।। ১৮।।
সিদ্ধগণ, যোগীগণ যাহাতে সঞ্চরে।
সৃষ্টি করে ব্রহ্মা তিন লোকের উপরে।। ১৯।।
পৃথিবীর তলে ব্রহ্মা সৃজিল পাতাল।
অসুর-পন্নগ-নাগ যাহাতে সঞ্চার।। ২০।।
এই তিন লোক মাঝে ভ্রমে কর্মিগণ।
যোগী সন্ন্যাসীর হয় উপরে গমন।। ২১।।
মহর্লোক-জনস্তপঃ সত্যলোকে স্থিতি।
ভক্তিযোগে আমার বৈকুণ্ঠলোকে গতি।। ২২।।
ব্রহ্মারূপে সৃজি আমি এ-লোক-আধার।
কালরূপে করি আমি জগত-সংহার।। ২৩।।
অনিত্য সংসার, গুণযুত, কর্ম্মময়।
ইহাতে মজিয়া দুঃখ ভুঞ্জে অতিশয়।। ২৪।।
স্থূল-সূক্ষ্ম, তৃণ-রেণু, স্থাবর-জঙ্গম।
মায়া-বিনির্মিত সব এ-চৌদ্দ ভুবন।। ২৫।।
সভাতে ঈশ্বর বৈসে, সর্ব্বত্র সমান।
অনিত্য সংসার মাত্র, সত্য ভগবান্।। ২৬।।
ব্যবহার-হেতু মাত্র যতেক বিকার।
আদি, অন্ত, মধ্য সত্য, এই মাত্র সার।। ২৭।।
প্রকৃতি—জনমভূমি, পুরুষ—আধার।
বিশ্ব-প্রকাশে হেতু নিরাশ্রয় কাল।। ২৮।।
এইরূপে সৃষ্টি হয়, ব্রহ্মাণ্ড-ঘটন।
যাবৎ কটাক্ষে আমি করি নিরীক্ষণ।। ২৯।।
ভ্রূক্ষেপে আমি যদি করি অভিলাষ।
তিলেকে ব্রহ্মাণ্ড-ঘট সব যায় নাশ।। ৩০।।
যাহা হৈতে যা'র যা'র উতপতি হয়।
তা'র তা'র হয় গিয়া তাহাতে প্রলয়।। ৩১।।
সকল প্রবেশ করে প্রকৃতি-ভিতরে।
কালরূপে দেবমায়া প্রকৃতি সঞ্চরে।। ৩২।।
কালের প্রলয় হয় জীব-মহেশ্বরে।
আমাতে প্রবেশে জীব নির্গুণ কেবলে।। ৩৩।।

তবে আমি কেবল আপনে মাত্র থাকি।
আমি-বিনে আর কিছু বিচারে না লখি।। ৩৪।।
আপনার আপনে আশ্রয়, নিরাধার।
আমি-বিনে অবশেষে কিছু নাহি আর।। ৩৫।।
এই সাংখ্যযোগ, বৎস, সংশয়-ভেদন।
চিত্তগত ভ্রম-হর, কৈবল্য-কারণ।। ৩৬।।
নিরন্তর এহি যদি করয়ে সন্ধান।
অজ্ঞান-বিচ্ছেদ হয়, স্ফুরে দিব্যজ্ঞান।। ৩৭।।
ধীরশিরোমণি শ্রীল-গদাধর জান।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস-গান।। ৩৮।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামেকাদশস্কন্ধে
কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী-চতুর্বিংশোঽধ্যায়ঃ।। ২৪।।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

ত্রিগুণের লক্ষণ

(বরাড়ী-রাগ)

প্রভু বলে,—"শুন, বৎস, ভকত-উত্তম।
সত্ত্ব-রজস্তমোগুণ কহিব লক্ষণ।। ১।।
শম, দম, তপ, ত্যাগ, সত্য, দয়া, স্মৃতি।
তুষ্টি, দয়া, শ্রদ্ধা, লজ্জা, ধৃতি, শুদ্ধমতি।। ২।।
সত্ত্বগুণ অনুমানি এ-সব লক্ষণে।
রজোগুণের লক্ষণ কহিব এক্ষণে।। ৩।।
কাম, চেষ্টা, তৃষ্ণা, মদ, গর্ব্ব, অভিলাষ।
ভেদমতি, সুখবাঞ্ছা, যশঃ-পরকাশ।। ৪।।
হাস্য, বীর্য্য, বল, পরাক্রম, অহঙ্কার।
এ-সব জানিব রজোগুণের বিকার।। ৫।।
ক্রোধ, লোভ, হিংসা, দম্ভ, অসত্য-ভাষণ।
বিষাদ, কোন্দল, শোক, আলস্য, শয়ন।। ৬।।
এ-সব লক্ষণ তমোগুণে অনুমানি।
তবে শুন, উদ্ধব, আমার হিতবাণী।। ৭।।
ধর্ম্ম-অর্থ-কামে যা'র গৃহে দৃঢ় চিত্ত।
সেজনে জানিব, বৎস, ত্রিগুণে জড়িত।। ৮।।
শম, দম, শান্তি, দয়া দেখিব যে, জনে।
সত্ত্বযুক্ত সে-জনে বুঝিব অনুমানে।। ৯।।
দম্ভ, মাৎসর্য্য, ক্রোধ দেখিয়ে যাহার।
সে-জনে জানিব তমোময়, দুরাচার।। ১০।।
যে-জন আমাকে ভজে শ্রদ্ধা-ভক্তি করি'।
সব ঠাঞি নিরপেক্ষ সর্ব্ব পরিহরি'।। ১১।।
সে-জনে সাত্ত্বিক মহাপুরুষ জানিব।
রজোগুণ, তমোগুণ বিচারে বুঝিব।। ১২।।
রজোগুণ, তমোগুণ জিনি সত্ত্বগুণে।
সত্ত্বগুণ হৈলে সর্ব্বসিদ্ধি উপাদানে।। ১৩।।
সত্ত্বগুণে বাস হয় সভার উপরে।
তমোগুণে অধোগতি, নরক সঞ্চরে।। ১৪।।
রজোগুণ এহিলোক করে গতাগত।
সুখভোগ, দুঃখভোগ, সম্পদ-আপদ।। ১৫।।
সত্ত্বগুণে মরণে উত্তম-গতি হয়।
নরলোক ভ্রমে, রজোগুণে পরলয়।। ১৬।।
তমোগুণে মরণে নরক ভোগ করে।
নির্গুণ পুরুষ আসি' আমাতে সঞ্চরে।। ১৭।।
আমাতে অর্পিত, কিবা ফল-বিবর্জিত।
এ-সব সাত্ত্বিক কর্ম্ম জগতে বিদিত।। ১৮।।
সঙ্কল্পিত যত কর্ম্ম—রাজস-লক্ষণ।
দম্ভ, মাৎসর্য্য, হিংসা—তামস সাধন।। ১৯।।
মুকতি-লক্ষণ জ্ঞানে সত্ত্বগুণে জানি।
বিকল্প-কল্পিত রজোগুণে অনুমানি।। ২০।।
প্রাকৃত তামস-জ্ঞান সংসার-কারণ।
আমাতে অর্পিত জ্ঞান নির্গুণ-লক্ষণ।। ২১।।

বনে বাস জানিব—সাত্ত্বিক মহাফল।
গ্রামে বাস জানিব—রাজস-ধর্ম্মপর।। ২২।।
দ্যূতকেলি, পণ-পাশা—তামসিক স্থানে।
আমার মন্দির-পুর নির্গুণ লক্ষণে।। ২৩।।
সাত্ত্বিক কর্ম্মকর্ত্তা ফল-পরিত্যাগী।
রাজসিক জন কাম-ভোগ-অনুরাগী।। ২৪।।
অচেতন, মূঢ়-জন তমোগুণ ধরে।
আমার আশ্রিত জন নির্গুণ সংসারে।। ২৫।।
জানিব সাত্ত্বিক-শ্রদ্ধা—তত্ত্বজ্ঞান-রসে।
যদি কর্ম্মফলে শ্রদ্ধা, রজোগুণে বৈসে।। ২৬।।
অধর্ম্মে তামসী শ্রদ্ধা বাঢ়ে নিরন্তর।
আমার সেবায় শ্রদ্ধা নির্গুণ কেবল।। ২৭।।
সাত্ত্বিক আহার—পথ্য পবিত্র ভোজন।
ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি-হেতু—রাজস লক্ষণ।। ২৮।।
দুঃখময় আহার সকল-গুণহীন।
আর্ত্তিদ, অশুচি সেই তামসের চিহ্ন।। ২৯।।
দ্রব্য, দেশ, কাল, ধর্ম্ম, জ্ঞান-অধিকারী।
সকল ত্রিগুণময় বুঝিব বিচারি'।। ৩০।।
দেখি' শুনি যত কিছু ত্রিগুণ-জনিত।
প্রকৃতি-পুরুষ যোগে সকল নির্ম্মিত।। ৩১।।

ভক্তিযোগদ্বারাই ত্রিগুণ জয় ও
ভগবৎপ্রাপ্তি হয়

তিন গুণ জিনিব যে-জন মহামতি।
সে যদি কেবল সাধে আমাতে ভকতি।। ৩২।।
আমার আশ্রয় ধরি' ভক্তিযোগ সাধে।
সেই সে আমাকে পায়, সংসার না বাধে।। ৩৩।।
এ-বোল বুঝিয়া জীব নরদেহ ধরি'।
ভজুক আমাকে মাত্র সব পরিহরি'।। ৩৪।।
সর্ব্বকাম তেজিয়া ভজুক মতিমান্।
সবঠাঞি নিরপেক্ষ হঞা সাবধান।। ৩৫।।
তবে সে জিনিব তিন-গুণ, দেহধর্ম্ম।
জীবগতি জিনিব, সকল গুণ-কর্ম্ম।। ৩৬।।
আমাকে লভিয়া পূর্ণ হয় ভক্তিরসে।
ভবভয় নাহি তা'র যথাতথা বৈসে।।" ৩৭।।
ভাগবত-আচার্য্যের প্রেমতরঙ্গিণী।
শুনিলে দুর্গতি হরে হরিগুণ-বাণী।। ৩৮।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামেকাদশস্কন্ধে
কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী-পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ।। ২৫।।

ষড়্বিংশ অধ্যায়

বুদ্ধিমান্ ভগবদ্ভক্তগণ স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গ
পরিত্যাগ করেন

(মালব-গৌড়-রাগ)

তবে আর কথা কহে ত্রিভুবন-রায়।
নানা-উপদেশ দিয়া উদ্ধবে বুঝায়।। ১।।
"নর-কলেবর ধরি' যে হয় পণ্ডিত।
আমার পদারবিন্দে নিয়োজিত চিত।। ২।।
লভিয়া পরমানন্দ-রস সুখময়।
কেবল আমাকে পাইয়া পূর্ণ হঞা রয়।। ৩।।
গুণময় কলেবর নহে তা'র সঙ্গ।
অবিদ্যা-জনিত-দোষে নহে স্মৃতিভঙ্গ।। ৪।।
অশান্ত, দুরন্ত, শিশ্নোদর-পরায়ণ।
তা'র সঙ্গে সঙ্গ নাহি করে বুধজন।। ৫।।

স্ত্রীসঙ্গী পুরূরবার উর্ব্বশী বিরহে দুরবস্থা

'পুরূরবা' নরপতি আছিল সুধীর।
উর্ব্বশী বিচ্ছেদে তেঁহো তেজিল শরীর।। ৬।।
লাঙ্গট উন্মত্ত হঞা ভ্রমিলা সংসার।
উর্ব্বশী না পাঞা বীর কান্দিল অপার।। ৭।।

পুরূরবার অনুশোচনা

'দেখ দেখ, এতকাল উর্ব্বশীর সঙ্গে।
কত রাত্তি-দিন গেল, না জানিলুঁ রঙ্গে।। ৮।।
দেখ, এত বড় মুঞি কামে বিমোহিত।
ব্যর্থ পরমায়ু গেল ভৈ গেল বঞ্চিত।। ৯।।
দিন-রাত্রি না জানি, উদিত দিনকর।
স্ত্রী-সঙ্গে গেল মোর জনম বিফল।। ১০।।
চক্রবর্ত্তী রাজা আমি, নৃপ-শিরোমণি।
স্ত্রীজিত হইলুঁ মুঞি আপনা বিকলি'।। ১১।।
তৃণবৎ কৈলুঁ মুঞি হেন কলেবর।
উর্ব্বশী-বিচ্ছেদে মুঞি তেজিলুঁ সকল।। ১২।।
কোথাতে রহিল মোর এ-ধন-সম্পদ্।
একেশ্বরে ভ্রমি মুঞি হঞা উনমত।। ১৩।।
উনমতবৎ মুঞি চলি' যাঙ পাছে।
লাঙ্গট হইয়া কান্দো আউদড় কেশে।। ১৪।।
তবু ত' উর্ব্বশী মোরে ফিরিয়া না চায়।
চিত্ত নিবারিতে নারো, কি হবে উপায় ? ১৫
খরবৎ করে মোরে চরণ-তাড়না।
হেন সে নির্লজ্জ, তাহে না করো গণনা।। ১৬।।
কি বিদ্যা, কি তপ, তা'র ত্যাগ, বেদপাঠে।
স্ত্রীসঙ্গেতে মন যা'র হরিল কুপথে ? ১৭
ধিক্ ধিক্ রহু মোর জনম বিফল।
নারীসঙ্গ হঞা মোর মজিল সকল।। ১৮।।
উর্ব্বশীর সঙ্গে মোর গেল চিরকাল।
তভু না টুটিল মোর কাম দুরাচার।। ১৯।।
বেশ্যানারী সঙ্গে চিত্ত হরিল আমার।
বিনে কৃষ্ণ, উদ্ধারিতে কে পারিব আর ? ২০
আত্মারামনিকর-ঈশ্বর ভগবান্।
হরি-বিনে কে আর করিব পরিত্রাণ।। ২১।।
রক্ত-মাংসে-বিষ্ঠামূত্রে পূরিত অন্তর।
অস্থি-চর্ম্ম বিনির্মিত নর-কলেবর।। ২২।।
অমেধ্য-মন্দির নরকলেবর ধরি'।
ইহাতে রময়ে মন নিত্যবুদ্ধি করি'।। ২৩।।
কৃমি কীট-সহে তা'র কি হয় অন্তর।
যদি সত্য হেন মানে নর-কলেবর ? ২৪
এ-বোল বুঝিয়া তেজি' স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গ।
বুধজনে কভু না করিব মতিভঙ্গ।। ২৫।।
বিষয়, ইন্দ্রিয়—দুই একত্র মিলনে।
মনের বিক্ষেপ বাঢ়ে সতত ধেয়ানে।। ২৬।।
না দেখি, না শুনি যদি—না উঠে তরঙ্গ।
এ-বোল বুঝিয়া না করিব স্ত্রীসঙ্গ।। ২৭।।
পণ্ডিত-জনের সঙ্গদোষে মন হরে।
এ-বোল বুঝিয়া জানি, কেহ সঙ্গ করে।।' ২৮।।

ভক্তিযোগাবলম্বনে শ্রীপুরূরবার শ্রীকৃষ্ণ-
পাদপদ্ম-প্রাপ্তি

এতেক বচন বলি' নৃপতি-প্রধান।
তেজিয়া উর্ব্বশী, চিত্ত কৈল সমাধান।। ২৯।।
হৃদয়-কমলে ধরি আমার চরণ।
ভক্তিযোগ নিরবধি কৈল আরাধন।। ৩০।।
চিত্তগত মোহজাল সব গেল দূর।
আমার মূরতি ধরি' গেল বিষ্ণুপুর।। ৩১।।

সাধুসঙ্গদ্বারা শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে ভক্তি লাভ

এ-বোল বুঝিয়া ধীর কুসঙ্গ তেজিব।
সাধুসঙ্গে নিরবধি আনন্দে রহিব।। ৩২।।
শান্তজনে ছিণ্ডে সব মনের বাসনা।
মধুর-ভাষণে করে কুমতি খণ্ডনা।। ৩৩।।
শান্তজন, নিরপেক্ষ, সমদরশন।
আমাতে অর্পিত-চিত্ত, শান্তপরায়ণ।। ৩৪।।
নিষ্কাম, নিষ্পরিগ্রহ, নির্ম্মম, নির্দ্বন্দ্ব।
এইসব শান্তজন-সহে কর সঙ্গ।। ৩৫।।
শান্ত-সঙ্গে আমার অমৃত-কথা শুনে।
অশেষ-দুরিত দুঃখ হরে সেইক্ষণে।। ৩৬।।
শান্ত-জন-সভায় না হয় আন কথা।
অন্যোহন্যে আমার মাত্র কহে গুণ-গাথা।। ৩৭।।
শুনে বা শুনায়, করে আদর, মোদন।
অশেষ দুরিত-দুঃখ হরে সেইক্ষণ।। ৩৮।।

শ্রদ্ধাযুত, আমাতে অর্পিত চিত্ত যা'র।
আমার চরণে ভক্তিযোগ হয় তা'র।। ৩৯।।

সাধুসঙ্গ ও সাধুসেবাদ্বারা সংসার-
মোচন

ভকতি লভিল যদি আমার চরণে।
কিবা অবশেষ আর আছে ত্রিভুবনে? ৪০
আমি ব্রহ্ম-অনুভব-আনন্দস্বরূপ।
নির্গুণ, অনন্তগুণ, নিরুপমরূপ।। ৪১।।
আমাতে ভকতি যা'র হৈল অকিঞ্চনা।
তবে কি তাহার রহে সংসার-বাসনা? ৪২
অগ্নির আশ্রয়ে যেন দূর হয় জাড়।
সেইরূপে সাধুসেবা খণ্ডয়ে সংসার।। ৪৩।।
মহাঘোর, ভয়ঙ্কর এ-ভব-সাগর।
মজ্জিয়া মজ্জিয়া জীব উঠে নিরন্তর।। ৪৪।।
সন্তজন সভে-মাত্র পরম-আশ্রয়।
নৌকা-বিনে জলে যেন পরিত্রাণ নয়।। ৪৫।।
অন্ন-মাত্র প্রাণ যেন জীবের জীবন।
আর্ত্তজনের আমি—কেবল শরণ।। ৪৬।।
ধর্ম্মমাত্র ধন যেন ধর্ম্মশীলগণে।
সন্ত-জন শরণ এ-ভবভীতজনে।। ৪৭।।
সন্তজন-বিনে কেবা উদ্ধারিতে পারে?
জ্ঞান-আঁখি দিয়া হৃদিগত তম হরে।। ৪৮।।
সূর্য্য অন্ধকার হরে কেবল বাহিরে।
নির্ম্মল করিতে নারে অন্তর-শরীরে।। ৪৯।।
এ-বোল বুঝিয়া সর্ব্বসঙ্গে পরিহরি'।
ভকত-সেবায়, জীব, যাও ভব তরি'।।" ৫০।।
ভক্তিরস-গুরু শ্রীল-গদাধর জান।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস-গান।। ৫১।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামেকাদশস্কন্ধে
কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী-ষড়্বিংশোঽধ্যায়ঃ।। ২৬।।

সপ্তবিংশ অধ্যায়

শ্রীউদ্ধবের ভগবদ্‌পূজা-বিধি সম্পর্কে
জিজ্ঞাসা
(দেশাগ-রাগ)

উদ্ধব পুছিল তবে প্রভুর চরণে।
"কর্ম্মযোগ কহ, নাথ, ভকতি-বিধানে।। ১।।
ভকতে যেরূপে পূজে তোমার চরণ।
সেই সে পরম ধর্ম্ম বলে মুনিগণ।। ২।।
বেদব্যাস-নারদ-অঙ্গিরা আদি করি'।
কর্ম্মযোগ তা'রা সব কহে অবধারি'।। ৩।।
তোমার বদন-সরোরুহ-বিগলিত।
কর্ম্মযোগ-বিনে কভু স্থির নহে চিত।। ৪।।
আপনে কহিলে তুমি মুনিগণ-স্থানে।
কহিল শঙ্কর-দেব দেবী-বিদ্যমানে।। ৫।।
কর্ম্মযোগ সর্ব্ববর্ণে ধরে অধিকার।
স্ত্রী-শূদ্র-আদি যত জীবের উদ্ধার।। ৬।।
অমল-কমল-পত্র-বিশাল-লোচন।
কর্ম্মযোগ কহ মোরে বন্ধ-বিমোচন।। ৭।।

শ্রীকৃষ্ণের পূজা-বিধি-কথন

উদ্ধবের বচন শুনিঞা ভগবান্।
কর্ম্মযোগ কহে প্রভু ভৃত্য-বিদ্যমান।। ৮।।
"অনন্ত কর্ম্মের গতি, কেবা অন্ত পায়।
কতরূপে কত কর্ম্ম, গণনা না যায়।। ৯।।
সংক্ষেপে কহিব কিছু কর্ম্মের বিধান।
যাহা হৈতে সর্ব্বজীব পায় পরিত্রাণ।। ১০।।
বেদ-আগম-শাস্ত্র পুরাণে বুঝায়।
ত্রিবিধ আমার যজ্ঞ পূজিতে উপায়।। ১১।।

যা'র যেন ইচ্ছা, যেনরূপে আমা' পূজে।
কর্ম্মযজ্ঞ করিয়া কেবল আমা' ভজে।। ১২।।
দ্বিজকুলে জনমিয়া যজ্ঞসূত্র ধরি'।
গায়ত্রী পঢ়িব গুরু-উপদেশ ধরি'।। ১৩।।
শ্রদ্ধাভক্তি করি' যেই পূজিব আমারে।
পূজাবিধি কহি, বৎস, তোমার গোচরে।। ১৪।।
প্রতিমাতে পূজে, কিবা স্থণ্ডিলে, অনলে।
সূর্য্য-জলে পূজে, কিবা হৃদয়-কমলে।। ১৫।।
ভক্তিযুক্ত হঞা দ্রব্য করিব সঞ্চয়।
আমাকে পূজিব নিজ-গুরু অতিশয়।। ১৬।।
দন্ত-মুখ পাখালিয়া শুধিব শরীররে।
প্রভাতে করিব স্নান পুণ্যনদী-নীরে।। ১৭।।
বেদ-আগম-মন্ত্রে করি পুন স্নান।
সন্ধ্যা-আদি নিত্যকর্ম্ম করি' সমাধান।। ১৮।।
পূজিব আমাকে, নিত্যকর্ম্ম না তেজিব।
কেবল ঈশ্বর-মাত্র সঙ্কল্পে ভাবিব।। ১৯।।
শিলা-দারুময়ী, হেমময়ী, বিলেপিতা।
চিত্রে লেখিত-মূর্ত্তি, সিকতা-নির্ম্মিতা।। ২০।।
মনোময়ী, মণিময়ী—প্রতিমা-বিধান।
অষ্ট পরকারে করি প্রতিমা নির্ম্মাণ।। ২১।।
চলাচল দুই মূর্ত্তি—প্রভুর মন্দির।
মূর্ত্তি নিরমিঞা কৃষ্ণ পূজিব সুধীর।। ২২।।
অচলে না করি আবাহন-বিসর্জ্জন।
চলরূপে বিকল্প করয়ে বুধজন।। ২৩।।
চিত্র নিরমিতরূপে না করাই স্নান।
অঙ্গ মারজন কিবা দর্পণ-বিধান।। ২৪।।
প্রসিদ্ধ উত্তম দ্রব্য আনিব যতনে।
মায়া পরিহরি' পূজা করিব বিধানে।। ২৫।।
ভকতে যে-কিছু লভে সেই দিয়া পূজে।
হৃদয়ে ধরিয়া ভক্তি সর্ব্বভাবে ভজে।। ২৬।।
প্রতিমাতে পূজি যদি, দিব্য উপহারে।
মনোহর, অনুপম বস্ত্র-অলঙ্কারে।। ২৭।।
স্থণ্ডিলে পূজিব যদি, তত্ত্বন্যাস ধরি।
আগুনে পূজিয়ে যদি, ঘৃতে হোম করি।। ২৮।।
সূর্য্যেতে পূজিব অর্ঘ্য কল্পিত উদ্দেশে।
জলময় দ্রব্যে জলে পূজিব বিশেষে।। ২৯।।
ভকতে যে-কিছু মোরে করে সমর্পণ।
জলমাত্র দেই, কিবা পত্র-আরোপণ।। ৩০।।
তাহাতে পীরিতি যত কহিতে না পারি।
ভকতে অপল দিলে মানি বহু করি'।। ৩১।।
মেরু-তুল্য হেম দেয় অভকত-জনে।
অশ্রদ্ধায় করে নানাদ্রব্য-সমর্পণে।। ৩২।।
গন্ধ-পুষ্প, ধূপ-দীপ—নানা উপহার।
তাহাতে নাহিক কিছু পীরিতি আমার।। ৩৩।।
তবে শুন, উদ্ধব, কহিব পূজাবিধি।
যেরূপে পূজিলে জীব লভে সর্ব্বসিদ্ধি।। ৩৪।।

ভগবদর্চ্চন-বিধি

স্নান-আচমন করি' হই' শুদ্ধবেশ।
পূজাদ্রব্য লঞা ঘরে করিব প্রবেশ।। ৩৫।।
সর্ব্ব-অগ্র করি' কুশে কল্পিব আসন।
পূর্ব্বমুখ হৈয়া তাথে বসিব ব্রাহ্মণ।। ৩৬।।
অঙ্গন্যাস করি' অঙ্গ করিব শোধন।
আমার মূরতি করি' করিব মার্জ্জন।। ৩৭।।
পূজাদ্রব্য, পূজাভূমি, নিজ কলেবর।
প্রোক্ষণ করিয়া শোধি দিয়া দিব্যজল।। ৩৮।।
তিন পাত্র সম্মুখে স্থাপিব শুদ্ধ করি'।
পাদ্য-অর্ঘ্য-আচমন-হেতু দ্রব্য ভরি'।। ৩৯।।
নমো-মন্ত্রে পাদ্যপাত্র করিব শোধন।
স্বাহা-মন্ত্রে অর্ঘ্যপাত্র করিব প্রোক্ষণ।। ৪০।।
শিখা-মন্ত্রে আচমন-পাত্র শুদ্ধ করি'।
সর্ব্বদ্রব্য শোধিব গায়ত্রী-মন্ত্র পঢ়ি'।। ৪১।।
হৃদয়-কমলে তবে করিব ধেয়ান।
দিব্য-মূর্ত্তি আমার চিন্তিব মতিমান্।। ৪২।।
মূর্ত্তিমন্ত হৈঞা পাছে পূজিব মণ্ডলে।
আবাহন করি' স্থাপি' মূর্ত্তি কলেবরে।। ৪৩।।
ন্যাসমন্ত্র পঢ়ি' তবে করি মূর্ত্তিন্যাস।
দিব্য-উপহারে পূজা করিব প্রকাশ।। ৪৪।।

পাদ্য-অর্ঘ্য দিব, দিব্য-জলে আচমন।
তবে নানা উপহার করি নিবেদন।। ৪৫।।
ধর্ম্ম-আদি অষ্টমূর্ত্তি কল্পিব আসনে।
নবমূর্ত্তি স্থাপি তবে যথাযোগ্য-স্থানে।। ৪৬।।
অষ্টদল-পদ্ম তা'থে রচিব উজ্জ্বল।
কর্ণিকা-কেশরযুত রুচি' মনোহর।। ৪৭।।
বেদমন্ত্রে, তন্ত্রমন্ত্রে পূজিব বিধানে।
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম পূজি শরাসনে।। ৪৮।।
লাঙ্গল-মুষল-অস্ত্রপূজা নিজ করে।
শ্রীবৎস, কৌস্তুভ, বনমালা বক্ষঃস্থলে।। ৪৯।।
গরুড় পূজিয়া পূজি নন্দ-সুনন্দ।
বল-মহাবল পূজি, চণ্ড-প্রচণ্ড।। ৫০।।
কুমুদ মুদেক্ষণে, গণেশ-পার্ব্বতী।
ব্যাস বিষ্বক্‌সেন পূজি গুরু, সুরপতি।। ৫১।।
সব পারিষদ পূজি, নিজ-নিজ স্থানে।
গন্ধ-চন্দনে পূজা করিব বিধানে।। ৫২।।
সুগন্ধি-শীতল-জলে করাই মার্জ্জন।
দিব্য উপহারে নিত্য করিব অর্চ্চন।। ৫৩।।
বেদমন্ত্রে পূজি কিবা পুরাণ-বচনে।
বস্ত্র-আভরণ-মাল্য সুগন্ধি-চন্দনে।। ৫৪।।
পাদ্য-অর্ঘ্য, আচমন, সুগন্ধি-কুসুমে।
ধূপ-দীপ উপহার দিব মনোরমে।। ৫৫।।
পিষ্টক, মোদক, ঘৃতপক্ক, গুড়পাক।
বিবিধ ব্যঞ্জন, বহুবিধ সূপ, শাক।। ৫৬।।
দধি-দুগ্ধ-আদি, ঘৃত, বিবিধ সম্ভার।
ধরিব প্রভুর আগে বিভব-বিস্তার।। ৫৭।।
প্রেম-অনুবন্ধ করি' সব নিবেদিব।
বিচিত্র সুন্দর করি অঙ্গ বিলেপিব।। ৫৮।।
প্রথমে মজ্জন মহা-অভিষেক করি'।
বিধি-অনুসারে তবে মহাপূজা করি।। ৫৯।।
ভক্ষ্য-ভোজ্য, নৃত্য-গীত বাদ্য সুমঙ্গলে।
প্রতিদিন পূজিব বৈভব-অনুসারে।। ৬০।।
তবে হোম-নিমিত্তক কুণ্ড-নিরমাণে।
কুণ্ডগত বহ্নিমুখে করি ঘৃতদানে।। ৬১।।
চিন্তিব আমার রূপ আগুনি-ভিতরে।
তপত-কাঞ্চন তুল্য অঙ্গ-মনোহরে।। ৬২।।
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম শোভে চারিভুজে।
কমল-কেশর-তুল্য পীতবাস সাজে।। ৬৩।।
মুকুট-কুণ্ডল, কটিসূত্র বিরাজিত।
কঙ্কণ-কেয়ূর করে, শ্রীবৎস-লক্ষিত।। ৬৪।।
বনমালা-বিভূষিত, কৌস্তুভ-ভূষণ।
বহ্নিমধ্যে দিব্যরূপ করিব চিন্তন।। ৬৫।।
মূলমন্ত্রে বহ্নিমুখে করি' ঘৃত দান।
এইরূপে হোমকর্ম্ম করি সমাধান।। ৬৬।।
পারিষদ-হোম করি নিজ-নিজ নামে।
অর্চ্চন-বন্দন করি' প্রণাম চরণে।। ৬৭।।
পারিষদগণে করি বলি সমর্পণ।
মূলমন্ত্র জপি ব্রহ্মে করিয়া স্মরণ।। ৬৮।।
বুঝিয়া ভোজনশেষ দিব আচমন।
বিষ্বক্‌সেনে করি নৈবেদ্য সমর্পণ।। ৬৯।।
মুখবাস দিব তবে সুগন্ধি তাম্বূল।
অঞ্জলি ভরিয়া দিব কুসুম প্রচুর।। ৭০।।
আমার পবিত্র যশো-গুণ-নাম-গান।
উচ্চস্বরে গায়, নাচে, মহিমা বাখান।। ৭১।।
শুনিব আমার কথা, শুনাইব জনে।
কৃষ্ণ পূজা করিব সোঙরিয়া মনে।। ৭২।।
স্তুতি-পাঠ পড়িয়া করাইব প্রসন্ন।
বিবিধ স্তবন করি, পুরাণ-পঠন।। ৭৩।।
'প্রসীদ কমলাকান্ত কৃষ্ণ ভগবান্।'
প্রদক্ষিণ করি' করে দণ্ড-পরণাম।। ৭৪।।
'ত্রাহি, ত্রাহি, কর, প্রভু, ভবসিন্ধু পার।
তোমার পদারবিন্দ—আশ্রয়ের সার।।' ৭৫।।
এইরূপে করে পুনঃপুনঃ পরণাম।
শেষ শিরে ধরি' করে পূজা-সমাধান।। ৭৬।।
বিসর্জ্জন করিব পূজিয়া মতিমান্।
জানিব সাক্ষাতে মূর্ত্তিময় ভগবান্।। ৭৭।।

ভগবদর্চ্চনে সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হয়

মূর্ত্তি প্রকাশিব যাঁ'র যাহাতে পীরিতি।
সেই মূর্ত্তি স্থাপিয়া পূজিব নিতি নিতি।। ৭৮।।
এইরূপে যে আমারে পূজে নিরন্তর।
সর্ব্বসিদ্ধি হয় তা'র সর্ব্বত্র মঙ্গল।। ৭৯।।
আমার মধুর-মূর্ত্তি করিয়া প্রকাশ।
বিচিত্র মন্দির, পুর, নির্ম্মিব আবাস।। ৮০।।
পুষ্পবন, ক্রীড়াবন করিব নির্ম্মাণ।
যাত্রাকালে বহুবিধ উৎসব-বিধান।। ৮১।।
পর্ব্বে পর্ব্বে মহাযাত্রা করি' অনুবন্ধ।
বহুবিধ বলি' পূজা, উৎসব, আনন্দ।। ৮২।।
কৃষিকর্ম্ম করিব, বাণিজ্য-ব্যবহার।
পুর-গ্রাম সমর্পিব চরণে আমার।। ৮৩।।
মো-সম ঐশ্বর্য্য তা'র বৈকুণ্ঠ-গমন।
কহিল আমার পূজা-বিধান-লক্ষণ।। ৮৪।।
ত্রিভুবনে এক-পতি হয় গৃহ-দানে।
সার্ব্বভৌম-পদ লভে প্রতিষ্ঠা-বিধানে।। ৮৫।।
ব্রহ্মলোক পায় নর পূজিয়া আমারে।
সারূপ্য-মুকতি হয় এ-তিন প্রকারে।। ৮৬।।
নিরপেক্ষ ভক্তিযোগে যে কেবল ভজে।
আমার কারণে সর্ব্ব-লোকধর্ম্ম ত্যজে।। ৮৭।।
সে কেবল আমাকে লভিয়া পূর্ণ হয়।
বিবিধ সন্তাপ-দুঃখ কভু তা'র নয়।। ৮৮।।
এইরূপে যে আমার পূজে নিরবধি।
ভক্তিযোগ হয় তা'র, লভে সর্ব্বসিদ্ধি।। ৮৯।।

দেব-ব্রাহ্মণ-বিত্ত-অপহরণকারী ও তদ্‌কার্য্যে সাহায্যকারীর অশেষ দুর্গতি

স্বদত্ত বা পরদত্ত, হৈয়া অচেতন।
দেব-ব্রাহ্মণের বৃত্তি যে করে হরণ।। ৯০।।
বিষ্ঠাকৃমি হৈয়া সে যে পচে নিরন্তর।
বিষ্ঠাভোজী হয় দশ-অযুত বৎসর।। ৯১।।
দেববৃত্তি যেবা হরে, যে হয় সহায়।
হেতু হৈয়া বৃত্তিচুরি যে-জন করায়।। ৯২।।
দেখিয়া যে-জন হয় মুদিতবদন।
সমভাগী, সমফল হয় চারিজন।।" ৯৩।।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস-ভাষা।
কৃষ্ণপদ ভজ, ভাই, কৃষ্ণে ধর আশা।। ৯৪।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামেকাদশস্কন্ধে কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী-সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ।। ২৭।।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়

পর-স্বভাবের নিন্দা ও প্রশংসায় জ্ঞানভ্রষ্ট হয়

(কেদার-রাগ)

কহিতে লাহিলা তবে প্রভু ভগবান্।
"শুন, হে উদ্ধব, কহি কর অবধান।। ১।।
সর্ব্বলোক কর্ম্ম করে স্বভাব-বিহিত।
না নিন্দে, না প্রশংসে যে, সেই সে পণ্ডিত।। ২।।
জগৎ দেখিব এক, নাহি নিজ-পর।
প্রকৃতি-পুরুষ-যোগে নির্ম্মিত সকল।। ৩।।
দেখিয়া পরের কর্ম্ম, স্বভাব, আচার।
যদি নিন্দা করে, কিবা প্রশংসা তাহার।। ৪।।
জ্ঞান ভ্রষ্ট হয় তা'র অসত্য ধেয়ানে।
নিদ্রাগত জীব যেন হয় অচেতনে।। ৫।।
দেখি, শুনি যত কিছু, সব নহে তত্ত্ব।
'ভাল, মন্দ' বলি তবে, যদি হয় সত্য।। ৬।।
বচনে যে বলি কিছু, দেখিয়ে নয়নে।
মনে ধ্যান করি যত, করি অনুমানে।। ৭।।

এ-সব জানিবে তুমি অসত্য কেবল।
ব্যবহার-হেতু মায়া-রচিত সকল।। ৮।।
অসত্য-খেয়ানে মাত্র জন্ম-মৃত্যু লভে।
এ-বোল বুঝিয়া ভ্রম ছাড় সর্ব্বভাবে।। ৯।।
যদি বল সব সত্য কহে শ্রুতিগণে।
আত্মা-বিনে সত্য করি' কিছুই না মানে।। ১০।।
আত্মা কর্ত্তা, আত্মা হর্ত্তা, ত্রাতা, মহেশ্বর।
ওহি সৃজে,ওহি পালে, সংহরে সকল।। ১১।।
আত্মা-বিনে কিছু সত্য নহে চরাচর।
ত্রিবিধ-বিধানময় নির্ম্মাণ কেবল।। ১২।।
ত্রিগুণ-জনিত সব মায়া-বিলসিত।
বুঝিয়া ছাড়িব ভ্রম, যে হয় পণ্ডিত।। ১৩।।
স্তুতি-নিন্দা না করিব, কভু নিজ-পর।
লোক-মধ্যে বৈসে, যেন দেখি দিনকর।। ১৪।।
সাক্ষাতে দেখিয়ে, আর করি অনুমানে।
আগমে বুঝায়, আর আপন গেয়ানে।। ১৫।।
আদি-অন্ত অসত্য জানিব ত্রিভুবন।
বুঝিয়া কুসঙ্গ ছাড়ি' রহে বুধজন।।" ১৬।।

'জন্মমৃত্যু ও সংসার কাহার?'

উদ্ধব জিজ্ঞাসে তবে ভাবিয়া বিস্ময়।
"অসত্য সংসার যদি জানিব নিশ্চয়।। ১৭।।
জীবের সংসার নাহি, নির্গুণ-বিকার।
পঞ্চভূত বিরচিত শরীর অসার।। ১৮।।
জনম-মরণ কা'র, কে হয় সংসারী?
কহ, নাথ, কৃপা কর, ভ্রম দূর করি'।। ১৯।।
আত্মা নিরঞ্জন, গুণহীন, ব্রহ্মময়।
সর্ব্বভূতে বৈসে আত্মা, সমান-উদয়।। ২০।।
কাষ্ঠভেদে অগ্নি যেন ছোট-বড় দেখি।
এইরূপে পূর্ণব্রহ্ম আত্মা সর্ব্বসাক্ষী।। ২১।।
কাহার সংসার, নাথ, জনম-মরণ?
আত্মা পরিপূর্ণ ব্রহ্ম, দেহ অচেতন।।" ২২।।
উদ্ধবের বচন শুনিঞা ভগবান্।
হাসিয়া উত্তর তবে দিলা সমাধান।। ২৩।।

দেহাত্মবুদ্ধি ও দ্বৈতদর্শনেই জীবের সংসার

"যাবৎ ইন্দ্রিয়-মন-দেহ অহঙ্কার।
তাবৎ জানিহ তুমি জীবের সংসার।। ২৪।।
জীবের সংসার-হেতু না দেখি গঠনে।
তথাপি সংসারে জীব ভ্রমে অকারণে।। ২৫।।
জাগিতে পুরুষ যেন বিষয় খেয়ায়।
বিবিধ অনর্থ যেন স্বপনে দেখায়।। ২৬।।
শয়নে স্বপন যেন সত্য-হেন জানে।
জাগিলে স্বপন যেন মিথ্যা করি' মানে।। ২৭।।
কাম-ক্রোধ, লোভ-মোহ, হরিষ-বিষাদ।
অহঙ্কারে হয় যেন বিবিধ প্রমাদ।।" ২৮।।
এইরূপে জ্ঞানযোগ করিয়া বিস্তার।
দূর কৈল চিত্তগত যত অন্ধকার।। ২৯।।
জ্ঞান-উপদেশে কৈল অজ্ঞান খণ্ডন।
চিত্তগত কৈল সব মোহ নিবারণ।। ৩০।।
অজ্ঞান-কল্পিত সব বুঝাঞা সংসার।
নানা-পরকারে নিবারিল মোহজাল।। ৩১।।
উদ্ধবে বুঝাঞা হরি জ্ঞান-উপদেশে।
নিজ ভক্তিযোগ কিছু বিস্তারিলা শেষে।।" ৩২।।
ধীর-শিরোমণি শ্রীল-গদাধর জান।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস গান।। ৩৩।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামেকাদশস্কন্ধে
কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী-অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ।। ২৮।।

ঊনত্রিংশ অধ্যায়

ভগবৎপাদপদ্ম-লাভের সহজসাধ্য উপায় কি?

(ভাটিয়ারী-রাগ)

উদ্ধব শুনিঞা তবে যোগতত্ত্ব-গতি।
মনে ভয় পাঞা জিজ্ঞাসিল মহামতি।। ১।।
"যোগধর্ম্ম তুমি, নাথ, কহিলে বিস্তারি'।
কাহার শকতি যোগ সাধিবারে পারি? ২
বহুজন্ম ধরি' সাধে মহাযোগিগণে।
সমাধি-ধারণা-ধ্যান, চিত্ত-সমাধানে।। ৩।।
তভু কা'রো যোগসিদ্ধি হয়, বা না হয়।
হেন যোগ উপদেশ কহ, মহাশয়।। ৪।।
হেন উপদেশ কহ, জগত-নিবাস।
সুখে যেন তরে লোক, ছিণ্ডে ভব-পাশ।। ৫।।
অরবিন্দ-লোচন হরি যদুবর, ধীর।
তোমার পদারবিন্দ আনন্দ-মন্দির।। ৬।।
আশ্রয় করিয়া, নাথ, চরণ-পঙ্কজে।
সারাৎসার বিচারি' চতুরগণ ভজে।। ৭।।
সুখে মায়া তরে, নাথ, ভকতি সাধিয়া।
যোগপথে যোগিগণ না যায় তরিয়া।। ৮।।
এ-কোন বিচিত্র, নাথ, বুঝিব তোমার।
কৃপা করি' কর, নাথ, ভকত উদ্ধার।। ৯।।
তোমা-বিনে নাহি আর যাহার শরণ।
তা'র বশ হঞা তুমি থাক অনুক্ষণ।। ১০।।
এ-কোন্ অদ্ভুত, নাথ, চরিত্র তোমার?
বনপশু বানরের সঙ্গে অবতার।। ১১।।
রঘুবংশ-তিলক, বিধৃত-রাম-তনু।
সুরেন্দ্র-মুকুট-বিঘটিত পদরেণু।। ১২।।
হেন প্রভু করে পশু বানর সহায়।
তোমার চরিত্র, নাথ, বুঝন না যায়।। ১৩।।
তুমি, নাথ, প্রাণধন—সভার জীবন।
অখিল-ভুবনপতি, পরম-কারণ।। ১৪।।
ভৃত্য-কৃত্য বুঝ তুমি, সর্ব্বফল-দাতা।
জগতের গতি, পতি, সর্ব্বলোক-পিতা।। ১৫।।
কে হেন বঞ্চিত আছে তোমা' পরিহরি'।
যোগপথে যাইব, নাথ, ভবসিন্ধু তরি'? ১৬
তোমাকে তেজিয়া, নাথ, অন্যদেব পূজে।
তপ-জপ সাধে কিবা মোক্ষধর্ম্ম ভজে।। ১৭।।
সে কেবল অচেতন, নহে কোন সিদ্ধি।
মায়া-বিমোহিত, তা'র বাম হয় বিধি।। ১৮।।
যেন-তেন মতে মাত্র ভজুক তোমারে।
তা'র বশ হও তুমি সেই উপকারে।। ১৯।।
আনন্দ-সাগরে ভাসে ব্রহ্মা-ঋষিগণ।
তোমার মহিমাগুণ করিয়া স্মরণ।। ২০।।
শুধিতে না পারে ধার ব্রহ্মার বয়সে।
কেবল মজিয়া রহে প্রেম-সুধারসে।। ২১।।
জীব-পরিত্রাণ-হেতু তোমার বিহার।
গুরুরূপ ধরি' কর জীবের উদ্ধার।। ২২।।
অন্তর্য্যামিরূপে কর দুরিত খণ্ডন।
কে নাথ, বুঝিবে, তুমি সভার শরণ।।" ২৩।।
উদ্ধবের বচন শুনিয়া শ্রীনিবাস।
কহিতে লাগিলা তত্ত্ব মন্দ-মধুহাস।। ২৪।।

মহাভাগবতের সঙ্গে কায়মনোবাক্যে ভজনই ভগবৎপাদপদ্মলাভের সহজ উপায়

"কহিব আমার ধর্ম্ম পরম-মঙ্গল।
শুনিলে দুরন্ত মৃত্যু হরে ভয়ঙ্কর।। ২৫।।
করিব সকল কর্ম্ম আমার কারণে।
বুদ্ধি, মন নিয়োজিব আমার চরণে।। ২৬।।
সাধিব আমার কর্ম্ম, করিব পীরিতি।
পুণ্যভূমি, পুণ্যদেশে করিব বসতি।। ২৭।।
ভকত-আশ্রিত দেশে করিব আশ্রয়।
সে দেশ জানিব ধন্য, সর্ব্বতীর্থময়।। ২৮।।
আমার ভকত-জন যে ধর্ম্ম আচরে।
সেই সেই ধর্ম্ম করি' পূজিব আমারে।। ২৯।।
পর্ব্ব-যাত্রা মহোৎসব, করিব আনন্দ।
নৃত্য-গীত-কীর্ত্তন, মঙ্গল-অনুবন্ধ।। ৩০।।
মহারাজ বৈভব করিব মহোৎসবে।
সর্ব্বত্যাগ করিয়া ভজিব সর্ব্বভাবে।। ৩১।।

কৃষ্ণাধিষ্ঠান-জ্ঞানে সর্ব্বপ্রাণীর আদর কর্ত্তব্য

'সর্ব্বভূতে বসি আমি'—দেখিব ধেয়ানে।
অন্তরে বাহির কিছু নাহি আমা বিনে।। ৩২।।
সর্ব্বভূতে বসি, নিরালম্ব, নিরাধার।
সর্ব্বত্র আকাশ যেন দেখি নিরাকার।। ৩৩।।
'সর্ব্বঠাঞি বসি আমি'—করিব ধেয়ানে।
সর্ব্বজীবে প্রেম ধরি' করিব সম্মানে।। ৩৪।।
ব্রাহ্মণ, পুক্কস, হীন, পতিত, পামর।
আগুনির কণা কিবা শশী দিনকর।। ৩৫।।
ক্রূর, অক্রূর কিবা দেখিব সমান।
সেই সে পণ্ডিত, তা'কে বলি 'বুদ্ধিমান্'।। ৩৬।।
সর্ব্বজীবে আমাকে চিন্তিব নিরন্তর।
মদ, মান, অহঙ্কার না রহে সকল।। ৩৭।।
কুক্কুর, চণ্ডাল, খর পর্য্যন্ত দেখিয়া।
দণ্ড-পরণাম হ'ব ভূমেতে পড়িয়া।। ৩৮।।
লজ্জা-মান ছাড়িয়া করিব পরণাম।
গুণ-দোষ পরিহরি' দেখিব সমান।। ৩৯।।
যাবৎ ঈশ্বরভাব সর্ব্বভূতে হয়।
তাবৎ সাধিব জীব, না করিব ভয়।। ৪০।।
আমার সম্মত এহি, সর্ব্বধর্ম্মসার।
এহি সে উত্তম গতি, ধর্ম্ম নাহি আর।। ৪১।।
সঙ্গে অনুবন্ধ নাহি, তিল-মাত্র ধ্বংস।
এ-ধর্ম্ম আশ্রয় করি' তরে হীনবংশে।। ৪২।।

ফলার্পণ-পূর্ব্বক অনুষ্ঠিত অনুমাত্র ভাগবত ধর্ম্মেরও বিনাশ নাই

ফল উপেক্ষিয়া ধর্ম্ম করিব কেবল।
এই সে আমার ধর্ম্ম জগত-মঙ্গল।। ৪৩।।
আছুক আমার ধর্ম্ম করিব আচার।
ব্যর্থ শ্রম করে যত লোক-ব্যবহার।। ৪৪।।
সেহ যদি আমাতে অর্পণ করি' করে।
তথাপি হেলায় লোক ভবসিন্ধু তরে।। ৪৫।।
এই বুদ্ধিমান্ জন্ বুদ্ধির চাতুরী।
এই বুধজন বিচারিব অবধারি'।। ৪৬।।
অসত্য সাধিব সত্য মর্ত্ত্য কলেবরে।
কেবল-আনন্দধাম লভিব আমারে।। ৪৭।।

সর্ব্বপ্রাণিতে ভগবদ্ভাব-দর্শনে পরামুক্তি

কহিল, উদ্ধব এহি সর্ব্ববেদসার।
সুরমুনিগণ যা'র নাহি পায় পার।। ৪৮।।
এহি সে পরম-জ্ঞান কহিল তোমারে।
এ-ধর্ম্ম জানিলে মাত্র ভবসিন্ধু তরে।। ৪৯।।
এ-ধর্ম্ম জানিব তা'র আছুক মহিমা।
শ্রবণ-সন্ধান মাত্র করয়ে যে-জনা।। ৫০।।
সেহ পরিত্রাণ পায়, কি কহিব আর।
এ-ধর্ম্ম সাধিয়া কেবা নহে ভব পার? ৫১
কহিল পরম-ধর্ম্ম—ব্রহ্ম নিরূপণ।
পরম-গোপিত, নিত্যশুদ্ধ, সনাতন।। ৫২।।
আছুক জানিতে, মাত্র করিব সন্ধান।
ব্রহ্মময় হৈয়া তা'র ব্রহ্মপদে স্থান।। ৫৩।।
আমার ভকতজনে যে করে প্রদান।
উপদেশ দেয় ধন্য, এ-পুণ্য বাখান।। ৫৪।।
আপনে আপনা আমি দিয়ে তা'র তরে।
ব্রহ্মপদে অধিকার, ব্রহ্ম দান করে।। ৫৫।।
পরম-পবিত্র, পাপহর উপাখ্যান।
যেবা পড়ে, যেবা শুনে, যে করে বাখান।। ৫৬।।
আমাতে ভকতি লভে, ছিণ্ডে কর্ম্মপাশ।
পরমগোপিত ধর্ম্ম কৈল পরকাশ।। ৫৭।।
শুনিলে, উদ্ধব, তুমি কৈলে অবধান?
বুঝিলে কি সকল, খণ্ডিল মদ-মান? ৫৮
কাম-ক্রোধ ছাড়িলে, খণ্ডিল শোক-ভয়?
দূরে গেল মোহজাল, খণ্ডিল সংশয়? ৫৯

পরতত্ত্ব জ্ঞানলাভের অধিকারী ও অনধিকারীর পরিচয়

দাম্ভিক, নাস্তিক, শঠ, শ্রদ্ধাহীন জনে।
ভক্তিশূন্য, বিনয় বিহীন, মতিহীনে।। ৬০।।
নাহি দিব কদাচিত পরতত্ত্ব-জ্ঞান।
কহিল উদ্ধব, এই বেদের বিধান।। ৬১।।

লোকপ্রিয়, সাধু, শুচি, ধন্য, সুচরিত।
ব্রহ্মণ্য-ভকতিযুত, দোষ-বিবর্জ্জিত।। ৬২।।
কহিবে এ-সব জনে এ ধর্ম্ম আচার।
ভক্তিপথে স্ত্রী-শূদ্র ধরে অধিকার।। ৬৩।।

সর্ব্বধর্ম্ম-পরিত্যাগপূর্ব্বক-শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে শরণাগত হওয়া কর্ত্তব্য

ভক্তিযুত স্ত্রী-শূদ্রে দিব উপদেশ।
এ-ধর্ম্ম জানিলে কিছু নাহি অবশেষ।। ৬৪।।
পান কৈলে অমৃত, কি আন রসে কর্ম্ম?
এ-ধর্ম্ম জানিলে কি জানিব আন ধর্ম্ম? ৬৫
জ্ঞান-কর্ম্ম-ভক্তিযোগ কহিল সকল।
ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ— চতুর্বিধ ফল।। ৬৬।।
সর্ব্বধর্ম্ম তেজি' জীব ভজিব যখনে।
সব নিবেদিব জীব আমার চরণে।। ৬৭।।
তখনে পরমপদ জানিব তাহার।
আমাকে লভিলে সেই, ছুটিল সংসার।। ৬৮।।"

শ্রীউদ্ধবের শ্রীকৃষ্ণচরণকমলে শুদ্ধভক্তি প্রার্থনা

এতেক বচন যদি বলিলা শ্রীহরি।
শুনিঞা উদ্ধব রহে করজোড় করি'।। ৬৯।।
প্রেমে কণ্ঠ রুধিল, না ধরে কলেবর।
পুলকে পূরিল অঙ্গ, না সরে উত্তর।। ৭০।।
ক্ষণে চিত্ত নিবারিয়া কৈল অবধান।
করযোড়ে কহে শিরে করিয়া প্রণাম।। ৭১।।
"দূরে গেল সব মোহময় অন্ধকার।
অভয় পদারবিন্দ-নিকটে তোমার।। ৭২।।
শীতভয়-রহে কি অগ্নির সন্নিধানে?
কভু কি অজ্ঞান রহে তোমা-বিদ্যমানে? ৭৩
ভৃত্য দেখি' অনুগ্রহ কৈলে এতবড়।
জ্ঞানদীপ প্রকাশিলে পরম-উজ্জ্বল।। ৭৪।।
তুমি-হেন প্রভু, নাথ, জানিব যে-জনে।
সে কেন ভজিব অন্য, প্রভু, তোমা বিনে? ৭৫
দূরে গেল দৃঢ় মোর মায়াময় জাল।
নিজ-পরিজন-গত মোহ-অন্ধকার।। ৭৬।।
নমো নমো মহাযোগী প্রপন্ন-তারণ।
যোগীন্দ্র-মুণীন্দ্রবৃন্দ-বন্দিত-চরণ।। ৭৭।।
হেন উপদেশ দিয়া বুঝাইবে মোরে।
নিরন্তর মতি যেন রহে পদতলে।।" ৭৮।।

শ্রীবদরিকাশ্রমে গিয়া ভক্তিযোগ-সাধনার্থ শ্রীউদ্ধবকে শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞা

প্রভু বলে,—"উদ্ধব, আমার বাণী ধর।
বদরিকাশ্রমে তুমি শীঘ্র করি' চল।। ৭৯।।
তথা গিয়া আমার চরণ-তীর্থ-জলে।
স্নান, পান করিয়া শোধহ কলেবরে।। ৮০।।
অশেষ-কল্মষ-নাশ গঙ্গা-দরশনে।
করিয়া শুধিহ চিত্ত স্নান ও মজ্জনে।। ৮১।।
বন্যফল-মূল-মাত্র কল্পিবে আহার।
সুখভোগ তেজিয়া পরিহ বৃক্ষছাল।। ৮২।।
শীতবাত-জনিত সকল দুঃখ সহিয়া।
সুশীল, সংযত, শান্ত, সমাহিত হৈয়া।। ৮৩।।
আমার শিক্ষিত ধর্ম্ম সতত ভাবিয়া।
জ্ঞান-বিজ্ঞান-যুত, সমচিত্ত হইয়া।। ৮৪।।
বুদ্ধি-মন আমাতে করিহ নিয়োজিত।
সাধিহ আমার ধর্ম্ম হঞা সমুচিত।। ৮৫।।
তেজিয়া ত্রিগুণ-গতি লভিবে আমারে।
বদরিকাশ্রমে চল তীর্থ মনোহরে।।" ৮৬।।

শ্রীকৃষ্ণের আদেশ ও শ্রীপাদুকাযুগল শিরে ধারণ পূর্ব্বক শ্রীউদ্ধবের শ্রীবদরিকা-শ্রমে প্রয়াণ

আজ্ঞা শিরে ধরিয়া উদ্ধব মতিমান্।
প্রদক্ষিণ করি' কৈল দণ্ড-পরণাম।। ৮৭।।
কান্দিতে লাগিলা শিরে ধরিয়া চরণে।
পড়িল উদ্ধব ভূমে, নাহি বাহ্যজ্ঞানে।। ৮৮।।
বিরহ-কাতর হৈয়া কান্দি উচ্চস্বরে।
বলিতে না পারে কিছু, বচন না স্ফুরে।। ৮৯।।
পুনঃপুনঃ আজ্ঞা দেন প্রভু ভগবান্।
উদ্ধবের নাহি কিছু বাহ্য-অবধান।। ৯০।।

বিরহ-কাতর হৈয়া কান্দে উচ্চৈস্বরে।
পুনঃপুনঃ প্রদক্ষিণ দণ্ডবত করে।। ৯১।।
উদ্ধব দুঃখিত দেখি' বিরহ-কাতর।
কৃপা করি' দিলা প্রভু পাদুকাযুগল।। ৯২।।
পুনরপি আজ্ঞা যদি দিলেন শ্রীহরি।
পুনঃপুনঃ প্রদক্ষিণ দণ্ডবৎ করি'।। ৯৩।।
পাদুকা করিয়া মাথে আকুল-হৃদয়।
ধীরে ধীরে চলিলা উদ্ধব মহাশয়।। ৯৪।।
হৃদয়-কমলে হরি করি' আরোপণ।
চলিলা উত্তর-দিগে করিয়া রোদন।। ৯৫।।
মহাভাগবত, ধীর, বিরহ-কাতর।
চলিলা উত্তর-দিগে পরম-বিহ্বল।। ৯৬।।
বদরিকাশ্রমে গিয়া হৈলা উপসন্ন।
কৃষ্ণ-উপদেশে কৈলা কৃষ্ণ-আরাধন।। ৯৭।।
তপোযোগ সাধিয়া লভিল কৃষ্ণগতি।
জগতে বিস্তার করি' স্থাপিলা ভকতি।। ৯৮।।
লোক বুঝাইতে কর্ম্ম উদ্ধবে করায়।
প্রভুর ইঙ্গিত কেবা বিচারিলে পায়? ৯৯

জগতমঙ্গলার্থ শ্রীকৃষ্ণের জ্ঞানবিজ্ঞান সহিত
ভক্তিযোগোপদেশ

নিজ-ভৃত্য-হেতু নিজ-গীত, জ্ঞানামৃত।
যে জন শুনয়ে কৃষ্ণমুখ-মুখরিত।। ১০০।।
আনন্দ-সমুদ্র, ভক্তিরস সুধানিধি।
ভক্তি-শ্রদ্ধা করি' যেবা-শুনে নিরবধি।। ১০১।।
এ-ভব-সাগর পার হয় অনায়াসে।
জগত-নিস্তার তা'র সেই সঙ্গবাসে।। ১০২।।
নিজজন-ভবভয় করিতে নিবার।
ভৃঙ্গবৎ প্রভু উদ্ধারিলা বেদসার।। ১০৩।।
জ্ঞান-বিজ্ঞান-সার, ভক্তি-সুধাসিন্ধু।
ভক্তগণে পিয়াইল নিজভৃত্য-বন্ধু।। ১০৪।।
পুরুষ-প্রধান, আদি, অনাদি-নিধন।
সে নন্দনন্দনে মোর রহু পরণাম।। ১০৫।।
ভক্তিরস সুধাসিন্ধু গদাধর জান।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস-গান।। ১০৬।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামেকাদশস্কন্ধে
কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী-উনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।। ২৯।।

ত্রিংশ অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধান-লীলা-শ্রবণার্থ শ্রীপরীক্ষিতের জিজ্ঞাসা
(পঠমঞ্জরী-রাগ—দীর্ঘচ্ছন্দ)

তবে রাজা জিজ্ঞাসিলা, "উদ্ধব চলিয়া গেলা,
তবে হরি দ্বারকামণ্ডলে।
কোন্ কর্ম্ম কৈলা আন, কালরূপী ভগবান্,
বিস্তারিয়া কহিবে আমারে।। ১।।
দ্বিজ-শাপ-ছলে যদু-, কুল বিনাশন করি',
তবে নিজ যদু-কলেবর।
অশেষ-মঙ্গল ধাম, কিরূপে তেজিল শ্যাম,
সকল-লোচন-মনোহর? ২
অবলা নয়ন-কোণ, যে অঙ্গে লাগিলে মন,
নিবারিয়া আনিতে না পারে।
সাধুজন-শ্রুতিগণ, যদি বিনিহিত হন,
পুন আর বিষয় না করে।। ৩।।
যাঁর আভা কবিগণ, বচন আনন্দকর
সমর-শমিত শূরগণে।

রথগত দরশনে, তাঁ'র সমরূপ ধরে,
হেন অঙ্গ তেজিল কেমনে?" ৪

বিবিধ উপদ্রব দর্শনে শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞায়
শ্রীযাদবগণের শ্রীপ্রভাস যাত্রা ও
বিবিধ পুণ্যকর্ম্মানুষ্ঠান

মুনি বলে—"বহুমত, উতপাত উপগত,
দেখি' হরি দৈবকীনন্দন।
'সুধর্ম্মা'-সভাতে বসি', কহিতে লাগিলা হাসি',
'শুন শুন, যদুবীরগণ।। ৫।।
ধূমকেতু-সম মহা, উতপাত উপজিল তাহা,
দেখ যদুগণ যদুপুরে।
এথাতে রহিতে তাহে, তিলেক উচিত নহে,
চলি' যাই প্রভাসে সত্বরে।। ৬।।
প্রাচী সরস্বতী যথা, তীর্থজলে স্নান তথা,
তথা গিয়া করি উপবাস।
বৃদ্ধ-বালক-স্ত্রীগণে, সত্বরে চল সর্ব্বজনে,
ছাড় ছাড় দ্বারকার বাস।। ৭।।
তা'থে অভিষেক করি, উপবাস-ব্রত ধরি',
মহাশুচি হঞা সমুচিত।
দেবতা-পূজন করি', সকল যাদব মিলি,
স্নপনালেপন যথোচিত।। ৮।।
নানা-বলি-উপহারে, দেব-পিতৃ পূজিবারে,
দ্বিজকুলে করি নানা-দান।
রজত-কাঞ্চন-দান, গজ-রথ-মহাধন,
গো-ভূমি-মন্দির-পুর-যান।। ৯।।
এই সে বিধি উত্তম, সকল-মঙ্গল ধাম
পিতৃ-দেব-গো-ব্রাহ্মণ-পূজা।
অরিষ্ট-খণ্ডন-সিদ্ধি, বেদ-বিনিহিত বিধি
ধন্য হউ দ্বারকার পূজা।। ১০।।
এতেক বচন শুনে, বৃদ্ধ যত যদুগণে,
'ধন্য ধন্য, করিয়া বাখানে।
নৌকা-আরোহণে তবে, প্রভাসে চলিলা সবে
পুণ্যতীর্থে কৈল স্নান-দানে।। ১১।।

মদিরাপানে শ্রীযাদবগণের মতিনাশ ও পরস্পর
যুদ্ধ-প্রহাদির দ্বারা বিনাশপ্রাপ্তি

কৃষ্ণ-উপদেশ ধরি', ব্রত-উপবাস করি',
সর্ব্বকর্ম্ম কৈলা সমাধান।
ঈশ্বর-নিয়োজিত-মন, বিঘটিত যদুগণ,
মেলিয়া মদিরা কৈল পান।। ১২।।
কৃষ্ণমায়া-বিমোহিত, মহামত্ত যদু যত
গালাগালি বাজিল কোন্দল।
গদা-খড়্গ-মুদগরে, তোমর-ধনুক শরে
সিন্ধুতীরে তুমুল সমর।। ১৩।।
রথে রথীগণ যুঝে, গো-মহিষ-খর-নরে,
কেহ যুঝে কুঞ্জরবাহনে।
মুষল-মুদ্গর-শরে, বীরগণ রণ করে,
বাজিল তুমুল মহারণে।। ১৪।।
সাম্ব-প্রদ্যুম্নে রণ, ক্রোধে ঘন গরজন,
ভোজ-অক্রূরে করে কাটাকাটি।
অনিরুদ্ধ-সাত্যকি, সুভদ্র-সংগ্রামজিতি
সুদারুণ বাণ-ছুটাছুটি।। ১৫।।
অন্যোহন্যে বাজিল রণ, আনে-আন জনে জন,
মদে অন্ধ যদুবীরগণে।
মাথুর সে শূর সেন, মধু-ভোজ বৃষ্ণিগণ,
তা'র সঙ্গে যুঝে জনে জনে।। ১৬।।
পিতা-পুত্রে, মিত্রে-মিত্রে, সুহৃদে সভাই গোত্রে,
ভাই-ভাই, পিতৃব্য-মাতুলে।
বন্ধু-বন্ধু, জ্ঞাতি-জ্ঞাতি, হানাহানি কাটাকাটি
কেহ কারে পীরিতি না ধরে।। ১৭।।
ক্ষয় গেল শরজাল, অস্ত্র, ভাঙ্গি' টুটি' গেল,
খড়্গ-ধনু হৈল খণ্ড খণ্ড।
এরকা ছিণ্ডিয়া আনি, মুঠে মুঠে টানাটানি,
বাজিল সমর পরচণ্ড।। ১৮।।
যেন মুদ্গর বাজে, বজ্রসম পরহারে,
পড়িল সংগ্রামে বীরগণ।
প্রভু গেলা নিবারিতে, বেড়িয়া মারিল তাঁতে,
মদে মত্ত, কোপে অচেতন।। ১৯।।

যদুবর-বলভদ্রে, বেড়িয়া বিন্ধিল তাঁ'রে,
নিজ-পর নাহি অবধান।
সবে হৈল নিপাতে, এরকা-মুষ্টির ঘাতে,
তবে রণ হৈল সমাধান।। ২০।।
কৃষ্ণমায়া-বিমোহিত, ব্রহ্মশাপ-উপহত,
পড়িল সকল বীরগণ।
ক্রোধে কুলক্ষয় করি', বাঁশে বাঁশে অগ্নি জ্বালি',
যেন পোড়ে সব মহাবন।। ২১।।
কুলক্ষয় যদি হৈল, পৃথিবীর ভার গেল,
কালরূপী ভগবান্ হরে।

যোগবলে শ্রীবলদেবের স্বধাম-গমন ও শ্রীকৃষ্ণের অশ্বত্থ-তরুমূলে চতুর্ভুজ-রূপে অবস্থান

বলভদ্র নির্জ্জনে তবে, নিজ-যোগ অবলম্বে',
তেজিলা মানুষ-অবতারে।। ২২।।
নিজ-ধামে রাম গেল, দেখিয়া দৈবকীবাল,
বসিলা অশ্বত্থ-তরুমূলে।
নিজরূপ প্রকটিত, চারি ভুজ বিরাজিত
সূর্য্য-কোটি জিনি' কলেবরে।। ২৩।।
নিজ-আভা বিরাজিত, দশদিগ্ প্রকাশিত,
শ্রীবৎসলক্ষণ, ঘনশ্যাম।
তপ্ত-হাটক-জ্যোতি, পীত বসন তথি,
সকল-মঙ্গল-গুণধাম।। ২৪।।
সুন্দর-মধুর-স্মিত, মুখকমল কুঞ্চিত,
নীল-কুন্তল বিলসিত।
বিকশিত কঞ্জ-বর মঞ্জু নয়ন-যুগল
মকর-কুণ্ডল সুশোভিত।। ২৫।।
কটিসূত্র, ব্রহ্মসূত্র, কিরীট-কঙ্কণ-যুত,
নূপুর, রতন হারাঙ্গুরী।
বনমালা বিলসিত, কৌস্তুভ বিরাজিত,
অস্ত্রগণ রহে মূর্ত্তি ধরি'।। ২৬।।

শ্রীকৃষ্ণ 'জরা'-ব্যাধের শরে বিদ্ধ হইবার অভিনয়-প্রকাশ

তুলিয়া দক্ষিণ-উরে, বামপদ তরুমূলে,
বসিলা আপনে বনমালী।
'জরা' নামে ব্যাধ-বেশ, মুষলের অবশেষ
লোহার নির্ম্মিত শর ধরি'।। ২৭।।
মৃগাকার শ্রীচরণ, দেখি' ব্যাধ কৈল মন,
চরণে বিন্ধিল সেই শরে।
দেখি চতুর্ভুজ হরি' ত্রাসে আত্মা পাসরি',
পড়িলা প্রভুর পদতলে।। ২৮।।

'জরা' ব্যাধের ক্ষমাপ্রার্থনা

মুঞি পাপী না জানিঞা, হেন পাপ কৈল গিয়া,
ক্ষেম ক্ষেম, মুঞি দুরাচার।
যাঁ'র নাম-স্মঙরণে অজ্ঞান-তিমির হানে,
সংসার সাগর হয় পার।। ২৯।।
মুঞি ছার কি বলিব, সকল তোমার জীব,
ব্যাধজাতি পতিত, বঞ্চিত।
সকালে বধিয়া মোর, এ ভব পাতক হর',
যেন হেন না করোঁ দুষ্কৃত।। ৩০।।
যাঁর যোগ-লীলাগতি, না বুঝে হর-বিরিঞ্চি,
বেদবিশারদ মুনিগণে।
তোমার মায়াতে, নাথ, সর্ব্বলোক বিমোহিত,
মুঞি পাপী জানিব কেমনে?' ৩১

শ্রীকৃষ্ণের জরা ব্যাধকে সান্ত্বনা ও বৈকুণ্ঠগতি প্রদান

ব্যাধের বচন শুনি', আজ্ঞা দিলা চক্রপাণি,
উঠ জরা, পরিহর ভয়।
ইঙ্গিত করিলুঁ আমি, যে কর্ম্ম করিলে তুমি,
স্বর্গে চল হঞা পুণ্যময়।। ৩২।।
ইচ্ছা কলেবর হরি' আজ্ঞা দিলা কৃপা করি',
শিরে ধরি' উঠিলা সত্বরে।
প্রদক্ষিণ করি' হরি, দণ্ড-পরণাম করি
দিব্যরথে গেল সশরীরে।। ৩৩।।

শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধান-লীলা দর্শনে শ্রীদারুকের বিলাপ

জরা স্বর্গবাসে গেল, 'দারুক' সারথি আইল,
দিব্য গন্ধ-বাত-অনুসারে।
নিজ-পতি দ্যুতিমন্ত, নিখিল-জগৎকান্ত,
দেখিল অশ্বতরু-তলে।। ৩৪।।

প্রেমভাবে জর জর, বিগলিত অন্তর
পড়ে দুই চরণ ধরিয়া।
'হা কৃষ্ণ, না নাথ' বলি', কান্দে লোটাইয়া ধূলি'
'কেন, নাথ, কর হেন মায়া? ৩৫
আজি আমি অন্ধ হৈলু, অন্ধতমে প্রবেশিলু,
দশদিগ্ না দেখি নয়নে।
কোথা যা'ব কি করিব, কিরূপে' বা আমি জীব
তুমি প্রভু প্রাণনাথ-বিনে?' ৩৬
এইরূপে করে স্তুতি, দারুক সে মহামতি
রথরাজ উড়িল আকাশে।
ভূষণ-বাহন-যুত, গরুড়-লাঞ্ছন রথ,
চন্দ্রকোটি-সম পরকাশে।। ৩৭।।

যাদবগণকে ইন্দ্রপ্রস্থে গমন-নিমিত্ত নিজ-আজ্ঞা
জ্ঞাপনার্থ শ্রীকৃষ্ণের দারুককে
দ্বারকায় প্রেরণ

তা'র পাছে অস্ত্রগণ, কৈল ধামে আরোহণ,
তবে আজ্ঞা দিলা জনার্দ্দন।
'চল, সূত যদুপুরে, কহিহ সবার তরে,
যদুগণ হইল নিধন।। ৩৮।।
বলভদ্র-গতিকথা, কহিহ আমার কথা,
কেহ জানি রহে যদুপুরে।
আমি পরিহরি' আসি', নিজপদে পরবেশি,
যদুপুরী মজিব সাগরে।। ৩৯।।
পুর-পরিজন লঞা, ইন্দ্রপ্রস্থে রহ গিয়া
অর্জ্জুনে রাখিব নিজ-সাথে।
তুমি জ্ঞাননিষ্ঠ হঞা, সর্ব্বধর্ম্ম উপেক্ষিয়া,
থাকিহ আমার ধর্ম্মপথে।। ৪০।।
জানিহ মোর মায়া-তত্ত্ব, এইসব লোক-মত,
শান্ত হৈঞা চল নিঃশবদে।'
প্রভুর এতেক বাণী, দারুক সারথি শুনি',
ভূতলে পড়িল দণ্ডপাতে।। ৪১।।
পুনঃ প্রদক্ষিণে হরি, দণ্ড পরণাম করি',
পদযুগ ধরি' নিজ-শিরে।
দুঃখশোকে বেয়াকুল, চলিলা দ্বারকাপুর,
কান্দিতে কান্দিতে উচ্চস্বরে।।" ৪২।।
মহাধীর গদাধর, পদযুগে যুড়ি' কর,
যুগে যুগে আর নাহি আশা।
'একাদশ'-ভাগবত, মুষল-সমর যত,
ভাগবত-আচার্য্যের ভাষা।। ৪৩।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামেকাদশস্কন্ধে
কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী-ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।। ৩০।।

একত্রিংশ অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধান-লীলার পূর্ব্বে দেবতাদের শ্রীকৃষ্ণস্তুতি
(গান্ধার-রাগ)

"তবে ব্রহ্মা কৈল সেবা, শিবানী-শঙ্কর-দেবা,
ইন্দ্র-আদি দেব-পিতৃগণ।
সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, যক্ষ, রক্ষ, বিদ্যাধর,
অহিপতি, গুহ্যক, চারণ।। ১।।
কৃষ্ণের গমন-খেলা, দেখিব উৎসব লীলা,
দেবগণ আইলা হরিষে।
রথের উপরে রথ, যুড়িয়া আকাশপথ,
ক্ষিতিতলে কুসুম বরিষে।। ২।।
কেহ স্তুতি-সংকীর্ত্তন, পবিত্র-চরিত্র-গুণ,
কেহ নৃত্য, পুষ্প বরিষণে।
ভক্তিযুত সুরগণ, পদ্মপত্র-বিলোচন
দেখিয়া চিন্তিল মনে-মনে।। ৩।।
'যা'র যা'র নিজপুরে, আমাকে নিবার তরে,
সব দেব কৈল আগমন।

আমি হেন কর্ম্ম করি, কেহ ত' লখিতে নারি,
দেখাইব সমাধি-লক্ষণ।।' ৪।।
এতেক বচন বলি', সমাধি ধারণ করি',
রহে-প্রভু মুদিত নয়নে
আপনাতে আপনে, যোগ করি, যোগাসনে,
দেখায় ব্রহ্মাদি দেবগণে।। ৫।।

শ্রীকৃষ্ণের যোগমায়াবলে নিত্যতনুসহ গোলোক-বিজয়

ধারণা-আগুনি জ্বালি', দেখাইল মাত্র হরি,
নিজরূপে গেলা নিজ-ধাম।
লোকের আশ্রয় গতি, ধ্যান-ধারণা-স্থিতি,
অশেষ-মঙ্গল অভিরাম।। ৬।।
না দহিল নিত্য-দেহ, তে-কারণে তনু-সহ'
অচ্যুত অচ্যুত-পুরে গেলা।
দুন্দুভি-বাজনা বাজে, সুরবধূগণ নাচে,
পুষ্প-বরিষণ, দিব্যমালা।। ৭।।
সব সুরগণে বলে, 'এই পথে যাইব হরি'
আমি সব পূজিব চরণ।'
বিবিধ উৎসব করি', চলিলা ত' দেবপুরী,
আনন্দে পুরিয়া দেবগণ।। ৮।।
কোন্ পথে গেলা হরি, লখিবারে কেহ নারি,
যেন মেঘে বিজুরী-সঞ্চার।
ব্রহ্মা, ভব, পুরন্দরে, গেলা নিজ-নিজ পুরে,
সভাকে লাগিল চমৎকার।। ৯।।

শ্রীকৃষ্ণের নরলীলা-সঙ্গোপন অভিপ্রায়

আছুক প্রভুর কথা, জীব-জন্ম-মৃত্যু-কথা,
সেহ মায়া, বস্তুগত নহে।
আপনে সৃজিয়া হরি, আপনা প্রবেশ করি',
আপন মহিমাবলে রহে।। ১০।।
দেখ, রাজা পরীক্ষিত, যে আনিল গুরুসুত
যমলোক-গত চিরকাল।
ব্রহ্ম-অস্ত্রে দগ্ধ তুমি, গর্ভে রাখে চক্রপাণি,
সে কি হয় নর-অবতার ? ১১
অন্তকের অন্তকারী, প্রলয়ের সংহারী,
হেন হরি জিনিল সমরে।
অপরাধী, জরা-ব্যাধ, ক্ষমি তা'র অপরাধ,
সে-দেহ পাঠায় সুরপুরে।। ১২।।
সে প্রভুর নিজমূর্ত্তি, রাখিতে নহিল শক্তি,
হেন কি কুমতি মনে লয় ?
সৃষ্টি-পরলয় লীলা ইচ্ছামাত্র যাঁ'র খেলা,
তা'থে কুপণ্ডিত-বিপর্য্যয়।। ১৩।।
যদ্যপি প্রকৃতিপর, অশেষ-শকতিধর,
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কারণ।
তথাপি যাদবকুল, সংহারিয়া বিচারিল
'আর কিছু নাহি প্রয়োজন।।' ১৪।।
তে-কারণে মর্ত্ত্যভূমি, তেজি' প্রভু যদুমণি,
নিজ-পুরে কৈল পরবেশ।
দেখাইতে দিব্যগতি, সুরগণে সুরপতি
নাট্যলীলা কৈলা হৃষীকেশ।। ১৫।।
উঠিয়া প্রভাতকালে, শ্রবণ-কীর্ত্তন করে,
ভক্তিভাবে যে করে স্মরণ।
কৃষ্ণের অদ্ভুত-গতি, সে হয় নির্ম্মল-মতি,
বিষ্ণুপদে করে আরোহণ।। ১৬।।

শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের ও শ্রীযাদবগণের অন্তর্ধানে
শ্রীদ্বারকার অবস্থা

দারুক সারথি আসি', দ্বারকামণ্ডলে পশি',
বসুদেব-উগ্রসেন-আগে।
পড়িল চরণে ধরি', কান্দে আর্ত্তনাদ করি',
কহিলা সকল মহাভাগে।। ১৭।।
শুনিয়া দারুক-মুখে, সব পুরজন শোকে,
মূরছিত হৈল অচেতন।
ত্বরিতে চলিলা লোকে, বিরহে বিহ্বল শোকে,
যথা যদুকুল-বিনাশন।। ১৮।।

শ্রীবসুদেব-দেবকী ও মহিষীগণের অন্তর্ধান

আঁখি-মুখ-শির হানি, কান্দে সব রাজরাণী,
ভূমিতলে লোটাঞা লোটাঞা।

বসুদেব-দৈবকী, আর যত বন্ধু-সখী,
কান্দে, রাম-কৃষ্ণে না দেখিয়া।। ১৯।।
পত্নীগণ পতি লৈয়া, চিতার উপরে থুঞা
ভুজপাশে দিয়া আলিঙ্গনে।
নিজ-নিজ তনু ছাড়ি', চলিল বৈকুণ্ঠপুরী,
প্রবেশিয়া দীপ্ত হুতাশনে।। ২০।।
কৃষ্ণ-পত্নী অষ্টজন, প্রবেশিল হুতাশন,
বিদর্ভ-দুহিতা-আদি করি'।
অর্জ্জুন চিন্তিয়া মনে, কৃষ্ণ-গীতা-স্মঙরণে,
শান্ত হৈলা কৃষ্ণে মন ধরি'।। ২১।।

শ্রীঅর্জ্জুনকর্ত্তৃক শ্রীযাদবগণের পারলৌকিককৃত্য সম্পাদন এবং শ্রীকৃষ্ণের-গৃহ ব্যতীত সমুদ্রের শ্রীদ্বারকাপুরী-প্লাবন

হত যত বন্ধুগণ, পিণ্ড-জল-অগ্নিদান,
অর্জ্জুন করায় একে একে।
কৃষ্ণ গেলা পরিহরি', সমুদ্রে দ্বারকাপুরী,
মজিল, দেখএ সর্ব্বলোকে।। ২২।।
কৃষ্ণের শ্রীঘর ছাড়ি', মজিল দ্বারকাপুরী,
যা'থে হরি নিত্য-সন্নিধান।
স্মরণে দুরিত হয় পুণ্যকর অন্যতম,
সর্ব্বগুণ-মঙ্গল বিধান।। ২৩।।

শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র শ্রীব্রজনাভকে রাজপদে অভিষেক

'বজ্র'-মাথে ছত্র ধরি', রাজ-অভিষেক করি',
বাল-বৃদ্ধ-স্ত্রীগণ লইয়া।
ইন্দ্রপ্রস্থে নিজ-দেশে, অর্জ্জুন চলিলা শেষে,
দুঃখ-শোকে হতমতি হৈয়া।। ২৪।।

শ্রীপরীক্ষিৎকে রাজপদে অভিষিক্ত করে শ্রীপাণ্ডবগণের মহাপ্রস্থান

তব পিতামহগণে, যত যত বিবরণে,
সকল কহিলা বিদ্যমানে।
'তুমি বংশধর রাজা, রাজ্যভোগে পাল' প্রজা'
তবে কৈলা বৈকুণ্ঠ গমনে।।২৫।।
এ-সব কৃষ্ণের লীলা, বিচিত্র-বিহার-খেলা,
শ্রবণ-কীর্ত্তন যেবা করে।
ত্রিভুবনে সেই ধন্য, ব্রহ্মাদি দেবের মান্য,
কৃষ্ণময় হৈয়া সেই চলে।। ২৬।।
হেলায়, শ্রদ্ধায় যত, যদি বা শুনয়ে মাত্র,
কৃষ্ণের মহিমা-গুণ-নাম।
কিবা পাপাচারযুত, অশেষ-দুরিত-রত,
সেহ পাপী পায় পরিত্রাণ।। ২৭।।
জন্ম-কর্ম্ম-যেবা শুনে, শ্রীকৃষ্ণের নাম-গুণে
কৃষ্ণে সভে হৈয়া কৃষ্ণময়।
যথা তথা যেবা নরে, শ্রবণ-কীর্ত্তন করে,
তা'র কৃষ্ণপদে গতি হয়।।" ২৮।।
'একাদশ' ভাগবত, কৃষ্ণগুণ-সমুদিত,
কহিল সকল কথা-বন্ধে।
রঘুনাথ-পণ্ডিত, বুদ্ধি-মন নিয়োজিত,
গদাধর-চরণারবিন্দে।। ২৯।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামেকাদশস্কন্ধে
কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণ্যেকত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।। ৩০।।

সমাপ্তশ্চায়মেকাদশঃ স্কন্ধঃ।। ১১।।

দ্বাদশ স্কন্ধ

প্রথম অধ্যায়

মাগধরাজ-বংশ-বিবরণ

(মল্লার-রাগ)

মুনি বলে,—"শুন, রাজা, কহিব 'দ্বাদশ'।
ভবিষ্য কহিব, যা'থে কৃষ্ণ-গুণ যশ।। ১।।
'পুরঞ্জয়'-নামে রাজা হৈব ক্ষিতিতলে।
পুত্র হৈয়া জনমিব 'বৃহদ্রথ'-ঘরে।। ২।।
তা'র পাত্র 'শুনক', মারিয়া তা'খে বনে।
আপন পুত্রকে রাজা করিব আপনে।। ৩।।
'প্রদ্যোত' তাহার নাম, বসিব আসনে।
তা'র পুত্র জন্মিব 'বিশাখযূপ'-নামে।। ৪।।
'রাজক' তাহার পুত্র হৈব ক্ষিতীশ্বর।
'নন্দিবর্দ্ধন' তা'র পুত্র মহা-ধনুর্দ্ধর।। ৫।।
এই পঞ্চ প্রদ্যোতন হৈব ক্ষিতিতলে।
একশত আটত্রিশ বর্ষ-অভ্যন্তরে।। ৬।।

শিশুনাগ-বংশ-বিবরণ

তবে আর রাজা হৈব 'শিশুনাগ' নাম।
তা'র পুত্র 'কাকবর্ণ' হৈব বলবান্।। ৭।।
'ক্ষেমধর্ম্মা' তা'র পুত্র, ক্ষুদ্রধর্ম্মা হৈব।
'ক্ষেত্রজ্ঞ' তাহার পুত্র পৃথিবী শাসিব।। ৮।।
'বিধিসার' তা'র পুত্র 'অজাতশত্রু'-নাম।
তা'র পুত্র জন্মিব, দর্ভক, বলবান্।। ৯।।
তা'র পুত্র 'অজয়', তা'র 'নন্দিবর্দ্ধন'।
আজেয়-কুমার তবে লভিব জনম।। ১০।।
'মহানন্দি' তা'র পুত্র—এই দশ-জন।
শিশুনাগ-বংশে রাজা হৈব উতপন্ন।। ১১।।
তিনশত-ষাট বৎসর পরিমাণ।
পৃথিবী ভুঞ্জিব তা'রা মহা বলবান্।। ১২।।

'নন্দ'-বংশ-বিবরণ

মহানন্দী-পুত্র হৈব বৃষলী-উদরে।
'মহাপদ্মপতী' নাম ধরিব সংসারে।। ১৩।।
'নন্দ-নামে হৈব আর লোক-বিনাশন।
সেই হৈতে শূদ্র-রাজা হৈব উতপন্ন।। ১৪।।
'মহাপদ্ম' রাজা হৈব দ্বিতীয়-ভাস্কর।
এক-ছত্রে পৃথিবী শাসিব মহাবল।। ১৫।।
'সুমাল্য' প্রধান তা'র অষ্ট কুমার।
শতেক বৎসর হৈব রাজ্য-অধিকার।। ১৬।।
নব নন্দ রাজা হৈব দ্বিজপরায়ণ।
এক বিপ্রে উদ্ধারিয়া করিব পালন।। ১৭।।

মৌর্য-বংশ-বিবরণ

তা'-সভা অভাবে রাজ্য পাইব মৌর্য্যগণে।
'চন্দ্রগুপ্ত' রাজা সেই করিব ব্রাহ্মণে।। ১৮।।
তা'র পুত্র 'বারিসার' হৈব ক্ষিতিপাল।
'অশোকবর্দ্ধন' তা'র জন্মিব কুমার।। ১৯।।
'সুযশা' কুমার, তা'র 'সঙ্গত' তনয়।
'শালিশূক' তা'র পুত্র হৈব মহাশয়।। ২০।।
'সোমশর্ম্মা' তা'র সুত 'শতধন্বা' নাম।
তা'র পুত্র 'বৃহদ্রথ' হৈব বলবান্।। ২১।।
দশ মৌর্য্য হৈব রাজা মেদিনীমণ্ডলে।
একশত সাঁইত্রিশ বৎসর-ভিতরে।। ২২।।

শুঙ্গ-বংশ-বিবরণ

'অগ্নিমিত্র' তা'র সুত' 'সুজ্যেষ্ঠ' তনয়।
'বসুমিত্র', 'ভদ্রক', 'পুলিন্দ' মহাশয়।। ২৩।।
তা'র সুত 'ঘোষ', তা'র 'বজ্রমিত্র' সুত।
তা'র সুত 'ভাগবত' মহাবল-যুত।। ২৪।।
দশ শুঙ্গ রাজা হৈব মহাবলবান্।
দশোত্তর-একশত বৎসর-প্রমাণ।। ২৫।।

কান্ব-বংশ-বিবরণ

তবে-কণ্ববংশে রাজা হৈব গুণহীন।
কলিযুগে পৃথিবী ভুঞ্জিব কতদিন।। ২৬।।
শুঙ্গবংশে কামী রাজা 'দেবভূতি'-নামে।
কণ্বামাত্য মহাবলী বধিব সংগ্রামে।। ২৭।।

আপনে করিব রাজ্য 'বসুদেব' নাম।
তা'র পুত্র 'ভূমিত্র' জন্মিব বলবান্।। ২৮।।
তা'র পুত্র 'নারায়ণ' হৈব নরেশ্বর।
তিনশত-পঞ্চাধিক-চল্লিশ বৎসর।। ২৯।।
কণ্ববংশে পৃথিবী পালিব কলিকালে।
তা'র ভৃত্য বৃষল জন্মিহ ক্ষিতিতলে।। ৩০।।

আন্ধ্র জাতির রাজত্ব কাল

'সুশর্ম্মা' বধিয়া রাজা হৈব অন্ধ্রজাতি।
কতকাল রাজ্যভোগ করিব দুর্ম্মতি।। ৩১।।
'কৃষ্ণ নামে তা'র ভাই বসিব আসনে।
তা'র পুত্র জনমিব 'শান্তকর্ণ' নামে।। ৩২।।
তা'র পুত্র 'পৌর্ণমাস' হৈব ক্ষিতীশ্বর।
তা'র পুত্র রাজা হৈব নামে 'লম্বোদর'।। ৩৩।।
তা'র পুত্র 'চিবিলক' হৈব নরপতি।
তা'র পুত্র রাজা হৈব নামে 'মেঘস্বাতি'।। ৩৪।।
তা'র পুত্র রাজা হৈব নামে 'অটমান্'।
তা'র পুত্র জনমিব 'অনিষ্টকর্ম্মা'-নাম।। ৩৫।।
'হালেয়' তনয়, 'তল' তনয় তাহার।
জনমিব তা'র পুত্র 'পুরীষ' কুমার।। ৩৬।।
তা'র পুত্র রাজা হৈব নামে 'সুনন্দন'।
'চকোর' তনয় তা'র, 'বটক' নন্দন।। ৩৭।।
'শিবস্বাতি' পুত্র, তা'র 'অরিন্দম'-নাম।
তাহার 'গোমতী' পুত্র, তা'র 'পুরীমান্'।। ৩৮।।
'মেদশিরা' পুত্র, তা'র শিবস্কন্ধ' হৈব।
'যজ্ঞশ্রী' তাহার সুত 'বিজয়' জন্মিব।। ৩৯।।
অন্ধ্রবংশে শূদ্রজাতি ত্রিশ ক্ষিতিশ্বর।
ছয়পঞ্চাশৎ-চারি-শতেক বৎসর।। ৪০।।
পৃথিবী ভুঞ্জিব তা'রা নিজ ভূজবলে।

আভীর, গর্দভী, কঙ্ক, যবন, তুরুস্ক
গুরুণ্ড-নৃপতিগণ

সাত আভীর হৈব তাহার অন্তরে।। ৪১।।
জন্মি গর্দভিকুলে দশ নরপতি।
তবে আর ষোড়শ জন্মিব কঙ্ক জাতি।। ৪২।।
তবে অষ্ট যবন জন্মিব ক্ষিতিতলে।
চতুর্দশ তুরুস্ক হৈব তাহার অন্তরে।। ৪৩।।
তবে দশ গুরুণ্ড পৃথিবীপতি হৈব।
তবে একাদশ মৌল পৃথিবী ভুঞ্জিব।। ৪৪।।
নয়-অধিক নব্বই বৎসর দশ-শত।
এ-সবে পৃথিবী ভোগ করিব তাবত।। ৪৫।।

মৌল ও বাহ্লিক রাজগণ

একাদশ মৌল তবে হৈব আরবার।
তিনশত বৎসর করিব অধিকার।। ৪৬।।
তবে 'কিলকিলা'-নামে আছে এক পুরী।
তা'তে 'ভূতনন্দ'-নামে হৈব অধিকারী।। ৪৭।।
তবে রাজা 'বঙ্গিরি', 'শিশুনন্দি' তা'র পাছে।
তবে 'যশোনন্দি', 'প্রবীর' তা'র শেষে।। ৪৮।।
ছয়াধিক একশত বৎসর-প্রমাণ।
এ-সবে করিব রাজ্য মহাবলবান্।। ৪৯।।
তা'-সভার ত্রয়োদশ জন্মিব কুমার।
তবে হৈব বাহ্লিকের রাজ্য-অধিকার।। ৫০।।
তবে 'পুষ্পমিত্র' হৈব ক্ষত্রিয়-কুমার।
'দুর্ম্মিত্র' পাইব তবে রাজ্য-অধিকার।। ৫১।।
এক কালে এইসব নৃপতি হইব।
সপ্ত অন্ধ্র, সপ্ত কোশল জনমিব।। ৫২।।
জন্মিব 'বিদূরপতি' তাহার অন্তরে।
তবে কত রাজা হৈব নিষধের কুলে।। ৫৩।।

কলিতে বিভিন্ন দেশে অধার্ম্মিক শূদ্র ও ম্লেচ্ছপ্রায়
রাজাধিকারে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের দুরাবস্থা

মগধ-বংশের হৈব 'বিশ্বস্ফূর্জ্জি'-নাম।
তবে 'পুরঞ্জয়' রাজা হৈব বলবান্।। ৫৪।।
আন বর্ণ করিয়া স্থাপিব আন জাতি।
যদু-মদ্র-পুলিন্দ করিব মন্দমতি।। ৫৫।।
নিজ রাজ্য তেজিয়া রহিব আন স্থানে।
'পদ্মাবতী' নামে পুরী করিয়া নির্ম্মাণে।। ৫৬।।
প্রয়াগ-অবধি ভাগীরথী সন্নিধান।
তথাই রহিব পৃথ্বী ভুঞ্জি' বলবান্।। ৫৭।।

সৌরাষ্ট্র-আবন্ত্য রাজা হৈব তা'র শেষে।
অর্বুদ-মালব রাজা হৈব তা'র পাছে।। ৫৮।।
তবে শূর, আভীর নৃপতিগণ হৈব।
শূদ্রবৃত্তি হৈয়া বিপ্র কেবল বর্ত্তিব।। ৫৯।।
শূদ্রপ্রায় রাজা হৈব, সিন্ধুতীরে বাস।
চন্দ্রভাগা-কুন্তীদেশ-কাশ্মীর-নিবাস।। ৬০।।
শূদ্রজাতি রাজা হৈব, পতিত ব্রাহ্মণ।
কোন রাজ্যে ম্লেচ্ছ, কোন রাজ্যে হীনজন।। ৬১।।
প্রায় ম্লেচ্ছ রাজা হৈব দুষ্ট কলিকালে।
অসত্য, অধর্ম্ম-মাত্র জানিব সংসারে।। ৬২।।
অল্পদাতা, তীব্রক্রোধ হৈব নৃপগণ।
পরদার-পরধন লঙ্ঘন-হরণ।। ৬৩।।
স্ত্রী-বালক-গো ব্রাহ্মণ বধিব পরাণে।
অল্পধন, অল্পসত্য হৈব সর্ব্বজনে।। ৬৪।।
অল্পপরমায়ু হ'বে, নিন্দিত আচার।
কুলধর্ম্ম-হীন, দেহ-গেহ-অহঙ্কার।। ৬৫।।

কলিতে রজস্তমোগুণের আধিক্য ও ম্লেচ্ছাধিকারের ভয়াবহ পরিণাম

রজোগুণ তমোগুণে সব বেয়াপিত।
ক্ষেত্রিবেশে ম্লেচ্ছ রাজা করিবে নিন্দিত।। ৬৬।।
প্রজাক্ষয় করিব, ভক্ষিব সর্ব্বজন।
অন্যোঽন্যে সকল লোক করিব লঙ্ঘন।। ৬৭।।
দুষ্ট রাজা দেখি' প্রজা হৈব দুরাচার।
সেই ধর্ম্ম লৈব, সেই শীল, ব্যবহার।। ৬৮।।
এইরূপে কলিযুগে হৈব প্রজাক্ষয়।"
ভাগবত-আচার্য্যের ভাষা রসময়।। ৬৯।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্বাদশস্কন্ধে কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী-প্রথমোঽধ্যায়ঃ।। ১।।

দ্বিতীয় অধ্যায়

কলিকালের দুর্দ্দশা

(সুহই-রাগ)

"তবে বুদ্ধি, সত্য, শৌচ, ক্ষমা, দয়া, ধর্ম্ম।
দিনে দিনে টুটিব সকল বল, কর্ম্ম।। ১।।
বিত্তমাত্র স্বধর্ম্ম আচার-গুণ ধরে।
বিত্তমাত্র সর্ব্বলোক পূজিব সংসারে।। ২।।
ন্যায় ব্যবস্থায় বল কেবল কারণ।
ধর্ম্ম-ব্যবহার মাত্র মায়া-প্রতারণ।। ৩।।
স্ত্রী-পুরুষে হ'বে মাত্র রতি-প্রয়োজন।
যজ্ঞসূত্র সভেমাত্র বিপ্রের লক্ষণ।। ৪।।
অন্যায়-কুবৃত্তি মাত্র, চাপল্য-ভাষণ।
এইসব গুণে ধরি পণ্ডিত-লক্ষণ।। ৫।।
দম্ভমাত্র সাধুধর্ম্ম, বিনা অঙ্গীকার।
স্নানমাত্র কেবল দেহের পরিষ্কার।। ৬।।
দূরে জলাশয় দেখি' হৈব তীর্থভান।
উদর-ভরণে মাত্র পুরুষের মান।। ৭।।
কুটুম্ব-ভরণ মাত্র কেবল দক্ষতা।
যশোহেতু ধর্ম্মসেবা কেবল মুখ্যতা।। ৮।।
এইরূপে দুষ্টপ্রজা পূরিব সংসারে।
বলে বড় সেই রাজা হৈব ক্ষিতিতলে।। ৯।।
লোভী রাজা, দস্যুপ্রায়, কপটী, নির্দয়।
ধন, দার হরিব, করিব প্রজাক্ষয়।। ১০।।
বন-গিরি-গহ্বরে করিব পরবেশ।
শাক-মূল-ফল-পত্র আহার-বিশেষ।। ১১।।
কর-পীড়া, অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ পীড়িত।
শীত-বাত-আদি নানা সন্তাপে তাপিত।। ১২।।
ক্ষুধা-তৃষ্ণা, নানাব্যাধি, দুঃখ, শোক, ভয়।
সব ঠাঞি বেয়াকুল, চিন্তা অতিশয়।। ১৩।।

পরমায়ু বিশ কিংবা ত্রিশ বৎসর।
নানা-উতপাতে লোক সতত বিকল।। ১৪।।
কলিতে হইব ধর্ম্ম পাষণ্ড প্রচুর।
দস্যুপ্রায় রাজা হৈব নির্দ্দয়-নিষ্ঠুর।। ১৫।।
কলিদোষে বেদপথ সব যাইব নাশ।
চুরি, মিথ্যা, ব্যর্থ হিংসা কুসঙ্গ-বিলাস।। ১৬।।
শূদ্রপ্রায় বিপ্র, ছাগপ্রায় ধেনুগণ।
তৃণপ্রায় বৃক্ষ, গৃহপ্রায় বনাশ্রম।। ১৭।।
বিদ্যুৎ-সমান মেঘ, শূন্যপ্রায় ঘর।
গর্দ্দভ-সমান লোক শূন্য কলেবর।। ১৮।।

কলি অবশেষে শম্ভলগ্রামে শ্রীকল্কিদেবের
আবির্ভাব ও ম্লেচ্ছনিধন-লীলা
এবং সত্যযুগের আরম্ভ

এইরূপে হৈল যদি কলিযুগ শেষ।
অবতার করিব আপনে হৃষীকেশ।। ১৯।।
ধর্ম্ম-পরিত্রাণ-হেতু, দুষ্ট বিনাশিতে।
আপনে আসিয়া হরি জন্মিব সাক্ষাতে।। ২০।।
জন্মিব 'শম্ভল'-গ্রামে 'বিষ্ণুযশা'-ঘরে।
দ্বিজপুত্র হৈব হরি কল্কি-অবতারে।। ২১।।
অশ্ব-আরোহণ করি' বায়ুবেগ-গতি।
খড়্গ ধরি' চকিতে চলিব সুরপতি।। ২২।।
এক অশ্বে করিব পৃথিবী পর্য্যটন।
কোটি কোটি ম্লেচ্ছ কাটি' করিব নিধন।। ২৩।।
দসুগণ পলাইব ধরি' নৃপবেষ।
কাটিয়া সকল সংহারিব হৃষীকেশ।। ২৪।।
দস্যু বিনাশিব যদি 'কল্কি' সুরপতি।
তবে সর্ব্বলোক হৈব নিরমল-মতি।। ২৫।।
কল্কি অঙ্গ-পুণ্যগন্ধ বাত-পরশনে।
পুণ্যযুত, শুদ্ধচিত্ত হৈব সর্ব্বজনে।। ২৬।।
ধর্ম্মপতি প্রভু ধর্ম্ম করিতে পালন।
কল্কিরূপে অবতার করিব যখন।। ২৭।।
সত্যযুগ সেইক্ষণে হৈব সত্যময়।
সত্যযুত সর্ব্বলোক হৈব শুদ্ধাশয়।। ২৮।।
পৃথিবী তেজিয়া কৃষ্ণ চলিলা যখনে।
দুষ্ট কলি-পরবেশ হৈল সেইক্ষণে।। ২৯।।
যাবৎ পদারবিন্দ ধরণী পরশি'।
আপনে আছিলা রমাপতি গুণরাশি।। ৩০।।
তাবৎ না ছিল দুষ্ট কলি-পরাক্রম।
উদ্দেশে কহিল কিছু ভবিষ্য-লক্ষণ।। ৩১।।
হৈল, হৈব যত রাজা, আছে বিদ্যমান।
তা-সভার কৈল গুণ-চরিত্র-বাখান।। ৩২।।
চন্দ্রবংশে, সূর্য্যবংশে যত দণ্ডধর।
তা' সভারে গুণ-কর্ম্ম কহিল সকল।। ৩৩।।
কথা-মাত্র অবশেষ রহিল সংসারে।
কীর্ত্তি-মাত্র কেবল থাকিল ক্ষিতিতলে।। ৩৪।।

মরু ও দেবাপি-চরিত্র

সূর্য্যবংশে 'মরু'-নাম সন্ততি-কারণে।
চন্দ্রবংশে থাকিব 'দেবাপি' হেন নামে।। ৩৫।।
যোগবলে রহিব দুহাঁর কলেবর।
থাকিব 'কলাপ'-গ্রামে দুই বংশধর।। ৩৬।।
কলিযুগ-অন্তে নারায়ণ-আজ্ঞা পাঞা।
ধর্ম্ম প্রচারিব দুঁহে পূর্ব্ববৎ হইয়া।। ৩৭।।
এইরূপে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি।
এইরূপে পুনঃপুনঃ হয়ে যুগ চারি।। ৩৮।।
কহিল তোমারে, রাজা, সব নৃপগণ।
অতুল-সম্পদ, মহাবল-পরাক্রম।। ৩৯।।

ভূমিতে মমত্ব-বুদ্ধির পরিণয়

ভূমিতে মমত্ব করি' তেজি' কলেবরে।
সভার নিধন হৈল এই মহীতলে।। ৪০।।
ক্রিমি-বিষ্ঠা ভস্ম হয় রাজ-কলেবর।
কি কারণে গর্ব্ব করে মতিহীন নর? ৪১
দেহের কারণে পরপ্রাণ বধ করে।
সভে প্রয়োজন মাত্র নরকে সঞ্চরে।। ৪২।।
'আমার পূরব কত পুরুষ শাসিল।
এই ভূমি-কারণে সকল গোষ্ঠী মৈল।। ৪৩।।
আছিল আমার পিতা-পিতামহগণ।
তা'রা সব মৈল এই ভূমির কারণ।। ৪৪।।

সম্প্রতি সকল ভূমি এখনে আমার।
পূর্ব্ব হনে আমার বংশের অধিকার।। ৪৫।।
পুত্র-পৌত্র আমারি ভুঞ্জিব বসুমতী।'
এই বলি কত কত মৈল ক্ষিতিপতি।। ৪৬।।
মাটির নির্ম্মিত ভাণ্ড, মিছা কলেবর।
ইহার লাগিয়া কত কত দণ্ডধর।। ৪৭।।
'মোর মোর' বলিতে সকল তেজি গেল।
কালে সব সংহারিল, কথামাত্র রৈল।।" ৪৮।।
ভাগবত-আচার্য্যের এই কাকু-ভাষা।
সব পরিহরি', ভাই, কৃষ্ণে ধর আশা।। ৪৯।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্বাদশস্কন্ধে
কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী-দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ।। ২।।

তৃতীয় অধ্যায়

পৃথিবীদেবী-কর্ত্তৃক দৈবী মায়ার প্রভাব বর্ণন

(বেলোয়ার রাগ)

মুনি বলে,—"শুন, রাজা বিচিত্র কথন।
পৃথিবী হাসিয়া বোলে,— দেখ, নৃপগণ।। ১।।
দেখ-দেখ, কত রাজা আমার কারণে।
অন্যোঽন্যে যুঝিয়া ব্যর্থ হৈল অকারণে।। ২।।
ধরণী হাসিয়া বোলে,—অহো দেবমায়া!
কাল-বলক্রীড়াভাণ্ড নরদেহ পাঞা।। ৩।।
আছুক আনের কাজ, পরম-পণ্ডিত।
রাজ-অভিমানে সেহ কামে বিমোহিত।। ৪।।
পয়ঃফেন-সম দেহ তড়িৎ-চঞ্চল।
তাহাতে বিশ্বাস, কহে—মুঞি নরেশ্বর।। ৫।।

মোহান্ধ রাজগণের রাজ্যভোগ-লালসা

প্রথমে জিনিব আমি রাজ-মন্ত্রিগণ।
তবে পাত্র-সামন্ত জিনিব, পুরজন।। ৬।।
তবে মহামাতঙ্গ জিনিব, মহা-সেনা।
তবে রাজা জিনি' রাজপুরে দিব হানা।। ৭।।
ধরণী শাসিব তবে সাগর-পর্য্যন্ত।
এই আশাবন্ধে করে রাজ্য-অনুবন্ধ।। ৮।।
নিকটে না দেখে যম কামে অচেতন।
পৃথিবী হাসিয়া বোলে—'অহো বিড়ম্বন! ৯
আমাকে জিনিঞা করে সাগরে প্রবেশ।
ইহলোকে পরিশ্রম, পরলোকে ক্লেশ।। ১০।।
আমাকে তেজিয়া মনু, মনুপুত্রগণ।
কত কত রাজ গেল তেজিয়া জীবন।। ১১।।
বাপে-পুত্রে হানাহানি আমার কারণে।
অন্যোঽন্যে যুঝিয়া মরে ভাই-বন্ধুগণে।। ১২।।
'আমি রাজা' আমার সকল ভূমিখণ্ড।
সাগর-পর্য্যন্ত ফিরে পরচণ্ড দণ্ড।।' ১৩।।
এই বলি' নৃপগণ মরে অভিমানে।
আমার কারণে মরে যুঝিয়া সংগ্রামে।। ১৪।।
'পৃথু', 'গয়', 'পুরূরবা', 'নহুস', 'ভরত'।
'মান্ধাতা', 'সগর', 'তৃণবিন্দু', 'ভগীরথ'।। ১৫।।
'খট্বাঙ্গ', 'অর্জ্জুন', 'নৃগ', 'গাধি', নরপতি।
'নৈষধ', 'শান্তনু', 'রঘু', 'যযাতি', 'শর্য্যাতি'।। ১৬।।
'হিরণ্যকশিপু', 'বৃত্র', 'নমুচি', 'শম্বর'।
'নরক', 'রাবণ', 'বাণ', 'তারক', 'ইল্বল'।। ১৭।।
আর যত দৈত্যগণ নৃপতিমণ্ডল।
সর্ব্বজিৎ, সর্ব্ববিৎ, শূর, মহেশ্বর।। ১৮।।
আমাতে মমতা করি' মর্ত্ত্য কলেবরে।
কথামাত্র অবশেষ সংহারিল কালে।।' ১৯।।
মহাজনগণ-কথা কহিল তোমারে।
যশ বিস্তারিয়া তা'রা গেল ক্ষিতিতলে।। ২০।।

বৈরাগ্য-বিজ্ঞান-হেতু তা' সভার কথা।
কহিল তোমারে, ন তু পরমার্থ সাঁচা।। ২১।।
যে কৃষ্ণপদারবিন্দে ভক্তি বাঞ্ছা করে।
সে-জন গোবিন্দগুণ শুনে নিরন্তরে।। ২২।।
ব্রহ্মা-ভব-সনকাদি নিরবধি গায়।
হেন কৃষ্ণ-গুণগাথা শুনিব সদায়।।" ২৩।।

কলিদোষ-ক্ষয়ের উপায় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা

তবে বিষ্ণুরাত-রাজা মুনির চরণে।
এইসব জিজ্ঞাসিলা বিনয়বিধানে।। ২৪।।
কলিদোষ বিনাশিতে কেমন উপায় ?
কোন্ পরকারে কলিদোষ দূরে যায় ? ২৫
লোকহিত-হেতু, গুরু, কহ উপদেশ।
চারিযুগ, যুগধর্ম্ম কহিবে বিশেষ।। ২৬।।

চতুর্যুগের ধর্ম্ম ও পরিমাণ

কালগতি, কল্প, পরলয়-পরমাণ।"
মুনি বোলে,—"কহি, রাজা, কর অবধান।। ২৭।।
সত্যযুগে ধর্ম্ম চারি-চরণে আছিল।
সত্য, দান, দয়া, তপ—চারিপদ হৈল।। ২৮।।
তুষ্ট, হৃষ্ট, শান্ত, দান্ত, ক্ষমা-দয়াপর।
সমদৃষ্ট, আত্মারাম শ্রবণ-সকল।। ২৯।।
সত্যযুগে ধন্যজনে ধর্ম্ম রক্ষা কৈল।
ত্রেতাযুগে ধর্ম্ম একপদহীন হৈল।। ৩০।।
দান-ব্রত-তপ-যোগ-কর্ম্মপরায়ণ।
সর্ব্ববর্ণ পুণ্যযুত আছিল তখন।। ৩১।।
দুই পদ ধর্ম্ম হইল দ্বাপর-যুগে।
দয়া, দান, তপ, সত্য হৈল আধ-ভাগে।। ৩২।।
মহাগুণ, শীল-যশো-ধর্ম্মপরায়ণ।
হৃষ্ট, পুষ্ট, ধনযুত হৈল সর্ব্বজন।। ৩৩।।
একপদ ধর্ম্ম মাত্র হৈব কলিকালে।
অসত্য, কপট, লোভে পূরিব সংসারে।। ৩৪।।
নির্দ্দয়-নিষ্ঠুর, দুরাচার সর্ব্বজন।
দুর্ভাগ্য, দরিদ্র, দম্ভ-ক্রোধ-পরায়ণ।। ৩৫।।
সত্ত্ব-রজস্তমোগুণ-জনিত-বিকার।
কালধর্ম্ম-বিচলিত মতি, দুরাচার।। ৩৬।।

সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর যুগের পরিচয়

বুদ্ধি-মনে সত্ত্বগুণ বাঢ়িব যখনে।
যখনে জন্মিব মতি তপোযোগ জ্ঞানে।। ৩৭।।
তখনে জানিব—সত্যযুগ উতপন্ন।
কাম্য-কর্ম্মে রত যদি, রাজস-লক্ষণ।। ৩৮।।
তখনে জানিব— ত্রেতাযুগের উদয়।
শুনহ, দ্বাপরযুগ-লক্ষণ-নির্ণয়।। ৩৯।।
মদ, মান, দম্ভ, হিংসা, লোভ, অসন্তোষ।
যখন জীবের এই দেখি নানাদোষ।। ৪০।।

কলিযুগের পরিচয় ও দোষসমূহ

তখনে জানিব—রজস্তমোগুণ 'দ্বাপর'।
কলিযুগ-লক্ষণ কহিব নরেশ্বর।। ৪১।।
নিদ্রা, তন্দ্রা, হিংসা, মায়া, অসত্য, বিষাদ।
শোক, মোহ—যখনে এ-সব পরমাদ।। ৪২।।
তখনে জানিব 'কলি' তামস-প্রধান।
গুণভেদে কহি চারি যুগ-পরমাণ।। ৪৩।।
ক্ষুদ্রদৃষ্টি, ক্ষুদ্রভাগ্য, বিস্তর-আহার।
ধনহীন, মহাকামী, নিন্দিত-আচার।। ৪৪।।
সতী, কুলবতী নারী হৈব দ্বিচারিণী।
পাষণ্ড-নিন্দিত বেদপথ, বেদবাণী।। ৪৫।।
প্রজাভুক্ রাজা ধন-দার-অপহারী।
ব্রহ্মচর্য্যব্রতহীন হৈব ব্রহ্মচারী।। ৪৬।।
দ্বিজগণ হৈব শিশ্নোদর-পরায়ণ।
লোলুপ সন্ন্যাসী হ'ব, কুটুম্ব-সঙ্গম।। ৪৭।।
বানপ্রস্থ হৈব গ্রামবাসী, মন্দাচার।
হ্রস্বকায় হৈব সব লোক, মহাহার।। ৪৮।।
কুলবতী কপটিনী, কুবাক্য-ভাষিণী।
নানা-মায়া, উচ্চহাস, বিবাদকারিণী।। ৪৯।।
কপটী কিরাট লোক হৈব কূটকারী।
করিব নিন্দিত কর্ম্ম কুলধর্ম্ম ছাড়ি'।। ৫০।।
নির্ধন দেখিয়া পতি তেজিব কিঙ্করে।
দুর্গত দেখিয়া ভৃত্য ছাড়িব ঈশ্বরে।। ৫১।।
পিতামাতা-ভাই-বন্ধু-জ্ঞাতি-পরিজন।
সকল তেজিব নারী-সুরতী-কারণ।। ৫২।।

দীন-হীন, স্ত্রী-জিত হইব কলিকালে।
শূদ্রে প্রতিগ্রহ লৈব তপস্বীর ছলে।। ৫৩।।
সভাতে কহিব ধর্ম্ম অধার্ম্মিক-জনে।
বসিব অধিক হৈয়া উত্তম-আসনে।। ৫৪।।
করপীড়-দুর্ভিক্ষ পীড়িত অতিশয়।
অনাবৃষ্টি দুঃখ শোকে আকুল-হৃদয়।। ৫৫।।
অন্ন-পান-বসন-শয়ন-বিবর্জিত।
পিশাচ-সমান হীন, দেখিতে কুৎসিত।। ৫৬।।
কিঞ্চিৎ-কারণে লোক তেজিব জীবন।
অল্পধন-কারণে বধিব বন্ধুগণ।। ৫৭।।
বাপে পুত্র তেজিব, তেজিব পুত্রে পিতা।
পতি কুলবতী ভার্য্যা, পুত্রে বৃদ্ধ-মাতা।। ৫৮।।
কলিযুগে দীন-হীন হৈব সর্ব্ব-নর।
তেজিব সকল ধর্ম্ম শিশ্নোদর-পর।। ৫৯।।

শ্রীহরিভজন বিমুখতাই কলিযুগের জনগণের মন্দভাগ্য

কলিযুগে কেহ না ভজিব শ্রীহরি।
পাষণ্ড, খণ্ডিত-মতি ভেদবুদ্ধি ধরি'।। ৬০।।
ত্রিভুবন-নাথগণ বন্দিত-চরণ।
ত্রিজগৎ-গতি, গুরু, অখিল-কারণ।। ৬১।।
হেন প্রভু কলিযুগে কেহ না ভজিব।
পাষণ্ড-কুসঙ্গ সঙ্গে জগত মজিব।। ৬২।।
যা'র নাম বারেক স্মঙরি' অন্তকালে।
স্খলিত, পতিত, কিবা আকুল অন্তরে।। ৬৩।।
দৃঢ় কর্ম্ম-নিগড় ছিণ্ডিয়া ততক্ষণে।
কৃষ্ণময় হৈয়া চলে বৈকুণ্ঠ-গমনে।। ৬৪।।
হেন হরি কলিযুগে না ভজিব নর।
না করিয়া সাধুসঙ্গ মজিব সকল।। ৬৫।।
ভক্তিভাবে হৃদয়ে ধরিলে নারায়ণ।
চিত্তগত কলিমল করে বিমোচন।। ৬৬।।
শ্রবণ করুক, কিবা করুক কীর্ত্তন।
ধেয়ান, পূজন কিবা আদর, মোদন।। ৬৭।।
হৃদয়ে থাকিয়া তা'র প্রভু দয়াময়।
অযুত-জনম পাপ সব করে ক্ষয়।। ৬৮।।
হেমগত বহ্নি যেন বর্ণদোষ হরে।
এইরূপ চিত্তগত যদি হরি করে।। ৬৯।।
অশুভ হরিয়া হরি করে শুভাশয়।
পুনরপি তা'র আর ভবভয় নয়।। ৭০।।
বিদ্যা, ব্রত, তপ, জপ, তীর্থ-পর্য্যটন।
যজ্ঞ, দান, তীর্থ, স্নান, পবন-রোধন।। ৭১।।
এ-সবে অন্তর-শুদ্ধি তত বড় নহে।
হৃদিগত কৃষ্ণ যেন পাপরাশি দহে।। ৭২।।
এ-বোল বুঝিয়া, রাজা, স্থির কর মন।
মরণ-সময় আসি' দিল দরশন।। ৭৩।।
হৃদিগত কর হরি পরম-যতনে।
হৃদয়ে চিন্তিলে হয় গতি নারায়ণে।। ৭৪।।
মরণ দেখিয়া হরি চিন্তিব হৃদয়ে।
সর্ব্বময়, সর্ব্বগতি, সভার আশ্রয়ে।। ৭৫।।
হৃদয়ে চিন্তিলে হরি আত্মভাব করে।
অশেষ-পাতক-বন্ধ, ভৃত্য-পাপ হরে।। ৭৬।।

শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনই কলিযুগের একমাত্র মহাগুণ

কলিকাল দোষময় গভীর সাগর।
এক মহাগুণ-মাত্র শুন, নৃপবর।। ৭৭।।
কৃষ্ণসংকীর্ত্তনমাত্র ভববন্ধ নাশ।
কৃষ্ণময় হঞা চলে, কৃষ্ণপদে বাস।। ৭৮।।
সত্যযুগে ধ্যান যত পুণ্য উপজয়।
ত্রেতাযুগে যজ্ঞ-দানে যত পুণ্য হয়।। ৭৯।।
দ্বাপরেতে পরিচর্য্যাগত যত ফল।
কলিযুগে লভে হরি-কীর্ত্তনে সকল।।" ৮০।।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস-ভাষা।
গদাধর-পদযুগ বিনে নাহি আশা।। ৮১।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্বাদশস্কন্ধে কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী-তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।। ৩।।

চতুর্থ অধ্যায়

শ্রীব্রহ্মার দিবারাত্রির পরিমাণ ও চতুর্বিধ প্রলয় বর্ণন

(ধানসী-রাগ)

শুকমুনি বলে,—"রাজা, কর অবধান।
কহিল তোমারে কালগতি-পরিমাণ।। ১।।
চারিযুগ, যুগমান কহিল সকল।
এখন প্রলয়-কল্প শুন, নরেশ্বর।। ২।।
চারি-সহস্র যুগ একত্র সে করি'।
এতেক ব্রহ্মার একদিন হয়—বলি।। ৩।।
'চতুর্দশ মনু' হয় কল্পের ভিতরে।
এক এক মনু রহে এক মন্বন্তরে।। ৪।।
রজনী জানিব তত যুগ-পরিমাণে।
সেই সে প্রলয় যা'তে ব্রহ্মার শয়নে।। ৫।।
এই পরলয়ে হয় তিন লোক নাশ।
অনন্ত-শয়নে যা'তে রহে শ্রীনিবাস।। ৬।।
তিনলোক উদরে করিয়া নারায়ণ।
প্রলয় সাগরে করে অনন্ত-শয়ন।। ৭।।
এই দৈনন্দিন' বলি-খণ্ড পরলয়।
এইরূপে কত কত কোটি কল্প হয়।। ৮।।
শতেক বৎসর যদি ব্রহ্মার প্রমাণে।
পূরিল, ব্রহ্মার পাত জানিব তখনে।। ৯।।
প্রকৃতি, পুরুষকাল যা'তে যায় নাশ।
এই মহাপরলয়, কৃষ্ণের বিলাস।। ১০।।
অনাবৃষ্টি হৈব একশতেক বৎসর।
অন্যোহন্যে ভক্ষিয়া প্রজা মরিব সকল।। ১১।।
'সাংবর্ত্তক'-নাম সূর্য্য হৈব পরচণ্ড।
রসপান করিয়া শুষিব পৃথ্বীখণ্ড।। ১২।।
'সংবর্ত্তক'-নামে বহ্নি সঙ্কর্ষণ-মুখে।
উঠিব পাতাল দহি' এই মর্ত্ত্যলোকে।। ১৩।।
হেটে বহ্নি, উপরে দহিব রবি-জ্বালে।
পুড়িয়া ব্রহ্মাণ্ডখণ্ড জ্বলিব অনলে।। ১৪।।
দেখিব ব্রহ্মাণ্ড যেন পোড়া ঘসিখান।
তবে সংবর্ত্তক বহ্নি হৈব উপাদান।। ১৫।।

তবে পরচণ্ড বাত শতেক বৎসর।
রহিব ধূলায় পূরি' আকাশমণ্ডল।। ১৬।।
তবে মহামেঘগণ ধারা-বরিষণে।
শতেক বৎসর বৃষ্টি করিব তখনে।। ১৭।।
নিষ্ঠুর গর্জ্জন, ঘোর, মহাভয়ঙ্কর।
জলময় হৈব সব ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল।। ১৮।।
পঞ্চভূত তত্ত্বগণ সব যাইব নাশ।
তা'থে পরবেশ, যা'র যা'থে পরকাশ।। ১৯।।
সব প্রবেশিব তবে প্রকৃতি-ভিতরে।
প্রকৃতি প্রবেশ যাঞা করিব ঈশ্বরে।। ২০।।
আদি-অন্ত নাহি যা'র, না দেখি বেকতে।
না বাঢ়ে, না টুটে, কিন্তু থাকয়ে সাক্ষাতে।। ২১।।
মনো-বচনের যা'তে নাহি পরবেশ।
সত্ত্ব-রজস্তমোগুণ বিকারবিশেষ।। ২২।।
বুদ্ধি, মন, সকল ইন্দ্রিয়, দেবগণে।
উদ্দেশ না জান যাঁ'র, নহে সন্নিধানে।। ২৩।।
নহে জল, নহে ভূমি, পবন, আকাশ।
নহে জ্যোতি, নহে চন্দ্র, দিনেশ, হুতাশ।। ২৪।।
অতর্কমহিম, শূন্যবৎ নিরালম্ব।
সেই সে সভার মূল, প্রকট-আনন্দ।। ২৫।।
কহিল তোমারে, রাজা মহাপরলয়।
ব্রহ্মা পর্য্যন্ত ব্রহ্মে পরবেশ হয়।। ২৬।।
জ্ঞানময়, রসময়, সুখময় মাত্র।
আনন্দ, পরমব্রহ্ম বিশ্রামের পাত্র।। ২৭।।
তাহাতে প্রলয়, উতপতি তাঁহা হ'নে।
কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য, সত্য নহে তাঁহা বিনে।। ২৮।।
নানারূপ যত দেখি, সব তাঁর মায়া।
বিচারিলে সব বুঝি, যেন ঘন-ছায়া।। ২৯।।
এক সোনা, বহু ভেদ, যেন দেখি নানা।
এইরূপে লোকে বেদে বিবিধ কল্পনা।। ৩০।।
ব্রহ্ম হ'নে উতপাত, জীব ব্রহ্মময়।
অহঙ্কারে অনাদি-সংসারে বন্দী হয়।। ৩১।।
তে-কারণে অহঙ্কারে দেখি নানা-ভেদ।
গুরু জিজ্ঞাসিলে হয় অজ্ঞান-বিচ্ছেদ।। ৩২।।

মায়াময় অহঙ্কার জীবের বন্ধন।
গুরু জিজ্ঞাসিলে বন্ধ হয় বিমোচন।। ৩৩।।
উপাধিবর্জিত জীব হয়ে ব্রহ্মময়।
এই, রাজা, কহি আত্যন্তিক-পরলয়।। ৩৪।।
নিত্য-পরলয় আর কহে জ্ঞানিগণ।
ব্রহ্মা-আদি সর্ব্বজীবে হয় অনুক্ষণ।। ৩৫।।
কালবেগেজন্ম-প্রলয় ক্ষণে ক্ষণে।
প্রতি-দেহে নিরন্তর বুঝি অনুমানে।। ৩৬।।
চতুর্বিধ প্রলয় কহিল সমাধানে।
বিস্তারিয়া কহিতে ব্রহ্মাহ নাহি জানে।। ৩৭।।
কালরূপী ভগবান্ জগত-বিধাতা।
উতপতি-পরলয় তাঁ'র লীলা-কথা।। ৩৮।।

কৃষ্ণকথাই সংসারসমুদ্র উত্তরণের একমাত্র নৌকা স্বরূপ

দুরন্ত-সংসার-ঘোর-সাগর তরিতে।
ভাগ্যবশে যদি বাঞ্ছা হয় কা'র চিতে।। ৩৯।।
আন নৌকা নাহি কৃষ্ণ কথা-রস-বিনে।
বহুবিধ দুঃখ-শোক-দহন-তারণে।। ৪০।।

শ্রৌতমার্গ শ্রীমদ্ভাগবতের আবির্ভাব

এই মহাভাগবত পুরাণ-সংহিতা।
প্রকাশিল ভগবান্ সর্ব্বলোকপিতা।। ৪১।।
স্থাপিলা ব্রহ্মার মুখে দেব হৃষীকেশ।
ব্রহ্মা নারদেরে তবে দিলা উপদেশ।। ৪২।।
নারদ ব্যাসের মুখে কৈল সমর্পণে।
বেদব্যাস বিস্তারিলা আমার বদনে।। ৪৩।।
এই ভাগবত— মহাপুরাণ-সংহিতা।
সর্ব্বশ্রুতিসার, বেদ-বেদান্ত-সম্মতা।। ৪৪।।
কহিবেন সূত শৌনকাদি-মুনিগণে।
দীর্ঘ-সত্রে সমুদিত নৈমিষ-অরণ্যে।।" ৪৫।।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস-বাণী।
পরমার্থ-কথা কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী।। ৪৬।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্বাদশস্কন্ধে কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী-চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।। ৪।।

পঞ্চম অধ্যায়

শ্রীশুকদেবকর্ত্তৃক শ্রীপরীক্ষিৎকে ব্রহ্মতত্ত্বোপদেশ
(শ্যাম-গড়া-রাগ)

"পদে পদে ইহাতে বর্ণি যে নিরন্তর।
পরমপুরুষ হরি, অখিল-মঙ্গল।। ১।।
ব্রহ্মা সৃষ্টি করে, যাঁর প্রসাদভাজন।
ক্রোধে রুদ্র জনমিল সংহারকারণ।। ২।।
তুমি, রাজা, কুমতি, ছাড়িয়া হরি ভজ।
'মরিব আপনে'— হেন পশুবুদ্ধি তেজ।। ৩।।
না ছিলে পূরবে তুমি, (না) জন্মিলে এখন।
দেহবৎ নাহি, রাজা, তোমার মরণ।। ৪।।
'আছিল, নহিব, আমি-হৈব আরবার।
পুত্র-পৌত্ররূপে জন্ম হৈব আমার।।' ৫।।
এ-সকল মিথ্যা, যত মনে অনুমান।
দেহ ভিন্ন, তুমি ভিন্ন,—'বিচারিয়া জান।। ৬।।
কাষ্ঠ হ'নে ভিন্ন যেন বেকত অনল।
এইরূপে ভিন্ন তুমি, ভিন্ন কলেবর।। ৭।।
মাথা কাটা গেল, হেন দেখয়ে স্বপনে।
স্বপনে আপনে মৈল, হেন লয়ে মনে।। ৮।।
সেহো, রাজা, কেবল দেহের মাত্র দেখি।
অজর, অমর জীব, সর্ব্ব-ঠাঁই সাক্ষী।। ৯।।
ভাঙ্গিলে মাটির ঘট, যেন দূর যায়।
ঘটের আকাশ যেন আকাশে মিলায়।। ১০।।

এইরূপে ব্রহ্ম জীব, দেহের মরণ।
ব্রহ্মময়, হয় নিত্যময়, সনাতন।। ১১।।
দেহ-কর্ম্মগুণ মনে করায় সৃজন।
দেবমায়া সৃজে মন বন্ধনকারণ।। ১২।।
এ-সব সংযোগে হয় জীবের সংসার।
নহে সত্য, জীব নিত্য, অজ, নিরাকার।। ১৩।।
তৈল-শলিতা আর দীপের আধার।
অগ্নির সংযোগে যেন দীপের আকার।। ১৪।।
যাবৎ এ-সব থাকে, দীপের দীপত্ব।
এইরূপে দেহযোগে জীবের দেহত্ব।। ১৫।।
তিনগুণে দেহের জনম-মৃত্যু-ভয়।
কার্য্য-কারণের পর আত্মা, নিত্যময়।। ১৬।।
আকাশ-স্বরূপ, ধ্রুব, অনন্ত-স্বরূপ।
নিরাকার, নিরাধার, নিরুপম-রূপ।। ১৭।।

সর্ব্বভাবে শ্রীগুরুচরণাশ্রয়ে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম
ভজন করা কর্ত্তব্য

এইরূপে আত্মা তুমি অনুমানে বুঝ।
বিমরিশ করি' চাহ, পশুবুদ্ধি তেজ।। ১৮।।
গুরু উপদেশে চিত্তে পরবোধ কর।
কৃষ্ণচরণারবিন্দে বুদ্ধি-মন-ধর।। ১৯।।
কে তুমি ?—আপনে রাজা, বুঝহ বিচারে।
তক্ষকে তোমার না দংশিব কোনকালে।। ২০।।
যে প্রভু যমের যম, কাল-বিচালন।
সর্ব্বভাবে কর তাঁর চরণ-সেবন।। ২১।।
"আমি সেই ব্রহ্মতেজ, সেই ব্রহ্ম আমি'।
আপনাকে ভাব তুমি ব্রহ্ম হেন জানি'।। ২২।।
তক্ষকে দংশিব, তভু তুমি না জানিবে।
আপনার ভিন্ন দেহ কা'কে না দেখিবে।। ২৩।।
যে তুমি পুছিলে, রাজা, কহিল সকল।
কৃষ্ণের বিচিত্র লীলা শ্রবণ মঙ্গল।। ২৪।।
কি আর শুনিতে, রাজা, ইচ্ছা কর মনে ?
জিজ্ঞাসিলে কহিব তোমার বিদ্যমানে।।" ২৫।।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস-বাণী।
পরীক্ষিৎ-জ্ঞানকথা প্রেমতরঙ্গিণী।। ২৬।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্বাদশস্কন্ধে
কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী-পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।। ৫।।

ষষ্ঠ অধ্যায়

শ্রীশুকদেব মুখনিসৃত শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রবণফলে
শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজের সংসার হইতে
মুক্তি ও ভগবদ্দর্শন লাভ
(তুড়ী-রাগ)

সূত বলে,—"শুনি' রাজা মুনির বচন।
পড়িলা ধরণীতলে ধরিয়া চরণ।। ১।।
দণ্ড-পরণাম করি' যুড়ি' দুই কর।
কহে বিষ্ণুরাত রাজা শুকের গোচর।। ২।।
'অনুগ্রহ কৈলে মোরে, হৈল সর্ব্বসিদ্ধি।
ভবকূপে উদ্ধারিলে তুমি দয়ানিধি।। ৩।।
শ্রবণ-গোচর মোর কৈলে ভগবান্।
সাক্ষাতে দেখাঞা কৃষ্ণে কৈলে পরিত্রাণ।। ৪।।
মহান্ত, অচ্যুত-চিত্ত যে পুরুষ হয়।
তা'র এহ অদভুত নহে অতিশয়।। ৫।।
অনুগ্রহ করয়ে যে দীন-জন পাঞা।
জ্ঞানহীন, ভব-দাব-তাপিত দেখিয়া।। ৬।।
শুনিল সকল মুঞি পুরাণ-সংহিতা।
যা'থে পদে পদে কহে কৃষ্ণগুণ-গাথা।। ৭।।
তক্ষক করিয়া আর নাহি ভয়-লেশ।
নির্ব্বাণ পরম-পদে কৈল পরবেশ।। ৮।।
তুমি দেখাইলে মোরে অভয়-শরণ।
আজ্ঞা দেহ, গুরু, মোর ছুটিল বন্ধন।। ৯।।
বাক্য-মন প্রবেশিয়া দেব নারায়ণে।
তেজিমু শরীর, আজ্ঞা মাগিল চরণে।। ১০।।

অজ্ঞান খণ্ডিল মোর ভ্রম গেল দূর।
তত্ত্বজ্ঞান জনমিল, মনোরথ পূর।। ১১।।
তুমি দেখাইলে হরিপদ সুমঙ্গল।
অচ্যুত, পরমানন্দ, অভয়, কুশল।। ১২।।
রাজার বচন শুনি' শুক মহামুনি।
ধন্য সাধুবাদ করি' রাজারে বাখানি'।। ১৩।।
চলিলা আপন সুখে ব্যাসের নন্দন।
পূজিয়া পাঠাইল রাজা সঙ্গে মুনিগণ।। ১৪।।

শ্রীপরীক্ষিতের তিরোধান লীলা

তবে পরীক্ষিৎ রাজা বসিলা ধেয়ানে।
আপন হৃদয়ে কৈল আত্মসমাধানে।। ১৫।।
পূর্ব্ব-অগ্রে কুশ পাতি' তাহার উপরে।
বসিলা উত্তরমুখে ভাগীরথী-কূলে।। ১৬।।
পবন রুধিয়া রহে যেন তরুবর।
মহাযোগী যোগবলে রহিল নিশ্চল।। ১৭।।

তক্ষক ও কশ্যপ

হেনকালে দ্বিজসুত-আজ্ঞা শিরে ধরি'।
চলিল তক্ষক-নাগ মনে ভয় করি'।। ১৮।।
পথে কশ্যপের সহে হৈল দরশন।
কশ্যপ পুছিল তা'রে করি' সম্ভাষণ।। ১৯।।
তক্ষকে কহিল তবে সব বিবরণ।
দ্বিজসুত শাপে পরীক্ষিৎ-বিনাশন।। ২০।।
দ্বিজসুত-বাক্য চাহি' করিতে পালন।
দংশিয়া রাজারে ভস্ম করিব এখন।। ২১।।
এ-বোল শুনিঞা দিল কশ্যপে উত্তর।
'আমি জীয়াইব রাজা তোমার গোচর'।। ২২।।

তক্ষক-দ্বারা দষ্ট হইবার ছলে পরীক্ষিতের বৈকুণ্ঠে-যাত্রা
(তুড়ী-রাগ)

তবে তা'থে বহুধন দিয়া ফণধর।
বাহুড়িয়া কশ্যপে পাঠাইল নিজঘর।। ২৩।।
কামরূপী তক্ষক ধরিয়া দ্বিজবেশ।
জল-মাঝে কৈল রাজমন্দিরে প্রবেশ।। ২৪।।
সূক্ষ্মরূপ ধরি' রাজার দংশিল চরণে।
ভস্ম হৈল রাজ-কলেবর সেইক্ষণে।। ২৫।।
গরল-অনলে ভস্ম হৈল কলেবর।
হাহাকার-শবদ উঠিল কোলাহল।। ২৬।।
সব লোকে দেখিয়া লাগিল চমৎকার।
স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতালে উঠিল হাহাকার।। ২৭।।
স্বর্গে সুরবধূ নাচে, পুষ্প বরিষণ।
গন্ধর্ব্ব-কিন্নরে গায়, দুন্দুভি-বাজন।। ২৮।।
'সাধু সাধু' করিয়া বাখানে সুরগণে।
চলিল বৈকুণ্ঠে রাজা, ছুটিল বন্ধনে।। ২৯।।

সর্পকুল বিনাশ-নিমিত্ত ক্রুদ্ধ শ্রীজনমেজয়ের
সর্পযজ্ঞ

শুনিয়া জনমেজয় সব বিবরণ।
তক্ষকে ভক্ষিল পিতা জানিল কারণ।। ৩০।।
ক্রোধে রাজা জ্বলে যেন প্রলয়-অনল।
যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ আনিল সত্ত্বর।। ৩১।।
সর্পসত্র আরম্ভিল সর্প-বিনাশন।
কুণ্ডে আসি' পড়ে সর্প মন্ত্রের কারণ।। ৩২।।
পুড়িল সকল সর্প, সৃষ্টি-নাশ হয়।
তক্ষক পালাঞা বুলে আকুলহৃদয়।। ৩৩।।
ইন্দ্রের শরণ গিয়া পশিল তরাসে।
লুকাঞা খট্টার তলে রহে গুপ্তবেশে।। ৩৪।।
ক্রোধিত জনমেজয় বোলে কোন বাণী।
'পড়ুক সকল সর্প, কিছু রাখ জানি।। ৩৫।।
পোড়া গেল সব সর্প, যজ্ঞ-অবশেষে।
তবে কেনে, দ্বিজগণ, তক্ষক না আইসে?' ৩৬
রাজার বচন শুনি' বোলে দ্বিজগণ।
তক্ষকে লইল গিয়া ইন্দ্রের শরণ।। ৩৭।।
দেখিয়া শরণাগত ইন্দ্র রক্ষা করে।
তক্ষক পোড়াব রাজা কোন্ পরকারে? ৩৮
শুনি' বলে জন্মেজয় বিপ্রের বচন।
'ইন্দ্র-সহে তক্ষক না পোড়ে কি কারণ?' ৩৯
রাজার বচন শুনি' যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণে।
ইন্দ্র-সহে তক্ষক হুনিল হুতাশনে।। ৪০।।
'পড় পড়, স্বাহা-মন্ত্রে বেদবাণী ধর।
ইন্দ্র-সহ পড় সর্প, বিলম্ব না কর।।' ৪১।।

শ্রীজনমেজয়কে শ্রীবৃহস্পতির উপদেশ

চলিল আসন, ইন্দ্র রহিল বিমানে।
সগণে তক্ষক-সহ রহিল গগনে।। ৪২।।
সগণে পড়িব ইন্দ্র দেখি' বৃহস্পতি।
সান্ত্বিল রাজারে তবে করি নানা-স্তুতি।। ৪৩।।
'না কর, না কর, রাজা, যতন বিফল।
না পুড়িল, না মরিব, তক্ষক অমর।। ৪৪।।
অমৃত-মথনে নাগ কৈল সুধা-পান।
মারিতে নারিবে সর্প, দেহ সমাধান।। ৪৫।।
জনম-মরণ-দেখ নিজ-কর্ম্মফলে।
যা'র যেন অদৃষ্ট, তাহারে তেন মিলে।। ৪৬।।
উত্তম-অধমগতি অদৃষ্টে ঘটায়।
যা'র যেন শুভাশুভ, সেই গতি পায়।। ৪৭।।
তা'র তেন ফল ধরে, যে করে বিধাতা।
যা'র যেন কর্ম্ম, তাহা না হয়ে অন্যথা।। ৪৮।।
সর্প, চোর, ক্ষুধা, ব্যাধি অদৃষ্টে ঘটায়।
যা'র হাতে যা'র মৃত্যু, সংযোগে ঘটায়।। ৪৯।।
নিজ-নিজ কর্ম্ম জন্তু ভুঞ্জে আপনার।
তা'র তেন ঘটে, যেন অদৃষ্ট যাহার।। ৫০।।
অদৃষ্টে যে ঘটে, তা'র অদৃষ্ট প্রধান।
এ-বোল বুঝিয়া যজ্ঞ কর সমাধান।। ৫১।।
বিনা দোষে সর্প পুড়ি' মারিলা বিস্তর।
এতদূরে সমাধিয়া রহ, নরেশ্বর।।' ৫২।।
প্রবোধ-বচন শুনি' নৃপতি-প্রধান।
মুনির বচনে দিল যজ্ঞ-সমাধান।। ৫৩।।
বৃহস্পতি পূজিয়া পাঠাইল সুরপুরে।
এই বিষ্ণুমহামায়া কহিল তোমারে।। ৫৪।।

বিষ্ণুমায়ার পরাক্রম

এই বিষ্ণুমায়া-বিমোহিত চরাচর।
বিষ্ণুমায়া বিনির্ম্মিত আব্রহ্ম-স্থাবর।। ৫৫।।
মায়া আজ্ঞাকারী যাঁর, মায়া রহে দূরে।
যাঁর আজ্ঞা সাবধানে বহে সুরাসুরে।। ৫৬।।
বিবিধ বিবাদ যাঁতে নাহি ছল-তর্ক।
সঙ্কল্প-বিকল্প, নাহি কপট সম্পর্ক।। ৫৭।।

শ্রীবিষ্ণুপাদপদ্ম পাইবার উপায়

সৃজ্য নহে স্রষ্টা নহে, নহে জীব কাল।
বাধ্য-বাধক নাহি, নিষেধ যাঁহার।। ৫৮।।
সেই সে পরমপদ কহে মুনিগণ।
অশেষ নিষেধ-শেষ, ব্রহ্ম, সনাতন।। ৫৯।।
একান্ত সৌহৃদভাবে, সমাহিতচিত্তে।
দুর্মতি ছাড়িয়া যদি চিন্তে হৃদিগতে।। ৬০।।
সেই সে পরমব্রহ্ম বিষ্ণুপদ পায়।
'মুঞি মোর' হেন যা'র ভেদ দূরে যায়।। ৬১।।
'দেহ-গেহ, মুঞি-মোর' ছাড়িব গেয়ানে।
অতিবাদ না করিব, কা'রো অপমানে।। ৬২।।
বৈর না করিব কভু নরদেহ পাঞা।
শত্রু-মিত্র কেহ নহে সব বিষ্ণুমায়া।। ৬৩।।
নমো নারায়ণ, কৃষ্ণ, বিষ্ণু, ভগবান্।
নমো নমো হৃষীকেশ, পুরুষ-পুরাণ।। ৬৪।।
যাঁর পাদপদ্ম-মকরন্দ ধ্যান-বশে।
পুরাণ-সংহিতা এই পড়িলুঁ বিশেষে।।" ৬৫।।

বেদবিভাগ সম্পর্কীয় প্রশ্ন-উত্তর

শুনিঞা শৌনক মুনি হরষিত মনে।
আর এই জিজ্ঞাসিল সূত সন্নিধানে।। ৬৬।।
"বেদ-বিশারদ বেদব্যাস-শিষ্যকুলে।
এক-বেদ বিভজিল কত পরকারে? ৬৭
কহ, সূত, মহাভাগ, বেদের বিস্তার।"
তবে সূত-মুনি দিল উত্তর তাহার।। ৬৮।।
"হৃদয়-আকাশে যদি দিল দরশনে।
তবে 'নাদ' জনমিল ব্রহ্মার আননে।। ৬৯।।
যে নাদ চিন্তিয়া যোগী হৈলা ভবে পার।
সেই নাদে তিনবর্ণ জন্মিল 'ওঙ্কার'।। ৭০।।
ওঙ্কারে জন্মিল বেদ হঞা চারি ভেদ।
বহু শাখা হৈল যা'র নাহি পরিচ্ছেদ।। ৭১।।
সেই চারি বেদ বেদব্যাস শিষ্যগণে।
বহু শাখা করি' পড়াইল জনে জনে।। ৭২।।

তা'রা তা'রা নিজ-শাখা বহু শাখা করি।
বিস্তারিল বেদশাখা, গণিতে না পারি।।৭৩।।
"কিছু বিস্তারিলা সূত মুনিগণ-স্থানে।
আমি কিছু কহিল অলপ সমাধানে।।" ৭৪।।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস-বাণী।
পরীক্ষিত-দেহত্যাগ প্রেমতরঙ্গিণী।। ৭৫।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারংহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্বাদশস্কন্ধে
কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী-ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।। ৬।।

সপ্তম অধ্যায়

মুনিবৃন্দের বহুশাখায় বেদ অধ্যাপন

(ভূপালী-রাগ)

"বেদাচার্য্য মুনিগণ বহুশাখা করি'।
পড়াইল বহু শিষ্য বেদ অধিকারী।। ১।।

পুরাণের দশ লক্ষণ

কহিল সকল তোমা'-সব বিদ্যমানে।
পুরাণ-লক্ষণ কহি, শুন, সাবধানে।। ২।।
সর্গ, বিসর্গ, বৃত্তি, রক্ষা, মন্বন্তর।
বংশাবলী, রাজবংশ-চরিত্র সুন্দর।। ৩।।
প্রলয়, বাসনা, আর জীবের আশ্রয়।
এই দশ লক্ষণ—পুরাণ-পরিচয়।। ৪।।
কেহ পঞ্চবিধ কহে পুরাণ-লক্ষণ।
অল্প-বড় ব্যবস্থায়ে করি' নিরূপণ।। ৫।।

অষ্টাদশ পুরাণের নাম

অষ্টাদশ পুরাণ বাখানে মুনিগণে।
'ব্রহ্ম-পুরাণ', 'পদ্ম', 'বিষ্ণু', 'শিব'-নামে।। ৬।।
'লিঙ্গ-পুরাণ', আর 'গরুড়-পুরাণ'।
'নারদীয়-পুরাণ', 'মহাভাগবত'-নাম।। ৭।।
'অগ্নি-পুরাণ', 'স্কন্ধ', 'ভবিষ্য পুরাণ'।
'ব্রহ্মবৈবর্ত্ত' আর 'মার্কণ্ডেয়'-নাম।। ৮।।
'বামন', 'বরাহ', 'মৎস্য', 'কূর্ম্ম'-নাম ধরি'।
'ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণ'—এই অষ্টাদশ বলি।। ৯।।
বিস্তারিয়া বেদশাখা কহিল সকল।
তবে আর কি কহিব, কহ, মুনিবর।।" ১০।।
গদাধর-পদযুগ—এই রস জান।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস গান।। ১১।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্বাদশস্কন্ধে
কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী-সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।। ৭।।

অষ্টম অধ্যায়

শ্রীমার্কণ্ডেয় মুনির কথা

(বরাড়ী-রাগ)

শুনিঞা শৌনক মুনি সূতের বচন।
'সাধু সাধু' বাখানিঞা কি বলে বচন।। ১।।
"জীয় জীয়, সূত, তুমি জীয় চিরকাল।
তুমি দেখাইলে ঘোর সংসারের পার।। ২।।
হেন শুনি—চিরজীবী মার্কণ্ডেয় মুনি।
কল্পক্ষয়ে নৈল যাঁ'র মৃত্যু— হেন ধ্বনি।। ৩।।
আমার পূরব-বংশে তাঁহার উৎপত্তি।
প্রলয়ে আছিল তিঁহো—এ কোন্ যুকতি ? ৪
নাহি হয় পরলয় ইহার ভিতরে।
কিরূপে ভাসিল তিঁহো প্রলয়-সাগরে ? ৫
অদ্ভুত বালক মুনি দেখিল নিকটে।
শয়নে আছিল শিশু বট পত্রপুটে।। ৬।।
এ বড় সংশয়, সূত অতি কুতূহল।
কহিবে, তোমার নাহি কিছু অগোচর।।" ৭।।
সূত বলে,—"ধন্য ধন্য, মুনির প্রধান।
ভাল প্রশ্ন কৈলে তুমি লোক-পরিত্রাণ।। ৮।।
নারায়ণ-কথা যথা কলিমলহরা।
সর্ব্বতীর্থ বৈসে তথা শ্রুতি-মনোহরা।। ৯।।
মার্কণ্ডেয় মহামুনি মৃকণ্ডু-কুমার।
বাপে যদি কৈল তাঁ'রে ব্রাহ্মণ-সংস্কার।। ১০।।
পঢ়িল সকল বেদ গুরুকুলে বসি'।
ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতধর, পরম-তপস্বী।। ১১।।
দণ্ড-কমণ্ডলু করে, শিরে জটাভার।
অক্ষসূত্র, কৃষ্ণাজিন, পরে বৃক্ষছাল।। ১২।।
গুরু, দ্বিজ, বহ্নি, সূর্য্য, পূজে তিনকালে।
ত্রিকাল পূজয়ে হরি হৃদয়-কমলে।। ১৩।।
ভিক্ষা মাগি' আনি' করে গুরু-সমর্পণ।
গুরু যদি আজ্ঞা করে, করয়ে ভোজন।। ১৪।।
গুরু-আজ্ঞা নহে যদি, করে উপবাস।
এইরূপে করে দ্বিজ গুরুকুলে বাস।। ১৫।।
তপ আরম্ভিল তবে মুনির প্রধান।
অযুত অযুত কত বৎসর-প্রমাণ।। ১৬।।
কৃষ্ণ আরাধিয়া মৃত্যু জিনিল ব্রাহ্মণে।
ব্রহ্মা, ভব-আদি যত সুর-মুনিগণে।। ১৭।।
দেব-ঋষি পিতৃগণ শুনিঞা বিস্মিত।
হেন মহাব্রতধর মুনি সুচরিত।। ১৮।।
হৃদয়-পঙ্কজে হরি করিয়া ধেয়ান।
যোগবলে কৈলা যোগী চিত্ত-সমাধান।। ১৯।।
সমাধি করিয়া যোগী রহিলা ধেয়ানে।
ছয় মন্বন্তর বহি' গেল এইমনে।। ২০।।

শ্রীমার্কণ্ডেয় মুনির তপস্যা ভঙ্গ-নিমিত্ত

ইন্দ্রের ব্যর্থ চেষ্টা

সাত মন্বন্তর যাইতে দেব পুরন্দর।
দেখিয়া মুনির তপ চিন্তিত অন্তর।। ২১।।
তপোভঙ্গ করিতে চিন্তিল পরকার।
গন্ধর্ব্ব-অপ্সরাগণে পাঠায় তৎকাল।। ২২।।
বসন্ত, মলয়-বাত, কাম, পঞ্চশর।
দম্ভ, লোভ, মদ, মান পাঠায় সত্ত্বর।। ২৩।।
তা'রা সব শীঘ্র গেল মুনির আশ্রমে।
হিমালয়পর্ব্বত-উত্তর তপোবনে।। ২৪।।
পুষ্পভদ্রা নদী, যাঁহা বিচিত্র পাষাণ।
পুণ্যাশ্রম, লতাবলী, ললিত উদ্যান।। ২৫।।
পুণ্য দ্বিজকুলাকুল, পুণ্য জলাশয়।
মত্ত শুক-পিকবর, ভ্রমর-সঞ্চয়।। ২৬।।
মত্ত বিহঙ্গমকুল-শবদ-ঝঙ্কার।
মত্ত-ময়ূর-নট নটন-বিহার।। ২৭।।
মন্দ মারুত বহে হিমকণজাল।
কুসুম-বরিষে গন্ধ মদনবিকার।। ২৮।।
উদিত রজনীনাথ, রজনীবদন।
প্রবাল-স্তবকজাল দ্রুম-আলিঙ্গন।। ২৯।।
মূর্ত্তিমান্ হৈল আসি' সাক্ষাৎ বসন্ত।
গন্ধর্ব্ব-কিন্নরে গায় সুগীত সুমন্দ।। ৩০।।
রতিপতি দরশন দিল ফুলশরে।
সুর-বিদ্যাধরী নৃত্য করে মনোহরে।। ৩১।।
আসিয়া দেখিল মুনি মুদিত-লোচন।
মহাতেজোময়, যেন দীপ্ত-হুতাশন।। ৩২।।

ইন্দ্রের নাচনী নাচে মুনির গোচর।
বীণা-বেণু মৃদঙ্গ-বাজন মনোহর।। ৩৩।।
পঞ্চশর মদন যুড়িল শরাশনে।
সাক্ষাতে বসন্ত কৈল পুষ্প বরিষণে।। ৩৪।।
সম্মুখে পুঞ্জিকস্থলী গেঁড়ুয়া খেলায়।
স্তনভর-ললিত-মন্থর-গতি যায়।। ৩৫।।
বিগলিত কেশবন্ধ, বিলোলিত মালা।
বিঘটিত তনুবাস, কটিতে মেখলা।। ৩৬।।
পবন চলিত বাস, মদন-বিলাস।
ভুরুভঙ্গ বিকসিত, মন্দ-মধুহাস।। ৩৭।।
পঞ্চশর পঞ্চবাণে বিন্ধিল অন্তর।
চৌদিকে বেড়িল মুনি ইন্দ্রের কিঙ্কর।। ৩৮।।
কেবা কত লীলা কৈল, কত পরকারে।
কেহ না পারিল তপোভঙ্গ করিবারে।। ৩৯
মুনির শরীর-তেজে দহে কলেবর।
বাহুড়িয়া গেল যত ইন্দ্রের কিঙ্কর।। ৪০।।
কহিল সকল কথা ইন্দ্রের গোচর।
বিস্ময়ে পড়িয়া ইন্দ্র চিন্তিল বিস্তর।। ৪১।।

শ্রীমার্কণ্ডেয়কে শ্রীনারায়ণের দর্শন-প্রদান

এইরূপে তপোযোগ-সমাধি-ধেয়ানে।
নিরন্তর চিন্তে হরি চিত্ত-সমাধানে।। ৪২।।
অনুগ্রহ করিতে আপনে ভগবান্।
দরশন দিলা প্রভু নর-নারায়ণ।। ৪৩।।
শুক্ল-কৃষ্ণ দুঁহার বরণ মনোহর।
নবকুঞ্জ-বিলোচন, ভুবন-সুন্দর।। ৪৪।।
চারু চতুর্ভুজ, মহাপুরুষ লক্ষণ।
মৃগছাল, বৃক্ষছাল, দুঁহার বসন।। ৪৫।।
দণ্ড-কমণ্ডলু করে, পবিত্র-মেখলা।
ব্রহ্মসূত্র কোটিসূত্র ধরে অক্ষমালা।। ৪৬।।
দীর্ঘ মহাভুজ , রুচি তড়িৎ-প্রকাশ।
নর-নারায়ণ ঋষি, জগতনিবাস।। ৪৭।।

শ্রীমার্কণ্ডেয়ের শ্রীনারায়ণ-স্তুতি

দেখিয়া সম্ভ্রমে মুনি উঠিলা সত্বরে।
দণ্ড-পরণাম করি' পড়ে ভূমিতলে।। ৪৮।।
অন্তর-বাহির হৈল আনন্দ-তরঙ্গ।
নয়নে আনন্দ-জল, পুলকিত অঙ্গ।। ৪৯।।
করযোড়ে করে স্তুতি, প্রণতকন্ধর।
'নমো নমো নারায়ণ' গদগদ অন্তর।। ৫০।।
রতন-আসনে মুনি বসাঞা আদরে।
পুণ্যজল দিয়া দুই চরণ পাখালে।। ৫১।।
ধূপ-দীপে পূজে মুনি সুগন্ধি-চন্দনে।
পুনঃপুনঃ প্রণময়ে বিনয়-বিধানে।। ৫২।।
স্তুতি করে মুনিরাজ শিরে ধরি' কর।
'কি বর্ণিব, প্রভু, তুমি প্রকৃতির পর।। ৫৩।।
তোমা-হনে সর্ব্বজীব হয় উতপন্ন।
সকল ইন্দ্রিয়গণ, বুদ্ধি, বাণী, মন।। ৫৪।।
তোমা-হ'নে উতপতি, সঞ্চার সংহার।
তুমি সর্ব্বগতি-পতি ভুবন-আধার।। ৫৫।।
তথাপি ভকত-বন্ধু, প্রিয়, হিতকারী।
তোমার মহিমা, নাথ, কি কহিতে পারি? ৫৬
লোক-পরিত্রাণ-হেতু কর অবতার।
আপনে সৃজিয়া পাল, করহ সংহার।। ৫৭।।
শ্রুতিমুখে যেরূপে ধিয়ায় মুনিগণ।
স্তবন, প্রণাম করে, অর্চ্চন, বন্দন।। ৫৮।।
সেই নারায়ণ তুমি, প্রভু, ভগবান্।
দরশন দিলে মোরে, কৈলে পরিত্রাণ।। ৫৯।।
তোমার পদারবিন্দ নির্ব্বাণ-নিধান।
না ভজিলে কভু নহে এ-লোক-কল্যাণ।। ৬০।।
কালরূপে কর তুমি জগৎ সংহার।
ভুরুভঙ্গে হর, ব্রহ্মপদ-অধিকার।। ৬১।।
তোমার মায়ায় তিন-গুণ-উপাদান।
সত্ত্ব, রজ, তম—এই ধরে তিন নাম।। ৬২।।
সেই তিন গুণে সৃষ্টি, স্থিতি, পরলয়।
এ-সব তোমার লীলা কত কত হয়।। ৬৩।।
নমো নমো নারায়ণ, ঋষি পুরাতন।
নমো বিশ্বগুরু, বিশ্বময়, নরোত্তম।। ৬৪।।
নমো নমো নারায়ণ, ভবভয়ধ্বংস।
নমো নমো নিগম-ঈশ্বর, পরহংস।। ৬৫।।

কেবল ইন্দ্রিয়-পথে ভ্রমমতি জনে।
হৃদয়ে থাকহ কেহ তত্ত্ব নাহি জানে।। ৬৬।।
সভার অন্তরে বৈস অন্তর্য্যামি-রূপে।
তথাপি তোমারে কেহ না জানে স্বরূপে।। ৬৭।।
শঙ্কর, বিরিঞ্চি, তোমার মায়ায়ে মোহিত।
না বুঝে তোমার তত্ত্ব নিগম-গোপিত।। ৬৮।।
বন্দো মহাপুরুষ, তোমার পাদপদ্ম।
নিগূঢ়, পরমানন্দ, ভক্তচিত্ত-সদ্ম।।" ৬৯।।
এইরূপে স্তুতি কৈল মুনি যোগেশ্বর।
ভাগবত-আচার্য্যের প্রবন্ধ সুন্দর।। ৭০।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্বাদশস্কন্ধে
কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী-অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।। ৮।।

নবম অধ্যায়

শ্রীমার্কণ্ডেয়কে শ্রীনর-নারায়ণের বরগ্রহনার্থ আজ্ঞা

(বরাড়ী-রাগ)

"এইরূপে স্তুতি কৈল মার্কণ্ডেয় মুনি।
নর-নারায়ণ দেব বলে কোন বাণী।। ১।।
'শুন শুন, যোগেশ্বর, হৈল সর্ব্ব সিদ্ধি।
সমাধি-ধারণ-ধ্যান কৈলে নিরবধি।। ২।।
ভক্তিভাবে তপ তুমি কৈলে নিরন্তর।
বর মাগ, তুষ্ট হৈলুঁ, দিব্য দিব্য বর।। ৩।।
বর মাগ, যোগেশ্বর, যে হয় বাঞ্ছিত।
দরশন বিফল নহিব কদাচিত।।' ৪।।

ভগবন্মায়া-দর্শনার্থ শ্রীমার্কণ্ডেয়ের বর-প্রার্থনা

করযোড়ে কহে মুনি, 'দেব-দেবেশ্বর!
অচ্যুত, পরমানন্দ, ভকত-বৎসল।। ৫।।
এই বর-বিনে আর নাহি প্রয়োজন।
চর্ম্মচক্ষে সাক্ষাতে তোমার দরশন।। ৬।।
অজ-ভব করে যাঁর চরণ ধেয়ান।
হেন প্রভু সাক্ষাতে হইল বিদ্যমান।। ৭।।
শতপত্রনেত্র, পুণ্যশ্লোক-শিখামণি।
যদি বর দিবে, নাথ, দেব চক্রপাণি।। ৮।।
দেখাহ তোমার মায়া, দেব-দেবেশ্বর!'
কিঞ্চিৎ হাসিয়া প্রভু দিল সেই বর।। ৯।।
বর দিয়া গেলা হরি বদরিকাশ্রমে।
চিন্তিতে চিন্তিতে মুনি রহিলা ধেয়ানে।। ১০।।
সর্ব্ব-ঠাঁই রহে হরি—চিন্তিতে বিহ্বল।
প্রেমভরে ক্ষণে ক্ষণে পাসরে সকল।। ১১।।

ভয়ঙ্কর প্রলয়ে শ্রীমার্কণ্ডেয় মুনির দুর্ভোগ

পুষ্পভদ্রা-নদীতীরে পুণ্য-তপোবনে।
এইরূপে আছে মুনি গোবিন্দ-ধেয়ানে।। ১২।।
হেনকালে হৈল মহা-পরচণ্ড বাত।
মহাভয়ঙ্কর মেঘশব্দ উতপাত।। ১৩।।
চলিত তড়িৎ-জাল, বিশাল গর্জ্জন।
পরচণ্ড মহামেঘ, ধারা-বরিষণ।। ১৪।।
চারিদিকে দেখা দিল এ-চারি সাগর।
গভীর সমীর, ঘোর-তরঙ্গ-হিল্লোল।। ১৫।।
মহার্ণব, ভয়ঙ্কর মকর, কুম্ভীর।
জগৎ মজিল জলে, শবদ গম্ভীর।। ১৬।।
ধরণী মজিল যদি প্রলয়-সাগরে।
তরাসে মুদিল আঁখি মুনি যোগেশ্বরে।। ১৭।।
ঘূর্ণিত প্রলয় জল, তরঙ্গ-কল্লোল।
নির্ঘাত নিষ্ঠুর ধারাপাত, উতরোল।। ১৮।।
দশদিগ্, অন্তরীক্ষ নক্ষত্রমণ্ডল।
স্বর্গ, মর্ত্ত্য, ত্রিভুবন, শশী, দিনকর।। ১৯।।
মজিল প্রলয়-জলে সব চরাচর।
সবে-মাত্র ভাসে মুনি জলের উপর।। ২০।।
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় বিপ্র ভ্রমিয়া বেড়ায়।
এদিকে ওদিকে ঘোর তরঙ্গে চালায়।। ২১।।

মৎস্য মকরে বেড়ি' খাইবারে আইসে।
আকুল হৃদয়ে মুনি সিন্ধুজলে ভাসে।। ২২।।
ক্ষণে ক্ষণে মহাবর্ত্তে জলে হয় তল।
ডুবি' ডুবি' উঠে ক্ষণে দেখিয়া ফাঁফর।। ২৩।।
তরঙ্গে তুলিয়া ক্ষণে আছাড়ে নির্য্যাসে।
ক্ষণে ক্ষণে মহামৎস্য ধরিয়া গরাসে।। ২৪।।
ক্ষণে শোক, ক্ষণে মোহ, ক্ষণে দুঃখ-ভয়।
ক্ষণে ডুবে, ক্ষণে উঠে, আকুলহৃদয়।। ২৫।।
এইরূপে ভ্রমে বিপ্র, প্রলয়-সাগরে।
অযুত অযুত শত সহস্র বৎসরে।। ২৬।।
এইরূপে ভ্রমে বিপ্র আকুলহৃদয়।
কোথা হ'নে কোথা যায়, না দেখে আশ্রয়।। ২৭।।
এইরূপে কত কোটি রহিল বৎসর।
আকুল-হৃদয়ে বিপ্র ভ্রমে নিরন্তর।। ২৮।।

শ্রীমার্কণ্ডেয়ের বটপত্রে শায়িত শ্রীহরির দর্শনলাভ,
তদুদরে প্রবেশ ও তথায় ত্রিভুবন দর্শন

একদিন দেখে বিপ্র একখানি স্থল।
এক বটবৃক্ষ দেখে তাহার উপর।। ২৯।।
ফল-ফুলে লম্বিত, পল্লব বিরাজিত।
ললিত-কোমল-নবদল সুরঞ্জিত।। ৩০।।
পূর্ব্ব-উত্তর ভাগে আছে এক শাখা।
তাহার উপরে এক শিশু দিল দেখা।। ৩১।।
বট পত্রে আছে শিশু করিয়া শয়ন।
মহা-মরকত-শ্যাম, রাজীব-লোচন।। ৩২।।
নিজ তেজে নিবারিল মহা-অন্ধকার।
কম্বুগ্রীব, সুবলিত, বক্ষ সুবিশাল।। ৩৩।।
সুন্দর সে ভুরু-ভঙ্গ, মন্দ-মধুহাস।
ললিত-লহরী-বাত-বিলোলিত বাস।। ৩৪।।
বিদ্রুম-অধর-ভাসা বয়ান-মণ্ডল।
বিলোল অলকাবলী, কপোল সুন্দর।। ৩৫।।
মনোহর শ্রুতিযুগ, মকর-কুণ্ডল।
ত্রিবলী-বলিত নাভি, গভীর উদর।। ৩৬।।
চরণ-পঙ্কজ ধরি' বয়ান-পঙ্কজে।
অঙ্গুলি-পল্লব চুষে ধরি' দুই ভুজে।। ৩৭।।
দেখিয়া বিস্মিত মুনি ফুল্ল-বিলোচন।
শিশু দরশনে গেল সব পরিশ্রম।। ৩৮।।
ভাবে পুলকিত অঙ্গ, গদ-গদ ভাষে।
পুছিবার তরে মুনি গেলা শিশু-পাশে।। ৩৯।।
মুখের শ্বাসেতে মুনি গর্ভে প্রবেশিল।
মশা একগুটী যেন ভ্রমিতে লাগিল।। ৪০।।
গর্ভের ভিতরে মুনি দেখে ত্রিভুবন।
পূর্ব্ববৎ বিস্ময়ে পড়িল ততক্ষণ।। ৪১।।
দশদিগ্, অন্তরীক্ষ, আকাশমণ্ডল।
নদ-নদী, গিরি-দরী, কন্দর, সাগর।। ৪২।।
বন, উপবন, পুর, নগর, আশ্রম।
পঞ্চভূত-বিরচিত স্থাবর, জঙ্গম।। ৪৩।।
সুরাসুর, গন্ধর্ব্ব-কিন্নর-বিদ্যাধর।
শশী, সূর্য্য, গ্রহগণ, নক্ষত্রমণ্ডল।। ৪৪।।
পুষ্পভদ্রা-নদী সহ গিরি হিমালয়।
দেখিয়া আকুল মুনি পড়িল বিস্ময়।। ৪৫।।

শ্রীমার্কণ্ডেয়ের পুনঃ প্রলয়ার্ণবে পতন ও বটবৃক্ষে
শিশু শ্রীকৃষ্ণের দর্শন-লাভ

ত্রিভুবন দেখে মুনি উদর-ভিতরে।
নাসিকা-নিশ্বাসে পুনঃ পড়িল বাহিরে।। ৪৬।।
পুনরপি ভাসে সেই প্রলয়-সাগরে।
সেই বটবৃক্ষে শিশু দেখে আর-বারে।। ৪৭।।
সেই বট পত্রপুটে করিয়া শয়ন।
করে ধরি' চুষে শিশু আপন চরণ।। ৪৮।।

শ্রীমার্কণ্ডেয়-সমীপ হইতে শ্রীকৃষ্ণের, বটবৃক্ষের
ও প্রলয়-সাগরের অন্তর্দ্ধান

বালক দেখিয়া মুনি পূরিল হরিষে।
আলিঙ্গন দিতে ধাঞা গেল শিশুপাশে।। ৪৯।।
হেনকালে অন্তর্দ্ধান কৈল শিশুবর।
নাহি বট, নাহি জল, প্রলয়-সাগর।। ৫০।।
পূর্ব্ববৎ রহে মুনি আপন আশ্রমে।
সেই পুষ্পভদ্রা নদী, সেই তপোবনে।।" ৫১।।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস-বাণী।
'মার্কণ্ডেয় উপাখ্যান' প্রেমতরঙ্গিণী।। ৫২।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্বাদশস্কন্ধে কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী-নবমোঽধ্যায়ঃ।। ৯।।

দশম অধ্যায়

মায়া-প্রভাব-দর্শনে মার্কণ্ডেয় আশ্চর্য্যান্বিত ও
স্থির এবং ভগবৎপাদপদ্মে শরণাগত
(রামকেলী-রাগ)

সূত বোলে,—শুন, মুনি, অপূর্ব্ব-কাহিনী।
বিস্ময়ে পড়িয়া রহে মার্কণ্ডেয় মুনি।। ১।।
ঈশ্বর-নির্মিত মায়া-প্রভাব দেখিয়া।
নিশ্চলে রহিলা মুনি বিস্ময় ভাবিয়া।। ২।।
প্রভুর চরণে মুনি পশিয়া শরণ।
বহুবিধ কৈল স্তুতি-প্রণতি-বন্দন।। ৩।।

শ্রীমার্কণ্ডেয়কে বর প্রদানার্থ শ্রীশিবসমীপে
পার্ব্বতীর নিবেদন

হেনকালে ভবদেব ভবানী-সহিতে।
বৃষ-আরোহণ করি' যায় শূন্যপথে।। ৪।।
সিদ্ধগণ-সঙ্গে শিব করে পর্য্যটন।
দেখিয়া পার্ব্বতী বিপ্রে কি বোলে বচন।। ৫।।
'দেখ দেখ, শিবদেব, শঙ্কর, মহেশ।
তপ সাধে মহামুনি করি, নানাক্লেশ।। ৬।।
সকল ইন্দ্রিয়গণ রুধিয়া শরীরে।
পবন রুধিয়া যোগী রহে যোগবলে।। ৭।।
তপ-সিদ্ধি কর তুমি, দেহ, বর দান।
সিদ্ধিদাতা তুমি, প্রভু, হর ভগবান্।' ৮।।

শ্রীশিবকর্ত্তৃক শ্রীমার্কণ্ডেয়ের ভক্তিমহিমা-কথন

এতেক বচন শুনি' হর-মহেশ্বর।
পার্ব্বতীর তরে দিল প্রবোধ-উত্তর।। ৯।।
এ-ধন-সম্পদ্, বিপ্র না মাগে মুকতি।
গোবিন্দ চরণে মাগে একান্ত-ভকতি।। ১০।।
হরিভক্তি হৈল, দূর গেল ভবতাপ।
তথাপি বিপ্রের সহে করিব আলাপ।। ১১।।
এই সে পরমলাভ বৈষ্ণব-সম্ভাষা।
ভক্তগণ-সহে করি ভকতি-জিজ্ঞাসা।।' ১২।।
এতেক বচন বলি' ভবানী-সহিতে।
সগণে নাম্বিলা শিব বিপ্র সম্ভাষিতে।। ১৩।।
সর্ব্ববিদ্যা-বিশারদ, শান্তজন গতি।
বিপ্র সম্ভাষিতে গেলা ত্রিভুবন-পতি।। ১৪।।

ধ্যান-মগ্ন মার্কণ্ডেয়ের হৃদয়ে শিব-দর্শন

সাক্ষাতে রহিলা গিয়া পার্ব্বতী-শঙ্কর।
না জানে ব্রাহ্মণ কিছু, কেবা নিজ-পর।। ১৫।।
নিশ্চলে আছিল মুনি সমাধি ধারণে।
সাক্ষাতে শঙ্কর, দেবী, সে কিছু না জানে।। ১৬।।
তবে শিব কৈল তাঁ'র হৃদয়ে প্রবেশ।
অষ্টভুজ, তড়িৎ-পিঙ্গল জটা-কেশ।। ১৭।।
বাঘ-ছাল পরিধান, এ-তিন লোচন।
ভস্মবিভূষিত, কোটি-সূর্য্য-বিলোচন।। ১৮।।
খড়্গ চর্ম্ম, ধনুর্বাণ ডমরু, কপাল।
অষ্টভুজে বিরাজিত ত্রিশূল, কুঠার।। ১৯।।
হৃদয়ে দেখিয়া শিব ব্রাহ্মণ বিস্মিত।
'এ-কি! এ-কি! বলি' বিপ্র হৈল চমকিত।। ২০।।
সমাধি ভাঙ্গিয়া বিপ্র মেলিল নয়ান।
সগণে দেখিল শিব নিজ-সন্নিধান।। ২১।।
সম্ভ্রমে উঠিয়া বিপ্র করযোড় করি'।
দণ্ড-পরণাম কৈল ভূমিতলে পড়ি'।। ২২।।
কুশল জিজ্ঞাসা কৈল স্বাগত-বচনে।
পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়া শিব পূজিল সগণে।। ২৩।।
ধূপ-দীপ, গন্ধ, পুষ্প নানা-উপহারে।
ভক্তিভাবে পূজে শিব ব্রাহ্মণ-কুমারে।। ২৪।।
'নমো নমো হর, মহাদেব, মহেশ্বর।
নমো ভবভয়হর গিরীশ, শঙ্কর।।' ২৫।।
এত স্তুতি করি, বলে দুই কর যুড়ি'।
'পূর্ণকাম প্রভু, তুমি সর্ব্ব-অধিকারী।। ২৬।।
মুঞি কি কহিব, নাথ, চরণে গোচর।
আমি দীন-হীন, তুমি মহা-মহেশ্বর।।' ২৭।।

শ্রীশিবের বৈষ্ণবমাহাত্ম্য-কথন

এত স্তুতি কৈল যদি ব্রাহ্মণ-তনয়।
কহিতে লাগিলা তবে শিব দয়াময়।। ২৮।।
'বর মাগ, বিপ্র, তুমি যত ইচ্ছা মনে।
সেই বর দিব আমি তোমার কারণে।। ২৯।।
আমার সাক্ষাৎ কভু নহিব বিফল।
'বর মাগ, বরদাতা আমি মহেশ্বর।। ৩০।।

শান্ত, ভূতহিতরত, নির্ম্মল শরীর।
ভক্তিযুত, সঙ্গ-বিবর্জিত, দয়াশীল।। ৩১।।
সমদৃষ্টিযুত, হৈয়া নির্বৈর ব্রাহ্মণ।
সর্ব্বদেব করে তাঁ'র অর্চ্চন, বন্দন।। ৩২।।
ইন্দ্র-আদি দেব তাঁ'র করে উপাসনা।
ত্রিভুবনে কেবা জানে বৈষ্ণব-মহিমা? ৩৩
আমি ভব, ব্রহ্মা, দেব আপনে শ্রীহরি।
অর্চ্চন-বন্দন সেবা আমি সবে করি।। ৩৪।।
আমি ভব, ব্রহ্মা, বিষ্ণু—এ-তিন ঈশ্বরে।
তিলেকে না দেখে ভেদ ভক্ত-সাধুবরে।। ৩৫।।
তে-কারণে, বিপ্র, আমি তোমাকে সম্ভাষি।
পরমবৈষ্ণব তুমি সর্ব্বগুণরাশি।। ৩৬।।
জলময় তীর্থ, দেব শিলা-ধাতুময়।
এ-সবে পবিত্র কায় চিরকালে হয়।। ৩৭।।
তুমি-সব দৃষ্টি-মাত্রে কর পরিত্রাণ।
তে-কারণে আইলাঙ তোমা-বিদ্যমান।। ৩৮।।
নিতি নিতি করি বিপ্রকুলে নমস্কার।
ব্রাহ্মণ প্রসাদে সব সম্পদ্ আমার।। ৩৯।।
বেদময় বিপ্র সর্ব্বদেবরূপ ধরে।
সর্ব্বদেব, সর্ব্ববেদ বিপ্র-কলেবরে।। ৪০।।
হরিভক্তিযুত বিপ্র উদার-চরিত্র।
শ্রবণ-কীর্ত্তনে করে জগত পবিত্র।। ৪১।।
পতিত, পামর, মহাপাতকী চণ্ডাল।
দরশন-মাত্রে শুদ্ধ হবে অনাচার।।' ৪২।।
এতেক বচন যদি বলিল শঙ্কর।
অমৃতের ধারা যেন শ্রুতি-মনোহর।। ৪৩।।
প্রলয়সাগরে বিপ্র ভ্রমিয়া দুঃখিত।
তা'থে চিরকাল বিষ্ণুমায়া-বিমোহিত।। ৪৪।।
শিবের অমৃত-বাণী শুনিঞা শ্রবণে।
খণ্ডিল সকল ক্লেশ, কহে সাবধানে।। ৪৫।।

শ্রীমার্কণ্ডেয়ের শ্রীশিবস্তুতি ও তৎসমীপে
শ্রীবিষ্ণু-বৈষ্ণবভক্তি-বাঞ্ছা

'ঈশ্বর-চরিত্র, নাথ, বুঝন না যায়।
কে বুঝে ঈশ্বর-লীলা, কেবা অন্ত পায়? ৪৬
ঈশ্বরে প্রণাম করে অধীন কিঙ্করে।
ধর্ম্ম লওয়াইতে ভৃত্যজনে স্তুতি করে।। ৪৭।।
ঈশ্বরে বুঝায় ধর্ম্ম, ঈশ্বরে লওয়ায়।
ঈশ্বরে করিয়া কর্ম্ম জগতে করায়।। ৪৮।।
এতেক ঈশ্বর-তেজ না টুটে, না বাঢ়ে।
কুহকের মায়া যেন কুহকে না ধরে।। ৪৯।।
নমো নমো ভগবান্ কেবল ঈশ্বর।
ত্রিজগদ্‌গুরু, জ্ঞানময়, মহেশ্বর।। ৫০।।
কি বর মাগিব, নাথ, তোমার চরণে?
সর্ব্বকাম-সিদ্ধি হৈল তোমা-দরশনে।। ৫১।।
তথাপি মাগিব এক বর, বরেশ্বর।
শ্রীহরি-চরণে ভক্তি রহু নিরন্তর।। ৫২।।
হরিভক্তজনে ভক্তি, তোমার চরণে।
না মাগিব আন বর এই বর-বিনে।। ৫৩।।

শ্রীমার্কণ্ডেয়কে শ্রীহরপার্ব্বতীর বিষ্ণুভক্তি
ও অমরত্ব-বরদান

এত স্তুতি কৈল বিপ্র বচন-অমৃতে।
তুষ্ট হৈলা ভবদেব ভবানী-সহিতে।। ৫৪।।
এই বর দিলা—'ভক্তি রহু নারায়ণে।
আকল্প রহুক যশ এ-তিন ভুবনে।। ৫৫।।
অজয়-অমর হও, হোক্ দিব্যজ্ঞান।
বিষয়-বৈরাগ্য হোক্, রচিহ পুরাণ।।' ৫৬।।
এত বর দিয়া শিব শিবানীর তরে।
বিপ্রের পূরব-কথা কহিলা সকলে।। ৫৭।।
অন্তর্দ্ধান কৈল শিব মুনির গোচর।
মার্কণ্ডেয়-মুনি হৈলা অজর অমর।।" ৫৮।।
সূত বলে,—"শুন, শৌনকাদি-পরধান।
কহিল তোমাকে 'মার্কণ্ডেয়-উপাখ্যান'।। ৫৯।।
এ-পুণ্য চরিত কৃষ্ণগুণ-সমুদিত।
যেবা শুনে, শুনায়, শুনিঞা আনন্দিত।। ৬০।।
হরিভক্তি হয় তা'র, ছিণ্ডে ভবপাশ।
বিষ্ণুমূর্ত্তি হৈঞা অন্তে বিষ্ণুপদে বাস।।" ৬১।।
ভক্তিরস-গুরু শ্রীল-গদাধর জান।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস-গান।। ৬২।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্বাদশস্কন্ধে কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী-দশমোঽধ্যায়ঃ।। ১০।।

একাদশ অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণোপাসনা-প্রণালী-বিবরণ

(কেদার-রাগ)

শুনিঞা শৌনক মুনি পুণ্য-উপাখ্যান।
সূত-মুখমুখরিত অমৃতনিধান।। ১।।
এই জিজ্ঞাসিল তবে সূত-সন্নিহিত।
"কহ, সূত, তুমি সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত।। ২।।
ভাগবত গান করে, কৃষ্ণ-উপাসনা।
অঙ্গ, উপাঙ্গ, অস্ত্র করিয়া কল্পনা।। ৩।।
কিরূপে করেন তাঁরা কৃষ্ণ-আরাধন?
যাহা হৈতে তরে নর দুরন্ত বন্ধন।। ৪।।
কহিবে সে-সব, সূত, করিয়া নির্ণয়।"
কহিতে লাগিলা তবে সূত-মহাশয়।। ৫।।
"গুরু-চরণারবিন্দে করিয়া প্রণাম।
ঈশ্বর-বিভূতি কহি, শুন, মতিমান্।। ৬।।
ব্রহ্মা-আদি যোগিগণে করিয়া কল্পনা।
বিরাট্ বিগ্রহে করে ঈশ্বর-ভাবনা।। ৭।।
এই সে পুরুষরূপ আদি-নারায়ণ।
আকাশমণ্ডল নাভি, পৃথিবী চরণ।। ৮।।
স্বর্গ শির, সূর্য্য আঁখি, নাসিকা পবন।
ব্রহ্মা লিঙ্গ, দশদিগ্ এ-দুই শ্রবণ।। ৯।।
লোকপাল চারি বাহু, মন শশধর।
ভুরু যম, লজ্জা-লোভ অধরযুগল।। ১০।।
জ্যোতিগণ দন্ত যাঁর, তরু লোমাবলী।
মেঘগণ কেশ যাঁর, বিশ্ব-অধিকারী।। ১১।।
জীবের চৈতন্য জ্যোতি, কৌস্তুভ ভূষণ।
কৌস্তুভ-মণির প্রভা শ্রীবৎস-লক্ষণ।। ১২।।
নিজমায়া বনমালা নানাগুণময়ী।
ছন্দোগণ রহে অঙ্গে পীত-বস্ত্র হই'।। ১৩।।
ব্রহ্মসূত্র হঞা অঙ্গে রহিল ওঙ্কার।
মকর-কুণ্ডলযুগ সাংখ্য-যোগ যাঁ'র।। ১৪।।
প্রকৃতি অনন্তরূপে প্রভুর শয়ন।
সত্ত্বগুণ পদ্মরূপে বসিতে আসন।। ১৫।।
প্রাণতত্ত্ব গদারূপ ধরি' রহে করে।
জলতত্ত্ব শঙ্খরূপে উপাসনা করে।। ১৬।।
খড়্গরূপ ধরিয়া আকাশতত্ত্ব রয়।
চর্ম্মরূপ ধরে তমোগুণ তমোময়।। ১৭।।
সুদর্শন-চক্ররূপে সেবে তেজোগণ।
ধনুরূপ ধরি' কাল সেবে অনুক্ষণ।। ১৮।।
সকল ইন্দ্রিয়গণ ভজে শররূপে।
ধরিয়া চামররূপ ধর্ম্মযশ সেবে।। ১৯।।
ছত্ররূপ ধরিয়া বৈকুণ্ঠ নিজধাম।
গরুড়-স্বরূপে চারিবেদ মূর্ত্তিমান্।। ২০।।
নিজ-শক্তি সেবা করে লক্ষ্মীরূপ ধরি'।
অণিমাদি অষ্টগুণ দুয়ারে প্রহরী।। ২১।।
সর্ব্বরূপে সর্ব্বজন করে উপাসনা।
কে কহিতে পারে হরি-মহিমা-বর্ণনা? ২২
সেই নারায়ণ, পরিপূর্ণ ভগবান্।
শ্রুতিময়, শ্রুতিগণ-উৎপত্তির স্থান।। ২৩।।
'শঙ্কর', 'বিরিঞ্চি', 'হরি'—ধরে তিন নাম।
পালন-সংহার সেই করে উপাদান।। ২৪।।
তথাপি কিঞ্চিত নাহি লাভ-অপচয়।
অদ্বৈত, পরমানন্দ, শুদ্ধ-জ্ঞানময়।। ২৫।।
নিজ-পর নাহি তাঁ'র সর্ব্বত্র সমান।
তথাপি ভকতজন-পালন-সন্ধান।। ২৬।।
'কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, কৃষ্ণসখা, বৃষ্ণিবংশ-পদ্ম।
ক্ষিতিদ্রুহ-রাজধ্বংস ধর নব-ছদ্ম।। ২৭।।
গোবিন্দ, মাধব, গোপ-বনিতা-বিহার।
নিজভৃত্য সনকাদি-কৃত্য-পরিবার।। ২৮।।
তীর্থশ্রম, শ্রবণ-মঙ্গল, গুণধাম।
রক্ষ রক্ষ, নিজভৃত্য কর পরিত্রাণ।।' ২৯।।
প্রভাতে উঠিয়া মহাপুরুষ-লক্ষণ।
একচিত্তে-নিরবধি যে করে শ্রবণ।। ৩০।।
হৃদগত ব্রহ্ম সেই জানে গুহাশয়।
অন্তে ব্রহ্মপদে বাস, খণ্ডে ভবভয়।। ৩১।।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস-বাণী।
'হরি-পরিচর্য্যা-বিধি' প্রেমতরঙ্গিণী।। ৩২।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্বাদশস্কন্ধে কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণ্যেকাদশোঽধ্যায়ঃ।। ১১।।

দ্বাদশ অধ্যায়

শ্রীমদ্ভাগবত-বর্ণিত বিষয়সমূহের আবৃত্তি

(কর্ণাট-রাগ)

প্রণাম করিয়া ধর্ম্ম-বৈষ্ণব-চরণে।
কৃষ্ণপদ বন্দিয়া বন্দিব দ্বিজগণে।। ১।।
কহিব সকল ধর্ম্ম, শুন, মুনিগণ।
'ভাগবত-ধর্ম্ম' কহি পুরাণ-লক্ষণ।। ২।।
ইহাতে সাক্ষাতে কৃষ্ণ কহি নারায়ণ।
সর্ব্বপাপহর হরি, শ্রীমধুসূদন।। ৩।।
ইহাতে পরমব্রহ্ম কহি জ্ঞানময়।
ইহাতে বর্ণিয়ে সৃষ্টি-স্থিতি-পরলয়'।। ৪।।
ভাগবতে কহি 'ভক্তিযুত তত্ত্বজ্ঞান'।
ভক্তিযোগ কহি 'পরীক্ষিৎ-উপাখ্যান।। ৫।।
বিষয়-বৈরাগ্য কহি, 'নারদ-সংবাদ'।
বিপ্র-শাপে কহি 'পরীক্ষিৎ-দেহত্যাগ'।। ৬।।
'শুকদেব-পরীক্ষিৎ-সংবাদ'-কথন।
'সমাধি-ধারণা-যোগ, যোগীন্দ্র-গমন'।। ৭।।
'বিরিঞ্চি-নারদে' কহি পূরব-সংবাদ।
'নানা-অবতার-গুণ-কর্ম্ম-অনুবাদ।। ৮।।
'বিদুর-উদ্ধব—দুহে সংবাদ' কথন।
'মৈত্রেয় মুনির সঙ্গে বিদুর-মিলন'।। ৯।।
'পুরাণসংহিতা-প্রশ্ন', 'পুরুষ-সংস্থান'।
'প্রকৃতি, পুরুষ—তিন গুণ উপাদান'।। ১০।।
প্রথমে 'কারণ-সৃষ্টি', 'ব্রহ্মাণ্ড-নির্ম্মাণ'।
'বিরাট-বিগ্রহ', তবে পুরুষ-পুরাণ।। ১১।।
'লোক-পদ্ম উৎপত্তি' ভুবন-আধার।
প্রলয়ে পাতাল-তলে 'ধরণী-উদ্ধার'।। ১২।।
'হিরণ্যাক্ষবধ-কথা', 'বরাহ-চরিত'।
'চরাচর-জীবসৃষ্টি' মায়া-বিনির্ম্মিত।। ১৩।।
'অর্ধ-নরনারীরূপ ধরে প্রজাপতি'।
'স্বায়ম্ভুব মনু, শতরূপা উৎপত্তি'।। ১৪।।
'একাদশ রুদ্র-জন্ম', 'কর্দম-সন্ততি'।
'দেবহূতি গর্ভে নব-কন্যা উৎপত্তি'।। ১৫।।
'কপিল-মূরতি নারায়ণ-অবতার'।
'ভক্তিযোগ-উপদেশ, জননী-উদ্ধার'।। ১৬।।
'নব ঋষি উতপতি', 'দক্ষযজ্ঞ-ধ্বংসে'।
'ধ্রুব মহাচরিত', পাবন 'মনুবংশ'।। ১৭।।
'প্রাচীনবর্হির সনে নারদ-সংবাদ'।
'পৃথুরাজ-চরিত' পাবন গুণবাদ।। ১৮।।
'নদী-গিরি-সপ্তদ্বীপ-সমুদ্র-বর্ণন'।
'নব-খণ্ড-জম্বুদ্বীপ-বরষ-কথন'।। ১৯।।
'নাভিরাজ-চরিত্র', 'ঋষভদেব-কথা'।
'ভরত-চরিত্র, তিন-জনম-গুণগাথা'।। ২০।।
'জ্যোতিষমণ্ডল-স্থিতি', 'পাতাল-কথন'।
'প্রাচেতস-দক্ষ-জন্ম', 'নরক-বর্ণন'।। ২১।।
'দশ-প্রচেতস্-জন্ম, চরিত্র-বাখান'।
'দক্ষসৃষ্টি—চরাচর জীব-উপাদান'।। ২২।।
'বৃত্রবধ', 'হিরণ্যকশিপু-বধ-কথা'।
'প্রহ্লাদ-চরিত্র' মহাপুণ্য গুণগাথা।। ২৩।।
'মন্বন্তর-চরিত্র', 'গজেন্দ্র বিমোচন'।
'মন্বন্তরাবতার-চরিত্র-বর্ণন'।। ২৪।।
'মৎস্য-কূর্ম্ম-নরসিংহ-বামন-বিহার'।
'ক্ষীরোদ-মথন', 'হয়গ্রীব-অবতাব'।। ২৫।।
'দেবাসুর-সংগ্রাম', 'ইক্ষ্বাকু-উপাদান'।
'সুদ্যুম্ন চরিত্র', 'পুরূরবা-উপাখ্যান'।। ২৬।।
'সূর্য্যবংশ-কথা', 'শশাদাদি-গুণগ্রাম'।
'নৃগ উপাখ্যান', আর 'শর্য্যাতি-বাখান'।। ২৭।।
'খট্বাঙ্গ-চরিত্র-কথা', 'সগর-বর্ণন'।
'মান্ধাতা-সৌভরিমুনি-সংবাদ'-কথন।। ২৮।।
'রাম-অবতার-লীলা-চরিত্র-বর্ণন'।
'জনকনৃপতিগণ', 'নিমি-অন্তর্দ্ধান'।। ২৯।।
'ভৃগুপতি-রাম-অবতার-গুণ-কথা'।
'চন্দ্রবংশ-চরিত্র', 'যযাতি-পুণ্যগাথা'।। ৩০।।
'দুষ্মন্ত-ভরত-পুণ্যচরিত্র-আখ্যান'।
'শান্তনু চরিত্র', 'যদুবংশ-গুণগ্রাম'।। ৩১।।
যে বংশে সাক্ষাৎ কৃষ্ণ পূর্ণ অবতার।
'বসুদেব-গৃহে জন্ম', 'গোকুল-বিহার'।। ৩২।।
তাঁ'র পুণ্য-যশ কহি এই ভাগবতে।
অতুল-বিক্রম-লীলা বর্ণিল সাক্ষাতে।। ৩৩।।

'পূতনা রাক্ষসী-বধ 'বিষ-স্তন-পানে।
'শকট-ভঞ্জন' পদ-অঙ্গলি-ঠেকনে।। ৩৪।।
'তৃণাবর্ত্ত-বধ', 'বক-বৎস-বিনাশন'।
'ধেনুক-প্রলম্ব-বধ', 'গোকুল-রক্ষণ'।। ৩৫।।
'কালিনাগ দমিয়া কালিন্দীজল-পান'।
'দাবাগ্নি করিয়া পান গোপ-পরিত্রাণ'।। ৩৬।।
'মহানাগ বধি,' 'নন্দগোপের উদ্ধার'।
'গোপকন্যা-ব্রতচর্য্যা,' 'বস্ত্র-অপহার'।। ৩৭।।
'যজ্ঞপত্নী-অন্নভিক্ষা', 'বিপ্র-অনুতাপ'।
'গোবর্দ্ধন-ধারণ', 'ইন্দ্রের স্তুতিবাদ'।। ৩৮।।
শক্র-সহে গোলোক-সুরভি-আগমন।
'কৃষ্ণ-অভিষেক' কৈল সর্ব্বদেবগণ।। ৩৯।।
রমণীমণ্ডলে 'রাসক্রীড়া-অবতার'।
'শঙ্খচূড়-বধ-কথা', 'অরিষ্ট-সংহার'।। ৪০।।
'কেশি-বধ', 'গোকুলে অক্রূর-আগমন'।
'অক্রূরের সহে রাম-কৃষ্ণ-সম্ভাষণ'।। ৪১।।
'মথুরা-প্রবেশ', 'ব্রজযুবতী-বিষাদ'।
'রঙ্গকার-মালাকার প্রচুর-প্রসাদ'।। ৪২।।
'রঙ্গভূমি-পরবেশ', 'গজ-বিনাশন'।
'চাণুর-মুষ্টি-বধ', 'কংস-নিপাতন'।। ৪৩।।
'যমপুরে গুরুপুত্র আনিঞা প্রদান'।
'মধুপুরে যদুবংশ-স্থাপন-বিধান'।। ৪৪।।
'জরাসন্ধ-সৈন্যবধ বহু বারে বার'।
'মুচুকুন্দে কৃপা', 'কালযবন সংহার'।। ৪৫।।
'দ্বারকা-নির্ম্মাণ', 'দ্বারকাবতীপুরী-বাস'।
'পারিজাত-হরণ', 'নরককুল-নাশ'।। ৪৬।।
'দেবগণ-অপমান', 'সুধর্ম্মা-হরণ'।
'রুক্মিণী-হরণ', রিপুগণের দলন'।। ৪৭।।
'বাণ-যুদ্ধ', 'রণ-ভঙ্গ', 'হর-পরাজয়'।
'ষোল-সহস্র-কন্যা কৈল পরিণয়'।। ৪৮।।
'দন্তবক্র-জরাসন্ধ-শাল্ব-শিশুপাল-।
-দ্বিবিধ-শম্বর-বধ', 'বিপক্ষ-সংহার'।। ৪৯।।
'কুরু-পাণ্ডু-বিবাদ', 'ভারতযুদ্ধ-কথা'।
'ক্ষিতিভার হরণ', 'গোবিন্দ-গুণগাথা'।। ৫০।।
'বিপ্রশাপচ্ছলে যদুকুলের বিনাশ'।
'উদ্ধব-সংবাদ', 'ভক্তিযোগ-পরকাশ'।। ৫১।।
'মর্ত্ত্যলোক-পরিত্যাগ', 'বৈকুণ্ঠ গমন'।
'কালগতি', 'চারিযুগ-প্রমাণ' লক্ষণ।। ৫২।।
'চতুর্বিধ প্রলয়', 'ত্রিবিধ উতপতি'।
'পরীক্ষিৎ-দেহত্যাগ', 'বিষ্ণুপদে গতি'।। ৫৩।।
'চারিবেদ, বহুশাখা-বিস্তার-কথন'।
'মার্কণ্ডেয়-মুনির প্রলয়-দরশন'।। ৫৪।।

শ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তন ও লীলাকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তন-
ফল এবং শ্রীমদ্ভাগবত-মাহাত্ম্য-বর্ণন

তুমি-সব যত জিজ্ঞাসিলে মুনিগণ।
আদি-হনে কহিল সকল বিবরণ।। ৫৫।।
লীলা-অবতার-কথা, বিচিত্র-বিহার।
কহিল কৃষ্ণের যশোমহিমা-বিস্তার।। ৫৬।।
স্খলিত, পতিত, আর্ত্ত, কাস-শ্বাস-বশে।
উচ্চ করি' 'হরি, হরি' শবদ প্রকাশে।। ৫৭।।
সর্ব্বপাপ-বিমোচন হয় সেইক্ষণে।
কি কহিব নিরবধি শ্রবণ-কীর্ত্তনে? ৫৮
অনন্ত পরমানন্দ প্রভু ভগবান্।
যে-জন কীর্ত্তন তাঁ'র করে গুণ-নাম।। ৫৯।।
চিত্তে প্রবেশিয়া তা'র প্রভু নারায়ণ।
ধুনিয়া ফেলায় দুঃখ-দুরিত-বন্ধন।। ৬০।।
সূর্য্য তম হরে যেন, বায়ু ঘনাবলী।
এইরূপে ভবভয় হরয়ে শ্রীহরি।। ৬১।।
অসত্য প্রলাপ-কথা যথা তথা কহি।
মিছা-বাণী জানিব, কেবল পাপময়ী।। ৬২।।
যে কথায়ে না থাকে, কৃষ্ণের গুণ-নাম।
সাধুজনে নহে কভু তা'র সন্নিধান।। ৬৩।।
সেহ সত্য সুমঙ্গল, সেই পুণ্যময়।
যা'থে কৃষ্ণ-গুণ-নাম-মহিমা উদয়।। ৬৪।।
সেই রম্য, ধন্য যেন নব-মহোৎসব।
সেই শোক-সমুদ্র-শোষন, মনোভব।। ৬৫।।
যা'থে কৃষ্ণ-গুণ-নাম-চরিত্র-বর্ণনা।
যা'থে পদে-পদে কহি গোবিন্দ-মহিমা।। ৬৬।।

বিচিত্র-অক্ষর-পদ, শ্রুতি-মনোহর।
কৃষ্ণকথা নাহি যা'থে জগত-মঙ্গল।। ৬৭।।
সে বচনে কাক-সম নরগণে রমে।
হংস-সম সাধুগণ না শুনে শ্রবণে।। ৬৮।।
সে বচন সর্ব্বজন অঘবিনাশন।
যা'থে প্রতিপদে হরিনাম-সংকীর্ত্তন।। ৬৯।।
অপশব্দযুত যদি সে বচন হয়।
তথাপি শ্রবণ-মাত্রে সর্ব্বপাপ-ক্ষয়।। ৭০।।
যে নাম শ্রবণ-গান সাধুজনে করে।
উচ্চারণ, কীর্ত্তন, মোদন নিরন্তরে।। ৭১।।
নিরমল জ্ঞান যদি ভক্তি-বিবর্জ্জিত।
সেহো অতিশয় শোভা না করে বিদিত।। ৭২।।
কি পুন বলিব, কর্ম্ম যদি অনর্পিত।
আছুক আনের কাজ কাম-বিবর্জ্জিত।। ৭৩।।
বর্ণ, ধর্ম্ম, তপ, যোগ, আশ্রম, আচার।
সম্পদ্-কারণ মাত্র, পরিশ্রম সার।। ৭৪।।
শ্রবণ-কীর্ত্তন-গুণ-আদর-বন্দনে।
শ্রীধর-পদারবিন্দ নহে বিস্মরণে।। ৭৫।।
কৃষ্ণপদ-অবিস্মৃতি—অভদ্র-নাশন।
সত্ত্বশুদ্ধি-ভক্তি-জ্ঞান-বৈরাগ্য-কারণ।। ৭৬।।
তুমি-সব, দ্বিজশ্রেষ্ঠ, ধন্য মহাভাগ।
নারায়ণ চিত্তে করি' ধর অনুরাগ।। ৭৭।।
দেব-দেবেশ্বর হরি-সর্ব্বদেবময়।
ভক্তিভাবে তুমি-সব ভজ অতিশয়।। ৭৮।।
তুমি-সব মোরে করাইলে স্মঙরণ।
শ্রীভাগবত-কথা কহি তে-কারণ।। ৭৯।।
পরীক্ষিৎ মহারাজা মুনি-সভাসদে।
গঙ্গার ভিতরে ছিলা উপবাস-ব্রতে।। ৮০।।
শুকদেব কহিল পুরাণ-পুণ্য-কথা।
ভক্তি-জ্ঞানযুক্ত মহাভাগবত-গাথা।। ৮১।।
মুনির কৃপায়ে আমি শুনিল তখনে।
তে-কারণে কহি তোমা-সভা-বিদ্যমানে।। ৮২।।
নারায়ণ-চরিত্র পবিত্র, পাপ হরে।
অজিত-বিক্রম-যশ শ্রবণ-মঙ্গলে।। ৮৩।।
যে পুন শুনায়ে এই পুণ্য উপাখ্যান।
প্রতিক্ষণ সাবহিতে শুনে সাবধান।। ৮৪।।
নিজকুল উদ্ধারয়ে ভুবনপাবন।
একান্ত ভকতি লভে, বৈকুণ্ঠে গমন।। ৮৫।।
যেবা শুনে একাদশী-দ্বাদশীর দিনে।
উপবাস-ব্রত-করি' পরম-যতনে।। ৮৬।।
অশেষ পাতক তা'র হয় বিমোচন।
ভক্তিভাবে করে যদি শ্রবণ-কীর্ত্তন।। ৮৭।।
পুষ্কর, মথুরা, দ্বারাবতীপুরে বসি'।
শ্রদ্ধাযুত হৈয়া যদি পঢ়ে উপবাসী।। ৮৮।।
বিষ্ণুপদে গতি তা'র, খণ্ডে ভবভয়।
সর্ব্বকাম সিদ্ধ তা'র, দুরিত নাশয়।। ৮৯।।
সর্ব্বদেব-সর্ব্বযজ্ঞ-সম ফল লভে।
শ্রদ্ধা করি' দ্বিজ যদি পঢ়ে ভক্তিভাবে।। ৯০।।
ব্রাহ্মণ পড়িলে মাত্র লভে দিব্যজ্ঞান।
ক্ষত্রিয় পৃথিবীপতি, বৈশ্য ধনবান্।। ৯১।।
শূদ্রে যদি পঢ়ে তা'র পাপ-বিমোচন।
শুনিলে বৈষ্ণবশাস্ত্র তরে সর্ব্বজন।। ৯২।।
কলিমলহর হরি, সর্ব্বগুণনিধি।
পদে পদে ভাগবত কহে নিরবধি।। ৯৩।।

সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্ত্তা শ্রীহরির স্তব

সে দেব চরণে মোর রহুক প্রণাম।
সৃষ্টি-স্থিতি-উতপতি-প্রলয়-নিধান।। ৯৪।।
অনন্ত-শকতি হরি, অজ, নিরঞ্জন।
ব্রহ্মা-হর-পুরন্দর না বুঝে মরম।। ৯৫।।
সর্ব্বশক্তি ধরে প্রভু, সভার আশ্রয়।
আপনাতে আপনে সৃজিল জীবচয়।। ৯৬।।
চরাচরনিকর-নিবাস ভগবান্।
জ্ঞানগম্য, সুরবর, পুরুষ-পুরাণ।। ৯৭।।
নমো নমো অনাদি-নিধন, সনাতন।
নমো নমো, নিরবধি রহুক বন্দন।। ৯৮।।

জ্ঞানদীপ-প্রকাশক শ্রীমদ্ভাগবত

নিজ-সুখে পরিপূর্ণ, নিবৃত্ত-সংসার।
অনন্ত-রুচির-লীলা গতি সর্ব্বসার।। ৯৯।।

কৃপায়ে রচিল মুনি পরম পুরাণ।
জ্ঞানদীপ-প্রকাশক 'ভাগবত'-নাম।। ১০০।।
মোর গুরু সেই শুক, ব্যাসের নন্দন।
নমো নমো নিরবধি রহুক বন্দন।।" ১০১।।
মহাভাগবত-গীত গদাধর জান।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস-গান।। ১০২।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্বাদশস্কন্ধে
কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী-দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।। ১২।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত মহিমা-বর্ণন

(বসন্ত-রাগ)

তবে সূত শুকদেব করিয়া বন্দনা।
স্তুতিরূপে কহে কিছু অনন্ত-মহিমা।। ১।।
"কুবের, বরুণ, যম, ব্রহ্মা, সুরপতি।
মুনীন্দ্র-যোগেন্দ্র রুদ্র করে দিব্য-স্তুতি।। ২।।
বেদে গুণ গায় যাঁর' দিব্য সাম-স্বরে।
ধ্যানগত-চিত্তে যাঁকে চিন্তে যোগেশ্বরে।। ৩।।
অন্ত নাহি জানে যাঁর সুরাসুরগণে।
সতত প্রণাম রহু সে দেব-চরণে।। ৪।।
গুরুতর মন্দর-পাষাণ-ঘরষণে।
নিদ্রা যায়ে কূর্ম্মরূপে পৃষ্ঠ-চুলকানে।। ৫।।
কমঠ-বিগ্রহ-হরি-নিশ্বাস-পবন।
তোমা'-সভা নিরবধি করুক রক্ষণ।।" ৬।।
এইরূপে কোটি কোটি প্রণাম-স্তবন।
করি' আর কহে সূত পুরাণ-লক্ষণ।। ৭।।
দানফল, পাঠফল, পুরাণ-মহিমা।
একে একে কহে সূত করিয়া গণনা।। ৮।।

পুরাণ-লক্ষণ ও শ্লোকসংখ্যা-বর্ণন

পঞ্চ-পঞ্চাশ-দশ-সহস্র-প্রমাণ।
'পদ্ম-ব্রহ্মপুরাণে'র সংখ্যা-সম্বিধান।। ৯।।
তেইশ-সহস্র 'বিষ্ণু-পুরাণ' লক্ষণ।
চব্বিশ-সহস্র 'শৈব-পুরাণ' লিখন।। ১০।।
'শ্রীভাগবত'—অষ্টাদশ-পরমাণ।
পঞ্চবিংশতি লিখি 'নারদ-পুরাণ'।। ১১।।
'মার্কণ্ডেয় পুরাণ' নব-সহস্র লিখনে।
পঞ্চদশ চারিশত 'অগ্নি-পুরাণে'।। ১২।।
চৌদ্দসহস্র-সংখ্যা 'ভবিষ্যের লিখি।
তাহাতে অধিক আর পাঁচশত দেখি।। ১৩।।
'ব্রহ্মবৈবর্ত্ত' অষ্টাদশ-পরমাণ।
একাদশ সংখ্যা করি 'লিঙ্গ-পুরাণ'।। ১৪।।
একশতাধিক একাশীতি সংখ্যা করি'।
'স্কন্ধ পুরাণে'র এই লেখা অবধারি।। ১৫।।
চব্বিশ সহস্র লিখি 'বরাহ-পুরাণ'।
'বামন-পুরাণ' দশ-সহস্র বিধান।। ১৬।।
'কূর্ম্ম' সপ্তদশ সহস্র সংখ্যা করি।
'মৎস্য-পুরাণ' চতুর্দ্দশ সংখ্যা ধরি।। ১৭।।
ঊনবিংশ-সহস্র লেখি 'গরুড়-পুরাণ'।
দ্বাদশ-সহস্র হয় 'ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণ'।। ১৮।।
চারি-লক্ষ অষ্টাদশ পুরাণের সংখ্যা।
তা'তে অষ্টাদশ 'শ্রীভাগবত' লেখা।। ১৯।।

শ্রীমদ্ভাগবত বেদ-বেদান্তের সার

পূর্ব্বে এই 'ভাগবত' দেব' নারায়ণে।
নাভি-পঙ্কজবাসী ব্রহ্মার কারণে।। ২০।।
করুণাসাগর হরি সর্ব্বজীব-গতি।
প্রকাশিল ভাগবত দেখি' প্রজাপতি।। ২১।।

আদি-মধ্য-অবসানে কৃষ্ণ-গুণ-কর্ম্ম।
ভক্তি-জ্ঞান-বৈরাগ্য-সংযুত নানাধর্ম্ম।। ২২।।
হরিকথা-বিনে ভাগবতে নাহি আন।
হরি-লীলা কথা যাঁ'র অমৃত-নিদান।। ২৩।।
কেবল-কৈবল্যনিষ্ঠ, দ্বৈত-বিবর্জিত।
বেদ-বেদান্তের সার ব্রহ্ম-সুলক্ষিত।। ২৪।।

শ্রীমদ্ভাগবত দানফল

দান করে যেবা ভাদ্র-পৌর্ণমাসী-দিনে।
হেম-সিংহযুত ভাগবত-মহাদানে।। ২৫।।

শ্রীমদ্ভাগবতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব-বর্ণন

সে পায় পরম-গতি, ভব-বিমোচনে।
ভাগবত-সম শাস্ত্র নাহি ত্রিভুবনে।। ২৬।।
ভাগবত যাবৎ সাক্ষাতে নাহি দেখে।
অন্য শাস্ত্র তাবৎ ভকতগণ রাখে।। ২৭।।
শ্রীভাগবত বেদ-বেদান্তের সার।
মহাভাগবত-সম শাস্ত্র নাহি আর।। ২৮।।
ভাগবত-রসসিন্ধু-মধুসিন্ধু-পানে।
অন্য শাস্ত্রে শ্রদ্ধা নাহি করে বুধজনে।। ২৯।।
নদী-মধ্যে গঙ্গা যেন, দেব মধ্যে হরি।
বৈষ্ণবের মধ্যে যেন শম্ভু ত্রিপুরারি।। ৩০।।
পুরাণের মধ্যে তেন ভাগবত-শাস্ত্র।
হরিকথামৃত-পান-বিনির্ম্মিত-পাত্র।। ৩১।।

শ্রীমদ্ভাগবত বৈষ্ণবগণের প্রাণ-সদৃশ

ভাগবত-পুরাণ বৈষ্ণবের জীবন।
পরম-বৈরাগ্য-প্রেম-আনন্দ-বিধান।। ৩২।।
পড়িলে, শুনিলে, কিবা করিলে বিচার।
ভক্তিযুত হৈয়া নর হয় ভবপার।। ৩৩।।

শ্রীসূতগোস্বামীকর্ত্তৃক শ্রীমদ্ভাগবতাম্নায় বরণ

জ্ঞানদীপ ভাগবত ব্রহ্মার আননে।
উপদেশ দিয়া প্রকাশিলা নারায়ণে।। ৩৪।।
তবে ব্রহ্মা কৈলা নারদেরে উপদেশ।
বেদব্যাসে সমর্পিলা ধরি' মুনিবেশ।। ৩৫।।
ব্যাসরূপে শুকমুখে কৈলা সমর্পণ।
শুকরূপে পরীক্ষিত-মুখে নিয়োজন।। ৩৬।।
হেন সত্য, পর, শুদ্ধ, নিত্য ভগবান্।
সে দেবচরণে রহু অনন্ত প্রণাম।। ৩৭।।
নমো নমো বাসুদেব, দেব গুণধাম।
কৃপায়ে ব্রহ্মার মুখে অর্পিল পুরাণ।। ৩৮।।
শুকদেব যোগেশ্বর বন্দোঁ নিরন্তর।
মুনীন্দ্রবন্দিত-পদ লীলা-কলেবর।। ৩৯।।
বর্ণিল সকল ভাগবত-উপাখ্যান।
যাঁহার কৃপায়ে বিষ্ণুরাত-পরিত্রাণ।।" ৪০।।
রঘুনাথ-পণ্ডিতে রচিল গীতবন্ধ।
শুনিলে সকল লোকে বাঢ়িব আনন্দ।। ৪১।।
সুখে 'ভাগবত' লোক বুঝিবার তরে।
রঘুনাথ-পণ্ডিত রচিল কথাচ্ছলে।। ৪২।।
বুধজনে সবে মোর এই পরিহার।
দোষ ক্ষমা করি' গুণ করিহ বিচার।। ৪৩।।
শ্রীযুত শ্রীগদাধর-পদযুগ জান।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস-গান।। ৪৪।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্বাদশস্কন্ধে
কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী-ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।। ১৩।।

সমাপ্তশ্চায়ং শ্রীভাগতবস্য ভাষা-প্রেমতরঙ্গিণী-দ্বাদশস্কন্ধঃ।। ১২।।

সম্পূর্ণ